সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

৩

প্রধান উপদেষ্টার কথা

বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণ বর্তমান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য দাবী। সেই কারণেই রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত আধুনিক বহু ভারতীয় ভাষারই উৎস—যে বিস্ময়কর সম্পদ সংস্কৃত সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা মাতৃভাষায় প্রতিফলিত দেখিতে কাহার না সাধ হয়! কেবল আত্মতৃপ্তির কথা বলিতেছি না, আমার মনে হয়, 'নবপত্র প্রকাশন'-এর এই ব্রতপালন বাঙলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আশা ও আনন্দের কথা, হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণের এই ব্যাপক উদ্যম সমগ্র ভারতে এই প্রথম। আমি মনে করি, ইহা এক সুমহৎ জাতীয় কর্তব্যপালন। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' সেই কর্তব্যপালনের প্রথম উদ্যোগ—প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়াই ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিক; কিন্তু উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া সুধীজন ইহাকে অভিনন্দিত করিবেন এবং সুচিন্তিত পরামর্শদানে ইহার ক্রমোৎকর্ষের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করিবেন—ইহাই প্রত্যাশা।
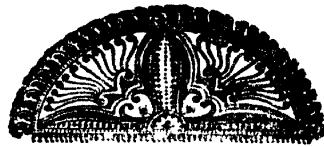
অনুবাদক

অমরু	ঃ	অমরুশতকম্	ঃ	ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারবি	ঃ	কিরাতার্জুনীয়ম্	ঃ	জ্যোতিভূষণ চাকী
হর্ষ	ঃ	রত্নাবলী	ঃ	তারাপদ ভট্টাচার্য

প্রকাশকের নিবেদন

আজ সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের তৃতীয় খণ্ড আমাদের গ্রাহকদের হাতে তুলে দেবার আগে প্রথমেই জানাই তাঁদের উদ্দেশে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। তাঁদের কুণ্ঠাহীন সহযোগিতা আমরা পেয়েছি—পেয়েছি তাঁদের অকৃপণ দাক্ষিণ্য, তাঁরা আমাদের প্রকাশনার গুণে মুগ্ধ হয়েছেন—দোষের সমালোচনা করেছেন—বিভিন্ন গঠনমূলক প্রস্তাব রেখে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। সকলকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের প্রতিশ্রুতি রয়েছে; স্থানাভাবে এই আটটি খণ্ডে যে সব গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়নি—অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমরা সেইগুলি প্রকাশ করব। আমাদের লক্ষ্য ছিল—'বহুজনহিতায়'; আমরা চেয়েছিলাম বিস্মৃত অতীতের বিপুল সাহিত্য-সম্পদের সঙ্গে জাতির পরিচয় অবারিত হোক; তাই গ্রাহক তালিকাভুক্তির সময়সীমা কখনও নির্দিষ্ট করা হয়নি। না হওয়ার জন্য কিছু অসুবিধেয় আমাদের পড়তে হয়েছে, তবু আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্যে আমরা তৃপ্ত। এই তৃপ্তিকে পূর্ণতর করেছে উপদেষ্টা ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সস্নেহ সান্নিধ্য। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের ভাষা আমাদের নেই।

অনুবাদ-কর্মে, ভূমিকা-রচনায় ও অন্যান্য রূপ-পরিকল্পনায় ঘনিষ্ঠ সহায়করূপে যাঁদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের ভাষা-শিক্ষক জ্যোতিভূষণ চাকী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও চারুচন্দ্র কলেজের সংস্কৃত বিভাগীয় অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রীডার, সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক ডক্টর মুরারিমোহন সেন। এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। এই খণ্ডটির প্রকাশনায় আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীজগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ব্রতীশ ঘোষ, শ্রীবিশ্বপতি চাকী, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা, শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ, শ্রীমতী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।
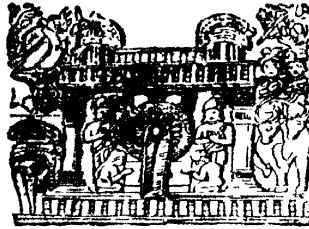
সূচীপত্র

● অমরুশতকম্

ভূমিকা ॥ ১ ॥

অনুবাদ ॥ ৯ ॥

প্রসঙ্গ-কথা ॥ ২০ ॥

মূল ॥ ২৮ ॥

● কিরাতার্জুনীয়ম্

ভূমিকা ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ ॥ ৫৭ ॥

প্রসঙ্গ-কথা ॥ ১৩৭ ॥

মূল ॥ ১৫৬ ॥

● রত্নাবলী

ভূমিকা ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ ॥ ২৬৭ ॥

প্রসঙ্গ-কথা ॥ ৩ ৬ ॥

মূল ॥ ৩১৪ ॥

●

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ॥ ৩৬৫ ॥

অমরু

অমরুশতকম

ভূমিকা

এক

বেদ উপনিষদের দেশ ভারতে ঈশ্বর, আত্মা, পুণ্য ও পাপ ইত্যাদির চিন্তা ও বিচার বড় বেশী হতো। ইহজগৎ ও জীবন, জীবনের সুখ, হাসি, জীবনের বিভিন্ন উপভোগের কথা প্রাচীন ভারতীয়েরা মোটেই চিন্তা করতেন না বলে আজকাল বলা হয়ে থাকে। হরিকথা শ্রবণ, ভরতকথা পাঠ, পুণ্যাশ্রম দর্শন, গঙ্গাবগাহন ইত্যাদি ছিল ভারতীয়দের পরম কর্তব্য কর্ম। এ জগৎ অতীব নশ্বর, মানব জীবন ততোধিক নশ্বর, বিনাশী এ জীবনকে ভাল লাগা মন্দ লাগা উপভোগ করা কোন কিছুর প্রয়োজন নেই—এই নাকি ছিল ভারতীয়দের আদর্শ।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সাহিত্যসম্ভার বিচার করলে ভারতীয়রা যে জীবন উপভোগের প্রতি উদাসীন ছিলেন তা কখনও বলা চলে না। কাব্য, নাটক, মহাকাব্য, লোকগাথা ও গীতিকবিতা নিয়ে গড়ে ওঠে যে কোন দেশের যে কোন জাতির সাহিত্য। ভারতীয় সাহিত্যে লোকসাহিত্য ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গাথায়, বিভিন্ন গীতিকবিতায়। ভারতের দক্ষিণে অন্ধপ্রদেশে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোন সময়ে সাতবাহন নরপতি হাল রাজত্ব করতেন—তাঁর রচিত মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃতে লিখিত গাথা-সপ্তশতী বা 'গাহাসত্তসই' জীবনসম্ভোগের এক মহৎ শব্দময় আলেখ্য—সাতশত প্রাকৃত শ্লোকে গ্রথিত। এর সমসাময়িক বলে ধরা হয় অমরুশতক বা অমরুকবি-বিরচিত শতশ্লোকের শৃঙ্গাররসগীতিকা। হালের পূর্বোক্ত গাথা-সপ্তশতীতে রয়েছে যথার্থ লোকগাথাসমূহের সমাবেশ, ভারতের প্রাচীনযুগের অতি সাধারণ গ্রামজীবনের হাসি, আনন্দ ও জীবনধারার ইতিহাস; এর প্রত্যেকটি গাথায় যেন গ্রামাঞ্চলের মাটি, আকাশ ও অতি সাধারণ জীবনের স্পর্শ অভিব্যক্ত হয়ে রয়েছে। অমরুর শতক ঠিক পল্লীগীতিকার স্তরে পড়ে না; সংস্কৃত কাব্যরচনার বিভিন্ন বিধি ছন্দ অলংকার দিয়ে রচিত মানবজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও কাব্যানুভূতিতে রচিত মনোরম শৃঙ্গাররসের কাব্য এ অমরুশতক। পল্লীগীতিকার সঙ্গে কাব্যগীতিকা বা বৈষ্ণবকবি-রচিত কাব্যের যে পার্থক্য, হালের গাথা-শপ্তশতীর সঙ্গে অমরুশতকের সে পার্থক্য। সেই প্রাচীনযুগে ভাসের নাটকাবলী কালিদাসের শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটকত্রয় ও মহাকাব্যযুগল যে ভাবে ও ভাষায় রচিত হয়েছিল ঠিক সেরূপভাবে রচিত অমরুকবির শতক বা শতশ্লোক।

এই শত-শ্লোকের প্রত্যেকটি শৃঙ্গাররসের উপর রচিত, প্রত্যেকটি শ্লোক পরস্পর নিরপেক্ষ; প্রত্যেকটির মর্মার্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ—একটি অন্যটির উপর অর্থপ্রতীতির জন্য নির্ভরশীল নয়। এরূপ শ্লোক সংস্কৃতে 'মুক্তক' নামে পরিচিত। মুক্তক সম্বন্ধে কোন এক সংস্কৃত কবি বলেছেন—'মুক্তকং শ্লোক এবৈকশ্চমৎকারক্ষমঃ সতাম্'—সহৃদয় কাব্যরসিকদের চমৎকারকারী একটি মাত্র শ্লোক 'মুক্তক'। এই মুক্তকের কথা প্রথম দণ্ডীর কাব্যাদর্শে আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে উল্লিখিত হয়েছে। পদ্যের শ্রেণীভেদ করতে গিয়ে কাব্যাদর্শে দণ্ডী বলেছেন—

> মুক্তকং কুলকং কোশঃ সংঘাত ইতি তাদৃশঃ।
> সর্গবন্ধাঙ্গরূপত্বাদনুক্তঃ পদ্যবিস্তরঃ॥

(কাব্যাদর্শ, প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্লোক ১৩)

কাব্যাদর্শের প্রাচীন টীকাকার বাদিজঙ্ঘালদেব উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় মুক্তক সম্বন্ধে বলেছেন—'মুক্তকমেকং সুভাষিতমুচ্যতে'—একটি মাত্র সুভাষিতকে মুক্তক বলা হয়। কাব্যাদর্শের অন্য আর এক প্রাচীন টীকাকার তরুণ বাচস্পতি মুক্তকের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'মুক্তকমিতরানপেক্ষমেকং সুভাষিতম্'। অন্য আর এক প্রাচীন টীকাকার বলেছেন, 'মুক্তকং বাক্যান্তরনিরপেক্ষো যঃ শ্লোকঃ' অন্যবাক্যনিরপেক্ষ শ্লোক বা অর্থপ্রতীতির জন্য অন্য বাক্যকে যার প্রয়োজন হয় না, তাকে মুক্তক বলে। কাব্যানুশাসন নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের প্রণেতা জৈন আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যানুশাসনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা অলঙ্কারচূড়ামণিতে বলেছেন—'একেন ছন্দসা বাক্যার্থসমাপ্তৌ মুক্তকং'—যথা 'অমরুকস্য শৃঙ্গারশতে রসস্যন্দিনো মুক্তকাঃ'। একই ছন্দে রচিত বাক্যার্থের সম্পূর্ণতা রয়েছে এমন পদ্য মুক্তক। হেমচন্দ্রের মতে সংস্কৃত, প্রাকৃত যে কোন ভাষায় মুক্তক রচিত হতে পারে (...বিশেষানভিধানাৎ সর্বভাষাভির্বন্ধিত) সাহিত্যদর্পণে মুক্তক সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'ছন্দোবদ্ধ পদং পদ্যং তেনৈকেন চ মুক্তকম্'—যার পদ বা পাদ ছন্দে রচিত সেরূপ একটি শ্লোককে মুক্তক বলে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাব্য নাটকে বা শিলালেখে অমরু কবির নাম বা তাঁর শতকের উল্লেখ পাই না। নাট্যশাস্ত্রে, কাব্যাদর্শে, ভামহের কাব্যালংকারে উদ্ভট বা রুদ্রটের অলঙ্কার-গ্রন্থে অমরুশতকের কোন উল্লেখ পাই না। বামনের কাব্যালংকারসূত্র-বৃত্তি নামক অলংকার-গ্রন্থের তৃতীয় অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্লেষগুণের উদাহরণ হিসাবে অমরুশতকের নিচের শ্লোকটি পাওয়া যায়, কিন্তু অমরুকবির নাম কোথাও বামন উল্লেখ করেন নি। শ্লোকটি এই—

> দৃষ্টৈকাসনসংগতে প্রিয়তমে পশ্চাদুপেত্যাদরা-
> দেকস্যা নয়নে নিমীল্য বিহিতাক্রীড়ানুবন্ধচ্ছলঃ।
> ঈষদ্বক্রিতকংধরঃ সপুলকঃ প্রেমোল্লসন্মানসা-
> মন্তর্হাসলসৎকপোলফলকাং ধূর্তোঽপরাং চুম্বতি ॥

শ্লোকটির অর্থ হলো, দুই প্রিয়তমাকে একাসনে সমুপবিষ্ট দেখে (ধীরে ধীরে সাবধানে) তাদের পিছনে গিয়ে ক্রীড়াকৌতুক করার অছিলায় একজনের চোখজোড়াকে আবৃত করল। স্কন্ধদেশ বক্র করে পুলক ও প্রেমোল্লাসে পরিপূর্ণচিত্ত অপর প্রিয়তমাকে (শঠনায়ক) চুম্বন করায় তার সর্বাঙ্গে আনন্দলহরী বইল ও গণ্ডদেশ স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হলো।

অমরুকবির নামোল্লেখ করে তার কাব্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা সর্বপ্রথম করেছেন নবম শতকের প্রখ্যাত কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক ধ্বন্যালোক-প্রণেতা আনন্দবর্ধনাচার্য। তিনি তাঁর ধ্বন্যালোকের তৃতীয়োদ্দ্যোতে বলেছেন।

'মুক্তকেষু প্রবন্ধেষ্বিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে! যথা হ্যমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গার-রসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।'

প্রবন্ধগুলির মতো মুক্তকসমূহতেও যাতে রসাস্বাদ জন্মে সে ব্যাপারে কবিরা মনোযোগী হন। যেমন অমরু কবির মুক্তকগুলিতে শৃঙ্গাররসের আস্বাদ রয়েছে এবং এগুলি কাব্য নাটক প্রভৃতি প্রবন্ধের মতো এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ধ্বন্যালোকের পরবর্তী ধনঞ্জয়ের দশরূপক গ্রন্থের অবলোকটীকাতেও বার বার

অমরুশতক থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে। হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে অমরুকবির নামোল্লেখ করে তাঁর শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রখ্যাত আলঙ্কারিক মম্মট তাঁর কাব্যপ্রকাশে অমরুশতকের এত শ্লোক উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন, তবু অমরুর নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। অষ্টাদশ শতকের অন্য এক প্রখ্যাত আলঙ্কারিক, রসগঙ্গাধর গ্রন্থের রচয়িতা, জগন্নাথ 'প্রহরবিরতৌ মধ্যে বাহ্নঃ' অথবা 'নিঃশেষচ্যুত-চন্দনম্'-ইত্যাদি অমরুর প্রসিদ্ধ শ্লোক বিভিন্ন উদাহরণ হিসাবে দেখালেও অমরুর নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। খৃষ্টীয় নবম শতকে আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক যখন রচিত হয়েছে তখন অমরুকবির বিভিন্ন মুক্তক শ্লোক শতকের আকার গ্রহণ করেছে এবং ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনই প্রথম উপরে উল্লিখিত বৃত্তিতে অমরুর কাব্যকে অমরুশতক বলে উল্লেখ করেছেন। 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি', বল্লভের 'সুভাষিতাবলী', 'কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয়' প্রভৃতি সংস্কৃত পদ্যের প্রাচীন সংকলন-গ্রন্থে অমরুর নামে আরও কত পদ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, মুক্তক শ্লোকে রচিত অমরুকবির যে শতক সেখানে অন্য কবি রচিত শৃঙ্গার-রসাশ্রয়ী শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আবার অমরুকবির রচনা যেখানে যত শৃঙ্গার-রসাত্মক শ্লোক আছে সবগুলোকে অমরুশতকের মধ্যে নিয়ে আসার প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল। এজন্যই অমরুশতকের মোট মাত্র চারটি প্রধান সংস্করণ দেখা যায়। এই সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতে ৯৬ থেকে ১১৫টি শ্লোক রয়েছে এবং ৫১টি শ্লোক চারটির প্রত্যেকটিতেই দেখা যায়। অমরুশতকের চারটি সংস্করণের মধ্যে প্রধান হলো দক্ষিণভারতীয় সংস্করণ। এটি বেমভুপালের শৃঙ্গারদীপিকা ব্যাখ্যা দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং Simon (সাইমন) সাহেব এই সংস্করণের উপর নির্ভর করে তাঁর অমরুশতকে ইংরেজী ব্যাখ্যাদি যোগ করে প্রকাশ করেছেন। বেমভুপাল তাঁর শৃঙ্গার-দীপিকার সাত নম্বর প্রারম্ভিক শ্লোকে বলেছেন—

মূলশ্লোকান্ সমাহৃত্য প্রক্ষিপ্তান্ পরিহৃত্য চ।
বিধত্তে বিদুষামিষ্টাং টীকাং শৃঙ্গারদীপিকাম্॥

'প্রক্ষিপ্ত শ্লোককে বাদ দিয়ে অমরুশতকের মূল শ্লোকগুলোকে আশ্রয় করে আমি শৃঙ্গারদীপিকা রচনা করেছি।' রামানন্দনাথ নামে আর একজনও এই দক্ষিণভারতীয় অমরুশতকের আর এক টীকা রচনা করেছিলেন। পশ্চিমভারতীয় অমরুশতক পাওয়া যায়; অর্জুনবর্মদেব রসিক-সংজীবনী নামে এর টীকা রচনা করেছেন। অর্জুনবর্মদেবের ব্যাখ্যাশৈলী ও ভাষা অত্যন্ত সরল, সরস ও অলঙ্কারের নানাবিধ আলোচনায় সমৃদ্ধ। শৃঙ্গারতরঙ্গিনী নামে টীকা-নির্মাতা সূর্যদাস প্রভৃতি পরবর্তী অমরুশতকের টীকাকারগণ অর্জুনবর্মদেবের ভাষা ও ভাব হুবহু নকল করে নিজের নিজের টীকা রচনা করেছিলেন। বঙ্গদেশে যে অমরুশতক পাওয়া যায় তাতেও ৫১টি বাদ দিয়ে বাকী শ্লোক পৃথক; বিন্যাসেও পশ্চিমভারতীয় এবং দক্ষিণভারতীয় অমরুশতক থেকে বেশ পার্থক্য আছে। রবিচন্দ্র বঙ্গদেশের এই অমরুশতকের উপর তাঁর টীকা রচনা করে প্রত্যেকটি শ্লোকের শান্তরসের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। রবিচন্দ্রের শান্তরসাশ্রয়ী ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবকবি ও আলঙ্কারিকদের অমরুশতকের কিছু কিছু শ্লোকের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে রাধাকৃষ্ণের প্রেম হিসাবে দেখাবার জন্য পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করেছে।

দুই

রবিচন্দ্রের অমরুশতকের শান্তরসাশ্রয়ী ব্যাখ্যা বৈষ্ণবকবিদের নিকটই শুধু সমাদরের বস্তু ছিল, সাধারণ পাঠকের এর প্রতি আগ্রহ বিশেষ নেই। আমরা প্রধানতঃ বেমভূপালের শৃঙ্গারদীপিকা-যুক্ত দক্ষিণভারতীয় অমরুশতককে অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছি। অমরুশতক শৃঙ্গাররসের শতক—এটা সর্ববাদিসম্মত। শৃঙ্গাররসের দিক থেকে প্রত্যেকটি পদ্যের সুনিপুণ ব্যাখ্যা আর কোন টীকাকার দিতে পারেন নি—এজন্য প্রধানতঃ বেমের অমরুশতকের শ্লোকগুলিকেই আমরা বেছে নিয়েছি। তা ছাড়া দক্ষিণভারতীয় এ অমরুশতক আগাগোড়া পড়লে মনে হয়—প্রত্যেকটি শ্লোকের ভাষা ও ভাব প্রায় একই' এবং একই কবি অমরু এগুলির রচয়িতা।

ত্রিবান্দ্রাম নাটকগুলির মধ্যে এরকম ভাষাগত ও রচনাপদ্ধতিগত মিল দেখে এগুলির রচয়িতা যে একই লোক এবং উক্ত নাটকাবলীর অন্যতম স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের রচয়িতা যে কবি ভাস, তা যখন নানা স্থান থেকে জানা যায়, তখন স্বপ্নবাসবদত্তার পদ্ধতি ও ভাষায় লেখা অন্যান্য নাটকগুলিও ভাসের বলে আমাদের সহজে বোধ হয়। এ শতকের বিভিন্ন শ্লোক ধ্বন্যালোক, দশরূপক, কাব্যানুশাসন, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থে অমরু কবির শ্লোক বা সাহিত্যকর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুক্তক দিয়ে রচিত যত 'শতক' সংস্কৃতে আছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অন্তর্ভুক্তির কথা উঠেছে। 'মুক্তকে কবয়োঽনন্তাঃ'—মুক্তক রচনার বহু কবিকে দেখতে পাওয়া যায়, সেসব মুক্তক প্রত্যেকটি ভাল হোক আর নাই হোক। মুক্তকের সংগ্রহে যেখানে শতক নির্মিত হয় সেখানেই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন দেখা দেয়। সংস্কৃতে ভর্তৃহরির শতকত্রয়, ময়ূর কবির সূর্যশতক এমন-কি চাণক্য-শ্লোকসমগ্রের মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। দক্ষিণভারতীয় শতক শরীরে (Redaction) মাত্র একটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলে আমাদের মনে হয় সেটিকে আমরা বাদ দিয়েছি এবং বাদ দেওয়া সত্ত্বেও শতকে ঠিক একশ শ্লোকই আছে। অমরু নামে কোন এক ব্যক্তি এই একশটি মুক্তকের রচয়িতা নন, সংকলক, এরকম মতবাদও কেউ কেউ প্রকাশ করে থাকেন। 'ক্ষিপ্তোহস্তাবলগ্নঃ' 'নভসি জলদলক্ষ্মীম্'—'সুতনু! বিজহীহি মানম্' 'নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং'—ইত্যাদি মুক্তকগুলিকে ধ্বনিকার ও একাধিক আলংকারিক অমরু-পদ্য বলে ঘোষণা করে গেছেন এবং শতকের মধ্যে অন্যান্য সব মুক্তকের ভাষাগত, শৈলীগত মিল উক্ত প্রসিদ্ধ অমরুকবির রচনা বলে প্রসিদ্ধ মুক্তক-গুলির সঙ্গে আছে বলে আমরা অমরুকে শতকের মূল রচয়িতা রূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

এখন কে এই অমরু, কি-ই বা তার পরিচয়—এ সব প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে একমাত্র বাণভট্ট ছাড়া অন্য কারও সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু জানতে পারা যায় না এবং এজন্যই সংস্কৃত কবিদের জীবন নিয়ে নানা কিংবদন্তী ও উপাখ্যান শোনা যায়। অমরুকবি সম্বন্ধেও বেশ কিছু উপাখ্যান রয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বৈষ্ণব কবি ও আলংকারিক কর্ণপূর অমরুর শ্লোককে কিভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসাত্মক শ্লোক হিসাবে পরিবর্তন করেছেন। অমরুশতকের যে সাতটি টীকা ছাপার আকারে পাওয়া যায় তার মধ্যে একজন টীকাকার রবিচন্দ্র অমরু-শতককে শান্তরসপক্ষে ব্যাখ্যা করে যারা আদিরসের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন তাদের

অনাদর থেকে অমরুশতককে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। অমরুশতকে আদিরসের নগ্ন বা অতিবাস্তব দিক আলোচনা করায় সাহিত্যে অশ্লীলতা আনা হয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। কোন্‌টা শ্লীল বা কোন্‌টা অশ্লীল সেটা তো আপেক্ষিক ব্যাপার। ভারতবাসীর বিচারে যেটা শ্লীল সেটা অন্যদেশীয় মানুষের কাছে অশ্লীল, আবার ভারতীয় যেটাকে অশ্লীল ভাবেন সেটা আমেরিকা, ফরাসীদেশের মানুষ শ্লীল বলে মনে করেন। অমরুশতককে অশ্লীল বললে ফরাসী, মার্কিণ, গ্রীক ও ইংরেজী সাহিত্যের বহু কাব্য নাটক মহাকাব্য গীতিকবিতাকে সাহিত্য বলা চলবে না, অশ্লীলতার দলিল বলতে হবে। অমরুশতক পড়ে তৎকালীন সমাজ, সমাজের মানুষ, দেশাচার, রীতি-নীতি বিচার করলে একে অশ্লীল বলে মনে হবে না। এর ভাষা ও এর থেকে 'নিঃষ্যন্দমানা যা ধ্বনিরূপা সরসবতী' তা অমুরর মহাকবিত্বকে ও আলোকসামান্যা প্রতিভাকেই উজ্জ্বল করে তোলে। ভারতের টীকাকারদের মতে অমরুর এক একটি শ্লোক একশটি কাব্য, নাটক ও মহাকাব্যের সমান—'অমরুকবেঃ শ্লোক একঃ প্রবন্ধশতায়তে'। এহেন প্রতিভার অধিকারী অমরুকবির প্রতিভার দীপ্তিতে আদিরসের অতিবাস্তবতায় যদি কোন বাড়াবাড়ি বা ত্রুটি কোথাও হয়ে থাকে তা অমরুর বিশাল প্রতিভার আলোকে তুচ্ছ মনে হবে। ধ্বনিকারের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি স্মরণ করতে বলি—

অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য স ঝটিত্যবভাসতে ॥

(ধ্বন্যালোক, তৃতীয়োদ্দ্যাত)

মহাকবির ভুলভ্রান্তি প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা পড়ে যায়, শৃঙ্গাররসের অতি-বাস্তবতার জন্য যেটুকু ত্রুটি সেটাই বা ঢাকা পড়বে না কেন ?

সংস্কৃত কবি নাট্যকার ও মহাকাব্যকারগণ আদিরস শৃঙ্গারকে নিয়েই অধিকাংশ কাব্য নাটক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সর্বাগ্রে শৃঙ্গাররস, তার আভাস, শৃঙ্গারের বিভিন্ন ব্যভিচারীভাবের উদয় ও শান্তি। আলংকারিকগণের অনেকেই আবার কেবল শৃঙ্গাররসের উপর অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন—রুদ্রভটের শৃঙ্গারতিলক, ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশ। এজন্যই পিশেল সাহেব তাঁর রুদ্রভটের শৃঙ্গারতিলকের সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন—শৃঙ্গাররসের বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা, শৃঙ্গাররসের বিভিন্ন ভেদ, ব্যভিচারীভাবকে উদাহরণ দিয়ে দেখাবার জন্যই নাকি অমরু-শতক। তাঁর মতে একটি উদাহরণ কাব্য বা illustrative poem। পিশেলের একথা অবশ্য যুক্তিসম্মত নয়। পিশেলের এ যুক্তি স্বীকার করতে গেলে ভট্টনারায়ণের বেণী-সংহার এবং শ্রীহর্ষের রত্নাবলীকে উদাহরণ নাটক হিসাবে স্বীকার করতে হয়, কারণ আলংকারিকরা প্রায় সর্বদা বেণীসংহার বা রত্নাবলী থেকে বিভিন্ন নাট্য-নিয়মের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। অমরুশতক, হলায়ুধের কাব্য কবিরহস্য (যেখানে সংস্কৃতের বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে) নয়, বা ভৌমকের রাবণার্জুনীয়ম্ কাব্য নয়, (যেটা শুধুমাত্র পালনীয় প্রয়োগকে উদাহরণ দিয়ে দেখানোর জন্য লেখা হয়েছে)। অমরুকবি তাঁর বিরাট প্রতিভা-চক্ষু দিয়ে জীবন-সম্ভোগের মহিমময় দিক্‌গুলি যেমন দেখেছেন তেমনি আবেগময় পরিশীলিত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন, এবং এই প্রকাশের মধ্য দিয়ে শৃঙ্গাররসের বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার কথা, শৃঙ্গারের বিভিন্ন ভাব, নর্মের বা বচনের কথা বলা হয়ে থাকলে সেটাকে প্রাসঙ্গিক ব্যাপার হিসাবে ভাবতে হবে।

অমরুশতক আগে কাব্য বা নিপুণ সাহিত্যকর্ম, পরে সেটা শৃঙ্গাররসের বিভিন্ন দিকের উদাহরণ। অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত বিভিন্ন নায়িকার ভেদ রসিক কবি যে কাব্যগুণমণ্ডিত শ্লোকে গেঁথে গেঁথে চলেছেন তা রসজ্ঞ পাঠকের উপভোগ্য।

তিন

অমরুর বাক্যের প্রসাদরম্যতা বা পাঠমাত্রই অর্থপ্রতীতি, বাল্মীকি এবং কালিদাসের শব্দার্থের স্বচ্ছতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘসমাস দু-এক জায়গায় অমরু ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সে সব দীর্ঘসমাস অর্থবোধে বা রসবোধের কোন বাধা হয় নি, উপরন্তু দীর্ঘসমাসকে এমন শৃঙ্গাররসের অনুগত, কালিদাসের মতো এক অমরু ছাড়া আর কেউ করতে পেরেছেন কিনা আমরা জানি না। কালিদাস পূর্বমেঘের একটি শ্লোকে অলকাপুরীর বিশেষণ দিয়েছেন একটি দীর্ঘসমাস 'বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকা-ধৌতহর্ম্যা' বহিরুদ্যানে অবস্থানকারী হরের শিরের চন্দ্রিকার দ্বারা যার হর্ম্যসমূহ বিধৌত হয়েছে। এতবড় সমাসবন্ধ পদের অর্থ বুঝতে কোন বিলম্ব হয় না এবং বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের কাব্য মেঘদূতে কালিদাসের প্রয়োগ এই দীর্ঘসমাস রসবোধকে গাঢ় হতে সাহায্য করেছে বেশী। অমরুর দু-একটা দীর্ঘ সমাস স্মরণ করা যেতে পারে—'কিং তেনৈব বিনা শশাঙ্ককিরণস্পৃষ্টাট্টহাসা নিশা।'

শশাঙ্ককিরণস্পৃষ্টাট্টহাসা—এতগুলো পদের সমাস, কিন্তু অর্থ বুঝতে কালবিলম্ব হয় না এবং নিশার সমাসবন্ধ বিশেষণ এখানে শৃঙ্গারের অনুভূতিকে কতখানি গাঢ় ও ঘনীভূত হতে সাহায্য করেছে, তা ভেবে দেখবার মতো। সেরূপ 'মন্দান্দোলিতকুণ্ডল-স্তবকয়া তন্ব্যা বিধূতং শিরঃ' অথবা 'কালে কেবলমম্বুদালিমলিনে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘসমাসের প্রয়োগ অর্থবোধকে বিঘ্নিত না করে শৃঙ্গারের বোধকে কত নিবিড় করেছে, তা আমরা বুঝতে পারি।

শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসকেও রসানুগত করতে অমরুর অসাধারণ প্রতিভা কতখানি নিপুণতা দেখিয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি। অনুপ্রাসও এ কাব্যে রসাবহ হয়ে উঠেছে। দণ্ডাচার্যের উক্তিটি স্মরণীয়—'তদ্রূপাদিপদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা'—প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্লোক-৫২। দণ্ডী অবশ্য একথার মধ্যে রসকে কাব্যের ইষ্টার্থ হিসাবে বোঝাতে চেয়েছেন, শৃঙ্গারাদি পরিভাষিক রসকে নয়। 'আলোলামলকাবলীং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলম্'—লকারের অনুপ্রাস শৃঙ্গাররস-প্রধান গীতগোবিন্দের অনুপ্রাস 'পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে' ইত্যাদিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ধ্বনিকার বলেছেন—অলঙ্কারের প্রয়োগ হবে রসভাবাদির তাৎপর্যকে অনুসরণ করে। অলঙ্কারকে প্রাধান্য দিয়ে রসভাবাদিকে গৌণ করা ঠিক হবে না। আবার অলঙ্কারকে রসপরিপোষণের জন্য কোথাও সার্থকভাবে ব্যবহার করতে হবে, কোথাও বা রস- পরিপোষণের জন্য অলঙ্কারকে একেবারে বর্জন করতে হবে।

অমরুর নিচের পদ্যটিকে ধ্বনিকার স্বয়ং তৃতীয়োদ্দ্যোতে উদ্ধৃত করেছেন—

স্মররসনদীপূরেণোঢ়াঃ পুনর্গুরুসেতুভি-
র্যদপি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যারাদপূর্ণমনোরথাঃ।
তদপি লিখিতপ্রখ্যৈরঙ্গৈঃ পরস্পরম্বন্মুখা
নয়ননলিনীনালানীতং পিবন্তি রসং প্রিয়াঃ॥

ধ্বনিকারের মতে শ্লোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি রূপকালংকার স্মর-রসনদী, গুরুসেতু, নয়ননলিনীনাল সম্ভোগশৃঙ্গারের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং এই তিন রূপকালংকারের জন্যই সম্ভোগশৃঙ্গারের অনুভূতি কত গভীর হয়ে উঠেছে। রসতৎপর রূপকালঙ্কারের প্রয়োগ এখানে সত্যই সার্থক।

অমরুর নিচের শ্লোকটিও উদ্ধৃতিযোগ্য—

প্রহরবিরতৌ মধ্যে বাহ্নস্ততোঽপি পরিহথবা
কিমুত সকলে যাতে বহ্নি প্রিয় ত্বমিহৈষ্যসি।
ইতি দিনশতপ্রাপ্যং দেশং প্রিয়স্য যিযাসতো
হরতি গমনং বালা বাক্যৈঃ সবাষ্পগলজ্জলৈঃ॥

রসগঙ্গাধরকর্তা জগন্নাথের মতে শ্লোকে শৃঙ্গাররসের অসামান্য প্রতীতি ঘটায় শ্লোকটি উত্তমোত্তম বা প্রকৃষ্ট ধ্বনিকাব্যের নিদর্শন। কিন্তু শ্লোকটিতে অমরুকবি কোন অলঙ্কার ব্যবহার করেন নি, অলঙ্কারের ব্যবহার এখানে শৃঙ্গারের পরিপোষক হতো না বরং শৃঙ্গারের আচ্ছাদক হয়ে শৃঙ্গারের প্রতীতির বিঘ্ন ঘটাত। অর্জুনবর্মদেব তাঁর টীকায় একজায়গায় বলেছেন—'স্বভাবরমণীয়ানাং পদার্থানামলংক্রিয়া। প্রত্যুতাচ্ছাদকত্বেন ন প্রকর্ষায় জায়তে॥'—স্বভাবসুন্দর পদার্থসমূহকে অলঙ্কার দিয়ে বর্ণনা করাটা স্বভাব-সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্যকে আবৃত করে মাত্র—সৌন্দর্যের বৃদ্ধি ঘটায় না।

কবিদের বর্ণনীয় বিষয় যেমন অসংখ্যেয় ও অনন্ত তেমনি কবিদের প্রতিভাও অনন্ত। আবার একই বিষয়কে অবলম্বন করে প্রতিভাবান্ কবিরা কাব্যরচনা করলেও যার ব্যঙ্গ্যার্থের রমণীয়তা বেশী তার কাব্যকেই লোকে স্মরণ করে, অন্যদের নয়।

অমরুর পঙ্‌ক্তি 'সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাম্' পড়লেই অভিজ্ঞান-শকুন্তলার অন্তিম অঙ্কে রাজা দুষ্মন্তের নায়িকা শকুন্তলার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের শ্লোকটি মনে পড়ে—'সুতনু! হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে কিমপি মনসঃ সংমোহো মে তদা বলবানভূৎ'।

একই বিষয় অমরু ও কালিদাস এ দুই প্রতিভাধরের হাতে এক এক রসনীয় রূপ গ্রহণ করেছে।

এক শৃঙ্গাররসের কত ভেদ, কত উপভেদ, নায়ক-নায়িকার কত প্রভেদ, তাদের কত ভাব—এসব অমরুকবি শ্লোকের পর শ্লোকে অসাধারণ সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শৃঙ্গাররসের মুক্তক বহু কবি রচনা করে গেছেন, কিন্তু অমরুর ছিল শৃঙ্গার-রস-চিত্রণে অসমান্য দক্ষতা। জহ্লণের সুভাষিতমুক্তাবলীতে অর্জুনবর্মদেবের অমরুর প্রশস্তি হিসাবে নিচের শ্লোকটি আছে—

অমরুককবিত্বডমরুকনাদেন বিনিহ্নুতা ন সঞ্চরতি।
শৃঙ্গারভণিতিরন্যা ধন্যানাং শ্রবণবিবরেষু॥

অমরু কবির কবিত্বের ডমরুর নাদে বধির ভাগ্যবানদের শ্রবণবিবরে অন্য কবিদের শৃঙ্গাররসের বাক্য প্রবেশ করে না।

মহাকবি অমরুর কাব্য সুক্তিসহস্রের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। শৃঙ্গাররসবিষয়ক কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত হলো—

তন্ব্যাস্তিষ্ঠতু নির্ভরপ্রণয়িতা মানোঽপি রম্যোদয়ঃ।

— সুন্দরীর গভীর প্রণয়ের কথা থাক, তার অভিমানও কত সুন্দর!

কম্পাস্ভেদৈস্তদনু সহসা ন স্থিতং ন প্রবৃত্তম্ :
—তরুণীর অশ্রুবেগ এরপর ধরে রাখা গেল না, আবার বর্ষিতও হলো না।
বিচলিতদৃশ্বা শূন্যে গেহে সমুচ্ছ্বসিতং পুনঃ—
—চোখ মেলে চতুর্দিকে চেয়ে ঘর শূন্য দেখে তরুণী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতো হি ননু প্রাণেশ্বরঃ ;
—আস্তে বল, হৃদয়ে অবস্থিত প্রাণেশ্বর শুনতে পাবেন।
প্রিয়ো মন্যুর্জাতস্তব নিরনুরোধে নতু বয়ম্।
—অয়ি অনুনয়ে অনাগ্রহিণি, মানই তোমার প্রিয় হলো, আমি (নায়ক) নই।
যদভিরুচিতং তস্মৈ কৃত্বা প্রিয়ে সুখমাস্যতাম্।
—আমার (নায়কের) যা অভিরুচি তা করে অয়ি প্রিয়ে সুখে থাক।
বদ্ধো মানপরিগ্রহে পরিকরঃ সিদ্ধিস্তু দৈবে স্থিতা।
—অভিমানের জন্য কোমর বেঁধেছি, এ বিষয়ে সাফল্য দৈবাধীন।
হৃদয়স্থিতঃ কান্তঃ কামং কিমত্র করোম্যহম্ ?
—পতি আমার হৃদয়ে আছেন, কি করি বল।
মাতঃ কং শরণং ব্রজামি হৃদয়ে জীর্ণোঽনুরাগানলঃ !
—হায় মা, কার শরণ নেব, অনুরাগানল জীর্ণ হলো।
যদনুকৃতবতী সা তত্র বাচো নিবৃত্তাঃ।
—বিরহিণী যা যা করল, তা আর ভাষায় প্রকাশ করা চলে না।

রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবী দুর্গার কটাক্ষ তোমাকে রক্ষা করুক! তাঁর মঞ্জরিত পল্লবের কর্ণভূষণের পাশে ভ্রমণরত প্রলুব্ধ ভ্রমরের সাদৃশ্য ধারণ করেছে সেই কটাক্ষ; জ্যা আকর্ষণের জন্য হাতের যে সামান্য বক্রতা তার ফলে অঙ্গুলিপুটের পৃষ্ঠদেশে সঞ্চারিত হয়েছে যে নখকিরণ—দেবীর ঐ কটাক্ষের দীপ্তি তার সঙ্গে মিশে গেছে!১

শম্ভুর সেই শরাগ্নি তোমাদের পাপ দগ্ধ করুক। এই শরাগ্নি ত্রিপুরের বনিতা ও যুবতীদের হস্ত স্পর্শ করায় তারা একে দূরে নিক্ষেপ করেছিল; সবলে আঘাত করা সত্ত্বেও শরাগ্নি তাদের বসনের প্রান্ত স্পর্শ করেছিল—তারপর কেশ স্পর্শ করায় তারা একে দূরে নিক্ষেপ করেছিল; চরণে পতিত হলেও তারা সেই চকিত অবস্থায় তাকে লক্ষ্য করে নি; সেই শরাগ্নি তাদের আলিঙ্গন করলেও অশ্রুভরা পদ্মনেত্রে তারা তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল।২

সম্ভোগ ও বিপরীতসম্ভোগের অন্তে তন্বীর অলসমন্থর নয়নদ্বয়, অবিন্যস্ত ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত কেশদাম, দোলায়িত কুণ্ডল, সূক্ষ্ম ঘর্মবিন্দু জালকের দ্বারা কপালের তিলক কিছু অস্পষ্ট—তন্বীর ঐ মুখ চিরকাল তোমাকে রক্ষা করুক— ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাদের কি প্রয়োজন?৩

অধরপল্লব দংশনে নায়িকা ভীতা। সে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করে বলছে—'না, না, আমাকে ছাড়, তুমি ধূর্ত!'—এই বলে ভ্রূলতাকে আন্দোলিত করছে, আর্ত চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দুটি নয়ন নিমীলিত করছে! সেই গর্বোদ্ধতা নায়িকাকে যারা সবলে চুম্বন করে তারাই অমৃতলাভে ধন্য। দেবগণ মূর্খের মতো সমুদ্রমন্থন করে শুধু পণ্ডশ্রম করেছিল।৪

ওগো সুন্দরি! যাকে তুমি অলসমন্থর ও প্রেমরসসিক্ত দৃষ্টিতে বার বার দেখছো, সে দৃষ্টি কখনও সঙ্কুচিত, কখনও অভিমুখী! যাকে তুমি নিমেষহীন, লজ্জাচঞ্চল দুটি চোখ দিয়ে দেখছো—আর তাতে তোমার মনের অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হচ্ছে—বল তো সে কোন্ কৃতিমান পুরুষ?৫

অয়ি ক্রুদ্ধে! অঙ্গুলির অগ্রস্থিত নখ দিয়ে নয়নজল বার বার মুছে কেন তুমি নিঃশব্দে রোদন করছ? তোমাকে সশব্দে আরও রোদন করতে হবে; কেননা, দুর্জনের উপদেশে তোমার মানের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল; এখন, তোমার প্রিয়তম বিরক্ত, তোমাকে অনুনয় করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই উদাসীন হবেন।৬

তুমিই এই নায়িকার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করেছ, তুমিই একে বহুকাল লালন করেছ আবার তুমি আজ এর প্রতি অপ্রিয় আচরণ করলে। এত কোপ দুঃসহ, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সান্ত্বনাবাক্যে একে প্রশমিত করা যাবে না। ওগো নিষ্ঠুর! তোমার এই সখী আপাততঃ মুক্তকণ্ঠে করুণভাবে রোদন করুক।৭

হে সখি, তোমার প্রাণেশ্বর নতমস্তকে বাইরে বসে ভূমিতে তোমার মূর্তি অঙ্কনে রত; তোমার সখীরা আহারে বিরত, অনবরত রোদনের ফলে তাদের নয়ন স্ফীত হয়ে উঠেছে। পিঞ্জরের শুকপাখিও গুঞ্জন ত্যাগ করেছে—তোমারও এইরূপ অবস্থা! ওগো কঠিনহৃদয়ে, এখন তুমি তোমার মান ত্যাগ কর।৮

নারী বাইরে নম্রস্বভাব কিন্তু অন্তরে খলবুদ্ধি; প্রেমাস্পদকে তারা আয়ত্ত করতে

চায়, বারণ করলেও নিবৃত্ত হয় না। এজন্য কেন-ই বা তুমি দুঃখ পাচ্ছ আর কেন-ই বা বৃথা রোদন করছ ?—এই সব স্ত্রীলোকের ভাল করতে যেয়ো না।

অয়ি ভীরু, তোমার প্রেমিক কোমলস্বভাব, ক্রীড়াসক্ত, যুবা এবং রসিক। রূঢ় অথচ মনোহারী শত শত প্রিয় কথা বলে কেন তুমি তাকে বশীভূত করছ না ?৯

কোপবশতঃ কোমল ও চঞ্চল বাহুলতাপাশে নায়ককে বেশ শক্ত করে বেঁধে সখীদের সামনেই নায়িকা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলো। 'আবার তুমি এসব করেছ' ? (অন্য নায়িকার কাছে গিয়েছ ?) নায়কের অপরাধ এভাবে স্খলিত মধুর বাক্যে ব্যক্ত করে, নায়িকা তাকে আঘাত করছে, ভাগ্যবান্ প্রেমিকও সহাস্যে সব কিছু গোপন করে চলেছে।১০

'সুন্দরি ! দূরপ্রবাসে যারা যায়, তারা কি ফিরে আসে না ? আমার জন্য তুমি চিন্তা করো না, তুমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছ'—বাষ্পাকুল নেত্রে আমি তাকে একথা বললাম ; তখন সে লজ্জালস নয়নে পতনোন্মুখ অশ্রু সংবরণ করে সহাস্যে আমার দিকে চেয়ে ভাবী মরণের প্রতি উৎসাহ দেখাল।১১

তার মুখের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মুখ নত করেছিলাম, আমার চোখের দৃষ্টি পায়ের দিকে পড়েছিল ; তার কথা শোনার জন্য অত্যন্ত আকুল হলেও আমি কর্ণ রুদ্ধ করেছিলাম, গণ্ডদেশের পুলকজাত ঘর্মবিন্দু হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, কিন্তু ওগো সখীরা, আমি কি করবো—আমার বক্ষাবরণের গ্রন্থি শতধা ছিন্ন হয়ে গেছে ! (এই দুরন্ত যৌবনে আমার পক্ষে অভিমান করা সম্ভব নয় !)১২

একশ দিনে পেঁছানো যায় এমন স্থানে প্রিয়তম যেতে উদ্যত—তার প্রিয়া তাকে বাধা দিচ্ছে অশ্রুকণ্ঠে এই কথা বলে—'ওগো প্রিয়, দুপুরের আগে অথবা দুপুরে অথবা তারও পরে কিংবা সারাদিন চলে যাওয়ার পর তুমি কি বাড়ী ফিরে আসবে ?'১৩

প্রণয়কোপে আমি কোনক্রমে 'চলে যাও !'—এই কথাটি তাকে বলেছিলাম। সে কঠিন-হৃদয়, শয্যা ত্যাগ করে জোর করে চলে গেল ! তার দয়া নেই, এমনি করেই সে প্রেমের মৃত্যু ঘটালো। তবু আমি লজ্জাহীনা, তাই আমার চিত্ত তার প্রতিই আসক্ত হচ্ছে।১৪

স্বামী-স্ত্রীর নৈশ আলাপ গৃহের শুক যেমন শুনেছিল সকালবেলায় গুরুজনদের সামনে সেই সব কথা বলতে সুরু করল। লজ্জিতা বধূ বেদানার দানা মুখে দেওয়ার ছলে কানের অলঙ্কার থেকে পদ্মরাগমণির খণ্ড খুলে নিয়ে শুকের মুখে ভরে দিয়ে তার কথা বন্ধ করে দিচ্ছে।১৫

'অবমাননার জন্য আমি দুঃখিতা ও বিরূপা ; হে শঠ ! অজ্ঞানবশতঃ তুমি আমাকে আলিঙ্গন করে তোমার সৌভাগ্যকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসে কি ফল পেলে ? দেখ, অন্য প্রেমিকার বক্ষের স্পর্শে রাগারুণ তোমার বক্ষ আমার তৈল-সিঞ্চিত বেণীর ছোঁয়ায় কলুষিত হয়েছে !'১৬

নায়কের সঙ্গে একত্র উপবেশন নায়িকা পরিহার করল, নায়ককে অভ্যর্থনার জন্য দূর থেকে তাম্বুল আহরণের ছলে তার দৃঢ় আলিঙ্গনেরও বিঘ্ন ঘটল। গুরুজনদের বয়েকজনকে নিকটেই কাজকর্মে ব্যাপৃত রেখে নায়ককে কোন আলাপের সুযোগও সে দিল না। এইভাবে আদর-আপ্যায়নের মধ্য দিয়েই চতুরা নায়িকা নিজের ক্রোধকে চরিতার্থ করল।১৭

দুই প্রিয়তমাকে একাসনে উপবিষ্ট দেখে নায়ক তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ; তারপর ক্রীড়া-কৌতুক করার ছলে একজনের চোখজোড়া ঢেকে রাখল এবং কাঁধ একটু বাঁকিয়ে পুলকিতচিত্তে প্রেমমুগ্ধা অপর প্রিয়তমাকে চুম্বন করল।১৮

নায়ক চরণে পতিত হওয়ার পরেও নায়িকা তাকে প্রত্যাখ্যান করল—তাতে অপ্রসন্ন হলো নায়ক।'আচরণে তুমি ধূর্ত !'—এমন কথা ক্রোধের সঙ্গে বলায় নায়ক আরও কুপিত হলো। কিন্তু নায়ক চলে গেলে নায়িকা নিঃশ্বাস ফেলে বক্ষোদেশে হাত রেখে সখীদের দিকে অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।১৯

মেখলার সঙ্গে বসনপ্রান্তকে শক্ত করে বেঁধে কিসের জন্য সুনয়না সুন্দরী ঘুমিয়ে আছেন ?– এই প্রশ্ন করল নায়ক নায়িকার পরিজনকে—'ও মা, এ আমাকে ঘুমুতেও দেবে না !'—এই কথা বলে কপট ক্রোধে পাশ ফিরে শোবার ছলে নায়িকা নায়কের শয়নেরও ব্যবস্থা করে দিল।২০

একই শয্যায় পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে শুয়ে আছে স্বামী স্ত্রী ; সংলাপে উত্তর না পেয়ে দুজনেই দুঃখিত—অনুনয়ের ইচ্ছা দুজনের অন্তরেই আছে, নিজের মর্যাদা রক্ষায় তৎপর দু'জনেই। তখন স্বামী স্ত্রীর নেত্রকোণ সঞ্চালিত হলো—দুই জোড়া চক্ষুর মিলন ঘটল এবং সহসা তাদের অভিমান-কলহ, হাসি ও গাঢ় আলিঙ্গনে সমাপ্ত হলো।২১

'আমার বিষয়ে সে কি করে'—এই কথা ভেবে আমি (নায়ক) ধৈর্য ধারণ করেছিলাম।

'সে আমার সঙ্গে কথা বলে না, সুতরাং সে নিশ্চয়ই ধূর্ত !' এই কথা ভেবে নায়িকাও ক্রুদ্ধ হয়েছিল। অন্য এক অবস্থার মধ্যে যখন আমাদের দৃষ্টি ছিল লক্ষ্যহীন ও রমণীয়, তখন কোন কিছুর ছলে আমি হাসলাম—তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সে অশ্রু-মোচন করল।২২

একই শয্যায় শয়ান থেকে সুন্দরী তরুণী নায়কের মুখে প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকার নাম শুনে অতর্কিতে ক্রোধে বিমুখ হয়ে উঠল, নায়কের বহুবিধ মধুর ভাষণেও কোন ফল হলো না। আবেগবশতঃ নায়িকা কর্তৃক উপেক্ষিত নায়ক কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকার পর—নায়িকা তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে নায়কের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—উদ্দেশ্য, এ যেন ঘুমিয়ে না পড়ে।২৩

'আমার চরণে নত হওয়ার ছলে কেন তোমার বক্ষ লুকিয়ে রাখছ যে বক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ঘনবিলেপন-রঞ্জিত স্তনের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে ?'—নায়িকা একথা বলায় আমি বলে উঠলাম, কই, কোথায় ? এই বলেই সেই স্তনের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য তাকে সজোরে বাহুদেশে জড়িয়ে ধরলাম ; সে-ও আলিঙ্গনের সুখাবেশে সব কিছু ভুলে গেল।২৪

সুন্দরি ! কঞ্চুলিকা (বক্ষাবরণ) ছাড়াই তোমার সৌন্দর্য কত মনোহারী ! এই বলে প্রিয়তম যখন কঞ্চুলিকার প্রান্ত স্পর্শ করল তখন শয্যার প্রান্তে উপবিষ্ট ছিল বধূর সখীজন—তাদের মুখে মৃদু হাসি, চক্ষে উৎসবের আনন্দ ! তারা নানারকম ছল দেখিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করল।২৫

ভ্রূকুটি রচনা করলেও চোখে দেখা দেয় উৎকণ্ঠা ; বাক্যালাপ বন্ধ করলেও 'পোড়ামুখে' ফুটে উঠে হাসি ; চিত্তকে কঠোর করে তুলি—দেহে জেগে ওঠে আনন্দ-রোমাঞ্চ, যাকে দেখলে শান্তি, তার সম্পর্কে অভিমান কি করে ধরে রাখি ?২৬

প্রিয়তমের প্রথম প্রণয়াপরাধের সময়ে সখীদের উপদেশ ছাড়া নায়িকা রমণীয় অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সরল ও বিলাসপূর্ণ বাক্যালাপ করতে জানে না। ঘূর্ণিত পদ্ম-নেত্রে, সুবিমল গণ্ডস্থলে অকলুষ অশ্রু বর্ষণ করে কেবলমাত্র রোদন করে।২৭

যাক্, বুঝতে পেরেছি ; বৃথা কথাবার্তায় কি দরকার ? প্রিয়তম, তুমি চলে যাও। তোমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই, ভাগ্যই আমার প্রতিকূল ! তোমার সেই ভালবাসার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে স্বভাবচঞ্চল হতভাগ্য এই জীবন চলে গেলেই বা আমার কিসের দুঃখ ?২৮

বক্ষে ধারণ করেছ প্রদীপ্ত হার, কটিদেশে শিঞ্জন-মুখর কাঞ্চী, চরণে মুখর নূপুর—ওগো সুন্দরি ! এভাবে ঢক্কানিনাদ করে যখন প্রিয়তমের অভিসারে যাচ্ছ, তখন ভীষণ ত্রাসে চারদিকে কেনই বা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ ?২৯

প্রতিদিন সকালে সকালে আমার চোখের ঘুম তুমি কেড়ে নিয়েছ। হতভাগিনী আমার দেহের গৌরবভার দূর করে তুমি দেহের লাঘব ঘটিয়েছ। অজ্ঞাতসারে তুমি কি-ই বা না করেছ ? আমি মৃত্যুভয় ত্যাগ করেছি। তোমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি এসো। আরোগ্যের জন্য আমি যা করব, তুমি তা শুনতে পাবে।৩০

বলয় খসে পড়েছে, প্রিয় বন্ধুদের চোখের জল অজস্রধারায় ঝরেছে—ধৈর্য রাখা যায় নি। আমার চিত্ত সকলের আগে যাবার সঙ্কল্প করেছে। প্রিয়তম যখন যাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প তখন সব কিছুই তার সঙ্গে যাচ্ছে। ওগো আমার প্রাণ, তুমিও যখন যাবে তখন তোমার প্রিয়বন্ধুদের (আমার মতো প্রেমিক-প্রেমিকাদের) কেন ছেড়ে যাচ্ছ ?৩১

এই নায়ক ঘুমিয়ে পড়েছে, তুমিও ঘুমোও। এই কথা বলে সখীরা সেখান থেকে চলে গেল। আমি সরলা, প্রেমাবেশে চঞ্চলা ; আমি তার মুখে মুখ রাখলাম। ধূর্ত নায়ক রোমাঞ্চিত হলো—বুঝলাম, তার চক্ষু-নিমীলন ভাণমাত্র। তখন আমার লজ্জা হলো—কিন্তু সব লজ্জাই সে দূর করে দিল সময়োচিত সব অনুষ্ঠানের দ্বারা।৩২

আমাদের সেই প্রেমের কি ক্ষতি হয়েছে দেখ। প্রেমের সে অবস্থায় কোপ ছিল 'ভ্রূকুটিবন্ধন', শাসন ছিল 'মৌনাবলম্বন', অনুনয় বলতে ছিল পরস্পরের উদ্দেশ্যে 'স্মিতহাসি' আর দৃষ্টিপাত ছিল 'দাক্ষিণ্য'। আজ আমার পায়ে তুমি লুণ্ঠিত হচ্ছ, কিন্তু আমি খল, কিছুতেই আমার ক্রোধ দূর হচ্ছে না !৩৩

ওগো সুন্দরি, অভিমান ত্যাগ কর—আমি তোমার চরণে প্রণত, আমাকে দেখ। তোমার কিন্তু আগে কখনও এমন ক্রোধ হয় নি—একথা প্রেমিক যখন বলল, তখন নায়িকা অজস্রধারায় অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল, কিন্তু কিছু বলল না।৩৪

গাঢ় আলিঙ্গনে স্তনদ্বয় অবনমিত, দেহে সুখরোমাঞ্চ প্রকটিত, গভীর প্রেমরসের আধিক্যে কাঞ্চীপ্রদেশের বস্ত্র শিথিল। 'ওগো মানাপহারি ! না, না অতিরিক্ত কিছু করো না'—একথা ক্ষীণকণ্ঠে মৃদুস্বরে বলে যে নায়িকা, সে কি নিদ্রিত, না মৃত না আমার বক্ষে লীনা বা বিলীনা তা জানি না।৩৫

স্বামী পরিধেয় বস্ত্র স্পর্শ করলে নববধূর বিনয়ের প্রকাশ ঘটে—সে মুখ নত করে ; স্বামী হঠাৎ আলিঙ্গন করলে সে নিঃশব্দে দেহ সরিয়ে নেয় ! সে কোন কিছু বলতে পারে না—সখীরা স্মিতমুখী—তাদের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করে প্রথম পরিহাসে নববধূ লজ্জায় মনে মনে অত্যন্ত বিরত বোধ করে।৩৬

সখীদের প্রার্থনায় অভিমান দূরে হয় নি—বন্ধুজনের বাক্যে তা ত্যাগ করা হয় নি, দীর্ঘকাল হৃদয়ে বেদনা ভোগ করে ধৈর্যধারণ করতে হয়েছিল। যখন পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত তির্যক-দৃষ্টি পরস্পরের স্মিত-বদনে ন্যস্ত হলো, তখন নায়ক-নায়িকা সশব্দে হেসে উঠল—মানও ধূলিসাৎ হলো।৩৭

প্রেমাবেশ দূরীভূত হয়েছে, প্রণয়জাত সমাদরও আর নেই, সখ্যও সমাপ্ত। অপরিচিতের সামনেই বিচরণ করছে আমার প্রাণেশ্বর। সখি, বিগত প্রেমরসময় দিনগুলোকে স্মরণ করে করেও জানি না কোন্ কারণে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে না।৩৮

বহুদিনের বিরহোৎকণ্ঠার নিপীড়নে দেহ শিথিল হয়ে পড়েছিল ; বহুকাল পরে পরস্পরের দর্শনে ও অভিনন্দনে জগৎ নূতন বলে মনে হলো। দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার পর যখন রাত এলো তখন দু'জনের মধ্যে কথা যতটা চলেছিল, রতিক্রীড়া ততটা চলে নি।৩৯

প্রবেশপথের দীর্ঘ তোরণমালা তার (নায়িকার) দৃষ্টি দ্বারা রচিত হয়েছিল, নীলোৎপল দিয়ে রচিত হয় নি ; পুষ্পের উপহার তার স্মিতহাস্যের দ্বারা কল্পিত হয়েছিল, কুন্দমালতী প্রভৃতি কুসুমের দ্বারা নয়। নায়িকার ঘর্মস্রাবী স্তনদ্বয়ের দ্বারাই নায়ককে অর্ঘ্য দান করা হয়েছিল—কলসবারি দ্বারা নয়। গৃহে প্রবেশরত নায়কের মাঙ্গলিক অভ্যর্থনা নায়িকার দেহবল্লরী দ্বারাই করা হয়েছিল।৪০

অপরাধী বলেই কান্তকে আমি বিতাড়িত করেছিলাম ; সে প্রিয়সখীর বেশ ধারণ করে আমার কাছে এলো। আমি ভুল করে কান্তের সঙ্গমের আশায় সেই ছদ্মবেশী কান্তকেই আলিঙ্গন করে আমি তাকে গোপন কথা (কান্তকে ছাড়া বাঁচবো না) বলেছি। 'ওগো সুন্দরি ! সে তো এখন দুঃসাধ্য'—এই কথা বলে সে হেসে উঠেছে ; তারপর আজ সন্ধ্যায় সে আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে প্রতারিত করেছে।৪১

আমি চরণে প্রণত হতে পারি এই আশঙ্কায় সে বসনপ্রান্তে চরণযুগল সাবধানে ঢেকে রেখেছে, ছল করে মুখের হাসিকে গোপন করেছে—আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছে না। আমি কথা বললে—সে যে কথা বলতে উৎসুক নয়, এইভাবে সখীদের সঙ্গেই আলাপ করছে। তরুণী নায়িকার গভীর প্রণয়ের কথা থাক—তার অভিমানই কত সুন্দর !৪২

যত কথা মিথ্যাভাষিণী সখীরা শিখিয়েছিল ততগুলি কথাই সে (নায়িকা) অপরাধী পতির সামনে গর গর করে বলে গেল ; তারপর মদনের যেমন ইচ্ছে পতির সঙ্গে সেই আচরণই করতে লাগল !—প্রেমের এটি কোন এক সহজ সুন্দর মায়াময় ভঙ্গী !৪৩

প্রেমিক অপরাধী, তাই নায়িকার দুনয়ন বিচিত্র রূপ গ্রহণে দক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রেমিক যখন দূরে দেখা দেয় তখন তার নয়ন উৎসুক ও চঞ্চল, আলাপে রত হলে নয়ন বিশাল, আলিঙ্গন করলে নয়ন রক্তবর্ণ, বস্ত্র আকর্ষণ করলে সেই নয়নের ভ্রূলতা সংকুচিত ; আবার অভিমানিনী নায়িকার চরণে পতিত হতে গেলে সেই নয়নই হয়ে উঠে অশ্রুপূর্ণ !৪৪

ওগো সুন্দরি ! তোমার অঙ্গের এই কৃশতা কেন ? এত কম্পন কিসের জন্য ? কপোলে এই পাণ্ডুরতার কি কারণ ?—প্রিয়তমের এই সব প্রশ্নের উত্তরে নায়িকা শুধু বলল—'সব কিছু এমনিতেই হয়েছে'।—এই বলে পাশ ফিরে নিঃশ্বাস ফেলে নয়নের

পূর্ণ অশ্রুভার সে অন্যদিকে ত্যাগ করল।৪৫

রাত্রিতে জলভারে মন্থর মেঘের মন্দ্ররবে উদ্বিগ্ন বিরহী পথিক অশ্রুনেত্রে উৎকণ্ঠার সঙ্গে নিজের বিরহ-দুঃখ ব্যক্ত করে গান গেয়েছিল। সে গান শুনে লোকে প্রাণঘাতী প্রবাসের আলাপ তো বন্ধ করেছিলই—সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়জনিত অভিমানও জলাঞ্জলি দিয়েছিল।৪৬

মধুর মদিরাপানে মত্তা নায়িকা নায়কের সঙ্গে স্বকৃত নখক্ষত দেখে ঈর্ষ্যাকাতর হয়ে উঠল; কোন বিচার না করেই সে চলে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হলো—আমি তখন, 'কোথায় যাও'? এই কথা বলে তার বসনপ্রান্ত ধরলাম। মুখ ফিরিয়ে অশ্রুনেত্রে সে কোপে কম্পিতাধরে 'আমাকে ছাড়ো, ছাড়ো',—এই যে কথা আমাকে বলল, তা কি ভোলা যায়? ৪৭

অয়ি চঞ্চলহৃদয়ে! প্রেমাসক্ত প্রিয় যখন গৃহে এসে তোমার চরণে পতিত হলো, তখন তুমি স্বেচ্ছাচারিণীর মতো তাকে উপেক্ষা করলে। এখন যাবজ্জীবন সুখলাভে আশা বিসর্জন দিয়ে চোখের জল সম্বল করে দুষ্ট কোপের ফল ভোগ কর।৪৮

আকাশে মেঘের সৌন্দর্য দেখে সে (নায়িকা) বলল—হে প্রিয়, যদি তুমি প্রবাসে যাও—কোনরকমে এই কটি কথা অর্ধোচ্চারণ করে সে আমার বসন আকর্ষণ করল। তারপর ভূমিতলে কি সব লিখে সে আর যা কিছু করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।৪৯

ওগো বালিকে, ওগো অভিমানিনি! মান ত্যাগ করো। রোষবশে আমি কি করেছি, এ ব্যাপারে সব অপরাধ আমার, তোমার কোন অপরাধ নেই। তুমি কেন গদগদ কণ্ঠে রোদন করছ? কার কাছে রোদন করছ? আমি তোমার কে?—আমি তোমার প্রিয়তমা নই, এজন্য রোদন করছি।৫০

আমি মূর্খ, কেন আমি তখন প্রাণনাথের কণ্ঠালিঙ্গন করি নি, তিনি চুম্বন করলে কেন আমি মুখ নত করেছিলাম, কেনই বা তার দিকে তাকাই নি, কেন তার সাথে কথা বলি নি! প্রেমবিষয়ে অভিজ্ঞা তরুণী তার নববধূজীবনের ব্যাপার চিন্তা ক'রে এখন অনুতাপ করছে।৫১

নির্গলিত অশ্রু দিয়ে, শপথবাক্য উচ্চারণ করে, পায়ে পড়ে, আরও অন্য সব প্রিয়কর্মের সাহায্যে হতভাগিনী প্রেমিকারা প্রাণনাথকে বাঁধতে চেষ্টা করে। আমি ভাগ্যবতী! তুমি প্রভাতেই চলে যাও—আমি তোমার শুভদিন কামনা করি। তোমার প্রেমের যা যোগ্য তা তুমি চলে যাওয়ার পর শুনতে পাবে।৫২

সে তার প্রেমিকের পরিধেয় বস্ত্রে নিজের ভুজলতাকে জড়িয়ে ধরে নি, চলে যাওয়ার সময়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বাধা দেয় নি, তার পায়ে বার বার নত হয়ে—'তুমি থাক', একথাও বলে নি। শুধু বর্ষার মেঘমলিন দিনে ধূর্ত প্রেমিক যখন চলে যেতে চাইল, তখন সে চোখের জলের কল্পিত নদী সৃষ্টি করে তার যাওয়ায় বাধা দিয়েছে।৫৩

বিরহাবস্থায় নিষ্ঠুর মদন তার দেহকে আরও কৃশ ক'রে তুলেছে; নির্মম মৃত্যুর দেবতা দিবসগণনায় দক্ষ (অর্থাৎ এইভাবে কৃশতা বাড়তে থাকলে স্বল্পকালের মধ্যেই তোমাদের সম্ভোগযোগ্যতার অবসান ঘটবে)। হে নাথ, তার মতো তুমিও মানব্যাধির বশীভূত হলে! ভেবে দেখ, কিশলয়-কোমল নারী বিরহে কিভাবে জীবনধারণ করতে পারে?৫৪

অভিমান শিথিল হলো; আপন মুখচন্দ্রকে নায়িকা হস্তে ধারণ করল—আর

আমার মানভঞ্জনের সব রকম উপায়ের সমাধি ঘটল। তার চরণে পতন যখন আমার একমাত্র সম্বল, তখন তার নয়নপদ্মপ্রান্ত থেকে গলিত জলধারা স্তনতট বিদীর্ণ করে বর্ষিত হলো – তাতেই হলো আমার সৌভাগ্যের সূচনা।৫৫

দূর থেকেই মধুর হেসে তুমি আমাকে অভ্যর্থনা করেছ, আমার আদেশ শিরোধার্য করেছ ; আমার কথার উত্তর দিয়েছ, তোমার চোখেও কোন শৈথিল্য দেখি নি—এতেই আমার চিত্তদহন সুরু হয়েছে। অয়ি, অন্তঃকোপগোপনকারিণি ! কঠিনহৃদয়ে ! এসব তোমার কোপ গোপন করা মাত্র !৫৬

আমি সখীদের বিশ্বাস করি না। আমার মনোগত অভিপ্রায়ের যথার্থ রূপ যে জানে তার প্রতি লজ্জা স্বাভাবিক, তাই আমার লীলাচঞ্চল দৃষ্টি তার উপর ন্যস্ত করতে পারছি না। চারপাশের সকলে পরিহাসে নিপুণ, তারা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতেরও অর্থ বোঝে। মাগো. কার আশ্রয়ে যাব—আমার হৃদয়ের প্রেমাগ্নি প্রশমিত হয়েছে।৫৭

প্রিয়ের নাম শুনে আমার দেহের সর্বত্র স্পষ্ট ও গভীর রোমাঞ্চ দেখা দেয় ; তার মুখচন্দ্র দেখে আমার দেহ হয়ে উঠে চন্দ্রকান্তমণি ! (অর্থাৎ দেহ থেকে তখন স্বেদস্রুতি হতে থাকে !) ; সেই প্রিয় যখন কণ্ঠগ্রহণের সীমায় ধরা দেয়, তখন আমার বজ্রকঠিন হৃদয়ের অভিমানের চিন্তাও দূরীভূত হয়ে যায় !৫৮

ঘরে ঘরে তোমার মতো যুবতীরা রয়েছে, একবার গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা কর—তোমাদের প্রিয়েরা কি তোমার এই দাসের মতোই তোমাদের পায়ে প্রণত হয় ? ওগো, তুমি নিজেই তোমার শত্রু ; দুর্জনের প্রলাপে বেশী কান দিয়ো না—কেননা, পুরুষের বার বার দুঃখানুভূতি ঘটলে তাদের স্নেহরসে ছেদ পড়ে।৫৯

প্রেমরসের নদীর প্রবাহে বাহিত প্রেমিক-প্রেমিকা ! গুরুজনরূপ সেতু বা প্রবাহ-বন্ধের দ্বারা বারিত হয়ে তাদের মনোগত অভিপ্রায় অপূর্ণ ! তথাপি তারা চিত্রার্পিতবৎ অঙ্গসমূহ দিয়ে পরস্পরের প্রতি উন্মুখী ; এই ভাবেই তারা পদ্মনালসদৃশ দৃষ্টিক্ষেপের দ্বারা প্রেমরস পান করছে।৬০

ওগো তন্বি ! তোমার বক্ষের চন্দন-চিহ্ন লুপ্ত – অধরের রক্তিমরাগ আর নেই, চোখের অঞ্জনও মুছে গেছে—তোমার এই তনুদেহে জেগেছে পুলক। ওগো দূতি ! তুমি মিথ্যাবাদিনী, বন্ধুজনের মনোবেদনা তুমি বুঝতে পারো নি ; তুমি এখান থেকে দীঘিতে স্নান করতে গিয়েছিলে কিন্তু সেই অধমের (আমার নায়ক) কাছে যাও নি।৬১

আমি প্রবাসে গেলাম, আমার প্রিয়ার মুখ শুষ্ক, বিবর্ণ, ক্ষীণ, বিরহবিধুর হলো, তার সেই মুখের উপর চূর্ণকুন্তল লম্বিত হয়ে পড়ল—প্রবাস থেকে ফিরে এসে দেখলাম—সেই মুখই উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে উঠল ; সুন্দরী প্রিয়ার দর্পিত রতিক্রিয়ায় সেই মুখের মধুর অধর আমি যে পান করেছিলাম, তা আমি কেমন করে ভুলব ?৬২

(ঈর্ষাকোপে) ক্লান্তিযুক্তা নায়িকা পরিধেয় বসন বিস্রস্ত করে দিলে আগের মতো বিরোধ করে না, কেশগ্রহণ করলেও ভ্রূভঙ্গী করে না বা সবলে অধর দংশন করে না ; আকস্মিক আলিঙ্গনে অঙ্গ শিথিল করে দেয়, কোনরূপ বিরোধিতা করে না। সুন্দরী নায়িকা এখন কোপপ্রকাশের অন্য এক রীতি শিখেছে।৬৩

নায়িকার চরণযুগলে অবনত নায়ক ; নিজের অপরাধ জানত বলেই সে ছিল মৌন—নায়িকা অনুগ্রহ করবে কিনা এই চিন্তায় সে ছিল মোহগ্রস্ত এবং স্তিমিত। কিন্তু নায়িকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে বিমুখ হয়ে উঠল ; এই ধূর্ত নায়ক যখন

চলে যেতে উদ্যত, তখন নায়িকার সলজ্জ নয়ন তাকে নিবৃত্ত করল—সেই দৃষ্টি তার দিকে নিরন্তর নিবদ্ধ এবং তা থেকে অবিরলধারায় অশ্রু বর্ষিত হচ্ছিল।৬৪

কোথাও তাম্বুলরসে রঞ্জিত, কোথাও কৃষ্ণাগুরুর নির্যাসের চিহ্নে মলিন, কোথাও কর্পূরাদি চূর্ণে পূর্ণ, কোথাও পদচিহ্নে সুন্দর, কোথাও নায়িকার দেহস্থ বলীতরঙ্গে ব্যাপ্ত—কোথাও আবার চূর্ণকুন্তল থেকে পতিত শীর্ণকুসুমে বিকীর্ণ এই আস্তরণ-বস্ত্র! এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে নায়িকার বিভিন্ন অবস্থার রতিসম্ভোগের চিত্র!৬৫

নিভৃতে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলব—এই বলে সে আহ্বান করলো। আমি সরলহৃদয়—কাছে গিয়ে বসলাম, শোনবার জন্য উৎসুকও হলাম। কিন্তু সে কানের কাছে কিছু কথা বলতে বলতে আমার মুখের ঘ্রাণ নিল—তারপর আমার কেশপাশ গ্রহণ করে আমার অধররস পান করল।৬৬

ওগো কমললোচনে! তোমার হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হয়েছে—সেই ক্রোধই তোমার প্রিয় হোক। এই ব্যাপারে আমি আর কি কি করতে পারি। তবে তোমাকে কিছু চুম্বন আর আলিঙ্গন আমি আগেই দিয়েছিলাম—সেগুলো আমাকে দিয়ে দাও।৬৭

'ওগো সুন্দরি! নিশীথের ঘন অন্ধকারে কোথায় চলেছ?' —'আমার মানসপ্রিয়, আমার প্রাণেশ্বর যেখানে আছেন সেইখানেই যাচ্ছি।' 'ওগো বালিকে, তাহলে বল, তুমি একাকিনী কেন যাচ্ছ? তোমার কি ভয় করে না?'—'কেন? ধনুঃশর নিয়ে স্বয়ং মদনই তো সঙ্গে যাচ্ছেন!'৬৮

নায়িকা কাতরদৃষ্টিতে নায়কের দিকে তাকাল, বহুক্ষণ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অনুনয় করল, বসনপ্রান্তে ধরল, অকপটভাবে আলিঙ্গন করল—এসব কিছুকেই উপেক্ষা করে নির্দয় ও ধূর্ত নায়ক চলে যেতে উদ্যত হলো। নায়িকা প্রথমে ত্যাগ করলো জীবনের আশা—পরে ত্যাগ করল তার প্রিয় দয়িতকে।৬৯

কপালের দুইদিকে আলতার চিহ্ন, গলায় কেয়ূরের দাগ, মুখে কাজলের কালিমা, দুই চোখের পাশে তাম্বুল রসের চিহ্ন—প্রভাতে নায়কের অঙ্গে এই সব কোপজনক অলঙ্কার দেখে মৃগনয়না নায়িকা হাতের লীলাকমলের আঘ্রাণছলে তার মধ্যেই যেন দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।৭০

সখি, আজ থেকে আমি আর নায়কের প্রতি অভিমান করব না; সেই বিষতুল্য নায়কের নামও গ্রহণ করব না। সংক্ষেপে বলি, চন্দ্রকিরণে শুভ্র রজনী হয়তো আমাকে দেখে অট্টহাসি হেসে উঠবে, তবু তাকে ছাড়া কি আমার একটি রাত্রিও কাটবে না? বর্ষায় মেঘমলিন একটি দিনও কি তাকে ছাড়া আমার অতিবাহিত হবে না?৭১

হে শঠ! আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেও অন্য নায়িকার মেখলার মণিসমূহের ধ্বনি শুনে হঠাৎ তোমার বাহুগ্রন্থিকে শিথিল করেছিলে—এসব কথা কোথায় কাকে জানাবো?—যখন ঘৃত-মধুতে ভরা, বহু আলাপিণী, বিষসঞ্চারিণী আমার সখী কোন কিছুই ভেবে দেখছে না।২৭

শয়নগৃহ শূন্য দেখে নায়িকা ধীরে ধীরে শয্যা থেকে কিছুটা উঠে কপটনিদ্রায় নিদ্রিত স্বামীর মুখ বহুক্ষণ পরীক্ষা করল—তারপর নিঃশঙ্কচিত্তে চুম্বন করল। কিন্তু স্বামীর কপোল রোমাঞ্চিত হতে দেখে সে লজ্জায় মুখ নত করল। তখন তার প্রিয় হেসে তাকে চুম্বন করল।৭৩

অনেকক্ষণ নায়ক তোমার চরণতলে অবনত—তার প্রতি অভিমান করে তোমায় কি

বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে না ? ওগো কোপবতি ! তোমার প্রণয়ী তো অপরাধ করেও নিরন্তরে নতমুখে থাকে—তার আবার অপরাধ কোথায় ?—পরিজনবর্গ এই ভাবে কথা বলে নায়িকার কোপ প্রশমিত করল। তারপর নায়িকার অশ্রুধারা রুদ্ধ থাকল না (কোপের মৃদুতা হেতু) আবার প্রবৃত্তও হলো না (কোপের কাঠিন্য হেতু) ।৭৪

কোন প্রকারে নায়ক ফিরে এসে নায়িকার কাছে ভুলে অন্য নায়িকার নাম উচ্চারণ করল। বিরহ-কৃশা নায়িকা কোন কিছু শোনেনি এমন ভাণ করল। তাদের আলাপ অসহনশীল সখীদের কর্ণগোচর হবে এই আশঙ্কায় সে অস্থিরদৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল, তারপর শূন্যগৃহে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল ।৭৫

কোন এক নায়িকা গৃহশুককে মৃদুকণ্ঠে কি যেন বলতে শুনে মৃদু হেসে তার লজ্জাবশত মুখখানি বাঁকাল। শুক বলছে—'আমাকে খেতে দাও, না দিলে কাল রাত্রির সব গোপন কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করব।' তার মুখ দেখে মনে হলো যেন বায়ুবেগে একটি অর্ধবিকশিত পদ্ম বেঁকে রয়েছে ।৭৬

অবিরলধারায় অশ্রুবর্ষণ বন্ধুজনের উপর ন্যস্ত হয়েছে। (অর্থাৎ বন্ধুজন নায়িকার সঙ্গে অশ্রুবর্ষণ করেছে) ; চিন্তা গুরুজনদের উপরে অর্পিত, পরিজনদের উপরে আর্তি ন্যস্ত হৃদয়তাপ সখীদের মধ্যে বিভক্ত, আজ বা কাল সে পরম শান্তিলাভ করবে (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে)। নিঃশ্বাস ত্যকে পীড়িত করছে। আশ্বস্ত হও, বিরহ-দুঃখও সে সকলের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে ।৭৭

মদনদেবতা আমার প্রিয়ের হৃদয় বিদীর্ণ করুক, আমার দেহ যথেচ্ছভাবে শীর্ণ করুক। ওগো সখি প্রেমে চঞ্চল সেই প্রিয়কে আমার প্রয়োজন নেই—ক্রোধে এই সব কথা অতি দ্রুত বলতে বলতে যে পথ দিয়ে প্রিয় আসতে অভ্যস্ত সেই দিকেই সকল সময় তাকিয়ে রইল ।৭৮

অন্য রমণী অধর দংশন করেছে এইজন্য নায়িকা কর্তৃক লীলাকমলের দ্বারা তাড়িত নায়ক 'বকুল-পরাগের রেণুতে চোখ আচ্ছাদিত হয়েছে' এই ভাণ করে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। প্রিয়া ভ্রান্তিবশতঃ (আমার প্রভাবেই বুঝি দৃষ্টি দূষিত হয়েছে, এই ভ্রান্তি) তার মুখে চন্দ্রদ্বয়ের ফুৎকার দিতে সুরু করল। তখন প্রণতি ছাড়াই নায়িকার ভ্রান্তিবশতঃই হোক অথবা নায়কের ধূর্ততাবশতঃই হোক প্রিয় তার প্রিয়াকে চুম্বন করল ।৭৯

আগে আমাদের দু-জনের এই দেহ ছিল অবিভক্ত ; তারপর তুমি হলে 'প্রিয়' আর আমি তোমার হতাশ প্রেয়সী—এখন তুমি স্বামী আর আমি স্ত্রী। এর পর আর কি ! আমার হতভাগ্য বজ্রকঠিন প্রাণের এইটিই পরিণতি !৮০

ওগো সরলহৃদয়ে ! শুধু সরলতাকে সম্বল করেই সমস্ত জীবন কাটাতে চাচ্ছ কেন ? অভিমান কর, ধৈর্য ধারণ কর, সরলতা দূর কর। সখী এইভাবে অনুযোগ করায় ভীতবদনা নায়িকা তাকে উত্তরে বলল—'আস্তে বল, হৃদয়ে রয়েছেন প্রাণেশ্বর—তিনি সব শুনতে পাবেন !'৮১

অলক্তকরঞ্জিত, নবপল্লবকোমল প্রেমভরে অলস নূপুরশোভিত দুই চরণে প্রিয়া যে তার অপরাধী দয়িতকে আঘাত করল তার সেই দণ্ডকে প্রেমের দেবতা মকরধ্বজ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ।৮২

ওগো চঞ্চলে ! প্রেমের পরিণতি বিচার না করে সখীদের অনাদর করে তুমি কিজন্য

এখন অস্থানে অভিমান করছ ? তুমি প্রলয়বহ্নির উজ্জ্বল শিখাযুক্ত অঙ্গারখণ্ড নিজের হাতে তুলে নিয়েছ—এখন অরণ্যে রোদন করে কি ফল ?৮৩

ওগো উদাসীনে, তোমার গণ্ডস্থলের পত্ররচনা পাণিতল নিপীড়নে মুছে গেছে, তোমার সুধামধুর অধর-রস পান করেছে নিঃশ্বাসবায়ু ; তোমার স্তনতটকে কম্পিত করেছে কণ্ঠে নিরুদ্ধ অশ্রু। তোমার ক্রোধই এই সব প্রিয়কাজ করেছে। এখন ক্রোধ তোমার প্রিয়—আমি প্রেমিক নই।৮৪

প্রিয় প্রবাস থেকে ফিরে এল ; নানা অভিলাষ-পূরণের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে শয়নগৃহে প্রবেশ করেছে নায়িকা—সেখানে মূর্খ পরিজনবর্গ দীর্ঘালাপে মত্ত ; সহসা রতি সম্পর্কে অধীরা নায়িকা, 'আমাকে কি যেন দংশন করেছে'—এই কথা বলে বস্ত্রাঞ্চল বিক্ষিপ্ত করে প্রদীপ নিভিয়ে দিল।৮৫

আমার প্রথমজাত স্তনমুকুল তোমার স্পর্শে পুষ্টিলাভ করেছে ; আমার বাক্যালাপ তোমার বাগ্‌ভঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সারল্য ত্যাগ করেছে ; ধাত্রীর কণ্ঠকে ত্যাগ করে আমার বাহুলতা তোমার কণ্ঠ আশ্রয় করেছে। হে নির্দয়, আমি কি করবো—এই পথ আর তোমার বিচরণের পথ নয়।৮৬

প্রথম দেখায় মন আসক্ত হলে বার বার নানা উপায়ে অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পর দূতিকার সাহায্যে বার্তালাপে প্রেমের অধিকতর পুষ্টি ! তখন প্রিয়ার সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গনের কথা দূরে থাক, প্রিয়ার গৃহের সামনে পথে ভ্রমণও অত্যধিক আনন্দদায়ক।৮৭

শিথিলমেখলা নায়িকা করকিসলয় বারবার প্রসারিত করে প্রদীপ নেভাতে ব্যর্থকাম হয়েছে—তাই পুষ্পমালার অংশই নিক্ষেপ করেছে প্রদীপের দিকে। হাস্যময়ী বধূ পতির দুই নয়ন বন্ধ করে দিচ্ছে, সম্ভোগান্তে স্বামী তাকে বার বার নিরীক্ষণ করছেন।৮৮

প্রিয় যখন সামনে এসে অনেক প্রিয় কথা বলতে থাকেন তখন আমি বুঝতে *পারি না আমার সমস্ত অঙ্গ কি চোখ হয়ে তাকে দেখছেন, না কান হয়ে তার কথা* শুনছে ?৮৯

যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত প্রিয়ের পথের দিকে চেয়ে দিনের অবসান হলো ; অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পথে যাতায়াতও কমে এল ; বিরহিণী প্রিয়া—এই সময়ে হয়তো এসে থাকবে—এই ভেবে গৃহের দিকে এক পা এগিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাল।৯০

বিরহী প্রেমিক যদিও জানে বহু দেশের বহু নদী, পর্বত, অরণ্যের ব্যবধানে রয়েছে প্রেমিকা—তাকে আর বহু চেষ্টা করেও চোখে দেখা যাবে না, তবু গ্রীবা তুলে চরণের অগ্রভাগে ভূমি স্পর্শ করে অশ্রুভরা চোখ মুছে, কোন কিছু চিন্তা করে বার বার সেই দিকেই চেয়ে দেখছে।৯১

তোমার মুখ ঘর্মসিক্ত কেন ? —সূর্যের তাপে। দু চোখ রক্তবর্ণ কেন ? —নায়কের রোষে উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা। কৃষ্ণ চূর্ণকুণ্ডল চঞ্চল কেন ? —বায়ুর দ্বারা। কুঙ্কুম-লেখা কোথায় ? —উত্তরীয়কর্ষণে মুছে গেছে। এত পরিশ্রান্ত কেন ? —যাতায়াত করেছি, তাই। এসবই তো যুক্তিযুক্ত উত্তর—কিন্তু ওগো দূতি ; অধরে ক্ষত কেন—এর উত্তরে কি বলবে ?৯২

ওগো কঠিনহৃদয়ে ! আমার বিষয়ে মিথ্যা উক্তি তুমি আশ্রয় করেছ, তাই তোমার এই ভ্রান্তি ; এই ভ্রান্তি তুমি ত্যাগ কর। দুর্জনের কথা শুনে আমাকে দুঃখ দেওয়া তোমার সঙ্গত হবে না। অথবা সত্য বল, আমার সম্পর্কে তুমি কি স্থির করেছ। তোমার যা অভিরুচি তাই কর—তুমি সুখে থাক।৯৩

দীর্ঘকাল ভ্রূভঙ্গ রচনা করেছি, নয়ন-সঙ্কোচন অভ্যাস করেছি, যত্ন করে হাসি রোধ করতে শিখেছি, মৌনাবলম্বনে কৃতিত্ব দেখিয়েছি, এই হৃদয় ধৈর্যধারণ করতেও সংকল্প করেছে, অভিমান করতেও বদ্ধপরিকর হয়েছে—আয়োজন যথেষ্টই করা হয়েছে, এখন সিদ্ধি দৈবাধীন।৯৪

চরণে প্রণতি, অশ্রুনেত্রে আলাপ, মনোহর চাটুবাক্য, কৃশতর দেহের নিবিড় আলিঙ্গন এবং আকস্মিক চুম্বন—এই সব বহুফল অভিমানে থাকলেও, অভিমানে আমার উৎসাহ নেই—কারণ দয়িত আমার হৃদয়ের প্রিয়। কি আর করি !৯৫

ওগো পুরুষ কার পরিচিত ?—পুরুষ কখন আত্মীয় হতে পারে না। এখন সে অন্যরূপ হয়ে গেছে—আগে আমার কথা-অনুযায়ী চলত। এমন-কি আমি যা বলতাম তাই বলত। এখন আমি বলি—প্রিয়তম, এটি কৃষ্ণবর্ণ ; সে বলে, এটি শ্বেতবর্ণ ! আমি বলি—চলো যাই, সে বলে—এসো, প্রস্থান করি ! আমি বলি—যাওয়া যাক ! সে বলে—থাক।৯৬

হায়, জলসিক্ত বসন, পদ্মদল, শিশিরকণাবর্ষী শীতল চন্দ্র যার ইন্ধন সেই কামাগ্নি কিভাবে নির্বাপিত হতে পারে ?৯৭

নিশীথে মেঘের ধীর বর্ষণের শব্দ শুনে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অশ্রুমোচন করছেন বিরহিণী প্রিয়া ; এই বিরহিণী প্রিয়ার কথা দীর্ঘকাল ভেবে ভেবে সেই বিরহী যুবক মুক্তকণ্ঠে এমনভাবে সারারাত্রি ক্রন্দন করেছিল, যার ফলে গ্রামবাসীরা গ্রামে বিরহীর অবস্থান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।৯৮

আমি এখন মানব্যাধিতে পীড়িত—তার কাছে আমি যেতে পারি না ; তেমন চতুর সখীও নেই যে আমাকে জোর করে সেখানে নিয়ে যাবে। সে-ও মানী, অগৌরবের ভয়ে সে নিজে আসে না। মাগো, এদিকে সময় চলে যাচ্ছে, জীবনও ক্ষণস্থায়ী—এই চিন্তাতেই মন বিষণ্ণ।৯৯

প্রাসাদে সে, দিকে দিকে সে, আমার পিছনে ও সামনে সে ; সে পালঙ্কে, পথে পথেও সে। আমি তার বিরহে কাতর, সে ছাড়া আমার কাছে দ্বিতীয় কারও অস্তিত্ব নেই—শুধু সে, সে, সে, সে—এ আবার কি ধরনের অদ্বৈতবাদ ?১০০

৯. তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে বাণকে চাপ দেওয়া যায় যে হাত দিয়ে সে হাতকে 'খটকামুখ' বলে। 'তর্জনীমধ্যমামধ্যে পুঙ্খোঽঙ্গুষ্ঠেন পীড়াতে। যস্মিন্ননামিকাযোগাৎ স হস্তঃ খটকামুখ ইতি॥' শৃঙ্গাররসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বশ্যমুখীর ধ্যান এখানে করা হয়েছে বলে শৃঙ্গাররস-প্রধান কাব্যের আদিতে জ্যাকর্ষণাদি বীররসের প্রসঙ্গ উল্লেখে কোন দোষ হয়নি।

তা ছাড়া করুণ ও শৃঙ্গারের মর্যাদা এখানে সমান নয়। শৃঙ্গার এখানে করুণের পরিপোষক ও করুণ আবার প্রধানীভূত শ্লোকার্থ ত্রিপুরারিপুর প্রভাবাতিশয়ের পরিপোষক।—এ জন্য।

আর্দ্রাপরাধঃ=সম্প্রতি যে অপরাধ করেছে। সাধারণতঃ নবোদ্ভিন্ন কিশলয়ের বিষয়ে আর্দ্রশব্দ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এখানে আর্দ্রশব্দে লক্ষণার্থ স্বীকার করে মানে হবে টাট্‌কা টাট্‌কা বা সম্প্রতি অপরাধ করেছে যে ব্যক্তি।

টীকাকার অর্জুনবর্মদেবের মতে শ্লোকে শৃঙ্গার ও করুণের মিশ্রণ অত্যন্ত মনোরম হয়েছে।

৫. নায়িকার প্রতি দূতীর উক্তি। এখানে আছে অনুরাগের প্রথমাবস্থায় চক্ষুঃপ্রীতির কথা। 'আদরাদ্বীক্ষণং তত্র চক্ষুপ্রীতিরিতীর্যতে।' যেখানে সাদরে দৃষ্টিপাত সেইখানে চক্ষুপ্রীতি। শ্লোকে 'মুগ্ধে' এই সম্বোধন-লক্ষণ পদের দ্বারা নায়িকা যে সরলা এবং প্রেমের ব্যাপারে অনভিজ্ঞা তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

৬. এই শ্লোকে বর্ণনার বিষয় নায়িকার মান। নায়ককে অন্য নায়িকার সংস্পর্শে দেখলে নায়িকার মনে যে ঈর্ষাজনিত কোপের উৎপত্তি হয় তাকেই বলে মান। কামশাস্ত্রে কুপিতা নায়িকার প্রসাদনের জন্য সাম, দান, ভেদ, প্রণতি, উপেক্ষা ও অন্য রসের আশ্রয়—এই ছয়টি উপায় বলা হয়েছে। এখানে সখীর সাহায্যে নায়িকার মনে ভয় সঞ্চার করে নায়ক নায়িকার মান ভঙ্গ করেছে; এ উপায়ের নাম ভেদ। 'নির্বিণ্ণ' এই বিশেষণের দ্বারা নায়ক বিরাগযুক্ত হবে, এটাই বলা হয়েছে।

৭. নায়কের প্রতি মানিনীর সখীর উক্তি। এখানেও ভেদোপায়ের দ্বারা নায়ককে ভর্ৎসনা করে সখী নায়িকাকেও ভর্ৎসনা করে তার অভিমান ভঙ্গ করছে।

৮. নায়কের প্রতি প্রধান সখীর উক্তি।

৯ নায়ক ভেদ উপায়ে নায়িকার সখীকে দিয়ে নায়িকার মান ভঙ্গ করছে। নায়িকার সখী নায়িকাকে ভর্ৎসনা করছে অভিমান করার জন্য।

১০. 'হন্যতে' শব্দটির এখানে অর্থ -(লীলাকমল প্রভৃতির দ্বারা) তাড়িত হচ্ছে। শ্লোকে কবি বক্তা। প্রথম চরণে অনুপ্রাস লক্ষণীয়—'কোপাৎ কোমললোল-বাহুলতিকা'। এই শ্লোকে যে দৃশ্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা উপভোগ্য। কোমল বাহুলতায় নায়ককে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘরে, সখীদের সামনেই। নায়ক অবশ্য এই কোমল বন্ধন বেশ আগ্রহেই মেনে নিয়েছে। এখানে সংস্কৃত টীকায় বলা হয়েছে—'স্বয়ংগ্রহাশ্লেষঃ'। 'হসন্', কথাটিকে লক্ষ্য করতে বলি। নায়ক মুখে গোপন করার চেষ্টা করছে—মুখে বলছে, না, না, আমি অন্য কারও

কাছে যাই নি। এতেই মানের উপশম ঘটছে দেখে মনে মনে হাসছে। হাসির কারণ কৌতুকবোধ।

দশরূপকের দ্বিতীয় প্রকাশে শ্লোকটিকে অধীরপ্রগল্‌ভা কুপিতা নায়িকার উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

৯৩. ব্যাপারটি খুবই করুণ! প্রিয় চলে যাচ্ছেন এক দূর দেশে—যেখানে পেঁছুতেই একশ দিন লাগে। সংস্কৃত শ্লোকে আছে—'দিনশতপ্রাপ্যং দেশম্'। বিরহ-ব্যাকুলা স্ত্রী তাকে বাধা দিচ্ছে এই বলে—দুপুরে আসবে তো, দিন চলে গেলে তারপর আসবে তো?

১৫ এই শ্লোকে কবি বক্তা। লজ্জা এখানে ব্যভিচারী ভাব। রস সম্ভোগশৃঙ্গার। বধূ তার কানের অলংকার থেকে পদ্মরাগমণির খণ্ড খুলে নিয়ে শুকের মুখে ভরে দিচ্ছে—'পদ্মরাগখণ্ডে দাড়িম্ববীজভ্রান্তি'—সুতরাং ভ্রান্তিমান্ অলংকার।

১৯ বেমভূপাল ও অর্জুনবর্মদেবের মতে শ্লোকে বর্ণিতা নায়িকা 'কলহান্তরিতা'। (কলহহেতু যে নায়িকার নায়কের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে তাকে বলে 'কলহান্তরিতা'।) দৈন্য নামক সঞ্চারী ভাব শ্লোকের মর্মার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ। 'নয়নসলিলচ্ছন্না' এই বিশেষণের দ্বারা নায়িকার দৃষ্টি দীনা এটা বোঝাচ্ছে।

২০. 'মাতঃ সুপ্তিমপীহ লুম্পতি'—মাগো, আমাকে ঘুমোতেও দেবে না—এই বাক্যে 'মাতঃ' এই সম্বোধন নায়িকার মাকে যথার্থত বোঝাচ্ছে না—স্ত্রীলোকের উক্তিতে 'মাতঃ' এইরূপ সম্বোধন-পদ প্রায়ই ব্যবহার করা হতো। পাশ ফিরে শোয়ার অছিলায় নায়ককে শোয়ার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে ইঙ্গিতের দ্বারা—এ জন্য শ্লোকে অলংকার হয়েছে সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মালংকারের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে—'ইঙ্গিতাকারলক্ষ্যোঽর্থঃ সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্ম ইতি স্মৃতঃ।' ('মাতঃ শব্দঃ স্ত্রীণামুক্তিমাত্রে'—টীকা)।

২২. শ্লোকটিতে প্রণয়মানের (নায়ক-নায়িকার প্রেমে কলহ) একটি সুন্দর চিত্র অংকিত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। এখানে বর্ণিতা নায়িকা প্রণয়মানললিতা 'মুগ্ধা'। বর্ণিত নায়ক 'অনুকূল'; প্রণয়মানের পর সম্ভোগশৃঙ্গার এ শ্লোকের ব্যঙ্গ্যার্থ। শৃঙ্গারদীপিকাকারের মতে অলংকার এখানে 'যুক্তি'। প্রকৃত ব্যাপার গোপনের জন্য কোন কিছু করে অন্যকে ঠকানোর নাম যুক্তি-অলংকার। হাসি-কান্নার ছল করে প্রণয়মানকে নায়িকা ও নায়ক একে অন্যের কাছে গোপন করছে। এ জন্য অলংকার যুক্তি।

শ্লোকে 'পশ্যামঃ' স্থলে 'পশ্যেয়ম্' পাঠও আছে। 'পশ্যেয়ম্'—এই পাঠই যুক্তিযুক্ত—পরে 'ময়ি, মাম্' প্রভৃতি একবচনে আছে।

২৩. নায়ক অন্য নায়িকায় আসক্ত একথা মনে করে নায়িকার ক্রোধপ্রকাশকে ঈর্ষ্যামান বলে। এ শ্লোকে ঈর্ষ্যামান দেখানো হয়েছে। নায়ক যেন প্রসুপ্ত না হয় এই হেতু নায়কের দিকে নায়িকার দৃষ্টি নিবন্ধ করার জন্য ঔৎসুক্যভাবের উদয় এখানে দেখানো হয়েছে এবং ঔৎসুক্যভাবোদয় এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ। 'সুন্দরি নাস্মি দূয়ে। উদ্যৎপুলকাঙ্কুরকণ্টকাগ্রৈর্যৎ খিদ্যতে তব পদং ননু সা ব্যথা মে।' কাব্যপ্রকাশের চতুর্থোল্লাসে ভাবোদয় বা কোপরূপ সঞ্চারীর উদয়ের উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

২৪. এ শ্লোকে ঈর্ষ্যামানের শান্তি হওয়ায় ভাবশান্তির ধ্বনি হয়েছে। নায়কের বক্ষে অন্য নায়িকার স্তনতটের চিহ্ন দেখে নায়িকা স্পষ্টতঃ নায়কের অন্য নায়িকাতে আসক্তি বুঝতে পেরেছে। এজন্য এখানে অলঙ্কার 'পিহিত'। 'পিহিতং পরবৃত্তান্তজ্ঞাতুঃ সাকূতচেষ্টিতম্।' 'প্রিয়ে গৃহাগতে প্রাতঃ কান্তা তল্পমকল্পয়ৎ' (কুবলয়ানন্দ)। বেমের মতে অলঙ্কার 'যুক্তি'। নায়ক বুকের চিহ্নকে মুছে অন্য নায়িকার প্রতি আসক্তিকে গোপন করছে বলে নায়ক এখানে শঠ। নায়িকা স্বীয়া বা মধ্যা।

২৬. নিজের অনুরাগ প্রকাশ করাকে 'আত্মোপক্ষেপ' বলে। এখানে সম্ভোগশৃঙ্গারের আত্মোপক্ষেপরূপ নর্ম বা বাগ্‌ব্যবহার রয়েছে বেমের মতে। হর্ষ নামক ব্যভিচারিভাবের ধ্বনি হচ্ছে শ্লোকে। নায়িকা এখানে স্বীয়া বা মুগ্ধা। নায়ক শঠ। অভিমান ধরে রাখা যায় না—শেষ পাদে এই প্রতিষেধের উক্তি থাকায় অলঙ্কার এখানে 'আক্ষেপ'।

২৭. শ্লোকটি প্রণয়মানের অতি সুন্দর উদাহরণ। নায়ক 'অনুকূল' ও নায়িকা স্বীয়া বা মুগ্ধা। 'সখ্যোপদেশং বিনা ন জানাতি'—এই বাক্যের দ্বারা নায়িকা মুগ্ধা এটা স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে। কাব্যপ্রকাশের চতুর্থোল্লাসে বিরহোৎকণ্ঠিতা নায়িকার উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

২৯. শ্লোকে অভিসারিকা নায়িকার বর্ণনা রয়েছে। দশরূপকের দ্বিতীয় প্রকাশে অভিসারিকা নায়িকার উদাহরণ হিসাবে শ্লোকটি দেখানো হয়েছে (পৃঃ ৫১)।

৩০. এখানে খণ্ডিতা নায়িকার সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে নায়িকা নায়ককে অন্য স্ত্রীর সংসর্গ-চিহ্নে দূষিত দেখে ঈর্ষ্যান্বিতা—তাকেই বলা হয় 'খণ্ডিতা'।

৩১. এখানে প্রোষিতভর্তৃকা রমণীর স্বগতোক্তি। নায়ক প্রবাসে যাওয়ায় নায়িকার করুণ বিরহ বর্ণিত হয়েছে। 'আমাকে (নায়িকাকে) নিয়ে যাওয়া হবে না' এরূপ প্রতিষেধের বর্ণনা হওয়ায় এখানে আক্ষেপ-অলঙ্কার। নায়িকা নিজেকে ভর্ৎসনা করায় এখানে সোপালম্ভবচনরূপ শৃঙ্গার-নর্ম প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে শ্লোকটিকে বিরহোৎকণ্ঠিতা নায়িকার উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে।

৩২. 'সুপ্তোঽয়ম্'—এ নায়ক ঘুমিয়ে পড়েছে, এই বাক্যে 'সুপ্ত' বিশেষণের দ্বারা সম্ভোগকামী এ নায়ক সখীদের অপসারণে নির্জনতা চায় এরূপ অর্থান্তর বোঝাচ্ছে, তাই এখানে অর্জুনবর্মদেবের মতে অর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্যধ্বনি। এখানে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নায়ক 'অনুকূল', নায়িকা স্বীয়া ও মুগ্ধা।

৩৪. এখানে প্রণয়মানকৃত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। নায়ক শঠ, নায়িকা স্বীয়া ও মধ্যা।

৩৫. এখানে 'নর্মস্পন্দ' বোঝাচ্ছে। প্রথম সমাগমে ভয় দূর হলে সুখানুভূতির যে আরম্ভ তা নর্মস্পন্দ। সম্ভোগশৃঙ্গার এখানে প্রধানভাবে বর্ণিত হয়েছে। নায়িকা এখানে পরকীয়া কন্যা। শকুন্তলার তৃতীয়াঙ্কের শ্লোকটি তুলনীয়—

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাবিরামম্।
মুখমংসবর্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু॥

৩৬. শ্লোকে লজ্জাশীলা নববধূর চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। ব্রীড়া নামক সঞ্চারী ভাব এখানে রয়েছে এবং সঙ্কেচ্ছারূপ শৃঙ্গার-নর্ম বর্ণিত হয়েছে। নায়ক 'অনুকূল', নায়িকা স্বীয়া ও মুগ্ধা। দশরূপকের চতুর্থ প্রকাশে ব্রীড়া নামক ব্যভিচারিভাবের উদাহরণ হিসাবে শ্লোকটিকে দেওয়া হয়েছে। জগন্নাথের রসগঙ্গাধরে নববধূর বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে—

তল্পগতাপি সুতনুঃ শ্বাসাসঙ্গং ন যা সেহে।
সম্প্রতি সা হৃদয়গতং পাণিং মন্দমাক্ষিপতি॥

—ব্যাখ্যায় জগন্নাথ বলেছেন—'যা নববধূঃ পল্যঙ্কশয়িতা শ্বাসস্যাসঙ্গমাত্রেণাপি সংকুচদঙ্গলতিকাভুৎ সা সংপ্রতি প্রস্থানপূর্বরজন্যাং প্রবৎস্যৎপতিকা প্রিয়েণ সশঙ্কেন সমর্পিতং হৃদি পাণিং নববধূজাতি-স্বাভাব্যাদাক্ষিপতি, পরং তু মন্দমু।'

৩৭. নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রণয়মান ও পর্যবসানে সম্ভোগের বর্ণনা এখানে রয়েছে। চেষ্টাকৃত ও সঙ্কেচ্ছারূপ উভয়বিধ শৃঙ্গাররসের নর্ম এখানে রয়েছে। নায়ক 'অনুকূল', নায়িকা স্বীয়া ও মধ্যা। কোপরূপ ভাবের উপশমও থাকায় শ্লোকটিকে ভাবশান্তি-ধ্বনির উদাহরণও বলা যেতে পারে।

৪০. শ্লোকে বাসকসজ্জা নায়িকার বড় সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দেশান্তর থেকে নায়কের আগমনে নিজের গৃহ ও দেহকে আনন্দের সঙ্গে যে নায়িকা অলংকৃত করে, তাকে বাসকসজ্জা নায়িকা বলে। তোরণমালা চক্ষুযুগল দিয়ে রচিত হয়েছিল, নীলোৎপল দিয়ে নয়—ইত্যাদি প্রত্যেক বাক্যে নীলোৎপলাদির বর্জন হওয়ার জন্য শ্লোকটি পরিসংখ্যা-অলংকারের সুন্দর উদাহরণ। 'পরি' শব্দের অর্থ বর্জন ও 'সংখ্যা' শব্দের অর্থ জ্ঞান—বর্জন ও জ্ঞান যেখানে সেটা পরিসংখ্যা।

৪১. বেমের মতে শ্লোকে কলহান্তরিতা নায়িকার কথা বলা হয়েছে। প্রণয়কলহের পর অনুতপ্তা ও পতিসঙ্গমে উৎসুকা নায়িকাকে কলহান্তরিতা বলে। শ্লোকে প্রদোষাগমে বা সন্ধ্যায় কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রদোষে, অন্ধকারে, রাত্রিতে নায়িকা সম্ভোগোৎসুকা হয়ে থাকে! শ্লোকে 'অদ্য' কথাটির কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই – লোকোক্তিতে এরকম 'অদ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়, যার কোন পৃথক অর্থ থাকে না; সংস্কৃত টীকায় আছে—'লোকোক্তিমাত্রমেতৎ'।

৪৫. প্রণয়মানকৃত বিপ্রলম্ভ (বিরহ) শ্লোকের আলোচ্য। নায়ক অনুকূল। নায়িকা স্বীয়া মধ্যা এবং বিরহোৎকণ্ঠিতা। বিরহোৎকণ্ঠিতা নায়িকার লক্ষণ কৃশতা, কম্প, পাণ্ডুতা; বাষ্পনির্গম, নির্বেদ, শ্বাসমোচন অনুভাব। এ সবকিছুই স্বাভাবিক বলে অঙ্গের কৃশতা, কম্পকে লুকানোর জন্য এখানে ব্যাজোক্তি অলংকার হয়েছে। 'উদ্ভিন্নবস্তুনিগূহনং ব্যাজোক্তিঃ' (অলংকারসর্বস্ব)—প্রকাশ পেয়েছে এমন বিষয়কে ছলের দ্বারা লুকোনোকে 'ব্যাজোক্তি' বলে।

৪৬. প্রিয়াবিরহিত পথিকের সুন্দর বর্ণনার জন্য এখানে স্বভাবোক্তি-অলংকার। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার শ্লোকের মর্মার্থ। দৈন্য নামক ব্যভিচারিভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে; এই একটি মুক্তকের মধ্যে বিরহীর মনোবেদনা পূর্ণপ্রকাশিত।

৪৭. নায়ককে অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত ভেবে নায়িকার মনে যে অসহ্য ক্রোধ দেখা

দেয় তাহা 'ঈর্ষামান'। এ শ্লোকটি ঈর্ষামানের অতি সুন্দর উদাহরণ। নিজের নখ দিয়ে করা ক্ষতচিহ্নকে মত্তাবস্থায় নায়িকা অন্য নায়িকার করা ভেবে ঈর্ষামান করছে বলে শ্লোকটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

৫০. কোন এক মানিনীর প্রতি সখীর উক্তি। রুদিতশরণা—রোদন আশ্রয় যার। শ্লোকে 'রুষাম্' শব্দটি বহুবচনে আছে ; এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানিনী বার বার এইভাবে কোপ প্রকাশ করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এখানে 'প্রশ্নোত্তর' নামক অলংকার।

নায়ক—হে মুগ্ধে !

নায়িকা—হে নাথ !

নায়ক—ওগো মানিনি, আমার প্রতি ক্রোধ ত্যাগ কর।

নায়িকা—রাগ করে আমি তোমার কি করেছি ?

নায়ক—কিছু কর নি, কিন্তু তোমার রাগে আমার দুঃখ হয়েছে।

নায়িকা—দুঃখ তারই হয় যে অপরাধী। তুমি তো কোন অপরাধ কর নি। সব অপরাধই আমার।

নায়ক—তবে গদগদকণ্ঠে রোদন করছ কেন ?

নায়িকা—কার কাছে রোদন করছি ? (তুমি তো অন্যাসক্ত)।

নায়ক—কেন আমার কাছে ?

নায়িকা—আমি তোমার কে ? আমি তোমার প্রিয়তমা নই, তাই রোদন করছি।

৫১ পরবর্তী জীবনে প্রেমরসের আস্বাদনে অভিজ্ঞা নায়িকা তার বধূ-জীবনের কথা ভেবে অনুতাপ করছেন। ভাবনাটা মোটামুটি এই—কি মূর্খই না ছিলাম তখন ! স্বামী আদর করতে এলে মুখ সরিয়ে নিয়েছিলাম, কাছে এসে দাঁড়ালে চোখ মেলে দেখিনি—কথা বলতে এলে লজ্জায় উত্তর দিইনি ! আজ এই সব কথা ভেবে বড় দুঃখ হচ্ছে।

৫২. প্রাণেশ্বর বিদেশগমনে উদ্যত—তার যাওয়া বন্ধ করতে হবে, নায়িকার এই কামনা ! অন্য নারীদের মতো কান্নার আশ্রয় না নিয়ে সে বলছে—'আজ আমি ভাগ্যবতী, তুমি যাও—আমি তোমার শুভ কামনা করি। তুমি প্রবাসে গেলে প্রেমবশে আমি যদি কিছু করি তা তুমি কোন পথিকের কাছেই পরে জানতে পারবে।' প্রিয়ের অমঙ্গল হবে ভেবেই প্রাণবিসর্জনের সঙ্কল্পের কথাটা সে গোপন করে গেল। এখানে আশীর্বচনের ছলে আক্ষেপ ব্যক্ত হয়েছে ! অলংকারের নাম 'পরাভব'।

৫৩. নায়িকা মানিনী, নায়ক তাকে লক্ষ্য করে বলছে—আমাকে তুমি দূর থেকেই অভ্যর্থনা জানালে, আমার কথার উত্তর দিলে, তোমার চোখেও কোন উৎসাহের অভাব দেখি নি। কিন্তু বেশ বুঝতে পাচ্ছি, এ তোমার অন্তরের কোপকে গোপন করার ছলমাত্র। দূর থেকেই অভ্যর্থনা করলে, কাছে আসা তুমি পছন্দ কর বলেই ! এখানে 'অনুমান' অলংকার।

৫৭. মাগো ! কোথায় যাব, কার কাছে শরণ নেব ? এখানে 'মাগো' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলেই চলবে। এই ধরণের 'মাগো' নারীদের একটি বিশেষ বচনভঙ্গী।

৬০. দশরূপকের দ্বিতীয় প্রকাশে শ্লোকটি মধ্যা কামবর্তী নায়িকার উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে।
ধ্বন্যালোকের তৃতীয়োদ্দ্যোতে শ্লোকটিতে ব্যবহৃত রূপকালংকারগুলি স্মররসনদী, গুরুসেতু, নয়ননলিনীনাল -- সম্ভোগশৃঙ্গারের অতিশয়ব্যঞ্জক হয়েছে একথা বলা হয়েছে।
হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্লোকটি পারবশ্য বা অধীনতা হেতু বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের উদাহরণ।

৬৩. দশরূপকের দ্বিতীয় প্রকাশে শ্লোকটিকে রতিবিষয়ে উদাসীনা নায়িকার উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। কাব্যানুশাসনেও শ্লোকটিকে রতিতে উদাসীনা নায়িকার উদাহরণস্বরূপ দেখানো হয়েছে। এখানে রস—ঈর্ষামানকৃত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার। নায়িকা বলা হয়েছে—'আয়স্তা' (মূল শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শব্দটির অর্থ আয়াসপ্রাপ্তা অর্থাৎ ক্লান্তিযুক্তা। এর মূলে রয়েছে ঈর্ষাকোপ।

৬৪. কোন এক সখী মানিনীর বৃত্তার্থ অপর এক সখীর কাছে বর্ণনা করছে।

৬৫. দশরূপকের দ্বিতীয় প্রকাশে শ্লোকটিকে প্রগল্‌ভা নায়িকার ব্যবহারের উদাহরণস্বরূপ দেখানো হয়েছে।

৬৬. কোন স্বৈরিণী নায়িকা তার সখীর কাছে বলছে। ধম্মিল্ল—সংযত কেশপাশ, খোপা। মূল সংস্কৃত শ্লোকে 'ধম্মিল্ল' শব্দটি আছে।

৬৭. নায়ক সংস্কৃতে যে কথাটি বলছে তা বাঙলায় বললে অনেকটা এই রকম দাঁড়াবে—ক্রোধই তোমার প্রিয় হয়ে উঠল—তাই তুমি তাকে এখনও হৃদয়ে পুষে রেখেছ! বেশ তো, ক্রোধ নিয়েই তুমি থাকো। আমি চলে যাই, তার আগে আমি যে আলিঙ্গন বা চুম্বন দিয়েছি, সব ফেরত দিয়ে দাও। ফেরত দিতে গেলে ক্রোধ যে আর থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য।

৬৮. এই শ্লোকে অলঙ্কার 'প্রশ্নোত্তর'। মূল শ্লোকের প্রথম চরণে প্রশ্ন, দ্বিতীয় চরণে উত্তর; আবার নূতন প্রশ্ন তৃতীয় চরণে এবং চতুর্থ চরণে তার উত্তর।
অনেকটা এইরকম—

এই গভীর নিশীথে কোথায় চলেছ?
—আমার প্রিয়তম যেখানে আছেন।
একা যাচ্ছ, ভয় করবে না?
—না, পঞ্চশর মদন আমার সঙ্গেই আছে।

৭০. দশরূপকের দ্বিতীয় প্রকাশে ধৃষ্ট নায়কের উদাহরণস্বরূপ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে সপ্তমাধ্যায়ে শ্লোকটিতে ধৃষ্ট নায়কের উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। 'ব্যক্তাপরাধো ধৃষ্টঃ'! অর্থাৎ যার অপরাধ উদ্ঘাটিত তাকে বলা হয়েছে ধৃষ্ট নায়ক। এখানে নায়িকা খণ্ডিতা'। প্রিয়তমের অঙ্গে অন্য নায়িকা-সম্ভোগের চিহ্ন দেখে যে নারী ঈর্ষায় কলুষিতা, তাকেই বলা হয় খণ্ডিতা! লীলাতামরস—লীলাকমল (তামরস…পদ্ম) শৃঙ্গারচেষ্টার জন্য বা ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে সে যুগে নায়ক হাতে কমল নিয়ে ফিরতেন। 'লীলাকমল' সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে—দ্রষ্টব্য কুমারসম্ভব—৬.৮৪; মেঘদূত (উত্তরমেঘ).।২

৭১ শ্লোকটিতে আছে নায়ক সম্পর্কে কোন মানিনীর স্বগত শপথবাক্য। কিন্তু তার বাক্যের ধরণ দেখে মনে হয়, শপথ দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

৭২. দশরূপকের দ্বিতীয় শ্লোকটি শঠ নায়কের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। শ্লোকে প্রযুক্ত অলঙ্কারের নামে 'আক্ষেপ'। এখানে নায়িকার কণ্ঠে আছে নায়কের প্রতি আক্ষেপজনিত তিরস্কারের বাণী।

৭৩. কাব্যপ্রকাশের চতুর্থোল্লাসে সম্ভোগশৃঙ্গারের উদাহরণ হিসাবে শ্লোকটি রয়েছে। সাহিত্যদর্পণের প্রথম পরিচ্ছেদেও শ্লোকটিকে সম্ভোগশৃঙ্গারের উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। কাব্যানুশাসনের প্রথমাধ্যায়ে বলা হয়েছে—শ্লোকে গুণ বা অলঙ্কার না থাকলেও শ্লোকটি প্রথমশ্রেণীর কাব্য।

৭৮. ক্রোধে প্রিয়তমকে ভৎসর্না করেছে নায়িকা—তারপর সে অনুতাপে দগ্ধ। শ্লোকে নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করছে এক সখী অপর এক সখীর কাছে।

৮১. কাব্যপ্রকাশে চতুর্থোল্লাসে সম্ভোগশৃঙ্গারের উদাহরণ হিসাবে শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। মম্মট বলেছেন—'ভীতাননা' এই পদের ব্যঞ্জনার দ্বারা নীচৈঃশংস অর্থাৎ নিচুস্বরে বলার যুক্তি স্পষ্ট।

৮৯. একটু ভেবে শ্লোকটির মাধুর্য উপলব্ধি করতে হবে! মূলে 'অঙ্গ' শব্দটি ইন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সখীদের মধ্যে কেউ হয়তো অনুযোগ করেছিল—আমাদের কাছেই মানের কথা বল, কিন্তু প্রিয় কাছে এলেই অন্যরকম হয়ে যাও! নায়িকা তার উত্তরে বলছে—আমি কি কাছে এলে তাকে দেখবার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে উঠি যে মনে হয় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় 'চোখ'-এ পরিণত হয়েছে; তার কথা শুনবার জন্য অন্য সব ইন্দ্রিয় যেন 'কর্ণরূপ' লাভ করে। কি করে এটা সম্ভব, আমি বুঝতে পারি না।

এই নায়িকাকে অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে—'ভাবপ্রগল্‌ভা'।

৯২. নায়ককে আনবার জন্য দূতীকে পাঠিয়েছিল নায়িকা। কিন্তু দূতীর দেহে সম্ভোগের চিহ্ন দেখে নায়িকা প্রশ্নের ঝড় তুলেছে—দূতী উত্তর দিচ্ছে। দূতী নিশ্চয়ই নায়িকার শেষ প্রশ্নটির কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি। এখানে নায়ক শঠ, নায়িকা প্রগল্‌ভা, রস বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার—অলঙ্কার 'প্রশ্নোত্তর'।

৯৭. প্রালেয়—হিম; প্রালেয়শীকর—হিমকণা; দহনের জ্বালা দূর করতে হলে, জলসিক্ত বস্ত্র, পদ্মপত্র, চন্দ্রের শীতল কিরণ—এই সকলের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু এ তো সাধারণ অগ্নির কথা—প্রেমাগ্নির দহন যে এইসকল শীতল উপকরণ জ্বালা বাড়িয়েই দেয়—তাকে কি উপায়ে প্রশমিত করা যাবে? যাবে না—এই হলো শ্লোকের তাৎপর্য।

৯৮. এই শ্লোকে বক্তা কবি। এখানে তেমন কোন অলঙ্কার না থাকলেও রসসৃষ্টি করা হয়েছে। যা স্বভাবরমণীয় তার অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না।

৯৯. শ্লোকটির ভাবার্থ উপভোগ্য। নায়ক ও নায়িকা দু-জনেই মান করেছে। নায়িকা বলছে—আমি তো মান করেছি, তাঁর কাছে যাই কি করে? এমন সখী কেউ নেই যে আমাকে জোর করে তার কাছে নিয়ে যেতে পারে (ভাবে মনে হয়, জোরের কোন প্রয়োজন নেই)। ওদিকে তারও মনে হয়েছে, নিজ থেকে এলে তার গৌরব থাকবে না। এখন কি করি? জীবন যে ক্ষণস্থায়ী!

১০০. কবি প্রেম-কাব্যে এক অভিনব অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দর্শনে অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা তো হয়েছে। অদ্বৈতবাদী বলেন -ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—আর সব মিথ্যা। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য সত্য কিছু নেই—'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'। এইবার শ্লোকটি পড়া যাক। প্রেমিক বলছে—আমার সামনে, পিছনে, প্রাসাদে, পালঙ্কে সর্বত্র সে বিরাজমান। তার বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে আমি পথে পথে সর্বত্র তাকে দেখতে পাচ্ছি। এ যেন এক নূতন অদ্বৈতবাদের উপলব্ধি! সে ছাড়া কিছু নেই!

অমরুশতকম্

জ্যাকৃষ্টিবদ্ধকটকামুখ-পাণিপৃষ্ঠপ্রেঙ্খন্নখাংশুচয়সংবলিতোঽম্বিকায়াঃ।
ত্বাং পাতু মঞ্জরিত-পল্লবকর্ণপূর-লোভভ্রমদ্ভ্রমরবিভ্রমভৃৎ কটাক্ষঃ ॥ ১ ॥

ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহতোঽপ্যাদদানোঽংশুকান্তং
গৃহ্নন্ কেশেষ্বপাস্তশ্চরণনিপতিতো নেক্ষিতঃ সংভ্রমেণ।
আলিঙ্গনোঽবধূতস্ত্রিপুরযুবতিভিঃ সাশ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ
কামীবার্দ্রাপরাধঃ স দহতু দুরিতং শাম্ভবো বঃ শরাগ্নিঃ ॥ ২ ॥

আলোলামলকাবলীং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলং কুণ্ডলং
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং জালকৈঃ।
তন্ব্যা যৎসুরতান্ত-তান্তনয়নং বক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে
তত্ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ ॥ ৩ ॥

সংদষ্টাধরপল্লবা সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী
মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্তিত-ভ্রূলতা।
সীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী
প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমায় মথিতো মূঢ়ৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ ॥ ৪ ॥

অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মুহুর্মুকুলীকৃতৈঃ
ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেষ-পরাঙ্মুখৈঃ।
হৃদয়নিহিতং ভাবাকূতং বমদ্ভিরিবেক্ষণৈঃ
কথয় সুকৃতী কোঽয়ং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে ॥ ৫ ॥

অঙ্গুল্যগ্রনখেন বাষ্পসলিলং বিক্ষিপ্য বিক্ষিপ্য কিং
তূষ্ণীং রোদিষি কোপনে বহুতরং ফূৎকৃত্য রোদিষ্যসি।
যস্যাস্তে পিশুনোপদেশবচনৈর্মানেঽতিভূমিং গতে
নির্বিণ্ণোঽনুনয়ং প্রতি প্রিয়তমো মধ্যস্থতামেষ্যতি ॥ ৬ ॥

দত্তোঽস্যাঃ প্রণয়স্ত্বয়ৈব ভবতা সেয়ং চিরং লালিতা
দৈবাদদ্য কিল ত্বমেব কৃতবানস্যা নবং বিপ্রিয়ম্।
মন্যুর্দুঃসহ এষ যাত্যুপশমং নো সান্ত্ববাদৈঃ স্ফুটং
হে নিস্ত্রিংশ বিমুক্তকণ্ঠকরুণং তাবৎ সখী রোদিতু ॥ ৭ ॥

লিখন্নাস্তে ভূমিং বহিরবনতঃ প্রাণদয়িতো
নিরাহারাঃ সখ্যঃ সততরুদিতোচ্ছূননয়নাঃ।
পরিত্যক্তং সর্বং হসিতপঠিতং পঞ্জরশুকৈঃ-
স্তবাবস্থা চেয়ং বিসৃজ কঠিনে মানমধুনা ॥ ৮ ॥

নার্য্যো মুগ্ধশঠা হরন্তি রমণং তিষ্ঠন্তি নো বারিতা-
স্তৎ কিং তাম্যসি কিং চ রোদিষি পুনস্তাসাং প্রিয়ং মা কৃথাঃ।
কান্তঃ কেলিরুচির্যুবা সহৃদয়স্তাদৃক্ প্রিয়ঃ কাতরে
কিং নো বর্বরকর্কশৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীয়তে ॥ ৯ ॥

কোপাৎ কোমললোলবাহুলতিকাপাশেন বদ্ধ্বা দৃঢ়ং
নীত্বা বাসনিকেতনং দয়িতয়া স্বৈরং সখীনাং পুরঃ।
ভূয়োঽপ্যেবমিতি স্খলন্মৃদুগিরা সংসূচ্য দুশ্চেষ্টিতং
ধন্যো হন্যত এব নিহ্নুতিপরঃ প্রেয়ান্ রুদত্যা হসন্ ॥ ১০ ॥

যাতাঃ কিং ন মিলন্তি সুন্দরি পুনশ্চিন্তা ত্বয়া মৎকৃতে
নো কার্য্যা নিতরাং কৃশাসি কথয়ত্যেবং সবাষ্পে ময়ি।
লজ্জামন্থরতারকেণ নিপতৎ পীতাশ্রুণা চক্ষুষা
দৃষ্ট্বা মাং হসিতেন ভাবিমরণোৎসাহস্ত্বয়া সূচিতঃ ॥ ১১ ॥

তদ্বক্ত্রাভিমুখং মুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়ো-
স্তৎ সংলাপ-কুতুহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাং চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবাণি যান্তি শতধা মৎকঞ্চুকীসন্ধয়ঃ ॥ ১২ ॥

প্রহরবিরতৌ মধ্যে বাহ্নস্ততোঽপি পরেঽথবা
কিমুত সকলে যাতে বাহ্নি প্রিয় ত্বমিহৈষ্যসি।
ইতি দিনশতপ্রাপ্যং দেশং প্রিয়স্য যিযাসতো
হরতি গমনং বালা বাক্যৈঃ সবাষ্পগলজ্জলৈঃ ॥ ১৩ ॥

কথমপি সখি ক্রীড়াকোপাদ্ ব্রজেতি ময়োদিতে
কঠিনহৃদয়ঃ ত্যক্ত্বা শয্যাং বলাদ্গত এব সঃ।
ইতি সরভসধ্বস্তপ্রেম্ণি ব্যপেতঘৃণে স্পৃহাং
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ করোতি করোমি কিম্ ॥ ১৪ ॥

দম্পত্যোর্নিশি জল্পতোর্গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্বচ-
স্তৎ প্রাতর্গুরুসন্নিধৌ নিগদতস্তস্যাতিমাত্রং বধূঃ।
কর্ণালম্বিতপদ্মরাগসকলং বিন্যস্য চঞ্চুপুটে
ব্রীড়ার্তা বিদধাতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্‌বন্ধনম্ ॥ ১৫ ॥

অজ্ঞানেন পরাঙ্‌মুখী পরিভবাদাশ্লিষ্য মাং দুঃখিতাং
কিং লব্ধং শঠ দুর্নয়েন নয়তা সৌভাগ্যমেতাং দশাম্।
পশ্যৈতদ্দয়িতাকুচব্যতিকরাসক্তাঙ্গরাগারুণং
বক্ষস্তে মম তৈলপঙ্কমলিনৈর্বেণীপদৈরঙ্কিতম্ ॥ ১৬ ॥

একত্রাসনসঙ্গতিঃ পরিহৃতা প্রত্যুদ্গমাদ্দূরত-
স্তাম্বূলানয়নচ্ছলেন রভসাশ্লেষোঽপি সংবিঘ্নিতঃ।
আলাপোঽপি ন নিশ্চিতঃ পরিজনং ব্যাপারয়ন্ত্যান্তিকে
কান্তং প্রত্যুপচারতশ্চতুরয়া কোপঃ কৃতার্থীকৃতঃ ॥ ১৭ ॥

দৃষ্টৈবকাসনসঙ্গতে প্রিয়তমে পশ্চাদুপেত্যাদরাদে-
কস্যা নয়নে পিধায় বিহিতক্রীড়ানুবন্ধচ্ছলঃ।
তির্যক্ বক্রিতকন্ধরঃ সপুলকপ্রেমোল্লসন্মানসা-
মন্তর্হাসিলসৎ কপোলফলকাং ধূর্তোঽপরাং চুম্বতি ॥ ১৮ ।

চরণ-পতন-প্রত্যাখ্যানাৎ প্রসাদ-পরাঙ্মুখে-
নিভৃতকিতবাচারেত্যুক্ত্যা রুষা পরুষীকৃতে।
ব্রজতি রমণে-নিঃশ্বস্যোচ্চৈঃ স্তনাহিতহস্তয়া
নয়নসলিলক্লিন্না দৃষ্টিঃ সখীষু নিপাতিতা ॥ ১৯ ॥

কাঞ্চ্যা গাঢ়তরাববন্ধবসনপ্রান্তা কিমর্থং পুন-
র্মুগ্ধাক্ষী স্বপিতীতি তৎপরিজনং স্বৈরং প্রিয়ে পৃচ্ছতি।
মাতঃ সুপ্তমপীহ লুম্পতি মমেত্যারোপিতক্রোধয়া
পর্যস্তস্বপনচ্ছলেন শয়নে দত্তোঽবকাশস্তয়া ॥ ২০ ॥

একস্মিঞ্ শয়নে পরাঙ্মুখতয়া বীতোত্তরং তাম্যতো-
রন্যোঽন্যস্য হৃদি স্থিতেঽপ্যনুনয়ে সংরক্ষতোর্গৌরবম্।
দম্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনান্মিশ্রীভবচ্চক্ষুষো-
র্ভগ্নো মানকলিঃ সহাসরভসব্যাবৃত্তকণ্ঠগ্রহঃ ॥ ২১ ॥

পশ্যামো ময়ি কিং প্রপদ্যত ইতি স্থৈর্যং ময়ালম্বিতং
কিং মাং নালপতীত্যয়ং খলু শঠঃ কোপস্তয়াপ্যাশ্রিতঃ।
ইত্যন্যোঽন্যবিলক্ষদৃষ্টিচতুরে তস্মিন্নবস্থান্তরে
সব্যাজং হসিতং ময়া ধৃতিহরো মুক্তস্তু বাষ্পস্তয়া ॥২২॥

একস্মিন্ শয়নে বিপক্ষরমণী-নামগ্রহে মুগ্ধয়া
সদ্যঃ কোপপরাঙ্মুখগ্লপিতয়া চাটূনি কুর্বন্নপি।
আবেগাদবধীরিতঃ প্রিয়তমস্তূষ্ণীং স্থিতস্তৎক্ষণং
মা ভূৎ সুপ্ত ইবেত্যমন্দবলিতগ্রীবং পুনর্বীক্ষিতঃ ॥২৩॥

তস্যাঃ সান্দ্রবিলেপনস্তনতট-প্রশ্লেষমুদ্রাঙ্কিতং
কিং বক্ষশ্চরণানতিব্যতিকরাব্যাজেন গোপায্যতে।
ইত্যুক্তে ক্ব তদিত্যুদীর্য সহসা তৎ সংমার্ষ্টুং ময়া
সাশ্লিষ্টা রভসেন তৎসুখবশাত্তন্ব্যা চ তদ্ বিস্মৃতম্ ॥২৪॥

ত্বং মুগ্ধাক্ষি বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীং
লক্ষ্মীমিত্যভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্বীণিকাসংস্পৃশি।
শয্যোপান্তনিবিষ্টসস্মিতবধূনেত্রোৎসবানন্দিতো
নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ ॥ ২৫ ॥

ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে।
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূ রোমাঞ্চমালম্বতে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে ॥ ২৬ ॥

প্রাণেশ-প্রণয়াপরাধসময়ে সখ্যোপদেশং বিনা
নো জানাতি সবিভ্রমাঙ্গবলনাবক্রোক্তিসূচনম্।
স্বচ্ছৈরচ্ছকপোলমূলগলিতৈঃ পর্যস্ত-নেত্রোৎপলা
বালা কেবলমেব রোদিতি লুঠল্লোলালকৈরশ্রুভিঃ ॥ ২৭ ॥

ভবতু বিদিতং ব্যর্থালাপৈরলং প্রিয় গম্যতাং
তনুরপি ন তে দোষোঽস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্মুখঃ।
তব যদি তথা রূঢ়ং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং
প্রকৃতিতরলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে ॥ ২৮ ॥

উরসি নিহিতস্তারো হারঃ কৃতা জঘনে ঘনে
কলকলবতী কাঞ্চী-পাদৌ রণন্মণিনূপুরৌ।
প্রিয়মভিসরস্যেবং মুগ্ধে ত্বমাহতডিণ্ডিমা
যদি কিমধিকত্রাসোৎকম্পা দিশঃ সমুদীক্ষসে ॥ ২৯ ॥

প্রাতঃ প্রাতরুপাগতেন জনিতা নির্নিদ্রতা চক্ষুষো-
র্মন্দায়া মম গৌরবব্যপনয়াদুৎপাদিতং লাঘবং।
কিং মুগ্ধেন কৃতং ত্বয়া মরণভীর্মুক্তা ময়া গম্যতাং
দুঃখং তিষ্ঠসি যচ্চ পথ্যমধুনা কর্তাস্মি তচ্ছ্রোষ্যসি ॥ ৩০ ॥

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাস্থিতং ব্যবস্থিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বৈঃ সমং প্রস্থিতং
গন্তব্যে সতি জীবিত-প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কিমুৎসৃজ্যতে ॥ ৩১ ॥

সুপ্তোঽয়ং সখি! সুপ্যতামিতি গতাঃ সখ্যস্ততোঽনন্তরং
প্রেমাবেশিতয়া ময়া তরলয়া ন্যস্তং মুখং তন্মুখে।
জ্ঞাতেঽলীকনিমীলনে নয়নয়োর্ধূর্তস্য রোমাঞ্চতো
লজ্জাসীন্মম তেন সাপ্যপহৃতা তৎকালযোগ্যৈঃ ক্রমৈঃ ॥ ৩২ ॥

কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা বিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রান্যোঽন্যস্মিতমনুনয়ো দৃষ্টিপাতঃ প্রসাদঃ।
তস্য প্রেম্ণস্তদিদমধুনা বৈশসং পশ্য জাতং
ত্বং পাদান্তে লুঠসি ন চ মে মন্যুমোক্ষঃ খলায়াঃ ॥ ৩৩ ॥

সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাং
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোঽভূৎ।
ইতি নিগদিতনাথে তির্যগামীলিতাক্ষ্যা
নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং ন কিঞ্চিৎ ॥ ৩৪ ॥

গাঢ়ালিঙ্গনবামনীকৃতকুচপ্রোদ্ভিন্নরোমোদ্গমা
সান্দ্রস্নেহরসাতিরেকবিগলৎ কাঞ্চী-প্রদেশাম্বরা।
মা মা মানদ মাতি মামলমিতি ক্ষামাক্ষরোল্লাপিনী
সুপ্তা কিং নু মৃতা নু কিং মনসি মে লীনা বিলীনা নু কিম্ ॥ ৩৫ ॥

পটালগ্নে পত্যৌ নময়তি মুখং জাতবিনয়া
হঠাশ্লেষং বাঞ্ছত্যপহরতি গাত্রাণি নিভৃতম্।
অশক্তা চাখ্যাতুং স্মিতমুখসখীদত্তনয়না
হ্রিয়া তাম্যত্যন্তঃ প্রথমপরিহাসে নববধূঃ ॥ ৩৬ ॥

নাপেতোঽনুনয়েন যঃ প্রিয়সুহৃদ্বাক্যৈর্ন যঃ সংহৃতো
যো দীর্ঘং দিবসং বিষহ্য হৃদয়ে যত্নাৎ কথঞ্চিদ্ ধৃতঃ।
অন্যোঽন্যস্য হৃতে মুখে পিহিতয়োস্তির্যক্ কথঞ্চিদ্ দৃশোঃ
সংভেদে সপদি স্মিতব্যতিকরে মানো বিহস্যোজ্ঝিতঃ ॥ ৩৭ ।

গতে প্রেমাবেশে প্রণয়বহুমানে বিগলিতে
নিবৃত্তে সদ্ভাবে জন ইব জনে গচ্ছতি পুরঃ।
তদুৎপ্রেক্ষ্যোৎপ্রেক্ষ্য প্রিয়সখি-গতাংস্তাংশ্চ দিবসান্
ন জানে কো হেতুর্দলতি শতধা যন্ন হৃদয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

চিরবিরহিণোরুৎকণ্ঠার্ত্যা শ্লথীকৃতগাত্রয়ো-
র্নবমিব জগজ্জাতং ভূয়শ্চিরাদভিনন্দতোঃ।
কথমপি দিনে দীর্ঘে যাতে নিশামধিরূঢ়য়োঃ
প্রসরতি কথা বহ্বী যূনোর্যথা ন তথা রতিঃ ॥ ৩৯ ॥

দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘ্যো নো কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥ ৪০ ॥

কান্তে সাগসি যাপিতে প্রিয়সখীবেষং বিধায়াগতে
ভ্রান্ত্যালিঙ্গ্য ময়া রহস্যমুদিতং তৎসঙ্গমাকাঙ্ক্ষয়া।
মুগ্ধে দুষ্করমেতদিত্যতিতরামুক্ত্বা সহাসং বলা-
দালিঙ্গ্য চ্ছলিতাস্মি তেন কিতবেনাদ্য প্রদোষাগমে ॥ ৪১ ॥

আশঙ্ক্য প্রণতিং পটান্তপিহিতৌ পাদৌ করোত্যাদরাদ্
ব্যাজেনাগতমাবৃণোতি হসিতং ন স্পষ্টমুদ্বীক্ষতে।
মথ্যালাপবতি প্রতীপবচনা সখ্যা সমং ভাষতে
তস্ব্যাস্তিষ্ঠতু নির্ভরপ্রণয়িতা মানোঽপি রম্যোদয়ঃ ॥ ৪২ ॥

সা যাবন্তি পদান্যলীকবচনৈরালীজনৈঃ পাঠিতা
তাবন্ত্যেব কৃতাগসো দ্রুততরং ব্যাহৃত্য পত্যুঃ পুরঃ।
প্রারব্ধা পরতো যথা মনসিজস্যেচ্ছা তথা বর্তিতুং
প্রেম্ণো মৌগ্ধ্যবিভূষণস্য সহজঃ কোঽপ্যেষ কান্তঃ ক্রমঃ ॥ ৪৩ ॥

দূরাদুৎসুকমাগতে বিবলিতং সংভাষিণি স্ফারিতং
সংশ্লিষ্যত্যরুণং গৃহীতবসনে সংকুঞ্চিতভ্রূলতম্।
মানিন্যাশ্চরণানতিব্যতিকরে বাষ্পাম্বুপূর্ণেক্ষণাচ্-
চক্ষুর্জাতমহো প্রপঞ্চচতুরং জাতাগসি প্রেয়সি ॥ ৪৪ ॥

অঙ্গানামতিতানবং কুত ইদং কম্পশ্চ কস্মাৎ কুতো-
মুগ্ধে পাণ্ডুকপোলমাননমিতি প্রাণেশ্বরে পৃচ্ছতি।
তন্ব্যা সর্বমিদং স্বভাবত ইতি ব্যাহৃত্য পক্ষ্মান্তর-
ব্যাপী বাষ্পভরস্তয়া বলিতয়া নিশ্বস্য মুক্তোঽন্যতঃ ॥ ৪৫ ॥

রাত্রৌ বারিভরালসাম্বুদরবোদ্বিগ্নেন জাতাশ্রুণা
পান্থেনাত্মবিয়োগদুঃখপিশুনং গীতং তথোৎকণ্ঠয়া।
আস্তাং জীবিতহারিণঃ প্রবসনালাপস্য সংকীর্তনং
মানস্যাপি জলাঞ্জলিঃ সরভসং লোকেন দত্তো যথা ॥ ৪৬ ॥

স্বং দৃষ্ট্বা করজক্ষতং মধুমদক্ষীবাবিচার্যেষ্যয়া
গচ্ছন্তী ক্ব নু গচ্ছসীতি বিধৃতা বালা পটান্তে ময়া।
প্রত্যাবৃত্তমুখী সবাষ্পনয়না সা মুঞ্চ মুঞ্চেতি মাং
কোপপ্রস্ফুরিতাধরং যদবদৎ তৎ কেন বিস্মার্যতে ॥ ৪৭ ॥

চপলহৃদয়ে কিং স্বাতন্ত্র্যাত্তথা গৃহমাগত-
চরণপতিতঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রঃ প্রিয়ঃ সমুপেক্ষিতঃ।
তদিদমধুনা যাবজ্জীবং নিরস্তসুখোদয়া
রুদিতশরণা দুর্জাতানাং সহস্ব রুষাং ফলম্ ॥ ৪৮ ॥

নভসি জলদলক্ষ্মীং সাস্রয়া বীক্ষ্য দৃষ্ট্যা
প্রবসসি যদি কান্তেত্যর্ধমুক্ত্বা কথঞ্চিৎ।
মম পটমবলম্ব্য প্রোল্লিখন্তী ধরিত্রীং
যদনুকৃতবতী সা তত্র বাচো নিবৃত্তাঃ ॥ ৪৯ ॥

বালে নাথ বিমুঞ্চ মানিনি রোষান্ময়া কিং কৃতং
খেদোঽস্মাসু ন মেঽপরাধ্যতি ভবান্ সর্বেঽপরাধা ময়ি।
তৎ কিং রোদিষি গদ্গদেন বচসা কস্যাগ্রতো রুদ্যতে
নন্বেতন্মম কা তবাস্মি দয়িতা নাস্মীত্যতো রুদ্যতে ॥ ৫০ ॥

শ্লিষ্টঃ কণ্ঠে কিমিতি ন ময়া মূঢ়য়া প্রাণনাথ-
শ্চুম্বত্যস্মিন্ বদনবিনতিঃ কিং কৃতা কিং ন দৃষ্টঃ।
নোক্তঃ কস্মাদিতি নববধূচেষ্টিতং চিন্তয়ন্তী
পশ্চাত্তাপং বহতি তরুণী প্রেম্ণি জাতে রসজ্ঞা ॥ ৫১ ॥

বাষ্পৈর্লোচনবারিভিঃ-সশপথৈঃ পাদপ্রণামৈঃ প্রিয়ৈ-
রন্যেস্তা বিনিবারয়ন্তি কৃপণাঃ প্রাণেশ্বরং প্রস্থিতম্।
ধন্যাহং ব্রজ মঙ্গলং সুদিবসং প্রাতঃ প্রযাতস্য
যৎ স্নেহোচিতমীহিতং প্রিয়তম ত্বং নির্গতঃ শ্রোষ্যসি ॥ ৫২ ॥

লগ্না নাংশুকপল্লবে ভুজলতা নো দ্বারদেশে স্থিতঃ
নো বা পাদযুগে মুহুর্নিপতিতং তিষ্ঠেতি নোক্তং বচঃ।
কালে কেবলাম্বুদালিমলিনে গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ
তন্ব্যা বাষ্পজলৌঘকল্পিতনদীপূরেণ রুদ্ধঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

বিরহবিষমঃ কামঃ কামং তনুং কুরুতে তনুং
দিবসগণনাদক্ষঃ স্বৈরং ব্যপেতঘৃণো যমঃ।
ত্বমপি বশগো মানব্যাধের্বিচিন্তয় নাথ হে
কিসলয়মৃদুর্জীবেদেবং কথং প্রমদাজনঃ ॥ ৫৪ ॥

পরিম্লানে মানে মুখশশিনি তস্যাঃ করধৃতে
ময়ি ক্ষীণোপায়ে প্রণিপতনমাত্রৈকশরণে।
তদা পক্ষ্মপ্রান্তধ্বজপুটনিরুদ্ধেন সহসা
প্রসাদো বাষ্পেণ স্তনতটবিশীর্ণেন কথিতঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃতো দূরাদেব স্মিতমধুরমভ্যুদ্গমবিধিঃ
শিবস্যাজ্ঞা ন্যস্তা প্রতিবচনমপ্যালপসি চ।
ন দৃষ্টিঃ শৈথিল্যং ভজতে ইতি চেতো দহতি মে
নিগূঢ়ান্তঃকোপে কঠিনহৃদয়ে সংবৃতিরিয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

আস্তাং বিশ্বসনং সখীষু বিদিতাভিপ্রায়সারে জনে
তত্রাপ্যর্পয়িতুং দৃশং সুললিতাং শক্নোমি ন ব্রীড়য়া।
লোকো হ্যেষ পরোপহাসচতুরঃ সূক্ষ্মেঙ্গিতজ্ঞোঽপ্যলং
মাতঃ কং শরণং ব্রজামি হৃদয়ে জীর্ণোঽনুরাগানলঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুত্বা নাম প্রিয়স্য স্ফুটঘনপুলকং জায়তে যৎ সমন্তাৎ
দৃষ্ট্বা যস্যাননেন্দুং ভবতি বপুরিদং চন্দ্রকান্তানুকারি।
তস্মিন্নাগত্য কণ্ঠগ্রহনিকটপদস্থায়িনি প্রাণনাথে
ভগ্না মানস্য চিন্তা ভবতি মম পুনর্বজ্রময্যাং কথঞ্চিৎ ॥ ৫৮ ॥

সন্ত্যেবাত্র গৃহে গৃহে যুবতয়স্তাঃ পৃচ্ছ গত্বাধুনা
প্রেয়াংসঃ প্রণমন্তি কিং তব পুনর্দাসো যথা বর্ততে।
আত্মদ্রোহিণি দুর্জন-প্রলপিতং কর্ণে ভৃশং মা কৃথাঃ
ছিন্নস্নেহরসা ভবন্তি পুরুষা দুঃখানুবৃত্ত্যা যতঃ ॥ ৫৯ ॥

স্মররসনদীপূরেণোঢ়াঃ পুনর্গুরুসেতুভি-
র্যদপি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যারাদপূর্ণ-মনোরথাঃ।
তদপি লিখিত-প্রখ্যৈরঙ্গৈরপরস্পরমুন্মুখা
নয়ননলিনীনালানীতং পিবন্তি রসং প্রিয়াঃ ॥ ৬০ ॥

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তবেয়ং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্ ॥ ৬১ ॥

ম্লানং পাণ্ডু কৃশং বিলাসবিধুরং লম্বালকং চালসং
ভূয়স্তৎক্ষণজাতকান্তিমধুরং প্রাপ্তে ময়ি প্রোষিতে।
সাটোপং রতিকেলিদত্তরভসং রম্যং কিমপ্যাদরাৎ
পীতং যৎ সুতনোর্ময়া মুখমিদং তৎ কেন বিস্মার্যতে ॥ ৬২ ॥

আয়স্তা কলহং পুরেব কুরুতে সংশ্রণে বাসসো
ভুগ্নভ্রূরতিখণ্ড্যমানমধরং ধত্তে ন কেশগ্রহে।
অঙ্গান্যর্পয়তি স্বয়ং ভবতি নো বামা হঠালিঙ্গনে
তন্ব্যা শিক্ষিত এষ সংপ্রতি পুনঃ কোপপ্রকারোঽপরঃ ৬৩ ॥

চিন্তামোহনিবধ্যমানমনসা মৌনেন পাদানতঃ
প্রত্যাখ্যাতপরাঙ্মুখঃ প্রিয়তমো গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ।
সব্রীড়ৈরলসৈর্নিরন্তরলুঠদ্ বাষ্পাকুলৈরীক্ষণৈ-
স্তন্বঙ্গ্যা স পুনস্তয়া তরলয়া তত্রান্তরে বারিতঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্বচিত্তাম্বূলাক্তঃ ক্বচিদগুরুপঙ্কাঙ্কমলিনঃ
ক্বচিচ্চূর্ণোদ্গারী ক্বচিদপি চ সালক্তকপদঃ।
বলীভঙ্গাভোগৈরলকপতিতৈঃ শীর্ণকুসুমৈঃ
স্ত্রিয়া নানাবস্থং প্রথয়তি রতং প্রচ্ছদপটঃ ॥ ৬৫ ॥

অহং তেনাহূতা কিমপি কথয়ামীতি বিজনে
সমীপে চাসীনা সরলহৃদয়ত্বাদবহিতা।
ততঃ কর্ণোপান্তে কিমপি বদতাঘ্রায় বদনং
গৃহীত্বা ধম্মিল্লং মম সখি নিপীতোঽধররসঃ ॥ ৬৬ ॥

কোপস্ত্বয়া হৃদিকৃতো যদি পঙ্কজাক্ষি
মোহস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্বমুচ্চৈঃ
মহ্যং সমর্পয় মদর্পিত-চুম্বনং চ ॥ ৬৭ ॥

ক্ব প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণেশ্বরো বসতি যত্র মনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
ন স্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

দৃষ্টঃ কাতরনেত্রয়া চিরতরং বদ্ধাঞ্জলিং যাচিতঃ
পশ্চাদংশুকপল্লবে চ বিধৃতো নির্ব্যাজমালিঙ্গিতঃ।
ইত্যাক্ষিপ্য সমস্তমেবমঘৃণো গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ
পূর্বং প্রাণপরিগ্রহো দয়িতয়া মুক্তস্ততো বল্লভঃ ॥ ৬৯ ॥

লাক্ষালক্ষ্ম ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রা গলে
বক্তে কজ্জলকালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগোঽপরঃ।
দৃষ্ট্বা কোপবিধায়ি মণ্ডনমিদং প্রাতশ্চিরং প্রেয়সো
লীলাতামরসোদরে মৃগদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ॥ ৭০ ॥

অদ্যারভ্য নহি প্রিয়ে পুনরহং মানস্য বা ভাজনং
গৃহ্ণীয়াং বিষরূপিণঃ শঠমতের্নামাপি সংক্ষেপতঃ।
কিং তেনৈব বিনা শশাঙ্ককিরণস্পৃষ্টাট্টহাসা নিশা
নৈকো বা দিবসঃ পয়োদমলিনো যায়ান্মম প্রাবৃষি ॥ ৭১ ॥

শঠান্যস্যাঃ কাঞ্চীমণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা
যদাশ্লিষ্যন্নেব প্রশিথিলভুজগ্রন্থিরভবঃ।
তদেতৎ ক্বাচক্ষে ঘৃতমধুময়ত্বদ্বহুবচো-
বিষেণাঘূর্ণন্তী কিমপি ন সখী মে গণয়তি ॥ ৭২ ॥

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ-
র্নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুর্মুখম্ ।
বিস্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েন হসতা বালাভবচ্চুম্বিতা ॥ ৭৩ ॥

পাদাসক্তে সুচিরমিহ তে বামতা নৈব কান্তে
মন্দারম্ভে প্রণয়িনি জনে কোপনে কোঽপরাধঃ ।
ইত্থং তস্যাঃ পরিজনগিরা কোপবেগে প্রশান্তে
বাষ্পোদ্ভেদৈস্তদনু সহসা ন স্থিতং ন প্রবৃত্তম্ ॥ ৭৪ ॥

কথমপি কৃতপ্রত্যাপত্তৌ প্রিয়ে স্খলিতোত্তরে
বিরহকৃশয়া কৃত্বা ব্যাজং প্রকল্পিতমশ্রুতম্ ।
অসহনসখীশ্রোত্রপ্রাপ্তিং বিশঙ্ক্য সসংভ্রমং
বিবলিতদৃশা শূন্যে গেহে সমুচ্ছ্বসিতং পুনঃ ॥ ৭৫ ॥

প্রযচ্ছাহারং মে যদি তব রহোবৃত্তমখিলং
ময়া বাচ্যং বোচ্চৈরিতি গৃহশুকে জল্পতি শনৈঃ ।
বধূবক্ত্রং ব্রীড়াভরানমিতমন্তর্বিহসিতং
হরত্যন্ধোন্মীলন্নলিনমনিলাবর্জিতমিব ॥ ৭৬ ॥

অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু কৃতং চিন্তা গুরুষ্বর্পিতা
দত্তং দৈন্যমশেষতঃ পরিজনে তাপঃ সখীষ্বাহিতঃ ।
অদ্য শ্বঃ পরনির্বৃতিং ভজতি সা শ্বাসৈঃ পরং খিদ্যতে
বিস্রব্ধো ভব বিপ্রয়োগজনিতং দুঃখং বিভক্তং তয়া ॥ ৭৭ ॥

স্ফুটতু হৃদয়ং কামঃ কামং করোতু কৃশাং তনুঃ
ন সখি চটুলপ্রেম্না কার্যং পুনর্দয়িতেন মে ।
ইতি সরভসং মানাটোপাদুদীর্য বচস্তয়া
রমণপদবী সারঙ্গাক্ষ্যা সশঙ্কিতমীক্ষিতা ॥ ৭৮ ॥

লীলাতামরসাহতোঽন্যবনিতানিঃশঙ্কদষ্টাধরঃ
প্রেয়ান্ কেসরদূষিতেক্ষণ ইব ব্যামীল্য নেত্রে স্থিতঃ ।
কান্তা কুড়্মলিতাননেন্দু দদতী বায়ুং স্থিতা তত্র সা
ভ্রান্ত্যা ধূর্তয়া তদা নতিভৃতে তেনাভবচ্চুম্বিতা ॥ ৭৯ ॥

পুরাভূদস্মাকং প্রথমমবিভিন্না তনুরিয়ং
ততো নু ত্বং প্রেয়ান্বয়মপি হতাশাঃ প্রিয়তমাঃ ।
ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
হতানাং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্ ॥ ৮০ ॥

মুগ্ধে মুগ্ধতয়ৈব নেতুমখিলং কালং কিমারভ্যতে
মানং ধৎস্ব ধৃতিং বধান ঋজুতাং দূরে কুরু প্রেয়সি।
সখ্যৈবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচস্তামাহ ভীতাননা
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতো হি ননু মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোষ্যতি ॥ ৮১ ॥

সালক্তকেন নবপল্লবকোমলেন
পাদেন নূপুরবতা মদনালসেন।
যস্তাড্যতে দয়িতয়া প্রণয়াপরাধাৎ
সোঽঙ্গীকৃতো ভগবতা মকরধ্বজেন ॥ ৮২ ॥

অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি তরলে সংপ্রতি কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে প্রলয়দহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥ ৮৩ ॥

কপোলে পত্রালী করতলনিরোধেন মৃদিতা
নিপীতো নিশ্বাসৈরয়মমৃতহৃদ্যোঽধর রসঃ।
মুহুঃ কণ্ঠে লগ্নস্তরলয়তি বাষ্পঃ স্তনতটং
প্রিয়ো মন্যুর্জাতস্তব নিরনুরোধে ন তু বয়ম্ ॥ ৮৪ ॥

আয়াতে দয়িতে মনোরথশতৈর্নীত্বা কথঞ্চিদ্দিনং
গত্বা বাসগৃহং জড়ে পরিজনে দীর্ঘাং কথাং কুর্বতি।
দষ্টাস্মীত্যভিধায় সত্বরপদং ব্যাধূয় চীনাংশুকং
তন্বঙ্গ্যা রতিকাতরেণ মনসা নীতঃ প্রদীপঃ শমম্ ॥ ৮৫ ॥

রোহন্তৌ প্রথমং মমোরসি তব প্রাপ্তৌ বিবৃদ্ধিং স্তনৌ
সংলাপাস্তব বাক্যভঙ্গিমিলনান্মৌগ্ধ্যং পরং ত্যাজিতাঃ।
ধাত্রীকণ্ঠমপাস্য বাহুলতিকে কণ্ঠে তবাসঞ্জিতে
নির্দাক্ষিণ্যং করোমি কিন্নু বিশিখাপ্যেষা ন পন্থাস্তব ॥ ৮৬ ॥

চক্ষুঃপ্রীত্যা নিষণ্ণে মনসি পরিচয়াচ্চিন্ত্যমানেঽভ্যুপায়ে
যাতে রাগে বিবৃদ্ধিং প্রতিসরতি গিরাং বিস্তরে দূতিকায়াঃ।
আস্তাং দূরে স তাবৎ সরভসদয়িতালিঙ্গনানন্দলাভ-
স্তদ্গেহোপান্তরথ্যাভ্রমণমপি পরাং নিবৃতিং সংতনোতি ॥ ৮৭ ॥

করকিসলয়ং ধূত্বা ধূত্বা বিলম্বিতমেখলা
ক্ষিপতি সুমনোমালাশেষং প্রদীপশিখাং প্রতি।
স্থগয়তি মুহুঃ পত্যুর্নেত্রে বিহস্য সমাকুলা
সুরতবিরতৌ রম্যং তন্বী পুনঃপুনরীক্ষতে ॥ ৮৮ ॥

ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে
সর্বাণ্যঙ্গানি কিং যান্তি নেত্রতাং কিমু কর্ণতাম্ ॥ ৮৯

আদৃষ্টিপ্রসরাৎ প্রিয়স্য পদবীমুদ্বীক্ষ্য নির্বিণ্ণয়া
বিশ্রান্তেষু পথিষ্বহঃ পরিণতৌ ধ্বান্তে সমুৎসর্পতি।
দত্ত্বৈকং সশুচা গৃহং প্রতি পদং পান্থস্ত্রিয়াস্মিন্ ক্ষণে
মা ভূদাগত ইত্যমন্দবলিতগ্রীবং পুনর্বীক্ষিতম্ ॥ ৯০ ॥

দেশৈরন্তরিতা শতৈশ্চ সরিতামুর্বীভৃতাং কাননৈ-
র্যত্নেনাপি ন যাতি লোচনপথং কান্তেতি জানন্নপি।
উদ্গ্রীবশ্চরণাগ্ররুদ্ধবসুধঃ প্রোম্মৃজ্য সাস্রে দৃশৌ
তামাশাং পথিকস্তথৈব কিমপি ধ্যায়ন্মুহুর্বীক্ষতে ॥ ৯১ ॥

স্বিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈস্তে রাগিণী লোচনে
রোষাত্তদ্বচনোদিতাদ্ বিলুলিতা নীলালকা বায়ুনা।
ভ্রষ্টং কুংকুমমুত্তরীয়কষণাৎ ক্লান্তাসি গত্যাগতৈ-
র্যুক্তং তৎসকলং কিমত্র বদ হে দূতি ক্ষতস্যাধরে ॥ ৯২ ॥

কঠিনহৃদয়ে মুঞ্চ ভ্রান্তিং ব্যলীককথাশ্রয়াং
পিশুনবচনৈর্দুঃখং নেতুং ন যুক্তমিমং জনম্।
কিমিদমথবা সত্যং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিনিশ্চিতম্
যদভিরুচিতং তন্মে কৃত্বা প্রিয়ে সুখমাস্যতাম্ ॥ ৯৩ ॥

ভ্রূভেদো গুণিতশ্চিরং নয়নয়োরভ্যস্তমামীলনং
রোদ্ধুং শিক্ষিতমাদরেণ হসিতং মৌনেঽভিযোগকৃতঃ।
ধৈর্যং কর্তুমপি স্থিরীকৃতমিদং চেতঃ কথঞ্চিন্ময়া
বদ্ধো মানপরিগ্রহে পরিকরঃ সিদ্ধিস্তু দৈবে স্থিতা ॥ ৯৪ ॥

চরণপতনসাম্রালাপা মনোহরচাটবঃ
কৃশতরতনোর্গাঢ়াশ্লেষো হঠাৎ পরিচুম্বনম্।
ইতি বহুফলো মানারম্ভস্তথাপি চ নোৎসহে
হৃদয়স্থিতঃ কাব্যঃ কামঃ কিমত্র করোম্যহম্ ॥ ৯৫ ॥

ইদং কৃষ্ণং কৃষ্ণং প্রিয়তম ! ননু শ্বেতমথ কিং
গমিষ্যামো যামো ভবতু গমনেনাথ ভবতু।
পুরা যৈনৈবং মে চিরমনুসৃতা চিত্তপদবী
স এবান্যো জাতঃ সখি ! পরিচিতা কস্য পুরুষাঃ ॥ ৯৬ ॥

হারো জলার্দ্রবসনং নলিনীদলানি
প্রালেয়শীকরমুচস্তুহিনাংশুভাসঃ।
যস্যেন্ধনানি সরসানি চ চন্দনানি
নির্বাণমেষ্যতি কথং স মনোভবাগ্নিঃ ॥ ৯৭ ॥

ধীরং বারিধরস্য বারি কিরতঃ শ্রুত্বা নিশীথে ধ্বনিং
দীর্ঘোচ্ছ্বাসসমুদশ্রুণা বিরহিণীং বালাং চিরং ধ্যায়তা।
অধ্বন্যেন ন বিমুক্তকণ্ঠমখিলাং রাত্রিং তথা ক্রন্দিতং
গ্রামীণৈঃ পুনরধ্বগস্য বসতিগ্রামে নিষিদ্ধা যথা ॥ ৯৮ ॥

মানব্যাধিনিপীড়িতাহমধুনা শক্নোমি তস্যান্তিকং
নো গন্তুং ন সখীজনোঽস্তি চতুরো যো মাং বলান্নেষ্যতি।
মানী সোঽপি জনো ন লাঘবভয়াদভ্যেতি মাতঃ স্বয়ং
কালো যাতি চলং চ জীবিতমিতি ক্ষুণ্নং মনশ্চিন্তয়া ॥ ৯৯ ॥

প্রাসাদে সা দিশি দিশি চ সা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা
পর্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা তদ্বিয়োগাতুরস্য।
হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি মে কাপি সা সা
সা সা সা সা জগতি সকলে কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ ॥ ১০০ ॥

সমাপ্তমিদমমরুশতকম্

ভারবি

কিরাতার্জুনীয়ম্

ভূমিকা

'বিমর্দব্যক্তসৌরভ্যা ভারতী ভারবেঃ কবেঃ।
ধত্তে বকুলমালেব বিদগ্ধানাং চমৎক্রিয়াম্ ।'

কবি ভারবির বাণী বকুলফুলের মালার মতো বিদগ্ধদের মনকে পরিতৃপ্ত করে, বিমর্দিত হওয়ায় যে মালার সৌরভ অভিব্যক্ত হয়।

নাম-না-জানা কোন কবি ফুলমালার গন্ধের সঙ্গে ভারবির কাব্যবাণীকে উপমিত করেছেন। কোন কোমলকণ্ঠে দুলছে বকুলমালা, অঙ্গসঞ্চালনে বা প্রিয়স্পর্শে তা মর্দিত হয়েছে, তাই গন্ধের উৎসারণ। ভারবির বাণীকে একটু মথিত করলে তার মাধুর্য ধরা পড়বে, কবির ইঙ্গিত কি সেই দিকে? তাই তো মনে হয়। মল্লিনাথ বললেন, কঠিন-কাঠামভারবিবচন। তাকে পরিচর্যায় সহজ করে তুলছি, রসিকেরা ইচ্ছামতো তার রসাস্বাদ করুন।[১]

বরেণ্য একক

একটি মাত্র গ্রন্থ ভারবির। তাতে কিছু এসে যায় না। সংখ্যায় তা এক, কিন্তু পরিমাণে কম নয়। 'কিরাতার্জুনিয়ম্' মহাকাব্য। মহাকাব্যের বিস্তারিত পটভূমিতে কবি নিজেকে মেলে ধরতে পারেন নানাভাবে। মহাকাব্যের বিষয়বস্তু কোন প্রচলিত ইতিবৃত্ত বা গ্রন্থের হতে হবে[২] কিন্তু কবি তাকে তাঁর কল্পনায় নতুন করে তুলতে পারেন। মানুষের মনের গভীরেও কিছুটা ডুব দিতে পারেন মহাকাব্যে, চরিত্রগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিতে হতে পারেন সচেষ্ট, নদী, পর্বত, সূর্য, চন্দ্রাদির বর্ণনায় টুকরো কবিতার প্রদর্শনী বসাতেও মানা নেই।[৩] নানা রসের ভিয়ান বসাতেও তাঁকে উৎসাহিত করা হয়েছে। নানা অলঙ্কার আর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষারও আছে অঢেল সুযোগ।[৪] তাই একটি গ্রন্থেও ভারবি তাঁর শক্তির স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। কালিদাসের পরেই তাঁর নামটি সসম্মানে উচ্চারিত হতে পারে।[৫]

বামন, আনন্দবর্ধন, মহিমভট্ট, মম্মট, রুয্যক, ভোজ, বিশ্বনাথ প্রমুখ আলঙ্কারিকেরা তাঁদের গ্রন্থে 'কিরাতার্জুনীয়ম্' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ কাব্য যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল এতে তা প্রমাণ হয়। মহাকবি মাঘ 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যকে বহু অংশে অনুকরণ করে 'শিশুপালবধম্' রচনা করেছেন।

১. নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবে সপদি তদ্ বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্ ॥
২. 'ইতিহাসকথোদ্ভূতমিতরদ্ বা সদাশ্রয়ম্' (কাব্যাদর্শ)
৩. 'নগরার্ণবশৈলর্তুচন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ' (ঐ)
৪. 'অলংকৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্' (ঐ)
৫. ...ranks as second in magnitude among constellations of the Kavya. —A. B. Keith
(A History of Sanskrit Literature P 109)

সময়সমীক্ষা

নিজের সম্বন্ধে কালিদাসও যেমন মৌনী, ভারবিও তাই। তবে কালিদাসের কাল নিয়ে যেমন মতের পাশেই মতান্তর আছে, ভারবির ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম নয়। ভারবির কাল মোটামুটিভাবে একটা স্বীকৃতির মধ্যে এসেছে। বাইরের কিছু সাক্ষ্য ভারবিকে ষষ্ঠ শতকের শেষ দিক কিংবা সপ্তম শতকের প্রথম দিকের কবি বলে চিহ্নিত করেছে। দক্ষিণভারতের বিজাপুর জেলার আইহোল (আয়হোলী) নামে এক গ্রামে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে জৈন কবি রবিকীর্তি'র তৈরী মন্দিরে একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। এই শিলালেখের লেখক রবিকীর্তি চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর আশ্রিত কবি। শিলালেখে লেখা আছে—'এই শিলালেখের প্রশস্তিরচয়িতা এবং ত্রিজগৎগুরু জৈনের এই মন্দিরনির্মাতা স্বয়ং রবিকীর্তি। এর নির্মাণ মহাভারতীয় যুগের ৩৭৭৫ বর্ষের শেষে এবং ৫৫৬ সম্বতে হয়েছে।'[৬] এই শিলালেখে রবিকীর্তি নিজের আশ্রয়দাতা দ্বিতীয় পুলকেশী এবং তাঁর বংশের প্রশস্তি গেয়ে শেষে বলেছেন—'যে বিদ্বান এবং বিবেকী রবিকীর্তি এই জৈন মন্দির নির্মাণের আয়োজন করেছেন, তিনি কবিত্বের ক্ষেত্রেও কালিদাস এবং ভারবির মতোই যশস্বী।[৭]

দ্বিতীয় পুলকেশীর সময় ৬৪২ খৃষ্টাব্দের কিছ আগে বা কিছু পরে। শিলালেখে উল্লিখিত কালের সঙ্গে এর বিরোধ নেই। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ভারবির সময় রবিকীর্তি'র সময়ের কিছু আগে।

কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের উল্লেখ দক্ষিণভারতের পৃথ্বীকোংগণি নামে এক রাজার দানপত্রেও পাওয়া যায়। এই দানপত্র মান্যপুর নামে নগরে ৬৯৮ শকাব্দে লেখা। এই দানপত্রে প্রথমে পৃথ্বীকোংগনির বংশাবলী দেওয়া হয়েছে, যে বংশে অবিনীত নামে রাজার দুর্বিনীত নামে এক পুত্রের উল্লেখ আছে। এই দুর্বিনীত বিদ্বান্ ছিলেন। ইনি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্'-এর পনেরোটি সর্গের টীকা লিখেছিলেন।[৮]

শিলালেখ থেকে দুর্বিনীতের রাজ্যকাল ৬০০ খৃষ্টাব্দের কিছুটা আগে বা পরে এটা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই সাক্ষ্যটিও আইহোল-শিলালেখের সাক্ষ্যের সমর্থকই বলা চলে।

এছাড়া, পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর টীকাকার জয়াদিত্য বামন কাশিকাবৃত্তিতে ভারবির

---

৬. প্রশস্তেবর্সতেশ্চাপি জিনস্য ত্রিজগদ্‌গুরোঃ।
কর্তা কারয়িতা চাপি রবিকীর্তিঃ কৃতী স্বয়ম্ ॥
ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চাশতেষু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্ ॥ —আইহোল শিলালেখ

৭. যেনাযোজি নবেঽশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ ॥
—আইহোল শিলালেখ

৮. …'শ্রীমৎকোংগণমহারাজাধিরাজস্য অবিনীতনাম্নঃ পুত্রেণ…কিরাতার্জুনীয়পঞ্চদশ-সর্গটীকাকারেণ দুর্বিনীতনামধেয়েন।' —পৃথ্বীকোংগণি দানপত্রলেখ

উল্লেখ করেছেন।[৯] কাশিকাবৃত্তির রচনাকাল সপ্তম শতকের মাঝামাঝি কোন একটি সময়। ভারবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে কিছুটা সময় তো লেগেছেই। তাই কাশিকাবৃত্তির উল্লেখও ভারবিকে ৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ের কবি বলে নির্দেশ করছে।

সপ্তম শতকের প্রথমদিকের কবি বাণভট্ট তাঁর কাব্যে কালিদাসাদি কয়েকজন কবির উল্লেখ করলেও, ভারবির নাম করেননি।

এই প্রসঙ্গে কীথ বলেন—Bana ignores him, so that he can hardly have succeeded him long enough for its fame to compel recognition. It is therefore, wiser to place him *c.* A.D 550 than as early as A.D 500 :—A History of Sanskrit Literature, P. 109.

ব্যক্তিগত জীবন

ভারবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে 'অবন্তীসুন্দরীকথা' এবং 'অবন্তীসুন্দরী-কথাসার' নামে দুটি গ্রন্থে। এই গ্রন্থ দুটির প্রামাণ্যতা নিঃসন্দিগ্ধ না হলেও এতে কোন কালবৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে না।

এই দুটি গ্রন্থ মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে—ভারবির আর-এক নাম দামোদর। তিনি কৌশিকগোত্রীয় নারায়ণস্বামীর পুত্র। তাঁর পূর্বপুরুষেরা পশ্চিমোত্তর ভারতের আনন্দপুরের অধিবাসী ছিলেন। একবার স্থানীয় শাসক বিষ্ণুবর্ধনের সঙ্গে শিকারে গিয়ে তিনি মাংস আহার করেছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে তাঁকে তীর্থযাত্রা করতে হয়েছিল। পথে দুর্বিনীতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সঙ্গে তিনি কিছুদিন ছিলেন। একদিন রাজা দুর্বিনীতের কাছে ভারবিরচিত একটি শ্লোক শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রাজদরবারে আসন দিয়েছিলেন। 'অবন্তীসুন্দরী-কথা'য় বর্ণিত বিষ্ণুবর্ধন দ্বিতীয় পুলকেশীর ছোট ভাই। শিলালেখ থেকে ঐতিহাসিকেরা তা প্রতিপন্ন করেছেন।[১০] পুলকেশীর এই ভাই একটি স্বতন্ত্র রাজবংশ (পূর্ব চালুক্য) স্থাপনা করেন। ভারবি এঁর রাজসভায় বেশ কিছুদিন ছিলেন।

জন্মস্থান

'অবন্তীসুন্দরী-কথা' এবং 'অবন্তীসুন্দরী-কথাসার' অনুযায়ী ভারবির আদিনিবাস আনন্দপুর (বর্তমান গুজরাতে)। সেখান থেকে নাসিকের অচলপুরে (আধুনিক এলিচপুর, মধ্যপ্রদেশ)।[১১]

---

৯. সংসয্য কর্ণাদিষু তিষ্ঠতে যঃ—ভারবি, ৩, ১৮, 'প্রকাশনস্থেয়াখ্যায়োশ্চ' (পাণিনি, ১, ৩-২৩) সূত্রপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত।

১০. অস্ত্যানন্দপুরং নাম প্রদেশে পশ্চিমোত্তরে।
আর্যদেশশিখারত্নং তত্রাসন্ বহবো দ্বিজাঃ ॥১৯
ততোঽভিনিঃসৃত্য কাচিৎ কৌশিকব্রহ্মসন্ততিঃ।
ব্রহ্মলোকাদিবায়াম্তী পুণ্যতীর্থা সরস্বতী ॥২০
নাসিক্যভূমাবোৎসুক্যান্মূলদেবনিবেশিতাম্।
প্রাপ্যাচলপুরং নাম পুরীমধিবসত্যসৌ ॥২১ —অবন্তীসুন্দরী-কথাসার

১১. উরসি শূলভৃতঃ প্রহিতা মুহুঃ প্রতিহশ্তি যযুরর্জুনমুষ্টয়ঃ।
ভৃশরয়া ইব সহ্যমহীভৃতঃ পৃথুনি রোধসি সিন্ধোমহোর্ময়ঃ॥
কিরাত। ১৮'৫

'কিরাতাজুনীয়ম্' কাব্যের অষ্টাদশ সর্গে সহ্যপর্বতের উল্লেখে[১১] অনেকে তাঁকে দাক্ষিণাত্যের লোক বলে মনে করেন। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, তাহলে তো ইন্দ্রকীল-পর্বতের বর্ণনা থেকে তাঁকে আধুনিক সিকিম অঞ্চলের অধিবাসী বলতে হয়।

শ্রীমদ্গুরুনাথ বিদ্যানিধি কবিকে উত্তরভারতের অধিবাসী বলে মনে করেন: 'কবিশিরোমণিরয়ং উত্তরদিগ্বাস্তব্য এব, অপরিজ্ঞাত-মহিম্না দূরস্থেন ন কেনাপি তথা হিমবদৈশ্বর্যবর্ণনচাতুর্যং প্রকাশয়িতুং শক্যতে।'

ভারবির মহাকাব্য বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণভারতেই বিদ্বজ্জনের মধ্যেই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই মনে হয়, ভারবি এই অঞ্চলেরই কবি।

কাহিনীর উৎস ও প্রয়োগ

কিরাতাজুনীয়মের কাহিনীর উৎস মহাভারতের বনপর্ব (অর্জুনাভিগমন পর্ব ও কিরাতপর্ব)। মহাশিবপুরাণকে কেউ কেউ উৎস বলে নির্দেশ করেছেন, কিন্তু ঐ পুরাণটিই কিরাতাজুনীয়-প্রভাবিত এমনও হতে পারে।

মূল থেকে ভারবি সরে এসেছেন কয়েকটি ক্ষেত্রে:

১. পাণ্ডবদের দ্বৈতবন থেকে কাম্যকবনে আসার ঘটনাটিকে তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেননি।

২. বনপর্বে ব্যাসদেব প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্যাদান করলেন, সেই বিদ্যা অর্জুনকে দান করতে বললেন তাঁকে। 'কিরাতাজুনীয়ম্'-এ ব্যাসদেব সরাসরি অর্জুনকে বিদ্যাদান করেছেন।

৩ মহাভারতে অর্জুন মনোগতিতে কাম্যকবন থেকে ইন্দ্রকীল পর্বতে গেলেন। 'কিরাতাজুনীয়ম্'-এ গুহ্যক তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন।

৪. মূলে ইন্দ্র নিজেই মুনিবেশে অর্জুনকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। ভারবি এ ব্যাপারে অপ্সরাদের এনেছেন। প্রায় চারটি সর্গ এজন্যেই উৎসর্গিত।

৫. মূলে প্রথম থেকেই শিবার্জুনের সরাসরি যুদ্ধ হয়েছে, 'কিরাতাজুনীয়ম্'-এ প্রথমে শিবের কিরাতবেশী অনুচরদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছে, তারপর কিরাতবেশী শিবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে।

কথাসার

যুধিষ্ঠির যে-দূতকে দুর্যোধনের রাজ্যের অবস্থা দেখে আসতে পাঠিয়েছিলেন সেই দূত দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কাছে তার বক্তব্য নিবেদন করল। তার কথা থেকে দুর্যোধনের সুশাসনের একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠল। দুর্যোধন ভাইদের কাছে সেকথা বললেন। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে অগ্নিগর্ভ বাণীতে তাদের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার পরামর্শ দিলেন। (১ম সর্গ)

ভীম দ্রৌপদীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বললেন, সময়ের প্রতীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘদিনের ভোগের স্বাদ পেলে রাজ্যসম্পদ কখনই ত্যাগ করবে না দুর্যোধন। যুধিষ্ঠির ভীমের যুক্তিনির্ভর ভাষণের প্রশংসা করলেন, কিন্তু অদ্ব্যর্থভাষায় বললেন, হঠকারিতায় কল্যাণ নেই। সত্যভঙ্গ বীরত্বের পরিচায়ক হয় না। ধীর ও সহিষ্ণু

পদক্ষেপে তাঁদের জয়ের পথে যেতে হবে। এমন সময় আলোক বিকীর্ণ করে ব্যাসদেব এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর যোগ্য বন্দনা করলেন। (২য় সর্গ)

যে-পক্ষে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের মতো অজেয় বীর আছেন তাঁদের সম্মুখীন হতে হলে যে-মহাবিদ্যা প্রয়োজন ব্যাসদেব অর্জুনকে তাই দান করলেন এবং কঠিন তপস্যার পরামর্শ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। অর্জুনকে পথ দেখিয়ে ইন্দ্রকীলে নিয়ে যাবার জন্যে যক্ষানুচর ও গুহ্যক সেখানে এল। দ্রৌপদী সাশ্রুনেত্রে বললেন, বিজয়ী অর্জুনের পথ চেয়ে থাকবেন তিনি। (৩য় সর্গ)

পথে শরৎপ্রকৃতির সৌন্দর্যে অর্জুন বিমুগ্ধ হলেন। অনুচর গুহ্যকও শরৎপ্রকৃতির দর্শনীয় শোভার প্রতি অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে স্নিগ্ধ শান্ত রম্যতার সমারোহ। (৪র্থ সর্গ)

ইন্দ্রকীল পর্বতে পৌঁছলেন অর্জুন! যক্ষ এ পর্বতের সৌন্দর্য ও সম্পদের বর্ণনা দিল, বলল হরপার্বতীর সঙ্গে এ পর্বতের ঘনিষ্ঠতার কথা। তারপর অর্জুনকে জিতেন্দ্রিয় হয়ে তপস্যা করবার উপদেশ দিয়ে সে অদৃশ্য হলো। (৫ম সর্গ)

অর্জুনের তপস্যা দেখে ভীত হয়ে গুহ্যকেরা ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলো। ইন্দ্র অর্জুনের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের পাঠালেন। (৬ষ্ঠ সর্গ)

আকাশপথে তারা ইন্দ্রকীল পর্বতে এল। (৭ম সর্গ)

অপ্সরারা বনবিহারে বেরিয়ে পড়ল এবং গন্ধর্বদের সঙ্গে জলকেলি করতে লাগল। (৮ম সর্গ)

সন্ধ্যা হল, চাঁদ উঠল। অপ্সরারা দয়িতদের সঙ্গে মদিরাপান করল এবং কামক্রীড়ায় মত্ত হলো। রাত্রি প্রভাত হলো। (৯ম সর্গ)

এবারে অপ্সরারা কর্তব্যে মন দিল; ঋতুদের সহায়তায় উন্মাদক পরিবেশ সৃষ্টি করে তারা নানা ছলাকলায় অর্জুনকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তারা প্রস্থান করল। (১০ম সর্গ)

এবারে ইন্দ্র স্বয়ং মুনিবেশ ধারণ করে অর্জুনের কাছে এলেন। তিনি অর্জুনের তপস্যার প্রশংসা করে তাঁর তপস্যার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ অস্ত্রবত্তা আর মোক্ষকামনা তো পরস্পরবিরোধী! অর্জুন তাঁর তপস্যার উদ্দেশ্য ঘোষণা করলে ইন্দ্র স্বরূপ ধারণ করে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং মহাদেবের আরাধনার উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। (১১শ সর্গ)

অর্জুনের প্রবল তপস্যায় ভীত হয়ে ঋষিরা শিবের কাছে গেলেন। শিব তাঁদের অর্জুনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললেন! যা ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধেও তিনি আলোকপাত করলেন: মূকদানব বরাহবেশে অর্জুনবধে উদ্যত হবে! এই বরাহবধকে কেন্দ্র করে কিরাতবেশ নিয়ে তিনি অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। (১২শ সর্গ)

বরাহটি তাঁর দিকে প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসছে দেখে অর্জুনের মনে এল চিন্তার চলচ্ছবি। বরাহটি যখন তাঁকে বধ করতেই আসছে তখন আত্মরক্ষা অবশ্যই বিধেয়। অনেক চিন্তার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বাণ ছুঁড়লেন। কিরাতরূপী শিবের বাণও একই সঙ্গে বিদ্ধ করল বরাহটিকে। বরাহটি নিহত হলো। অর্জুন বাণ-আহরণে

উদ্যত হলে শিবের কিরাত-দূত এসে বলল, এ তার প্রভুর বাণ। দীর্ঘ ভাষণে অনেক ভালো ভালো কথা বললেও প্রকারান্তরে সে অর্জুনকে ভৎর্সনা করল এবং ভয়ও দেখাল। (১৩শ সর্গ)

অর্জুন যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে বাণ-আহরণের সংকল্পে অটল রইলেন! এবারে কিরাতবেশী শিব দলবল নিয়ে এলেন। কিরাতসৈন্যেরা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। অর্জুনের শরবর্ষণে বিধ্বস্ত হলো তারা। (১৪শ সর্গ)

পলায়মান কিরাতসৈন্যরা আবার সমবেত হলো। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। (১৫শ সর্গ)

এবারে শিবার্জুন দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। অর্জুন পরাস্ত হলেন। (১৬শ সর্গ)

অস্ত্র প্রয়োগ বিফল দেখে অর্জুন প্রকাণ্ড পাথর এবং তরুকাণ্ড ব্যবহার করলেন কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। (১৭শ সর্গ)

এখন শিবার্জুনের মধ্যে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ এবং তারপর মল্লযুদ্ধ। যুদ্ধরত শিব উপরে লাফিয়ে উঠলে অর্জুন তাঁর চরণ ধারণ করলেন। শিব এবারে স্বরূপে প্রকাশিত হলেন। অর্জুন শিববন্দনা করলেন। শিব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পাশুপত অস্ত্র এবং ধনুর্বেদ দান করলেন। দেবতারাও নানা অস্ত্র দিলেন অর্জুনকে। অর্জুন ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন। (১৮শ সর্গ)

কাব্যসমীক্ষা

ভারবি ভাষাদর্শের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। যুধিষ্ঠির ও অর্জুন স্বয়ং সুভাষী এবং ভাষাগুণগ্রাহী ('কৃতী গিরাং বিস্তরতত্ত্বসংগ্রহে'—১৪.২)। অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁদের মতান্তর থাকলেও তাঁর ভাষা বা ভাষণের গুণ তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না, তিনি বিশ্লেষণ করে সে-ভাষণের গুণখ্যাপন করেন। দ্বিতীয় সর্গে ভীমের উক্তির পর যুধিষ্ঠির বললেন 'মসৃণ, নির্মল, সুন্দর ও মঙ্গলকর দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি তোমার মার্জিত, অসংলগ্নত্বাদি দোষরহিত মনোহর ও শুভকর বচনে তোমার মনোভাব শুদ্ধ বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।'[১২] শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অথচ তা গভীর অর্থ বহন করছে। বাক্যগুলোর প্রত্যেকটির পৃথক অর্থ আছে, কিন্তু পরস্পরসাপেক্ষতা লুপ্ত হয় নি।'[১৩]

একাদশ সর্গে ইন্দ্র এসে অর্জুনকে নিরস্ত্র হবার উপদেশ দিলে অর্জুন প্রথমেই ইন্দ্রের বচনরচনার স্তুতি করলেন—আপনার এ বাক্য অর্থসম্পন্ন, সমাসবহুল, অর্থ-গৌরবশালী, বিস্তৃতিদোষহীন, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, উহ্যদোষহীন, অধ্যাহারবর্জিত, সম্পূর্ণ অর্থপ্রতিপাদক ও সংকীর্ণার্থহীন…তরঙ্গিত সাগরের মতো গম্ভীর এবং ঔদার্য ও অর্থসম্পদে ঋষিচিত্তের মতো শান্ত।

---

১২. অপবর্জিতবিপ্লবে শুচৌ হৃদয়গ্রাহিণি মঙ্গলাস্পদে।
বিমলা তব বিস্তরে গিরাং মতিরাদর্শ ইবাভিদৃশ্যতে ॥২.২৬

১৩. স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা ন চ ন স্বীকৃতমর্থগৌরবম্।
রচিতা পৃথগর্থতা গিরাং ন চ সামর্থ্যমপোহিতং ক্বচিৎ ॥২.২৭

চতুর্দশ সর্গে কিরাতের আক্রমণাত্মক বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েও তিনি যোগ্য প্রত্যুত্তরের আগে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন—আপনার এ বাক্য প্রসাদ ও ওজোগুণরম্য, অর্থগৌরবযুক্ত, সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, উহ্যদোষহীন, অধ্যাহারদোষ-বর্জিত, পূর্ণার্থদ্যোতক ও সঙ্কীর্ণার্থহীন। এ বাক্যের অর্থ যুক্তিবলে নিশ্চিত হওয়ায় স্বতন্ত্র বলে মনে হচ্ছে, (কিন্তু এর অর্থ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত)। তাছাড়া, কোন প্রতিবাদী অনুমানাদি প্রক্রিয়ায় তাকে খণ্ডন করতে পারবে না বলে তা যেন বেদবাক্যের মতো অলঙ্ঘ্য এবং ঔদার্য ও অর্থ সম্পদে (ঋষিপক্ষে অণিমাদি সমৃদ্ধির দরুন) ঋষিচিত্তের মতো শান্ত।[১৪]

শুধু অর্জুন নন, ভীমও দ্রৌপদী-বাণীর গরীয়সী মূর্তিটি দেখতে পান, নিজেও যে-বচন রচনা করেন তা-ও 'উপপত্তিমৎ' এবং উর্জিতাশ্রয়' (২.১)।

এখন দেখা যাক, বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যে তিনি ভাষা সম্পর্কে যে াদর্শের কথা বলেছেন তাঁর নিজের ভাষায় তা কতটা অনুসৃত হয়েছে।

ভারবি যাকে বলেছেন 'গরীয়সী গীঃ (২.১), গরীয়ঃ বাক্যম্ (১১.৩৮), অথবা 'গুর্বী অর্থসম্পৎ' তাকেই বলা হচ্ছে 'অর্থ গৌরব', ভারবি যার জন্যে প্রসিদ্ধ—'ভারবেরর্থগৌরবম্'। 'গৌরব' কথাটি মনে হয় 'গভীরতা' এবং 'সারবত্তা'র সমার্থক। ভারবির বহু বক্তব্যেই গভীরতা এবং সারবত্তার সন্ধান মিলবে।

বিবিক্তবর্ণাভরণা সুখশ্রুতিঃ প্রসাদয়ন্তী হৃদয়ান্যপি দ্বিষাম্।
প্রবর্ততে নাকৃতপুণ্যকর্মণাং প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী॥

—ভাষা সম্পর্কে এই শ্লোকটিই ভারবির অর্থগৌরবের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই শ্লোকে অর্থের গুরুত্ব বেড়েছে অলংকারের আশ্রয়ে শ্লেষের ব্যবহারে। 'সরস্বতী'র বিশেষণগুলো অনুকূল নায়িকার বিশেষণের ব্যঞ্জনায় রমণীয়।

ইয়মিষ্টগুণায় রোচতাং রুচিরার্থা ভবেতেঽপি ভারতী।
ননু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতাঃ॥

ভীম দ্রৌপদীর বক্তব্য বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

আপনি গুণগ্রাহী, দ্রৌপদীর এই হিতবাক্য আপনারও রুচিকর হোক। কারণ, পণ্ডিতেরা বাক্যের গুণেরই পক্ষপাতী, বক্তা স্ত্রী কি পুরুষ সে বিষয়ে তাঁরা উদাসীন।

অর্থান্তরন্যাস ব্যবহারে এই শ্লোকটি সারবান হয়ে উঠল। একটি সত্য এবং আদর্শ এই শ্লোকটির প্রাণ, তাই ভারবির এই 'ভারতী' যথার্থই 'রুচিরার্থা'।

মানবজীবনের নানাদিক দিয়ে অসংখ্য সারবান বক্তব্য কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে, যাদের আধার অর্থান্তরন্যাস।

বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধা স্বয়মেব সম্পদঃ (২.৩০) মাৎসর্যরাগা-পহতাত্মনাং হি স্খলন্তি সাধুস্বপি মানসানি (৩ ৫৩), জনস্য রূঢ়প্রণয়স্য চেতসঃ কিমপ্যমর্ষোঽনুনয়ে ভৃশায়তে (৮ ৫৪)। প্রাপ্যতে গুণবতাপি গুণানাং বক্তব্যমাশ্রয়-বলেন বিশেষঃ (৯.৫০) সুলভা রম্যতা লোকে দুর্লভং তু গুণার্জনম্ (১১ ১১)। অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ (১৩ ৮), সুলভা হি দ্বিষাং ভাঙ্গা দুর্লভা সৎস্ববাচ্যতা (১১.৫৩), ঘ্নন্তি সহজমপি ভূরিভিয়ঃ সমমাগতাঃ সর্পাদি বৈরমাপদঃ

১৪. প্রসাদরম্যমোজস্বি গরীয়ো লাঘবান্বিতম্…ঋষেরিব। ১১ ৩৮—৪০

(১২.৪৬)। বিমলং কলুষীভবচ্চ চেতঃ কথয়ত্যেব হিতৈষিণং রিপুং বা (১৩ ৬), গুণাজর্নোচ্ছ্রায়বিরুদ্ধবুদ্ধয়ঃ প্রকৃত্যমিত্রা হি সত্যমসাধবঃ (১৪.২১), মুহ্যতেব হি কৃচ্ছ্রেষু সম্ভ্রমজ্বলিতং মনঃ (১৫.২), অল্পীয়সোহপ্যাময়-তুল্যবৃত্তের্মহাপকারায় রিপোর্বিবৃদ্ধিঃ (১৬ ২৪), দুর্লক্ষ্যচিহ্না মহতাং হি বৃত্তিঃ (১৭.২৩), গুণসংহতেঃ সমতিরিক্তমহো নিজমেব সত্ত্বমুপকারি সতাম্ (১৮.১৪)—প্রতিটি সর্গে এই ধরণের অর্থান্তরন্যাস নিঃসন্দেহে 'ভারবেবর্থগৌরবম্'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।[১৫]

কিন্তু ভারবির রচনাকে 'প্রসাদরম্যম্' বলা যায় কি? মল্লিনাথ তো তাঁর বচনকে বললেন 'নারিকেলফলসম্মিতম্'।

দুরোদর (১.৭), অন্ধস্ (১.৩৯), নিরূঢ় (২.৬), নিঘ্ন (৩ ১২), প্রসক্ত (৩ ২৯), জৈত্র (৩ ৪১), নিকার (৩.৪৫), আদ্যূন (১১ ৫), অশর্ম (১২.২৫), পৃষৎকে (১৩.৩৩), জিহান (১৩.২৩) ইত্যাদি দুরূহ শব্দের জন্যেই যে কাঠিন্য তা নয়। অভিধানের খনির অন্ধকারে পড়ে থাকা শব্দগুলো উঠে আসুক না কেন কাব্যের আলোতে। অভিধান দেখলেই তো তার অর্থ বোঝা যাবে।

কিন্তু অভিধান কোন কাজেই আসবে না, কাজে আসবে 'অনুমান' আর 'অনুধাবন' এমন শব্দের জন্যই হয় অসুবিধা। দুর্বার অর্থে 'দুরচ্ছদ' (১১ ২০), মধুর অর্থে 'গম্ভীর' (১১.৩৭), প্রতিপাদিত অর্থে উদীরিত (১৩ ২৮), সুজন অর্থে 'সমঞ্জস জন' (১৪.১২) এই সব প্রয়োগের জন্যই হয় অসুবিধা। 'স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা' একথা তো এখানে খাটে না। আর পঞ্চদশ সর্গের সেই দেবাকানি নিকাবাদে (১৫.২৪), ন নোননুন্নো নুন্নোনো নানা নাননা ননু (১৫.১৪) ইত্যাদি যুদ্ধের বর্ণনামূলক বিচিত্র শব্দের অর্থোদ্ধারের চেয়ে যে কোন যুদ্ধজয় অনেক সহজ! ভাগ্যি, মল্লিনাথ ছিলেন।[১৬]

ভাবতে অবাক লাগে পঞ্চদশ সর্গের ঐ কূটকবিতার মধ্যেই আছে আশ্চর্য সুন্দর একটি শ্লোক ঃ

অপশাম্ভিরিবেশানং রণান্নিববৃতে গণৈঃ।
মুহ্যত্যেব হি কৃচ্ছ্রেষু সম্ভ্রমজ্বলিতং মনঃ॥ (১৫,২)

---

১৫ কিরাতাজর্নীয়মের ১০৩০ শ্লোকের ১১৯টি অর্থান্তরন্যাস। এই প্রয়োগাধিক্যের পরিমাণ বোঝা যাবে অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থে ব্যবহৃত অর্থান্তরন্যাসের সংখ্যা থেকে ঃ

	শ্লোকসংখ্যা	অর্থান্তরন্যাস		শ্লোকসংখ্যা	অর্থান্তরন্যাস
রঘুবংশম্	১৫৪৯	৫৮	নৈষধচরিতম্	২৮২৭	৬৭
শিশুপালবধম্	১৬৪৫	৮৪	ভট্টিকাব্যম্	১৬১৭	৫

১৬. মল্লিনাথ ছাড়া কিরাতজর্নীয়ম্ কাব্যের আরও ৩৪ জন টীকাকারের নাম পাওয়া যায়, এঁরা হলেন ঃ (বর্ণানুক্রমে) অল্লাদ নরহরি, একনাথ, কনকলাল, কাশীনাথ, কৃষ্ণ, ক্ষিতিপাল, গঙ্গাধর, গঙ্গা সিংহ, চিত্রভানু, জীনরাজ, জীবানন্দ, দামোদর, দেবরাজ, ধর্মবিজয়াগ্নি, নৃসিংহ, পেদ্দভট্ট, প্রকাশবর্ষ, বল্লভদেব, বাঁকীদাস, ভগীরথ, ভরতসেন, মঙ্গল, মনোহর, মাধব, রবিকীর্তি, রাজকুণ্ড, রামচন্দ্র, লোকানন্দ, বিজয়রাম, বিদ্যামাধব, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীরঙ্গদেব, হরিকণ্ঠ, হরিদাস।

এই হচ্ছে ভারবির আসল রূপ, কূটকবিতার কবি তিনি নন। তবে ঐ ধরনের কাব্যচর্চার দিকে তখন একটা ঝোঁক এসেছিল। ভারবি দেখিয়েছেন তিনি পারেন, ঐ একটি সর্গেই তিনি পাণ্ডিত্য-অভিমানী।[১৭] ভারবি যে ইচ্ছে করলে কত সহজ হতে পারেন তার প্রমাণ তো প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত তাঁর অসংখ্য সূক্তি—অহো দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা (১৫), বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ (. ৩৭) সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্ (১.৩০), বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি (৮.৩৭), প্রেম পশ্যতি ভয়ান্যপদেঽপি (৯.৭০), দিশত্যপায়ং হি সতামতিক্রমঃ (১৪.৯), ভবন্তি গোমায়ুসখা ন দন্তিনঃ (১৪ ২২) ইত্যাদি।

অর্থগৌরবে আছে মনন, কিন্তু কবিপ্রতিভার দ্যোতক তো শুধু মনন নয়, কল্পনাও। 'ভারবেরর্থগৌরবম্'-এর আগের অংশটি 'উপমা কালিদাসস্য'। কালিদাস-এর প্রভাবিত ভারবি যদি উপমাপ্রয়োগের দিক থেকে নিঃস্ব হন কোন অর্থগৌরবও তাঁকে তেমন গৌরবান্বিত করতে পারবেন না, কারণ উপমা কবির ইত্থম্ভূতলক্ষণ। আশার কথা, ভারবি এ বিষয়ে সবল না হলেও হীনবল নন। তাঁর ছত্রভারবি উপাধিও উপমাগর্ভ একটি শ্লোকের সুবাদে—

উৎফুল্লস্থলনলিনীবনাদমুষ্মাদুদ্ধূতঃ সরসিজসম্ভবঃ পরাগঃ।
বাত্যাভির্বিয়তি বিবর্তিতঃ সমান্তাদাধত্তে কনকময়াতপত্রলক্ষ্মীম্ ॥ ৫.৩৯

প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মবন থেকে পরাগ ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাস সেই পরাগ উড়িয়ে নিচ্ছে উপরে, সেই পরাগকণারা মিলে সুবর্ণছত্রের শোভা ধারণ করছে।

জটানাং কীর্ণয়া কেশৈঃ সংহত্যা পরিতঃ সিতৈঃ।
পৃক্তয়েন্দুকরৈরহ্নঃ পর্যন্ত ইব সন্ধ্যায় ॥ (১১.৩)

এটি বৃদ্ধবেশী ইন্দ্রের বর্ণনা। তাঁর জটারাশি চতুর্দিকে শুভ্রকেশে পরিব্যাপ্ত। তাই তিনি চন্দ্রকিরণযুক্ত সন্ধ্যারাগশোভিত দিবাবসানের মতো প্রতিভাত।

বৃদ্ধবর্ণনারই অঙ্গ :

বিশদভ্রূযুগচ্ছন্নবলিতাপাঙ্গলোচনঃ।
প্রালেয়াবততিম্লানপলাশাব্জ ইব হ্রদঃ ॥ (১১.৪)

তাঁর চোখ দুটির প্রান্তে বলি পড়েছে। বলিত পাণ্ডুর ভ্রূতে তা আচ্ছন্ন। তাই যে-পদ্মের দলগুলি হিমপাতে ম্লান সেই পদ্মে শোভিত একটি হ্রদের মতো তিনি শোভমান।

স ভবস্য ভবক্ষয়ৈকহেতোঃ সিতসপ্তেশ্চ বিধাস্যতোঃ সহার্থম্।
রিপুরাপ পরাভবায় মধ্যম্ প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োরিবানুবন্ধঃ ॥ (১৩-১৯)

আগের উপমাগুলোতে ছবি ফুটেছে কিন্তু এই শ্লোকের উপমাটি উঠে এসেছে

১৭. His attempts to astonishing feats of verbal jugglery in canto XV (a canto which describes a battle !) by a singular torturing of the language is an instance of the worst type of tasteless artificiality, which the Sanskrit poet is apt to commit, but it must have been partly the fault of his time.—S. K. De,
(History of Sankrit Literature Vol. I P 179 80)

ব্যাকরণের পাতা থেকে। শিব অর্জুনের মধ্যে বরাহটি লুপ্ত হলো (অর্থাৎ তার মৃত্যু হলো), প্রকৃতি আর প্রত্যয়ের মাঝখানে অনুবন্ধ যেমন লুপ্ত হয় তেমনি।

ছবি না থাকলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য এই উপমাটিতে বৈশিষ্ট্য আছে।

অনেকক্ষেত্রে উপমাটি সুন্দর হলেও কাল ও পাত্রবিবেচনায় তা সুপ্রযুক্ত মনে হয় না। অর্জুন চলেছেন তপস্যায়, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে শরৎকালীন পৃথিবী আসাদিতযৌবনা প্রিয়া (৪.১), সরোবরে শফরীর স্ফুরণ প্রণয়িনীর দৃষ্টিবিলাসভ্রম (৪.৩), শুভ্র ধেনুহীন পুলিন বসনহীন নিতম্বের মতো (৪.১২), কর্মরতা গোপবালা নর্তনরতা বারবনিতার মতো (৪.১৭)। একে 'উপমার অনৌচিত্য' বলতে ইচ্ছে করে।

প্রকৃতিবর্ণনা কবিকৃতির আর-একটি কষ্টিপাথর। ভারবি এ পরীক্ষাতেও সমুত্তীর্ণ। শরৎ, পর্বত, বন, চন্দ্রোদয় ইত্যাদি বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিশেষ-ভাবে আকর্ষক হয়েছে গ্রাম্য পরিবেশের নিরাভরণ বর্ণনা ঃ

গাভীরা ফিরছে শেষরাতের চারণভূমি থেকে। বৎসদের কথা মনে পড়ায় তারা সবেগে ছুটছে। স্নেহে দুধ ঝরছে তাদের বাঁট থেকে। (৪.১০)

গাভীদের কাছে বসে আছে গোপবালকেরা, একসঙ্গে বেড়ে ওঠায় তাদের মধ্যে সোদরস্নেহ, বনই তাদের গৃহ, একই গৃহের তারা অধিবাসী। ঐ বালকেরা সরলতায় যেন ঐ গাভীদেরই অনুকরণ করছে। (৪.১৩)

অনেক অলঙ্কৃত এবং সাজানো কথায় গাঁথা বর্ণনার চেয়ে এগুলো মনকে অনেক বেশি স্পর্শ করে। ভারবির ভাষাতেই বলা যেতে পারে ঃ ন রম্যমাহার্যমপেক্ষতে গুণম্।

মূল শ্লোকটি সত্যিই সুন্দর। শরদাকাশের বর্ণনা—

পতন্তি নাস্মিন্ বিশদাঃ পতত্রিণো ধৃতেন্দ্রচাপা ন পয়োদপঙ্ক্তয়ঃ।
তথাপি পুষ্ণাতি নভঃশ্রিয়ং পরাং ন রম্যমাহার্যমপেক্ষতে গুণম্ ॥

শরতের আকাশে বলাকাপাঁতি উড়ছে না। ইন্দ্রধনু নিয়ে মেঘমালাও উঠছে না। তবু আকাশ আশ্চর্য রমণীয়। যা স্বভাবসুন্দর তা আহার্যগুণের অপেক্ষা করে না।

প্রকৃতিবর্ণনা ছাড়াও যুদ্ধবর্ণনা ও দেবাঙ্গনাদের বিলাসবিভ্রম বর্ণনা ইত্যাদি নানাধরণের বর্ণনাই এ কাব্যে আছে। যুদ্ধের বর্ণনায় আঘাত-প্রত্যাঘাত, আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণের বর্ণনা দীর্ঘায়িত হওয়ায় এতে পুনরুক্তি দেখা দিয়েছে। পঞ্চদশ সর্গের যুদ্ধবর্ণনায় তো শব্দঝঙ্কার অস্ত্রঝন্ঝনাকে ছাপিয়ে ওঠে। তবু এর মধ্যে কিছু শ্লোক মনকে আকর্ষণ করে।

দিশঃ সমূহন্নিব বিক্ষিপন্নিব প্রভাং রবেরাকুলয়ন্নিবানিলম্।
মুনিশ্চচাল ক্ষয়কালদারুণঃ ক্ষিতিং সশৈলাং চলয়ন্নিবেষুভিঃ ॥ (১৪.৫০)

শব্দের বিন্যাসে অনুপ্রাসের চমকে এই উৎপ্রেক্ষাটি বীররসের প্রকাশে সুপ্রযুক্ত সন্দেহ নেই।

শৃঙ্গারের কলাপক্ষ চিত্রণে ভারবি নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। মহাকাব্যের অষ্টম, নবম ও দশম সর্গ জুড়ে আছে অপ্সরাদের বনবিহার, জলকেলি এবং রতিক্রিয়ার বর্ণনা। এই প্রসঙ্গে খণ্ডিতা নায়িকার একটি বর্ণনা উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ কুসুমানি মানিনী, বিপক্ষগোত্রং দয়িতেন লম্ভিতা।
ন কিঞ্চিদূচে চরণেন কেবলং লিলেখ বাষ্পাকুললোচনা ভুবম্ ॥

নায়ক ফুল তুলে নায়িকাকে দিচ্ছে। ফুল দেবার সময় তার মুখ থেকে ভুল করে

অন্য এক নায়িকার নাম উচ্চারিত হয়েছে। নায়িকা মুখে কিছু বলল না, শুধু চোখভরা জল নিয়ে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

রসপুষ্টি

নানা অংশেই টুকরো ছবি আছে, আছে সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, কিন্তু মহাকাব্যে যা মূলকথা, তা হলো এসবের সমন্বয়ের (harmonization) মধ্যে দিয়ে মূল রসের অভিব্যক্তি—

বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্। (অগ্নিপুরাণ)

এ মহাকাব্য বীররসের। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বীররসের শ্রেণীভেদ আছে—

দানবীরং ধর্মবীরং যুদ্ধবীরং তথৈব চ।
দয়াবীরমপি প্রাহ ব্রহ্মা ত্রিবিধসম্মতম্॥

ভারবি তাঁর কাব্যের আধার করেছেন যুদ্ধবীর অর্জুনকে। যুদ্ধবীর দু'রকমের—শস্ত্রপ্রধান ও বুদ্ধিপ্রধান। অর্জুন শস্ত্রপ্রধান যুদ্ধবীর—

অথাপ্তি শক্তিঃ কৃতমেব যাঞ্চয়া—
ন দূষিতঃ শক্তিমতাং স্বয়ংগ্রহঃ। (১৪.২০)

চতুর্দশ সর্গের অন্যান্য শ্লোকেও (১৬, ১৯ ইত্যাদি) অর্জুনের এই শস্ত্রপ্রধান যুদ্ধবীরের রূপটি প্রকটিত।

এই মহাকাব্যের চরিত্রচিত্রণও বিশেষ সুপরিকল্পিত। এই চরিত্রগুলি বীররসের স্থায়ী ভাব উৎসাহকেই উদ্দীপিত করে। দূত দুর্যোধনের রাজ্য পরিদর্শন করে যা বলল, তা পাণ্ডবদের ঈর্ষ্যার উদ্বোধক। দূত নিজেকে উপদেশ-অক্ষম বললেও স্পষ্ট ভাষাতেই তো সে যুধিষ্ঠিরকে বলেছে—তদাশু কর্তুং ত্বয়ি জিহ্মমুদ্যতে বিধীয়তাং তত্র বিধেয়-মুত্তরম্ (১.২৫)—আপনি অবিলম্বে সেই কপটাচারী জিঘাংসু দুর্যোধনের প্রতি যথাযোগ্য প্রতিকার-বিধানের ব্যবস্থা করুন।

শত্রুর অভ্যুদয়বার্তা শুনে দ্রৌপদী যা বললেন, তা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ও উৎসাহের উদ্দীপক (মন্যুব্যবসায়দীপিনীরুদীরয়ামাস গিরঃ দ্রুপদাত্মজা ১.২৭)। দ্রুপদাত্মজার বাণী অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি যেন 'বুদ্ধিপ্রধান' বীরের ভূমিকাই নিয়েছেন। তিনি সরাসরি সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করতে বলেছেন যুধিষ্ঠিরকে। শত্রুজয়ে এটা দুর্নীতি নয়, একমাত্র নীতি—এই তাঁর ধারণা।

বৃকোদরের ভাষণও উদ্দীপক। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—আমাদের সমস্ত পৌরুষই বিনষ্ট হতে চলেছে (২.৭)।

ব্যাসদেব এসেও অর্জুনকে শক্তিদানে উদ্বুদ্ধ করে বললেন—তপস্যার নির্দেশ দিলেন—যাও, সাধন কর (ব্রজ, সাধয়েতি ৩, ২৪)। অষ্টম, নবম ও দশম সর্গে যে শৃঙ্গারবর্ণনা তাও পৃথক্ হয়ে থাকে নি, বীররসের পুষ্টিতেই সহায়ক হয়েছে।

প্রকৃতমনুসসার নাভিনেয়ং প্রবিকসদঙ্গুলিপাণিপল্লবং বা।
প্রথমমুপহিতং বিলাসিচক্ষুঃ সিততুরগে ন চচাল নর্তকীনাম্॥ (১০.৪১)

অর্জুনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেবাঙ্গনারা স্তব্ধ হয়ে গেল। জয়ী হলেন অর্জুন। পঞ্চশরের প্রভাব হলো ব্যর্থ, রিপুর আরাধনায় যিনি অতন্দ্র, এ তাঁর পক্ষেই হয়তো স্বাভাবিক। এ-জয়ে অর্জুনের উৎসাহ বৃদ্ধিই পেল, যে উৎসাহ বীররসের স্থায়ী ভাব।

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ সর্গ পর্যন্ত অর্জুন সম্পূর্ণ ভাবে 'যুদ্ধবীর' রূপে প্রকাশিত। কাব্যের অন্তিম পর্বে শিবস্তুতিতে যে শান্তরসের উৎসারণ, তার সঙ্গেও মিশে আসছে জয়দৃপ্ত বীরের আনন্দসংবিৎ। পাশুপত-অস্ত্র লাভ করলেন অর্জুন, লাভ করলেন ধনুর্বেদ। কিন্তু সিদ্ধির চেয়ে বড় সাধনা। সেই সাধনার মধ্যে দিয়ে অর্জুন যথার্থ বীরত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন, শিবের কাছ থেকে তিনি যা পেলেন, তা হলো বীরের সম্মান।

ভারবি অর্থগৌরবের বিশেষ ভঙ্গি দিয়েই শুধু চোখ ভোলান নি, উপলব্ধির গভীরতায় 'কিরাতার্জুনীয়ম্'কে রসোত্তীর্ণ কাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন, তাই তিনি স্মরণীয়।

সুভাষিত

প্রথম সর্গ

হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।৪

(হিতকর অথচ প্রিয় বাক্য (জগতে) দুর্লভ)।

বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।৩৭

(মানুষের চিত্তবৃত্তির গতিপ্রকৃতি সত্যই বিচিত্র)।

দ্বিতীয় সর্গ

ননু বক্তৃবিশেষনিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।৫

(পণ্ডিতেরা বাণীতে গুণ দেখেই তা গ্রহণ করেন, কে বলেছে সে বিষয়ে তাঁরা নিঃপৃহ)।

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।৩০

(হঠাৎ কোন কাজ করা উচিত নয়, অবিবেক পরম বিপদের কারণ হয়)।

বৃণুতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ।৩০

(গুণগ্রাহিণী সম্পদ নিজেই বিবেকবান্ ব্যক্তিকে বরণ করে)।

তৃতীয় সর্গ

বীতস্পৃহাণামপি মুক্তিভাজাং ভবন্তি ভব্যেষু হি পক্ষপাতাঃ।১২

(বিষয়বিরাগী মুক্তিভাগী ব্যক্তিরাও সজ্জনদের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত হয়ে থাকেন)।

প্রকর্ষতন্ত্রা হি রণে জয়শ্রীঃ।১৭

(যুদ্ধে জয়শ্রী বলবান্ ব্যক্তিরই অধীন হয়ে থাকে)।

চতুর্থ সর্গ

ন রম্যমাহার্যমপেক্ষতে গুণম্।২৩

(যা স্বভাবরম্য তা কখনও আহার্যগুণের অপেক্ষা করে না)।

গুণাঃ প্রিয়ত্বেঽধিকৃতা ন সংস্তবঃ ।২৫
(প্রীতি ব্যাপারে গুণই বড়, পরিচয় নয়)।

পঞ্চম সর্গ

মুখরতাঽবসরে হি বিরাজতে ।১৬
(মুখরতা ঠিক সময়েই শোভা পায়)।
শ্রেয়াংসি লব্ধুমসুখানি বিনান্তরায়ৈঃ ।৪৯
(বিনা বাধায় মঙ্গল লাভ হয় না)।

ষষ্ঠ সর্গ

কিমিবাবসাদকরমাত্মবতাম্ ।১৯
(মনস্বিগণ কোন কিছুকেই অবসাদজনক মনে করেন না)।
কমিবেশ্যতে রময়িতুং ন গুণাঃ ।২৪
(গুণ সকলকেই প্রসন্ন করতে পারে) !
নয়বর্ত্মগা প্রভবতাং হি ধিয়ঃ ।৩৮
(প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের বুদ্ধি নীতিশাস্ত্রানুমোদিত পথকেই অনুসরণ করে)।

সপ্তম সর্গ

রম্যাণাং বিকৃতিমপি শ্রিয়ং তনোতি ।৫
(যা রম্য তার বিকৃতিও সৌন্দর্যকে বাড়ায়)।
নাল্পীয়ান্ বহুসুকৃতং হিনস্তি দোষঃ ।২৫
(অল্প দোষ বহু পণ্যকে নষ্ট করতে পারে না !)

অষ্টম সর্গ

যথোত্তরেচ্ছা হি গুণেষু কামিনঃ ।৪
(কামী ইচ্ছানুযায়ী গুণ সন্ধান করে তাতেই অভিনিবিষ্ট হয়ে থাকেন)।
বসন্তি হি প্রেম্নি গুণাঃ ন বস্তুনি ।৩৭
(প্রেমেই গুণের বাস, বস্তুতে নয়)।

নবম সর্গ

দুঃখিতে মনসি সর্বমসহ্যম্ ।৩৩
(মনে দুঃখ থাকলে সব কিছুই অসহ্য মনে হয়)।
সাধনেষু হি রতেরুপধত্তে রম্যতাং প্রিয়সমাগম এব ।৩৫
(প্রিয়সমাগমই রতিসামগ্রীর রমণীয়তা সৃষ্টি করে)।
প্রেম পশ্যতি ভয়ান্যপদেঽপি ।৭০
(প্রেম অস্থানেও আশঙ্কা করে)।

দশম সর্গ

ন হি জয়িনাং তপস্যামলঙ্ঘ্যমস্তি ।৬
(যারা জয়শালী তাদের তপস্যার অসাধ্য কিছুই নেই)।
বদতি হি সংবৃতিরেব কামিতানি ।৪৪
(গোপন করতে গেলেই অনুরাগ ব্যক্ত হয় বেশী)।

একাদশ সর্গ

অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ ।৮

(বন্ধুকে ঠিক না চিনতে পারলেও মনটা অত্যন্ত জোরালো ভাবে খুশিতে ভরে ওঠে)।

সুলভা রম্যতা লোকে দুর্লভং হি গুণার্জনম্ ।১১

(সংসারে রমণীয়তা সুলভ, কিন্তু গুণার্জনই দুর্লভ)।

দ্বাদশ সর্গ

মহতাং ধৈর্যমবিভাব্যবৈভবম্ ।৩

(মহতের ধৈর্যশক্তির গৌরব দুর্বোধ্য)।

ঘ্নন্তি সহজমপি ভূরিভিয়ঃ অসমাগতাঃ সপদি বৈরমাপদঃ ।৪৬

(যুগপৎ আগত মহাবিপদরাশি সহজ শত্রুতাকেও বিনষ্ট করে)।

ত্রয়োদশ সর্গ

বিমলং কলুষীভবচ্চ চেতঃ কথয়ত্যেব হিতৈষিণং রিপুং বা ।৬

(প্রসন্ন ও অপ্রসন্ন চিত্তই কে হিতৈষী আর কে শত্রু তা বলে দেয়)।

প্রমাদ্যতাং সংবৃণোতি খলু দোষমজ্ঞতা ।৬৩

(সৎপথ থেকে যারা ভ্রষ্ট তাদের দোষ অজ্ঞতাই ঢেকে রাখে)।

চতুর্দশ সর্গ

সতাং হি বাণী গুণমেব ভাষতে ।১১

(সজ্জনবাসী গুণই প্রকাশকের থাকে)।

ভবন্তি গোমায়ুসখা ন দন্তিনঃ ।২২

(হাতী কখনও শৃগালের সখা হয় না)।

অরুন্তুদত্বং মহতাং হ্যগোচরঃ ।৫৫

(পীড়িতপীড়ন মহতের অগোচর)।

পঞ্চদশ সর্গ

নাতিপীড়য়িতুং ভগ্নামিচ্ছন্তি হি মহৌজসঃ ।৬

(তেজস্বীরা পীড়িতকে বেশি পীড়া দিতে চান না)।

ষোড়শ সর্গ

প্রচ্ছন্নমপ্যূহয়তে চেষ্টা ।২৯

(আচরণে প্রচ্ছন্ন রূপও প্রকট হয়ে পড়ে)।

সপ্তদশ সর্গ

দুর্লক্ষ্যচিহ্না মহতাং হি বৃত্তিঃ

(মহতের চিত্তবৃত্তি দুর্জ্ঞেয়)।

অষ্টাদশ সর্গ

গণসংহতেঃ সমভিরিক্তমহো নিজমেব সত্ত্বমুপকারি সতাম্ ।২৫

(সৎপুরুষদের তপস্যাদি গুণের চেয়ে বড় তাঁদের পরাক্রম যা যথার্থই কাজে আসে)।

কিরাতার্জুনীয়

প্রথম সর্গ

যে-আচরণ রাজলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ, প্রজাদের সঙ্গে দুর্যোধনের সেই আচরণটি কেমন তা জানবার জন্যে যুধিষ্ঠির ব্রহ্মচারীবেশে যে-কিরাতকে পাঠিয়েছিলেন সে তা জেনে দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কাছে এল ।১

রাজাকে প্রণাম করে, তিনি (দুর্যোধন) যে সমগ্র ভূমণ্ডল জয় করেছেন একথা বলতে তার মন বিচলিত হল না । হিতৈষীরা প্রিয় হলেও যা মিথ্যা তা বলতে চায় না[১] ।২

শত্রুবধে ইচ্ছুক রাজার আদেশ পেয়ে সে নির্জনে কথা বলতে লাগল, যে-কথা মধুর, গভীর এবং সুস্পষ্ট[২] ।৩

দূতের উক্তি

হে রাজন্, চরদের চোখেই যাঁরা দেখেন সেই প্রভুদের প্রতারণা করা কর্মনিযুক্ত সেবকদের উচিত নয় । এই ভালো-মন্দ যা-ই বলি না কেন, আপনি ক্ষমা করবেন আমাকে । কারণ, যা হিতকর অথচ প্রিয় এমন কথা সত্যিই দুর্লভ ।৪

যিনি রাজাকে ঠিক উপদেশ দেন না তিনি উত্তম বন্ধু (সচিব) নন, আর যিনি (বন্ধুর) সদুপদেশ শোনেন না তিনি উত্তম প্রভু নন । রাজা ও অমাত্য সর্বদা অনুকূল থাকলেই সমস্ত সম্পদ সেখানে সুখে বাস করে ।৫

কোথায় সেই স্বভাব-দুর্জ্ঞেয় রাজাদের চরিত্র আর কোথায় অজ্ঞানতাদুর্বল আমাদের মতো মানুষ ! আমি যে শত্রুদের নিগূঢ় নীতিপথ জেনেছি তা আপনারই মহত্ত্বগুণে ।৬

দুর্যোধন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেও বনবাসী আপনার কাছ থেকে পরাভব আশঙ্কা করে কপটদ্যূতে অর্জিত এই পৃথিবীকে সুনীতি প্রয়োগে জয় করতে চেষ্টা করছেন ।৭

তবুও সেই বঞ্চক আপনাকে জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে (দাক্ষিণ্যাদি) গুণসম্পদে যশোবিস্তার করে চলেছেন । কারণ, ঐশ্বর্যবর্ধক অনার্যসংসর্গের[৩] (দুর্জনসংসর্গের) চেয়ে সজ্জনের সঙ্গে বিরোধিতা শ্রেয় ।৮

তিনি ষড়্রিপুকে জয় করে, মনুপদিষ্ট দুর্জ্ঞেয় শাসনপদ্ধতিকে রূপ দিতে চেয়ে এবং অতন্দ্র থেকে দিনে-রাতে কর্মবিভাগের অনুকূল নীতিপথ গ্রহণ করে নিজের পুরুষার্থকে বিস্তারিত করে চলেছেন ।৯

তিনি নিরহঙ্কার হয়ে প্রীতিমান্ সেবকদের বন্ধুর মতো দেখছেন, বন্ধুদের দেখছেন স্বজনদের মতো, আর স্বজনদের সঙ্গে সর্বদা এমন ব্যবহার করছেন যেন রাজ্যটা তাঁদেরই ।১০

তিনি অনাসক্ত হয়ে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে সমান শ্রদ্ধা নিয়ে যথাযথ বিবেচনা করে যে-ত্রিবর্গের (ধর্ম, অর্থ ও কামের) সেবা করছেন, সেই ত্রিবর্গ যেন তাঁর গুণের প্রতি অনুরক্ত হয়েই পরস্পর কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছেন না ।১১

তাঁর অবাধ সাম-নীতি (তোষণনীতি) দানবর্জিত নয়, আর তাঁর প্রাচুর্যময় দান শ্রদ্ধাহীন নয়, আর তাঁর বিশিষ্ট শ্রদ্ধা গুণ না দেখে কখনও প্রদর্শিত হয় না ।১২

জিতেন্দ্রিয় রাজা ধনলোভহীন এবং ক্রোধহীন হয়ে 'এ আমার স্বধর্ম' এই মনে করে

শূদ্র বা পুত্র যে-ই অধর্ম করুক, তাকেই গুরু-নির্ধারিত দণ্ড দিয়ে ধর্মলঙ্ঘন রোধ করেন ।১৩

নিজের রাজ্যে এবং শত্রুরাজ্যে সর্বত্র বিশ্বস্ত কর্মীদের নিয়োগ করে, অবিশ্বাস করেও তাঁদের সঙ্গে বিশ্বস্তের মতো ব্যবহার করেন। কাজের শেষে অনুচরদের যে-সম্পদ তিনি দেন তাতেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় ।১৪

তিনি যথাস্থানে সুচিন্তিতভাবে প্রয়োগ করেন বলে সাম-দানাদি উপায়গুলো সম্মানিত বোধ করে পরস্পর প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে অজস্র সম্পদ বর্ষণ করে চলেছে ।১৫

বহু রাজার রথ ও অশ্বে সমাকীর্ণ তাঁর সভামণ্ডপের প্রাঙ্গণ উপহার-পাওয়া গজপতিদের সপ্তপর্ণগন্ধি মদবারিতে একেবারে ভিজে ওঠে ।১৬

তিনি মঙ্গলানুষ্ঠানে নিয়ত থাকায়, প্রচুর শস্যে পূর্ণ নদীমাতৃক কুরুজনপদগুলো হাসি ছড়িয়ে চলে। বিনা-চাষেই যেন চাষীরা সেখানে অনায়াসে ফসল পায় ।১৭

দয়ালু, উদারকীর্তি এবং রাজ্যসংরক্ষণগুণে প্রভূত উন্নতির জনক কুবেরোপম এই রাজার গুণে দ্রবীভূত হয়ে বসুমতী স্বয়ং যেন তাকে সম্পদ দান করছেন ।১৮

যাঁরা মহাবলশালী, মনই যাঁদের সর্বস্ব, যাঁরা বহুধনদানে সম্মানিত হয়েছেন, সংগ্রামে যাঁরা কীর্তিলাভ করেছেন, যাঁরা নিঃস্বার্থ ও ঐক্যবদ্ধ এমন বীরেরা প্রাণ দিয়েও তাঁর অভীষ্ট পূরণ করতে চান ।১৯

নিজের কাজ যথাযথভাবে সমাপ্ত করে, সচ্চরিত্র চরদের দিয়ে অন্য রাজাদের কার্যকলাপ তিনি নিঃশেষে জেনে নেন। বিধাতার মতো, তাঁর উদ্যম মঙ্গল ও সমৃদ্ধিপ্রদ ফল থেকেই প্রতীয়মান হয় ।২০

তিনি কখনও সজ্জিত ধনু তোলেন নি, ক্রোধে কখনও মুখবিকৃতিও করেন নি। রাজারা তাঁর গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শাসন এমনভাবে মাথা পেতে নেন যেন মালা পরছেন[৫]।

অপ্রতিহত শাসক দুর্যোধন নবযৌবনোদ্ধত দুঃশাসনকে যৌবরাজ্যে স্থাপন করে পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে অনলসভাবে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়ে অগ্নিকে তৃপ্ত করছেন ।২২

তিনি আসমুদ্র ভূমণ্ডল শাশন করেন, যা এখন সুস্থির এবং শত্রুহীন। তবু আপনার কাছ থেকে যে-ভয় আসতে পারে তারই চিন্তায় তিনি আকুল। শক্তিমানের সঙ্গে বিরোধিতা সত্যিই বড়ো ভয়ঙ্কর ।২৩

সাপ যেমন দুঃসহ মন্ত্রোচ্চারণে মাথা নত করে, কথাপ্রসঙ্গে লোকেরা আপনার নাম উচ্চারণ করলে অর্জুনকে স্মরণ করে সেও (দুর্যোধনও) তেমনি মাথা নত করে যন্ত্রণা ভোগ করে ।২৪

অতএব, আপনার প্রতি ক্রূর আচরণে উদ্যত তাঁকে যোগ্য উত্তর অবিলম্বে দিন। পরের বলা কথা সংগ্রহ করা আমাদের কাজ। আমরা শুধু বার্তাই দিতে পারি (কর্তব্য নির্দেশ করতে পারি না) ।২৫

কিরাতপতি একথা বলে এবং পুরস্কার লাভ করে চলে গেলে রাজা (যুধিষ্ঠির) দ্রৌপদীর ঘরে প্রবেশ করে ভাইদের কাছে সেই বার্তা বললেন ।২৬

দ্রৌপদীর উক্তি

শত্রুদের সাফল্য অর্জনের সংবাদ শুনে দ্রৌপদী উদ্যত আবেগকে দমন করতে না পেরে রাজার ক্রোধ ও উদ্যোগ যাতে উদ্দীপিত হয় সেই ধরনের কথা বললেন ।২৭

তোমাদের কাছে স্ত্রীলোকের দেওয়া উপদেশ অপমানের মতোই। তবু পীড়াদায়ক মানসিক যন্ত্রণা, স্ত্রীলোকের পক্ষে যে সীমা স্বাভাবিক, তা লঙ্ঘন করে আমার মুখ খুলে দিচ্ছে ।২৮

তোমাদের বংশের ইন্দ্রের মতো প্রভাব সম্পন্ন রাজারা দীর্ঘকাল ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে পৃথিবী শাসন করে এসেছেন। মদস্রাবী হাতি যেমন শুঁড় দিয়ে মালা ছুঁড়ে দের তুমিও তেমনি সেই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করেছ ।২৯

যারা ধূর্তের সঙ্গে আচরণে ধূর্ত হয় না সেই মূর্খেরা পরাভব বরণ করে। ধারালো শর যেমন অনাবৃত দেহ ভেদ করে গিয়ে বর্মহীনের প্রাণনাশ করে ধূর্তেরাও তেমনি সরলমতিদের সর্বনাশ করে ।৩০

তুমি ছাড়া বংশগর্বে গর্বিত অনুকূলসহায়সম্পন্ন আর কোন্ রাজা গুণানুরক্তা সদ্‌কুলোদ্ভবা মনোরমা স্বপত্নীর মতো রাজলক্ষ্মীকে শত্রু দিয়ে অপহরণ করাবেন ?৩১

হে নরেন্দ্র ! এখনও এই মনস্বিনিন্দিত পথে পদচারণা করছ তুমি। শুষ্ক শমীতরুকে শিখা বিস্তার করে অগ্নি যেমন দগ্ধ করে[৬], জাগ্রত ক্রোধ তেমনি তোমাকে উদ্দীপিত করছে না কেন ?৩২

যাঁর ক্রোধ নিষ্ফল নয়, যিনি বিপদ দূর করতে পারেন লোকে সেইরকম মানুষেরই বশীভূত হয়। কিন্তু যিনি ক্রোধহীন, স্নেহশীল হলেও, তাঁকে কেউ আদর করে না ; শত্রু হলেও তাঁকে কেউ ভয় করে না ।৩৩

রক্তাসনে যাঁর দেহ চর্চিত হবার কথা, রথই যাঁর বাহন সেই ভীম কি না এখন ধূলিধূসরিত হয়ে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনিও কি সত্যধন তোমার মনকে বেদনার্ত করে তুলছেন না ?৩৪

ইন্দ্রতুল্য যে অর্জুন উত্তর কুরুদেশ[৭] জয় করে তোমাকে স্বর্ণময় সম্পদ দিয়েছিলেন তিনিই এখন তোমার জন্যে বল্কল আহরণ করছেন এতেও কি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে না ?৩৫

এই যমজ দুটির দিকে (নকুল ও সহদেব) চেয়ে দেখো। বনশয্যায় শুয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে এদের শরীর। চুলগুলো হয়েছে বিপর্যস্ত। পাহাড়ী হাতির মতো দেখাচ্ছে এদের। এ দেখেও কি তোমার ধৈর্য আর সংযমের বাঁধ ভাঙবে না ?৩৬

তোমার এই মনোভাব আমি বুঝে উঠতে পারি না। মানুষের চিত্তবৃত্তি সত্যই বিচিত্র। কিন্তু তোমার ভয়ানক বিপদের কথা ভেবে আমার দুশ্চিন্তা মনকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে ।৩৭

আগে যে তুমি বহুমূল্য শয্যায় শুয়ে বৈতালিকদের স্তুতি ও মঙ্গলগীতে জেগে উঠতে, সেই তুমি এখন কুশাকীর্ণ ভূমিতে শুয়ে অশুভ শৃগালের রব শুনে জেগে উঠছ ।৩৮

তোমার যে পা-দুটি আগে সর্বদা মণিময় পীঠে প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং (প্রণত) রাজাদের শিরোমাল্যের পরাগে রঞ্জিত হত, এখন তা নিহিভ হয়েছে কুশের বনে, যে কুশের ডগাগুলি হরিণ এবং তপস্বীরা ছিঁড়ে নেয় ।৪০

এই দুর্দশা শত্রুদের জন্যেই—এ কথা ভেবে আমার মন যেন সমূল উৎপাটিত হচ্ছে। যদি শত্রু শক্তি ও সম্পদ বিনষ্ট না করে, তাহলে বিপদও মানীদের উৎসবের মতোই।৪১

হে রাজন্! প্রসন্ন হও। শান্তি ত্যাগ করে শত্রুবধের জন্যে আবার সেই তেজ অবলম্বন করো। নিঃস্পৃহ মুনিরাই রিপু জয় করে (কাম-ক্রোধাদি) শমগুণে সিদ্ধি-লাভ করে, রাজারা তা কখনও করে না।৪২

যারা তেজস্বীদের মধ্যে অগ্রণী, যশই যাদের ধন, তোমাদের মতো সেই পুরুষেরাই যদি এমন দুঃসহ পরাজয় বরণ করে সন্তুষ্টচিত্তে থাকেন, তাহলে বলব, হায়! মনস্বিতা আশ্রয়ের অভাবে বিনষ্ট হলো।৪৩

আর, শক্তিকে ত্যাগ করে ক্ষমাকেই যদি সুখের উপকরণ বলে বুঝে থাক, তাহলে রাজচিহ্ন এই ধনুকে ছেড়ে জটাধারণ করে এখানে (এই বনে) অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকো।৪৪

শত্রুরা যেখানে সর্বদা ক্ষতি করতে তৎপর হয়ে আছে, সেখানে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে সময় যাপন নিরর্থক। কারণ—বিজয়ার্থী রাজারা কোন একটি ত্রুটি দেখিয়ে ছল করে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে থাকেন।৪৫

বিধি ও সময় অনুসারে সূর্য যেমন রাত্রে সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে দীপ্তিহীন হয়ে থাকেন, প্রভাতে অন্ধকার দূর করে উদিত হলে দিনশ্রী তাঁকে বরণ করে, তেমনি তুমিও বিপদে পড়ে তেজোহীন হয়েছিলে, এখন রিপু জয় করে সগৌরবে আবির্ভূত হও, রাজলক্ষ্মীও আবার তোমাকে আশ্রয় করুন।৪৬

॥ শ্রীভারবিকৃত কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যে বনেচরাগমন নামে প্রথম সর্গ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

তারপর ভীম প্রিয়ার মনের মতো কথাগুলোর সারবত্তা উপলব্ধি করে রাজাকে (যুধিষ্ঠিরকে উদার এবং যুক্তিযুক্ত কথা বলতে লাগলেন।১

ভীমের উক্তি

মানিনী (দ্রৌপদী) প্রীতিপূর্ণ চোখে সব দিক দেখে নিয়ে যা বললেন, তা বাক্পতি বৃহস্পতির পক্ষেও বলা কঠিন। সে-কথা সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।২

নীতিশাস্ত্র দুর্বোধ্য হলেও উপযুক্ত গুরুর উপদেশে লোকের কাছে তা সহজবোধ্য হয়, যেমন সোপানাদিযোগে জলাশয়ে প্রবেশ সহজসাধ্য হয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্র যিনি পড়তে চান তার পক্ষে গুরু এবং জলাশয়ে যিনি নামতে চান তার পক্ষে পথনির্দেশক দুই-ই দুর্লভ। (নীতিশাস্ত্র না পড়েও দ্রৌপদী যেভাবে নীতিসম্মত কথা বললেন, তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।) ৩

দুর্বল লোকের কাছে অসহ্য বলে কণ্টকর, কিন্তু পরিণামে হিতকর, অল্পমাত্রায় সেব্য কিন্তু অত্যন্ত ফলপ্রদ ওষুধের মতো দ্রৌপদীর কথা, যা নিস্তেজ লোকের পক্ষে দুঃখদায়ক বটে, কিন্তু পরিণামে হিতকর।

রম্য অর্থের এই বাণী গুণগ্রাহী আপনার ভালো লাগুক। কথার ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা গুণকেই বড় বলে মনে করেন, কে বলছেন সে বিষয়ে তাঁদের কোন আগ্রহ থাকে না।৫

চতুর্বিদ্যায়[১] আপনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, বিবেকবতী আপনার বুদ্ধি। হস্তিনী কর্দমে পড়ে যেমন অবসন্ন হয়, আপনার সেই বুদ্ধি অবিবেকে মগ্ন হয়ে কেন তেমনি অবসন্ন হচ্ছে?৬

শত্রুরা আপনার এই শোচনীয় অবস্থা করে তুলেছে। আপনার যে-পৌরুষকে দেবতারাও অসম্মান করেন তা অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে?৭

মঙ্গলেচ্ছু সুধীজন পরিণামে অস্থায়ী বিবেচনা করলে শত্রুদের মহান্ অভ্যুদয়কেও উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তাদের গুরুতর ক্ষয় বা পতনও যদি ফলোন্মুখ হয়, তাহলে তারা তা কখনই উপেক্ষা করেন না। ৮

যিনি কৃতী তিনি শত্রুর ক্ষয়যোগ শিগ্‌গিরই ঘটবে এবং ব্যাপকভাবে ঘটবে এবং নিজের ক্ষয়যোগ ঘটলেও তা ঘটবে অতিদূর ভবিষ্যতে এবং অত্যন্ত অল্পমাত্রায় —একথা জেনে তা উপেক্ষা করবেন, কিন্তু বিপরীতটা বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করবেন। ৯

যে-সব রাজা অনুদ্যমবশতঃ শত্রুর ক্রমবর্ধমান প্রভুশক্তিকে[২] উপেক্ষা করেন, লোকাপবাদভয়েই যেন তাঁদের রাজলক্ষ্মী অচিরেই বিদায় নেন। ১০

দ্বিতীয়ার চাঁদ ক্ষীণ হলেও আবার আহ্লাদজনক দীপ্তি নিয়ে বৃদ্ধির পথে যাবে বলে তাকে প্রণাম করে, তেমনি ক্ষীণশক্তি রাজাও যখন স্বাভাবিক তেজ ধারণ করে সমৃদ্ধির জন্যে অনুপ্রাণিত হন, তখন প্রজারাও তাঁর কাছে মাথা নত করে।১১

সহায় ও সাধনোপায় প্রভৃতি পঞ্চাঙ্গের[৩] নির্ণায়ক নীতিশাস্ত্র চিত্তশক্তি এবং সৈন্য-শক্তির প্রধান কারণ। কৃষকাদি লোক যেমন দৈবের অধীন, ঐ নীতিশাস্ত্রও তেমনি প্রয়োগচাতুর্য এবং উৎসাহের অধীন।

উচ্চপদ লাভে ইচ্ছুক সদর্প মনস্বীদের অনর্থ নিবারণে সমর্থ পুরুষকারই যোগ্য আশ্রয়।১৩

যে পৌরুষহীন তাকে বিপদ অভিভূত করে। ভবিষ্যৎ বিপন্নকে ত্যাগ করে। যার ক্ষয় আসন্ন, তার অগৌরব অবশ্যম্ভাবী। যার গৌরব নাই, রাজলক্ষ্মী তাকে আদর করেন না।১৪

তাই উক্তির প্রতিবন্ধক উৎসাহহীনতা অবলম্বন করার প্রয়োজন নাই। কারণ পরাক্রমই যার আশ্রয়, সেই সম্পদ উৎসাহহীনতার সঙ্গে একত্র বাস করে না।[৪]১৫

এর পরেও যদি আপনি 'সময় আসুক' বলে অপেক্ষাই করতে থাকেন, তবে কপটাচারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র চোদ্দ বছর রাজসম্পদ ভোগের স্বাদ পেয়ে সহজে তা ত্যাগ করবে কি করে?১৬

আর হে রাজন্, যদি শত্রু আপনাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেয় এবং তা যদি আপনার করায়ত্ত হয়, তাহলে আপনার অনুজেরা যে বাহুবলের পরিচয় দিয়েছে সে বাহু দিয়ে আর কী হবে?১৭

সিংহ নিজে মদস্রাবী হাতি বধ করে তাই খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাই মহাতেজে

যিনি বিশ্বকে পরাভূত করতে পারেন, তিনি অন্য কারও কাছ থেকে সমৃদ্ধি কামনা করেন না।১৮

প্রভুত্বগর্বই যাঁর সম্পদ, ক্ষণস্থায়ী জীবনের-বিনিময়ে স্থায়ী যশই তাঁর কাম্য, বিদ্যুৎ বিলাসের মতো চঞ্চল। লক্ষ্মী তাঁর আনুষঙ্গিক ফল মাত্র (যশই মুখ্য) ।১৯

লোকে ভস্মরাশি পায়ে মাড়ায়, জ্বলন্ত আগুনকে তো অবহেলা করতে পারে না।[৫] মানীরা পরাজয়ের ভয়ে সুখে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু তেজ ত্যাগ করেন না ।২০

কোন্ ফল আশা করে সিংহ গর্জনশীল মেঘকে আক্রমণ করতে যায় ? মহীয়ান্‌দের প্রকৃতিই এই, অন্যের অভ্যুদয় তাঁরা সহ্য করেন না।[৬] ২১

তাই ভ্রান্তিজনিত অন্ধকার দূর করে পরাক্রম প্রকাশে ইচ্ছুক হোন। আপনার অনুৎসাহেই শত্রুদের বিপদ কেটে গিয়েছে, একথা নিশ্চিত জানবেন ।২২

ইন্দ্রের মতো শক্তিমান্ আপনার যে চারিটি ভাই দিগ্বিদিকে খ্যাত, যাঁরা চারটি দিগ্‌গজ এবং চারটি সমুদ্রের মতো, তাঁদের যুদ্ধে সমাগত দেখে শত্রুদের মধ্যে কে তাঁদের সহ্য করতে পারবে বলুন ?২৩

শত্রুতাজনিত যে আগুন আপনার হৃদয়ে অহরহ জ্বলছে, শত্রুরমণীদের অশুভ অশ্রুপ্রবাহে সে আগুনে নিভে যাক ।২৪

রাজা উত্তেজিত এবং ক্রোধে অভিভূত ভীমকে শান্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন, দুষ্ট গজকে (মাহুত) যেমন শান্ত করে ।২৫

যুধিষ্ঠিরের উক্তি

ধূলিহীন স্বচ্ছ সুন্দর মাঙ্গলিক দর্পণে যেমন কোন বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি যুক্তিপুষ্ট, শব্দসৌন্দর্যময়, মনোহারী এবং মঙ্গলাধায়ক তোমার সুবুদ্ধির স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ।২৬

পদগুলিতে স্পষ্টতা পরিত্যক্ত হয় নাই, অথচ অর্থের গভীরতা নাই এমন নয়, প্রত্যেকটি বাক্যের পৃথক অর্থ আছে, কিন্তু পরস্পরসাপেক্ষতা অবলুপ্ত হয় নাই।[৭]২৭

স্ববলেই (অর্থাৎ পুরুষকারকে অবলম্বন করেই) তুমি যুক্তির অবতারণা করেছ, তোমার সে যুক্তি শাস্ত্রবিরোধী হয় নাই। এরকম কে আছেন যিনি এই বিষয়ে একমত হবেন না এবং এমন কে আছেন যিনি স্ববলে এইভাবে বলতে পারেন ?[৮]২৮

তবু আমার মন পূর্ণসন্তুষ্টির অভাবে নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের দিকেই ধাবিত হয়েছে। কিন্তু বিধেয় ব্যাপারে অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে বহুভেদ ও বিচিত্রতা খুব সহজে সব সংশয় দূর করতে পারে না ।২৯

হঠাৎ কোন কাজ করা ঠিক নয়। হঠকারিতা গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। যে বিচারবিবেচনা কাজ করে, গুণলুব্ধ সম্পদ স্বয়ং তাকে বরণ করে ।৩০

যে বিধি-বীজকে বিবেক বারিতে সংরক্ষিত করে ছড়িয়ে দেয়, সে সর্বদা ফলবতী ক্রিয়াকেই লাভ করে, কৃষক যেমন শস্যশালিনী শরৎকে হাতে পায় ।৩১

নির্দোষ শাস্ত্র-জ্ঞান দেহকে অলংকৃত করে, শাস্ত্র-জ্ঞানের অলঙ্কার হল সংযম। সেই সংযমের অলঙ্কার পরাক্রম হল নীতিসম্পাদিত সিদ্ধির অলঙ্কার ।৩২

সুরক্ষিত দীপ যেমন অন্ধকারে বস্তুদর্শনে সহায়ক হয়, সেইরকম সুবিহিত ও

সুনিশ্চিত শাস্ত্রজ্ঞান তেমনি কর্তব্যবিষয়ে অনিশ্চয়-রূপ অন্ধকারে বিবেকবানদের পথ দেখায়।৩৩

যাঁদের গুণ ঈর্ষার বস্তু, সেই মহাত্মাদের আচরণ যাঁরা অনুসরণ করেন দৈবাৎ পতন হলেও তাঁদের অপরাধ হয় না, সেই পতন বরং তাঁদের উন্নতির মতোই গণ্য হয়।৩৪

যাঁরা জয়লাভ করতে চান তাঁরা ক্রোধের আবেগকে জয় করে ফলসিদ্ধির গুরুত্ব এবং উত্তরকালে তার স্থিরতা ভালভাবে বিচার করে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ উপায়ের সঙ্গে যুক্ত করেন।৩৫

যিনি অভ্যুদয় চান, তাঁর উচিত—বুদ্ধি দিয়ে রোষজাত অন্ধকারকে দূর করা। সূর্যও তাঁর রশ্মি দিয়ে রাত্রিজনিত অন্ধকারকে দূর না করে উদিত হয় না।৩৬

শক্তিমান্ হয়েও যিনি ক্রোধজাত অন্ধকারের আক্রমণকে রোধ করতে পারেন না, কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রকলার মতো তিনি সমস্ত শক্তি বিনষ্ট করেন।৩৭

যিনি সমবৃত্তি (অর্থাৎ যাঁর নীতি কোমলে-কঠোরে গড়া), তিনি অবসর বুঝে কখনও কোমল কখনও বা কঠিন ব্যবহার করে থাকেন। সূর্য যেমন ঋতুভেদে কখনও মৃদু কখনও বা তীব্র তেজে পৃথিবী আক্রমণ করেন, রাজাও তেমনি তাঁর প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করেন[৯]।৩৮

সম্পদের চির-উপভোগ কোথায়, আর কোথায় বা দুষ্ট-ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের[১০] বশ্যতা? যারা চপলেন্দ্রিয়, শরতের মেঘের মতো চঞ্চল ও বহুরন্ধ্র সম্পদ তাদের পক্ষে রক্ষা করা কঠিন[১১]।৩৯

ধৈর্যে তুমি সমুদ্রকেও পরাজিত করেছিলে। এখন তবে বেগে প্রধাবিত মনকে অসময়োচিত চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে দিয়ে সমুদ্রকেই আবার তোমার চেয়ে বড়ো করে তুলছ কেন?৪০

যে ক্রোধ মানুষকে সময় ও সহায় থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের তাপ সৃষ্টি করে, সেই ক্রোধ যেন তোমাকে একটা সাধারণ লোকের মতো সুনীতিজনিত সিদ্ধি থেকে ভ্রষ্ট না করে।৪২

তিতিক্ষা উত্তরকালে অত্যন্ত উপকারী, প্রভূত কর্মফলের জনক, নিজে অবিনশ্বর কিন্তু শত্রুনাশকারী। তিতিক্ষার (ক্ষমার) মতো অন্য কোন সাধন নাই।৪৩

অতি-মানীদের মতো অগ্রণী যাদবেরা অকৃত্রিম স্নেহে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। তাই আমাদের ছেড়ে তাঁরা বেশিদিন দুর্যোধনের বশে থাকবেন না।৪৪

এই বৃষ্ণিদের যাঁরা যথার্থ সুহৃদ এবং অন্যেরা যাঁরা এঁদের মত লঙ্ঘন করেন না, তাঁরা উভয়েই নিজেদের স্বার্থে যেন বিনয়ছলেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে কালযাপন করতে দিচ্ছেন।৪৫

নির্দিষ্টকালের আগেই যদি তুমি দুর্যোধনকে আক্রমণ কর, তাহলে সূর্য যেমন পদ্মফুলগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তেমনি তা (সেই আক্রমণ) এই রাজাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে। (এঁদের মিত্রপক্ষ হিসেবে আমরা পাব না)।৪৬

গর্বোদ্ধত দুর্যোধন রাজাদের অপমান করবেন, ফলে তারা দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করবেন। সাধারণ মানুষও যখন অপমান সহ্য করে না, তখন লোকোত্তর প্রতাপের অধিকারী যাঁরা সেই রাজাদের কথা না বললেও চলে।৪৭

যাঁরা স্বভাবত অহঙ্কারী কিন্তু অকৃতকার্য, তাঁদের গর্ব সাময়িক বিনয়ে কিছুটা

সংযত হলেও সম্পদই সেই গর্বকে বাড়িয়ে তোলে।৪৮

মত্ততা ও অহঙ্কারে সমৃদ্ধত রাজাকে মূঢ়তা কখনও পরিত্যাগ করে না। অতিমূঢ় নীতিপথ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়। আর নীতিহীনের প্রতি সকলেই বিরক্ত হয়।৪৯

বিশাল তরু বায়ুতাড়িত হলে এবং ক্রমশ শীর্ণ ও বিচ্ছিন্নমূল হলে সহজেই উৎপাটনযোগ্য হয়। তেমনি আক্রোশ বা বিদ্বেষ বশে যার স্বজনেরা আকুল, সে প্রবল হলেও সহিষ্ণু ব্যক্তি তাকে অনায়াসে উন্মূলিত করতে পারেন।৫০

অমাত্যাদি অন্তঃপ্রকৃতির ক্রোধজাত সামান্য শত্রুতাও প্রভুকে বিনষ্ট করে। তরু-শাখার ঘর্ষণজনিত সামান্য অগ্নিও সমস্ত পর্বতকে দগ্ধ করে।৫১

প্রাজ্ঞ দুর্বিনীতের সমৃদ্ধিকে উপেক্ষা করবেন। কারণ কোন রন্ধ্র পেলে তাকে সহজেই জয় করা যাবে। দুর্বিনীতের সম্পদই পরিণামে বিপদ বয়ে আনে। ৫২

দুর্ব্যবহারের দরুন বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের ভেদে দুর্বল নৃপমণ্ডলকে সন্নিহিত অন্য কোন রাজা পরাজিত করে আত্মসাৎ করে, নদীর স্রোত যেমন পতনোন্মুখ তটদেশকে গ্রাস করে তেমনি।৫৩

বেদব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠিরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

এইভাবে যুধিষ্ঠির যখন ব্যাকুল ভীমসেনকে শান্তভাবে নীতিপথের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন পরাশরতনয় বেদব্যাস[১২] স্বয়ং অভীপ্সিত অর্থের মতো তাঁর কাছে এলেন।৫৪

ঋষিবর মধুর দৃষ্টিতে চঞ্চল পশুপাখিদের শান্ত করে কলুষনাশন এমন তেজ ধারণ করলেন যা অগ্নিতুল্য হলেও দুর্নিরীক্ষ্য হল না।৫৫

তপস্যার উৎস বিপদ্‌বারণ-দেহধারী পুণ্যরাশির মতো সমাগত সেই ঋষিকে যুধিষ্ঠির সবিস্ময়ে দর্শন করলেন।৫৬

তারপর রাজা সিংহাসন থেকে উঠলেন। উত্থানবেগে তাঁর রক্তবর্ণ বল্কলের প্রান্ত কম্পিত হওয়ায় তিনি সূর্যের মতো শোভা ধারণ করলেন, যে সূর্য ঈষৎ কপিলবর্ণ রশ্মি বিকীর্ণ করে সুমেরু পর্বত থেকে উদিত হচ্ছেন।৫৭

স্থিরচিত্ত রাজা ঋষিপ্রবরকে ঋষিজনোজিত এবং গুরূপদিষ্ট অভ্যর্থনা করলেন। তারপর তাঁর আদিষ্ট আসনে উপবেশন করে, সংযম যেমন শাস্ত্রজ্ঞানকে অলংকৃত করে, সেইভাবে মুনির আসনকে অলংকৃত করলেন।৫৮

রাজার ওষ্ঠ স্মিতহাস্যের কিরণে উদ্ভাসিত হল। তিনি তখন বিকীর্ণতেজা মুনির সম্মুখে উপবিষ্ট রশ্মিজালবিস্তারী বৃহস্পতির সম্মুখে পূর্ণচন্দ্রের শোভা ধারণ করলেন।৫৯

॥ কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যে ব্যাসসমাগম নামে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

ঋষি উপবেশন করলেন। চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া জ্যোতিঃপুঞ্জে তাঁকে উন্নততর বলে মনে হচ্ছিল। শ্যামবর্ণ দেহ পিঙ্গলবর্ণ জটা ধারণ করায় তাঁকে বিদ্যুৎ-সমন্বিত মেঘের মতো দেখাচ্ছিল।১

প্রসাদসমৃদ্ধি ধারণ করে শোভমান ছিলেন তিনি। লোকাতীত দেহকান্তিতে তিনি অপরিচিতদের অন্তরেও আকস্মিক স্নেহভাবের উদ্রেক করেছিলেন।২

প্রশান্ত আকৃতিতে তিনি তাঁর অন্তঃকরণের পবিত্র ভাব প্রকাশ করেছিলেন এবং স্মিত বিশ্বস্ত দৃষ্টিতে তিনি যেন সকলকেই সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন।৩

ধর্মপ্রতিপাদিকা পাপনাশিনী শ্রুতিসমূহের প্রবর্তক সেই ঋষি (বেদব্যাস) সুখে উপবেশন করলে ধর্মপুত্র (যুধিষ্ঠির) তাঁর আগমনের কারণ জানতে ইচ্ছুক হয়ে বললেন।৪

যুধিষ্ঠিরের সম্ভাষণ

আপনার দর্শনলাভ মঙ্গলাবহ এবং রজোনাশক! যারা পুণ্যার্জন করেনি তাদের পক্ষে এ দর্শন দুর্লভ। নির্মেঘ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের মতো হঠাৎ আপনার এই দর্শনলাভ কোন মঙ্গলের কারণ হবে।৫

আজ আমার যজ্ঞানুষ্ঠান সফল হল। আজ ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ সফল হল। আপনি এখানে এসেছেন বলে আমি জগতে আজীবন সম্মানপাত্র হলাম।৬

লোকগুরুর (ব্রহ্মার) মতো আপনার অমোঘ দর্শন সম্পদকে আকৃষ্ট করে, পাপ দূর করে, কীর্তি বিস্তারিত করে। আপনার দর্শনে কী না হতে পারে?৭

অমৃতবর্ষী চাঁদকে দেখে আমার যে চোখ পরিতৃপ্ত হয় না, তা আজ আপনার সান্নিধ্যে আনন্দিত হয়েছে। আমার হৃদয় বান্ধবদের বিচ্ছেদবেদনা ভুলে যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছে।৮

আমার জিজ্ঞাসা নিরর্থক, কারণ আপনার মতো নিঃস্পৃহ পুরুষের আমাদের কাছ থেকে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে? তবু আপনার কল্যাণকারিণী বাণী শোনবার ইচ্ছাই আমাকে মুখর করছে।৯

উদারচেতা রাজার এই বিশেষ রমণীয় সম্ভাষণ শুনে দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) জয়-লাভের উপায় চিন্তা করে এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলতে লাগলেন।১০

বেদব্যাসের বাণী

যাঁরা ইহলোকে ও পরলোকে কীর্তিমণ্ডিত উত্তম ঐশ্বর্যলাভে অভিলাষী তাঁদের উচিত বন্ধুদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা। আর আমাদের মতো তপস্বীদের পক্ষে তো সেই সমব্যবহার একান্ত কর্তব্য বলেই নির্ধারিত।১১

কিন্তু হে রাজন্। আমার মন সর্বত্র ভেদদৃষ্টিহীন হলেও তোমার গুণাবলীর আকর্ষণে তোমারই অধীন হয়েছে। কারণ, বিষয়বিরাগী, মুক্তিভাগী পুরুষেরাও সজ্জনদের প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়ে থাকেন।১২

তোমরা কি সেই রাজার (ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রতুল্য নও? দুর্যোধনকে কি তোমরা

গুণে অতিক্রম করো নি? তবু যে তিনি তোমাদের ত্যাগ করেছেন, তার কারণ বিষয়-তৃষ্ণা; যা মানুষকে সবলে মোহিত করে।১৩

যিনি সংশয়ে কর্ণাদি পুরুষের পরামর্শই গ্রহণ করেন, অর্থসিদ্ধ সেই ধৃতরাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করবে না কেন? কারণ অসাধুসংসর্গ জয়ের প্রতিবন্ধক এবং সর্বনেশে বিপদের কারণ।১৪

শত্রুসভা যখন ধর্মভ্রষ্ট হল (সভায় দ্রৌপদী যখন লাঞ্ছিতা হলেন), তখন তুমি চিরদিন ধর্মভার ধারণ করে বিপদেও শমাদিগুণে অবিচলিত অনুরাগ প্রকাশ করেছ!১৫

শমই যার একান্ত অবলম্বন সেই তোমার ক্ষতি করতে গিয়ে শত্রুরা নিজেরই ক্ষতি করেছে। তারা তোমার চরিত্রের উৎকর্ষ প্রকাশ করে তোমার বরং উপকারই করেছে।১৬

তোমাকে বিক্রমেই ধরিত্রী লাভ করতে হবে। বিপক্ষ এখন শৌর্য ও অস্ত্রবলে বলীয়ান্। তাই শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। কারণ জয়শ্রী শক্তিমানেরই অধীন হয়ে থাকেন।১৭

যিনি একুশবার (ক্ষত্রিয়) রাজাদের ধ্বংসসাধন করেছিলেন সেই জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম[২] গুরু[৩] হয়েও তাঁর শিষ্যের (ভীষ্মের) শৌর্যে পরাজিত হয়ে বুঝেছিলেন—(শৌর্যাদি) গুণের প্রকর্ষ সৎপাত্রেরই আয়ত্ত।১৮

অন্যের কথা দূরে থাকুক, যমও যাঁর কাছে দুর্বলতার দরুন লজ্জিত হয়ে পরাজিতের মতো থাকছেন, সেই ভীষ্ম রণাঙ্গনে ধনুক কম্পিত করলে কার মনে না ভীতির উদ্রেক হয়?১৯

যিনি যুদ্ধে শরজাল সৃষ্টি করে ক্রোধে প্রজ্বলিত, যাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন প্রলয়াগ্নি—লেলিহান শিখার জিভ দিয়ে যা পৃথিবীকে গ্রাস করবে, যুদ্ধে সেই গুরুকে (দ্রোণকে) তোমাদের মধ্যে কে সহ্য করতে পারবে?২০

ক্রোধোদ্দীপ্ত আকৃতিতেই যিনি অন্যের ধৈর্য নাশ করেন (বিচলিত করেন), যিনি পরশুরামের আরাধনা করেছেন, সেই রাধাসুতকে[৪] (কর্ণকে) দেখলে যমরাজও এক অপরিচিত ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়েন!২১

দানের উপযুক্ত পাত্র হে রাজন্! কপিধ্বজ (অর্জুন) যে বিদ্যায় দুষ্কর তপস্যা করে অস্ত্র লাভ করে এঁদের (ভীষ্মাদি বীরদের) উচ্ছেদ সাধন করেন, মহত্ত্বলাভের জন্য মহাশক্তি দেবতাদেরও আরাধ্য মহাপ্রভাবশালিনী সাক্ষাৎ সিদ্ধির মতো সেই বিদ্যা দান করব বলেই আমি এসেছি।২২-২৩

একথার শেষে 'যাও, সাধন করো' অজাতশত্রুর (যুধিষ্ঠির) এই আদেশ পেয়ে জিগীষু অর্জুন সবিনয়ে প্রসন্ন ঋষির কাছে এলেন।২৪

অর্জুনের ধ্যানবিধি লাভ

তারপর প্রভাতরম্য সূর্যের বিম্ব থেকে যেমন জ্বলন্ত রশ্মি নির্গত তেমনি হয়, মহর্ষির মুখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো পবিত্র বিদ্যা অর্জুনের মুখে প্রবেশ করল।২৫

তিনি যোগ্যতম তাঁকে (অর্জুনকে) তপস্যার প্রভাবে মুহূর্তে সেই ধ্যানবিধি দান করলেন, যার বলে (সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি) তত্ত্বের[৫] উপলব্ধিতে তাঁর নয়ন যেন দীর্ঘকাল উন্মীলিত রইল।২৬

মুনি মহাসৌভাগ্যসূচক অন্তঃপ্রেরণার অনুরূপ আকৃতিতে শোভমান অর্জুনকে

বিজয়লাভের জন্যে তপস্যায় নিযুক্ত করবার অভিলাষ নিয়ে বললেন।২৭

মহর্ষির নির্দেশ

এই যোষবলে বর্ধিত তেজ ধারণ ক'রে নিজের পথে অন্য কাউকে আসতে না দিয়ে সংযত হয়ে জপ উপবাস স্নান ইত্যাদি ঋষিকর্ম পালন করো।২৮

পর্বতপক্ষচ্ছেদী ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভের জন্যে যে রম্যশিখর ইন্দ্রনীল পর্বতে তুমি দুষ্কর তপস্যা করবে, এই গুহ্যক মুহূর্তেই তোমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাবে।২৯

মহেন্দ্রনন্দনকে (অর্জুনকে) একথা বলতে বলতে মহর্ষি অন্তর্হিত হলেন। যক্ষানুচর গুহ্যকও ঋষির মূর্তিমান্ আদেশের মতো অর্জুনের কাছে এল।৩০

সেই যক্ষ প্রিয়ভাষী জয়শীল অর্জুনকে প্রণাম করল এবং বন্ধুজনের মতো তার প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত হল। কারণ—সজ্জনের সঙ্গ অবিলম্বে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়।৩১

অর্জুনের আসন্ন বিচ্ছেদে পাণ্ডবপরিবারে বিষাদ

সূর্য-পরিত্যক্ত সুমেরুপর্বতের উজ্জ্বল (সুবর্ণত্বের জন্যে) কুঞ্জগুলোতে অন্ধকার এসে যেমন অল্প অল্প করে প্রবেশ লাভ করে, বিজয়লাভের জন্যে অর্জুন প্রস্থান করলে তার বিচ্ছেদজনিত শোক অনেক কষ্টে উদ্ভূত হয়ে বিবেকবান্ পাণ্ডবদের ক্রমে ক্রমে আশ্রয় করল। (তাঁরা বিবেকবান্ বলে তাঁদের হৃদয়ে শোকের প্রবেশলাভ সহজে ঘটে নি)।৩২

কর্তব্যের গুরুত্বের কথা নিঃসংশয়ে চিন্তা করে পাণ্ডবেরা (ভীমাদি চারজন) শোকভার দূরে করেছিলেন বটে, কিন্তু স্নেহে সেই শোকভারকে টেনে এনে তাকে (চার জনের মধ্যে) ভাগ ক'রে নিলেন। ফলে, তা দুঃসহ হলেও বিভক্ত হওয়ায় সকলের কাছেই লঘু বলে মনে হল[৬]।৩৩

স্বাভাবিক ধৈর্য, মহর্ষির কথায় আস্থা, শত্রুজনিত তীব্র ক্রোধ এবং অর্জুনের বীরত্ব সম্বন্ধে ধারণার দরুন শোক তাঁদের হৃদয়ে ঠাঁই পেল না।৩৪

অন্ধকার যেমন প্রকাশমান দিনের চারটি প্রহরকে অতিক্রম করে একরাশিভূত কৃষ্ণাকে (কৃষ্ণপক্ষ রজনীকে) আশ্রয় করে, অর্জুনের বিচ্ছেদজনিত দুঃখও তেমনি মহাতেজা চারজন পাণ্ডবকে ত্যাগ করে কৃষ্ণাকে (দ্রৌপদীকে) আশ্রয় করল।৩৫

অর্জুনকে দর্শন করবার ইচ্ছা অব্যক্ত না থাকলেও অমঙ্গলভয়ে তিনি (দ্রৌপদী) তুষারাচ্ছন্ন পদ্মের মতো তাঁর বাষ্পাকুল নয়ন দুটি উন্মীলনে অসমর্থ হলেন।৩৬

অর্জুনের সেই অকৃত্রিম প্রেমরসাভিরাম দর্শনীয় রমণী-দৃষ্টি প্রসন্নতার অঞ্জলি দিয়ে পর্যাপ্তভাবে পাথেয় রূপে গ্রহণ করলেন।৩৭

বন্যগজের অবতরণে আবিল গ্রীষ্মের নদীর মতো ধৈর্যচ্যুতিতে বিচলিতা রাজনন্দিনী (দ্রৌপদী) অতিকষ্টে রোদন সংবরণ করে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন।৩৮

দ্রৌপদীর উক্তি

শত্রুকৃত পঙ্কতুল্য কপটতায় মগ্ন গৌরবমঙ্গল উদ্ধার করতে গিয়ে দুঃখহর তপস্যার সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ো না।৩৯

যশ লাভের জন্যে, সুখলিপ্সায় অথবা অমানুষিক কোন কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ নিরুদ্বেগ পুরুষের সিদ্ধি অনুরক্ত কান্তার মতো কক্ষলগ্ন হয়।৪০

ব্রহ্মা সংসাররক্ষার জন্যে যে বিজয়শীল ক্ষাত্রতেজ সৃষ্টি করেছিলেন সেই তেজরূপ

সম্পদকে যা অপহরণ করে এবং বিজয়ই একমাত্র বৃত্তি এমন তেজস্বিতার প্রাণপ্রিয় গর্ব যা বিনষ্ট করে, আপ্তজন বললেও প্রথমে সন্দেহ করে এবং পরে কাঠিন্য নিয়ে লজ্জাবনত রাজারা যা স্বীকার করে নেন, পৃথিবীতে চন্দ্রাতপের মতো বিস্তৃত তোমাদের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী যশকে যা সংকুচিত করেছে, তোমাদের পূর্বকৃত পরাক্রমের কাজকে যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দিনের অন্তিম অংশ যেমন সূর্যকিরণে দৈর্ঘ্য নাশ করে তেমনি যা তোমাদের উত্তরকালকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করেছে! আমার উপর সবলে প্রযুক্ত যা স্মরণে আনাও কণ্টকর, সহ্য করার কথা না হয় না-ই বললাম, সেই কেশাকর্ষণরূপ পরাভব তোমার বিচ্ছেদে আমার শুষ্ক ক্ষতকে আর্দ্র করে আবার নতুন করে তুলবে।৪১-৪৪

দাঁত ভেঙে গেলে হাতির যেমন দুঃসহ দশা হয়, অহঙ্কারচ্যুত হয়ে তাই হয়েছে তোমার, শরৎ-মেঘে আচ্ছন্ন প্রভাতের মতো শত্রুতাপে তোমার তেজ অন্তরিত, নিষ্ক্রিয়তায় তোমার অস্ত্র আজ যেন লজ্জিত এবং অকেজো, আগের মতো অস্ত্রগরিমায় তুমি আর দীপ্যমান নও কীর্তিক্ষয়ে ক্ষীণবল জলাশয়ের মতো অন্যরূপ ধারণ করেছ। তোমার শৌর্যবীর্যকে তিরস্কার করছে আমার এই অসংযত কেশপাশ, যা আজ অনাথ, দৈবসর্বস্ব এবং দুঃশাসনের আকর্ষণরূপ-ধূলিতে ধূসরিত। তুমি কি সেই অর্জুন ?৪৫-৪৭

তিনি ক্ষত্রিয় যিনি সজ্জনদের ক্ষত থেকে ত্রাণ করেন, যার কর্মে শক্তি তা ই কার্মুক! যিনি এই দুইটি শব্দকে সাধারণ অর্থে ধারণ করেন, তিনি এ-দুটিকে ব্যুৎপত্তিহীনতার দোষে দুষ্ট করবেন।৪৮

হে পার্থ, সত্তামাত্রে পর্যবসিত তোমার নিষ্প্রভ গুণাবলী সমদুঃখভাগী হয়েই যেন তোমার অভ্যুদয়ের অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে সমরূপতা লাভ করেছে।৪৯

শত্রুরা তোমার অনবধানতায় তোমাকে অভিভূত করেছে, সিংহের অনবধানতায় হাতিরা তাকে অভিভূত করে তার জটাজাল বিক্ষিপ্ত করলে তার যেমন দশা হয়, তোমারও তাই হয়েছে! শোভায় জন্যে দিন যেমন সূর্যের শরণাপন্ন হয়, তোমার যোগ্যতার জন্যে, এই (কঠিন) কার্যভারও তোমাকেই আশ্রয় করছে।৫০

যিনি সর্বাতিশায়িনী যোগ্যতাকে ক্রিয়ায় সফল করে তোলেন, সভায় পুরুষ-গণনার প্রসঙ্গ এলে তিনি দ্বিতীয়াদি (দ্বিতীয়, তৃতীয়) পূরণ সংখ্যায় সংখ্যাত হন না। (অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় বলেই গণ্য হন)।৫১

হে পার্থ! কারণ না থাকলেও প্রিয়জনের যে-সব বিঘ্ন আশঙ্কায় তোমার মন বিচলিত হচ্ছে, জয়ের জন্যে যাত্রা করলে দেবরাজ সেই সব বিঘ্ন দূর করবেন।৫২

যদিও নিরুপদ্রব দেশে তোমাকে বহুদিন একাকী বাস করতে হবে, তবু তুমি দৌর্বল্য আশ্রয় কোরো না। কারণ ঈর্ষ্যারোগে দূষিত চিত্ত সজ্জনদেরও ক্ষতি করতে পারে।৫৩

তাই তুমি মহর্ষির আদেশ অবিলম্বে পালন করে আমাদের মনোরথ সফল করো। সফল হয়ে প্রত্যাগত তোমাকে আমি স্তনপীড়ন করে অর্থাৎ নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে চাই।৫৪

অর্জুনের তপোযাত্রা

যাজ্ঞসেনী (দ্রৌপদী) অর্জুনকে এসব কথা বলায় তাঁর মনে স্বজনকৃত পরাভবের গ্লানি যেন নতুন হয়ে উঠল। তিনি উত্তরদিগাশ্রয়ী সূর্যের মতোই দেদীপ্যমান হলেন।৫৫

তারপর অর্জুন শত্রুদের যেন সম্মুখেই দেখতে লাগলেন। পুরোহিত (ধৌম্য) তাঁর অস্ত্ররাজিকে মন্ত্রপাঠ করে একত্রিত করলেন। অভিচার-ক্রিয়ায় প্রযুক্ত স্বাভাবিক মন্ত্রও যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ; সৌম্যাকৃতি হলেও তিনি তেমনি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলেন।৫৬

শত্রুরা যার আকর্ষণ লংঘন করতে পারে নি, যার জ্যা-ধ্বনি ও প্রয়োগ চিরপ্রসিদ্ধ সেই ধনুক এবং শত্রুর দৃষ্টিপথে অনাগত (কারণ রণে কখনও তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না) তীক্ষ্ন দুটি খড়্গযুক্ত মহানিষঙ্গ ধারণ করে এবং যা ইন্দ্রের অস্ত্রাঘাতজনিত ক্ষতকে যক্ষের মতো লুকিয়ে রাখে এবং রত্নখচিত ব'লে যা জ্যোতির্ময়-আকাশের মধ্যবর্তী বলে মনে হয়, সেই বর্ম পরিধান করে অর্জুন যক্ষনির্দেশিত মঙ্গলময় হিমালয়ের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। (দ্বৈতবনবাসী) তপস্বীরা ক্ষণকালের জন্যে সাশ্রুনেত্র হলেন। তিনি তাঁদের হৃদয়কে বিষণ্ণ করে চললেন।৫৭-৫৯

সমস্ত দিক দিব্য দুন্দুভিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হল, আকাশ দিব্যকুসুম বর্ষণে সুশোভিত হল। তরঙ্গবাহু বিস্তার করে সমুদ্র আনন্দরোমাঞ্চিত পৃথিবীকে প্রিয়কথা বলবার জন্যে যেন আলিঙ্গন করল।৬০

॥ কিরাতার্জুনীয়-মহাকাব্যে 'ধনঞ্জয়-প্রস্থান' নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ সর্গ × × × × × × × × × × × ×

অর্জুনের চোখে শরৎ-প্রকৃতি

তারপর জনপ্রিয় অর্জুন জনসমক্ষে পৃথিবীকে পেলেন, যে পৃথিবী কূজনরত কলহংসরূপ মেখলায় মণ্ডিতা এবং পক্বশস্যে পাণ্ডুবর্ণা। এ পৃথিবীকে তিনি যেন সখীসমক্ষে প্রাপ্তযৌবনা প্রিয়ার মতোই পেলেন, যে-প্রিয়া কূজনরত কলহংসের মতো মেখলায় মণ্ডিতা।১

অর্জুন পল্লীপ্রান্ত স্থিত ভূখণ্ডগুলো দেখে আনন্দিত হলেন। মনে হল—শরৎ-কালের গুণসম্পদকে তিনি যেন উপহাররূপে পেলেন। এই ভূখণ্ডগুলো বিনম্র কলম-ফলে শোভিত, কাদাও নেই সেখানে। জল যেখানেই আছে, তা পদ্মে সুশোভিত।২

কোন কোন জায়গায় সরোবরের জলে শফরীরা স্ফুরিত হচ্ছিল। সরোবরেরা যেন তাদের কমলনয়ন মেলে তা দেখাচ্ছিল। এই শফরী-স্ফুরণ প্রণয়িনীর দৃষ্টিবিভ্রমকে হরণ করে অর্জুনের মন হরণ করছিল।৩

তিনি সপদ্ম জলে কলমধানের সৌন্দর্য দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। যোগ্য-সমাগম দুর্লভ। তা পেলে উৎকর্ষরূপ সম্পদকে কে না অভিনন্দিত করে?৪

ক্ষৌমবস্ত্রের মতো শুভ্রবর্ণ ভঙ্গিল নদীতট দেখে তিনি আনন্দিত হলেন, যে-তটে শীর্ণ জল মৃদুবেগে বয়ে যাওয়ায় ঢেউয়ের দাগ পড়েছে।৫-৬

কোথাও শালিধানপালিকা রমণী সূক্ষ্ম কেসররেণুতে ভূষিত মনোরম ভ্রূযুগলের মধ্যেকার কন্দুক-পুষ্পকে লাক্ষারাগে রক্তবর্ণ নিজের অধরপল্লবের শোভার সঙ্গে সমান করে তুলেছে। স্ফীত স্তনদুটির চারিদিকে অরুণরাঙা পদ্মপরাগ নিক্ষেপ করেছে, প্রসর্পিত ঘর্মজলে তা শোভাময় হয়েছে। তার নয়নের সৌন্দর্যে সে তার কপোললগ্ন

অবতংস-পদ্মের শোভা সম্পাদন করছে। তা দেখে পাণ্ডুনন্দন মনে করলেন—শরৎ কৃতার্থ ।৭-৯

গাভীরা শেষরাতের চারণভূমি থেকে ফিরতে গিয়ে বেগে মাটিতে দৌড়াতে পারছিল না। বৎসদের কথা মনে পড়ায় তাদের স্থূল স্তনগুলো থেকে দুধ ঝরছিল। এই গাভীরা অর্জুনকে দর্শনোৎসুক করে তুলছিল ।১০

অর্জুন দেখলেন—একটি বড়ো ষাঁড় আর-একটা ষাঁড়কে পরাস্ত করে জয়শ্রী লাভ করে উচ্চনাদ করতে করতে নদীতটে ক্ষত উৎপাদন করে ছুটে আসছে। তার শরীরে ছিল শরৎকালোচিত পুষ্টি। দেখে মনে হচ্ছিল—সে যেন মূর্তিমান্ অহঙ্কারের মতো !১১

শরতের নদীতটগুলো থেকে তুষারধবল গাভীগুলো ধীরে ধীরে সরে গিয়েছে, শুভ্রদুকুল-সরে-যাওয়া নিতম্বের মতো সেই সব পুলিন অর্জুনের কৌতূহল জাগালো ।১২

অর্জুন দেখলেন—গাভীদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রাখালেরা। এক সঙ্গে জন্ম হয়েছে বলে এই গাভীদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা জন্মেছে। বনকেই তারা সাদরে গৃহ বলে মনে করে। সরলতায় ওই গাভীদের সঙ্গেই ওরা তুলনীয়[২] ।১৩

অর্জুন গোপিকাদের মন্থনরত দেখলেন। তাদের মুখ বিস্রস্তকেশরূপ ভ্রমরে সমাকুল, স্মিতহাস্যে দন্তরূপ কেশর ঈষৎ প্রকাশিত, চঞ্চল কুণ্ডলরশ্মিতে রঞ্জিত ছিল বলে অরুণকিরণের ছোঁয়ালাগা পদ্মের মতোই দেখাচ্ছিল মুখগুলো। মাঝে মাঝে নিশ্বাস বন্ধ করছিল বলে তাদের ঠোঁট কাঁপছিল। তখন একটি পল্লব কাঁপা লতার মতো তাদের দেখাচ্ছিল। তারা যে সুন্দরভাবে পা ফেলে মন্থনের দড়ি টানাটানি করছিল, তাতে তাদের মাজা ঘুরছিল এবং নিতম্ব দুলছিল। মন্থনের দণ্ড ঘোরায় দুধের ভাঁড়গুলো বারবার কেঁপে কেঁপে মৃদঙ্গের মন্থরধ্বনি তুলছিল, তাতে ময়ূরীরা বিচলিত হয়েছিল। গোপিকাদের স্থূলস্তন একটু একটু কাঁপছিল এবং পরিশ্রমে তাঁদের চোখগুলো ক্লান্ত হয়েছিল। অর্জুন ঐসব বল্লবীদের বারবনিতার মতো দেখতেই থাকলেন[৩] ।১৪-১৭

পথগুলো আগেকার (বর্ষার) বক্রতা (দুর্গমতা) ত্যাগ করে এখন সুগম হয়েছে। ষাঁড়েরা পথের ধারেও শস্যগুলো খেয়ে ফেলেছে। রথের চাকার চলনে দুভাগে ভাগ করা কাদা জমাট বেঁধেছে, অনবরত চলতে চলতে সমস্ত পথই পৃথক্ হয়েছে। অর্জুন এমনি পথ ধরে যেতে লাগলেন ।১৮

অর্জুন গ্রামগুলিতে পুষ্পিত গৃহলতা দেখলেন সাগ্রহে। যাদের কাজ নিন্দিত নয়, যাদের ভাব, ইঙ্গিত আর ভূষণ সহজসরল, সেইসব মানুষই এই গৃহলতা লাগিয়েছে। ওগুলো আশ্রমমণ্ডপের মতোই দেখাচ্ছে ।১৯

তারপর সেই যক্ষ শরৎকালের গুণশ্রী দেখে শরদ্গুণদর্শনে লুব্ধদৃষ্টি অর্জুনকে, তিনি জিজ্ঞাসা না করলেও, নিজে থেকেই বলতে লাগল। কারণ, যে ইঙ্গিত বোঝে সে সময় এলে চুপ করে থাকে না ।২০

যক্ষ বলল, হে পার্থ ! মঙ্গলময়ী নিয়তির ফলদানকালের মতো, শরৎ তোমার জয়শ্রী বৃদ্ধি করুন, যে-শরৎ সফলভাবে কৃষিকর্মাদি নির্বাহ করে, যে-শরতে জল হয় নির্মল, আর মেঘ হয় জলহীন ।২১

পরিণামরম্যতা শস্যকে, অনৌদ্ধত্য নদীকে এবং পঙ্কহীনতা পৃথিবীকে আশ্রয়

করেছে। তবু এখন শরতের নতুন গুণরাশি পূর্বপরিচয়ে দৃঢ় হলেও বর্ষালক্ষ্মীর প্রেমকে নিষ্ফল করে দিচ্ছে।[৪] ।২২

বলাকা উড়ছে না, ইন্দ্রধনু নিয়ে মেঘও উঠছে না, তবু শরতের আকাশ সুন্দর শোভা ধারণ করেছে। কারণ, যা স্বভাবতই সুন্দর, তা তো আরোপিতগুণের অপেক্ষা করে না[৫] ।২৩

বর্ষাঋতুরূপ পতির বিরহে দিগঙ্গনাদের কৃশতা প্রকাশিত হয়েছে। পয়োধর (মেঘ ও স্তন) হয়েছে পাণ্ডুর, বিদ্যুৎ-রূপ স্বর্গমালিকাও তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।[৬]২৪

ময়ূরের সে মত্ততা নেই তাই তার উচ্চারিত উচ্চ রব এখন অশ্রাব্য, কান এখন সেই কেকাধ্বনিতে নিঃস্পৃহ হয়ে মত্তমরালের কূজনকে আশ্রয় করছে। কারণ, প্রীতির ব্যাপারে গুণই সব, পরিচয় নয় ।২৫

ঐসব স্থূলগুচ্ছ পক্বতায়-স্বর্ণবর্ণ শালি আলের-জলে ফোটা নীলপদ্মের সঙ্গ নেবার জন্যেই যেন নত হয়ে পড়েছে। নীলোৎপলগুলোর গন্ধই তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল ।২৬

যক্ষের শরদ্বর্ণনা

এ সময়ের জল পদ্মলতার প্রভায় রঞ্জিত যা পদ্মপাতার শোভায় মিশে গিয়েছে এবং উজ্জ্বল শালির শিষে তা পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছে। এইভাবে নানা বর্ণে মিশে তা ইন্দ্রধনুর খণ্ডের মতো শোভা পাচ্ছে। ফুলের-হাসি-ভরা বনরাজিরূপ রমণীরা স্বচ্ছ বাণ-ফুলেয় চোখ মেলে বায়ুতাড়িত শুভ্র সপ্তবর্ণ পরাগের উত্তরীয় ধারণ করছে। আকাশপথের ভিতর দিক জলকণায় ভরে গিয়েছে। আকাশে বিদ্যুতের চমক এখন আর নেই। সাদা মেঘে তার দীপ্তি তিরোহিত হয়েছে। পদ্ম-ছোঁয়া হাওয়ায় সে পথ রমণীয় হয়েছে। মরালেরা এই পথেই ছুটে যাচ্ছে। মেঘরোধহীন প্রসন্ন দিক্‌গুলো যেন তার ধ্বনিতে গ্রথিত হয়ে পরস্পর আলাপনে রত ।২৭-৩০

কতকগুলো গাভী শেষ রাতের বিচরণভূমি থেকে উৎকণ্ঠিত হয়ে গোষ্ঠের দিকে আসতে গিয়ে যূথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের স্তনগুলোতে অবাধে দুগ্ধ ক্ষরণ হচ্ছে। তারা যেন ঐ স্তনগুলো সন্তানদের উপহারের জন্যে বয়ে আনছে ।৩১

ঐ গাভীরা জগতের কারণ এবং জগতের একমাত্র পূতকারিণী। বৎসদের নিয়ে গোষ্ঠের কাছে উপনীত ওই গাভীরা মন্ত্রযোজিত আহুতির মতো পরম দ্যুতিতে শোভিত হলো ।৩২

সম্মুখের মৃগীরা মধুরকণ্ঠী গোপীদের ময়ূরকণ্ঠজয়ী গীতরবে তন্ময় হয়েছে। প্রবল বুভুক্ষা ত্যাগ করছে তারা, শস্যের দিকে আর যাচ্ছেই না ।৩৩

ঐ কলম শিষ নোয়ালেও অনাদরিণী পদ্মিনী তাকে উপেক্ষা করায় সহচর জলের সঙ্গে শুকোতে শুকোতে কামসন্তপ্তের মতো একান্ত পাণ্ডুর হয়েছে ।৩৪

পদ্মরাগবাহী জলকণাহারী বায়ু ঐ ভ্রমরদের আকর্ষণ করছে। বিপদ এলে দুষ্কর্মারা যেমন গন্তব্য ঠিক করতে পারে না, ঐ ভ্রমরদেরও সেই দশা হলো ।৩৫

প্রস্ফুটিত শিরীষের মতো কোমলাকৃতি শুকপাখিরা পদ্মরাগের মতো রক্তিম মুখে পিঙ্গল কলমশাখা ধারণ করে ইন্দ্রধনুর শোভার অনুকরণ করছে ।৩৬

যক্ষ এসব কথা বলতে থাকলে অর্জুন অনতিদূরে সূর্যরশ্মিকে আড়াল-করা হিমালয়কে দেখতে পেলেন যাকে জলভারমুক্ত শুভ্র মেঘের মতোই মনে হচ্ছিল ।৩৭

দীর্ঘ বনরাজিতে হিমালয়ের সন্নিহিত ভূভাগগুলো শ্যামল শোভা ধারণ করেছে, উপরে হিমস্তূপ থাকায় তা শুভ্রবর্ণ হয়েছে। অর্জুন এমন হিমালয় পর্বত দেখে মদরাগহীন নীলাম্বরপরিহিত হলায়ুধের শোভা স্মরণ করলেন।৩৮

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'শরদ্বর্ণন' নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × **পঞ্চম সর্গ** × × × × × × × × × × × × ×

হিমালয় বর্ণনা

তারপর অর্জুন হিমালয়ে প্রস্থান করলেন। ঐ উন্নত হিমালয় কি মেরুপর্বতকে জয় করবার জন্যে, না বেগাতিশয্যে দিগ্‌দিগন্ত দেখবার জন্যে, না কি নভোমণ্ডল অতিক্রম করবার জন্যে সমুৎপতিত ?১

তার এক অংশ সূর্যকিরণে প্রকাশিত, আর-এক অংশ সর্বদা রাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই অট্টহাসিতে সম্মুখের অন্ধকারনাশী গজচর্মপরিহিত শিবের মতোই তা অবস্থিত।২

ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং সুরলোকবাসীরা ওই হিমালয়ে বাস করছেন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছেন না। শিব যেন তাকে জগতের প্রতিনিধিরূপে নির্মাণ করেছেন।৩

তার গগনচুম্বী শিখররাজি সর্পরাজের মতো শুভ্র এবং সানু স্বর্ণরাজিতে বিরাজিত। তাই তারা বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘমালাকে সৌন্দর্যে পরাজিত করে। এমন শিখররাজিতে হিমালয় মণ্ডিত।৪

ঐ হিমালয় নগরের মতো নানা ভূভাগ ধারণ করছে, যা মণিকিরণরূপ পরিচ্ছদে সমুজ্জ্বল। পুরাঙ্গনারা সেখানে লতাগৃহগুলো উপভোগ করছে। উচ্চ শিলাস্তর পুরদ্বারের মতো দেখাচ্ছে। অনেক সমৃদ্ধ পুষ্পবন সেখানে শোভা পাচ্ছে।৬

অনবরত বারিবর্ষণে পাণ্ডুর, বিদ্যুৎপ্রভাহীন, প্রশান্তগর্জন এবং স্থূলনিতম্ব-বিলম্বিত মেঘ দেখে মনে হলো—তা যেন হিমালয়ের পক্ষবিস্তার। ৬

হিমালয় প্রস্ফুটিত পদ্মবনে শোভিত বহু নদী ধারণ করছে! আকরজাত গজরাজি ঐসব নদীর তটভাগকে ক্ষতবিক্ষত করলেও অবতরণের জন্যে সে তট অনুপম এবং সমতাযুক্ত, জল স্বচ্ছসুন্দর বলে স্নানাদি উপভোগের অনুকূল। ৭

নববিকশিত জবাকুসুমের মতো দ্যুতিমান্ পদ্মরাগমণি কোথাও কোথাও কাঞ্চন-ভিত্তিক সানুদেশে প্রতিফলিত হওয়াতে মনে হয়—এ যেন সন্ধ্যাকালীন সূর্যরশ্মি। ৮

হিমালয় সুবৃহৎ কদম্বস্তবকে বিরাজিত এবং হিমকণাবর্ষী শ্রেণীবদ্ধ তমালবনে আকীর্ণ, মদজলবর্ষী সুন্দর মাতঙ্গ তাতে বিচরণ করছে। ৯

হিমালয় রত্নরাশি-রহিত কোন শিখর, লতাগৃহশূন্য কোন গুহা, মনোহর পুলিন-এবং পদ্মবিহীন কোন বৃক্ষ ধারণ করে না। ১০

দেবাঙ্গনাদের মেখলামণ্ডিত ঘন নিতম্বে হিমালয়ের নদীপ্রবাহ ধীরে ধীরে বিক্ষোভিত হচ্ছে। রম্য লতা এবং বকুল যাদের প্রিয় সেই সাপেরা হিমালয়ের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। ১১

হিমালয় মেঘের পুঞ্জ ধারণ করছে, সে মেঘ সেখানকার বহু বিচিত্র মণিপ্রভায় মণ্ডিত হিমপাণ্ডুর শিখরগুলিতে যেন ইন্দ্রধনুভূষিত বলে মনে হচ্ছে। সে মেঘ জলহীন বলে স্বচ্ছ এবং প্রায়ই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হলেও গর্জনেই তাদের অস্তিত্ব সূচিত। ১২

হিমালয় প্রস্ফুটিত পদ্মে শোভিত রাজহংসযুক্ত নির্মল মানসসরোবরকে এবং কোন কারণে কুপিত পার্বতীর সঙ্গে কলহপরায়ণ প্রমথমণ্ডিত অবিদ্যামুক্ত শিবকে ধারণ করছে। ১৩

হিমালয়ের ওষধিজাত অগ্নি স্বর্গভূমির সম্মুখে স্থিত গ্রহ ও বিমানশ্রেণীকে উদ্দীপিত করে, এ দেখে মনে হয়—হিমালয় যেন প্রতি রাত্রেই প্রমথদের ত্রিপুরদাহ[৩] স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ১৪

হিমালয় সমুন্নত সানুদেশে গঙ্গাকে ধারণ করছে। গঙ্গার জলধারা শিলাখণ্ডে প্রতিহত হয়ে জলকণা বিস্তার করায় মনে হয়—গঙ্গা যেন শ্বেত চামর ধারণ করছে। ১৫

যক্ষের অনুচর পর্বতদর্শনে বিস্মিতচিত্তে অর্জুনকে সাদরে প্রিয়বচন বলল। মুখরতা বাঞ্ছিতমুহূর্তে ভালোই লাগে[৪]; ১৬

ঐ পর্যন্ত তুষারশুভ্র শিখরজাতিতে যেন মেঘপথকে সহস্রভাগে বিভক্ত করছে; এই হিমালয় দর্শনমাত্রই মানুষের পাপপুঞ্জ বিনাশ করতে পারে। ১৭

বিচক্ষণেরা পুরাণাদির সহায়তায় (অন্য অর্থ : বেদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহায়তায়) এর মধ্যভাগের বিবরণ (অন্য অর্থ : আন্তরতত্ত্ব) সামান্যই বর্ণনা করে থাকেন; কিন্তু এই অতিগহন দিগ্‌দিগন্তব্যাপী পর্বতকে পদ্মযোনি ব্রহ্মাই কেবল পরমপুরুষ[৫] বলেই জানেন। ১৮

হিমালয় মনোহর পল্লব ও পুষ্পে শোভিত লতামণ্ডপে এবং বিকশিত পদ্মে মণ্ডিত সরোবরগুলো দিয়ে প্রিয় সান্নিধ্যে ধৈর্যশালিনী রমণীদেরও সর্বদা উৎসুক করে তুলছে[৬]। ১৯

এই হিমালয় পর্বতের দরুন নীতিমান্ এবং ভাগ্যবান্‌দের কাছে সর্বদা সুলভ, মহাপদ্মাদি নিধিতে[৭] সমৃদ্ধ এবং কুবেরের কাছেও প্রীতিকর পরম ধনে পূর্ণ এই পৃথিবী যেন স্বর্গ ও পাতালকে অতিক্রম করে শোভমান। ২০

মনে হয়—অখিল ত্রিভুবনও ঐ হিমালয়ের সমান নয়, কারণ লোকে যাঁর মাহাত্ম্য-অবধারণে অসমর্থ সেই ভবানীপতি সর্বদা এখানে বাস করেন। ২১

জন্মহীন ও জরাহীন ব্রহ্মের পরম পবিত্র পদ পাবার অভিলাষ যারা করছেন তাঁদের কাছে আগমের (বেদাদি শাস্ত্রের) মতো এই তমোহর পর্বত থেকে সংসারনাশক তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভূত হয়ে থাকে। ২২

এই হিমালয় পর্বতে দেবাঙ্গনাদের জন্যে রচিত পুষ্পশয্যা তাঁদের চরণের অলক্তরাগে রঞ্জিত, পতিত পুষ্পরাগে মণ্ডিত এবং বিমর্দিত। এই শয্যা অত্যন্ত কামোদ্রিক্ত অবস্থায় কৃত সুরতক্রিয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২৩

এই জগৎপূজ্য হিমালয়ে ওষধিরাজি, নীতিমান্ রাজার রাজলক্ষ্মীর মতো ক্ষেত্রীয়-গুণের সম্পত্তিতে (রাজপক্ষে সন্ধ্যা পূজা, তর্পনাদিতে) অত্যন্ত শক্তি লাভ করে সর্বদা প্রজ্বলিত থাকে। ২৪

এই হিমালয়ে কুররীপাখীরা[৮] কলরব করছে, ফুলের ভারে গাছেরা নুয়ে পড়েছে,

জল পদ্মশোভিত রয়েছে, গাছের আবরণে ঢাকা (দুই তীরের ঘন গাছ যেন আবরণ) উশীরযুক্ত[৯] সন্তাপহরা নদীগুলো হাতিদের কাছে উপভোগ্য হচ্ছে। ২৫

এই পর্বতে দেবগজের গণ্ডঘর্ষণের স্থান (তরুকাণ্ড) মদজলের সেচনে প্রস্ফুটিত-চূতমঞ্জরীর গন্ধ বহন করায় ভ্রমরেরা তাতে লগ্ন হয়েছে। অকালেও তা কোকিলদের মাতিয়ে তুলেছে। ২৬

ঐ হিমালয় অপ্সরায় মণ্ডিত, সানুশোভিত এবং সুনিনাদী নদে পরিব্যাপ্ত। পাতালরক্ষক নাগরাজ একে ধারণ করেছেন। সেই নাগরাজের বাঞ্ছিত রসোৎকৃষ্ট সুধা পৃথিবী ত্যাগ করে চিরকাল এখানে বিরাজ করছে। ২৭

এখানে সমৃদ্ধ লতারাজিই ভবন, (দীপ্তিময়) ওষধিরাই প্রদীপ, নবীন হরিচন্দন-পল্লবই শয্যা। এসব এবং রতিশ্রমহরা পদ্মবাতাস সুরসুন্দরীদের আর স্বর্গের কথা মনে করতে দিচ্ছে না। ২৮

পার্বতী শিবকে পাবার জন্যে বহুদিন জলের মধ্যে থেকে তপস্যা করেছিলেন। সেই সময়ে জলজন্তুদের তাড়নায় তাঁর নয়ন চঞ্চল হয়েছিল। তখন শিব নিজের আঙুলে ঘাম-ঝরা হাতে পার্বতীর হাত ধরেছিলেন। ২৯

যে মন্দরপর্বত দিয়ে দেবতা ও অসুরেরা অমৃত পাবার জন্যে সমুদ্রমন্থন করেছিলেন আর যার ফলে সমুদ্রের জল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং পাতাল স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল, (মন্থনরজ্জু) সর্পরাজ বাসুকির বেষ্টনে চিহ্নিত এই সেই মন্দরপর্বত[১০] যা আকাশ ভেদ করেই যেন বিরাজিত হয়ে আছে। ৩০

এই পর্বতে হংসশুভ্র স্ফটিক ও রজতভিত্তির দীপ্তিপুঞ্জে সূর্যকিরণে বিস্তারিত হয়ে এবং নীলকান্তি রত্নরাজির সান্নিধিতে বর্ধিত হয়ে মধ্যাহ্নেও বারবার—এ যেন জ্যোৎস্না, এমন ভ্রম জন্মাচ্ছে।৩১

এখানে পঙ্কজকুল মৃদু বায়ুতে কম্পিত হয়ে সুন্দরী বিলাসিনীদের ভ্রূর মতো কুটিল জলে যেন সবিলাস নৃত্য শুরু করেছে।৩২

এখানে পিনাকপাণি চকিতনয়না পার্বতীর মঙ্গলমহৌষধিযুক্ত (যবাঙ্কুরাদি) কম্পান্বিত কর গ্রহণ করেছিলেন।[১১] গ্রহণকালে তাঁর হাতের সর্পরূপ কৌতুকসূত্র (মঙ্গলসূত্র) সরে গিয়েছিল।৩৩

এখানে আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত বহুসংখ্যক স্ফটিকমণি থেকে উৎপন্ন কিরণজালের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে ছড়িয়ে পড়া সূর্যরশ্মি যেন নিজের সহস্রসংখ্যাটি অতিক্রম করে গিয়েছে[১২]।৩৪

যে কৈলাসপর্বতে কুবের ত্রিপুরারির সন্তোষের জন্যে উন্নত প্রবেশদ্বার সমন্বিত নগরী (অলকা) নির্মাণ করেছিলেন[১৩] এই সেই কৈলাস তারই প্রান্তচারী সূর্যের অকাল-অস্ত বিধান করছে।৩৫

এখানে সানুদেশে নানা রত্নজ্যোতির সমবায়ে দুই সানুর মাঝের অংশগুলো আচ্ছাদিত হওয়ায় যেন প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বারবার বাতাস এসে পড়ায় সে ভুল ভাঙছে।৩৬

এখানে নূতন তৃণে ব্যাপ্ত প্রদেশের মনোহর নবীন শোভা কখনও দূর হয় না, নীলপদ্মের বন প্রতিদিন নূতন শ্যামলতা ধারণ করে, আর নানা বর্ণের পুষ্পগুচ্ছে শোভিত বৃক্ষপল্লব কখনও জীর্ণ হয় না।৩৭

এখানে প্রান্তভূমিতে হরিণীরা নীলবর্ণ তৃণাঙ্কুর বলে ভুল করে আগে আস্বাদন করে পরে পরিত্যাগ করেছে, এরকম নব-শুকের মতো কোমল মরকতমণির কান্তিপুঞ্জ সূর্যরশ্মিতে মিশ্রিত হয়ে বর্ধিত হচ্ছে।৩৮

এই প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের বন থেকে পরাগ উত্থিত হয়ে এবং আকাশের চারদিকে মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত হয়ে কনকময় ছত্রের শোভা ধারণ করছে।৩৯

এই পর্বতে ঊষাকালে গঙ্গার তীরে লেগে থাকা আলতা-রাঙা বাঁ-পায়ের ছাপ এবং ছোট-বড়ো পায়ের ছাপ লাগা প্রদক্ষিণ-পথ নিয়মনিষ্ঠ (সন্ধ্যাবন্দনাদিতে) হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বর শরীরসংযোগ প্রকাশ করছে।৪০

এখানে সূর্যের দর্পণবিম্বের মতো তেজোরাশি রজতভিত্তির কিরণমালায় বিস্তারিত হয়ে এবং বৃক্ষলতার রন্ধ্রপথে নির্গত হয়ে বারবার স্ফুরিত হচ্ছে।৪১

শিবের বৃষ শুভ্রকিরণে রঞ্জিত। তার বিশাল দেহ বপ্রাভিঘাতে মণ্ডলাকার ধারণ করেছে। সে বধূজনের মনে চন্দ্র-ভ্রম জন্মিয়ে গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে।৪২

সম্প্রতি শরতে ক্ষীণজল হয়ে ছোট ছোট মেঘগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ঐ মেঘে ইন্দ্রধনু অস্পষ্টভাবে কিছুটা উৎপন্ন এবং খণ্ডিত হচ্ছে। কিন্তু এই পর্বতের শিখরমণির প্রভা এই ধনুর আকৃতিপূরণে সমর্থ।৪৩

এই পর্বতে শম্ভুর ললাটে-স্থিত চন্দ্রমার কান্তি নূতন লতা এবং নবপল্লবকে স্নান করিয়ে অমৃতবিন্দুবর্ষী কিরণে সর্বদা কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতেও বনপ্রদেশকে ধবলিমায় মণ্ডিত করছে।৪৪

যে পর্বত চাদরের মতো প্রত্যেক বনে নিজের স্বর্ণপ্রভা প্রসারিত করে দিচ্ছে, অনেক সুবর্ণময়ী গুহাবিশিষ্ট ঐ সেই পর্বত (ইন্দ্রকীল) আপনার পিতার (ইন্দ্রের) সবচেয়ে প্রিয়।৪৫

এই পর্বতে বায়ু বেগে প্রবাহিত হয়ে লতাজালের পরস্পর সঙ্গ ঘুচিয়ে দিচ্ছে। হিরণ্ময় তটভূমির রশ্মিচ্ছটা হঠাৎ রবিকিরণে দ্বিগুণিত হয়ে বিদ্যুৎস্ফুরণের অনুকরণ করছে।৪৬

এই পর্বতে যে সব হরিচন্দন আছে, গজগণ্ডের কণ্ডূয়ন-কম্পনে মহাসর্পেরা সেখান থেকে চলে গিয়েছে। ঐরাবতের মদবারিতে সিক্ত ঐসব চন্দনতরুতলে মত্তমাতঙ্গেরা আর এখন নাই, সুতরাং ঐসব চন্দনতরু দেখে এখানে ঐরাবতের আগমন অনুমিত হচ্ছে।৪৭

এই পর্বতে মেঘসান্দ্র ইন্দ্রনীলমণির কিরণের সম্মুখীন হলে সূর্যকিরণের তেজোরাশি মলিন হয়ে যায় আর গুহাগুলো দীপ্তিহীন হয়। ঐ সময় মনে হয়—সূর্যরশ্মি যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে।৪৮

আপনি শান্তস্বভাব হলেও ব্যাসমুনির আদেশে ক্ষত্রিয়োচিত পথে (অর্থাৎ শস্ত্রপাণি হয়ে) সাবধানে তপস্যা করুন। কারণ, হিতার্থকর ব্যাপারেও বিনাবিঘ্নে মঙ্গললাভ করা যায় না।৪৯

আপনার ইন্দ্রিয়-অশ্বেরা যেন অপথে না যায়, তপঃক্লেশে শিব আপনাকে প্রবল উৎসাহ দান করুন। ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তপঃশক্তি বৃদ্ধি করে কল্যাণময় ক্রিয়াকে অধিকতর ফলবতী করুন।৫০

প্রীতিপাত্র কুবেরানুচর এই হিতকর ও প্রিয়বাক্য বলে অকস্মাৎ স্বস্থানে প্রস্থান

করলে অর্জুন উৎকণ্ঠিতভাবে কী যেন চিন্তা করলেন। সুজনবিচ্ছেদ একান্তই বেদনাদায়ক হয়।৫১

পূর্ণশোভান্বিত সেই অর্জুন সর্বথা বলপ্রয়োগে অতিক্রমণীয়, অচিরভাবী বহুফলে পূর্ণ বহুবাঞ্ছিত পুরুষকারের মতো বিপুল ইন্দ্রকীল পর্বতে অধিষ্ঠান করলেন।৫২

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয় কাব্যে 'হিমবন্বর্ণন' নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

অর্জুনের ইন্দ্রকীল পর্বতে আগমন

সৌম্যদর্শন ইন্দ্রপুত্র[১] অর্জুন ছিলেন সৎপথগামী, গঙ্গার[২] দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ইন্দ্রকীল পর্বতের স্বর্ণময় সানুদেশে উঠতে লাগলেন।১

ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জন করে উঠল, মনে হল—এই অনিন্দ্য স্তুতিপাঠকের দল ইন্দ্রপুত্রের জয়ধ্বনি করে উঠল; বায়ুচালিত তরুর চঞ্চল অগ্রভাগ থেকে পুষ্পরাশি ইন্দ্রতনয়ের উপর বর্ষিত হল।২

সমীরণ বন্ধুর মতোই তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করল—তাতে ছিল পদ্মের পরাগকণা, তাই তা সুগন্ধ; জাহ্নবীর তরঙ্গ ভেদ করে তার আবিভাব, তাই তা শীতল এবং তৃপ্তিদায়ক।৩

উন্নত পাষাণফলকে আঘাত পেয়ে চূর্ণ হয়ে ভেসে আসছে জলরাশিকৃত তূর্যধ্বনি—তার সঙ্গে মিশে আছে হংস ও সারসের কলরব। জলের এই ধ্বনি তীরভূমি[৩] ব্যাপ্ত করেছিল এবং এই মাঙ্গলিকধ্বনি অর্জুনের হর্ষ বৃদ্ধি করল।৪

অর্জুন দেখতে পেলেন, রুগ্ন কিন্তু তুঙ্গ দেবদারু তরুর শক্তিমত্তার উদ্দেশ্যে, গঙ্গার জলরাশির নিকটে বেতসবনরচিত প্রণামের সুন্দর দৃশ্য—এই দৃশ্য শুভ ও শ্রেয়স্কর।৫

চারদিক পদ্মের পরাগে পাটলবর্ণ ধারণ করেছে—বারিতরঙ্গশোভী ঘননিবদ্ধ কলহংসমালাকে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গার স্তনাবরণ; অর্জুন সৌন্দর্যের উদ্বেলতার জন্যেই বেশিক্ষণ চেয়ে দেখতে পারলেন না।৬

পরিণত গজকৃত অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে আছে তীরভূমি, তবু তার উপরে অর্জুনের নিশ্চলা প্রীতি আবদ্ধ হল—কারণ, মদশ্রুতিতে আনন্দিত ভ্রমরীরা সে তীর ব্যাপ্ত করেছিল। মহতের সহ্য-করা দুঃখও সুখাবহ হয়।৭

কনকময় সানুদেশ—কনককান্তিতে রঞ্জিত হওয়ায় ঊর্মিমালাও একই রূপ (অরুণবর্ণ) ধারণ করেছে। এরই মধ্যে প্রিয়ের অন্বেষণে করুণ বিলাপ করছে চক্রবাকী[৪]—অর্জুন তাকে অভিনন্দিত করলেন! (প্রকৃষ্ট প্রেমের নিদর্শন পেলে কার না আনন্দ হয়?)৮

চঞ্চল তরঙ্গমালার বর্ণান্তরসাধনে সমর্থ যে প্রভা জলে নিমগ্ন মণিরাশিকেও রঞ্জিত করে তোলে—তা শ্বেতাশ্ব[৫] অর্জুনের কাছে উদ্ঘাটিত হল, যেমন করে মনোগত ক্রোধাদি বিকার বাইরের ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতির মধ্যে ব্যক্ত হয়।৯

অর্জুন জলতরঙ্গের অট্টহাসির মতো ফেনরাশি দেখতে পেলেন—ঐ ফেনরাশি পাষাণে

আহত, উন্ধত তরঙ্গরাশি ধারণ করে আছে এবং তার বর্ণ প্রবল বায়ুতাড়িত ও কম্পিত কেতকীশিখার অগ্রভাগের মতো স্বচ্ছ।১০

সরোবরের বুকে গজরাজ প্রবেশ করেছে—তার দেহে মত্ততাজনিত দান-বারির ধারা[৬] ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকার চিহ্নের মতো[৭]। ঐগুলো যেন সরোবরের শত শত চোখ—তাই মেলে দিয়ে সে গজরাজকে দেখছে। এই দৃশ্য অর্জুনের মনে প্রীতি ও সন্তোষ এনে দিল।১১

কমললোচন অর্জুন যেন তীরভূমিতে শুক্তিবধূকে[৮] শায়িত অবস্থায় দেখলেন—ঘুম ভেঙে গেছে, মাত্র হাই তুলছে সেই বধূ, তাই তার মুখ খোলা; খোলা মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছে জলের ধারা!১২

প্রবাল-লতার[৯] পল্লবের মতো কোমল ও ঘন ফেনপুঞ্জে জড়ানো তার দেহ, সে যেন দন্তকান্তিশোভিত দয়িতের অধরের কথা ভাবছে।১৩

চঞ্চল তরঙ্গে সংক্রান্ত মদগন্ধ আঘ্রাণ করে রোষে জল থেকে উঠে আসছে জলজন্তুর দল। একদল আর-একদলের আক্রমণে অভিমুখী হয়েছে—অর্জুন এই দৃশ্য দেখতে পেলেন।১৪

অর্জুন সবিস্ময়ে দেখলেন, এক বিরাট সাপ উপরে উঠে আসছে—তার অতিবেগশালী ফুৎকার আকাশে প্রেরিত হয়ে শরৎ-মেঘের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ মেঘের শুভ্রতা লাভ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।১৫

অর্জুন নেমে এলেন সৈকতপ্রদেশে; সেখানে শফরীর[১০] নৃত্য সংবলিত এক সুচারু দৃশ্য! গঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছে এমন নদীর ধারা যার বৃহৎজঘনা ললিতা সখীর মতো। অর্জুন এই-সব নদী অতিক্রম করলেন।১৬

গিরিশিখরে আরোহণ করে অর্জুন তরুবেষ্টিত এক বনভূমিতে উপস্থিত হলেন—সেই তরুগুলির তলদেশ বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল। সে স্থান পবিত্র এবং মানসিক প্রসন্নতার অনুকূল।১৭

সেখানে সানুদেশ জুড়ে পুষ্পিত লতার বিস্তার; নিভৃত বনভূমিতে পূর্ণ। অর্জুন তপস্যার জন্যে সেখানে বাস করতে আগ্রহ বোধ করলেন।১৮

তারপর সেই পর্বতে যোগশাস্ত্রানুযায়ী চিত্ত স্থির রেখে অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে বুদ্ধি সংযত রেখে তিনি মুনিব্রত[১১] গ্রহণ করলেন। তিনি কঠিন শ্রম বরণ করে নিলেন—সুলভ তপস্যার ব্রত নিলেন না। কারণ,—মনস্বীদের কাছে ক্লান্তিজনক কিছুই নেই।১৯

তারপর বিষয় থেকে নিবৃত্তিই যাঁর একমাত্র সুখ সেই অর্জুন (চন্দ্রপক্ষে, ইন্দ্রিয়ের সন্তাপ দূর করাই যার ধর্ম) মৈত্রী প্রভৃতি পবিত্র গুণের দ্বারা (চন্দ্রপক্ষে, কান্তি প্রভৃতি দ্বারা) পাপময় অজ্ঞান (চন্দ্রপক্ষে, অন্ধকার) দূর করে চন্দ্রের[১২] মতোই দিনে দিনে শ্রীসম্পন্ন হতে লাগলেন।২০

তিনি বিবেকপ্রভাবে কামক্রোধ প্রভৃতি দোষ থেকে নিজের চিত্তবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর মনে যে শম-সুখের উদয় হয়েছিল, তা সাধনায় বিঘ্নস্বরূপ বিষয়াসঙ্গরুচিও দূরীভূত করেছিল।২১

তিনি সংযত হয়ে মনে মনে জপ ও প্রণামের সাধনায় স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভে প্রয়াসী

হলেন। তার স্বাভাবিক অভ্যাসে প্রাপ্ত বীররস শান্তরসের সঙ্গে একই আধারে আশ্রিত হল।২২

মরকতমণির মতো শ্যামবর্ণ সেই অর্জুন নিয়মানুষ্ঠিত স্নান করতেন, তাই তাঁর জটা হল পিঙ্গলবর্ণ ; মনে হল—তিনি যেন এক তমালতরু যার শীর্ষদেশ সূর্যকিরণে স্নাত।২৩

অস্ত্রধারণ করলেও তিনি কুটিলমতি আশ্রয় করলেন না ; নিজের পবিত্র চরিত্রে তিনি যেন মুনিচরিত্রকেও তিরস্কৃত করেছিলেন। এই ভাবে বনের পশুদেরও তিনি প্রসন্ন করেছিলেন। গুণ কাকে না বশ করতে পারে?২৪

[সমস্ত নিসর্গপ্রকৃতি সাধনরত অর্জুনের সেবায় এগিয়ে এল।] অনুকূল, মৃদু ও সুগন্ধি বায়ু বইতে লাগল, সূর্যকিরণের তীক্ষ্ণতা দূরীভূত হয়ে সুখস্পর্শ দীপ্তি প্রকাশিত হল ; উন্নত তরুদল নবপল্লবের অঞ্জলি নিয়ে এসে যেন তার কাছে অবনত হল ; তাঁর শয়নস্থান যে ভূমিতল সেখানকার ধূলি আকাশ থেকে পতিত জলবিন্দুতে মুছে নিয়ে, মৃদু তৃণের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে নানাভাবে তাঁর পরিচর্যা শুরু হল। ক্ষীণদেহ অর্জুন এই সেবায় অনুগৃহীত হলেন।২৫-২৭

পূর্ণসিদ্ধিরূপ কল্যাণলাভের প্রতীকচিহ্ন প্রস্ফুটিত ফুল সামনে দেখেও অর্জুন বিস্ময়ে অভিভূত হলেন না। সিদ্ধির অনুভূতি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের মনে বিস্ময়াদি বিকার[১৩] সৃষ্টি করে না।২৮

বনচরদের ইন্দ্রপুরীতে আগমন

কয়েকদিনের মধ্যেই তপস্যায় অর্জুনের এমন প্রভাব বর্ধিত হল যে, তা লক্ষ্য করে বনচরেরা সন্ত্রস্ত হয়ে শতক্রতু[১৪] ইন্দ্রের পুরীতে উপস্থিত হল।২৯

দেবরাজ ইন্দ্র তাদের আগমনের কথা জানতে পেরে তাদের প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারা এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। পর্বতরক্ষার গুরুদায়িত্ব ছেড়ে তারা এসেছে এইজন্যে কালব্যয় না করে এই সব শ্রুতিসুখকর কথা তাঁকে বলতে লাগল।৩০

বনচরদের উক্তি

পবিত্র বল্কলপরিহিত, অন্ধকার অপসারণে সক্ষম সূর্য প্রভৃতির মতোই এক নিষ্পাপ পুরুষ আপনার (ইন্দ্রকীল) পর্বতে জগৎ তাপিত করে মহৎ জয়লাভের আশায় তপস্যায় রত হয়েছেন।৩১

ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ তাঁর দুই বাহু—শত্রুর ভয়জনক তাঁর বিরাট ধনু! তাঁর নির্মল চরিত্রগুণে তিনি সচ্চরিত্র মুনিদেরও জয় করেছেন।৩২

এঁর গুণপ্রভাবে অনুকূল হয়ে ভৃত্যগণ[১৫] (পঞ্চভূত) এঁর সেবায় রত। বায়ু সুখকর, পৃথিবী নবতৃণে মণ্ডিতা, আকাশ পরিচ্ছন্ন (তুষারাদি রহিত), ধুলায় জলের বর্ষণ।৩৩

বিদ্যার্থী যেমন গুরুসান্নিধ্যে অবস্থান করে সেই বনের পশুরাও[১৬] তেমনি পরস্পরের বিরোধ ভুলে তাঁকে গুরুর মতোই সেবা করে। পুষ্প আহরণের সময় তরুরাজি তাঁর সামনে স্বয়ং আনত হয়। সেই পর্বত যেমন আপনার তেমনি সেই পুরুষেরও অধীন।৩৪

কঠিন পরিশ্রমের পরেও শ্রমহীনতা তার অন্তঃশক্তিকেই সূচিত করছে। বিরাট দেহ

বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, তিনি জয়শীল। তিনি শান্ত হলেও প্রভাব-বলে লোকে ভীত হয়ে উঠে।৩৫

ইনি ঋষিকুলে কিংবা দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা জানি না; মহৎ কোন রাজকুলে জন্মেছেন কিনা তাও আমাদের অজ্ঞাত; এর স্বরূপ নির্ণয় করতে আমরা অক্ষম।৩৬

এঁর তপস্যার বিবিধ প্রয়োজনের কথা অনুমান করে অথবা নিজের অল্পবুদ্ধির দরুন আপনার কাছে যা নিবেদন করলাম, অনুচিত হলেও তা ক্ষমা করবেন। কোথায় বনচর আর কোথায় কুশলী বুদ্ধিমান্।৩৭

যক্ষদের[১৭] মুখে প্রিয়পুত্রের তপস্যার কথা জানতে পেরে ইন্দ্রের মনে যে আনন্দের উদয় হল, তা গোপন করলেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বুদ্ধি নীতিমার্গকেই অনুসরণ করে থাকে।৩৮

তারপর ইন্দ্র চিত্ত স্থির করে অর্জুনকে ভক্তরূপে জানতে পেরেও তার নিয়মনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্যে সুরাঙ্গনাদের এই কথা বললেন।৩৯

অপ্সরাদের প্রতি ইন্দ্রের উক্তি

মর্মে আঘাত করতে তোমাদের মতো ভাল আর দ্বিতীয় কোন্ অস্ত্র আছে—এমন সুকুমার, অদ্বিতীয়, অণু, অতিদ্রুতগামী এবং অমোঘ—এই অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে কামদেব বিজয়লাভের জন্যে দ্বিতীয় আর-কোন অস্ত্রের কথা চিন্তা করেন না।৪০

সংসার থেকে মুক্তির জন্যে যে-সব যোগী মহামোহ দূরীভূত করেছেন তাঁদের রজোগুণনিবর্তক তত্ত্বজ্ঞান তোমাদের নয়নের অঞ্জলিতে কটাক্ষসুধা পান করলেই ক্রমশ ক্ষীণ হয়।৪১

পুরাকালে জগতের নানা জায়গায় ছড়ানো সৌন্দর্য একত্র সঞ্চিত করে বিধাতা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ লোক যে স্বর্গলাভের জন্যে লালায়িত হয়ে থাকে—সে কেবল তোমাদের জন্যেই।৪২

সুতরাং কলাবিদ্যায় কৃতী গন্ধর্বদের[১৮] সঙ্গে সেখানে গিয়ে তোমরা তার তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করো। যারা নিঃস্পৃহ মুমুক্ষু তাদের মনও তোমরা বশীভূত করে থাক—যে সুখাভিলাষী তাকে জয় করা তো সুখসাধ্য।৪৩

হে অপ্সরাবৃন্দ! এই পুরুষ শত্রু বধ করে বিষয়ভোগের জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে—এই বিষয়াসক্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তার অনুষ্ঠানবিধির কথা শুনে মনে হয়—সংসারমুক্তি এর উদ্দেশ্য নয়। ধনুই বা কোথায় মুক্তির পথই বা কোথায়?৪৪

মহাতেজস্বী এই পুরুষের ক্ষেত্রে অন্য মুনির মতো অভিশাপের কোন আশঙ্কা করো না। যারা বিক্রমশালী, নিজেদের যশ রক্ষায় ব্যাপৃত, তারা স্ত্রীজাতির প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করে না।৪৫

অপ্সরাবৃন্দ দেবগণের সম্মুখে এইভাবে সমাদৃত হয়ে এবং প্রভুর কাছে উপযুক্ত আদেশ লাভ করে যেন অধিকতর দীপ্তিতে মণ্ডিত হল। বস্তুতঃ, প্রভুর সমাদর পেলে কোন কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির কান্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।৪৬

তারপর প্রণাম করে সেই স্তনভারাবনতা অপ্সরার দল ইন্দ্রপুরী থেকে প্রস্থান করল। স্থিরপদ্মের শোভাময় সেই সৌন্দর্য ইন্দ্র তাঁর সহস্রলোচনে দেখেও তৃপ্ত হলেন না।৪৭

॥ ভারবি রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'যুবতিপ্রস্থান' নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × সপ্তম সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

গন্ধর্ব ও দেবাঙ্গনাদের অর্জুনাশ্রমে আগমন

তারপর সুশোভিত রথ এবং গজরাজিসহ ত্রিলোকনাথ ইন্দ্রের সচিব গন্ধর্বদের সান্নিধ্যে সুরক্ষিত দেবাঙ্গনাদের প্রস্থান সূচিত করা হল মৃদঙ্গধ্বনিতে। সে ধ্বনি দেবরথের সংকীর্ণ জানালা দিয়ে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় নানভাবে বিস্তারিত হল।১

দর্শনোৎসুক দেবকুলে পূর্ণ দীপ্তপ্রভাব ইন্দ্রপুরী (অমরাবতী) থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সূর্যের উপরে অবস্থিত ঐ অপ্সরাদের আতপত্র-(ছত্র) নামের যথার্থতা লাভ করতে পারল না।২

প্রতিকূল বায়ুতে অবসন্ন এবং শ্রমে মলিন-নয়না বধূদের সূর্যতাপজনিত কপোলের রক্তিমা মদজনিত (অনুরাগজনিত) শ্রী ধারণ করল।৩

দেবতাদের কোন (অদৃশ্য) প্রভাবে (আকাশে) ভাসমান এবং অত্যন্ত দ্রুতগতি অশ্বের সবেগ আকর্ষণে ধাবমান রথগুলোকে, চক্রধারার বিবর্তনের অভাবে বিমান বলে মনে হচ্ছিল।৪

দেবাঙ্গনাদের শ্রমজাত ঘর্মবিন্দু স্তনযুগলে সংলগ্ন অঙ্গরাগকে রোমাঞ্চিত করে এবং মুখমণ্ডলের তিলককে বিচ্যুত করে মুক্তোর মতো ঝলমল্ করে অলঙ্কারের কাজ করছিল। কারণ, যারা স্বভাবসুন্দর, তাদের বিকৃতিও সুন্দর।৫

জ্বলন্ত উল্কার মতো আকাশে প্রকাশমান নিকষপাষাণের স্বর্ণরেখার মতো অরুণবর্ণ পতাকাবস্ত্রের ছটা তার (স্বাভাবিক) দৈর্ঘ্যকে যেন বিস্তারিত করে চলেছে।৬

কুসুমকোমল দেবাঙ্গনাদের দেহে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ সহ্য করবার শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গন্ধর্বেরা বিধাতার সৃষ্টিতে কল্যাণময়ী বিচিত্রতা অনুভব করলেন।৭

দেবতাদের হাতিগুলো ছিল সিঁদুরে অলঙ্কৃত, তাদের মাজা ছিল সোনার শিকলে জড়ানো, সাতটি নাড়িতে[২] তারা মদক্ষরণ করছিল। তাদের ঠিক মেঘের মতো দেখাচ্ছিল, যে-মেঘ সূর্যের আলোয় রাঙা, যে-মেঘে বৃষ্টি হচ্ছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।৮

(দেবাঙ্গনাদের) সৈন্যরা অত্যন্ত দুঃসহ সূর্যমণ্ডলের প্রান্ত থেকে দূরে সরে যেন বিগবধূদের রচিত একবেণীর মতো রম্যস্রোতা মন্দাকিনীর তীরে এসে পৌঁছল।৯

যে-পদ্মগুলোতে ঈষৎ-মত্ত ভ্রমরেরা এসে এসে পড়ছে, এবং তারই ফলে যাদের পরস্পর-সংলগ্ন পরাগ উড়ছে, সেই পদ্মগুলোকে কাঁপিয়ে গঙ্গার-জলে-শীতল বায়ু কান্তাদের সন্তাপ দূর করছে।১০

হাতিঘোড়াদের জলক্রীড়ায় বিক্ষোভিত সুরনদীর তরঙ্গ আকাশে সঞ্চারমান বিমানের

দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির কাছে পৌঁছে এই প্রথম (যেন) তটে বাধা পেয়ে ফিরে এল ।১১

গুহাশ্রিত পথ পার হয়ে অক্ষদণ্ডের অগ্রভাগের দু'দিকে দেবভবনের বেদীগুলো ভাঙতে ভাঙতে (অপ্সরাদের) রথ চাকার ঘর্ষণে মেঘের জলকে ক্ষুব্ধ করে অবাধে এগিয়ে যেতে লাগল ।১২

(হাতির) দাঁতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে জলবিন্দুবর্ষী মেঘ সন্তপ্ত দেবগজদের খুব প্রসন্ন করল। কারণ, পরোপকারে আসক্ত মহাপুরুষদের বুদ্ধি পীড়কেরও কল্যাণ বয়ে আনে ।১৩

বেগে প্রবাহিত বায়ু দেবাঙ্গনাদের নিতম্বের আচ্ছাদনবস্ত্র বার বার উড়িয়ে দেওয়ায় রত্নমেখলার কিরণজাল ঐ শূন্যতাকে আবৃত করবার জন্যে যেন ঘাগরার কাজ করল ।১৪

সূক্ষ্ম জলবিন্দু ঝরিয়ে দেবাঙ্গনাদের তিলক মুছে দিয়ে এবং তাঁদের ক্লান্তি দূর করে আনন্দ দিয়ে মেঘবৃন্দ দেবাঙ্গনাদের আদরের পাত্র হল। কারণ, অল্প অপরাধ বড়ো উপকারকে নষ্ট করে না ।১৫

তরঙ্গচিহ্নশোভিত সৈকতের মতো প্রতীয়মান নির্জল মেঘমালায় যে-ইন্দ্রধনু খণ্ডিত হল, দেবাঙ্গনাদের দেহসংলগ্ন মণিমাণিক্যের প্রভায় তা সম্পূর্ণ হল ।১৬

কার্যসিদ্ধিবিষয়ে কী করণীয় সেই আলোচনা করতে করতে ইন্দ্রসেনা পক্ষিমার্গ পার হয়ে ঐ ইন্দ্রকীল-পর্বতের উপরে এসে পৌঁছল, যার সানুদেশ মেঘে আবৃত ছিল ।১৭

বিলাসিনীদের মুখরূপ কমলে ব্যাপ্ত, উত্থিত ও উন্মুক্ত শ্বেতছত্ররূপ ফেনরাশিতে মণ্ডিত এবং মৃদঙ্গধ্বনিরূপ গম্ভীর নাদযুক্ত এই দেবসেনা পর্বতে অবতরণের সময়ে সুরনদীর মতোই শোভা পেল ।১৮

মেঘমালা সেতু রচনা করলে তার উপর দিয়ে সবেগে ধাবমান রথকে ঘোড়াগুলো অনেক কষ্টে নামিয়ে আনল। তখন লাগাম টেনে ধরায় তাদের নাকগুলো বাঁকা হয়ে গিয়েছিল আর শরীরের সামনের দিকটা নুয়ে পড়েছিল ।১৯

ইন্দ্রকীল-পর্বতের চারিদিকে আকাশ থেকে নেমে এসে মেঘেরা গজরাজদের চারপাশে সংলগ্ন হওয়াতে তারা সমুদ্রশায়ী স্থিরপক্ষ (মৈনাকাদি) পর্বতরাজির মতো শোভা পেল ।২০

সেই মহান্ পর্বতের বন্ধুর ভূমিতে আকাশে চলার নৈপুণ্যের দরুণ সমানগতিতে ধাবমান ঘোড়াদের খুরের চিহ্ন নদীর সৈকতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন দেখা গেল ।২১

উপত্যকাগুলোতে সশব্দে ঝরণা ঝরছিল। রথের গম্ভীর প্রতিধ্বনি সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় প্রবলতর হল। ময়ূরেরা তাকে মেঘগর্জন মনে করে গলা উঁচু করে সাগ্রহে শুনতে লাগল ।২২

পর্বতের তটপ্রান্তে যে নীলকান্তমণি ছিল, তার কিরণ সর্বদা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সেই কিরণের সঙ্গে মিলে একরকম (নীল) হয়ে যাওয়ায় শিখরনিঃসৃত জলধারাকে দেখে অপ্সরাদের মনে হল—তা যেন আকাশের বুকেই লুকোনো ।২৩

দেবগজেরা মাহুতদের ইচ্ছার পরোয়া না করে, বনাগজের চলার পথে তাদের মদজলের গন্ধ বয়ে-আনা বাতাসের উপরেই ক্রুদ্ধ হল। গজরমণীয়া তাদের অনেকটা শান্ত করলেও বহুকষ্টে তাদের সম্মুখে চালিয়ে নিতে পারা গেল ।২৪

পথে রথের চাকা থেকে ওঠা নতুন জলের মতো লালরঙের ঘন ধুলোয় ঢাকা সেনাবাহিনী গ্রীষ্মশেষের পঙ্কিল গঙ্গার মতো গহন বনে ছড়িয়ে পড়ল।২৪

তারপর বৃত্রশত্রু ইন্দ্রের সচিবেরা (গন্ধর্বেরা) গঙ্গার কাছে বসতযোগ্য জায়গা বেছে নিলেন। যা উজ্জ্বল-মণিতে ভরা বালুতটে শোভিত, গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুলে সুদৃশ্য এবং ঘন ঘাসে ঢাকা।২৬

তখন ইন্দ্রসখাদের (গন্ধর্বদের) সেই সেনানিবাস পর্বতভূমির শ্রী বৃদ্ধি করল। কারণ—মহান্ পুরুষেরা যেখানে যুক্ত আছেন, সেখানে কিছুই দুর্লভ নয়; এঁদের সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগও উৎকর্ষই ঘটায়।২৭

সুগন্ধি পুষ্পতরুর শোভা, নির্জন প্রদেশ, নবপল্লবযুক্ত লতার ঐশ্বর্য,—দেবাঙ্গনারা উপভোগ করায় এসবই সফল হল। কারণ, যাকে-দিয়ে অন্যের উপকার হয় সেই লক্ষ্মী।২৮

দুর্জনরা ঘিরে থাকলে যেমন লোকে সজ্জনের সঙ্গও ত্যাগ করে, তেমনি ক্লান্ত হলেও দেবাঙ্গনারা উপভোগ্য চন্দনতরুকে ত্যাগ করল, কারণ সে তরুকে বেষ্টন করে আছে সাপ, নিঃশ্বাসে যারা পল্লবকে কাঁপিয়ে তুলছে।২৯

শ্রম দূর করার জন্যে অভিজ্ঞ মাহুতেরা যে-সব হাতি থেকে পতাকা, আসন ও হাওদা নামিয়ে মাটিতে রেখেছিল, সেই হাতিরা সেইসব বিপর্যস্ত করে পর্বতের মতোই শোভা পেল প্রলয়কালীন ঝঞ্ঝায় যাদের তরুবন উৎপাটিত।৩০

একটি হাতি যখন তার ক্লান্তিজনিত নিদ্রা থেকে উঠে মদজলে-পঙ্কিল নিজের শোবার-জায়গা ছেড়ে চলল, তখন সেই মুহূর্তেই একসঙ্গে (পদ্মলোভী) ভ্রমরের পঙ্ক্তি সেখানে এমনভাবে শোভা পেল যে, মনে হলো—সেই ভ্রমরপঙ্ক্তি যেন এই হাতির চলার বেগে ছিঁড়ে-পড়া তারই শৃঙ্খল।৩১

বুনো-হাতির মদজলে সুবাসিত অন্য তটে যেতে উৎসুক আর-একটি হাতি মন্দাকিনীর প্রবাহে পথরোধ হওয়ায় অঙ্কুশবিদ্ধ মাথা কাঁপিয়ে মাহুতকে গ্রাহ্যই করল না।৩২

(জল খেতে) ঝুঁকে পড়া একটা হাতি শুঁড়ে করে যখন জল পান করল, তখন মাহুতকে ভয় পেয়ে বাকি জলটুকু উপরের দিকে ছিটিয়ে দিল। ঐ সময় তার ছিটানো-জলের দুটো ফোঁটা লাল-মদজল-চোয়ানো তার দুই গালকে ধুয়ে দিয়ে যেন মদের (মদিরার) ফোঁটার মতোই চুঁইয়ে পড়তে লাগল।৩৩

অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলেও একটি হাতি বুনোহাতির মদজলে সুবাসিত নদীর জল নিমেষে শুঁকে নিয়ে সক্রোধে অন্য তীরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু জল অত্যন্ত শীতল হলেও তা সে পান করল না।৩৪

ক্রীড়ামত্ত গজপতিরা নদীজলকে মদজলে সুবাসিত করে, পদ্মপরাগে-রাঙা মদজলের রেখাকে লুকিয়ে পদ্মগন্ধি কপোল নিয়ে চলে গেল।৩৫

সৈন্যদের পদতাড়নায়-ওঠা গাঢ়লাল ধুলোয়-ভরা (হাতিদের) স্নানে দ্রুতবিক্ষুব্ধ হয়ে তটে আছড়ে-পড়া এবং মাতঙ্গমথিত পদ্মপরাগে মিশ্রিত জল মঞ্জিষ্ঠারাঙানো পরিচ্ছদের মতো শোভা পেল।৩৬

পিছনের পা আর কাঁধ অগুরুগাছের সঙ্গে বাঁধা এই অবস্থায় সুন্দর হাতিগুলো দুলছে, তাদের দেহে মদজলের ধারা বইছে। এরা যেন পর্বতের শোভা ধারণ করেছে, যে পর্বত থেকে বড়ো বড়ো শিলাখণ্ড খসে পড়ছে আর জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।৩৭

হাতিগুলো মদস্রাবী সাতটি নালি৪ থেকে মদ ক্ষরণ করে ধুলোকে শান্ত করে দিয়েছে। ঐ মদজলের সুগন্ধে ফুলের তীব্র গন্ধও ঢেকে গিয়েছিল আর সেখানে পিষ্ট এলাচের গন্ধের মতো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল ; সেই সুগন্ধকে বাতাস চারদিকে বহন করছিল।৩৮

গম্ভীর মেঘগর্জনের সাদৃশ্য নিয়ে মহাগজদের বৃংহণধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। ঘুম-ভেঙে-যাওয়া ক্রুদ্ধ সিংহ তা শুনল ; সমস্ত তটভূমিতে চকোর আর ময়ূরদের তা চকিত করে তুলল।৩৯

যাদের শাখায় মনোহর পরিচ্ছদ টাঙানো হয়েছে, পথক্লান্ত দেবাঙ্গনারা যাদের আশ্রয় করেছে, শিবিরসন্নিবেশের ফলে যাদের সংলগ্ন ভূমি পরিষ্কার করা হয়েছে সেই বন-তরুদের উপবনতরুদের মতোই শ্রীমণ্ডিত দেখা গেল।৪০

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'আশ্রমাভিগমন' নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × অষ্টম সর্গ × × × × × × × × × × × ×

অপ্সরাদের বনবিহার ও বিভ্রমবিলাস

তারপর অপ্সরাবৃন্দ নিজেদের মায়ানির্মিত উজ্জ্বল মণিময় গান্ধর্বপুরী ত্যাগ করে বনবিহারে ইচ্ছুক হয়ে চলে এল।১

কমললোচনা সেই অপ্সরাবৃন্দ নভশ্চরদের সঙ্গে, প্রভায় পর্বতের তরুরাজি উদ্ভাসিত করে বনে প্রবিষ্ট হয়ে বিদ্যুৎছটার মতোই সুশোভিত হল।২

পদযাত্রায় বিশ্রামের সুযোগ ছিল বলে তাদের উরু ও পয়োধরের ক্লান্তি দূর হয়েছিল, আর সেই সঙ্গে বেজে উঠেছিল চরণের মধুর নূপুররব—সুতরাং এই নিতম্বিনীদের আকাশভ্রমণের চেয়ে ভূমিসঞ্চরণ অনেক সুখজনক হয়েছিল।৩

হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় এমন অনেক ঘন স্তবক থেকে ফুল তুলে ওরা সেই গাছ ছেড়ে দিয়ে আবার এগিয়ে যেতে লাগল। কারণ, কামিজন সর্বদাই উত্তম গুণের সন্ধান করে তাতেই নিবিষ্ট হয়ে থাকে।৪

তাদের অঙ্গরাগের সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বনের ভ্রমরদল তাদের কৃশ ভুজপল্লবের সেবা করতে লাগল—উদ্গত নখকিরণের দীপ্তি যেন সেই পল্লবের মঞ্জরী !৫

অশোকশাখার পুষ্পগুচ্ছ থেকে মধু পান করে নিয়েছে ভ্রমর[১], পাতাগুলো কেঁপে উঠছে—এ যেন দৃঢ় ওষ্ঠদংশনের পর করকম্পনে নিষেধের অনুকরণ ! অপ্সরাদল এই দৃশ্য দেখল।৬

কোন নায়ক ভ্রমরপীড়িতা নায়িকাকে বলল—ওগো মানিনি ! পল্লবের মতো ঐ হাত দুটি নেড়ে বৃথাই কেন পরিশ্রম করে যাচ্ছ ! ওরা তো (নন্দনস্থিতা অভীষ্ট-দায়িনী) কল্পলতার[২] ভ্রমে ঐ ভুজলতার পাশে এসে ভীড় করছে—ওরা কেন ভয় পাবে ?৭

কোন সখী কোন প্রণয়কুপিতা মানিনীকে বলছে—কোপ ত্যাগ করে দয়িতকে অনুসরণ কর ! তোমার চঞ্চল মন, পরে অনুতাপ করতে হবে। প্রিয়ের কাছে যেতে ইচ্ছুক কোন কামিনীকে তার সখী আগেই এইভাবে অনুনয় করল।৮

কলাপক[৩] বনের নদীগুলো সমন্বিত কাশবস্ত্রে সুশোভিত, তাদের মেখলা সারসের কলধ্বনিতে মুখরিত, নিজেদের নিতম্বতুল্য তটপ্রদেশে অলংকৃত।৯

দূর থেকে পতিত সুতরাং খণ্ড খণ্ড রূপে বিভক্ত এবং চারদিকে প্রসারিত প্রবাহ, প্রিয়ার ক্রোড়ের মতোই শীতল, পবিত্র মুক্তার মতো দীপ্যমান বারিবিন্দুগুলো যেন বনভূমির হাসি।১০

প্রেমে ও গভীর সমাদরে লতাগুলি অবনত হয়ে সখীদের দেখছে, পুষ্প তাদের আয়ত নয়ন, নিশ্চল ভ্রমর যেন অঞ্জন, সেই অঞ্জনে নয়ন রঞ্জিত।১১

মাতঙ্গের মদজলে অরুণবর্ণ কপোলের ঘর্ষণে শ্যামশ্রী লাভ করল চন্দন—সেই বৃহৎ উপত্যকায় ইন্দ্রপ্রেরিত যে-অপ্সরাদল এল, ঐ সব দৃশ্য তাদের সবারই মন হরণ করল।১২

চিত্তহারী বৃক্ষজাত পুষ্পরাশিতে আকৃষ্ট হয়ে সেই অঙ্গনাবৃন্দ নিজেদের হাতে পুষ্পসঞ্চয় থাকলেও সেখানে আগত উপকার করতে ইচ্ছুক গান্ধর্বদের জন্যে প্রিয় অনুষ্ঠান করতে শুরু করল।১৩

পুষ্পগুচ্ছ উপহার দেবার সময় দয়িত উচ্চকণ্ঠে সপত্নীর নাম উচ্চারণ করায় মানিনী কিছুই বলল না—তার চোখে জলের ধারা প্রবাহিত হল আর পায়ের আঙুল দিয়ে সে মাটির উপরে কি যেন লিখতে লাগল[৪]।১৪

অন্য আর-একজন নায়িকা উন্মুখ হয়ে প্রিয়ের কথা শুনছে। প্রিয়ের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ, ওদিকে নীবিবন্ধন খসে পড়েছে, খেয়াল নেই। অনুরাগের আতিশয্যে সে আর বসন বাঁধে নি—ফুলের দিকে অনর্থক হাত বাড়িয়েছে, সেদিকেও খেয়াল নেই[৫]।১৫

পুষ্পের শিরোভূষণ রচনা করে দিয়েছে প্রিয়তম, তাই সবিলাসে ধারণ করেছে কোন সুন্দরী! স্তনের পীড়া যাতে হয় এমন আলিঙ্গনের পরিপূরক হিসেবে সে নিবিড় নিতম্বের আন্দোলনে প্রিয়তমকে প্রসন্ন করল[৬]।১৬

যুগ্ম[৭] কোন এক সুরাঙ্গনার নিতম্বভারে নীবিবন্ধন খসে পড়েছে, বক্ষঃস্থলের বস্ত্র শিথিল হয়ে পড়েছে, কৃশ উদরে ত্রিবলী-রেখার অভাবে রোমরাজি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ওর পিঠের উপর লম্বিত হয়ে পড়েছে আকুল কেশপাশ, বাহুমূলও উন্মুক্ত—তার সর্বাঙ্গের সৌষ্ঠবদর্শনে মুগ্ধ প্রিয়তমের মন সাদরে সে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে।১৭-১৮

ফুলের পরাগ এসে পড়েছে চোখে, ফুঁ দিয়েই প্রিয় সেই রেণু দূর করতে পারছে না[৮], তখন তার উন্নত-ও-বিশাল-স্তনমণ্ডিতা প্রিয়া তার বক্ষে স্তনের প্রহার করছে।১৯

দিব্যাঙ্গনারা 'এটি-ওটি' এইভাবে ইচ্ছে-মতো পুষ্প ও পল্লব চয়ন করতে লাগল; তখন বনশ্রী যেন তরু থেকে নিঃসৃত হয়ে ঐ অঙ্গনাদের আশ্রয় করল।২০

সুরাঙ্গনাদের করকিশলয় পল্লবভঙ্গের দরুন রক্তিমাভা ধারণ করেছে, পুষ্পপরাগে ওদের সুপুষ্ট স্তন পাণ্ডুর হয়েছে, ওদের দেহ পুষ্পগন্ধে সুবাসিত; মনে হয়—দেহগত গুণের উৎকর্ষ তারা তরুর কাছ থেকেই লাভ করেছে।২১

কুলক[৯] পর্বতের সানুদেশে ধীরে ধীরে পথ চলছিল সেই সুরাঙ্গনার দল—তাদের হাতির শুঁড়ের মতো সুন্দর জঙ্ঘাভারে সমতলেও যেতে দেরী হচ্ছিল। মদমত্তার মতোই তাদের চরণ পদে পদে স্খলিত হচ্ছিল।২২

ওদের কাঞ্চীর মণি থেকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, উন্নত নিতম্বের শোভায় নূতন

বালুকাময় তটকেও যেন ওরা জয় করেছিল—অতিরিক্ত পরিশ্রমে নিতম্বের ভার ওদের কাছে অধিক মনে হয়েছিল।২৩

উদরে অল্পাবিকশিত কমলকলিকাতুল্য ওদের সুন্দর নাভি ; সেখান থেকে নীবি-বন্ধনস্থানের কাছে এক মনোরম শোভা। তাতেই সুন্দর বলিরেখা ; মধ্যদেহে স্তনের গুরুভারেই যেন উদর নত।২৪

অত্যধিক শ্রমে সুরাঙ্গনাদের গতি মন্থর। এদের দেহ থেকে স্বেদজলকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—এদের নয়ন অপ্রফুল্ল ; যেন তুষারাচ্ছন্ন অবিকশিত দলযুক্ত পদ্ম। এইভাবে শোভিত ওদের চরণ, জংঘা, উদর, নয়ম ও মুখের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে গন্ধর্বের দল—যেন ওরা ওদের এই প্রথম দেখছে।২৫-২৬

জলে মাছগুলো চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দোলায় কেঁপে উঠছে কমলদল ; পঙ্কমুক্ত অর্থাৎ বিহারযোগ্য তটভূমিকে আঘাত করছে তরঙ্গরাশি ; কলহংসের ধ্বনি যেন নদীর আমন্ত্রণবাক্য—গঙ্গা যেন দেবাঙ্গনাদের নিজের শীতল জলে অবগাহনের জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল।২৭

উত্তাপের শান্তিবিধায়ক মৃদুবহনশীল বায়ু জলকণা গ্রহণ করে তরঙ্গমালার মধ্যে নিজের স্থান করে নিল এবং এইভাবেই বিলাসিনীদের বাহুর অবলম্বন[১০] হয়ে ওঠে।২৮

সুরাঙ্গনারা মন্দগতিতে রাজহংসের সমান, কিন্তু ওদের হাব-ভাব বা বিলাস আছে, রাজহংসের তা নেই ; বালুকাময় তটপ্রান্ত ওদের জঘনের সমান, কিন্তু ওদের সুস্পষ্ট নিতম্বভারের মতো কোন ভার সেখানে নেই ; তেমনি ওদের মুখ পদ্মের মতো সুন্দর, কিন্তু ওদের আয়ত নয়ন কি পদ্মের আছে? সুতরাং উপমা এখানে পরাস্ত।২৯

(কেমন জল পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে) গন্ধর্বেরা প্রথমে জলে নামলে মাছেরা ঝাঁক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সুরসুন্দরীরা কোনরকমে (ভয়ে ভয়ে) জলে নামল দেখে মনে হল—তারা যেন এই প্রথম জলে নামছে।৩০

বহু যত্নে সংবাহিত সেই রমণীদের স্থূল ঊরু—ওরা জলে প্রবেশ করা মাত্র ঊরুর আঘাতে তরঙ্গরাশি গিয়ে আঘাত করল তীরে—তীরের সারসগুলি উড়ে পালাল।৩১

প্রস্তরের মতো কঠিন গন্ধর্বদের বক্ষস্থল, দেবাঙ্গনাদের স্তনও অতি স্থূল—এদের আঘাতেই চূর্ণ ঊর্মিরাশি তীরে বিতাড়িত হল, গঙ্গার জল যেন এই ক্ষোভে কলুষিত হয়ে গেছে।৩২

ওদের কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, মালাও বিস্রস্ত ; দেহের অঙ্গরাগ মুছে গেছে—নদীর ঊর্মিমালা এই 'মণ্ডন-খণ্ডনে'র অপরাধে অত্যন্ত অপরাধী। তাই ভীত হয়েই তারা যেন কাঁপতে লাগল।৩৩

সুরাঙ্গনাদের অঙ্গে সপত্নীজনের ব্যথাসৃষ্টিকারী যে নখক্ষতের চিহ্নগুলো—সেসব কুংকুমপ্রলেপ প্রভৃতি অলঙ্করণের সাহায্যে অদৃশ্য ছিল, এখন তা জলে ধৌত হয়ে এই রমণীদের অন্যভাবে (ভর্তৃবল্লভারূপে) প্রকাশ করল।৩৪

যুগ্মক : এই দু'টি কি ভ্রমরসেবিত কমলদল না চঞ্চলনয়নার দু'টি চোখ? একি সেই নতভ্রূযুক্তা সখীর কেশপাশ, না নিশ্চল উপবিষ্ট ভ্রমরের পঙ্ক্তি?

মৃদু হাসি ব্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের দীপ্তি বিকশিত হলো ; একি সখীর সেই মুখ, না এটি বিকশনোন্মুখ পদ্ম? এইভাবে সংশয়ে দোলায়িত হয়ে অনেক বিলম্বে রমণীরা জানতে পারল—এটি পদ্মবনে উপবিষ্টা সখীর মুখ।৩৫-৩৬

কোন নায়িকা প্রিয়রচিত পুষ্পমালা সপত্নীর সম্মুখে নিজের উন্নত বক্ষঃস্থলে ন্যস্ত করে জলে মলিন হলেও তাকে ত্যাগ করে নি। গুণ তো প্রেমেই থাকে, বস্তুতে নয়।৩৭

নয়নের প্রান্তে রক্তাভা রোধ করবার জন্যেই রমণীরা অঞ্জন প্রয়োগ করেন, এতে সন্দেহ নেই। যখন জলে সেই অঞ্জন মুছে গেল, সেই রক্তিমাই নয়নে ব্যাপ্ত হলো; রক্তাভা নয়নের শুক্লতাকেই দূর করল, সৌন্দর্যকে নয়।৩৮

রাজমন্ত্রী যেমন ধূর্তের কৌশলে অধিকারচ্যুত হয়ে শ্রীহীন হয়ে পড়েন, তেমনি রমণীগণের শিরোভূষণ (পুষ্পের অলঙ্কার) বেগবান্ জলপ্রবাহে বিনষ্ট হয়ে গেল।৩৯

জলে তাদের অঙ্গে রচিত বিচিত্র তিলকরেখা মুছে গেল, অধরের অলক্তক-চিহ্ন লুপ্ত হলো, নয়নের অঞ্জন ধৌত হলো—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের শ্রী অক্ষুণ্ণ রইল! গন্ধর্বগণ তাদের দেখে বুঝতে পারল—তাদের দেহ-ই প্রসাধনকে অলংকৃত করেছিল, প্রসাধন তাদের দেহকে অলংকৃত করে না।৪০

জলবিহারের আগে বিলাসিনীদের ভূষণে যে আসক্তি ছিল, তার কারণ প্রিয়ের প্রতি অনুরাগ; তারা যখন জলসিক্ত হলো, তাদের দেহে নখক্ষত দেখে সপত্নীগণের দৃষ্টিতে প্রবাহ[১১] উপস্থিত হলো।৪১

বিলাসিনীরা ভীরু এবং সুন্দরমুখী—তাদের অঙ্গের হার অবিন্যস্ত, চঞ্চল ফেন-পুঞ্জের প্রবাহে তাদের কুংকুমরাগ মুছে গেছে; তাদের দেহ অরুণবর্ণ—কুংকুমের সংসর্গে ঊর্মিরাশিও অরুণবর্ণ। এই অবস্থায় ঊর্মিরাশির তুলনায় তাদের কোন বিশেষ গুণোৎকর্ষ[১২] লক্ষিত হলো না।৪২

জলক্রীড়ায় সময় বিলাসিনীরা এক হাতে জল তুলে অন্য হাতে আঘাত করায়, সেই হ্রদের জলে মৃদঙ্গের মতো এক মৃদুগম্ভীর ধ্বনি উঠছিল—সেই ধ্বনিতে তাল দিচ্ছিল স্তনের আঘাত। সমস্ত ব্যাপারটাই এক নৃত্যের মতোই মনোরম হয়ে উঠেছিল।৪৩

ওদের মুখশোভায় মনে হচ্ছিল জলকমল যেন উপহাসের পাত্র—ওদের ঈষৎ হাস্যময় শ্রীমুখ গঙ্গার জলে প্রতিবিম্বিত। এইভাবে সুরাঙ্গনাদের জলক্রীড়ায় নানাভাবে আনুকূল্য করে জাহ্নবীও যেন নিজের স্বচ্ছ জলের সফলতা লাভ করেছিলেন।৪৪

জলে ইচ্ছাসুখে ক্রীড়ারত যে মৎস্যদল, তাদের প্রচণ্ড ধাক্কা ঊরুতে এসে লাগায় দেখা যাচ্ছে—সুরাঙ্গনাদের ত্রাস-বিহ্বল দৃষ্টি! সেই সঙ্গে তাদের হাত পাও কাঁপছে। তাদের অবস্থা তখন—প্রিয়জনের তো কথাই নেই, সখীজনেরও দর্শনীয়।৪৫

এক মানিনী এইভাবে জলে একটি মাছের ধাক্কায়[১৩] অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে আগ্রহে প্রিয়কেই আলিঙ্গন করে ফেলল। প্রিয় আনন্দিত হলেন। রমণীরা অকৃত্রিম প্রেমরসে পূর্ণ হলে কৃত্রিম কাজেও মনোহরণ করে থাকেন।৪৬

জলবিহারের পরে সুরাঙ্গনারা ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘ কেশপাশ ছড়িয়ে দিল—তাতে ঢাকা পড়ল তাদের শ্রীমুখ, যা অনেকটা ভ্রমরে আচ্ছন্ন কমলের মতো।৪৭

অগাধ জলে পড়ে ভয় পেয়ে কোন মানিনী নবপল্লবের মতো কোমল হাত দুটি নাড়তে লাগল—তার প্রিয় ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ব্যাপারটা সখীদের কাছে অনিন্দ্য, এতে ধৃষ্টতার দোষও কিছু ছিল না, কেননা, এর মূলে ছিল অনুরাগ।৪৮

কামুক প্রিয় হাতের জল ছিটিয়ে দিয়ে সিক্ত করেছে বিলাসিনী রমণীকে, ঘন ঘন

নিঃশ্বাস নেওয়ার ফলে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে, নানারকম হাব-ভাব প্রকাশ করে কোমল করপল্লবে প্রিয়কে বাধা দিচ্ছে—এদের 'বিলাসিনী' নাম সত্যিই সার্থক।৪৯

কঠোরতা ত্যাগ করে সাদরে মানিনীকে প্রসন্ন করে প্রিয় দেখল – তার মুখ যেন সপত্নীর মুখের থেকেও বেশী শোভা ধারণ করেছে – মানিনী তখন প্রিয়ের হাতে ছিটানো জল রোধ করার জন্যে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে—চোখও বন্ধ করেছে।৫০

নিজের প্রিয়তমকে ছুঁড়ে দেবে বলে কোন সুন্দরী হাতের অঞ্জলিতে জল নিয়েছে—তার প্রিয়তম অমনি হেসে তার হাত চেপে ধরেছে। এইভাবে কামনার আবির্ভাবে তার নীবি-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল—কিন্তু তার জলসিক্ত কাঞ্চী শক্ত হয়ে সখীর মতোই[১৪] তা আঁকড়ে ধরল।৫১

ঐ নতভ্রু রমণীর চোখে অঞ্জন নেই ঠিকই, কিন্তু বক্র-কটাক্ষ আছে ; ওষ্ঠে লাক্ষারস নেই, কিন্তু কম্পন আছে ; ললাটে তিলক নেই, কিন্তু রেখাবন্ধন আছে (সুন্দরীর দৈহিক বিকৃতিই তাকে অলংকৃত করেছে।)৫২

ঐ সুন্দরীদের প্রিয়সমীপে অবগাহন, তির্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষের নিমীলন, দেহের কম্পন, নিঃশ্বাসের ফলে নতোন্নত স্তন! একি তাদের শ্রম, না মদনের আবির্ভাব?৫৩

কোন সুন্দরীকে তার প্রেমিক জল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছেন—এর আগেই ভিজিয়েছেন তার সপত্নীকে। এর জন্যে নায়িকা ক্রুদ্ধ, অনুনয়ে শান্ত হচ্ছে না। যে হৃদয়ে প্রেম গাঢ়, সেখানে ক্রোধ হলে অনুনয়ে তা বেড়েই যায়।৫৪

পীন-স্তন এবং স্থূল জঘন সেই সুরাঙ্গনার দল এইভাবে জলক্রীড়া করার পর উপরে উঠে এল। নদীর জল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েই যেন—অস্থির তরঙ্গের আকারে সামনে স্বজনের মতোই এগিয়ে গেল।৫৫

(জলক্রীড়ার চাঞ্চল্যে) চক্রবাকদম্পতীকে অন্য তীরে বিতাড়িত করল দেবাঙ্গনারা। পদ্মের শোভাকেও তারা ম্লান করে তুলল। তাদের হাতের মুক্তাবলয় গঙ্গাজলে ধৌত হল। এ অবস্থায় দেবাঙ্গনারা তারার মালায় শোভিত রাত্রির মতো শোভা পেল।

[সুরাঙ্গনাদের অবস্থা রাত্রির মতোই। রাত্রিতেই চক্রবাকদম্পতী পরস্পর বিযুক্ত থাকে—সেই সময়ে পদ্মবনের শোভাও ম্লান—শুধু আকাশে জ্বলতে থাকে তারা, সেই তারা দেবাঙ্গনাদের হাতের মুক্তোর বালা।]৫৬

বিহারকালে জলে চন্দনরস সংক্রামিত হওয়ায় তার বর্ণভেদ ঘটেছে ঃ যে অলংকারগুলি ছিন্ন হয়েছে তাদের মণির দীপ্তিতে, হয়েছে বিচিত্র। সুরাঙ্গনাদের ভুক্ত ও মুক্ত গঙ্গার তরঙ্গিত জলরাশি এখন শয্যার সৌন্দর্য[১৫] ধারণ করল।৫৭

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-মহাকাব্যে 'সুরাঙ্গনা-বিহার' নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥

সান্ধ্যপ্রকৃতি বর্ণনা

তারপর নানা পরিচ্ছদ ও অলংকারে ভূষিতা রমণেচ্ছুক দেবাঙ্গনাদের দেখে সূর্য তাদের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যেই যেন সমুদ্রের দিকে প্রলম্বিত হল (অস্তাচলগামী হল) ।১

হারের মধ্যমণির মতো বিচ্ছুরিত কিরণে শোভমান সূর্য একদিকে লম্বমান (অস্তায়মান) হলে আকাশ (আকাশবধূ) মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে যে দিনলক্ষ্মী চলে যাচ্ছিল (শ্লিষ্ট অর্থ ঃ শরীর বাঁকা হওয়ায় যা বার বার সরে যাচ্ছিল), তাকে মালার মতো ধারণ করল ।২

অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত সূর্য কিরণরূপ অঞ্জলিতে অত্যধিক পদ্মমধু পান করে যেন উন্মত্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রক্তিমদেহ ধারণ করল ।৩

সূর্য লাল হয়ে, তার দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় এমন অবস্থায় এলে, তাপ মাটি ছেড়ে চক্রবাকদম্পতির হৃদয়ে[১] অধিষ্ঠিত হল ।৪

সূর্যের অর্ধাংশ ডুবে যাওয়ায় কিরণরাশি তার আশ্রয় ত্যাগ করায় যেন তুচ্ছ হল এবং পূর্বদিক ছেড়ে পশ্চিমদিকে একত্র হওয়ায় নিষ্প্রভ হল, যেমন নিজের পূর্বেকার প্রভুকে ত্যাগ করে কোন নীচ লোকের আশ্রয় নিয়ে কেউ নিস্তেজ বা শ্রীহীন হয় ।৫

সৌধবাতায়ন-পথে কুংকুমরাঙা সূর্যবিভা এসে সান্ধ্য-সজ্জাকে ত্বরান্বিত করছিল। সেই বিভাকে দেবাঙ্গনারা (প্রিয়ের দূতীর মতো) সাদরে দেখল ।৬

সূর্য অস্তাচল-শিখরের তরুচূড়া অত্যন্ত পাটল রশ্মিতে (শ্লিষ্টার্থ ঃ হাতে) অবলম্বন করে অস্তপর্বতের বনে, না সমুদ্রে, না পৃথিবীতে, কোথায় যে প্রবেশ করল, ঠিক বোঝা গেল না ।৭

নীড়ে-ফেরা পাখির কলরবে মুখর সান্ধ্যরাগহীন ও সূর্যহীন পাণ্ডুবর্ণ প্রদোষ প্রভাতের সাদৃশ্য লাভ করেছিল ।৮

(উপরে) মেঘপংক্তিতে আর নিচে (রক্ত)-সন্ধ্যায় সুশোভিত আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত (ঐ সময়ে) তরঙ্গমণ্ডিত প্রবালকিরণের সৌন্দর্যে দীপ্ত সমুদ্রের শোভা ধারণ করেছিল ।৯

অঞ্জলিবদ্ধ, নতমস্তক এবং তন্ময়ই (সন্ধ্যার) উদ্দেশে একাগ্রচিত্ত ভক্তজনের প্রীতিকে উপেক্ষা করে চলে-যাওয়া সন্ধ্যা, নিজের চঞ্চলতায় দুর্জনের মিত্রতার অনুকরণ করল ।১০

সকালের রোদের ভয়েই যেন কোথাও লুকিয়ে-থাকার পর এখন (রোদ নেই বলে) সাহস করে অন্ধকার ধীরে ধীরে নিচে থেকে উপরে উঠে তারই (রোদের) জায়গাগুলোতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করল !১১

(অন্ধকার ঘনিয়ে আসায়) সব জিনিসই এক হয়ে গিয়েছে, বড়োকে আর (ছোটো থেকে) পৃথক করে বোঝা যাচ্ছে না ; অস্তমিত সূর্য পৃথিবীর বিশেষত্বগুলো নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে ! (তা না হলে এই বিশেষত্বগুলো চোখে পড়বে না কেন ?) ।১২

বধূ-বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক অথচ রাত্রে চিরবিরহী চির-মিথুন (চক্রবাকদম্পতি) বিচ্ছিন্নই হল ! কারণ, বিধির বিধান অলংঘ্য।১৩

(রাত হলে) চক্রবাক প্রিয়তমার কাছে থাকলেও সামনে চেয়ে শুধু কথাই বলতে পারে, (মিলিত হতে পারে না) ! তার এ দশা দেখে পঙ্কজিনী যেন (সমবেদনায়) নিজের নিরানন্দ পঙ্কজকে মুখের মতো নিচের দিকে নুইয়ে নিল ।১৪

অন্ধকার কি সব গাছ আর পাহাড়কে তারই রঙে রাঙিয়ে নিল ? না, আকাশকেই মাটির দিকে নামিয়ে আনল ? না, আকাশে পর্দা টাঙাল ? পৃথিবীর উঁচু-নিচু জায়গাগুলো সব সমান করে দিল ? না, দিকগুলোই হারিয়ে গেল ? (কিছু বোঝবার উপায় নেই দেখছি) ।১৫

পদ্মগুলো রঙে মলিন হয়ে প্রফুল্লতা ত্যাগ করায় শ্রী তাদের ছেড়ে তারাঝলমল আকাশে চলে গেল । কারণ, নিরাপদ জায়গায় থাকতে সবাই চায় !১৬

চাঁদ যে কিরণরাজি নিক্ষেপ করল, কেয়াফুলের পরাগের মতো পাণ্ডুবর্ণ সুন্দর সেই কিরণরাজি কর্পূরচুনের মতো প্রাচীতে (প্রাচীমুখে) ছড়িয়ে পড়ল ।১৭

(নায়ক চাঁদ যেন নায়িকা প্রাচীর মুখমণ্ডন করলেন)

চাঁদ কাছে আসায় প্রাচী (পূর্বদিক) অন্ধকারকে দুঃখের মতো ত্যাগ করে প্রসন্নতায় ভূষিত হাসির মতো কিরণে উজ্জ্বল মুখ ধারণ করল ।১৮

নীলপদ্মের মতো আকাশে উৎসারিত উদয়গিরিতে প্রচ্ছন্ন চাঁদের হিমশুভ্র কিরণ, সাগরজলে এসে-পড়া গঙ্গাজলের মতো শোভা পেল ।১৯

চাঁদ উদীয়মান কিরণে (বাহুতে) আকাশ-ঢাকা গাঢ় কালো মেঘের মতো যে অন্ধকারকে সামনে ছুঁড়ে ফেলল, তা গজচর্মের মতো শোভা পেল ।২০

ধীরে ধীরে খুব কাছে আসতে আসতে চাঁদের কিরণ যখন নিজের বক্রতা ছেড়ে অন্ধকারের ভার দূর করে দিল, তখম সুপ্রকাশিত দিগন্তকে দেখে মনে হল—সে যেন আরামে শ্বাস নিচ্ছে ।২১

আদিবরাহ[২] (বরাহরূপী বিষ্ণু) তার শিলাভেদক শস্ত্রের মতো পাটলবর্ণ দাঁত দিয়ে পৃথিবীকে যেমন উপরে নিক্ষেপ করেছিল, চাঁদও তেমনি তার প্রবালের মতো শুভ্রোজ্জ্বল কলায় চতুর্দিকে বিস্তৃত অন্ধকারকে দূরে নিক্ষেপ করল ;২২

কিরণরাজিতে আকাশকে উদ্ভাসিত করতে করতে, কুঙ্কুমে রঞ্জিত স্তনমণ্ডলের মতো অরুণবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে সমুদ্র থেকে, যেন স্বর্ণকলসের মতো বেরিয়ে এল ।২৩

চন্দ্রোদয়ের পর যতক্ষণ না অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হল, ততক্ষণ রাত্রিকে লোকে সেই বরবধূর মতো কৌতূহল নিয়ে দেখল, যে ঘোমটা উঠিয়ে মুখ বের করেছে কিন্তু লজ্জায় সংকুচিত হয়ে আছে ।২৪

চাঁদ এখনও আকাশকে সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত করে নি, পাহাড় আর বন থেকে অন্ধকার এখনও দূর হয় নি ! দিগন্তও চাঁদের আলোয় ছেয়ে যায় নি । তবু রাত্রি অলংকৃতাই হয়েছে !২৫

(দিগন্তে) উদিত চাঁদ উষ্ণবাষ্পে কলুষ মানিনীদের কটাক্ষকে[৩] স্বীকার করে নিয়ে যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে আকাশে পৌঁছে গেল ।২৬

নিজের কিরণরূপ হাত বাড়িয়ে তারারূপ প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করার সময় চাঁদের চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া লালিমা অঙ্গরাগের মতো শোভা পেল ।২৭

চাঁদের উৎসৃষ্ট কিরণরাশি অন্ধকারকে এমন আবৃত করল, মন্দারপর্বতের মন্থনে ক্ষুব্ধ ক্ষীরসমুদ্র যেমন ক'রে ঘন ও উন্নত তরুর বনগুলোকে আবৃত করেছিল ।২৮

চাঁদের কিরণে চিত্র-বিচিত্র তরুচ্ছায়া শ্বেতপুষ্পে ভূষিত গৃহভূমির সাদৃশ্য লাভ করল।২৯

দিনের খরতাপে বধূর সঙ্গে মিলিত হয়ে যে সুখে সময় কাটায়, রাত্রিতে প্রিয়াবিচ্ছিন্ন সেই পাখি (চক্রবাক) চাঁদের কিরণও সহ্য করতে পারে না। মনে দুঃখ থাকলে সবই অসহ্য মনে হয়।৩০

বিকশিত কুসুমের সুগন্ধও পরাগ-ছড়ানো জলকণাবাহী নৈশবায়ু সুখনিদ্রায় শায়িত বিহগ-কুলে শোভিত বনপঙ্‌ক্তিকে একটু দোলা দিচ্ছিল।৩১

রাত্রিরূপ রমণী কিরণরূপ জলরাশিতে পূর্ণ এবং কলঙ্কচিহ্নিত হওয়ায় নীলকমল-যুক্ত রজতকলসের মতো চাঁদকে কামদেবের ত্রিভুবনবিজয়িনী যাত্রার অভিষেকের জন্যে যেন উপরে তুলে নিয়েছেন।৩২

ওজস্বী হলেও নিঃসহায়ের কাছে জয়শ্রী যায় না। কামদেব সমর্থ হলেও চাঁদকে বন্ধু পেয়েই বিজয়ী ধনুক ধারণ করেন।৩৩

দেবাঙ্গনাদের প্রিয়-মিলন বর্ণনা

রতিক্রিয়ার সময় কাছে এলেও দেবাঙ্গনারা আগে-থেকেই সাজানো ঘরকে আবার সাজাতে, প্রিয়সমাগমের সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও দূতী পাঠাতে, অলংকৃত হয়েও আবার অলংকার পরতে চাইল।৩৪

প্রিয়বিরহে রমণীদের মালা, চন্দন অথবা মদিরা কিছুই ভালো লাগল না। কারণ—প্রিয়সমাগমই এইসব জিনিসের রমণীয়তা সৃষ্টি করে।৩৫

প্রিয়গৃহে প্রস্থিত এবং সখীদের কথায় বিরক্ত মানিনীরা সুরা অবলম্বন করল, যে-সুরা ধৈর্য নাশ করে এবং অবসাদ আনে (মনকেও দুর্বল করে)।৩৬

সুরততৃষ্ণায় বার বার খবর পাঠিয়েও শেষে নিজেরাই প্রিয়গৃহে গেল। (মাঝপথ থেকে ফিরে এল না)। কামদেবের প্রভাবে নষ্টবুদ্ধিদের বিপরীত আচরণও উপকার করে।৩৭

দ্রুত প্রিয়-অভিসারে সমাগতা রমণীদের কপোলে রোমাঞ্চলাগা এবং পত্রলেখা ও তিলকচিহ্ন মুছে-যাওয়া মুখে সৌন্দর্যে পূর্ণচন্দ্রকেও পরাজিত করেছিল।৩৮

নায়িকা—সুন্দরী, ঐ ধূর্তকে আমার সব কথা গিয়ে বল্।
সখী—প্রিয়তমের প্রতি এই কঠোরতা ঠিক নয়।
নায়িকা—তবে একে অনুনয় করে নিয়ে আয়।
সখী—দোষের কাজ যে করেছে, তাকে আর অনুনয়-বিনয় কেন?
নায়িকা—তবে সেখানে গিয়ে আর লাভ নেই বল্?
সখী—তুই তো নিজেকেই সুন্দরী মনে করে তাই করিস্। কিন্তু ঐ সুন্দর পুরুষের সঙ্গে কি মান করা উচিত?—

দুই সখী এইভাবে আলোচনা করছিল, এমন সময় তাঁদের প্রেমিকেরা নিজেরাই সেখানে এলেন। এঁদের কথাবার্তায় তাঁদের বড় আনন্দ হলো।৩৯-৪০

নবসঙ্গমের রোমাঞ্চরোধী ঘর্মবিন্দু ধারণ করে প্রিয়তমের বুকে লুটিয়ে-পড়া ঐ রমণীদের তিলকাদি অলংকরণ মুছে গেলেও তা-ই অলংকার হয়ে উঠল।৪১

শীধুপানে মত্ত এবং প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত কামিনীদের মনে যা লজ্জা দূর করল এবং শিথিল করল, তা মদন না মদিরা, নিশ্চয় করে বলা গেল না।৪২

(আপনার প্রতীক্ষায়) পথ চেয়ে, গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, বেশি আর কী বলব, এর জীবনই তো আপনার অধীন, এর সঙ্গে কলহ কেন ?—সখীরা কামীদের প্রীতির জন্যে একথা বার বার বললেও একথা তাঁদের প্রতিবারেই নতুন মনে হলো ।৪৩

যে-লজ্জা আগে দৃষ্টিকে তির্যক্ করে নম্র করেছিল এবং প্রিয়তমের বুকে লুটিয়ে পড়া থেকে নিবারণ করে সুন্দরীদের শোভা বাড়িয়েছিল, সেই লজ্জাই সুরত-ক্রিয়ার সময় দূর হয়ে গেল ।৪৪

অপরাধ করে অপমানিত হওয়ায় দুঃখিত হয়ে ক্রোধের ছলনায় দ্রুত প্রস্থিত কোন নায়কের সামনেই সুন্দরীর অশ্রুপাত মিত্রের মতো বাধা দিল ।৪৫

অবিশ্বস্ত নায়কের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া সত্ত্বেও অশ্রুমতী মানিনীর রোমাঞ্চ তার অনুরক্ততার ইঙ্গিত দিচ্ছে ।৪৬

প্রিয়তম চপলনয়নার মুখ সবলে চুম্বন করলে তার পরিচ্ছদ লজ্জায় নিতম্ব থেকে সরে গেল ।৪৭

নীবি-বন্ধন আলগা হয়ে যাওয়ায় মেখলায় বেধে-যাওয়া অন্তর্বাস টানবার সময় প্রিয়তমকে দয়িতা এমন গাঢ় আলিঙ্গন করল যে, তার উন্নত এবং বিস্তৃত স্তনমণ্ডল গোলাকার হয়ে গেল ।৪৮

(অঙ্গনাদের) গাঢ়-আলিঙ্গন নখক্ষতে এবং চুম্বন গাঢ়-দন্তক্ষতে পুরস্কৃত হলো। সৌকুমার্যের জন্যে প্রসিদ্ধ কামদেব সম্ভোগের সময়েও ক্রূরই থাকেন ।৪৯

একান্ত গোপনে গদ্গদভাষিণী রমণীদের ব্যাকুলতার কম্পন, মাঝে মাঝে সীৎকার-ধ্বনি এবং অর্ধমুদ্রিত নয়নের দৃষ্টি—এইসব (তাদের প্রিয়তমদের জন্যে) কামদেবের অস্ত্রের মতোই (উদ্দীপক) হলো ।৫০

যুবকেরা রাগবর্ধক, প্রতিক্ষণেই নূতন স্বাদযুক্ত, তৃষ্ণাজনক সস্মিত বধূমুখ এবং সপদ্ম মদিরা পান করতে ইচ্ছুক হলো ।৫১

প্রিয়তম-সমাগমে যাদের ক্রোধ দূর হলো, মদিরা পানে বিবাদ যাদের মিটে গেল এবং সন্ধি স্থাপিত হলো, সেই রমণীদের লক্ষ্য করে কামদেব আর নিজের ধনুকে শরসন্ধান করলেন না।[৪] ।৫২

যুবকদের (প্রেমিকদের) ক্রুদ্ধ করে তোলো এবং একটু পরেই তাদের অনুকূল হয়ে যাও, ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে থাকলে সেবা করে তাদের বশে আনো—এইরকম বহু উপদেশের মতো মদিরা যুবতীরা বারবার পান করতে লাগল ।৫৩

স্বামীরা ভালবেসে এবং আদর করে যে সুস্বাদু মদিরা বধূদের দিলেন, তা আস্বাদন করে তারা লজ্জা আর জড়তা হারাল। এর ফলে তারা কী লাভ করল—পটুত্ব, না হৃদয় (বিশেষ-উপলব্ধি) ?৫৪

আগে নিজে পান করার পরে আদর করে প্রিয়তমেরা (পানপাত্র) ধরে দিলে তাদের সঙ্গে আবার পান করে অঙ্গনারা প্রতিক্ষণেই মদিরায় নতুন নতুন স্বাদ পেতে থাকল ।৫৫

বধূদের ভ্রূবিলাস মনোহর নেত্রনালীকে অনুকরণ করার জন্যেই যেন ঈষৎ চঞ্চল-দল-যুক্ত নীলকমল পানপাত্রের সুরতরঙ্গে কম্পন সৃষ্টি করছে ।৫৬

রমণীদের অধর-পল্লবের রসপানে ইচ্ছুক প্রেমিকেরা প্রফুল্ল নয়নরূপ নীলকমলে

সুশোভিত রমণীমুখরূপ পানপাত্র থেকে বারবার মধুপান করে অত্যন্ত আনন্দিত হল। ।৫৭

এমনিতে গুণবান্ হলেও উত্তম-আশ্রয় পেলে তার গুণ বিশেষত্ব পায়, এ তো স্পষ্ট দেখা গেল। কারণ, প্রিয়তমের আননে যে মদিরা ছিল, তা উৎকৃষ্ট স্বাদে পূর্ণ হল ।৫৮

রত্নপাত্রে প্রতিফলিত দয়িতের দন্তক্ষতরূপ মণ্ডনের অধিকতর শোভা দেখে, অধরের লাক্ষারাগনাশক মদিরাপানের পৌনঃপুনিকতাকে রমণীরা অভীষ্ট বলে মনে করল ।৫৯

সুন্দরীদের চোখে রক্তিমা দিয়ে আর তাদের অধরের রক্তিমা হরণ করে, তাদের মুখ নিজের সুগন্ধে সুবাসিত করে আর তাদের মুখগন্ধে নিজে সুরভিত হয়ে সুরা নিজের গুণের সঙ্গে তাদের গুণ বদল করে নিল -- না ভুল করে ওলট-পালট করে ফেলল, তা ঠিক বলা কঠিন ।৬০

অঙ্গনাদের কানে-পরা নীলপদ্ম নিরর্থক হয়ে যাবে এই মনে করে মদরাগ বন্ধুর মতো চোখের রংকে বদলে দিয়ে (নীল থেকে লাল করে দিয়ে) চোখ আর পদ্মের সমতা দূর করল ।৬১

অতিরিক্ত সুরাপানে ঠোঁটের রং মুছে যাওয়ায় প্রিয়তমের দন্তক্ষত আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল। দন্তক্ষতে ভূষিত সুন্দরীর ঠোঁটের রং যেন আরও ঘনীভূত হল ।৬২

অঙ্গনাদের সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেও মদশ্রী তাদের রাগ-রম্য নয়নে এবং প্রবলরক্তিম কপোলে নিরন্তর দর্পণের মতো দেখা গেল ।৬৩

প্রণয়কোপের দরুন বিকৃত হলেও অঙ্গনাদের 'সুন্দরতা' তাদের দয়িতদের কাছে প্রিয় করে তুলল। দয়িতদের 'মন্দরাগ' বধূদের বশবর্তিনী করে তুলল ! কারণ সকলেই স্বজাতির মঙ্গল চায়। ('সুন্দরতা' স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয়, তাই সে সুন্দরীদের উপকার করেছে, বিকৃতি সত্ত্বেও দয়িতদের কাছে প্রিয় করেছে। আর 'মদরাগ' পুংলিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষজাতীয়, তাই সে দয়িতদের উপকার করেছে, বধূদের বশবর্তিনী করে) ।৬৪

নাভিবস্ত্র শিথিল হওয়া, লজ্জা পরিহার করা, অকারণে কুপিত হওয়া—এইসব দোষকে গুণের মধ্যে এনে মদিরা রমণীদের অপরাধ দূর করে দিয়েছে ।৬৫

যে-মদিরা সখীদের সামনেই তাদের স্বামী-দেহে লুণ্ঠিত করেছে সেই মদিরার নেশায় প্রেরিত অনুরক্ত বনিতাদের হৃদয়ে নিষ্ফল-হওয়া লজ্জা থাকলও না, যেতেও পারল না ।৬৬

যে-মত্ততা নয়ন ও বচনের বিস্তারকে রোধ করছিল এবং আলিঙ্গনের সময় তাদের দুহাতকে স্তম্ভিত করছিল, যুবতীদের সেই মত্ততা নিজের এইসব গুণে লজ্জারই মনোজ্ঞ অনুকরণ করল ।৬৭

উৎকট সুরাতরঙ্গে উৎসুক এক রমণী মান করা সত্ত্বেও নিজের প্রিয়তমের কোলে এসে বসল। কারণ, চঞ্চল মদিরা গুণ আর দোষের বিষয়ে নিশ্চয়ই রহস্য ভেদ করে দিচ্ছে ।৬৮

জানি না, মদিরাপানে রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত মধুরতা আসাতে—না তার আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাওয়াতে ঐ রমণীদের মধ্যে কামদেবের উদ্ধত রাগ যেন নতুন রূপ পেল ।৬৯

আমার প্রিয়তম নেশায় উন্মত্ত ভেবে আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও রমণ-অভিলাষে

না যায়—এই ভেবে খুব বেশি মাত্রায় মদ খেতে চাইল না রমণীরা। কারণ প্রেম অকারণেই আশঙ্কিত হয়[৬]।৭০

হৃদয়ের পরম প্রীতিকর নির্জনতা, কামদেব, মধুমদ, চন্দ্রোদয় এবং প্রিয়সমাগম – এই সব মিলে রমণীদের প্রেমকে না জানি কোন্ অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল?৭১

ধৃষ্টতায় রমণীরা সুরতবিধির সীমা অতিক্রম করেছিল, নির্দয়তায় তাদের কেশপাশ বিস্রস্ত হয়েছিল এবং অলক-মাল্য মর্দিত হয়েছিল। এইভাবে ঐ মানিনীদের রতিক্রিয়ায় কামদেব যেন একান্ত উন্মত্তের মতো আচরণ করেছিলেন।৭২

মদিরাপানে বধূদের দেহ শিথিল হয়ে যখন দয়িতদের অধীন হল তখন সুরতপ্রসঙ্গে একাগ্র কামীদের লক্ষ্যভ্রষ্ট (অস্থানে কৃত) চুম্বনাদিও শোভা পেল।৭৩

তারপর পরস্পর অনুরক্ত গন্ধর্ব আর অপ্সরারা কামদেবের আদেশ পালন করতে থাকলে বৈতালিকদের মঙ্গলধ্বনিতে রাত্রির অবসান সূচিত হল। রাত্রি যেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে শেষ হল।৭৪

যুবকেরা রতিজনিত গভীর অবসাদ নিদ্রায় দূর করছিল, এখন বৈতালিকদের দীর্ঘ মঙ্গলধ্বনিতে জেগে উঠে তারা আসন্ন বিচ্ছেদে আকুল রমণীদের সঙ্গে সুরতক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হল, যা (তাদের কাছে) আগেকার (রাত্রির প্রথমাংশের) মতোই উপভোগ্য মনে হল।৭৫

রতিজনিত ক্লান্তিতে নিমীলিতনয়না অঙ্গনাদের সেবা করার জন্যই যেন রাত্রিশেষের বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়ে কেলিভবনের মাল্য, মদিরা এবং অঙ্গরাগের গন্ধ (বাহিরে) ছড়িয়ে দিল।৭৬

মদিরাগন্ধে সুবাসিত চঞ্চল অধরপল্লবে মণ্ডিত এবং নিদ্রা-অরুণ নয়নে ভূষিত অঙ্গনাদের মুখমণ্ডলে পত্রতিলক মুছে গেলেও তখনও মুখে লেগে থাকা অবশিষ্ট সুরারস তাদের সৌন্দর্য রক্ষা করেছিল।৭৭

অঙ্গরাগে নখচিহ্ন দেখা গেলে সুরামত্ত দয়িতেরা রক্তিম বিম্বাধর পান করেছিল এমন রমণীদের আসন্ন বিরহব্যাকুল হৃদয়কে রাত্রির সম্ভোগচিহ্ন-শোভা যেন প্রিয়সখীর মতো অবলম্বন করল[৭]।৭৮

॥ ভারবি-রচিত কিরাতর্জুনীয়-মহাকাব্যে 'সান্ধ্যপ্রকৃতি বর্ণনা'
নামক নবম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **দশম সর্গ** × × × × × × × × × × × × ×

ইন্দ্রকীল পর্বতে অর্জুন

তারপর প্রভাতে সম্ভোগজাত[১] সৌন্দর্যে দীপ্ত সেই সুরাঙ্গনারা তাদের স্বাভাবিক অলঙ্কারে (অর্থাৎ স্তন, নিতম্ব, অধর প্রভৃতিতে) এবং মনোহর ভাববিলাসে[২] শ্রীমণ্ডিত হল! তারা নিজেদের গৃহ ত্যাগ করে ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে প্রলুব্ধ করবার জন্য যাত্রা করল।১

তাদের ইচ্ছে হল, আকাশপথে চলার সমান বেগে তারা যাবে, কিন্তু বিশাল স্তন ও

বৃহৎ নিতম্বের ভারে মাটির উপর তাদের পদক্ষেপ বেশ দেরীতে দেরীতে পড়তে লাগল ।২

সুরাঙ্গনাদের চরণতলে নিহিত সরস আলতায় পথের রেখা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, পায়ের নিচে দূর্বা ও বাবুই ঘাস রক্তাভ হয়ে উঠছে । মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য লাল ইন্দ্রগোপ-কীট[১] পথে ছড়ানো ।৩

সুন্দরীদের নূপুরের ধ্বনি মেখলার উচ্চ ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনিত হল ; সেই ধ্বনিতেই বনস্থলীর হংস ও সারসের দল উৎসুক হয়ে উঠল ।৪

অপ্সরারা দেখল, সেই বনে মৃগ প্রভৃতি পশুরা সহজেই অবচয়যোগ্য ফল ও পুষ্পে তৃপ্ত, তারা হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে বিচরণ করছে । তাদের হৃদয়ও ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল—তারা অনুমান করল, অর্জুন কাছেই কোথাও তপস্যা করছেন ।৫

রাজর্ষি অর্জুন সেই বনে বাস করছেন এই জন্যে সেই তপোভূমি গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের তেজ হরণ করল । এই তো স্বাভাবিক, যাদের মধ্যে পরম প্রভাব ও সামর্থ্য নিহিত সেই জয়শালীদের[৪] তপস্যার অসাধ্য যে কিছুই নেই ।৬

সেই পবিত্র সিকতাভূমিতে ধ্বজ ও চক্রের রেখা আর জয়শীল অর্জুনের অতিমানবীয় চরণচিহ্ন অঙ্কিত ! অপ্সরারা চকিতদৃষ্টিতে তাই দেখল ।৭

এই বনভূমি যেন অন্য বনের শোভাকে অতিক্রম করেছে—ফল আর পুষ্প চয়ন করে নিলেও বৃক্ষ ও লতা আগের মতোই সমগ্ররূপ নিয়ে শোভিত থাকে ।৮

সিক্ত বল্কলের ভারে অশোকশাখা নত হয়ে পড়েছে, কিশলয় ছিন্ন হয়েছে, তবু এই অশোকই অপ্সরাদের কাছে বিশেষ আদরের পাত্র হল ।[৫] মহতের সেবাও উৎকর্ষের কারণ হয়ে থাকে ।৯

তারা দেখল, নিয়ম পালনে তাঁর দেহ কৃশ হলেও দৃঢ় এবং তিনি অস্ত্রধারী । এক-দিকে শান্তির দীপ্তি অন্যদিকে শক্তির উদগ্রতা—ঠিক যেন বশিষ্ঠ-রচিত অথর্ববেদের পদপঙ্‌ক্তি[৬] ।১০

অপ্সরার দৃষ্টিতে অর্জুন

কলাপক ঃ তিনি চন্দ্রের মতো নয়নাভিরাম আকাশব্যাপী আপন তেজঃপুঞ্জের দ্বারা বেষ্টিত ! ইন্দ্রকীল-পর্বতের একটি শিখরে অবস্থিত হলেও অন্য সমস্ত শিখর যেন তার প্রভাবে ব্যাপ্ত !১১

গঙ্গাতটে পরম তপস্যায় রত থেকে পিঙ্গলবর্ণ বিশাল জটাজুট ধারণ করে আছেন—যেন বেদীর নিকটে জ্বলন্ত অগ্নি হবিঃকামনায় শিখা বিস্তার করেছেন ।১২

আকৃতির তুলনায় বিশাল উদ্যোগে রত, উদ্যোগের তুলনায় অন্যের অকরণীয় ক্রিয়ায় ব্যাপৃত, ক্রিয়ার তুলনায় গুরুতর তপস্যায় মগ্ন, তপস্যার অনুরূপ সমৃদ্ধিও তাঁর করায়ত্ত ।১৩

দীর্ঘকাল তপস্যাহেতু কৃশ হলেও পর্বতের মতোই দৃঢ়, শান্তিপরায়ণ হলেও স্বভাবে দুর্ধর্ষ । নিভৃত বনে থেকেও তিনি যেন সপরিবারে[৭] বর্তমান ; ঐশ্বর্যরহিত হলেও ত্রিলোকেশ্বর ইন্দ্রের সমান তেজস্বী ।১৪

সমস্ত লোকের তেজ ও পরাক্রম পরাভবকারী ত্রিভুবন রক্ষায় সক্ষম তাঁর মূর্তি দেখে দেবাঙ্গনারা মনে করলেন—বিজয়লাভের জন্যে এঁর তপস্যার অনুষ্ঠানে এই চেষ্টা ব্যর্থ[৮] ।১৫

অত্যন্ত নিকৃষ্ট তপস্যায় নিরত মুনি বা দানবকে অবিলম্বে প্রলুব্ধ করার পর আজ বজ্রধারী ইন্দ্র তাদের এক মহান্ দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন—দেবাঙ্গনারা ভাবল, তাদের এই নিয়োগ এবার সার্থক ।১৬

তারপর যে যুবতীদল কৃত্রিম প্রলোভন সৃষ্টির চেষ্টায় এসেছিল, ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে দেখে তাদের হৃদয়ে সহসা কামদেবের আবির্ভাব ঘটল[৯] । এ তো সত্যিই যে, যৌবনের মধুর রূপশ্রী সহজেই মন হরণ করে ।১৭

সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরাদের নির্দেশে গন্ধর্বরা[১০] আকাশে বীণা আর মৃদঙ্গ বাজাতে শুরু করল—বনভূমিতেও এক সঙ্গে ছয় ঋতুর যথাক্রমে আবির্ভাব ঘটল[১১] ।১৮

বর্ষা

আকাশ ছেয়ে গেল সজলমেঘে ; বিদ্যুতের দীপ্তি ঝলসিত হল দিকে দিকে ; মেঘের গম্ভীর গর্জনে বাধা পেল দম্পতির প্রেমকলহ[১২]—সেই গর্জন প্রসারিত হল দূরদিগন্তে ।১৯

ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের আশ্রমের চারদিকে বিকশিত হল মালতী ফুলের কলি ; ঘনঘোর বর্ষণের ফলে ধরণীর ধূলিময়তা ঘুচে গেল ।২০

দিকে দিকে অর্জুনবৃক্ষের কুসুম বিকশিত হল, তারই সংস্পর্শে বাতাস হল সুগন্ধি ; সেই বায়ুর মন্ত্রে কামগ্রস্ত হয়ে মন ধৈর্য হারাল—সমস্ত জীবলোক যেন নূতন অনুভূতির জগতে জেগে উঠল ।২১

পক্ব জম্বুফলের আস্বাদে হৃষ্ট হয়েছে কোকিলাঙ্গনা—নূতন নূতন কণ্ঠরাগে মনোহর স্বরলহরী চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে । এই স্বর দুঃখীদেরও মন হরণ করছে[১৩], সুখীদের তো কথাই নেই ।২২

কদম্বানিলে এবং মদমত্ত ময়ূরের মধুর নিনাদে মন অভিভূত হলেও অর্জুন সাধারণ লোকের মতো ধৈর্য থেকে চ্যুত হলেন না । কারণ, মহৎ লোকের সমাধি ভঙ্গ করা কঠিন ।২৩

শরৎ

মৃণালতন্তুর কঙ্কণ ধারণ ক'রে, কুমুদবনের শুভ্র শাড়ী প'রে হাতে বাণবৃক্ষের পুষ্পবাণ নিয়ে এলেন নববধূর মতো শরৎ ঋতু ।২৪

মদোন্মত্ত ময়ূরের কলকূজন হংসধ্বনির সঙ্গে মিলিত হল ; কুমুদবন কদম্বপুষ্পের বর্ণে অনুপম শোভা ধারণ করল । কারণ, গুণবানের সঙ্গে মিলন অধিক উৎকর্ষের হেতু ।২৫

মধুপ্রেমী ভ্রমর সমীপস্থ কদম্বপরাগে ব্যাপ্ত । সুতরাং ধূলিপূর্ণ কেতকী-কুসুম ছেড়ে দিয়ে বন্ধুক-পুষ্পকে আশ্রয় ক'রে তাকে মলিন ক'রে দিতে লাগল[১৪] ।২৬

শ্যামশষ্পপূর্ণ স্থলে জলবিন্দুভরা অংশে মুকুলিত বন্ধুজীব[১৫]-পুষ্প ত্যাগ ক'রে স্থূলমূর্তি ইন্দ্রগোপ কীটগুলি প্রস্ফুটিত পলাশ আশ্রয় করে তারই মতো শোভা ধারণ করল ।২৭

হেমন্ত

রাশি রাশি প্রিয়ঙ্গুফুলের[১৬] সঙ্গে যুক্ত, বিকশিত কুন্দকুসুমের সুগন্ধে সুবাসিত, বিরল তুষারকণায় বিমণ্ডিত হেমন্ত ঋতু অকালজাত গুণের উৎকর্ষ লাভ করল ।২৮

পুষ্পিত লবলীলতার পূর্ণ বিকাশে, লোধ্রকুসুমের গন্ধে সুবাসিত বায়ুর সঞ্চয়নে সর্বত্র আনন্দ ও উৎকণ্ঠার ভাব ! কিন্তু পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের মনে কোন বিকার সৃষ্টি হল না। একথা সত্য যে, বিজয়াভিলাষী ব্যক্তির মন কখনও নীতিপথ থেকে ভ্রষ্ট হয় না।২৯

শীত

এর পর শীতকালের আবির্ভাব—কামদেবের একমাত্র সহায়ক ঋতু ! এই ঋতু এলে বোঝা যায়—হেমন্তের অবসান হয়ে গেছে, সামনেই বসন্তের সূচনা ! এর সম্পদ—কিছু চূতমঞ্জরী, অল্প হিম, কোথাও প্রস্ফুটিত সিন্ধুবার-পুষ্প[১৭]।৩০

বসন্ত

পুষ্পপ্রধান তরুগুলি[১৮] আশ্রয় করতে ইচ্ছুক হয়ে পল্লবিনী বসন্তলক্ষ্মী চূতশাখা অবলম্বন করে পদ্মবনে এসে দাঁড়ালেন ; গুঞ্জনরত অলিকুল তাঁর পায়ের নূপুর।৩১

কুসুমরূপ অধর বিকশিত ক'রে কুরবকবধূ হাস্যপরায়ণা—তার দিকে চেয়ে আছেন অশোকপল্লবে উপবিষ্ট কামদেবতা পুষ্পধনু অনঙ্গ[১৯] ! সুরাঙ্গনারা এই দৃশ্য দেখল।৩২

ধীরে ধীরে প্রবাহিত দক্ষিণবায়ু বার বার সরিয়ে দিচ্ছে অলিকুলকে—তাই তারা হয়েছে ঘননিবদ্ধ, এই অলিকুল পঙ্কজিনীর যে পদ্মটি মুখরূপী—তারই প্রান্তে বিচরণ করছে। মনে হচ্ছে, অলিকুল যেন পঙ্কজিনীর অলক।৩৩

শালতরুর শাখারূপিণী বধূ ; বাতাসে পল্লব কম্পিত হচ্ছে, যেন অধর কেঁপে কেঁপে উঠছে ; মধু অর্থাৎ মদিরাতে সুরভিত মুখসদৃশ পুষ্প—প্রথমবার পেয়ে ঈর্ষার তাড়নায় ভ্রমর সেই মুখ চুম্বন করল।৩৪

শত্রু সেই সময়ে বিজয়ী হতে পারে না, যখন জিতেন্দ্রিয়তা আত্মরক্ষার অস্ত্র। এই কারণেই ত্রিভুবনজয়ী বসন্ত অর্জুনকে[২০] পরাজিত করতে পারল না।৩৫

গ্রীষ্ম

মল্লিকাফুলের বিকাশ ঘটে নিদাঘে—এই ফুল যেন গ্রীষ্মের পরিহাস-চিহ্ন। নিদাঘ যেন বসন্তকে বলছে—অন্য সব ঋতুর সঙ্গে তুমিও মুনির কাছে পরাজিত, তোমার আর সম্মান রইল কোথায় ?৩৬

শক্তি বৃহৎ হলেও যদি নিজেদের মধ্যেই বিরোধ থাকে, তবে প্রতিপক্ষকে জয় করতে পারে না ; ঋতুরা ভুবনজয়ী, কিন্তু অর্জুনকে মুহূর্তের জন্যে উন্মনা করতে পারে নি। (ঋতুগুলির মধ্যে বিরোধ আছে বলেই সকলে একসঙ্গে আবির্ভূত হয় না[২১] ।৩৭

নিজেদের সহায়ক গন্ধর্বদের কর্মমধুর বীণা-সহযোগে প্রস্তুত সঙ্গীত ; ফল, পুষ্প প্রভৃতি নিসর্গ-সমৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের মনে কোন বিকার সৃষ্টি করতে না পেরে অপ্সরাদের মনে কামভাব বিস্তার করল।৩৮

এদের চোখ তখন দলিত পদ্মরাজিতে বা যূথিকার স্তবকে আর আকর্ষণ খুঁজে পেল না, যতটা পেল ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শনে।৩৯

যারা আপন সৌন্দর্যগুণে মুনিকে (অর্জুনকে) বশে আনতে ইচ্ছুক হয়েছিল, তাদের মনেই মুনি কামভাব সঞ্চারিত করলেন। উদ্দেশ্যের পরিণাম সত্যই দুর্জ্ঞেয়।৪০

বিলাসী নর্তকীদের চক্ষু প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ চঞ্চল পাণিপল্লবে নিবদ্ধ না হয়ে, অর্জুনের প্রতি নিবদ্ধ হলো—সেখানে থেকে দৃষ্টি আর নড়ল না।৪১

অভিনয় করতে ইচ্ছুক সেই সুরাঙ্গনাদের অলক্তক-রক্ত চরণে এসে বসল ভ্রমরের দল। তারা ভাবল, এ বুঝি রক্তবর্ণের পদ্ম।৪২

(রঙ্গ-পূজায় প্রদত্ত) কদম্বকেশর নর্তকীদের পাদপীড়নে দলিত হয়েছিল; তাদের অলস চরণের দ্রুতবিগলিত অলক্তরাগ দেখে মনে হচ্ছিল যেন অর্জুনের প্রতি ওদের অনুরাগই উৎকণ্ঠায় মূর্তি গ্রহণ করে বাইরে চলে এসেছে।৪৩

সুরাঙ্গনাদের শৃঙ্গারচেষ্টা

অর্জুনের সম্মুখবর্তী সখীর দেহের আড়ালে লজ্জায় নিজেকে গোপন করতে গিয়ে কোন রমণী অর্জুনের প্রতি নিজের অনুরাগকেই ব্যক্ত করল।[২২] অনুরাগের স্বভাবই এই যে, গোপন করার চেষ্টাতেই তা প্রকাশিত হয়।৪৪

তীব্র বায়ুবেগে কোন রমণীর নিতম্বের বসন সরে গেছে বলে লজ্জার সীমা নেই— কিন্তু অন্যের বসনহীন নিতম্ব প্রত্যেকেরই বিস্ময় সৃষ্টি করল।৪৫

অন্য এক অপ্সরা কামসন্তাপে পীড়িত হয়ে নিজের মৃণালগুচ্ছ-রচিত বলয়ে ভূষিত হস্তে চন্দনচর্চিত কপোল রেখে মদিরাহীন হয়েও অলসদৃষ্টিতে অর্জুনকে দেখতে লাগল।৪৬

অর্জুনের প্রতি দূতীবাক্য

আমার সখী কামার্তা—আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে—'আমার প্রিয়তম ঐ মুনিকে আমার কাছে এনে দাও!' সখী এখন হৃদয়হীনা, অন্যমনস্ক—তাই জানতেও পারে নি ওর হৃদয় আগেই আপনাকে দান করে ফেলেছে।৪৭

দীর্ঘকাল ভেবে সে তার বক্তব্য স্থির করে রেখেছিল, কিন্তু মনের দুঃখে তার মুখ শুকিয়ে গেছে, তাই কথা বলতে অক্ষম। হে নির্দয়! আমার সখীর মন যেন দুই অশ্রুপূর্ণ নয়নের সঙ্গেই সিক্ত।৪৮

ঐ সুন্দরী এখন কোমল ও সুগন্ধি পুষ্পশয্যা ছেড়ে দিয়েছে। সেই শয্যায় তার গভীর বিরাগ! মাটিতে নূতন পল্লব বিছিয়ে সে শয়ন করবে, এই ইচ্ছাই ছিল; কিন্তু সেখানেও দাহ, তাই আপনার সুখশীতল অঙ্কে স্থান পাবে, এই তার কামনা।৪৯

হে নিষ্পাপ! আমার সেই কৃশদেহা সখীর কামনা পূর্ণ হোক্। আপনার জন্যে সে মৃত্যু বরণ করতে চলেছে। তপস্যা আপনার পক্ষে সুলভ, কিন্তু অনুরাগিণী এবং অনুরূপা যুবতী দুর্লভ।৫০

আপনি কঠোরতা ত্যাগ করুন, উত্তর দিন। শুনেছি, তপস্বী মুনিদের মন করুণায় কোমল। ভাগ্যহীন ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত বস্তুকে উপেক্ষা করে। এইভাবে কোন দূতী কাছে এসে নিপুণতার সঙ্গে অর্জুনকে এই কথা বলল।৫১

অন্য এক অপ্সরা এগিয়ে এল! তার বিলাসময় গতিতে নিতম্বদেশ আন্দোলিত হচ্ছে। তার এক হাত কেশপাশ বন্ধনে তৎপর। সে এসে ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের উপরে কামদেবের বিজয়ী শর—তার কটাক্ষ বর্ষণ করল।৫২

গজ-গণ্ডের মতো বিশাল স্তনভারে নত হয়ে পড়েছে কোন তন্বী; সে কুসুমিত এক আম্রশাখা অবলম্বন করে এল—যেন কামদেবের ধনু আকৃষ্ট হয়ে মুক্ত হলো। সে অর্জুনকে লক্ষ্য করে বিচিত্র বিলাসভঙ্গী করতে লাগল।৫৩

অন্য এক সুন্দরীর নীবিবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, খসে পড়বে—এই আশঙ্কায়

নীলবর্ণের অন্তরীয় বসন সে হাত দিয়ে চেপে রেখেছে। চলে যেতেই সে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মুক্ত মেখলাগুণে বন্ধ হয়েই যেন স্থির হয়ে রইল।৫৪

কোন এক কামিনীর তিরস্কার

আপনার চিত্তে যদি শান্তি বিরাজিত, তবে এই শরাসন (ধনু) কিসের জন্যে ? হে শঠ ! বিষয়ভোগই আপনার প্রিয়—মুক্তি নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোন রমণী আপনার হৃদয়ের অধীশ্বরী—তাই আমাদের সেখানে স্থান নেই।৫৫

কথা বলার সময় ঈর্ষ্যায় তার অধরোষ্ঠ কাঁপছিল। কথা শেষ করে সে কুটিল-দৃষ্টিতে অর্জুনকে দেখল, তারপর গুরুজনের কাছে লজ্জা বা নিজের মান-মর্যাদা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সেই সুন্দরী অর্জুনের বক্ষে তার কর্ণোৎপল দিয়ে আঘাত করল।৫৬

আর একজন অপ্সরা বেশ নম্রতার সঙ্গে কিন্তু বিলাসময় ভঙ্গীতে হেঁটে অর্জুনের কাছে এল। তার মধুর ও মৃদু হাসিতে কপোলের দীপ্তি যেন আরও বেড়ে গেল। সে তার সম্পূর্ণ আয়ত (কর্ণান্তবিস্তৃত) লোচনে অর্জুনকে দেখতে লাগল।৫৭

অর্জুন-প্রলোভন পর্বের উপসংহার

এইভাবে তারা অর্জুনের কাছে করুণভাবে তাদের বক্তব্য নিবেদন করল। লজ্জা বিসর্জিত হলো, মুক্ত হলো অশ্রুধারা সেই মুনিকে লক্ষ্য করে। রমণীর সাহায্যে প্রতিকূল প্রিয়কে অনুকূল করার কৌশলের সীমা এই পর্যন্তই।৫৮

কটাক্ষপাত, লজ্জা, অলসগতি, পাণ্ডুরতা, মনোভঙ্গজনিত বিষাদ—এইগুলিই ছিল সুরাঙ্গনাদের বিবিধ অলঙ্কার। সব অবস্থাতেই রমণীর অলঙ্করণে কামদেব বড় শিল্পী।৫৯

কলহংসবধূদেরও পরাস্ত করেছে ওদের অলস চরণের স্বাভাবিক মন্থর গতি, অতি বিপুল জঘনভারের পরিশ্রমে একটু থেমে থেকে চোখের কুটিল দৃষ্টি—সেই থেমে থাকাই তাদের স্থিতি ;৬০

কামদেবের তীক্ষ্ম শরপ্রহারে জাত যে মূর্ছাবস্থা সেই অবস্থায় অস্পষ্ট ওদের বার্তালাপ, বিস্ময় অথবা ভয়ে বহুবিস্তৃত নেত্র, বার বার ভ্রূ উন্নমিত করে দৃষ্টিপাত ;৬১

—এই সব উপকরণের বলেই দেবাঙ্গনাদের বিবিধ প্রচেষ্টা মনোরম হয়ে ওঠে ; তবু স্থির সমাধিতে নিমগ্ন পুথাতনয় পবিত্র অর্জুনের ক্ষেত্রে তা সার্থক হল না। মহতের মন যখন ক্রোধে জ্বলে ওঠে, তখন সেখানে সুখাভিলাষের কোন অবকাশ থাকে না।৬২

বিশেষক[২৩]

নিজের অখণ্ড তপস্যায় শতক্রতু-ইন্দ্রের আরাধনা করবেন ; তারপর শত্রু বিনাশ করে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করবেন—এই ছিল অর্জুনের সাধনা। সুতরাং প্রেমপ্রার্থনা-ভঙ্গের দুঃখে গন্ধর্ব এবং দেবাঙ্গনারা যেন কান্তিহীন হয়ে নিজেদের নিবাসভূমিতে প্রস্থান করল।৬৩

॥ কিরাতার্জুনীয়-মহাকাব্যে 'অর্জুন-বিলোভন-প্রত্যাখ্যান' নামক দশম সর্গ সমাপ্ত ॥

তাপসবেশে ইন্দ্রের আগমন

তারপর ইন্দ্র অপ্সরাদের মুখে অর্জুনের স্বভাবজাত এবং শত্রুর প্রতি বিদ্বেষজাত জিতেন্দ্রিয়তার কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর আশ্রমে এলেন।১

তাঁরই অনুরূপ সন্তান অর্জুন দেখলেন—মুনিবেশধারী এক বৃদ্ধ যেন দীর্ঘ পথ-পর্যটনে ক্লান্ত হয়ে আসছেন।২

চারদিকে শুভ্র কেশে ব্যাপ্ত জটা ধারণ করে তিনি যেন চন্দ্রকিরণরঞ্জিত সন্ধ্যাচিহ্নিত দিনান্তের মতো প্রতিভাত হলেন।৩

তাঁর বলি-পড়া নয়নপ্রান্ত পলিত ভ্রূযুগলে আচ্ছন্ন। তাই তিনি যেন পদ্মহ্রদের মতো শোভা পাচ্ছিলেন, যেখানে পদ্মের পাতাগুলো তুষারপাতে ম্লান।৪

তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষীণ হলেও মনে হচ্ছিল—তিনি ভারাক্রান্ত। ঔদরিক যেমন সুশীলা পত্নীকে অবলম্বন করে চলে[১], তিনিও তেমনি যষ্টিতে ভর দিয়ে চলছিলেন।৫

তিনি প্রচ্ছন্নমূর্তি হলেও অল্প মেঘখণ্ডে আবৃত সূর্যের মতো লোকব্যাপী তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমান হচ্ছিলেন।৬

জীর্ণদেহ ধারণ করলেও তাঁর আকৃতি ছিল অলৌকিক। আশ্রমশোভাকে অভিভূত করে তিনি যেন আশ্রমমণ্ডলটিকে সন্ত্রস্ত করে তুললেন।৭

অর্জুন তাঁর প্রতি স্নেহে আপ্লুত হলেন! স্বজন বা বন্ধুকে চিনতে না পারলেও, মন বন্ধুত্বের প্রবল আকর্ষণে আপনা থেকেই আহ্লাদিত হয়ে ওঠে!৮

তারপর দেবরাজ সন্তানের কাছে অতিথিজনোচিত পূজা পেয়ে আসনে উপবেশন করে একথা বললেন।৯

তাপসবেশী ইন্দ্রের উক্তি

তরুণ বয়সেই তুমি তপস্যায় নিবিষ্ট হয়েছ, তোমার এই উদ্যম অভিনন্দনযোগ্য। কারণ, আমার মতো বর্ষীয়ানদেরও বিষয়জাল আকর্ষণ করে।১০

আকৃতিতে তুমি শ্রেষ্ঠ গুণসম্পদ লাভ করেছ। সংসারে রম্যতা সুলভ, কিন্তু গুণার্জনই দুর্লভ।১১

যৌবনশ্রী শরৎকালের মেঘচ্ছায়ায় মতো চঞ্চল। বিষয়রাশি আপাতমধুর হলেও পরিতাপজনক।১২

প্রাণীমাত্রই সর্বদাই দুঃখভোগী, মৃত্যু তাদের প্রতিবন্ধক। তাই এই ত্যাজ্য সংসারে সজ্জনেরা মোক্ষলাভে সচেষ্ট হন।১৩

তুমি প্রশান্তচিত্ত, কারণ তুমি কল্যাণী বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু তোমার এই বিপরীত বেশ আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছে।১৪

যুদ্ধকামী ব্যক্তির মতো তুমি এই বর্ম ধারণ করেছ কেন? তপস্বীরা তো শুধু অজিন আর বল্কলই পরিধান করে থাকেন।১৫

তা ছাড়া, তুমি মুক্তিকামী, দেহে তোমার স্পৃহা নেই, প্রাণীহিংসাও তোমার অনভিপ্রেত। তাই তোমার এই দুইটি মহাতূণ, ভয়ঙ্কর ধনু এবং মৃত্যুর বাহুর মতো প্রাণীদের কাছে ভীতিপ্রদ খড়্গ, তপস্যারত তোমার শান্তি সমর্থন করছে না[২]।১৬-১৭

তুমি নিশ্চয় শত্রুজয় করতে চাও,—না হলে কোথায় বা ক্রোধসূচক এই অস্ত্র আর কোথায়ই বা ক্ষমাশীল তপোধন !১৮

মোক্ষদায়িনী ক্রিয়াকে যে হিংসাফলপ্রসবিনী করে তোলে, সেই মূঢ় গ্লানিদোষনাশক স্বচ্ছ জলকে পঙ্কিল করে থাকে ।১৯

হিংসাদি দ্বেষের মূল কারণ—অর্থ ও কাম। এ দুয়ের বাসনা তুমি মনে পোষণ কোরো না। কারণ—এই দুইটি তপোজ্ঞানের দারুণ প্রতিবন্ধক ।২০

যে প্রাণি-হিংসায় নশ্বর সম্পদ লাভ করে, সমুদ্র যেমন নদীদের আশ্রয়[৩] হয়, সেও তেমনি বিপদরাশির[৪] আধার হয় !২১

বিপদের মতো সম্পদেরও সব কিছুই দুঃখের কারণ। সম্পদ সৎসহায়-সম্পন্ন পুরুষের প্রাপ্য, বিপদও এইরূপ পুরুষই অতিক্রম করতে পারেন। সম্পদ রক্ষণে ক্লেশকর, বিপদ তো রক্ষণব্যাপারে স্বভাবতই দুঃখজনক। সম্পদ (অনর্থের মূল বলে) ভীতির কারণ সেই ভীতি স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান ।২২

যা দুষ্প্রাপ্য এবং যা বিশ্বাসজনক সন্তোষের প্রধান শত্রু, যে সাপের ফণার মতো সেই ভোগ উপভোগ করে, তার বিপৎপ্রাপ্তি দুর্লভ হয় না ২৩

লক্ষ্মী কখনও উত্তমাধম বিবেচনা করে না। কেউ লক্ষ্মীর প্রিয় হতে পারে না। অথচ মূর্খ লোকেরা অননুরক্ত লক্ষ্মীতেই অনুরক্ত হয়। মানুষের স্বভাবই কেমন বিপরীত ।২৪

সম্পদ যে অসাধুদের আশ্রয়ে চঞ্চল, সম্পদের প্রশংসায় এ ব্যাপারটা কোন প্রতি-বন্ধকতা করে না, কিন্তু ক্ষুদ্র সম্পদরাশি তো সাধুদেরও পরিত্যাগ করে যায়। (এটাই তাদের নিন্দার বিষয়) ।২৫

অপ্রিয়-সমাগমের মতো প্রিয়বিরহ দেহান্তরেও মনকে দুঃখিত করে, ভবিষ্যতেও করবে ।২৬

প্রিয়-সমাগমে শূন্যও পূর্ণতা পায়, বিপদও উৎসবের মতো হয়, বঞ্চনাও লাভ-জনক হয়ে দাঁড়ায় ।২৭

ইষ্টজন থেকে বিযুক্ত হলে রম্যও অরম্য বলে মনে হয়, বন্ধুদের মধ্যে থাকলেও তখন একাকী বলে মনে হয় ।২৮

যখন প্রিয়জনের সঙ্গে যুক্ত থাকো, আনন্দিত হও ; আর যখন প্রিয়-বিচ্ছিন্ন হও, তখন পরিতাপ ভোগ কর ; তাই যে-পীড়া তোমার নিজের কাম্য নয়, তা তুমি পরের ওপর প্রয়োগ কোরো না ।২৯

এই উৎপত্তিধর্মা মানুষের স্থিতি লক্ষ্মীর মতোই চঞ্চল একথা জেনে তুমি ন্যায়পথ থেকে বিচলিত হোয়ো না। কারণ ন্যায়েই সাধুদের স্থিতি[৫] ।৩০

হে তপোধন ! রণোদ্যম পরিত্যাগ করো। এই মহাতপস্যা ব্যর্থ কোরো না। পুনর্জন্ম পরিহার করতে শান্ত (জিগীষাবিমুখ) হও ।৩১

(আর যদি জিগীষু হও), তা হলে দেহে বর্তমান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-রিপুদের জয় করো ; তাদের জয় করতে পারলে সমস্ত লোক জয় করা হবে[৬] ।৩২

যে পুরুষ স্বার্থসাধনে পরাধীন, নীচবৃত্তি, নির্লজ্জ ও অজিতেন্দ্রিয়, সে ষাঁড়ের মতো সমস্ত পুরুষদের অধীন হয় ।৩৩

আগের দিন তুমি যে সুখ অনুভব কর, পরের দিন তা তোমার স্মৃতির বিষয় হয়ে

থাকে। তাই বিষয়রাশিকে স্বপ্নের মতো মনে করে তুমি তাদের অধীন হোয়ো না।৩৪

বিষয়রাশি বিশ্বস্ত হলেও প্রতারক ও প্রিয় হলেও দুঃখজনক; ত্যাগ করতে গেলেও তাদের ত্যাগ করা যায় না। বিষয়রাশি সত্যিই কুৎসিত শত্রু।৩৫

হে তপোধন, বারবার জাহ্নবীপ্লাবিত এই নির্জন পর্বতে মুক্তি অবিলম্বে তোমার কাছে আসবে। তুমি অস্ত্র ধারণ কোরো না।৩৬

অর্জুনের উক্তি

দেবরাজ একথা বলে থামলে অর্জুন বিনয়মধুর বচনে বললেন—।৩৭

আপনার বাক্য প্রসিদ্ধ পদ ও অর্থসম্পন্ন, সমাসবহুল, অর্থগৌরবশালী[৭] বিস্তৃতি-দোষহীন, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত[৮], 'উহ্যদোষহীন' অধ্যাহারদোষরহিত[৯], সম্পূর্ণ বাচক ও সংকীর্ণার্থহীন, যুক্তিসহ অর্থনিশ্চয় করা হয়েছে বলে শাস্ত্রসিদ্ধ বলে প্রতীয়মান, কোন প্রতিবাদী তার বিরোধিতা করতে পারে না বলে তা বেদবচনের মতো অলঙ্ঘ্য, বিক্ষুব্ধ সাগরের মতো গম্ভীর এবং ঔদার্য ও অর্থসম্পদে ঋষিচিত্তের মতো শান্ত। যথাসময়ে অভিব্যক্ত এমন সর্বগুণান্বিত বাক্য, এবিষয়ে অভিজ্ঞ নন এমন কেউ কি বলতে পারেন ?৩৮—৪১

হে তাত! আপনি আমার এই উদ্যমের পূর্বাপর বৃত্তান্ত জানেন না, তাই আমাকে মুনিজনোচিত ধর্মশিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হয়েছেন।৪২

পূর্বাপর সঙ্গতি না জানা থাকলে বৃহস্পতির বাক্যও নীতিদ্রোহী পুরুষের উদ্যমের মতো ব্যর্থ হয়ে যায়।৪৩

হে তাত! দিন যেমন নক্ষত্রময় আকাশের ভাজন হতে পারে না, আপনার কথা শ্রেয়স্কর হলেও তেমনি আমি তার আধার হতে পারছি না।৪৪

আমি ক্ষত্রিয়, পাণ্ডুপুত্র, কুন্তীর গর্ভজাত ধনঞ্জয়। স্বজননির্বাসিত হয়ে এখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে আছি। (অর্থাৎ তাঁরই নির্দেশে আমি তপস্যারত)।৪৫

আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের আদেশে এই ব্রত যাপন করছি। সুখে আরাধ্য ইন্দ্রের আরাধনার জন্যেই আমার এই কঠোর উদ্যম!৪৬

রাজা কপট পাশাখেলায় রাজ্যকে, নিজেকে ভাইদের এবং সহধর্মিণীকে পণ রেখেছিলেন। ভবিতব্যতা এই রকমই।৪৭

অন্যান্য অনুজদের নিয়ে তিনি (যুধিষ্ঠির) এবং দ্রৌপদী—আমার বিচ্ছেদে এই দীর্ঘযামা রাত্রিতে অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ করছেন।৪৮

শত্রুরা সভাস্থলে সবলে আমাদের উত্তরীয় হরণ করেছিল বলে লজ্জায় আমরা অবনত হয়েছিলাম। তারা মর্মভেদী বাক্যে আমাদের ব্যথিত করেছিল।৪৯

শত্রুরা সাধ্বী দ্রৌপদীকে গুরুজনদের সন্নিধানে আনলে মৃত্যু যেন পাল্টা পণ করেছিল। (অর্থাৎ আমিও এদের সবলে আমার আলয়ে টেনে আনব)।৫০

সভাসদেরা দুঃশাসন-আকৃষ্টা দ্রৌপদীকে দিনান্তে সূর্যাভিমুখী মহাতরুর আবর্তিত ছায়ার মতো কিছুক্ষণ দেখেছিলেন।৫১

'যারা যথাযোগ্য আচরণে অসমর্থ সেই পতিদের দিকে তাকিয়ে তোমার কী হবে?' এই ভেবে হয়তো দ্রৌপদী চোখ দুটো অশ্রুতে পূর্ণ করেছিলেন।৫২

গুণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আমাদের এই চরম দশা সহ্য করেছিলেন। শত্রুদমন সুলভ, কিন্তু সৎসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ দুর্লভ।৫৩

সাগরের জল এবং মনস্বীদের মন সীমা অতিক্রমে ভয় পায়। উভয়েই আকুলিত হলেও নির্মল থাকে।৫৪

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে সৌহার্দ্যই আমাদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। কারণ, আসন্ন-পতন সৈকতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের মতো দুর্জনের সঙ্গ-গ্রহণও আমাদের ক্ষতির কারণ হয়।৫৫

লোকনিন্দায় যার ভয় নাই, দোষ-গুণে যে সমবুদ্ধি, এমন ধূর্তজনের কাজ বিধাতার কাজের মতোই অভাবনীয়।৫৬

শত্রুনির্জিত আমার হৃদয় তখনই বিদীর্ণ হত, যদি বৈরনির্যাতনের বাসনা হৃদয়কে প্রতিকাররূপ বাহুর অবলম্বন না করতো। (প্রতিকারের বাসনা না থাকলে আমার জীবনধারণ করাই অসহ্য হত)।৫৭

শত্রুরা আমাদের পরাজিত করে মৃগের জীবিকা গ্রহণে বাধ্য করেছে। এতে আমরা (পাঁচ ভাই) নিজেরাই পরস্পর লজ্জিত হচ্ছি, অন্যান্য সহবাসীদের কাছে যে আরও লজ্জিত হব, এ কথা তো বলাই বাহুল্য।৫৮

শক্তিক্ষয়ে নম্র, সারহীন, লঘু এবং মানহীন পুরুষ এবং তৃণের অবস্থা একই রকম।৫৯

পর্বতে যা যা উচ্চ তা-সবই অলঙ্ঘ্য, একথা ভেবে মহাত্মাদের কাছে মানোন্নতি কেন অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠবে না?৬০

যতক্ষণ পুরুষ মানহীন না হয়, ততক্ষণ লক্ষ্মী তাকে আশ্রয় করেন, যতক্ষণ তার যশ স্থির থাকে, ততক্ষণই সে পুরুষপদবাচ্য হয়।৬১

সেই পুরুষের জন্মই সার্থক, যার নাম সামনে রাখলে গণনার সময় আমাদের উদ্যত-আঙুল অন্য কোন আঙুলে যায় না। (অর্থাৎ সে ছাড়া অন্য কাউকে গণনার মধ্যে আনা হয় না)।৬২

দুর্গম অরণ্যের উন্নত পর্বতও অগম্য হয় না। কিন্তু প্রভাববান্ মনোন্নত পুরুষকে অলঙ্ঘ্যতা কখনও পরিত্যাগ করে না।৬৩

যাদের শুভ্র যশ চন্দ্রমণ্ডলকে লজ্জা দেয়, তারাই বংশস্থ সকলকে গুরুত্বদান করে, তাদের দিয়েই বসুন্ধরা যথার্থনাম্নী।৬৪

যারা শুষ্কদ্রব্যে বজ্রপাতনের মতো শত্রুর উপর ক্রোধ নিক্ষেপ করে, তারাই মনস্বীদের অগ্রণী এবং পুরুষ হিসেবে তারাই উদাহরণ (অর্থাৎ তাদের দেখেই বুঝতে হবে—পুরুষকে কী রকম হতে হবে)।৬৫

আমি সমুদ্রতরঙ্গের মতো চঞ্চল সুখ চাই না, অর্থ চাই না, এমন কি অনিত্যতারূপ বজ্রের ভয়ে পবিত্র ব্রহ্মপদও প্রার্থনা করি না।৬৬

(শত্রুদের) কপটতায় কৃত অপযশরূপ পঙ্ক আমি বৈধব্যপীড়িত শত্রুপত্নীদের চোখের জলে ধুতে চাই।৬৭

(আমি এ-বিষয়ে কৃতসংকল্প, তাতে) সাধুরা আমাকে উপহাস করেন করুন, কিংবা আমার যদি বুদ্ধির মোহই উপস্থিত হয়ে থাকে হোক, আর অযোগ্য উপদেশদানের প্রয়াসে আপনিও যদি লজ্জিত হন হোন।৬৮

আমি শত্রুনাশ করে বংশলক্ষ্মীর উদ্ধারসাধন না করা পর্যন্ত নির্বাণকেও জয়শ্রীর অন্তরায় বলে মনে করি।৬৯

পুরুষ যতক্ষণ না শত্রুবিলুপ্ত যশ অস্ত্রপ্রয়োগে ফিরিয়ে না আনে, ততক্ষণ তাকে প্রায় অজাত, মৃততুল্য এমন কি তৃণতুল্যও বলা যায়।৭০

শত্রুজয় না করে যার ক্রোধ প্রশমিত হয়, তাকে পুরুষ বলা যাবে কেমন করে? হে তপোধন, আপনিই বলুন।৭১

জাতিমাত্রবাচক 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক, কিন্তু যারা গুণজ্ঞ তাঁদের কাছে যারা সপ্রশংসিত হয়ে সবিস্ময়ে উল্লিখিত হন, তিনিই (যথার্থ) পুরুষ।৭২

যার নাম সভায় সগৌরবে উচ্চারিত হলে যেন শ্রোতাদেরই তেজ তিরোহিত হয় এবং যার নাম শত্রুরাও অভিনন্দিত করে, সেই পুরুষই পুরুষ।৭৩

তৃষ্ণার্ত যেমন জলাঞ্জলি ইচ্ছা করে, তেমনি রাজা (যুধিষ্ঠির) প্রতিজ্ঞা-অনুসারে শত্রুসংহারের ইচ্ছায় কেবল আমাকে স্মরণ করছেন।৭৪

আপদে-বিপদে প্রভুর আদেশ যে-পুরুষে ব্যর্থ হয়, সে চাঁদের কলঙ্কের মতো নির্মল বংশের কলঙ্কস্বরূপ।৭৫

গার্হস্থ্য ধর্মের আগে ধর্মবিরোধী চতুর্থ আশ্রম আমি কেমন করে অবলম্বন করব? পূর্বসূরীরা আশ্রমানুক্রমেই বিধান দিয়েছেন, ব্যতিক্রমের নয়।৭৬

গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পিত। দূরবর্তিনী জননী এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আচারবান্ রাজা যুধিষ্ঠির আমার স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নিয়েছেন।৭৭

(এঁদের আদেশেই আমাকে চলতে হবে, আমি নিজের ইচ্ছামতো অন্য পথে যেতে পারব না)। মানীরা স্বধর্মের অনুবর্তন করেন, অতিক্রম করেন না। শত্রুবিধ্বস্ত হয়েও তাঁরা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেন না।৭৮

হয় আমি ঝঞ্চা-তাড়িত ছিন্ন মেঘের মতো এই পর্বতশৃঙ্গে বিলীন হয়ে যাব, না হয় তো ইন্দ্রকে আরাধনা করে অপযশরূপ শল্য উৎপাটন করব।৭৯

ইন্দ্রের অর্জুনকে আদেশদান ও প্রস্থান

অর্জুন একথা বললে ইন্দ্র নিজের দিব্যমূর্তি প্রকাশ করে তাঁর সন্তান অর্জুনকে বাহুতে আলিঙ্গন করে মঙ্গলের জন্যে পাপনাশক মহাদেবের আরাধনার আদেশ দিলেন।৮০

পিনাকী শিব সন্তুষ্ট হলে লোকপালদের[১০] নিয়ে আমি তোমাকে এমন বীর্য দান করব, যা ত্রিভুবনে অপ্রতিরোধ্য হবে। তুমি সে অবস্থায় রিপুলক্ষ্মীকে তোমাতে একান্ত অনুরক্ত করে তুলবে—এই বলে ইন্দ্র অন্তর্হিত হলেন।৮১

॥ ভারবি-বিরচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'ইন্দ্রসমাগম' নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

তপোরত অর্জুনের বর্ণনা

তারপর প্রসন্নমুখ অর্জুন ইন্দ্রের উপদেশে মহাদেবকে অক্লান্তভাবে আরাধনা করার জন্যে বিধিমতো তপস্যা করতে লাগলেন।১

সূর্যের দিকে মুখ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে জয়ের অভিলাষে অনাহারে থেকে অন্তরে-বাহিরে শুচি হলেন তিনি। এইভাবে তাঁর বহুদিন কাটল।২

সর্বদা দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপজনক দুঃখে থাকলেও পর্বতরাজ হিমালয়ের মতো দৃঢ়তা লাভ করলেন তিনি। কারণ, মহতের ধৈর্য-সামর্থ্য অকল্পনীয়। অদূরেই পক্বতায়-সুরভি ফল আর নির্মল শীতল জল থাকলেও তাতে তাঁর মন আকৃষ্ট হয় নি। কারণ সুকর্মাদের সুতপস্যাই অমৃতের মতো হয়ে থাকে।৩-৪

(নিজের তপোগৌরবে) তিনি বিস্মিত হন নি, বা (ফলপ্রাপ্তিতে বিলম্বে) বিষণ্ন হন নি। মুহূর্তমাত্রও তিনি তপস্যায় অলস হন নি। তাঁর ক্ষীয়মাণ এবং দুর্বল তমঃ ও রজোগুণ তাঁর প্রবল সত্ত্বগুণকে নষ্ট করে নি।৫

তাঁর তপস্যাকৃশ দেহ ত্রিভুবনের উৎকর্ষকে জয় করেছিল এবং তত্ত্ববিদদের কাছে ভীতিজনক হয়েছিল। এমন কি আছে, যা মনস্বীদের সহজসাধ্য নয়?৬

বিজয়ী অর্জুন নিশীথের জ্বলন্ত অনলের চেয়েও রম্যতর এবং সমুদ্রের ধৈর্যগুণ জয় করে পর্বতের চেয়েও উন্নততর বলে প্রতীয়মান হলেন।৭

সর্বদা গূঢ় মন্ত্র জপ করার সময় তাঁর মুখমণ্ডল বেষ্টন করে তাঁর দন্তপঙ্‌ক্তির কিরণ বিকীর্ণ হত, তাতে মুখমন্ডল ভীষণ সূর্যমণ্ডলের মতো শোভা পেত।৮

বর্ম পরিধান করে এবং উপবীতের স্থানে জ্যাযুক্ত কার্মুক ধারণ করে তিনি ইন্দ্রধনু-বেষ্টিত গহন-অরণ্যশোভিত শৈলরাজের মতো প্রতিভাত হচ্ছিলেন।৯

তপস্যাকৃশ অর্জুন যখন নিয়মস্নানের জন্যে যেতেন, তখন তাঁর পদন্যাসে হিমালয় যেন অবনমিত হয়ে ভূতলে প্রবেশ করতেন। আকৃতি নয়, গুণেরই প্রকৃত গুরুত্ব[১]।১০

ঊর্ধ্ববাহু অর্জুনের মাথার উপর বিকীর্ণ জ্যোতিঃ আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে মুনি ও দেবতাদের পরিচিত পথকে রুদ্ধ করল।১১

কৃষ্ণপক্ষের রাতেও রাজকুমার অর্জুনের তেজোরাশিতে অন্ধকার বিদূরিত হত বলে আকাশ চন্দ্ররশ্মিসঙ্গমের শোভা ত্যাগ করত না!১২

অর্জুনের দেহজাত বিপুল কিরণমালায় হতপ্রভ হয়ে সূর্যবিম্ব যেন লজ্জিত হয়েই আর আকাশে বিরাজ করল না।১৩

অর্জুনের জটা থেকে অরুণবর্ণ কিরণ উদ্‌গত হচ্ছে, তিনি ধনুকে জ্যা-রোপণ করে আছেন, এই অবস্থায় সিদ্ধেরা তাঁকে অসুরপুরীমথনে[২] ইচ্ছুক ললাটনেত্রহীন রুদ্রের মতো দেখলেন।১৪

যিনি এই দুষ্কর তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনি কি মরুৎপতি, না সূর্য, না বহু-শিখামণ্ডিত অগ্নি?—সেখানকার তপস্বীরা মনে মনে একথা ভাবতে লাগলেন।১৫

হরিতনয় অর্জুনের দূরগামী তেজ বনরাজিকে দগ্ধ করে নি, জলরাশিকেও শুষ্ক করে নি, তবুও সেখানকার সিদ্ধ তাপসদের কাছে তা সহ্য করা সহজ হয় নি।১৬

মহর্ষিদের শিবের কাছে আগমন

তারপর গুণ যেমন বিনয়কে, নীতি যেমন দুর্নীতিনাশী বিবেককে এবং অবাধ

যেমন ন্যায়কে আশ্রয় করে, শরণহীন মহর্ষিরাও তেমনি শিবের শরণ নিলেন।১৭

দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায় মহর্ষিরা সহসা সূর্যতেজোবিজয়ী শিবের দিকে তাকাতে পারলেন না।১৮

তারপর মহর্ষিরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অধিপতি মহাদেবের সন্তুষ্টিসাধনের জন্যে স্তব করতে করতে সেখানে (সেই তেজঃপুঞ্জের মধ্যে) এক অযুগ্ম-নেত্র কমনীয়-মূর্তি পুরুষকে দর্শন করলেন।১৯

সেই পুরুষ উমার চন্দনার্দ্র স্তনমণ্ডলের মতো পীনোন্নত বৃষ-ককুদে হাত রেখে স্পর্শসুখ অনুভব করছেন। তিনি হিমালয়ের শীর্ষে অবস্থিত হলেও যেন সর্ব-লোকাতিশায়ী তেজঃপুঞ্জে নীলজলধি এবং মেঘপথসহ সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করছেন। তাঁর জানুর মধ্যভাগ বিপুলকায় মহাসর্পে বেষ্টিত, তাই দেখে মনে হল—সূর্যতেজের শেষ সীমায় অবস্থিত লোকালোক পর্বত বেষ্টিত, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যেন অবস্থিত। তাঁর বিশাল, দীপ্তিময় ও নীলবর্ণ গলদেশে অনুরঞ্জিত শেষনাগ যজ্ঞোপবীতের মতো মনে হচ্ছে। তাঁর শিরোধৃত চন্দ্ররশ্মিতে তাঁর জাতীকুসুমের মতো ললাটকুমুদ রঞ্জিত হচ্ছে, কেশপাশ হচ্ছে অভিস্নাত। সেই রশ্মিধারা যেন ক্ষতবিশিষ্ট গঙ্গাজলের ধারার মতোই মনে হচ্ছে। ।২০-২৪

তারপর মুনিরা শিবের অভিমুখে এলে তাঁর নয়ননিমেষের সংকেতে আদিষ্ট হয়ে অর্জুনের তপোর্জনিত জগতের দুঃখ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন।২৫

অর্জুন-তপস্যার প্রভাব বর্ণনা

হে ত্রিভুবনের এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ! বৃত্রাসুরের মতো ভীমকলেবর কোন এক পুরুষ উজ্জ্বল মূর্তিতে সূর্যের জ্যোতিকে পরাভূত করে তপস্যা করছেন।২৬

সেই পুরুষ বিপুল দুটি ইষুধি, ধনু, কবচ, উত্তম খড়্গ, জটা, বল্কল ও অজিন ধারণ করছেন। মুনিবেশবিরুদ্ধ হলেও এ বেশে যে তিনি শোভান্বিত নন, তা নয়। এখানেই বিস্ময়।২৭

সেই পুরুষের চলনে পৃথিবী সচল হয়। তাঁর ইন্দ্রিয়রোধে বায়ু, গ্রহ ও নক্ষত্রেরা প্রশান্তভাবে অবস্থান করে নভস্তল এবং সমস্ত দিক্ স্তব্ধতা অনুভব করে।২৮

সেই পুরুষ অবিলম্বে নিজ তেজে সুরাসুরদের সঙ্গে এই বিশ্ব হরণ করবেন (আচ্ছন্ন করবেন); তখন এর সমস্ত বস্তু অসার হয়ে যাবে, কারণ—তপস্যায় সুলভ নয়, এমন কি আছে ?২৯

তিনি হঠাৎ পৃথিবী জয় করতে ইচ্ছুক হয়েছেন না একই সঙ্গে সংহার করতে অভিলাষী হয়েছেন—না অবসানই তাঁর অভীপ্সিত, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু এ'র তেজ আমরা সহ্য করতে অক্ষম।৩০

হে নাথ, আপনি উপেক্ষা করছেন কেন, বলুন? আপনার অজানা তো কিছুই নেই। আমাদের রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আপনি স্বয়ং যেখানে শাসক, সেখানে আমাদের পরাভব যেন না ঘটে।৩১

শিবের উক্তি

একথা বলে মুনিরা বিরত হলে তমোনাশী শিব বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনির মতো গম্ভীরকণ্ঠে দিগ্বিবর ধ্বনিত করে বললেন—।৩২

ইনি নিত্যবদরিকা-আশ্রমবাসী॰ জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা বিষ্ণুর ধরাতলে অবতীর্ণ 'নর'-নামে অংশ (অর্থাৎ নারায়ণ)। আপনারা এঁকে অন্য কেউ বলে মনে করবেন না।৩৩

দেবরাজের বলবীর্য পরাভবকারী সমগ্র বিশ্বসন্তাপী শত্রুদের পরাজিত করার অভিপ্রায় নিয়ে ইনি আমারই উপাসনারূপ মহাতপস্যায় নিমগ্ন।৩৪

ইনি (অর্জুন) ও কৃষ্ণ এই দুই বিভু প্রজাপতির প্রার্থনায় অসুরবধ করে প্রজাদের রক্ষা করতে পৃথিবীতে এসে মানবের মধ্যে বাস করছেন।৩৫

মূক নামে কোন দানব একে (অর্জুনের তপস্যাকে) দেবতাদের কাজ বলে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে অর্জুনকে বধ করবার উদ্দেশ্যে ধাবিত হচ্ছে। তাই আপনারা আমার সঙ্গে অবিলম্বে অর্জুনাশ্রমে আগমন করুন।৩৬

এই পাপমগ্ন দানব নির্জনেও এঁকে স্বমূর্তিতে পরাজিত করতে পারবে না মনে করে মায়া অবলম্বনে বরাহমূর্তি ধরে নির্ভয়ে জয়লাভে উদ্যত হয়েছে।৩৭

আমি কিরাতপতির রূপ ধারণ করে ঐ বরাহরিপুকে বধ করলে ঐ পাণ্ডব (অর্জুন) বরাহে তীক্ষ্ম বাণবর্ষণ করে হঠাৎ মৃগয়া-কলহ আরম্ভ করবেন।৩৮

অর্জুন তপস্যায় অত্যন্ত পীড়িত হয়ে কৃশতনু হয়েছেন, এঁর সহায় বা সম্পদ কিছুই নেই। তবুও সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হয়ে স্বাভাবিক অতুল ভুজবল প্রকাশ করবেন, তা আপনারা প্রত্যক্ষ করবেন।৩৯

শিবের কিরাতরূপ ধারণ ও অর্জুনাশ্রমে আগমন

শিব মুনিদের এই উদার উপদেশ দেবার পর তাঁর বক্ষোদেশে বিকৃতভাবে হরিচন্দন-রেখা বিন্যস্ত হল, ঘর্মজনিত রোমাঞ্চ দেখা দিল এবং উজ্জ্বল গজমুক্তার মালা শোভা পেতে লাগল। তাঁর মাথার কেশপাশ পুষ্পিত লতাগ্রে বদ্ধ হয়ে বিলম্বিত হল, কপাল শিখিপুচ্ছে সজ্জিত হল, নয়ন হল অরুণবর্ণ। এইভাবে মুখমণ্ডলে শোভা ধারণ করে তিনি এক বিশাল মেঘনাদী ধনুক নিয়ে তাতে একটি বাণ যোজনা করলেন। এতে মেঘদলের মতো অবস্থান করে এক সুন্দর কিরাত-সেনাপতিরূপে পরিণত হলেন তিনি।৪০—৪২

শিবের আনুকূল্যে গণপতিরা কিরাতদেহ ধারণ করে শূল, কুঠার ও ধনুর্বাণ নিয়ে এক বিশাল কিরাতবাহিনী গঠন করল।৪৩

তারপর শিবের আদেশে গণপতিরা পর্বতে বনবিভাগ (কে কোন্ অঞ্চলে থাকবে) ঠিক করে নিয়ে ভীষণ কলরবে বনভূমি পূর্ণ করে মৃগয়াচ্ছলে চারদিক থেকে প্রবেশ করল।৪৪

তখন ভীত হয়ে স্বস্থান থেকে নির্গত নানারকম পশুপাখীর ডাকে বিশাল অরণ্য আর গুহার গর্ত পূর্ণ হওয়ায় পর্বত যেন হঠাৎ ভয়ে চীৎকার করে উঠল।৪৫

পথে বিরোধী পশুপাখিরা কেউ কারো উপর ক্রোধ প্রকাশ করল না। কারণ, এক সঙ্গে এসে-পড়া নিদারুণ সংকট স্বাভাবিক শত্রুতাকেও নষ্ট করে দেয়।৪৬

চমরীরা তাদের অত্যন্ত প্রিয় পুচ্ছ নিয়ে বেণুবনে সংলগ্ন হল। শিবসেনাদের দেখে প্রবল ভয়েও তারা ধৈর্য ধরে থাকল।৪৭

ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও সিংহেরা নির্ভয়ে শিবসেনাদের দেখতে লাগল। তাদের

কেশর নিহত-হাতিদের মদবারিতে সুবাসিত হয়েছিল এবং ঘুম ভেঙে উঠে তারা হাই তুলছিল।৪৮

(সেই সময়ের সংক্ষোভে) পুঁটিমাছগুলো পেটে নাড়া খেয়ে নদীতে ছোটাছুটি করতে লাগল। কাদায় ভরে যাওয়ায় তীরগুলোতে চলাই হলো মুশকিল। হাতিরা (ছুটতে ছুটতে বাধা পেয়ে) যে চন্দনগাছগুলো ভাঙছিল, তাদের রসে নদীর জল হলো অরুণরাঙা।৪৯

মহিষেরা যে অগুরু[৫] তমাল[৬] আর উশীর[৭] পায়ে দলছিল, তারই গন্ধ থেকে হাওয়া বইতে লাগল, যে হাওয়া শুকপাখির রঙের মতো শিলাকুসুমকে ছড়িয়ে দিয়ে কিরাতদের ক্লান্তি দূর করছিল।৫০

সেই সময়কার সংক্ষোভে সরোবরগুলোর জল গ্রীষ্মকালের মতো আলোড়িত হল। (পশুপাখিদের) ছুটে পালানোর বেগে কলাগাছ ও নীবারধান দলিত হল এবং পদ্মিনীদল ম্লান হল।৫১

এইভাবে উমাপতি গিরিসানু আর গহনবনে-জাত প্রাণীদের পরিচালিত করে আনন্দিত হরিণীদের দাঁতে-কাটা লতায় ভরা অর্জুন-আশ্রমে এলেন।৫২

তার পর শিব দেখলেন—মেঘের মতো নীলবর্ণ সেই দানব বরাহদেহ ধারণ করে মুখ ঘষে মাটি উপড়ে অর্জুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।৫৩

সেই কান্তিমান্ শিব সুরনদীর প্রান্তে সেনাসন্নিবেশ করে কয়েকজন প্রধান প্রধান কিরাতের সঙ্গে লতাপাতায় ঘেরা জঙ্গলে প্রচ্ছন্ন থেকে ঐ বরাহের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে চললেন।৫৪

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'ঈশ্বরাভিগমন' নামে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ সর্গ

বরাহরূপী মূকদানবকে দেখে অর্জুনের বিতর্ক ও কর্তব্যনির্ধারণ

তারপর ইন্দ্রতনয়[১] অর্জুন (সেই বরাহের) বিশাল দেহ দেখে 'এ পর্বত বিদীর্ণ করতেও সমর্থ' এই মনে করে দৃঢ়দন্ত ভয়ংকর-মুখ এই পশুটির দিকে অবিলম্বে দৃষ্টিপাত করলেন।১

এ দেখি অন্য সব কাজ ছেড়ে স্পষ্টই তার কেশর উঁচিয়ে ধেয়ে আসছে—জয়লাভে এবং বরাহবধে ইচ্ছুক অথচ কিছুটা শঙ্কিত অর্জুনের মনে বার বার এই বিতর্ক এল।২

এই যূথভ্রষ্ট বরাহ তার কঠিন মুখাগ্র দিয়ে শালগাছের মূল বিদীর্ণ করে এবং সবল কাঁধের ঘর্ষণে গিরিসানু চূর্ণ করে যুদ্ধে আহ্বান জানানোর জন্যেই যেন আমার দিকে ধেয়ে আসছে।৩

এই তপোবনের হিংস্র পশুরা তপস্যার প্রভাবে শত্রুতাহীন হয়ে[২] অন্য প্রাণী ভক্ষণে জীবিকা-অর্জন ত্যাগ করেছে। অথচ এ দেখি আমার উপর সেই হিংসাবৃত্তি পোষণ করছে। তবে কি আমার মানসিক বিকার এল, না কি এ কোন দৈত্যের মায়া?৪

অথবা এ আগের জন্মে আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিল, সেই ক্রোধ কৃতজ্ঞের মতো

এখনও একে পরিত্যাগ করতে পারেনি। তা না হলে কাছাকাছি বিক্ষুব্ধভাবাপন্ন হরিণদের ত্যাগ করে এ আমার দিকেই অতিবেগে ধেয়ে আসছে কেন ?৫

একে দেখে যখন আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হচ্ছে, তখন এ নিশ্চয়ই কোন জন্তু নয়, আমাকে বধ করতে চায় এমন কোন শত্রু। কারণ প্রসন্ন বা ক্ষুব্ধচিত্ত কে মিত্র বা কে শত্রু তা জানিয়ে দেয়।৬

আমি মুনি। আমি নিরপরাধ ব'লে আমার ভয় কোথা থেকে আসবে—এ অহঙ্কার নিয়ে থাকলে আমার মঙ্গল হবে না। পরের উন্নতিতে যাদের ঈর্ষ্যা সেই দুরাত্মাদের অকরণীয় কী আছে ?৭

এই বরাহ নিশ্চয়ই দানব কিংবা কোন রাক্ষস। এমন বল তো কোন বন্যপ্রাণীর নেই। কারণ মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ এই বরাহ শৈলরাজকে আক্রমণ করে যেন কাঁপিয়ে তুলেছে।৮

মৃগয়াভূমিকে অবরোধ করতে ইচ্ছুক এই জন্তুটি ছদ্মবেশে শমব্রতে স্থিত আমাকে মায়া অবলম্বন করে প্রহার করার অভিপ্রায় নিয়ে পিছনের সৈন্যদের মহাকলরবে এই বনভূমির মৃগকুলকে আতঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে।৯

অথবা সুযোধন[৩] (দুর্যোধন) যার উপকার করেছে এমন কোন লোক তার মনের মতো কাজ করবার জন্যে ব্যাধদের অবরোধে ক্ষুভিত ও চঞ্চল পশুদের মধ্যে (বরাহের রূপ নিয়ে) প্রবেশ করেছে।১০

অথবা খাণ্ডবাগ্নিতে জ্ঞাতিরা সকলে দগ্ধ হওয়ায় কি অশ্বসেন ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিতে এল[৪] ? কিংবা ভীমের শত্রুতাচরণে কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে এল ?১১

এ যে-কেউ হোক, বলের অহঙ্কারে যখন ধ্বংসাত্মক বুদ্ধি ধরেছে, তখন আমার একে বধ করা উচিত। কারণ—পণ্ডিতেরা শত্রুনাশকে পরম লাভ বলে থাকেন।১২

'বৎস ! বিজয়লাভ করতে হলে কোন ছিদ্রান্বেষীকে তোমার নিজের পথে আসতে না দিয়ে তপস্যা করতে থাকো'—এই বলে মুনি (ব্যাসদেব) আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই এই বলবান্ বরাহকে বধ করা ছাড়া অন্য উপায়ে আমি ব্রতরক্ষা করতে পারব না।১৩

অর্জুনের শরসন্ধান

এই ভেবে তিনি ধনুকরূপ প্রধান পৌরুষচিহ্ন গ্রহণ করলেন। এবং তারপর বিশ্বাসী ও শত্রুপক্ষের ভেদসৃষ্টিতে যার শক্তি পরীক্ষিত হয়েছে, সচিবের মতো সেই সুতীক্ষ্ন বাণ গ্রহণ করলেন। শত্রুশরীর ভেদ করবার জন্যে ঐ বাণ আগে গুণে আরোপিত হয়েছিল।১৪

যেমন স্থিরতার দরুণ অবিচলিত, (ঔদার্য, তিতিক্ষা ইত্যাদি) গুণসম্পন্ন বন্ধু ধনবলনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও (স্নেহে) আকৃষ্ট হয়ে বন্ধুর অনুকূলে হয়ে থাকেন, তেমনি বিশাল (গুরুভার) ও সারবান্ বলে অভঙ্গুর এবং জ্যা-যুক্ত ধনু তপস্যায় ক্ষীণবল হলেও স্থিরসংকল্প অর্জুনের আকর্ষণে নমনীয় হল। (অর্থাৎ অর্জুন ক্ষীণবল হলেও অনায়াসে মহাগাণ্ডীবে জ্যা-রোপণ করলেন)।১৫

সেই সময়ে মহাশর গাণ্ডীবে[৫] যোজিত হলে প্রকৃষ্ট জ্যা-ধ্বনিতে পর্বতের সমস্ত গুহাগুলো যেন বিদীর্ণ হতে লাগল এবং অর্জুনের পাদন্যাসে পীড়িত হয়ে সমস্ত

পর্বত নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ল।১৬

তারপর শিব সম্পূর্ণ দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট ধনুর্মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত ত্রিপুর-সংহারে[৬] পরিকল্পিত নিজের মূর্তির মতো শত্রুদের কাছে ভয়ংকর সেই অর্জুনকে সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন।১৭

শিবের শরসন্ধান

তারপর শিবও শরসন্ধান করে দৃপ্ত পদবিক্ষেপে পর্বতরাজকে অবনমিত করে ধনু আকর্ষণ করলেন। সেই ধনুর জ্যা রূপে ব্যবহৃত আকৃষ্টদেহ বাসুকির মুখগ্রন্থি থেকে অগ্নি নির্গত হতে থাকল।১৮

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে অনুবন্ধের[৭] মতো সেই রূপ যেন লোপ পাবার জন্যেই পুনর্জন্মনাশক শিব এবং শ্বেতাশ্ব অর্জুনের মধ্যবর্তী হল।১৯

তারপর সেই দুর্বার বাণ সমস্ত আকাশপথ আলোকিত করে মহামেঘ থেকে নির্গত বজ্রাগ্নির মতো নিনাদে গজরাজির ভয়প্রদ পিনাকধনু থেকে সবেগে ধাবিত হল।২০

যখন সেই বাণ ধাবিত হচ্ছিল, তখন সেই বাণের বিশাল পক্ষ থেকে উৎপন্ন এবং প্রতিধ্বনিতে বর্ধিত নিনাদ মহানাগদের চিত্তে গরুড়াগমনের আশঙ্কা জন্মিয়ে শ্রবণ ও হৃদয় বিদীর্ণ করে উত্থিত হল।২১

শিবের নয়ন থেকে নির্গত পিঙ্গলবর্ণ বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ-ছটার মতো আভাযুক্ত, মনের চেয়েও দ্রুতগামী বাণের কিরণজালে আকাশে একটি পথ রচিত হল।২২

সেই বাণ যখন পিনাকধনু থেকে নির্গত হলো, তখন শিবের কাছাকাছি যে নভশ্চরেরা ছিল, তারা তা দেখল ; যখন শোভাসমুজ্জ্বল হয়ে ধাবিত হলো, তখন শিব ও বরাহেরা মাঝামাঝি যে নভশ্চরেরা ছিল, তারা তা দেখল এবং যখন তা বরাহের শরীরে প্রবেশ করল, তখন বরাহের কাছাকাছি যেসব নভশ্চরেরা ছিল তারাও তা দেখল—সকলেই একই সময়ে এই বাণটি দেখতে পেল।২৩

তমালবর্ণ সেই সুর-রিপুর (বরাহের) ঘন তুষারস্তূপের মতো দেহে সেই বাণের বেগ প্রতিহত হল না ! ভয়-বিহ্বল নভশ্চরেরা একে দেখতে লাগল। নদীতে যেমন হাঙর প্রবেশ করে, সেইরকম এই বাণও ভূগর্ভে প্রবেশ করল।২৪

ক্রুদ্ধ যমের তর্জনীর মতো সুন্দর আকৃতি, পর্ব ও গঠনযুক্ত এবং নখের মতো তীক্ষ্ন লোহার ফলকযুক্ত অর্জুনের বাণ জগতের প্রাণীদের ত্রস্ত করে ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশে উঠল।২৫

দীপ্যমান উল্কার মতো তেজ বনের মধ্যে বিকীর্ণ করতে করতে দিব্যাস্ত্র যোজনায় সুবিশাল সেই বাণ সবেগে (মাটিতে) পড়তে পড়তে অসংখ্য পাখির কূজনের মতো শব্দ বিস্তার করল।২৬

তীব্র বেগের দরুন যার নির্গমন ও প্রশমন কিছুই ঠিক করা গেল না সেই বাণ যেন নিজের দৈর্ঘ্য কমিয়ে, চিত্তবৃত্তির সঙ্গে অথবা আগেই, লক্ষ্যে না পড়েই যেন লক্ষ্যভেদ করল।২৭

পুরুষকার যেমন দৈবসম্পাদিত অর্থ অনায়াসে সম্পাদন করতে পারে, তেমনি জয়ের কারণ সেই শর বৃষবাহনের বাণে বিদ্ধ বধ্য-শত্রুর দেহকে অনায়াসে বশে আনতে পারল।২৮

অবিবেক ও বৃথাশ্রম যেমন অর্থকে নষ্ট করে, ক্ষয় ও লোভ যেমন অনুগতদের অনুরাগকে নষ্ট করে এবং দুর্নীতি ও প্রমোদ যেমন জিগীষুকে অবসন্ন করে, তেমনি শিব ও অর্জুনের বাণদুটি সেই বরাহকে অবসন্ন করল।২৯

বাণবিদ্ধ বরাহের পতন

তারপর দীর্ঘতম অন্ধকারে (অর্থাৎ মহানিদ্রায়) প্রবেশ করবার জন্যে সেই বরাহ হঠাৎ বেগহীন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে করল—সূর্য যেন পৃথিবীতে পড়েছে, আর পৃথিবীতে যেন গাছপালা গোল হয়ে ঘুরছে।৩০

উষ্ণ শোণিতে আর্দ্র সেই বরাহ মাটিতে পড়লে তার খুর আর দাঁতের আঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ হল এবং মুহূর্তমাত্র অর্জুনের দিকে তাকিয়ে ক্রোধে ঘোর গর্জন করতে করতে সে প্রাণত্যাগ করল।৩১

অনেক শর থাকলেও যে-শরটিতে তাঁর পৌরুষ ব্যক্ত হয়েছিল সেই শরটি নেবার ইচ্ছায় তিনি ধাবিত হলেন। কৃতজ্ঞদের কাছে যা উপকার করেছে, তা যেমন প্রিয় হয়, যা (ভবিষ্যতে) উপকার করবে, তা তেমন প্রিয় হয় না।৩২

সেই শর অসজ্জনে প্রযুক্ত উপকারের মতো মৃগদেহে স্থান না পেয়ে অদৃশ্য হল এবং নিজের শক্তি দেখিয়ে নিজের গুরুত্ববশতঃ (গুরুত্ব = ১ লোহভার = ২. গৌরব) স্বকৃত পৌরুষেই যেন লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে আছে।৩৩

অর্জুন যখন ভেবেচিন্তে ('এ বাণ নেওয়া উচিত' এই স্থির করে) সেই বাণ তুলে নিতে গিয়েছিলেন, তখন সেই বাণ যেন অর্জুনের কীর্তির মতো উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করেছিল। অর্জুনের (সপ্রশংস) চোখ দুটি যেন তাকে তার আশ্চর্য পটুতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেছিল।৩৪

মহাবাহু অর্জুন সেখানে মদনরিপু মহাদেবের আদেশ জানাবার জন্যে সামনে-দাঁড়ানো ধনুক-হাতে এক ব্যাধকে হঠাৎ সেখানে দেখতে পেলেন।৩৫

কিরাতদূতের উক্তি

সেই ব্যাধ রাজতনয় অর্জুনকে ব্যাধজনোচিত প্রণাম জানিয়ে শান্তিপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত বাক্য এইভাবে বলতে লাগলেন।৩৬

আপনার শান্তভাব আপনার মনের পরিচয় দিচ্ছে। আপনার বহু তেজোময় তপস্যা আপনার বিমল শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ করছে। আর, আপনার দেবতার-মতো আকৃতি বলে দিচ্ছে—আপনি বিশুদ্ধ বংশে জাত।৩৭

আপনি মুনি, তবু প্রভাব-সম্পদে সমুজ্জ্বল আপনি গৌরবে অন্য রাজাদের লঘু করে শতমন্যুর (ইন্দ্রের) আধিপত্য রক্ষার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেই যেন এখানে বিরাজিত রয়েছেন।৩৮

আপনি প্রভাববান্ বলে তপস্বী হলেও আপনি সব সম্পদের আস্পদ। কারণ—আপনি অনুচরবিহীন হলেও যেন সচিববেষ্টিত হয়ে রয়েছেন, এমনই আপনার কান্তি।৩৯

আপনি যদি জয়শ্রী লাভ করেন, তাতে বিস্ময়ের কী আছে ? আপনার মুক্তিও আর দূরবর্তী নয়। কারণ যিনি রজঃ ও তমঃ জয় করেছেন, তিনি কোন্ ঈপ্সিতের আস্পদ নন ?৪০

পৌরুষদৃপ্ত আপনি তেজে সূর্যকেও লজ্জা দিয়েছেন। তাই আমার প্রভুর এই বরাহভেদী বাণ এইভাবে হরণ করা আপনার শোভা পায় না।৪১

মহাপুরুষেরা মানুষের ন্যায্য আচরণগুলো স্মৃতিতে নিবদ্ধ করেছেন। তবু আপনার মতো পুরুষ যদি সেই পথ থেকে বিচ্যুত হন, তা হলে সেই সদাচারের পথে আর কে যাবে বলুন?৪২

যাঁরা যোগশক্তিতে জন্ম ও মৃত্যুকে জয় করেছেন, সেই মুনিরা তরুণ বয়স থেকে আরম্ভ করে মহান্ অনর্থের কারণ অসৎ পথ থেকে নিবৃত্ত হবার উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হয়ে (নিজেরা প্রথমে) সদাচার অভ্যাস করেন৮।৪৩

যা তপস্বীদের পুণ্য দান করে, সুখার্থীদের সম্পদ দান করে, যা যোগীদের মুক্তি-রূপে পরিণত হয়, সেই সদাচার সজ্জনের প্রিয় হবে না কেন?৪৪

শিবের এই বাণ সব দিক দিয়ে আপনার বাণের মতো দেখতে॥ তাই আপনি নিঃসন্দেহে 'এই সেই বাণ'—এ কথা মনে করে এই নিন্দিত পথে পা দিয়েছেন।৪৫

আপনার মতো মনস্বীর পক্ষে শুধু যে অন্যের বাণ হরণের ব্যাপারে নিঃস্পৃহ থাকলেই যথেষ্ট হবে, তা নয়, অন্যে যে-মৃগকে আহত করেছে, সেই মৃগকে নিহত করতেও আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।৪৬

বিদ্বানেরা সর্বদা উৎসুক হয়ে এই প্রভুর যেসব কর্মাবলীর কথা শুনে প্রীত হয়ে থাকেন, সেইসব কথা পরিহাসছলে কীর্তিত হলেও যে মহামনা ব্যক্তিকে লজ্জিত করে, সেই আত্মশ্লাঘাবিমুখ আমার প্রভু কেমন করে অন্যের দোষের মতো নিজের গুণ প্রকাশ করবেন? কর্মপ্রার্থী হলেই তা (নিজের গুণ) প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যে-প্রার্থনায় সুজনের মর্যাদা লঙ্ঘন হয়, সে প্রার্থনাকে ধিক্।৪৭-৪৮

আমাদের সেনাপতি যদি তীক্ষ্ণ শরে এই পশুকে অবিলম্বে আক্রমণ না করতেন, তা হলে সে বলপ্রয়োগে আপনার উপর যা করত, তা না বলাই ভাল। তা যেন আর না হয়।৪৯

যে বরাহ বজ্রকঠিন দেহভার ধারণ করেছিল, সেই বেগবান্ দন্তুর বরাহকে আমাদের সেনাপতি ছাড়া বাণ নিক্ষেপে আর কে বধ করতে পারে?৫০

এইভাবে এই রাজা (কিরাতরাজ) আপনার প্রাণসংশয়ের সময়ে আপনার উপকার করেছেন। তাঁর সঙ্গে বিরোধ করে, সজ্জনদের যা একমাত্র অবলম্বন সেই কৃতজ্ঞতাকে জলাঞ্জলি দেবেন না।৫১

জিগীষুদের পক্ষে যা দুর্লভ, (লাভ করলেন) যা রক্ষা করা খুব কঠিন এবং পরিণামে দুঃখ বয়ে আনে, সেই ধন মিত্রলাভের চেয়ে নিকৃষ্ট, যে মিত্রলাভ কেবল উপকারের মাধ্যমেই ঘটে থাকে, যা প্রাণ রক্ষা করে এবং যা পরিণামে সুখাবহ হয়।৫২

ধন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রবল শত্রু পৃথিবীকেও হরণ করে। তাই পর্বতের মতো স্থির, অন্বেষ্টব্য অথচ স্বতঃপ্রাপ্ত (যাঁকে খুঁজে পেতে হয়, তিনি নিজেই এসেছেন) কিরাতপতিকে সুহৃদরূপে পেয়ে তাঁর অবমাননা করবেন না!৫৩

আপনি জয়ের জন্যেই তপস্যা করছেন, কারণ মুমুক্ষুরা কখনও অস্ত্রধারণ করেন না। (তাই বলছি)—আপনি কিরাতপতির সঙ্গে মিলিত হলে সমস্ত তপস্যার ফলই পাবেন।৫৪

আমার প্রভুর অশ্বোৎপাদন-ভূমি আছে, আছে গজ-কানন, নানা রত্নরাজির অধিকারী

তিনি। একটা সুবর্ণ-বাণের জন্যে তাঁর কী এসে যায়? তিনি কেবল অপমান সহ্য করতে পারেন না!৫৫

কেউ যদি সগর্বে ধুলোও নিতে চায়, তাহলে এই মহাত্মা কুপিত হন, কিন্তু প্রার্থনা করলে নিজের জীবনও সম্পদ বলে মনে করতে চান না। ধনের কথা তো কোন্ ছার!৫৬

অতএব তাঁর বাণ ফিরিয়ে দিন। তাতে রাম আর বানররাজ সুগ্রীবের মতো আপনার দুজনের মধ্যে হঠাৎ গড়ে-ওঠা যোগ্য এবং মহৎ প্রেম পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকুক।৫৭

আপনাকে মিথ্যা অভিযুক্ত করা আমাদের ইচ্ছে নয়। যিনি তপস্বী, তাঁর বাণে কী স্পৃহা থাকতে পারে? আমাদের পর্বতে তো এমন কত বাণ আছে, যা বজ্রধারী ইন্দ্রের শৌর্য ও সম্পদের মতো।৫৮

যদি বাণের দরকার হয়, আপনার তাহলে কিরাতপতির কাছে চেয়ে নিন না কেন? আপনার মতো বন্ধুকে প্রার্থী হিসেবে পেলে তিনি কি (আপনাকে) পৃথিবী জয় করেও দেবেন না?৫৯

উপকারিতা যাঁর সর্বস্ব, সেই বিজ্ঞ অন্যের প্রার্থনা ব্যর্থ করতে চান না, কারণ—তিনি দুঃখিত প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যানের দুঃখ যেন অনুভব করে বুঝেছেন।৬০

শক্তি কিংবা স্থায়ী মিত্রতা থাকলে ধনীদের কাছ থেকে না বলেই অর্থ নেওয়া যায়। কিন্তু এ দুটো (বল ও বন্ধুত্ব) ছাড়া প্রবলের ধনগ্রহণ করার ইচ্ছা বিপদেই পরিণত হয়।৬১

পৃথিবীতে এক পরশুরাম ছাড়া তপস্বীদের মধ্যে অস্ত্রবেদ শিক্ষা করে কোন্ ভুজবীর্যশালীর অস্ত্রপ্রয়োগ সফল হয়েছে বলে শোনা যায়?৬২

মুনিজনোচিত দুঃসাহসিকতার বশবর্তী হয়ে আপনি যে আমাদের রাজার (কিরাতপতির) অধিকৃত পশুটিকে বধ করেছেন, তা তিনি ক্ষমা করেছেন। কারণ—অজ্ঞতা ভ্রান্তদের দোষ ঢেকে রাখে।৬৩

আপনার জন্ম, যশ ও তপস্যার বিরোধী এমন মন্দ কাজ আর করবেন না। কারণ—যারা কুপথগামী, উভয়লোকেই তাদের বিপদ ঘাট, যে বিপদ সর্বনাশা রূপ নিয়ে আসে।৬৪

আপনি তো এখন কব্যবাহপ্রমুখ পিতৃলোকদের অর্চনা করতে চান না, কারণ—আপনি নির্জনে আছেন। দেবতাদের অর্চনা করাও আপনার ঈপ্সিত নয়। এই পশুকে পথ ছেড়ে দিতে আপনার কোন বাধা না থাকলেও আপনি কেন এর শরীর বাণবিদ্ধ করলেন।৬৫

আপনি সজ্জন, তাই চাপল্য পরিহার করুন। কে-বা আপনাকে সবসময় সহ্য করবে? প্রলয়-বায়ু যেমন সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে, তেমনি চপল লোকেরা ধৈর্যবান্‌দেরও বিচলিত করে তোলে।৬৬

এই রাজা (কিরাতপতি) অস্ত্রবেদজ্ঞ! তাই পর্বতবাসী বলে একে অবজ্ঞা করবেন না। স্বয়ং দেবরাজ পৃথিবী রক্ষার জন্যে এঁকে অনুরোধ করে এঁকে এই শৈলবাসে নিযুক্ত করেছেন।৬৭

'মুনির এই আচরণ আমি ক্ষমা করেছি'—একথা সেনাপতি বলেছেন! তাঁকে

তাঁর নিজের বাণ দিয়ে আপনি সর্বসম্পদ লাভ করুন ।৬৮

যাতে নিজের ভালো হয়, সদ্‌গুণের উদ্ভব হয় এবং আপদ-বিপদ দূর হয়, সেই বহুফলের উৎস আর্যসংসর্গ আপনি চাইবেন না কেন ?৬৯

তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী, সৈন্যপরিবৃত, সসর্প তরঙ্গসংকুল সমুদ্রের মতো বিক্ষুব্ধ কিরাতপতি সৌজন্যরূপ সেতুতে বাধা পেয়ে ওই তরুর অন্তরালে অপেক্ষা করছেন, দেখুন ।৭০

হে মতিমান্‌ ! আমাদের সেনাপতি ইন্দ্রধ্বজের শোভা জয় করে শেষনাগের মতো স্থূলতর জ্যাযুক্ত ধনুক ধারণ করছেন। এইরকম বীরের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করুন। তা হলে অনায়াসে আপনার অভীষ্ট লাভ হবে ।৭১

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'দূতবাক্য' নামক ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্দশ সর্গ × × × × × × × × × × × ×

তারপর সাগরজলে শৈলের মতো কিরাতের উদ্ধত বাক্যে পরাহত হলেও কুপিত অর্জুন ধৈর্য হারালেন না ! কারণ, সজ্জনদের অন্তর অক্ষোভ্য ।১

শত্রুর সমস্ত অভিপ্রায় বুঝে বাক্যের বিস্তার ও সংক্ষেপে কৃতী অর্জুন যেন আদৌ ক্রুদ্ধ হন নি এমন ভাব দেখিয়ে এইভাবে কথা বললেন ।২

কিরাতদূতের প্রতি অর্জুনের উক্তি

যে বাণীতে বর্ণগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত (অন্য অর্থ—যিনি শুদ্ধবর্ণের অলংকারযুক্ত), যে বাণীগুলি শ্রুতিসুখকর (অন্য অর্থ—যিনি মঞ্জুভাষিণী) শত্রু-হৃদয়কেও যা প্রসন্ন করে (অন্য অর্থ—যিনি প্রসন্ন করেন) যেখানে পদগুলি প্রসাদগুণ-যুক্ত এবং অর্থগৌরবে ঋদ্ধ (অন্য অর্থ—মৃদুমন্দগামিনী)-বাণী (অন্য অর্থ—নায়িকা) পুণ্যকর্ম যাঁরা এমন করেন নি তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেন না[১] ।৩

পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁরাই সভ্যতম যাঁরা মনের ভাব বাক্যে প্রকাশ করতে পারেন। তাঁদের মধ্যেও আবার অল্পসংখ্যক নিপুণ ব্যক্তিই গূঢ় অর্থ প্রকাশ করতে সমর্থ ।৪

কেউ কেউ অর্থসম্পদকেই প্রশংসা করেন, অন্য পণ্ডিতেরা আবার শব্দবিশুদ্ধিরই সুখ্যাতি করেন। প্রত্যেকের রুচি এরকম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সকলের মনের মতো বাক্য একান্তই দুর্লভ ।৫

হে কার্যনির্বাহক, হে অর্পিতভার, বনচর হলেও তুমি এই গুণযুক্তা বাণী নির্ভীক-ভাবে ব্যক্ত করে নিজেকে বাগ্‌বিন্যাসপটুদের অগ্রণী করেছ। ৬

তুমি সাম প্রয়োগ করে লোভ দেখিয়েছ, বুদ্ধিমোহ জন্মাবার জন্যে ভয় দেখিয়েছ ; বাণার্থী হয়ে তুমি এমন অভিযোগ করেছ যে, মনে হয়েছে—ন্যায্য কথাই বলছ ।৭

সিদ্ধিবিরোধী কাজ করতে উদ্যত তোমার প্রভুকে তুমি নিবারণ করলে না কেন ? যে-ভৃত্য (প্রভুর) হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সুখদুঃখের সমভাগী, প্রভুকে হিতে নিযুক্ত করাই তার কর্তব্য ।৮

প্রযুক্ত বাণের বিনাশ তো হবেই। সেই হৃতশরের অন্বেষণ পর্বতাঞ্চলেই করা

উচিত। এ বিষয়ে সজ্জনের অসম্মান ঘটানো সমীচীন নয়, কারণ তা অনর্থের কারণ হতে পারে[২]।৯

খাণ্ডববনভক্ষণে ইচ্ছুক অগ্নি আমাকে অসংখ্য বাণ দিয়েছেন। তাই দেবতাদের বাণেও আমার আগ্রহ নাই। একজন কিরাতের বাণে আমার স্পৃহা জন্মাবে, তা কি সম্ভব ?১০

সচ্চরিত্র যদি প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা যায়, তাহলে বিনাদোষে আমি কেন তিরস্কৃত হই ? অনিন্দিতপূর্ব সজ্জনবাণী গুণই প্রকাশ করে থাকে, (দোষ নয়)।১১

অসজ্জন গুণ থাকলেও তা গোপন করে দোষ আরোপণ করে সজ্জনকে একান্ত অভিভূত করে। কিন্তু সে তার হৃদয়ের ভাব গোপন করে রাখলেও তার তীক্ষ্ণ বাক্য-রূপ অসি তার হৃদয়কে দ্বিধাবিভক্ত করেই যেন প্রকাশ করে দেয়।১২

বনবাসী পশু আবার কার নিজস্ব ধন ? যে তাকে সবলে বধ করে, সে মৃগ তারই। এ ব্যাপারে তোমার রাজা দম্ভ ত্যাগ করুন। কারণ দম্ভও রইবে, শ্রীও রইবে, এ অসম্ভব।১৩

'কাউকে পথ ছেড়ে দেবে না'—মহর্ষি (ব্যাস) আমাকে এই ব্রতেরই নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমি এই জিঘাংসু পশুটিকে বধ করেছি। ব্রতপালন তো সজ্জনের ভূষণ, (দূষণ নয়)।১৪

ব্যাধ নিজের স্বার্থে পশু হত্যা ক'রে তপস্বীদের উপকার করে, সে আবার কী কথা ? আর যদি এ করুণাই হয়, বেশ তো (তা হলে কলহ করে লাভ কী) ? এই পশুটিকে আমরা একসঙ্গেই বাণবিদ্ধ করেছি। ইনি আগে মেরেছেন, আমি মারি নি, এর প্রমাণ কী ?১৫

নিরস্ত্র মুনির উপর কোন পশু হিংসা পোষণ করলে তার উপর অকৃত্রিম করুণা প্রকাশ করা মহাত্মাদের কর্তব্য। কিন্তু আমি তো সগুণ ধনুর্বাণ ধারণ করছি। আমার উপর তিনি সদয়, একথা কেমন করে বিশ্বাস করব ?১৬

মানলাম, তিনি আমার জন্যেই বাণ নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু ফল তো প্রতিপক্ষবধ। সেই অখণ্ড ফল আমি আত্মসাৎ করলে তো (তোমাদের) সেনাপতিরই বেশি লাভ।১৭

'তাঁর কাছে আপনি যা-খুশি চেয়ে নিন' এই যে-কথাটি তুমি বলেছ, তাও মনস্বীদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, যাঁরা সবলে আহরণ করতে চান, যাচঞা-মলিন সম্পদ তাঁদের প্রিয় হবে কেন ?১৮

তোমার রাজা একটা মিথ্যা অভিযোগ করে সবলে এক অলভ্য বস্তু লাভ করতে চান, যা বিরুদ্ধ ফলকে যেচে আনবে। দুর্নীতির ভীষণতা জানা থাকলেও বিনাশকালে লোকের মতিভ্রম হয়েই থাকে।১৯

তোমার প্রভু এক-এক করে অসি, শর, বর্ম এবং উন্নত ধনু প্রার্থনা করলেন না কেন ? আর তাঁর যদি শক্তি থাকে, প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। যাঁরা শক্তিমান্, তাঁদের সবল-গ্রহণ দূষণীয় নয়।২০

যিনি গায়ে-পড়ে মুনিজনে ঈর্ষা করেন, তাঁকে তুমি যোগ্য-সখা বললে কেমন করে ? (সজ্জনের) গুণার্জনের আধিক্যে যাঁরা প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করে, সেই দুর্জনেরা সজ্জনের স্বভাবশত্রু।২১

বর্ণাশ্রমরক্ষক বিশুদ্ধ-বৃত্তি আমরা (রাজারা) কোথায় ? আর জাতিহীন হিংসা-

জীবী ব্যাধেরাই বা কোথায় ? অধমের সঙ্গে মহানুদের সখ্য হয় না। গজরাজেরা কখনও শৃগালের বন্ধু হয় না ।২২

মোহান্ধ মানুষ যে উন্নতমনাদের অবজ্ঞা করে, তাতে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। কিন্তু বংশ, বীর্য ও বিক্রম যাদের সমান, তাদের মধ্যে যদি কেউ এমনি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে অবমাননাই বলা চলে ।২৩

অধমের সঙ্গে উত্তম যদি বিরুদ্ধতা করেন, তখনই তাঁর যশ নষ্ট হয়। আর যখন বন্ধুত্ব করেন, তখনই তাঁর গুণরাশি দূষিত হয়। এই দুইদিক দেখে, যিনি বিবেচক, তিনি অধমকে অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে থাকেন ।২৪

এই জন্যেই আমি পশুঘাতী ব্যাধের রুক্ষ তিরস্কার-বাক্য সহ্য করেছি। তবু তিনি যদি বাণ নিতে আসেন, তাহলে দৃষ্টি-বিষ সাপের মণিগ্রহণে ইচ্ছুক লোকের যে দশা হয়, তারও সেই দশাই হবে।

অর্জুন এইভাবে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করলে তাঁকে জয়ার্থে সতেজে ভীতিপ্রদর্শন করে দূত সেনাপতিমণ্ডিত প্রসন্ননয়ন বিরূপাক্ষের কাছে গেল ।২৬

কিরাতসেনার সংগ্রাম-প্রস্তুতি

তারপর কিরাতসেনাপতির আদেশে ঘোরনাদিনী সেই মহাসেনা প্রলয়ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধা গর্জনশালিনী সাগরতরঙ্গমালার মতো ধাবিত হল ।২৭

তখন জয়ের অনুকূল সঘনজলকণাবাহী সুরভি বায়ু লম্বিত-পতাকাগুলো কাঁপিয়ে সৈন্যদের ত্বরান্বিত করবার জন্যেই যেন তাদের আগে আগে ধীরগতিতে চলতে লাগল ।২৮

ধনুর্গুণ ও ঢালের শব্দ বন্দীদের জয়ধ্বনিতে এবং সৈন্যদের সিংহনাদে বৃদ্ধি পেয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে অবকাশ না পেয়ে ধরাতল কম্পিত করে দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হল ।২৯

বনচরদের তীক্ষ্নধার ভীষণ অস্ত্রপুঞ্জে প্রতিফলিত হয়ে বিস্তৃত সূর্যরশ্মিজাল দিগ্‌দিগন্ত প্রদীপিত করেই শোভা পেতে লাগল ।৩০

শিব উন্নত বক্ষে একটি দিক আচ্ছন্ন করে আকর্ষণে ধনুর্মণ্ডলকে বিস্ফারিত করে প্রশস্ত পার্শ্বদ্বয় বিস্তারিত করে প্রমথ সৈন্যদের মধ্যে থাকলেও যেন তাদের অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে বিরাজ করছিলেন ।৩১

সুগম দুর্গম সব ভূমিতেই নববিক্রমবেগে 'আমি আগে আমি আগে' করে যেতে চাইল। তাতে বনপ্রদেশ নিশ্ছিদ্রভাবে নিরুদ্ধ হয়ে যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে একান্ত আকুল হয়ে পড়ল ।৩২

কিরাতসেনারা যখন গর্ত, কুঞ্জ এবং তটদেশ আচ্ছন্ন করছিল, তখন ভূভাগ যেন হঠাৎ উন্নত বলে মনে হচ্ছিল, আবার তারা চলে যেতেই তা যেন অবনত বলে মনে হচ্ছিল ।৩৩

সর্বত্র সঞ্চরণশীল প্রমকসৈন্যেরা বিশাল ঊরুতে বৃহৎ লতাজাল বিপর্যস্ত করে, তাদের চলার বেগের বাতাসে শাল ও চন্দনতরুদের ঘূর্ণিত ক'রে সমগ্র বনদেশ যেন তারা অবনত করে তুলল ।৩৪

সদর্প অর্জুন তপস্যায় কৃশ, তিনি যেন মদবারিক্ষরণের পর কোন অদ্বিতীয় গজরাজের মতো, নৃপতিকুলের নাশের জন্যে দিগ্‌দাহনে উদ্যত প্রজ্বলন্ত অগ্নির মতো,

তিনি অবহেলায় একটি বাণ তুলে ধারণ করেছেন, অনুকুল সুহৃদের সঙ্গে তুলনীয় জয়ে তিনি যেন স্পৃহালু হয়েছেন। (বাণাহরণের) প্রতিকার পূর্ণ না হওয়ায় সেনাসমুদ্র অসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করছেন, বিপৎপ্রতিকারে অবিচল ধৈর্যের মতো (গাণ্ডীব) ধনুক অবলম্বন করছেন। নির্বিকার হলেও তিনি অন্যের অলঙ্ঘ্য বলে নিবাত-নিষ্কম্প জলধির মতো প্রতীয়মান। তাঁর অদূরে পতিত বরাহের বধের পর তিনি যেন যমের কান্তি ধারণ করেছেন। তাঁকে যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণকুলপ্রদত্ত যজ্ঞপশুসমাবেশিত পশুপতির মতো মনে হচ্ছিল। মহাবৃষের মতো তাঁর স্কন্ধ, তাঁর গ্রীবাদেশ স্থূল, তাঁর বক্ষঃ মহাশিলাতটের মতো কঠিন। তিনি যেন মহাসমুদ্র থেকে মহাভারবতী ধরিত্রীর উদ্ধার-সাধনে উৎসুক। মরকতমণির মতো তিনি শ্যামলাভ, দেহধারীদের অভিভূত ক'রে দীপ্যমান তাঁর উগ্রমূর্তি। জলমুকুরে যেমন সূর্য, তেমনি মনুষ্যরূপে স্থিত তিনিই সেই পুরাণপুরুষ। তাঁর কর্মারম্ভ সার্থক, তিনি জগদ্বিজয়ী তেজের আধার। বর্ষার মেঘদল যেমন মহাপর্বতে উপস্থিত হয়, তেমনি প্রমথ সৈন্যদল যথাবর্ণিত অর্জুনের কাছে উপস্থিত হল।৩৫—৪২

আগে শত্রুরা প্রত্যেকেই বিক্রম প্রকাশ করেছিল. কিন্তু এখন মুনির (মুনিবেশী অর্জুনের) প্রভাবে হতবীর্য হয়ে মোহান্ধ হল। কারণ, মহাপ্রতাপ পৌরুষকে প্রতিহত করে।৪৩

আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ

তারপর প্রমথেরা একে অন্যের শক্তি আশ্রয় করে একযোগে অর্জুনের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। কারণ, সহায়সাধ্য সিদ্ধি মহানুভবদেরও সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রেরণা দেয়।৪৪

বিশালধনু থেকে নিক্ষিপ্ত বেগবান্ বাণগুলো মহাবন থেকে কোন বিশেষ গন্তব্যে যেতে উৎসুক পাখিদের মতো কিরাতসৈন্যের ভিতর থেকে চারদিকে উড়তে লাগল।৪৫

পর্বতের গভীর রন্ধ্রযুক্ত সানুতে প্রতিধ্বনিত হয়ে বর্ধিতবেগ ধনুর্নিনাদ যেন দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড ধ্বনি তুলল।৪৬

প্রমথসৈন্যের শররাজি তরুবন কম্পিত করে প্রান্তবর্তী নভোমণ্ডল এবং দিগন্তরাল আচ্ছন্ন ক'রে বায়ু-প্রেরিত বৃষ্টির মতো শব্দ করতে লাগল।৪৭

অর্জুন তিন ঋতুতে (অর্থাৎ ছয় মাসে) বায়ুভক্ষণে কৃশ হলেও যুদ্ধের আহ্বানে আনন্দিত হলেন, তাঁর দেহে পুষ্টি এল। তাই তাঁর আগেকার শিথিল বর্ম বিজ্ঞজনের মতো অবিলম্বে সুদৃঢ় হয়ে উঠল[৩]।৪৮

ভূমি ও নভস্তলের চারদিকে শরবৃষ্টি হতে লাগল। তখন ধনুরাস্ফালনে উৎসুক অর্জুনের ভীষণ সংহারসূচিকা দৃষ্টি উল্কার মতো সক্রোধে প্রমথ-সৈন্যদের উপর গিয়ে পড়ল।৪৯

কল্পান্তকালের মতো দারুণ অর্জুন বাণবর্ষণে দিঙ্‌মণ্ডল যেন একত্র সমাহিত ক'রে[৪], সূর্যকিরণকে যেন তিরস্কৃত ক'রে, বায়ুতরঙ্গকে যেন আকুলিত ক'রে এবং সপর্বত পৃথিবীকে যেন কম্পিত ক'রেই চলতে লাগলেন।৫০

ক্রিয়াফলকে অতিক্রমকারী কালের মতো[৫] সেই অর্জুন তখন শত্রুজয়েচ্ছু বনচরদের একই সঙ্গে নিক্ষিপ্ত বহু অস্ত্র শরবর্ষণে মাঝপথেই ছেদন করলেন।৫১

অর্জুন সামাদি উপায়ের মতো পরের দুর্জ্ঞেয়, বিপদনিবারক দূরগামী (পরমণ্ডল-

প্রবিষ্ট) বৃহৎ ফলযুক্ত (মহালাভযুক্ত) শররাজিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেন।৫২

প্রমথেরা মনে করল—বাণগুলো কি অন্তরীক্ষ বা পৃথিবী থেকে আসছে, না সূর্যমণ্ডল থেকে আসছে, নাকি মুনির (অর্জুনের) একবার মাত্র আকৃষ্ট ধনুকের। দেহ থেকেই ছুটে আসছে।৫৩

অর্জুনের বাণগুলো মর্মভেদ করলেও প্রাণ সংহার না করে নির্গত হওয়ায় যেন অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে' সবেগে হিমালয় অতিক্রম ক'রে চলে গেল।৫৪

অর্জুনের প্রথম প্রক্ষিপ্ত বাণগুলো শত্রুদের দেহাবরণ ভেদ করে যে-সব ক্ষত উৎপাদন করেছিল, পরে যেসব শর নিক্ষেপ করলেন সেগুলো আবার ঐ ক্ষতস্থান-গুলোতে পড়ল না।' কারণ, পীড়িতপীড়ন মহৎ ব্যক্তিদের অগোচর।৫৫

চাঁদের কিরণ পঙ্কজাবলীকে যেমন সংকুচিত করে, সেইরকম ঐ মুনির শত্রুসংখ্যা-নুপাতে নিক্ষিপ্ত শরশ্রেণী তার ধনুক থেকে নির্গত হয়ে উমাপতির সেনাদের সংকুচিত করে তুলল।৫৬

অর্জুনের বাণগুলো উৎসাহশক্তির মতো সরল, ওজস্বী, অমোঘ, অক্লান্ত ও বহুরকম ক্রিয়ায় পৃথক পৃথক ভাবে নিয়োজিত। শত্রুরা ঐসব শর সহ্য করতে পারল না।৫৭

নানা অঞ্চলে স্থিত শিব-সেনারা ভয়ংকর বাণের কিরণমণ্ডিত অর্জুনকে একই সঙ্গে প্রত্যেক যোদ্ধার সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখল। লোকে সূর্যকে যেমন করে দেখে তেমনি করে।৫৮

প্রবল বায়ুতে তাড়িত হয়ে ধূলি যেমন ঘূর্ণিত হতে থাকে, তেমনি সকোপে চারিদিক থেকে ছুটে আসা তীব্রবেগশালী অর্জুনের শররাজিতে প্রমথসৈন্যেরা ব্যাহত হয়ে বিভ্রান্ত হতে লাগল।৫৯

ইনি তপোবলে বহু অদৃশ্য দেহ নির্মাণ করে বাণ নিক্ষেপ করছেন কি ? অথচ আমাদের নিজের বাণই তাঁর শিরোদেশে প্রতিহত হয়ে বিপরীতভাবে এসে আমাদের নিহত করছে।৬০

দেবতারাই ঐ মুনির গুণে অথবা ভয়ে আকৃষ্ট হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে আমাদের আঘাত করছেন। তা না হলে ঐ বাণগুলো সমুদ্রতরঙ্গমালার মতো অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হচ্ছে কেন ?৬১

এই মুনি জয়লাভ করে যুদ্ধ থেকে বিরত হবেন ? এতে কি চরাচরের মঙ্গল হবে ? এইসব নানা সংশয়ে বিহ্বল অর্জুনবাণে বিক্ষত সেনা পরিতপ্ত হতে লাগল।৬২

ক্রুদ্ধ লোকের হাতে যেমন ক্ষমাসাধ্য কাজ ব্যর্থ হয়, মদোদ্ধত লোকের কাছে যেমন প্রিয় ও হিতকর বাক্য নিষ্ফল হয়, বলবান্ দৈবের হাতে যেমন পুরুষকার নিরস্ত হয়, তেমনি প্রমথবাণও অর্জুনের কাছে পরাস্ত হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল।৬৩

শিবসেনারা অর্জুনের শরজালে ক্লিষ্টদেহ হয়ে সূর্যরশ্মিতে পীড়িত জলরাশির মতো চারদিকে মণ্ডলাকারে অবস্থান করতে লাগল।৬৪

পাণ্ডুনন্দন যখন শরজালে বিশ্বের অন্তরালকে আচ্ছন্ন করে তাঁর মণ্ডলীকৃত ধনু আন্দোলন করতে লাগলেন, তখন বিজয়লক্ষ্মী যেন ভীত হয়ে বিরূপাক্ষের পক্ষ পরিত্যাগের দুঃখ সহ্য করলেন।৬৫

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'অর্জুনাভিগমন' নামক

চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥

তারপর ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের বাণে সেখানকার জীবজন্তু ভীত হল এবং ঐ কিরাতসৈন্য বড়ো বড়ো ধনুক ফেলে দিয়ে নানাদিকে পালিয়ে গেল ।১

প্রমথেরা যেন শিবকে না দেখেই রণে ভঙ্গ দিল। বিপদে বিভ্রান্ত মন অবসন্ন হবেই ।২

জয়ের আশা পরিত্যাগ করে পলায়মান ঐ কিরাতসেনাকে দেখে কপিধ্বজ অর্জুনের, করুণা হল ।৩

বহু যত্নে ক্ষুদ্র শত্রুকে বশে এনে মহতেরা যে অনুকম্পা দেখান, তাতে তাঁদের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয় ।৪

যার হাতে তরবারি, বাণ আর ধনুক, যানসাধ্য ও অযানসাধ্য[১] দু-রকমের বীরের কাছে গিয়ে (অভিযান করে) তাদের স্বর্গগজাদি যিনি লাভ করেছেন, শিবপুত্র কার্তিকেয়কে যিনি বাণপ্রহারে বিতাড়িত করেছেন, আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে পরিক্রমণশীল সুন্দর সৌভাগ্যশালী সেই অর্জুন রণভূমিকে শোভিত করেছেন ।৫

(মূল শ্লোক ঃ একাক্ষরপাদ[২])

অর্জুন ভয়ে বিহ্বল হয়ে প্রলায়মান প্রমথদের পিছনে পিছনে ধীরগতিতে চললেন । কারণ, যাঁরা মহাতেজস্বী তাঁরা পীড়িতকে আর বেশি পীড়া দেন না ।৬

তারপর এইভাবে সৈন্যদের পালাতে দেখে তাদের সম্মুখে বক্রভাবে দাঁড়িয়ে মনে মনে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে, সেনাপতি কার্তিকেয় হাসতে হাসতে বললেন ।৭

(মূল শ্লোক ঃ নিরোষ্ঠ্য[৩])

কার্তিকেয়ের উৎসাহবাণী

খেলায় আর যুদ্ধে তোমাদের সমান রুচি । যুদ্ধ ছেড়ে এভাবে পালানো ঠিক নয় । দেবতাদেরও পরাজিত করতে সমর্থ প্রমথসৈন্য হয়েও তোমরা অন্যরকম আচরণ করে তোমাদের খ্যাতিকে নষ্ট করছ কেন ?৮

(মূল শ্লোক ঃ পাদান্তাদিকযমক[৪])

সূর্যকিরণের সংস্পর্শে এসে দ্বিগুণ তেজ ধারণ করে উঁচুতে-ওঠা তোমাদের বড়ো বড়ো তলোয়ারগুলো তোমাদের যেন পরিহাস করছে ।৯

বনচর কিরাতদের রক্ষক তোমরা বন-বাদাড়ে লুকিয়ে ফিরছ এবং সশব্দ বাণ ধারণ করেও তোমাদের যে দুঃখ, তা কিসে দূর হবে, আমি তাই ভাবছি ।১০

(মূল শ্লোক ঃ পদাদিযমক[৫])

হৃদয়ের উন্নত ভাবকে নষ্ট করে এবং সুদূরপ্রসারী সৎকীর্তিকে নষ্ট করে, জানি না, কোন্ মহাবিপদকে দূর করার জন্যে এভাবে বনভূমি থেকে পালাবার সাহস করেছ ।১১

এই তপস্বী দানবও নয়, নাগরাজও নয়, বা পর্বতাকৃতি কোন রাক্ষসও নয়, ইনি তো অনায়াসে জেয় মহা-উৎসাহী রজোগুণপ্রধান এক মানুষ মাত্র ।১২

(মূল শ্লোক ঃ গোমূত্রিকাবন্ধ[৬])

এই তপস্বী যেন ঘৃণা করে তরুশাখারূপ বাণ দিয়ে ধীরে ধীরে আঘাত করতে করতে তোমাদের বলদের মতো পিছনের দিকে গুঁতো মেরে হাঁকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ।১৩

হে বহু-মুখ প্রমথবৃন্দ ! যে নীচ-পুরুষের কাছে পরাজিত হয়, সে মানুষ নয়, এবং যে নীচকে পরাজিত করে, সে-ও মানুষ নয়। কিন্তু তোমরা শুধু নীচ পুরুষের কাছে পরাজিতই হও নি, ভয়ে পালিয়েও এসেছ। তাই তোমাদের আর কী বলা যাবে ? যাদের প্রভু পরাজিত হন নি, তাদের পরাজিত মনে করা উচিত নয়। অত্যন্ত পীড়িতকে যে পীড়া দেয়, সে নির্দোষ নয়, তাকে বরং নীচই বলা যেতে পারে।১৪

(মূল শ্লোক : একাক্ষর[৭])

যে প্রথমে গুণার্জন করে কিন্তু পরে গুণচ্যুত হয়, তার চেয়ে অত্যন্ত নির্গুণ পুরুষও ভালো। যে-অলঙ্কার স্বভাবতই মণিবিহীন, তাও ভালো, কিন্তু যার মণি খসে পড়েছে, সে অলংকার মোটেই ভালো নয়।১৫

এই তপস্বীর কাছে বেগে চলবার রথ নেই, ভালো-চালে চলবার ঘোড়াও নেই, প্রচণ্ড হাঁক-ছাড়া দেব-গজও নেই, নেই বিঘ্নবাধাহীন পদাতিক সৈন্যও।১৬

(মূল শ্লোক : সমুদ্‌গক[৮])

সম্প্রতি শত্রু তোমাদের পৌরুষহীন করে দেবার পর তোমরা সূর্য-শোষিত হ্রদের মতো দুস্তর পংক (অর্থাৎ কলঙ্ক) লাভ করেছ।১৭

বাঁশ, বাবলা ইত্যাদি কণ্টকাকীর্ণ তরুতে দুর্গম, গুপ্ত শত্রুদের ধরা যাবে না এমন সুদৃঢ় দুর্গের মতো এই বন থেকে নীচ পুরুষের মতো পালিয়ে তোমরা কোন্ দিগ্বিজয় করতে চলেছ ? তোমরা তো স্বর্গেও ভয়ঙ্কর দৈত্যদের মেরে তাড়িয়েছ (সে-কথা কি ভুলে গেলে)।১৮ (মূল শ্লোক : প্রতিলোমানুলোমপাদ[৯])

আমাদের এই প্রভু (শিব) শত্রুর দিকে পিঠ দেখানো ক্লীবতাপন্ন তোমাদের ঠিক তেমন করেই রক্ষা করতে চান, স্বামী আচারভ্রষ্টা স্ত্রীকে যেমন করে রক্ষা করে।১৯

শোন ! একটু দাঁড়াও। তোমরা তো ভয়ংকর ভয়ংকর শত্রুদের ছারখার করতে পারো। শত্রুদের কাছে তোমরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তোমরা প্রভুকে পূজো করো। তোমরা রক্ষক। তোমাদের আচরণ শুদ্ধ, তোমরা সুবক্তা। তোমাদের আকৃতি ভীষণ। শরণাগতদের তোমরা অভয় দান কর। তোমরা শুদ্ধ নও ? অবশ্যই শুদ্ধ॥২০

(মূল শ্লোক : প্রতিলোমানুলোমপাদ[১০])

তোমরা দেবতা এবং মানুষকে তৃণ বলে গণ্য কর। তোমরা সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত। তোমরা গাম্ভীর্য ও তেজে মণ্ডিত। কিন্তু এভাবে তোমরা তেজস্বিতাকে পরিত্যাগ করলে কেন ?২১

হে মৃত্যুহীন প্রমথবৃন্দ ! আমাদের এই শত্রু তীক্ষ্ন খড়্গধারী, তেজস্বী এবং সুদর্শন। যুদ্ধভারবহনে সে কুণ্ঠিত নয়, বলবান্ শত্রু দর্শনেও কম্পিত নয়।২২

কবচে সুশোভিত তেজস্বী এই পুরুষ, তাঁর বক্ষঃস্থল রম্য ও উন্নত। তবু ধৈর্যের ন্যূনতার জন্যে কে এমন আছে যে নির্ভীক হয়ে বিশ্বসংহারকারী সংগ্রামে ক্রীড়াশীল হবে ? (যদি কেউ হয়, তবে এই তপস্বীই হবে, আর কেউ নয়) ।২৩

[মূল শ্লোক : প্রতি লোমানুলোমে [১] শ্লোকদ্বয়]

এই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াদের অঙ্গে রথের পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, নিহত মাতঙ্গ-রূপ পর্বতের রক্তরূপ জলধারা বয়ে যাচ্ছে, যা দেবতাদের উৎসাহ দিচ্ছে। এখানে বাক্-কলহ খুব অল্প-অল্পই হচ্ছে ; অবসর পেলেই তা রণচাতুরীতে শত্রুদের যুদ্ধে প্রযুক্ত করছে। এ এ যুদ্ধ মদস্রাবী গজরাজের ঘটায় ব্যাপ্ত, এ যুদ্ধ কাকদের আমন্ত্রণ

জানাচ্ছে এবং উৎসাহী-অনুৎসাহীদের সমানভাবে পরিশ্রম করাচ্ছে। মুণ্ডহীন কবন্ধের লাফ-ঝাঁপে ভড়কে যাওয়া ঘোড়া থেকে সারথিরা নিচে পড়ে যাচ্ছে, আর শূন্য অসিকোষগুলো হাওয়ায় ভরে যাওয়ায় যে শব্দ হচ্ছে তাতে আহত অশ্বারোহীরা কানের পর্দা ফেটে মরে যাচ্ছে। এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যারা বলবান্ তারা আনন্দ পায়, আর যারা ভীরু তাদের ক্রোধ নষ্ট হয়ে যায়। উৎসাহের আধিক্যে এই যুদ্ধে খুব হৈ চৈ লেগে থাকে এবং ভয়ঙ্কর মারামারি আর কাটাকাটিতে বীরদের মধ্যে পরস্পর উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। তোমরা পূর্বকালে অসুরদের এমনি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বিকট পৌরুষ দেখিয়েছিলে যে যুদ্ধ, সকলকে ভয়ে কাঁপিয়ে তুলেছিল, কিন্তু এই যুদ্ধ সেই পৌরুষকেই নষ্ট করে দিয়েছ তোমরা।২৪—২৮ [পাঁচ শ্লোকের এই কুলকে ২৫নং শ্লোকটি সর্বতোভদ্র[১২] এবং ২৭নং শ্লোকটি অর্ধভ্রমক[১৩]]

শিবার্জুনের বাণযুদ্ধ

এইভাবে সেনাপতি তাদের যুদ্ধে ফিরে আসতে আদেশ দিলে, যারা এদিকে-ওদিকে ছুটে যাচ্ছিল তাদের গতিরোধ করে ভগবান্ শঙ্কর একটু হেসে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।২৯ [মূল শ্লোক : নিরোষ্ঠ্য[১৪]]

শিব তপস্বী অর্জুনের বাণাগ্নিতে দগ্ধ এবং সলজ্জভাবে রণভূমিতে ফিরে আসা প্রমথবাহিনীকে নিষেধের হিমজলে আহ্লাদিত করলেন*।৩০

(অর্জুনের) শরে সন্ত্রস্ত, বলে বিপক্ষের চেয়ে হীন, নিঃশব্দ, ভীত, তীক্ষ্ণবাণে ব্যাপ্ত ঐ প্রমথসৈন্যরা সেখানে (রণভূমিতে) শঙ্করকে যথার্থই শঙ্কর অর্থাৎ মঙ্গলকারী বলে মনে করল।৩১ [মূল শ্লোক : পাদাদ্যন্তযমক[১৫]]

শত্রুর দুস্তর এবং অগাধ শর-সমুদ্রে পতিত প্রমথসেনা ভগবান্ শঙ্করকে অপরপার হিসেবে পেয়ে আশ্বস্ত হলো।৩২

যে সৈন্য রণে-ভঙ্গ দিয়ে পিছু হটছিল, সেই সৈন্যকে তিনি এমনভাবে ধারণ করলেন যে, মনে হলো—সূর্যের সামনে দাঁড়ানো বিশাল তরু নিজের পিছনে পড়া ছায়াকে ধারণ করছে।৩৩

শিব অর্জুনের উপরে যে মুহূর্তে বাণসন্ধান করলেন, সেই মুহূর্তেই তাঁর ধনুকের টংকারে-পূর্ণ ইন্দ্রকীল পর্বত যেন বিদীর্ণ হলো এবং চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভীষণ শব্দ করতে লাগল।৩৪

তাঁদের (শিব ও অর্জুনের ঐ যুদ্ধকে চিত্রাকার পাহাড়ের মতো প্রমথসেনারা চিত্রার্পিতের মতো বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে দেখতে লাগল।৩৫

[মূল শ্লোক : দ্বিচতুর্থ যমক[১৬]]

নিজের বাণনিক্ষেপের শিক্ষানৈপুণ্যে অর্জুনকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে পিনাকী অর্জুনের শরপঙ্ক্তিকে মাঝপথেই নিরস্ত করলেন।৩৬

অর্জুনও বিধ্বংসী বাণে শিবের বাণগুলোকে খণ্ডিত করে অত্যন্ত উৎসাহে এবং রণচাতুর্য-আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে পদচারণা করতে লাগলেন।৩৭

[মূল শ্লোক : আদ্যন্ত যমক[১৭]]

যিনি শত্রুকে নিঃশেষে রিক্ত করেন, যিনি চঞ্চল বল্কলের শোভায় মণ্ডিত, যিনি বিশেষ গতিভঙ্গিতে নিপুণ, যুদ্ধবিদ্যায় যিনি পারদর্শী, সেই অর্জুন অতি মনোহর গতিতে বিচরণ করতে লাগবেন।৩৮ [মূল শ্লোক : দামার[১৮]]

তপস্বী অর্জুন পিঙ্গলবর্ণের দীপ্যমান জ্যা-যুক্ত বিশাল ধনুককে কাঁপিয়ে উল্কা-রূপ অগ্নির সঙ্গে সংযুক্ত সূর্যের মতো শোভা পেলেন ।৩৯

সূর্যের কিরণকে মেঘ যেমন করে, আবৃত করে, (অর্জুনের) বাণও পশুপতির বাণ-পঙ্‌ক্তিকে ঠিক তেমনি করেই আচ্ছাদিত করল ।৪০

তারপর ত্রিলোচন অর্জুন-কৃত ভীষণ বাণবৃষ্টিকে নিজের বাণে নিরস্ত করে সূর্যের পথকে অবরুদ্ধ করলেন ।৪১

যে বাণ অত্যন্ত ভয়ংকর, যার তীক্ষ্ণফলা ভয় দূর করতে সক্ষম, আর যা ময়ূরের পুচ্ছে সুশোভিত, সেই বাণ শিব অনুকম্পা করে যে ছুঁড়লেন না, তা নয় (অর্থাৎ ছুঁড়লেন) ।৪২ (মূল শ্লোক : শৃংখলাযমক[১৯])

যে বাণপঙ্‌ক্তি স্বর্গ এবং অন্তরীক্ষে সঞ্চরণশীল, যা উচ্চরবে কর্ণকুহর বিদীর্ণ করে শিবের সেই স্বর্ণময়ী বাণপঙ্‌ক্তি বিদ্যুতের মতো শোভা পেতে লাগল ।৪৩

(মূল শ্লোক : গূঢ়চতুর্থ পাদ[২০])

শিবনিক্ষিপ্ত বাণ অর্জুনের বাণপঙ্‌ক্তিকে আঘাত করে তা বিদ্ধ করল, কিন্তু নিজের প্রশংসনীয় পৌরুষের সহায়তায় অর্জুন একটুও বিচলিত হলেন না ।৪৪

(অর্থাৎ শিবের এই অভিঘাত তিনি পৌরুষবলে সহ্য করলেন)।

আলোচ্যমান ৪৫ সংখ্যক শ্লোকের তিনরকম অর্থ ; প্রথম অর্থ (নাগরাজের অর্থ হিমালয় ধরলে) ;

শিবের সঙ্গে যুদ্ধে তৎপর, সিংহের মতো সুন্দর, সম্যক্‌রীতিতে প্রজাপালনকারী কৃষ্ণবর্ণ এবং দানশীল, যুদ্ধে বিজয়-অভিলাষী অর্জুন, নাগরাজের মতো শোভা পাচ্ছিলেন, যে নাগরাজ বিধাতার আজ্ঞায় পৃথিবী রক্ষায় নিযুক্ত, নিবাসাদি দানে সিংহদের প্রিয়, চন্দ্রের মতো শুভ্রবর্ণ এবং দানব ও কামদেব প্রশংসিত।

দ্বিতীয় অর্থ (নাগরাজের অর্থ ঐরাবত ধরলে :

পৃথিবীকে নিজের শরণে রাখার জন্যে নিযুক্ত, ইন্দ্রের প্রিয়, অমৃতের মতো শীল ও সদাচারে স্বচ্ছ দেহধারী, দানের বর্ষার স্রষ্টা, যুদ্ধে বিজয়-অভিলাষী অর্জুন নাগরাজ ঐরাবতের মতো শোভা পাচ্ছিলেন, যে ঐরাবত পৃথিবীর ক্ষীণতাবিধায়ী রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তৎপর, ইন্দ্রের প্রিয়, অমৃতের মতো শ্বেতবর্ণ, মদস্রবকারী এবং বিজয়-অভিলাষী।

তৃতীয় অর্থ (নাগরাজের অর্থ অনন্তনাগ ধরলে) ;

বিধাতার আজ্ঞায় পৃথিবী রক্ষায় নিযুক্ত, কৃষ্ণের প্রিয়, বসুধায় নিবদ্ধ, দানব ঋষি এবং লক্ষ্মী প্রশংসিত অর্জুন অনন্তনাগের মতোই শোভা পাচ্ছিলেন, যে অনন্তনাগ বিধাতার আজ্ঞায় সংসার রক্ষায় নিযুক্ত, বিষ্ণুর প্রিয়, অমৃতের প্রেমিক, এবং দানব ঋষি ও লক্ষ্মী প্রশংসিত ।৪৫ (মূল শ্লোক ; অর্থত্রয়বাচী[২১])

শিব বাণাঘাতের চেষ্টাকে বিফল করে দেওয়ায় গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ইন্দ্রিয় থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল ।৪৬

হলুদ রঙের জটায় বিভূষিত এবং অত্যন্ত ক্রোধে মহান্ তেজ বিস্তার করে অর্জুন সেই মুহূর্তেই দেদীপ্যমান ওষধি এবং জ্বলন্ত দাবানলে-ব্যাপ্ত হিমালয়ের মতো প্রকাশপুঞ্জে পরিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলেন ।৪৭

শিব নিজের শত শত বাণ বিদীর্ণকারী রণবেগ-মণ্ডিত অর্জুনকে নিজের অমোঘ

পরাক্রমের পরিচয় দিতে তাঁর উপর এমন বাণ ছুঁড়লেন, যা আঘাত করেও প্রাণে মারবে না।৪৮

শিবের বাণ ধনুর্মণ্ডল থেকে নির্গত হল। সে বাণ সূর্যমণ্ডল থেকে নিঃসৃত কিরণের মতোই ছিল। অর্জুন ঐ বাণের গতিরোধ করতে নিজের বাণের ছায়ায় পৃথিবীকে ঢেকে দিলেন।৪৯

তারপর পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় ভগবান্ শঙ্কর প্রচণ্ডবেগে একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন, যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক শব্দ করতে করতে তাঁর ধনুক থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। ঐ বাণ অর্জুনের অসংখ্য বাণ বিদীর্ণ করে সেই মুহূর্তেই অর্জুন লতা, বাণ ও সুপারির ঘন কুঞ্জকে ভেদ করে আগে চলে গেল।৫০

(মূল শ্লোক ঃ মহাযমক[২২])

নানা দিকে অত্যন্ত দ্রুত বর্ষিত শিবের ভয়ঙ্কর বাণ নিজের বাণসংহতিতে রোধ করে এবং দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করে নিজের বিশেষ গতির জন্যে অত্যন্ত চঞ্চল মুদ্রায় দাঁড়ানো অর্জুনকে মহর্ষিরা অসংখ্য অর্জুনের মতো দেখলেন।৫১

নরপতি অর্জুনের বাণ বিস্তার লাভ করতে লাগল এবং শিবের বাণ ভগ্ন হতে লাগল। রাক্ষসহন্তা প্রমথেরা বিস্মিত হতে থাকল এবং শিবধ্যায়ী দেবতা, ঋষি ও বিহগকুলের পথ আকাশমণ্ডলে একত্র হতে লাগল।৫২

(মূল শ্লোক ; মহাযমক[২৩])

এইভাবে শিববিস্তারিত বিজয়শ্রীতে মণ্ডিত রাজপুত্র অর্জুনের পরাক্রম দেখে তত্ত্বজ্ঞানী মুনিদের অঙ্গও সঘনসুন্দর রোমাঞ্চে যুক্ত হল।৫৩

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'যুদ্ধবর্ণন' নামক পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষোড়শ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

কিরাতপতির রণনৈপুণ্য দেখে অর্জুনের চিন্তা

তারপর কিরাতপতির অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং বিশুদ্ধ অনুমানে অনেকক্ষণ ধরে এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এইভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।১

নিরন্তর মদক্ষরণে যাদের গণ্ডদেশ শ্যামবর্ণ হয়েছে, পরাক্রান্ত বীরেরা যাদের নিয়ন্ত্রিত করছেন, যুদ্ধের কষ্ট সহ্য করতে যারা সমর্থ, উচ্চতায় পর্বতকেও যারা অতিক্রম করেছে, সংগ্রামে যারা সুদক্ষ, এমন গজরাজি তো এখানে (এই যুদ্ধে) ব্যবহৃত হচ্ছে না! (তবে আমার শক্তিহ্রাসের কারণ কী ?)২

যা বিচিত্র পতাকার রত্নপ্রভায় সূর্যকিরণকে বিচিত্রবর্ণ করে তুলছে, যা মেঘের মতো সর্জনশীল এমন রথপঙ্ক্তিতেও তো ধরিত্রী অবরুদ্ধ মনে হচ্ছে না[১]।৩

দীপ্যমান বর্শারূপ তরঙ্গে যুক্ত স্ফুরিত চামর-রূপ ফেনপঙ্ক্তিতে মণ্ডিত অশ্বারোহী সমুদ্রের জলরাশির মতো সীমা অতিক্রম করে দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করছে না।৪

(এখানে) 'বধ করো, আঘাত করো'—এরকম ভয়ঙ্কর ধ্বনি-দেওয়া যোদ্ধাদের

নিক্ষিপ্ত শস্ত্র সূর্যকিরণে প্রতিফলিত হয়ে, বিদ্যুতের মতো স্ফুরিত হয়ে আকাশে এসে পড়ছে না ।৫

এখানে বেগবান্ ঘোড়া এবং রথের চাকা থেকে ওঠা ধুলোকে বাতাস আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে না যে ধুলো সমাগত যমরাজের[১] ঘন ধোঁয়ার মতো ।৬

এখানে গাধার রঙের মতো ধূসর ধুলোয় দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হওয়ায়, তেজস্বী বীরদের বরণ করতে আগত দেবাঙ্গনাদের দিনকে রাত বলে ভুল হচ্ছে না ।৭

এই যুদ্ধে রথের চাকার ঘর্ঘরধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, মত্তগজের বৃংহণ—এসব (ধ্বনি) মিলে পরস্পর স্পর্ধা করে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে নি যাতে দুন্দুভির ধ্বনি ডুবে যায় ।৮

যারা যশ আর পৌরুষে লুব্ধ এবং শত্রুরা যাদের বুকে ক্ষত সৃষ্টি করেছে এমন বীরদের মূর্ছারূপ অন্তরায়কে ধারাবর্ষণের মতো শীতল গজকর-বর্ষিত জলকণা বার বার দূর করছে না ।৯

এই যুদ্ধে রক্তনদীর তট ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে, শুকনো কাদার মতো জমাট রক্তে উঁচু হয়ে উঠছে না, যাতে সৈন্যদের চলার পথ কঠিন হয় ।১০

এখানে প্রিয়ার কোলের মতো শীতল যে মন্দারমালা গজদন্তে ক্ষত (বীরদের) বুকে এসে পড়ছে, তা বীরদের মূর্ছাকে শান্ত করছে না ।১১

এই যুদ্ধে হাতির শুঁড় দিয়ে ছিটানো জলবিন্দুতে ব্যাপ্ত গজারোহীদের কবচেলাগা মণির প্রভা সূর্যকিরণে মিশে ইন্দ্রধনুর খণ্ড সৃষ্টি করছে না ।১২

পক্ষবান্ পর্বতের মতো[৩] শত্রুর (প্রকাণ্ড) হাতি সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়ে সেনাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে তারা সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো ভয়ঙ্কর গর্জন করছে না ।১৩

যে মহারথীরা গজসেনা আক্রমণের জন্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ, সমূলে-ছিন্ন-শুঁড় হাতিরা তাদের পথরোধ করছে না ।১৪

প্রিয়ার পদ্মমালামণ্ডিত কেশপাশের মতো বিদ্ধ-শল্যে নিবদ্ধ ময়ূর-পুচ্ছভার গজারোহীদের বক্ষঃস্থল আবৃত করছে না[৪] ।১৫

এ যুদ্ধে প্রলয়কালের মতো, তেজস্বী বীরেরা কাতারে কাতারে জীবন উৎসর্গ করায় মৃত্যু ত্রিলোক-আস্বাদনের জন্যে লোলজিহ্বা বিস্তার করে হাঁ করছে না ।১৬

আমার এই শক্তি যা দুর্বার মহারথীদের মহাপরাক্রমকে বিধ্বস্ত করেছে, তা এই তুচ্ছ যুদ্ধে চাঁদের তেজে সূর্যতেজের মতো অবসন্ন হচ্ছে ।১৭

একি মায়া, না মতিভ্রম[৫], না আমার শক্তি বিধ্বস্ত ? আমি কি অন্যরকম হয়ে গেলাম ? কারণ গাণ্ডীবমুক্ত আমার বাণগুলো আগের মতো এই কিরাতদের ক্ষেত্রে শক্তি প্রকাশ করতে পারছে না ।১৮

এ (এই কিরাত) পুরুষোত্তমের মধ্যম পদকে (আকাশকে) যেন ধনুকের টঙ্কারে বিদীর্ণ করছে। তাই মনে হয়—এর বেশ যেমন, এ আসলে তা নয়। কারণ, আচরণ নিগূঢ় স্বরূপেও সংশয় সৃষ্টি করে ।১৯

এর ধনুক যেন সক্রোধে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে, গুণ একবার আকর্ষণ করলে আকৃষ্টই থেকে যাচ্ছে, শরসন্ধান তূণীর থেকে শর না নিয়েই যেন হচ্ছে, আর শরক্ষেপে যেন মুষ্টিবন্ধনের প্রয়োজন হচ্ছে না ।২০

এর দুই কাঁধ অবিচল এবং নীচের দিকে নোয়ানো, গলা একটুও এদিকে-ওদিকে নড়ছে না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে—এ যেন কোন চেষ্টাই করছে না। নির্বিকার মুখে এ (এই কিরাত) যেন চাঁদের লাবণ্য ধারণ করেছে।২১

যুদ্ধের প্রয়োজনে পদচারণা করতে হলেও তার দেহ অবিচল থাকছে, কোন শিথিলতাই দেখা দিচ্ছে না এবং অত্যন্ত নৈপুণ্যে এর শরসন্ধান চল ও অচল দুই লক্ষ্যেই একই রকম দেখা যাচ্ছে।২২

শত্রুর ত্রুটি এ ভালোভাবেই জানে, নিজের ত্রুটিও এ মুহূর্তে সংশোধন করে নিতে পারে। এর এই দুইটি বৈশিষ্ট্য ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণাচার্যেও অসম্ভব, কিরাতে সেই বৈশিষ্ট্য থাকা তো আরও অসম্ভব।২৩

রণমত্ত অসাধারণ এই কিরাতের বীর্য দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে নিবারণ করা উচিত। ক্ষুদ্র শত্রুর বৃদ্ধিও রোগের মতো মহা-অপকারী।২৪

অর্জুনের নিদ্রাকর্ষী অস্ত্র প্রয়োগ

অসহ্য-প্রতাপশালী অর্জুন এই চিন্তা করে প্রমথসৈন্যসহ প্রধান শত্রুর পৌরুষকে নিষ্ক্রিয় করার জন্যে 'প্রস্বাপন' নামে এক অস্ত্র দ্রুত ধারণ করল, নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন অর্ধরাত্র যেমন করে অন্ধকার ধারণ করে।২৫

নিরন্তর প্রজ্বলিত দাবানলের ধূমের মতো ধূসরবর্ণ এবং সূর্যতেজকে আবৃত করা কালো ছায়া শিবের সমস্ত সেনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করলেন, নিবিড় অন্ধকার ঘন অরণ্যকে যেমন করে আচ্ছন্ন করে।২৬

সেই ঘোর নিদ্রা প্রথমবার সবলে এসে প্রমথদের প্রগল্‌ভতাকে দূর করে প্রতিভা-গুণকে লুপ্ত করে দিল, বিদ্বানের সভায় সাধারণ লোক প্রথম প্রবেশ করলে যেমন তার বাক্‌পটুতা লুপ্ত হয় তেমনি।২৭

সে ধনুক ভালো বংশ (বাঁশ) থেকে তৈরি, বহু ব্যবহারে যাদের সুদৃঢ় বলে জানা আছে, কেউ কেউ এমন গুণ-পরানো ধনুকে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, সুহৃদদের উপর নির্ভর করেই যেন তারা দাঁড়ালো যে সুহৃদেরা সদ্‌বংশ জাত, পূর্বপরিচয়ে যাদের অন্তরঙ্গতা সুবিদিত এবং যারা বহুগুণের আধার।২৮

দৈব প্রতিকূল হলে যেমন হয়, তেমনি ভাবেই অর্জুনের ঐ প্রস্বাপন-অস্ত্রের সম্মুখীন হয়ে অন্য বীরদের অস্ত্রগুলো ব্যর্থ ক্রিয়াফলের মতো তাদের হস্তচ্যুত হল।২৯

(এই প্রতিকূল অবস্থাতেও) ধৈর্যহারা হয়নি এমন কিছু সৈন্য মদালস হাতির মতো নিমীলিতনয়নে তরুকাণ্ডে হেলান দিয়ে অঙ্গ শিথিল করে, মনোজ্ঞভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।৩০ (কর=শুঁড় ও হাত)

শিবজ্যোতিতে প্রস্বাপন-অস্ত্রের প্রভাবখণ্ডন

তারপর শম্ভুর লুপ্ত-চন্দ্র ললাট থেকে, সুমেরুশিখর থেকে উদীয়মান সৌরবিম্বের মতো পিঙ্গলবর্ণ তেজঃপুঞ্জ নির্গত হল, যাকে তপস্বীরা (সূর্য মনে করে) প্রণাম করতে লাগল।৩১

তত্ত্বজ্ঞান যেমন অবিদ্যা নাশ করে, চন্দ্রমৌলি শিবের দীপ্তিও প্রথমসৈন্যদের তেমনি আলোক দান করে তপোময়ী নিদ্রাকে দূর করে বিকশিত হল।৩২

চারিদিকে মেঘমণ্ডলকে রক্তবর্ণ করে তুলে ঐ জ্যোতির্মালা প্রাতঃসন্ধ্যার মতো ছড়িয়ে পড়ে ঐ প্রমথসৈন্যদের নয়নকমলকে অবিলম্বে প্রস্ফুটিত করতে লাগল ।৩৩

(অর্জুনের) অস্ত্রপ্রয়োগ নিরুদ্ধ হলে প্রমথেরা আবার চেতনালাভ করে, মেঘমুক্ত দিঙ্‌মণ্ডল যেমন নক্ষত্রে শোভিত হয়, সেইরকম নানা অস্ত্র ধারণে আবার সজ্জিত হতে লাগল ।৩৪

রাত্রি অতীত হয়ে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনিই যেন অন্তরীক্ষ উপরে উঠে গেল, দিঙ্‌মণ্ডল প্রসন্ন হল, সূর্যের কিরণ স্পষ্ট হয়ে বিস্তৃত হয়ে গেল, আর দিনের শোভা আবার দিনের আশ্রয় নিল ।৩৫

অর্জুনের সর্পাস্ত্র প্রয়োগ

তারপর বাহুবলে বলীয়ান্ অর্জুন মহাদুর্গের মতো দুর্গম প্রস্বাপন-অস্ত্রকে দিগ্‌বারণের মতো শত্রু-অস্ত্রপ্রয়াসেই ব্যর্থ করে দিল দেখে সমস্ত প্রমথসৈন্যকে বেঁধে ফেলবার জন্যে সর্পপাশের (সর্পাস্ত্রের) প্রয়োগ করলেন ।৩৬

স্ফুরিতবিদ্যুতের মতো চঞ্চল বিষাগ্নিতে উগ্র শত-শত লেলিহান জিহ্বাকে নির্গত করতে করতে ভুজঙ্গরাজের সেনা ত্রাসে আকাশচারীদের দূরে সরিয়ে তাদের সমস্ত পথ অর্থাৎ সমস্ত আকাশমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছে ।৩৭

দিগ্‌গজের শুঁড়ের মতো যাদের আকার এবং সুন্দর ইন্দ্রনীল-মণির মতো যাদের শরীর এমন ভুজঙ্গপঙ্‌ক্তি আকাশমার্গে দীপ্যমান হয়ে আকাশরূপী সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো সুশোভিত হল ।৩৮

সূর্য অস্ত যাবার সময় যেমন হয়, উপরে ফণা তোলা ঐ সাপেদের নিঃশ্বাসের ধোঁয়ায় নিজের কিরণরাজি ঢেকে যাওয়ার চোখে আরামে দেখা যায় এমন শরীর (মণ্ডল) ধারণ করতে লাগল ।৩৯

দৃষ্টিমাত্রই যারা প্রাণহরণ করে এমন সাপেদের চোখ থেকে, তপ্তসুবর্ণের মতো প্রদীপ্ত প্রকাশ দিক্‌মণ্ডলকে পিঙ্গলবর্ণ করে তুলে মহা-উল্কার মতো নির্গত হল ।৪০

সর্পরাজিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় আকাশচারীদের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল, ফলে শ্রীহীন আকাশ সর্বত্র অগ্নিজ্বালায় জ্বলতে লাগল ! দিগ্‌বিদিক ধোঁয়ায় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। ঐ সময়ে তার অবস্থা শত্রু-অবরুদ্ধ নগরের মতো হল ।৪১

যেমন ন্যায়নিষ্ঠ শাসন শত্রুর ষড়যন্ত্রকে বিফল করে দেয়; তেমনি পশুপতি অতিদ্রুত তাঁর গরুড়মন্ত্রে সাপেদের নিবৃত্ত করলেন ।৪২

শিবের গরুড়-মন্ত্র প্রয়োগ

স্বর্গবাসীদের মতো নিমেষহীন নয়নে মণ্ডিত বিদ্যুতের মতো দীপ্তিমান্ গরুড়ের দল আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করল ।৪৩

তারপর গরুড়দলের পক্ষ থেকে নির্গত বায়ু নানাগতিতে বয়ে বড়ো বড়ো গাছকেও প্রচণ্ড বেগে জীর্ণ তৃণের মতো বিঘূর্ণিত করে আকাশে নিয়ে গেল ।৪৪

মনঃশিলাখণ্ডের কান্তিপুঞ্জে আবৃত আকাশকে গরুড়েরা বিশাল বুক দিয়ে যেন সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল—আকাশ যেন (গরুড়দের) আগে আগে ছুটে পালাচ্ছে ।৪৫

(তাদের) বেগজনিত বায়ুতে ঘুরতে লাগল হিমালয়। মনে হল—মদের মতো লাল

সোনালি-পাখার তেজ (ঝাঁঝালো মদের মতো) গুহা-মুখ দিয়ে পান করে সে যেন মাতালের মতো টলছে।৪৬

রাত বা দিনের সন্ধিবেলার মতো দীপ্যমান এই বিহঙ্গেরা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে এবং আকাশ আর পৃথিবীকে পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত করে বনের ছায়াকে এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে (অর্থাৎ তাদের পাখার দীপ্তিতে ছায়া বিলুপ্ত হয়েছে।৪৭

যজ্ঞে কোন কর্মচ্যুতিজনিত দোষ যেমন অত্যন্ত জোরালো কোন প্রায়শ্চিত্তের প্রভাবে প্রশমিত হয়, তেমনি ঐ সর্পকুলকে সেই পরম তেজস্বী গরুড়ের সেনা প্রশমিত করেছিল।৪৮

অর্জুনের অগ্নিবাণ প্রয়োগ

পূর্বজন্মে অর্জিত পুণ্যকর্মের মতো শত্রুর পরাক্রমকে সফল করে সর্পাস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবার পর ক্রুদ্ধ অর্জুন বিনা ইন্ধনে প্রজ্বলিত হতে পারে এমন অগ্নিবাণকে অবিলম্বে গ্রহণ করলেন।৪৯

উপরে, নিচে এবং এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়া শিখারূপ কেশরে মেঘপঙ্‌ক্তিকে লঙ্ঘনকারী, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উদ্যত সিংহের মতো আকৃতি বিশিষ্ট অগ্নি যেন প্রাণিসংহারের ইচ্ছাতেই উপরের দিকে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।৫০

তেজে যেন সূর্যকিরণকে ভেদ করে চারিদিকে প্রচণ্ড স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে করতে প্রবল অগ্নি বড়ো বড়ো শিলাখণ্ড বিদীর্ণ হবার মতো ধ্বনি তুলে জ্বলতে লাগল।৫২

অগ্নি পবনের আনুকূল্যে কোথাও স্বর্ণপ্রাকারের মতো, কোথাও উচ্চ শিখর পর্বতের মতো, কোথাও স্বর্ণময় নগরের মতো আর কোথাও প্রস্ফুটিত পলাশের মহাবনের মতো (আকার ধারণ করে জ্বলতে লাগল।৫২

সঘন কাজলের মতো কালো মেঘ বারবার চঞ্চল পল্লবের মতো লোহিতবর্ণ অগ্নির উচ্চ শিখায় জ্বলে জ্বলে (অর্থাৎ জলশূন্য হয়ে) নিচের দিকে মুক্তোর মত শুভ্রবর্ণ হয়ে গেল।৫৩

শিবের বরুণাস্ত্র প্রয়োগ

প্রলয়-কালের মতো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লেলিহান শিখায় যেন ত্রিভুবনকে গ্রাস করতে ইচ্ছুক অগ্নি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় পিনাকপাণি শিব বরুণাস্ত্রের প্রয়োগ করলেন, যে-অস্ত্র প্রকাণ্ড মেঘদের আমন্ত্রণ করে আনতে পারে।৫৪

তারপর বিপুল পর্বতের আকৃতিবিশিষ্ট এবং বিদ্যুৎ-রেখায় দীপ্যমান কালো কালো মেঘ নিচু দিকে মুখ করে ঝরে-পড়া আকাশনদীর মতো অবিচ্ছিন্ন জলধারা ঝরতে লাগল।৫৫

জলবর্ষণে শিখাগুলো শান্ত হয়ে গেল এবং প্রচণ্ড তেজ নষ্ট হয়ে গেলে অগ্নির দেহে প্রথম জলের ধারা তেমনি ধ্বনি তুলল, তাপ দেওয়া লোহার পাতের উত্তর জলের ছটা যেমন ধ্বনি তোলে।৫৬

সেই প্রচণ্ড অগ্নিতে যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়া সাদা মেঘের মতো ঐ জলের ধারা সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠে ফেনা হয়ে নষ্ট হতে হতে আর্দ্র ইন্ধনের মতো আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে দিল।৫৭

পাণ্ডুর নীল এবং পাটল বর্ণের বিচিত্র ধূম-রূপ পতাকায় ইন্দ্রধনুর শোভাকে

তিরস্কৃত করে অগ্নির দীপ্তি চঞ্চল ও বিচিত্র চীনাংশুকের[৭] শোভা ধারণ করল ।৫৮

মেঘ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত জল-প্রবাহের আঘাতে অগ্নিজ্বলনের ধ্বনি আরও গম্ভীর হয়ে গেল এবং মেঘের বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায় তার দীপ্তিও বৃদ্ধি পেতে পেল—এইভাবে বিপুল ধূম-মণ্ডলে শোভিত ঐ অগ্নি শান্ত হতে হতেও ঐ প্রদেশে আগের চেয়ে বেশী করে দৃষ্টিগোচর হল ।৫৯

উদ্বেলিত সমুদ্রতরঙ্গের মতো বিপুল জলরাশিতে মাঝে মাঝে বিভক্ত হওয়াতে অগ্নিকে সান্ধ্য মেঘের কতকগুলি খণ্ডের মতো দেখাচ্ছিল ।৬০

যদি মূলচ্ছেদ হয়, তাহলে মহাতেজস্বীও বিনষ্ট হয় আর তার পুনরুদয় ঘটে না। জলরাশিতে বিদীর্ণ হয়ে পড়াতে প্রচণ্ড অগ্নিও তাই পরাভূত হল ।৬১

তারপর, যে কাজে সফলতা লাভ করেছে এবং কজ্জলগিরির তটপ্রদেশের মতো যার বর্ণ সেই মেঘের ঘটা থেকে মুক্ত আকাশ যেন অগ্নিদাহে বিকশিত এবং নির্মলকান্তিযুক্ত কমলের বিশুদ্ধ শোভা অবিলম্বে ধারণ করল।৬২

যুদ্ধের অনেক কৌশল জানলেও সব্যসাচী অর্জুন শত্রু কিরাতপতিকে পরাজিত করার বাসনা নিয়ে যে-যে অস্ত্রের প্রয়োগ করলেন সেই-সেই অস্ত্রকে শিব দ্রুত এমন ব্যর্থ করে দিলেন, ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষের পরাক্রমকে প্রতিকূল দৈব যেমন করে ব্যর্থ করে দেয় ।৬৩

ভবিষ্যতে যিনি অনুগ্রহ করবেন সেই ভগবান্ শঙ্কর অর্জুনের অস্ত্রকে নিষ্ফল করে দিলেও ক্ষীণশক্তি হয়েও অর্জুন নিজের স্বাভাবিক অমিত তেজে বাহুপরাক্রমরূপ সম্পদকে এমন করে আবার ফিরে আনতে চেষ্টা করলেন, যেমন করে ভবিষ্যতে সহস্র গুণ বেশী করে দেবার ইচ্ছায় সূর্য নদী-তড়াগাদির জল হরণ করে নেবার পরও লোকে নিজ বাহুবলের আশ্রয় নেয় (কূপাদি খনন করে) ।৬৪

॥ ভারবি-রচিত কিরাতাজর্নীয় কাব্যে কিরাতাজর্ন-যুদ্ধ' নামক ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × সপ্তদশ সর্গ × × × × × × × × × × ×

কুলক (প্রথম ছটি শ্লোকে সমাপ্ত) ঃ—

অর্জুনের অস্ত্র সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবার শক্তিসম্পন্ন তাঁর একান্ত বন্ধুর মতোই। কিন্তু সেই সব অস্ত্র যখন অন্তর্হিত হয়ে গেল, তখন তিনি নিজের পৌরুষতুল্য শরাসনের কথা ভেবেই ধৈর্যধারণ করলেন। মনে হল, তাঁর শোভাসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ।১

মহানুভব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ লাভে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু শত্রুর জয়লাভে শ্রীহীন[১] হয়ে পড়লেন। তখন দীপ্তিতে শোভমান থাকা সত্ত্বেও সেই দীপ্তির প্রকাশ হচ্ছিল না—যেন অগ্রগামী মহাধূমে আচ্ছন্ন অগ্নিশিখা ।২

শত্রুর অভেদ্য তাঁর মহৎ তেজ—সেই শত্রুসঙ্কটে অচল মহিমাযুক্ত নিজের মহৎ বীর্যকেই হস্তের অবলম্বন রূপে তিনি আশ্রয় করলেন। (অর্থাৎ এই সঙ্কটেও তিনি ধৈর্যহারা হলেন না) ।৩

নিজের বংশানুযায়ী কুলশীল সম্পর্কে অভিমান-বোধ তাঁর ছিল ; এই অভিমান তাঁর ছিল বলেই প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর তার কীর্তি অপহরণ করতে উদ্যত হয়েছে

শত্রু—যেন তাঁর বধুকেই চোখের সামনে অপরণ করে নিচ্ছে। অর্জুন এজন্যে মর্মাহত হলেন।৪

নগপতি হিমালয়ের মতো বন্ধমূল শত্রুকে আপন প্রবাহবেগে উন্মূলিত করতে ইচ্ছুক গঙ্গাকে যেমন শঙ্কর অল্প আয়াসেই সংযত করেছিলেন, তেমনি অর্জুনের শক্তিও যেন শাসিত হয়েছে।৫

বৈয়াকরণ যেমন শব্দের অর্থসাধন করেন অর্থাৎ শ্লেষ প্রসাদ সমতা প্রভৃতি গুণ ও অলঙ্কারের প্রয়োগে শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করেন[২] তেমনি অর্জুনও ধনুর্বেদ শিক্ষা ও শরপ্রয়োগবিধির অভ্যাসজনিত শক্তির সাহায্যেই জয়লাভের কামনা করলেন।৬

এইভাবে যুদ্ধার্থে মন স্থির করবার পরে অর্জুনের শক্তি যেন বর্ধিত হল; কিন্তু এর আগে আর এইরকম শক্তিহানিকর যুদ্ধ হয়নি—একথা ভেবে তিনি ব্যথিত হলেন, মহাসর্প যেমন বিষ উদ্গিরণ করে, তার চোখেও তেমনি ক্রোধজনিত অশ্রু[৩] দেখা দিল।৭

যুদ্ধের শ্রমে অর্জুনের কেশপাশ স্রস্ত, তাঁর আয়ত নয়ন ক্রোধে রক্তবর্ণ; তাঁর সেই রোষদীপ্ত মুখের তপ্ততা শিথিল করবার জন্যেই যেন নিদাঘ সেখানে ঘর্মবিন্দু সঞ্চারিত করলেন।৮

ক্রোধের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অর্জুন যেন মেঘাবৃত সূর্য! তিনি বৃষ্টির আবির্ভাব সূচনার জন্যে সূর্যের ঊর্ধ্বগামী রেখার মতো[৪] ভ্রূকুটির রেখা ধারণ করলেন।৯

তখন দিগন্ত যেমন পর্বতশৃঙ্গকে আকর্ষণ করে তেমনি অর্জুন তাঁর মেঘবৎ গম্ভীরনাদী ধনুকে টঙ্কার দিলেন। কামদেব যেমন যুবকের চিত্ত বিষয়চিন্তার বাণে আকুল করে তোলেন, তিনিও শম্ভুর সেনানীতে সৃষ্টি করলেন।১০

যেমন শাস্ত্রজ্ঞানপুষ্ঠ বুদ্ধির কাছে প্রামাণিক বাণী ব্যর্থ হয়ে যায় অথবা পক্ষপাত-হীন মানুষের কাছে যেমন গুণের প্রতি ঈর্ষ্যা বিফল হয়, অথবা অগোচর ব্রহ্মের বিষয়ে যেমন বাণী ব্যর্থ হয় শিবের দেহেও তেমনি অর্জুনের শর নিষ্ফল হলো।১১

অর্জুন-প্রেরিত বাণগুলি উমাপতি শংকরের কোন দুঃখই উৎপাদন করতে পারল না, যেমন হেমন্তকালের[৫] সূর্যকিরণ অত্যুন্নত হিমালয়ের তটপ্রদেশকে বিচলিত করতে পারে না।১২

তটপ্রহারক[১] ঐরাবতের দন্তপ্রহার যেমন হিমালয় সহ্য করেন, অর্জুনের সেই পরাক্রমও প্রসন্নচিত্তেই গণপতি শিব গ্রহণ করলেন।১৩

ভূ-ভার হরণে সমর্থ আপনার প্রসাদরূপ প্রতাপ তিনি অর্জুনকে বিতরণ করেছেন; সুতরাং ব্রহ্মাদি দেবগণেরও স্রষ্টা মহেশ্বর অর্জুন-কৃত নিজের পরাভব চিরকালই সহ্য করেছেন।১৪

কলাপক (পরবর্তী চারটি শ্লোকে (১৫—১৮) শঙ্করের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে) ঃ—

যার শক্তিকে শত্রু আঘাত করেছে, আহত হওয়া সত্ত্বেও যে উৎসাহ প্রকাশ করে তার চেয়ে অধিক বলশালীকে স্বীয় পরাক্রমে বশীভূত করতে উদ্যত হয়, তার তেজ হয় সূর্যের সমান।১৫

তাঁর পৌরুষকর্ম দেখে শত্রুজগৎ ভীত হয়; সন্ত্রস্ত ব্যক্তির তেজ বিলুপ্ত হয়; তেজোবিহীনের কোন উৎসাহ থাকে না—নির্বাপিত প্রদীপশিখার প্রকাশ যেমন থাকে না তেমনি।১৬

উৎসাহ ভঙ্গ হলে আত্মাভিমানও লুপ্ত হয়। তখন মানুষ বিজিগীষু শত্রুর

জয়ের লক্ষ্য হয়ে পড়ে, যেমন (অন্য হাতিদের) মদগন্ধে অসহিষ্ণু জয়েচ্ছু গজরাজকে সম্মুখে আগত গজযূথ জয়ী হবার সুযোগ করে দেয় ।১৭

এইভাবে শঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অর্জুনের কীর্তি নিজের ললাটস্থ চন্দ্রলেখার মতো শুভ্র করতে ইচ্ছুক হয়ে পর্যায়ক্রমে জয়-পরাজয়-ক্রমে জয়-পরাজয় মিশ্রিত যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করলেন, অর্থাৎ জয়ের পরে পরাজয় এবং পরাজয়ের পরে জয়—এই হল তার রণক্রিয়া ।১৮

মুনি (অর্জুন) তাঁর বিচিত্র শরবর্ষণে পশুপতির সেনানীকে বশীভূত করলেন। জীব যেমন জন্মজাত স্বভাব অতিক্রম করতে পারে না, সেই সেনাবাহিনীও তেমনি অর্জুন-বর্ষিত শর লঙ্ঘন করতে পারল না ।১৯

রাত্রিকালের মেঘে যে অন্ধকার তাতে যেমন গোকুল কাঁপতে থাকে, অর্জুনকৃত শরবর্ষণের অন্ধকারেও তেমনি সৈন্যদল কেবল শরবর্ষণের শব্দই শুনতে পেল, কিছু দেখতে পেল না ।২০

অত্যন্ত লঘু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অর্জুন বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। ভয়ত্রস্ত শত্রুরা একটি শরকেই অনেক দেখতে লাগল—যেমন (কামলা প্রভৃতি) রোগগ্রস্ত চোখে একটি চাঁদই অনেক চাঁদরূপে প্রতিভাত হয় ।২১

এর ফলে গণাধিপগণের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দিল, তাতে শঙ্করের মূর্তিও বিকৃত হল—বড় সরোবরে তরঙ্গে কম্পন জাগলে সেখানে সূর্যের ছায়াময়ী মূর্তি যেমন বিকৃত হয়ে থাকে, তেমনি ।২২

অর্জুনের প্রতি শঙ্কর প্রসন্নচিত্ত–তাঁর মনে কোন ক্রোধ হল না। কিন্তু ইনি পরমাত্মা-স্বরূপ, এঁর বিকার হবে কি করে? এঁর কেবল বাইরের রূপেই বিকৃতি এসেছিল। মহতের চিত্তবৃত্তি সত্যই দুর্জ্ঞেয় ।২৩

তখন ভূতপতি শঙ্কর দুই বাহুতে ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করলেন—কৃতান্তের সমান সেই ধনু ; জ্যা বিস্ফারিত হল, সমস্ত লোক দেখল—যেন ক্রুদ্ধ তক্ষকের জিহ্বা কম্পমান ।২৪

কিরাতসেনাপতি বাম ও দক্ষিণ গতিতে নিজের প্রচণ্ড ধনুকে টঙ্কার তুলেছেন, তাই দেখে অর্জুন এমন আশঙ্কিত হলেন, যেমন আশঙ্কিত হয় প্রমত্ত মাহুত—বাঁ কান ও ডান কান তুলে তাল দিয়ে যাচ্ছে এমন কোন দুষ্ট হাতি দেখে ।২৫

অর্জুনের কাছ থেকে আসছে যে শরজাল, তা শিবের শর ব্যর্থ করে দিল (নষ্ট করে দিল)। সমুদ্রে ভীষণ জলজন্তু নদীপথে আগত ছোট প্রাণীদের যেমন গ্রাস করে ফেলে, এও ঠিক তেমনি ।২৬

জয়েচ্ছু নায়ক মন্ত্রগুপ্তির জন্য উপায়প্রয়োগের কথা না জেনে অন্তর্বিভেদ (অনৈক্যসাধন), মার্গনিরোধ ও বিনাশ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তেমনি শঙ্করও সেই সেই পথেই অর্জুনের শর ব্যর্থ করে দিলেন ।২৭

শত্রু প্রথম-নিক্ষিপ্ত বাণ ব্যর্থ করে দেবার পর সেই অপমান সহ্য করে অর্জুন ক্রোধে আবার শর নিক্ষেপ করলেন—তার বেগ অত্যন্ত বেশী ; মধ্যপথেই শত্রু তা খণ্ডিত করলেও, শিবের বাহিনীকে তা সন্ত্রস্ত করে তুলল—এইটুকুই তার সফলতা ।২৮

সরলতাগুণে মণ্ডিত (অর্থাৎ সোজাসুজি দ্রোণাচার্যের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত) গুরুর প্রদর্শিত রীতিতে নিক্ষিপ্ত নিজের শরের এই ব্যর্থতা দেখে জয়শীল অর্জুনের

ধৈর্য বিলুপ্ত হল—যেমন সরল, ধর্মশাস্ত্র-পরিচালিত সজ্জন আকস্মিক বিপত্তিতে ধৈর্যহারা হন ।২৯

স্মরারি শঙ্করের বাণ অর্জুনের বাণ খণ্ডিত করে দিচ্ছে, পতনের সময়ে বাণের অগ্রভাগ নীচু হয়ে পড়েছে—পাণ্ডবের বাণ ব্যর্থ করে দেবার ব্যাপারে শংকর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার খুঁজে পেলেন ।৩০

অর্জুন অত্যন্ত দ্রুত এক বিস্ময় সৃষ্টি করলেন। তিনি শর নিক্ষেপ করে শঙ্করের বাণ খণ্ডিত করলেন এবং সেই শরই আকুল প্রমথসেনাদলের হৃদয়ে আমূল প্রোথিত করে দিলেন ।৩১

পরাক্রম প্রদর্শনে অর্জুনের এই যত্ন দেখে শঙ্কর তাকেও অতিক্রম করবার ইচ্ছায় প্রচুর বাণবর্ষণ[৭] করলেন—মনে হল, নিদাঘকালীন ঘোর বর্ষা !৩২

প্রিয়ার্থী শঙ্কর যেসব শর নিক্ষেপ করলেন সেগুলি কারো মর্মস্থল স্পর্শ করল না, বন্ধুর উচ্চারিত প্রিয়বাক্যের মতোই তা অর্জুনের কাছে প্রীতিকর মনে হল ।৩৩

উৎসাহভঙ্গের জন্যে নিন্দার যোগ্য হয়ে উঠেছে তাঁর সৈন্যদল ; শত্রুমর্দন শংকর দেখলেন—অর্জুনের শর কোথাও নিজের শরের সমান, কোথাও বা সেই শর অপেক্ষাও অর্জুনের শর শক্তিশালী ; এই সব দেখে কামরিপু শংকর নিজের পরাক্রম অবলম্বন করলেন ।৩৪

তখন তপস্যা ও পরাক্রমে সমৃদ্ধ, সমর-সাগরের পরগামী জয়শীল অর্জুনের সমস্ত বাণ শংকর সংহরণ করলেন—যেমন সূর্য জলকে শোষণ করেন ।৩৫

তূণীর বাণশূন্য, অর্জুনের হাত গিয়ে পড়ল সেই রিক্ত তূণীরের মুখে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, আর একটি তীর তিনি তুলে নেবেন—ঠিক যেমন অন্য এক হাতি পার্বত্য কন্দর থেকে সম্পূর্ণ জল পান করে নেবার পর কোন হাতি শুঁড় বাড়িয়ে দেয় জলের তৃষ্ণায় ।৩৬

শররূপ অর্থ থেকে বঞ্চিত অর্জুনের তূণীর। সহসা কোন কারণে অর্থ লুপ্ত হয়েছে এমন ব্যক্তি যেমন তার ধনী বন্ধুর নিকটে প্রার্থনা করেও ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হলেও তাঁর কাছেই গিয়ে দাঁড়ায়, অর্জুনের হাতও তেমনি তূণীরের মুখেই বার বার পড়তে লাগল !৩৭

কর্তব্যের সন্ধানে উৎসুক এবং পৃথিবীজয়ে আগ্রহী কোন নায়কের বুদ্ধি যেমন নীতি ও উপায় দুই-ই আশ্রয় করে, তেমনি অর্জুনের হাত তার তূণীর দুইটিকে বার বার স্পর্শ করতে লাগল !৩৮

নিস্তেজ অর্জুন বাণরহিত দুই তূণীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেমন প্রলয়শেষে জলশূন্য[৮] পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র বক্ষে ধারণ করে থাকে এই জগৎ ।৩৯

আপন তূণীরের রিক্ততায় অর্জুন যত বিচলিত হলেন, অকারণ বাণক্ষয়ে ততটা বিচলিত হননি। এ তো প্রত্যয়সিদ্ধ যে, সজ্জনেরা নিজের বিপদের চেয়ে অন্য উপকারীদের জন্যেই বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ।৪০

প্রতিকার করতে অসমর্থ অর্জুনের সেই হাত অতিকষ্টে তূণীরের মুখ থেকে সরে এল ; আগে উপকারী ছিলেন কিন্তু এখন পরাঙ্মুখ হয়েছেন এমন মিত্রের কাছ থেকেও সজ্জন ব্যক্তি এমনি দুঃখেই চলে আসেন ।৪১

প্রভু অর্জুন যে তূণীর দুটিকে পিছনে রাখলেন, এটি যেন তাদের উপকারের

জন্যই। প্রভুর যোগ্যতা যখন লাঞ্ছিত হয়েছে, তখন তাঁর সামনে সেবকের থাকা অনুচিত।৪২

অর্জুনের বড়ো বড়ো বাণ ব্যর্থ হয়ে যাবার পর শঙ্কর লৌহনির্মিত শরে তাঁর বক্ষঃ-স্থলে এমনভাবে আঘাত করলেন —যে-ভাবে আঘাত ক'রে বিজেতা বাদী নিরুত্তর প্রতি-বাদীকে বড়ো বড়ো দোষ দেখিয়ে দেয়।৪৩

শঙ্কর-নিক্ষিপ্ত শর অর্জুনের দেহ থেকে তাঁর বর্ম বিচ্ছিন্ন করে দিল—প্রদীপ্ত মণিমালায় খচিত সেই বর্ম—যেমন করে প্রচণ্ড বায়ু সূর্যের দেহ থেকে বিদ্যুৎযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের আবরণটিকে পৃথক করে আনে।৪৪

যুগ্ম (৪৫-৪৬):

তখন কবচহীন অর্জুনের দীপ্তি কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ তরবারির মতো, খোলসমুক্ত মহাসর্পের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী গজের সম্মুখীন মুখের আবরণ অপসারণকারী গজের মতো, মেঘের গর্জনে জাগ্রত পর্বতের গুহা থেকে বহির্গত সিংহের মতো, রাত্রিতে প্রজ্বলিত ধূমহীন অগ্নির মতো প্রকাশিত হল।৪৫—৪৬

কবচ মাটিতে খসে পড়ার সময়ে দুটি তূণীরও লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। অচেতন হলেও প্রভুর বিপদে যোগ্য আচরণ করতে গিয়ে নিম্নমুখী হয়ে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল—যেন ওরাও চেতনালাভ করেছে।৪৭

বিশুদ্ধ নীল আকাশের সত্ত্বগুণে স্থিত তপোময় সাত্ত্বিক তেজোযুক্ত অর্জুনকে শঙ্কর এমনভাবে শস্ত্রপ্রহারে অর্জরিত করেছিলেন, যেমন করেছিলেন বিশ্বকর্মা আকাশস্থিত সূর্যকে[৯]।৪৮

ভীষণ ক্রোধের আবেগে অর্জুন নিজের দেহের বেদনা অনুভব করতে পারেন নি; তিনি যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছিলেন, তাই শঙ্কর-নিক্ষিপ্ত বাণের সংখ্যা গণনা করবার অবকাশ পাননি—তাঁর ক্রোধ যেন তাঁকে লৌহকবচের মতোই আবৃত করে রেখেছিল।৪৯

যুগ্ম (৫০-৫১):

গোপুচ্ছাকার দীর্ঘ এবং আয়তবাহুযুক্ত অর্জুনের দেহে রক্তধারা ক্ষরিত হচ্ছিল, পদতলের আঘাতে গর্জনের সঙ্গে সবেগে ধাবিত হয়ে ধরণী কাঁপিয়ে তুলেছিলেন তিনি, ইন্দ্রের বজ্রতুল্য, চন্দ্রমার খণ্ডের তুল্য পাণ্ডুরবর্ণ এবং বক্র ধনুকের সাহায্যেই শঙ্করকে প্রহার করলেন তিনি, মনে হল—যেন এক বিশাল দন্তী দণ্ডাঘাতে কোন স্তম্ভ উৎপাটনে উদ্যত।৫০-৫১

তীব্রবেগে সেই ধনুদণ্ড ছুটে আসতেই জগতের সৃষ্টিকর্তা শঙ্কর তাকে নিজের দেহে অন্তর্লীন করে নিলেন—যেমন পরম তেজস্বী রাজর্ষি জহ্নুমুনি[১০] বিচিত্রপথগামী ত্রিস্রোতা গঙ্গাকে পান করেছিলেন।৫২

ধনুহীন অর্জুন তখন দানহীন সৎকারকর্মের মতো রণক্রিয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য! তারপর শূলী শম্ভু গাঢ় প্রহারক্ষম শরের আঘাতে তাঁকে দূরে নিক্ষেপ করলেন।৫৩

আসন্ন কল্যাণফলের (অস্ত্রলাভ রূপ) কামনাযুক্ত, বীরব্রতধারী, যুদ্ধক্ষেত্ররূপ পবিত্র আশ্রমে স্থিত তপস্বী এবং সংযতাত্মা অর্জুন শঙ্কর-নিক্ষিপ্ত শরের আঘাত জপ ও উপবাসক্লেশের মতোই সহ্য করলেন।৫৪

তারপর অর্জুন বিপদের শরণ ও যুদ্ধে বিজয়লাভের শেষ উপায় হিসেবে, অন্যের পক্ষে অসহনীয়, তেজ ও শোভার আশ্রয়—নিজের মহাখড়্গ হাতে তুলে নিলেন; এই

খড়্গ অর্জুনের আত্মাভিমানের মূর্ত বিগ্রহ।৫৫

অনিন্দিতকর্মা অর্জুনের খড়্গে শঙ্করের বাণসমূহ খণ্ডিত হতে লাগল; খড়্গধারী অর্জুনের বিচিত্র গতি! আকাশে অবস্থিত সূর্যের কিরণে প্রদীপ্ত তরঙ্গমালায় সমুদ্র যেমন শোভিত হয়—খড়্গী অর্জুনেরও তখন সেই শোভা।৫৬

সহস্ররশ্মি সূর্য যেমন আকাশে নিজের পথে বর্তমান থেকেও জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে দুই মূর্তিতে প্রকাশিত হন, প্রমথেরাও তেমনি অর্জুনকে শূন্যে ও যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সঞ্চরণের ফলে দুই মূর্তিতে দেখতে পেল।৫৭

শঙ্কর-নিক্ষিপ্ত শরের আঘাতে অর্জুনের তরবারি মুষ্টি থেকে ছিন্ন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল - ক্ষণেকের জন্য ঝলসিত হয়ে এমনভাবে পড়ল, মনে হলো—যেন মেঘমণ্ডল থেকে বিদ্যুতের অগ্নিকণা ছিটকে পড়েছে।৫৮

ধনু, কবচ ও বাণ নষ্ট হয়েছে—এইবার খড়্গও ছিন্ন হলো—রণভূমিতে অর্জুন অভিভূত। যেন উদ্যান থেকে তরু উন্মূলিত হয়েছে, সেই স্থান শূন্য এবং পূর্ণ প্রকাশমান।৫৯

শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন অর্জুন—বাহু ছাড়া আর দ্বিতীয় সহায় নেই। তিনি শত্রুজয়ের ইচ্ছায় শিলাবৃষ্টির মতো পাথরের বৃষ্টি শুরু করে দিলেন—সেই পাথরের আঘাতে সন্নিহিত তরুগুলির শাখা ভেঙে পড়তে লাগল।৬০

শঙ্করের বাণে অর্জুনের 'প্রস্তর বর্ষণ' বন্ধ হলো। তখন অর্জুন উচ্চতায় আকাশ ও দিগন্ত আচ্ছন্ন করে আছে এমন সব ঘনপাদপ উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।৬১

শঙ্কর সেই সব তরু সম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ড করে তাদের বল্কল, শাখা ও পাতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলেন—তারপর তাদের রঙে পৃথিবীকে চিত্র-বিচিত্র করে সাজিয়ে দিলেন। নূতন পল্লব ও কুসুমে সজ্জিত তরুর উপচারে রণচণ্ডী-দেবতার পূজার ব্যবস্থা করলেন।৬২

গঙ্গার জলে ভাসমান মকরের তুল্য অর্জুন শঙ্করের বাণপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে সম্মুখবর্তী হয়ে দেখলেন স্বর্ণশিলাতুল্য ত্রিলোচনকে। তিনি তাঁর দুই বাহুদ্বারা ত্রিলোচনের বক্ষে আঘাত করলেন।৬৩

কীর্তি ও সৌভাগ্যলাভের সহায়ক, শত্রুসৈন্যের দুষ্প্রাপ্য পরাক্রমলাভে উদ্যোগী, পাণ্ডুপুত্র অর্জুন আজ অঙ্কাগত। তাঁর প্রহারের অবিনয় শঙ্কর এমনভাবে সহ্য করে নিলেন—যেমন পিতা তার একমাত্র পরমপ্রিয় শিশুপুত্রের জেদ মেনে নেন।৬৪

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'কিরাতার্জুন-যুদ্ধ' নামক সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

অষ্টাদশ সর্গ

শিবার্জুনের মুষ্টিযুদ্ধ

তারপর বিশাল গজরাজের মতো (শক্তিধর) তপস্বী অর্জুন বাহুরূপ অস্ত্র ধারণ করে সংগ্রামে উপস্থিত হলে শঙ্কর বাণযুক্ত ধনু ত্যাগ করে মুদ্গরের মতো মুষ্টিতে অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন।১

শিব ও অজর্নের মুষ্টিবদ্ধ বাহুর (আঘাতজনিত) প্রচণ্ড ধ্বনি বিশাল শিলা বিদীর্ণ হবার ভয়ংকর ধ্বনির মতো উত্থিত হয়ে পর্বতকন্দরে প্রতিধ্বনিত হলো।২

কপিধ্বজ অজর্ন শিবের বাহুপ্রহারজনিত বড়ো বড়ো আঘাতে যেন সুখই অনুভব করলেন। শক্তিমান্ তেজস্বী পুরুষের অনুকরণই বা কে করতে পারে[১]?৩

শিবের শৈলতটের মতো বক্ষঃস্থল ক্ষতচ্যুত রক্তধারায় ব্যাপ্ত হলো। তখন তিনি সন্ধ্যাকালীন নূতন রক্তিমায় মণ্ডিত মেঘের মতো শোভা পেলেন।৪

শূলপাণির বক্ষঃস্থলে অজর্নের মুষ্টিপ্রহার বার বার প্রতিহত হচ্ছিল, বিস্তৃত সহ্য-পর্বতের[২] তটে সমুদ্রের বেগবতী মহাতরঙ্গমালা এসে যেমন মুহুর্মুহু প্রতিহত হয়।৫

বিরূপাক্ষ শিব যখন তাঁর দুই মুষ্টিতে একসঙ্গে অজর্নের দুই কাঁধে সবলে প্রহার করলেন, তখন অজর্ন যেন মত্ততায় টলতে টলতে তিন-চার পা সরে গেলেন এবং তাঁর দৃষ্টি বিঘূর্ণিত হলো।৬

মল্লযুদ্ধ

এইভাবে পরাভব-জনিত ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে অজর্ন প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হয়ে দুই-বাহুদ্বারা চন্দ্রচূড় শিবের দুই বাহুকে পৃথক্‌ভাবে সবলে ধারণ করলেন।৭

তারপর নিজেদের বাহু-প্রহরণে গর্বিত দুই মহাযোদ্ধার মধ্যে এমন ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল যে, তাঁদের করচরণের বন্ধনই কঠিন শৃঙ্খল হয়ে গেল এবং পর্বত কম্পিত হতে থাকল[৩]।৮

দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের বেগবত্তার দরুন প্রমথেরা সংশয়ে পড়ল—ইনি কি ভগবান্ শংকর, না অজর্ন? ইনিই (অজর্ন) নিচে, না শংকরই নিচে? জন্মরহিত শংকরই উপরে, না অজর্নই উপরে[৪]?৯

কপিধ্বজ[৫] আর বৃষধ্বজের ভার সহ্য করতে না পেরে পর্বত যেন বার বার নিজের বিনাশের ভয়ে ভীত হলো: ও'রা চঞ্চল হলো পর্বতও চঞ্চল হলো, ও'রা স্থির হলে পর্বতও স্থির থাকল; (আক্রমণের সময়) ও'রা ঝুঁকে পড়লে পর্বতও ঝুঁকে পড়ল, আর ও'রা উঠলে পর্বতও উপরে উঠল।১০

করচরণের শৃঙ্খল থেকে বার বার মুক্ত হয়ে বাহুতে আস্ফালনসূচক আঘাতে ধ্বনি তুললেন দুজনে। দুজনের পদাঘাতে যে নদীগুলোর তট ভগ্ন হলো, তারা নিজেদের স্থলভাগকে চারদিক থেকে নিমজ্জিত করল।১১

ত্রিপুরবিজয়ী শঙ্কর শূন্যে উঠলে সবেগ উল্লম্ফনে অর্জুন পদভরে পৃথিবীকে অবনত করে অবিলম্বে মাঝপথেই তাঁর পাদগ্রহণ করলেন।১২

কর্মক্ষয়কারী (মোক্ষদাতা) শঙ্কর অর্জুনের ঐ (পাদগ্রহণরূপ) কর্মে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁকে ভূমিতে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছুক অক্লান্ত অজর্নকে তৎক্ষণাৎ গাঢ় আলিঙ্গনে পিষ্ট করলেন।১৩

ভগবান্ শঙ্কর অর্জুনের এই পরম পরাক্রমে যতটা প্রসন্ন হলেন, তাঁর তপস্যায় ততটা হননি। কারণ, সৎপুরুষদের তপস্যাদি গুণের চেয়ে নিজের পরাক্রমই বেশি উপকারে আসে।১৪

শিবের নিজমূর্তি ধারণ

তারপর তুষারধবল ভস্মে বিভূষিত ললাটে চন্দ্রলেখায় মণ্ডিত অতিমনোহর স্বদেহ-ধারণকারী শিবকে দেখে অর্জুন প্রণাম করলেন ।১৫

বৃষভগতি অর্জুন সেই মুহূর্তে তুণীরসহ গাণ্ডীবধনুতে যুক্ত হলেন, তাঁর বর্মও আগের মতোই তাঁর শরীরে সংলগ্ন হয়েছে, তাঁর শরীরও আগের মতোই স্থূল ও বলশালী হয়ে গিয়েছে, এবং তাঁর তরবারি আগের মতোই তাঁর হাতেই রয়েছে—নিজেকে এইভাবে দেখে অর্জুন বিস্মিত হলেন ।১৬

মেঘ ধীরে ধীরে বৃষ্টিবিন্দু ঝরিয়ে পৃথিবীকে সিক্ত করতে লাগল, আকাশ থেকে বিচিত্র পারিজাত-ফুল ঝরতে লাগল, অনাহত দুন্দুভি-ধ্বনি সম্পূর্ণ নির্মল আকাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ।১৭

ইন্দ্রকে অনুসরণ করে আসছিলেন লোকপালেরা[৬]। তাঁদের দীপ্যমান রত্নে শোভিত বিমানে পরিব্যাপ্ত আকাশ তখন এমন শোভা পেল যে, দেখে মনে হলো—তারা উঠেছে ।১৮

দেবতাদের বিমানবাহী হংসদের কণ্ঠে যে (কিঙ্কিণী প্রভৃতি) ভূষণ বাঁধা ছিল, তা ধ্বনিত হচ্ছিল। আকাশে ধাবিত ঐ হংসেরা সযত্নে পক্ষের অগ্রভাগ বিস্তারিত করে এমনভাবে শোভা পেল যে, দেখে মনে হলো—যেন তারা আকাশকে আলিঙ্গন করছে ।১৯

ভ্রমরকুলকে যা প্রসন্ন করে সেই মন্দার-ফুলের মালাকে উপরে চাঁদোয়ার মতো টাঙিয়ে, বায়ু মেঘের মতো বৃষভে উপবিষ্ট শিবকে পরিতুষ্ট করল ।২০

অর্জুনের এই সাফল্য দেখে প্রমথদের রোমাঞ্চ হলো, তারা উচ্চকণ্ঠে অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল ! তখন এইভাবে নিজের কঠোর তপস্যার পরিণামস্বরূপ সাক্ষাৎ শঙ্করকে দর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুন শঙ্করের স্তুতি করতে লাগলেন ।২১

হে অপরাজিত, হে ভব ! পরমকরুণাময় ভক্তিলভ্য তোমার শরণ নিয়ে লোকে মৃত্যুকে জয় করে সুরাসুরময় এই জগতের বিপৎকালে নিজেরাই শরণ (আশ্রয়স্বরূপ) হন ।২২

হে ঈশ ! যতক্ষণ মানুষ তোমাকে প্রণাম না করছে (তোমার কাছে প্রণত না হচ্ছে), ততক্ষণ সেই একক-মানুষটিকে অবসাদজনক বিপদ এসে ঘেরে, তার অভীষ্ট পূরণ হয় না এবং অন্য লোক তার কাছে প্রণত হয় না ।২৩

দানধর্মা লোকেরা জন্মধারণের দুঃখ দেখে মুক্তিকামনায় যে তোমার আরাধনা করে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তুমি যে কোন ফলকামনা না করেই তাদের সেবার ফল প্রদান কর—এ কেবল তোমার দয়া, তাতে তোমার কোন স্বার্থ নেই ।২৪

যে তীর্থ ইহলোকে দূরে না গিয়েই পাওয়া যায়, যে তীর্থ পরলোকে না গেলেও ফল দেয়, যে তীর্থ ভবসাগরের অতীত এবং সমস্ত অভীষ্ট পূরণ করে, সে তীর্থ তুমি ছাড়া আর কেউ নন ।২৫

হে বরদ ! তোমাতে যার প্রীতি, সে শুচিপদ (মোক্ষ) লাভ করে, তোমাতে যে বিমুখ, সে নরকযন্ত্রণা পায়। হে নিষ্কলুষ ! এ তো কার্যকারণভাবের অমোঘ শক্তির মহিমা, আপনার চিত্তে তো (ভক্ত ও অভক্ত বিষয়ে) কোনরকম ভেদভাব নেই ।২৬

হে ভব ! হে ভক্তবৎসল ! তোমার কল্যাণকারিণী ভক্তবশানুবর্তিনী মূর্তিকে যথার্থভাবে না জেনেও সংসারে আসক্ত প্রাণী কেবল ভক্তি নিয়ে তোমাকে স্মরণ করামাত্রই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয় ।২৭

বিবেকবান্ পুরুষ জ্ঞানদৃষ্টিতে তত্ত্ব দর্শন ক'রে এবং কর্তব্যকর্ম ক'রে অবিনশ্বর পদ (মোক্ষপদ) লাভ করে। যে তোমাকে পরমপুরুষরূপে দেখে, তার দৃষ্টিই যথার্থ এবং যে তোমার উপাসনা করে, সে-ই যথার্থ কর্তব্য পালন করে।২৮

মুনিরা তাঁদের যোগমহিমায় হিতোপদেশ দিয়ে (কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে) লোকের উপকার করেন! কিন্তু তোমার মহিমা অচিন্তনীয়, কারণ, তুমি শরণাগতদের দুস্তর কর্মধারাকে সমূলে নাশ কর।২৯

হে করুণাময়! তুমি মায়াতীত, তবু (পাপপুণ্যকর্মে) শৃঙ্খলিত। অনিবার্য ও সুবিপুল সংসারের দুর্গতি-ভয় দূর করার জন্যে বিচিত্র-আকৃতির এই মায়া (মায়ার শরীর) ধারণ করেছ।৩০

তোমার চিত্ত নিরাসক্ত, তবু তুমি পরমবিলাসী, তোমার শরীরেরই (অর্ধাঙ্গে) বধূ[৭], তবু তোমাতে কামের প্রভাব নেই[৮]। (তুমি সমস্ত জগতের বন্দনীয়), তবু তুমি ঊষাকালে ব্রহ্মার বন্দনা কর! তোমার আচরণ স্বভাবতই দুর্বোধ্য।৩১

রোমশ গজচর্ম তোমার পরিচ্ছদ, উজ্জ্বল মণিতে ভূষিত ভুজঙ্গ তোমার উত্তরীয়। কপাল-মালা তোমার কটিভূষণ, শবভস্ম তোমার চন্দন,—কিন্তু এইসবই চন্দ্রকলার মতো শোভা পাচ্ছে[৯]।৩২

তুমি দেহহীন, তবু বিশেষ কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে তুমি বিপরীত দুই মূর্তিতে প্রকটিত। বিরুদ্ধ বেশ এবং আভরণের শোভা জগতে শুধু তোমাতেই দেখা যায়, অন্য কোথাও নয়।৩৩

তুমি সাধারণ প্রাণিবর্গের মতো জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত নও। হে সর্বলোকোত্তর! বিশ্বচরাচরে তোমার উপমানও নেই, তুমি উপমেয়ও নও।৩৪

হে দেব! তুমি এই বিশ্বচরাচরের সংহারক। তোমার জন্যেই এই বিশ্বজগৎ প্রাণ ধারণ করছে। তুমি যোগীদের কর্ম ও ভোগের প্রবর্তক। তুমি সমস্ত জগৎকারণেরও কারণস্বরূপ[১৪]।৩৫

হে ভব! রাক্ষস, দেবতা, মানুষ, দৈত্য জগতে যে-যে অখণ্ড আধিপত্য লাভ করেছে, তা সবই তোমাকে নিবেদিত পবিত্র প্রণামেরই মহিমা! শরণাগতের সমস্ত বিপদই তুমি দূর কর।৩৬

যে বেগে ত্রিভুবন ধারণ করে, যার প্রেরণায় পরম পবিত্র বর্ণাত্মক ব্রহ্ম উচ্চারিত হয়, যে সমস্ত-দিক থেকে পাপকে শোধন করে, হে শিব, তোমার সেই বায়ু-স্বরূপকে[১০] প্রণাম করি।৩৭

জয়শীল ব্রহ্মময় যোগাসনে উপবিষ্ট যে-সাধকেরা তোমাকে স্মরণ করছেন, তাঁদের জন্মমরণাদি দুঃখকে যা দগ্ধ করে, সেই বহুশিখামণ্ডিত তোমার সেই অগ্নি-স্বরূপকে[১১] প্রণাম করি।৩৮

হে ভব! হে সংসারবীজের আদি কারণ! দুঃখ এবং মরণাদি ভয়রূপ শিখায় ভয়ঙ্কর সংসার রূপ অগ্নিতে অনন্তকাল দগ্ধ জীবের সেবা ক'রে যে শান্তি এবং জীবন দান করে, তোমার সেই জলমূর্তিকে প্রণাম করি।৩৯

যে বিভু সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃত করে, যে স্বয়ং অনাবরণীয়, যার আদি-অন্ত নেই, যা ইন্দ্রিয়াতীত এবং অভিজ্ঞেয়, তোমার সেই আকাশ-স্বরূপকে প্রণাম করি।৪০

তুমি অণু থেকে সূক্ষ্মতর[১২] হয়েও নিখিল বিশ্বকে ধারণ কর, তোমাকে নমস্কার।

তুমি অন্তর্যামী বলে সমীপস্থ কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নও বলে দূরতর[১৩]। তোমাকে নমস্কার। তুমি বচন ও মনের অধিপতি, তোমাকে নমস্কার। তোমাকে নমস্কার।৪১

হে সর্ব-বিদ্যার অধিপতি! আমার মতো অজ্ঞানীর শস্ত্র-প্রয়োগরূপ মহান্ অপরাধ তুমি ক্ষমা করো[১৪]। মোহগ্রস্ত হয়ে বিরোধিতা করেও যে দুরাত্মারা তোমার শরণ নেয়, তুমিই তাদের একমাত্র গতি।৪২

হে ঈশ! প্রিয়ধর্ম, আস্তিক ভাবনায় বিশুদ্ধ ধর্মকে যিনি রক্ষা করেন, সেই ধর্মপুত্রের অপকারী শত্রুকে আমি যে-অস্ত্রবলে জয় করতে পারি, হে ভুতনাথ! সংগ্রামের জন্যে তুমি আমাকে সেই সমৃদ্ধি দাও ;৪৩

অর্জুন নতমস্তকে উচ্চকণ্ঠে এইভাবে প্রার্থনা করতে থাকলে শিব সাদরে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে জ্বলন্ত অনলে পরিব্যাপ্ত পাশুপত অস্ত্র ধারণের উপযোগী ধনুর্বেদ শিক্ষা দিলেন।৪৪

পিঙ্গলনেত্রশ্রীমণ্ডিত, ভুবনপূজ্য তেজে তাম্রতনু ধারণকারী ত্রিশূলচিহ্নিত ধনুর্বেদ দেবতাদের স্তুতিতে বন্দিত হয়ে শিবকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে বীর অর্জুনের কাছে এলেন – সূর্য যেমন মেঘের কাছে আসে তেমনি করে।৪৫

তারপর ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালেরা চন্দ্রশেখর শঙ্করের আজ্ঞা পেয়ে পূর্ণকাম অর্জুনকে অমোঘফলপ্রদ আশীর্বাদ দিয়ে জয়শীল বিবিধ অস্ত্র দান করলেন।৪৬

দেবতারা উচ্চস্বরে তপোলাবণ্যদীপ্ত সূর্যতুল্য অর্জুনের জয়গান করলেন—যে-অর্জুন সবেগে জয়শীল (সূর্যপক্ষে, তমোবিজয়ী), সমৃদ্ধি লাভ করার পর যাঁর উৎসাহ অপ্রতিরোধ্য (সূর্যপক্ষে, উদয়াচলে এসে যার উৎসাহের অন্ত থাকে না), জগতের অভ্যুদয়ের জন্য যিনি গুরুভার সহন করছেন, স্ব-তেজে যিনি ত্রিভুবনে সবার উপরে স্থান করে নিয়েছেন ;৪৭

'যাও শত্রুলোক জয় করো'—শিব একথা বললে তাঁর চরণে প্রণত হলেন অর্জুন! দেব-বন্দিত হয়ে এবং (বরপ্রাপ্তিরূপিণী) মহতী বিজয়লক্ষ্মীকে ধারণ করে অর্জুন নিজভবনে এসে সাদরে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন।৪৮

॥ ভারবি-রচিত কিরাতার্জুনীয়-কাব্যে 'অস্ত্রলাভ' নামক অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

॥ কিরাতার্জুনীয় কাব্য সমাপ্ত ॥

প্রথম সর্গ

১. 'অমৌঢ্যমমান্দ্যমমৃষ্যভাষিত্বমভ্যূহকত্বং চেতি চারগুণাঃ।'—ইতি নীতিবাক্যামৃতে। নীতিবাক্যামৃতে চারের পাঁচটি গুণ উল্লিখিত—
অমৌঢ্যম্ = অমূঢ়তা, চতুরতা, অমান্দ্যম্ = কর্মপটুত্ব, অমৃষাভাষিত্বম্ = সত্যবাদিতা এবং অভ্যূহকত্বম্ = ঘটনা থেকে অনুমানে তত্ত্ব-অবধারণের ক্ষমতা।

২. ভারবির বাগাদর্শ বলা যেতে পারে।

৩. তুলনীয়ঃ অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ—রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড।

৪. ম্যাক্সমুলার (Max Muller)-এর মতে 'আর্য' শব্দটি 'কৃষক'কে বোঝাতো। কৃষক শান্ত ও সৎজীবন যাপন করে। এই বৃত্তিকে সম্ভ্রমের চোখে দেখা হত। তাই 'আর্য' অর্থ ক্রমে দাঁড়াল সৎ বা সজ্জন। "অনার্য' অর্থ দাঁড়াল অসৎ বা দুর্জন। তিনি মনে করেন—'আর্য' শব্দটি যে 'ঋ' ধাতু থেকে এসেছে, তা অ্যাংলো-স্যাকসন ধাতু '$\sqrt{}$ear'-এর সঙ্গে অভিন্ন ; $\sqrt{}$ear মানে চাষ করা, যার থেকে 'earth' কথাটি এসেছে।

৫. তুলনীয়ঃ অশেষনরপতিশিরসমভ্যর্চিতশাসনঃ—কাদম্বরী।

৬. শমী—যজ্ঞের ইন্ধন হিসেবে শমীগাছের কাঠকে অন্যান্য গাছের কাঠের তুলনায় সহজদাহ্য দেখে তাঁরা মনে করতেন—এই গাছে অগ্নির বাস। মহাভারতে আছে, শিববীজ ধারণ করে অগ্নির মনে হলো—তাঁর সারা অঙ্গে অসহ্য দাহ ; অগ্নি এই জ্বালানিবৃত্তির জন্যে প্রথমে অশ্বত্থ এবং পরে শমীবৃক্ষে আশ্রয় নিলেন। দেবতারা তাঁকে শমীবৃক্ষে দেখে ঐটিই তাঁর আবাস বলে নির্ধারণ করলেন।—

ইত্যুক্ত্বা তং শমীগর্ভে বহ্নিমালক্ষ্য দেবতাঃ।
তদেবায়তনং চক্রুঃ পুণ্যং সর্বক্রিয়াস্বপি ॥

তুলনীয়ঃ শমীমিবাভ্যন্তরলীনপাবকম্—রঘুবংশ।
অগ্নিগর্ভাং শমীমিব—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

দ্বিতীয় সর্গ

১. চতুর্বিদ্যা—
   ক) আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা ও অধিবিদ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি ও জ্ঞানবিষয়ক দর্শনশাস্ত্র)।
   খ) শাখা সমেত তিন বেদ।
   গ) বার্তা (অর্থনীতিবিষয়ক)।
   ঘ) দণ্ডনীতি (শাসননীতি)

২. ত্রিবিধ শক্তি—তিনপ্রকার রাজবল ঃ
   ক) প্রভুশক্তি (রাজকোষ, সৈন্যবল এবং শাসনসংক্রান্ত শক্তি)।
   খ) উৎসাহশক্তি (মন্ত্রীদের সৎপরামর্শজাত শক্তি)।
   গ) মন্ত্রশক্তি (সুমন্ত্রণাজাত শক্তি)।

৩ পঞ্চাঙ্গ :—

ক) কর্মণাম্ আরম্ভোপায়ঃ (কর্মারম্ভের উপায়)।

খ) পুরুষদ্রব্যসম্পৎ (সৈন্য ও সম্পদ-সংগ্রহ)।

গ) দেশকালবিভাগঃ (অনুকূল সময় ও স্থান সম্বন্ধে জ্ঞান)।

ঘ) বিনিপাতপ্রতিকারঃ (বিপদ দূর করার উপায়)

ঙ) কার্যসিদ্ধিঃ (উদ্দেশ্যসাধন)।

৪. তুলনীয় : উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্ ।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ ॥

—পঞ্চতন্ত্রম্

(উৎসাহগুণান্বিত, ক্ষিপ্রকর্মা, ক্রিয়াবিধিজ্ঞ বাসনে অনাসক্ত, বীর; এবং দৃঢ়সখ্য ব্যক্তির কাছে লক্ষ্মী আশ্রয়ের জন্য নিজেই যান)।

৫. তুলনীয় : বলবানপি নিস্তেজাঃ কস্য নাভিভবাস্পদম্ ?
নিঃশঙ্কং দীয়তে লোকৈঃ পশ্য ভস্মচয়ে পদম্ ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

(বলবান্ হলে যদি কেউ তেজোহীন হয়, তাহলে কে না তাকে পরাভূত করে ? লোকে নির্ভয়ে ভস্মরাশিতে পা দেয়)

৬. তুলনীয় : পরবৃদ্ধিমৎসরি মনো হি মানিনাম্ ।—শিশুপালবধম্, ১৫, ১
(মানীদের মন অন্যের উৎকর্ষ বা সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত)
নান্যস্য গন্ধমপি মানভৃতঃ সহন্তে ।—ঐ, ৫, ৪২
(মানী অন্যের দম্ভ সহ্য করে না)

৭.৮. নির্দোষ বাক্যের গুণ দুইটি শ্লোকে উল্লিখিত। কবির নিজের আদর্শই বলা যেতে পারে।

৯. তুলনীয় : স হি সর্বলোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ।
আদদে নাতিশীতোষ্ণো নভস্বানিব দক্ষিণঃ ॥—রঘুবংশ, ৪, ৮
(অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড এবং গুণ অনুযায়ী সম্মাননায় তিনি অর্থাৎ রঘু নাতিশীতোষ্ণ মলয়সমীরণের মতো সকলের মন অধিকার করলেন।)

১০, 'ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ'।—কঠোপনিষদ।
(ইন্দ্রিয় হল অশ্ব—একথা প্রাজ্ঞেরা বলেন।)

১১. তুলনীয় : উপগতোঽপি চ মণ্ডলনাভিতামনুদিতান্যসিতাতপবারণঃ।
প্রিয়মবেক্ষ্য স রন্ধ্রচলামভূদনলসোঽনলসোমসমদ্যুতিঃ ॥

—রঘুবংশ, ৯, ১৫

(অগ্নির মতো তেজস্বী এবং চন্দ্রের মতো মনোজ্ঞকান্তি একচ্ছত্র সম্রাট জানতেন যে সামান্য ত্রুটিতেই চঞ্চলা লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হন। তাই তিনি দ্বাদশ মণ্ডলের অদ্বিতীয় মহীপতির বরেণ্য পদ লাভ করেও সব সময়ে সাবধানে চলতেন।)

১২. পরাশর মুনি ও সত্যবতীর পুত্র একটি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন বলে এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলে তাঁর নাম হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তিনি বেদকে বর্তমানরূপে সজ্জিত করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় ব্যাস বা বেদব্যাস।

তৃতীয় সর্গ

১. রজোগুণ বাসনার উদ্বোধক ও উত্তেজক।
তুলনীয় : রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ —ভগবদ্গীতা, ১৪, ৭

২, পরশুরামের ক্ষত্রিয়বিদ্বেষ ও একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ সুবিদিত।

৩. ব্রহ্মার শাপে গঙ্গা মর্ত্যে আসেন এবং রাজা শান্তনুর পত্নী হন। তাঁর আটটি সন্তানের মধ্যে ভীষ্ম ছিলেন কনিষ্ঠ। পরশুরামের কাছেই প্রথমে ভীষ্ম যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন।

৪. কর্ণের শৈশবেধ ধৃতরাষ্ট্রের সারথি অধিরথের পত্নী রাধা কর্ণকে লালন-পালন করেন, তাই তাঁর নাম হয় রাধেয় (রাধাসুত)।

৫. 'মূলপ্রকৃতিমহানহঙ্কারো মনশ্চ পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানীতি চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি'। —মল্লিনাথ
প্রকৃতি ১, মহত্তত্ত্ব ১, অহঙ্কার ১, মন ১, তন্মাত্র ৫, বুদ্ধীন্দ্রিয় ৫, কর্মেন্দ্রিয় ৫, মহাভূত ৫ —এই ২৪টি সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব।

৬. তুলনীয় : 'স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি।'
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্
(প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিলে দুঃখ সহনীয় হয়)

চতুর্থ সর্গ

১. তুলনীয় : 'ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজম্'। —ভট্টিকাব্য, ২য় সর্গ
(এমন জলই ছিল না যেখানে সুন্দর পদ্ম ফুটে ছিল না)

২. আশ্চর্য একটি পর্যবেক্ষণ :
মনে করিয়ে দেয় : অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর সেই অবিস্মরণীয় 'দ্বাবপি যুবামারণ্যকৌ'। হরিণদের নিত্যসংসর্গে থেকে শকুন্তলাও সেই স্বভাবসারল্য পেয়েছে। দুষ্যন্তের কটাক্ষের মধ্যে একটি সত্য প্রচ্ছন্ন।

৩. অর্জুন চলেছেন তপস্যায়। পথে রম্যকে তিনি দুচোখ ভরে দেখছেন, কিন্তু তাই বলে সরলা গোপবালাদের বারবনিতার মতো দেখবেন কেন?
শুধু স্বভাবোক্তিই তো সুন্দর হ'ত, উপমার লোভে কবি না পড়লেই হয় তো ভালো হ'ত!

৪. তুলনীয় : যথোত্তরেচ্ছা হি গুণেষু কামিনঃ।
—কিরাতার্জুনীয়ম্, অষ্টম সর্গ, চতুর্থ শ্লোক
(কামীরা উত্তরোত্তর নতুন গুণের সন্ধানেই থাকে)

ক) সর্বসোহনীয়ং সুরূপং নাম ;—প্রতিমা-নাটক, ভাস
(যে সুরূপ সবকিছুতেই তাকে মানায়)

খ) কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্? —অভিজ্ঞানশকুন্তলম্
(যার আকৃতি মধুর, কী-ই বা তার অলঙ্কার নয়?)

৬. বর্ষাঋতু এখন প্রোষিত। তাই বিরহিণী দিগাঙ্গনা মলিনা ও সংজ্ঞাহীনা,— 'প্রোষিতে মলিনা কৃশা'।

পঞ্চম সর্গ

১. আগে পর্বতের পাখা থাকত, পাখির মতো তারা আকাশপথে ঘুরে বেড়াত। দেবতা ও ঋষিরা এই পর্বতদের ভয় করতেন। ইন্দ্র একবার ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত পর্বতের পাখা কেটে দিয়েছিলেন। শুধু মৈনাক সাগরে আশ্রয় গ্রহণ করে ইন্দ্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান।

২. মদজল='হস্তীর রগ ফাটিয়া যে পাটকিলা বর্ণের উৎকট-গন্ধ জলস্রাব হয়'। মদোন্মত্ত হস্তী দেখিতে অতিশয় সুন্দর।…

—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ॥ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

হাতির নয়টি নাড়ি দিয়ে মদক্ষরণ হয়। —সপ্তম সর্গের ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

৩ তারকাসুর তাঁর তিন পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুৎমালীর জন্য ময়দানবকে দিয়ে তিনটি পুর নির্মাণ করেন—তারকাক্ষের জন্য স্বর্গে স্বর্ণময় পুর, কমলাক্ষের জন্য অন্তরীক্ষে রৌপ্যময় পুর আর বিদ্যুৎমালীর জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণলোহ- পুর। মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপে এই তিন দানবের সঙ্গে এই ত্রিপুর দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়।

৪ চতুর্থ সর্গে শরৎপ্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে বিমুগ্ধ অর্জুনকে তাঁর অভিপ্রায় বুঝে যক্ষ নিজেই বর্ণনা দিতে লাগলেন। "ন ইঙ্গিতজ্ঞোঽবসরেঽবসীদতি"—যে ইঙ্গিত বোঝে সে প্রয়োজন বুঝলে চুপ করে থাকে না। পঞ্চম সর্গে হিমালয় দেখে বিমুগ্ধ অর্জুনকে যক্ষ এমনি করেই হিমালয় বর্ণনা দিতে লাগলেন। যক্ষের এই ভাষণ কি অর্জুনের খারাপ লাগবে? না। কারণ এটি বাঞ্ছিত মুহূর্ত। আর মুখরতা বাঞ্ছিতমুহূর্তেই ভালো লাগে—'মুখরতাবসরে হি রাজতে'।

৫. কালিদাস হিমালয়কে 'দেবতাত্মা' বলেছেন -

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ'।

—কুমারসম্ভব, প্রথম সর্গ, প্রথম শ্লোক।

দেবতাত্মা' শব্দটির ইঙ্গিত ঈশ্বরস্বরূপতার দিকেই।

৬. প্রিয়সান্নিধ্যে উৎসুক হবার কথা নয়। কিন্তু সরোবরগুলোর সৌন্দর্যের আকর্ষণ এত বেশি যে, ধৈর্যশীলাদেরও ঔৎসুক্য দেখা দিচ্ছে। সরোবরেরা কি প্রিয়তর নায়কের ভূমিকা নিচ্ছে?

৭. নবনিধি—(কুবেরের মহাপদ্মাদি নবরত্ন)

১. মহাপদ্ম, ২. পদ্ম, ৩ শঙ্খ. ৪ মকর, ৫. কচ্ছপ ৬ মুকুন্দ, ৭. কুন্দ, ৮. নীল, ৯. খর্ব।

৮. কুরর—"চিলজাতীয় পক্ষিবিশেষ; উৎক্রোশ, কুরল, কুল্লোপাখী (Osprey)। (ইহারা উচ্চরবে ডাকে, এইজন্য নাম 'উৎক্রোশঃ'। সাহিত্যেও ইহার রব উচ্চরবের উপমানরূপে ব্যবহৃত)" ।—বঙ্গীয় শব্দকোষ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ত্রীলিঙ্গে কুররী।

৯. উশীর=গন্ধতৃণবিশেষের মূল, বেণার মূল; খশ্‌খশ andropogon muricatus

১০. দেবতা ও অসুরেরা মিলিত হয়ে যখন সমুদ্রমন্থন করেন তখন এই পর্বতকে মন্থনদণ্ড করেন।

১১. আলোচ্য সর্গের ২৯ নং শ্লোকেও পার্বতীর হাত ধরার কথা আছে। তবে কি এটি পুনরুক্তি? না। মল্লিনাথ বলেছেন—এখানে পরিণয় বোঝাচ্ছে, আর 'ঈশার্থমম্ভসি'—এই শ্লোকে অনুগ্রহমাত্র বোঝাচ্ছে, তাই এটি পুনরুক্তি নয়। 'করেণ সলীলমগৃহ্যত ইতি দেবস্য পার্বতীপরিণয়বর্ণনম্! ঈশার্থম্ ইত্যত্র তু অনুগ্রহমাত্রোক্তিরিতি অপৌনরুক্ত্যম্'।

১২. সূর্য 'সহস্ররশ্মি'। স্ফটিকরশ্মি তাতে যুক্ত হওয়ায় সূর্যের নিজস্ব রশ্মিসংখ্যাটি অতিক্রান্ত হলো।

১৩. হিমালয়পর্বতের উপর অলকানন্দা নদীর তীরে কুবেরের রাজধানী—

দিব্যা হেমময়ী হৃদ্যৈচ্চৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতা।
মহারত্নবতী চিত্রা দিব্যগন্ধা মনোরমা॥—ভাগবত-পুরাণ

অলকাপুরীর অন্যান্য নাম—বসুধারা, বসুস্থালী, প্রভা।

ষষ্ঠ সর্গ

১ ইন্দ্রপুত্র—মূল শ্লোকে আছে 'পুরুহূতসুত'। পুরুহূত—ইন্দ্র; যজ্ঞে যার ভূয়িষ্ঠ আহ্বান। মহাভারতে আছে—কুন্তী পতির আদেশে দুর্বাসার মন্ত্রবলে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র থেকে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন—এই তিন পুত্র লাভ করেন।

২. ত্রিপথগা—গঙ্গা সর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী—এই তিন পথে প্রবাহিতা, তাই গঙ্গার নাম ত্রিপথগা!

৩. তীরভূমি—সংস্কৃত শ্লোকের শব্দটি হল 'বপ্র'। মেঘদূতের পূর্বমেঘের শ্লোকটি নিশ্চয়ই মনে পড়বে—'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ'। ওখানে শব্দটির অর্থ 'উৎখাতকেলি'। এখানে কিন্তু শব্দটি 'তীরভূমি' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে; অনুবপ্রম্—তীরভূমি ব্যাপ্ত করে।

৪. রথাঙ্গনামা—রথের অঙ্গ (চক্র) নাম যার; রথাঙ্গনামন্=চক্রবাক পাখি। প্রসিদ্ধি আছে, চক্রবাক-মিথুন রাত্রিতে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং সূর্যোদয়ে মিলিত হয়!

৫. অর্জুনের বিশেষণ 'সিতবাজী', অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের অশ্ব যার।

৬. মত্ততা হেতু দানবারির ধারা—দানবারি=হস্তিগণ্ডনিঃসৃত মদজল; হস্তী উন্মত্ত বা উত্তেজিত হলে এইরূপ ক্ষরণ হয়ে থাকে।

৭. চন্দ্রক—ময়ূরপুচ্ছস্থ চন্দ্রাকার চিহ্ন। এই চিহ্নগুলি সরোবরের চক্ষুরূপে কল্পিত হয়েছে।

৮. শুক্তিবধূ—শুক্তি মুক্তার আধার! এখানে বধূরূপে কল্পিত।

৯. প্রবাল-লতা—সংস্কৃত শ্লোকে 'বিদ্রুম' শব্দটি আছে। বিদ্রুম—প্রবালতরু।

১০. শফরী—পুঁটিমাছের পোশাকী নাম। তবে আটপৌরে নামটিই পরিচিত—শয়ানা স্ফুরতি—শফরী, নৈরুক্তো বর্ণলোপঃ—(অমর-কোষ টীকা)।
কালিদাসের কুমারসম্ভবে আছে—'শফরীং হ্রদশোষবিক্লবাম্' (চতুর্থ সর্গ)।

১১. মুনিব্রত—মুনির আচরণীয় ব্রত বা তপস্যা। সংস্কৃত শ্লোকে 'মুনিতা' শব্দটী প্রযুক্ত হয়েছে। শব্দটী লক্ষণীয়!

১২. চন্দ্রের মতোই—শ্লোকে ব্যবহৃত চন্দ্রের সমার্থক শব্দ 'শীতরুচি' অর্থাৎ যার কিরণ শীতল। শব্দটির প্রয়োগ দুর্লভ।

১৩. বিস্ময়াদি বিকার—শ্লোকে আছে 'ধৈর্যং ন নিহন্তি'—অর্থাৎ ধৈর্যগুণ নষ্ট করে না। ধৈর্য হারালেই দেখা দেয় কতকগুলো মানসিক বিকার—বিস্ময়, হতাশা, দুঃখ প্রভৃতি। এখানে এইসব বিকারের কথাই বলা হয়েছে।

১৪ শতক্রতু—ইন্দ্র ; যিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। ক্রতু=যজ্ঞ ; শ্লোকে আছে—শতযজ্বনঃ=একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতার।

১৫. ভূতগণ—এখানে উদ্দিষ্ট পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

১৬. বনের পশুগণ—শ্লোকে আছে 'মৃগাঃ'। কিন্তু 'হরিণ' অর্থ করলে ভুল হবে। সংস্কৃতে সাধারণভাবে সমস্ত পশুকে বোঝাতেই 'মৃগ' শব্দের প্রয়োগ আছে। 'পশবোঽপি মৃগাঃ'।

১৭ যক্ষদের শ্লোকে 'গুহ্যক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুবেরের নিধিরক্ষক যক্ষদের বলা হয় গুহ্যক। সাধারণভাবে 'যক্ষ' অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ আছে। মেঘদূতের প্রয়োগ— গুহ্যকস্তং যযাচে'—যক্ষ তাঁর কাছে প্রার্থনা করল।

১৮. কৃতী গন্ধর্বদের—মূলে কিন্তু 'গন্ধর্ব' শব্দটি নেই আছে 'কৃতিভিঃ কলাসু সহিতাঃ সচিবৈঃ'। অর্জুনের তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করতে অপ্সরাদের পাঠানো হচ্ছে, ওরা যেন সঙ্গে কলাকুশল গন্ধর্বদের নিয়ে যায়—ওরাই করবে সচিবের কাজ।

সপ্তম সর্গ

১. সূর্যের উপরে থাকায় উপর থেকে তাপ নেই বলে ছাতার কোন প্রয়োজন নেই। আতপ থেকে যা ত্রাণ করে তাই আতপত্র। আতপই যখন নেই, তখন আতপত্র নিরর্থক।

২. হাতির সাতটি মদবাহী নাড়ি—শুঁড়ের দুই ছিদ্র, দুই গণ্ড, দুই চক্ষু এবং লিঙ্গ। ('করাৎ কটাভ্যাং মেঢ্রাচ্চ নেত্রাভ্যাঞ্চ মদচ্যুতিঃ ইতি পালকাব্যে') —মল্লিনাথ

৩. মঞ্জিষ্ঠা—রক্তবর্ণ লতাবিশেষ (Rubia cordifolia, Indian msdder)।

৪. ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

অষ্টম সর্গ

১. শিলীমুখ—ভ্রমরের অন্যতম সংস্কৃত নাম। যোগ্য নাম সন্দেহ নেই। (শিলী অর্থাৎ শল্য বা হুল মুখে যার)। কিন্তু এ নাম নিয়ে কাব্যের আসরে আসা কঠিন। এদেরই অন্য নাম ষট্পদ (৭ নং শ্লোক) বা দ্বিরেফ (১১ নং শ্লোক)। 'ভ্রমর' কাব্যসম্মত ; উচ্চারণেই গুঞ্জনের আভাস মেলে।

২. কল্পলতা—নন্দনস্থিত অভীষ্টদায়িনী লতা। এখানে বক্তব্য—প্রমথগণ তোমার লতাকে কল্পলতা ভেবে ছুটে এসেছে। হাত নেড়ে বারণ করছ কেন? ওরা আসবেই। বৃথা তোমার পরিশ্রম।

৩. কলাপক—পরস্পর অন্বিত শ্লোকচতুষ্টয় ; অন্বয়বিশিষ্ট চারটি শ্লোকের সমষ্টিকে কলাপক বলে। কলাপকং চতুর্ভিঃ স্যাৎ' (সাহিত্যদর্পণ) শ্লোক ৯—১২।

৪. ঈর্ষ্যাজনিত অভিমান থেমে চোখে জল এসেছে। মুখে কথা নেই, পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে কী যেন লিখছে ! অভিমানের এক সুন্দর প্রকাশ ! কী লিখছে, তার উপর জোর দেবার দরকার নেই !

৫. সেদিকে খেয়াল নেই—এখানে নায়িকা প্রগলভা। অনুরাগের আধিক্যে প্রিয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু নীবিবন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে সেদিকে খেয়াল নেই।

৬. ইনিও প্রগলভা নায়িকা। প্রগলভা নায়িকার লক্ষণ—

স্বরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরতকোবিদা !
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগলভাক্রান্তনায়িকা ॥ —সাহিত্যদর্পণ

৭. যুগ্ম অথবা যুগ্মক—বাক্যপূরক শ্লোকদ্বয়। যেখানে দুইটি শ্লোকে একটি বাক্য সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৭ ও ১৮ নং শ্লোক—দুইয়ে মিলে যুগ্মক !

৮. বলা বাহুল্য, এই নায়িকাও প্রগলভা। তাঁর চোখে ফুলের রেণু পড়েছে, প্রিয় এসে ফুৎকার দিয়েও তা দূর করতে পারছে না—অবশ্য ইচ্ছে করেই পারছে না। প্রিয়ার মুখের স্পর্শ—তার লোভ কি কম ? মল্লিনাথ বলেছেন—'অশক্তুবন্তম্ ইতি অলীকে, বস্তুতঃ তদাস্যস্পর্শলোভাৎ'। পারছে না এটি মিথ্যে কথা, প্রকৃতপক্ষে মুখস্পর্শের লোভই অক্ষমতার কারণ।

৯. কুলক—পরস্পর অন্বিত চতুরধিক শ্লোকসমষ্টি—চারের অধিক শ্লোকসমষ্টির নাম কুলক। পাঁচ, ছয়, আট—শ্লোকে যদি অর্থ সম্পূর্ণ হয়—তার নাম কুলক। এইানে ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬—এই কয়টি শ্লোক কুলক।

১০. বাহুর অবলম্বন কথাটির অর্থ এই যে, বায়ুর বেগ অনুযায়ী বিলাসিনীবের হস্ত আন্দোলিত হচ্ছিল।

১১. প্রদাহ—জলে সিক্ত হয়ে বিলাসিনীদের দেহে নখক্ষত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তাই দেখে সপত্নীদের চক্ষুতে প্রদাহ অর্থাৎ জ্বালা ! জলার্দ্র নখক্ষত দাহ সৃষ্টি করেছে—এ এক বিরুদ্ধ ঘটনা।

১২. গুণোৎকর্ষ—মূল শ্লোকে শব্দটি আছে 'পরভাগম্'; শব্দটির অর্থ 'গুণের উৎকর্ষ'। 'পরভাগো গুণোৎকর্ষঃ' ইতি যাদবঃ।

১৩. মৎস্যের ধাক্কায়—সংস্কৃত শ্লোকের 'ঝষ' শব্দের অর্থ মাছ। এখানে বক্তব্য, মাছের ঘায়ে ভয় পেয়েই যেন বিলাসিনী তার প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে খুশী করেছে। ভয় এখানে আরোপিত ; এর মূলে প্রেম,—তাই সুন্দর !

১৪ সখীর মতোই—'কাঞ্চী' এখানে 'নীবি'র (নীবিবন্ধনের) সখীরূপে কল্পিত। প্রেমাবেশে নায়িকার নীবিবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, কটিভূষণ তাকে ধরে রেখে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। মল্লিনাথ মন্তব্য করেছেন—'স্ত্রীণাং কিল স্ত্রীষু এব আয়ত্তং লজ্জারক্ষণম্'।

১৫. শয্যার সৌন্দর্য—সংস্কৃত শ্লোকে আছে—'শয়নীয়লক্ষ্মীম্'। দিব্যাঙ্গনারা প্রমত্ত-ভাবে জলবিহার করে চলে গেছে—তরঙ্গে ভাসছে তাদের বিচিত্র অঙ্গরাগের চিহ্ন, বিচ্ছিন্ন অলঙ্কার। কবির কল্পনা—গঙ্গার সলিল যেন শয্যা, সেখানে ছড়ানো রয়েছে বিগত রাত্রির উপভোগের চিহ্ন !

নবম সর্গ

১. রাত্রি চক্রবাক দম্পতির হৃদয়তাপের সৃষ্টি করে, কারণ তখন তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়।

২. বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। মহাপ্রলয়ের সময়ে পৃথিবী জলমগ্ন হল। চিন্তিত ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে হঠাৎ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটি বরাহ নির্গত হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই হাতির মতো বৃহদাকার ধারণ করে এবং ঐ বরাহের গর্জনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সত্যলোক, জনলোক ও তপোলোকবাসী মুনিরা বেদমন্ত্রে এই বরাহকে বিষ্ণুর অবতার-জ্ঞানে স্তুতি করতে থাকেন। এই বরাহ জলের মধ্যে প্রবেশ করে দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে পৃথিবীকে ধারণ করে ঊর্ধ্বে উত্থিত হন।

৩. চন্দ্রোদয় হওয়াতে কামোদ্রেকে মানিনীদের মানভঙ্গ হল, তাই চাঁদের উপর তাদের ক্রোধ, এবারে দয়িতদের কাছে তাদের নতিস্বীকার করতে হবে যে!

৪. সাধ্য বা অভীষ্ট যখন সিদ্ধ, তখন আর বাণপ্রয়োগরূপ বিশেষ সাধনের প্রয়োজন কী? ('সিদ্ধসাধনবৈয়র্থাৎ'—মল্লিনাথ)।

৫. 'প্রেমিকের মদের পেয়ালায় পদ্মফুল ভাসছে, এদিকে রমণীর মুখরূপ পেয়ালাতেও প্রফুল্ল নয়নরূপ নীলপদ্ম শোভা পাচ্ছে। প্রেমিক কোন্ পেয়ালা থেকে মধু পান করল? দ্বিতীয়টি থেকেই।

৬. তুলনীয়—'স্নেহঃ পাপশঙ্কী' ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্')—স্নেহ অকারণেই আশঙ্কা করে।

৭. অভিন্নপ্রাণা সখী যেমন দুঃখে তার প্রিয়সখীকে পরিত্যাগ করে না, তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়, তেমনি সম্ভোগচিহ্নও তাকে বিচ্ছেদে পূর্বসুখের স্মৃতি দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

দশম সর্গ

১. সম্ভোগজাত—সংস্কৃত শ্লোকে আছে 'পরিমলজাম্', 'পরিমল' অর্থ সম্ভোগ। 'সম্ভোগঃ স্যাৎ পরিমলে'। অপ্রসিদ্ধ অর্থে শব্দ প্রয়োগ ভারবির কবিস্বভাব। অষ্টম সর্গের 'মৎস' অর্থে ঝষ' প্রয়োগ লক্ষণীয়।

২. রম্যহাবাঃ=মনোহর বিলাসচেষ্টা। 'হাবাঃ বিলাসচেষ্টায়াম্' ইতি বৈজয়ন্তী।

৩. 'ইন্দ্রগোপ' এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট। শত্রু=ইন্দ্র; এখানে ইন্দ্রগোপ না বলে হয়েছে শত্রুগোপ।

৪. জয়িনাং=জয়শালীদের; 'মহতাম্' এই পাঠান্তরও আছে; সেক্ষেত্রে অর্থ হবে 'উদগ্র তপস্যার অসাধ্য কিছুই নেই।'

৫. বল্কলের ভারে শাখা ঝুঁকে পড়েছে, ফুল ঝরে পড়েছে—এমন অশোকতরু অপ্সরাদের কাছে আদরের বস্তু হয়ে উঠল। অশোকের ভাগ্য! মহতের অনুচর হওয়াও তো ভাগ্যেরই কথা। এই উক্তির ব্যঞ্জনা এই—অপ্সরার দলও মুনির প্রভাব দেখে তার বশীভূত হবে।

৬. বশিষ্ঠ মুনির রচিত অথর্ববেদ। এর অভ্যুদয় কাণ্ডে অনুপম শান্তি, আভিচারিক ক্রিয়াকাণ্ডে কঠিন উগ্রতা। অপ্সারাদের দৃষ্টিতে অর্জুন অথর্ববেদ-

তুল্য প্রতিভাত হলেন—তাঁর দেহেও ছিল গভীর শান্তি এবং কঠোরতার দীপ্তি।

৭. মূল শ্লোকে আছে সসচিব, বাংলা করা হয়েছে 'সপরিবারে'। অর্জুন নির্জন বনে ছিলেন—মনে হচ্ছিল যেন তিনি সপরিবারে বিরাজিত। অর্জুনের অসামান্য প্রভাবই এর কারণ।

৮. অপ্সরাদের মনে হলো—অর্জুনের পরাক্রম ত্রিভুবন জয় করতে সমর্থ, তবে এই তপস্যা কিসের জন্যে? সুতরাং তাঁর এই তপস্যার দুঃখবরণ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

৯. সুরাঙ্গনারা এসেছিল অর্জুনকে মুগ্ধ করতে, কিন্তু নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে গেল। চিত্তজন্মা (মদন) তাদের চিত্তে আবির্ভূত হলেন।

১২ গন্ধর্বগণ আকাশে ও বনে যথাক্রমে ষড়-ঋতুর ঐশ্বর্য ও শোভা বিস্তার করল। মূলে 'হরিসখৈঃ' শব্দটি আছে—অর্থ গন্ধর্বৈঃ। গন্ধর্বেরা হরির অর্থাৎ ইন্দ্রের সখা।

১১. এখানে ছয় ঋতুর যুগপৎ আবির্ভাবের কথা আছে! একই সময়ে, কিন্তু যথাক্রমে; মল্লিনাথের টীকায় 'অসঙ্করেণ'। মূল শ্লোকও আছে 'যথাযথং বিতেনে'। মেঘদূতে ছয় ঋতুর একই সঙ্গে আবির্ভাবের কথা আছে।

১২. প্রণয়কলহে বাধাসৃষ্টি করে বর্ষার আবির্ভাব। প্রণয়কলহ চলছে, আকাশে গম্ভীর মেঘগর্জন, সঙ্গে ভীতা নায়িকা নায়িকার কণ্ঠলগ্না। এই অবস্থায় কলহ কি করে চলবে?

১৩. বর্ষার আবির্ভাব ব্যথিত লোকেরও মন হরণ করে, সুখী লোকের ত কথাই নেই। তুলনীয়—'মেঘালোক ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'—মেঘদূতম্।

১৪. বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাবে কিছু কিছু অজানা ফুলের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটবে। এখানে আছে 'অসন' ফুলের কথা, মল্লিনাথ টীকায় বলেছেন—'অসনানি প্রিয়কপুষ্পানি'। পরিচিত নাম পিয়াল'।

১৫. বন্ধুজীব আর একটি ফুলের নাম—বন্ধুক নামেও পরিচিত। পরিচিত নাম 'বাঁধুলি'।

১৬. প্রিয়ঙ্গু একরকম লতার নাম—অন্য নাম শ্যামা। রমণীস্পর্শে প্রিয়ঙ্গু বিকশিত হয়।

১৭. সিন্ধুবরে—পুষ্পগোষ্ঠীর অন্যতম। 'সিন্ধুক' নামেও পরিচিত। নাম 'নিসিন্দা'।

১৮ মূল সংস্কৃত শ্লোকে আছে 'কুসুমনগবনানি' নগ অর্থ এখানে বৃক্ষ। সমাসবদ্ধ পদটির অর্থ—পুষ্পপ্রধান তরুর বন।

১৯. অশোকপল্লবে উপবিষ্ট পুষ্পশর অনঙ্গকে যেন অপ্সরারা দেখতে পেল অর্থাৎ তাদের সঙ্গে মদনের সাক্ষাৎকার ঘটল। এইভাবে অর্জুনকে বশ করতে এসে এরা নিজেরাই অভিভূত হয়ে পড়ল।

কামদেবতাকে বলা হয় পুষ্পধনু বা পঞ্চশর। পাঁচটি পুষ্প এর শর—

অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥

২০. 'বসন্ত' শব্দটির পরিবর্তে শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে 'পুষ্পমাসঃ'—ফুলের মাস। 'সিততুরগ'—অর্জুনের নাম। অর্জুনের অশ্ব শ্বেতবর্ণ। এই জন্যে অর্জুনকে শ্বেতাশ্ব বা শ্বেতবাহনও বলা হয়।

২১. ছয় ঋতু এক সঙ্গে আবির্ভূত হয় না—তাদের মধ্যে বিরোধ আছে বলেই! যতই শক্তিশালী হোক, এই অন্তর্বিরোধের জন্যেই ছয় ঋতুর শোভাসম্পদ অর্জুনের মনে মোহ সঞ্চার করতে পারে নি।

২২. অনুরাগের স্বভাবই এই যে, একে গোপন করতে গেলেই ব্যক্ত হয়ে পড়ে। গোপন করার চেষ্টাই সব কিছু প্রকাশ করে। মল্লিনাথের উক্তি—'যয়া চেষ্টয়া রাগঃ সংব্রিয়তে স এব অস্য প্রকাশিকা'।

২৩. বিশেষক—পরস্পরান্বিত তিনটি শ্লোকের নাম 'বিশেষক'। 'ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্'। ৬০, ৬১, ৬২—এই শ্লোকত্রয় 'বিশেষক'।

একাদশ সর্গ

১. পেটুক স্বামী যিনি সবসময়ে এটা খাব সেটা খাব করবেন তাঁকে তো স্ত্রীর উপর নির্ভর করতে হবেই। স্ত্রী অনুকূল হলে তবেই রক্ষা! প্রতিকূল হলে সে গুড়ে বালি। অনুকূল স্ত্রীই পেটুক স্বামীর হাতের লাঠি। উপমাটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়!

২. যে শান্তিসাধক তার অস্ত্র দিয়ে কী হবে?

—'কিং শান্তস্য শস্ত্রেণ?'—মল্লিনাথ।

৩ মনে পড়বে; 'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি'—(গীতা)।

নদী সমুদ্রে পড়বেই, তেমনি সম্পদের অধিকারীও বিপদরাশির মধ্যে গিয়ে পড়বে। সম্পদই বিপদ!

'অর্থানামার্জনে দুঃখমর্জিতানাঞ্চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্॥

৫. 'ন্যায়াধারা হি সাধবঃ' অংশে 'ন্যায়াচারা হি সাধবঃ' এই পাঠও পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অর্থ হবে 'সাধুদের ন্যায়-ই আচরণীয়'।

৬. 'ইন্দ্রিয়ার্থনিষ্পৃহস্য নির্ভরবৈরানুদয়াৎ বিজয়ব্যপদেশঃ'। —মল্লিনাথ। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় যে-সব বিষয়ে আকর্ষণ করে সে-সব বিষয়ে বীতরাগ হলে কারো সঙ্গেই শত্রুতার সম্ভাবনা থাকে না। শত্রুতার উৎসই হল ভোগ বাসনার মধ্যে, সেই বাসনা জয় করতে পারলে দেখা যাবে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' সমস্ত বিশ্বই কুটুম্ব, কারো সঙ্গেই স্বার্থ-দ্বন্দ্ব নেই, সমস্ত শত্রুতাকেই এইভাবে জয় করা যাবে!

৭. 'গরীয়ঃ'=অর্থগৌরবযুক্ত অর্থাৎ অর্থের গুরুত্ব বা গভীরতা যেখানে আছে। কবির নিজের রচনাতেও তিনি এ নীতি মেনে চলেছেন বলেই তাঁর সম্পর্কে এই প্রবাদ—'ভারবেরর্থগৌরবম্'।

৮. আকাঙ্ক্ষা বাক্যের অন্যতম লক্ষণ—যে পদের অভাবে যে পদের অন্বয় বোধ হয় না, সেইরকম দুই পদের সম্বন্ধ ; 'যৎপদমৃতে যৎপদান্বয়বোধো ন তৎপদবত্তা'।

৯. অধ্যাহার—আকাঙ্ক্ষিত পদের অনুসন্ধান।

১০. ইন্দ্র, অগ্নি, পিতৃপতি, নিঋতি, বরুণ, অনিল, কুবের, শঙ্কর—এঁরা হলেন লোকপাল।

'ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈঋতির্বরুণোঽনিলঃ।
ধনদঃ শঙ্করশ্চৈব লোকপালাঃ পুরাতনাঃ ॥' (বহ্নিপুরাণ)

দ্বাদশ সর্গ

১. অন্তঃসারাৎ হি গৌরবং ভবতি ন তু বাহ্যাৎ স্থৌল্যাৎ। —মল্লিনাথ
অন্তঃসারত্বেই গুরুত্ব, বাহ্যিক স্থূলতায় নয়।
তুলনীয় : 'অন্তঃসারো গিরিচর ইব প্রাণসারং বিভর্তি"।
(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

২ ত্রিপুরমথনের আখ্যান দ্রষ্টব্য। (প্রসঙ্গ-কথা ৫ম সর্গ, ৩ নং)

৩. ২০—২৪ এই পাঁচটি শ্লোক মিলিয়ে অন্বয়। পাঁচটি বা পাঁচের বেশি শ্লোকগুচ্ছকে বলে 'কুলক'। চারটি মিলিয়ে হলে তাকে বলে 'কলাপক'; তিনটি মিলিয়ে হলে তার নাম 'বিশেষক'; আর দুটি শ্লোক মিলে তার নাম 'যুগ্মক'।

দ্বাভ্যাং তু যুগ্মকং প্রোক্তং ত্রিভিঃ স্যাত্তু বিশেষকং।
কলাপকং চতুর্ভিঃ স্যাত্তদূর্ধ্বং কুলকং স্মৃতম্ ॥

৪ বদরিকা—হিমালয়ের কোলে অবস্থিত অলকানন্দা নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ তীর্থ। ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ প্রভৃতির বাসভূমি।

৫. কালাগুরু, অগুরুচন্দন (Acquilaria Agallocha)
অন্যান্য নাম : বংশিক, লোহ, জোঙ্গক, শৃঙ্গজ, কৃষ্ণ ইত্যাদি।

৬. কৃষ্ণত্বক্ বৃক্ষবিশেষ (Diospyros tomentosa)
অন্যান্য নাম : কালস্কন্ধ, তাপিঞ্জ, নীলতাল, নীলধ্বজ ইত্যাদি।

৭. বেনার মূল, খশ্ (Andropogon muricatus)
অন্যান্য নাম : অভয়, নলদ, কাপথ, ইন্দ্রগুপ্ত, বীর, বীরণ, শীতমূল ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ সর্গ

১ দুর্বাসা মুনির বরে ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

ধর্মাদ্ যুধিষ্ঠিরো জজ্ঞে মারুতাচ্চ বৃকোদরঃ।
ইন্দ্রাদ্ ধনঞ্জয়ঃ শ্রীমান্ সর্বশাস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥
—মহাভারত (আদিপর্ব)

২. তপঃপ্রভাবে তপোবন-প্রাণীদের হিংসাত্যাগের উল্লেখ দুর্লভ নয়।
তুলনীয় : নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
(কুমারসম্ভব, ৩ নং শ্লোক)

৩. যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে 'সুযোধন' বলতেন, কারণ তিনি কারো দোষ দেখতে পারতেন না, কাউকে দুর্ (= দুষ্ট) উপসর্গ যোগে ডাকতে কুণ্ঠিত হতেন।

৪ শ্বেতকিরাজার যজ্ঞে বারো বছর ঘৃত পান করে অগ্নির অগ্নিমান্দ্য হয়। ব্রহ্মা তাঁকে বলেন—খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করতে, তাহলেই তাঁর রোগ সেরে যাবে। সশস্ত্র কৃষ্ণার্জুন ইন্দ্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খাণ্ডববন দহন করতে ইন্দ্রকে সাহায্য করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেন। সেখানকার সমস্ত জীবের মধ্যে ময়দানব, তক্ষকনাগের পুত্র অশ্বসেন ও চারটি শার্ঙ্গক পাখি রক্ষা পায়।

৫. অর্জুনের ধনু! এটা সোম বরুণকে দিয়েছিলেন, বরুণ অগ্নিকে দিয়েছিলেন, অগ্নি আবার খাণ্ডববন দাহের সময় অর্জুনকে দিয়েছিলেন।

৬. প্রসঙ্গ-কথা (৫ম সর্গ, ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

৭. 'প্রকৃতি প্রত্যয় আদেশ, আগমের বিকরণ গুণবৃদ্ধ্যাদি কার্যার্থ বিনশ্বর ইৎসংজ্ঞক বর্ণ"। (বঙ্গীয় শব্দকোষ)। যেমন 'ক্বাচ্' প্রত্যয়ের মধ্যে ক্ ও চ্ = অনুবন্ধ, শব্দের সঙ্গে শুধু 'ত্বা' যুক্ত হচ্ছে।

৮. কারণ 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি ?'—নিজে ঠিক না হয়ে তিনি কাকে ঠিক করবেন ?

তুলনীয় —'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে। —গীতা।

৯ যুগ চারিটি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। এক সহস্র চতুর্যুগ মিলে হয় 'কল্প' যা ব্রহ্মার একদিনের সমান। প্রতিটি কল্পের শেষে পৃথিবীর ধ্বংসকে 'প্রলয়' বলে। এই প্রলয়ের সময় ঊনপঞ্চাশ বায়ু প্রবল বেগে বইতে থাকে, যার ফলে সপ্ত সমুদ্র উত্তাল হয়।

চতুর্দশ সর্গ

১. অর্জুনের বাণী সম্বন্ধে এই বর্ণনাটিকে সকলেরই ভাবাদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। কিন্তু এ ভাষা আয়ত্ত করা যে একান্ত দুরূহ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২. তুলনীয় : প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ (রঘুবংশ, ১ম সর্গ)।

৩. বিদ্যা বা জ্ঞানই দৃঢ়তা আনে। তুলনীয়—'তেজস্বিনাবধীতমস্তু' (উপনিষদ্)

৪. বাণগুলোর গতিবেগ এত বেশি যে মুহূর্তেই তা দিক্প্রান্তে চলে যায়। দিক্গুলো যেন হাতের কাছে এগিয়ে এসেছে একসঙ্গে।

৫. যে কাজ ঠিক সময়ে করা যায় না, তা নিষ্ফল হয়। 'অতিক্রান্তকালস্য কর্মণঃ নিষ্ফলত্বাৎ' (মল্লিনাথ)।

তুলনীয় : আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্তব্যস্য চ কর্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্॥
(হিতোপদেশ)

৬. একটি বাণ নিক্ষেপ করার পর আর একটি বাণ ধনুকে জুড়তে যত কমই হোক কিছু সময় তো লাগবেই, কিন্তু বিরতিহীনভাবে বাণবৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে—

একবারই ধনুগুর্ণ আকর্ষণ করেছেন অর্জুন, আর কোন মন্ত্রবলে তা থেকে বাণ বর্ষণ হচ্ছে।

৭. শত্রুদের প্রাণ সংহার করতে পারলে বাণগুলো কৃতকৃত্য হ'ত। কিন্তু শত্রুরা অমর্ত্য, তাই অমর। তাই কর্তব্যচ্যুত অনুগত কর্মীর মতো বাণগুলো যেন লজ্জায় মুখ নিচু করে আছে।

৮. সজ্জনেরা পীড়িতকে পীড়ন করেন না। যে বিপদাপন্ন, আর্ত এবং গুরুতর-ভাবে আহত, তাকে বধ করা অবৈধ।

সন্তঃ পীড়িতপীড়াং ন কুর্বন্তীতার্থঃ।
'ন হন্যাদ্ব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতম্' ইতি স্মরণাৎ' ॥

—মল্লিনাথ

পঞ্চদশ সর্গ

১. যানসাধ্য=রথগজাদি যান ব্যবহারে যাকে জয় করা যায়।
অযানসাধ্য – রথগজাদি যান ব্যবহারে যাকে জয় করা যায় না।

২. একাক্ষরপাদ এই শ্লোক রচনার প্রতি পাদে একই অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম পাদে শুধু 'স'—স সাসিঃ সাসসূঃ সাসো
দ্বিতীয় পাদে শুধু 'য'—যেযাযেযাযাযযঃ
তৃতীয় পাদে শুধু 'ল'—ললোলীলাং ললোঽললোলঃ
চতুর্থ পাদে শুধু 'শ'—শগী শশিশুশীঃ শশন্

৩. নিরোষ্ঠ্য—এই শ্লোকে ওষ্ঠ্য বর্ণ ব্যবহার করা হয় নি।

(ওষ্ঠ্য বর্ণ=প, ফ, ব, ভ, ম)

৪. পাদান্তাদিকযমক—এই শ্লোকে প্রতি পদের আদিতে যমক ব্যবহার করা হয়েছে।

মা বিহাসিষ্ট সমরং সমরন্তব্যসংযতঃ।
ক্ষতং ক্ষুণ্ণাসরে গণৈরপর্ণৈরিব কিং যশঃ ॥

পৃথগর্থ সার্থক স্বরব্যঞ্জনগুচ্ছ পুনরুচ্চারিত হলে তাকে 'যমক' বলে। যমক নানারকম হতে পারে—আদ্য, মধ্য, অন্ত ইত্যাদি।

৫. পদাদিযমক : এই শ্লোকে প্রতিটি পাদের প্রথমেই যমক :

বনেঽবনে বনসদাং | মার্গংমার্গ মুপেষুষাম্।
বাণৈর্বাণৈঃ সমাসক্তং | শঙ্কেঽশং কেন শাস্যতি ॥

৬. গোমূত্রিকাবন্ধ : (শ্লোক নং ১২)
উপরনিচে একান্তরে বর্ণযোজনার চরণ গড়ে ওঠার এ এক বিচিত্র শ্লোকবন্ধ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৫	১৬
না	স্থু	রো	যং	ন	বা	না	গো	ধ	র	যং	স্থো	ন	বা	ক্ষ	সঃ
না	স্থু	খো	যং	ন	বা	ভো	গো	ধ	ব	ণি	স্থো	হি	বা	জ	সঃ
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২

উপর থেকে নিচে (তির্যকভাবে) : ১-১৮, ৩-২০, ৪-২১ ইত্যাদি সংখ্যা-চিহ্নিত অক্ষর জুড়লে প্রথম চরণ পাওয়া যায়।

আর, নিচে থেকে উপরে (তির্যকভাবে) : ১৭-২, ১৯-৪, ২০-৬ ইত্যাদি সংখ্যা-চিহ্নিত অক্ষর জুড়লে দ্বিতীয় চরণ পাওয়া যাবে।

৭. একাক্ষর (শ্লোক নং ১৪)—এ শ্লোকে সর্বত্র 'ন' অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে :—

ন নোননুন্নো নুন্নোনো নানা নানাননা ননু।
নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ॥

৮. সমুদ্গক (১৬ নং শ্লোক) : এই শ্লোকে সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি প্রথম পঙ্‌ক্তির অনুগামী, কিন্তু ভিন্নার্থে প্রযুক্ত।

স্যন্দনা নো চতুরগাঃ সুরেভা বা বিপত্তয়ঃ।
স্যন্দনা নো চতুরগাঃ সুরেভা বা বিপত্তয়ঃ॥

৯-১০. প্রতিলোমানুলোমপাদ (১৮ নং শ্লোক) : এই শ্লোকে প্রথমপাদ উল্টে দ্বিতীয়পাদ এবং দ্বিতীয়পাদ উল্টে চতুর্থপাদ রচিত হয়েছে।

১১. প্রতিলোমানুলোমপাদ শ্লোকদ্বয় (২২ ও ২৩ নং শ্লোক) ২২ নং শ্লোকের শেষ চরণ ২৩ নং শ্লোকে প্রথম চরণ (উল্টো দিক থেকে) আর ২২ নং শ্লোকের প্রথম চরণ ২৩ নং শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ (উল্টো দিক থেকে)।

১২. সর্বতোভদ্র (২৫ নং শ্লোক)

প্রকোষ্ঠগুলোতে পর-পর চারটি পাদের অক্ষর-সন্নিবেশ করে তারপর চতুর্থ পাদ থেকে বিপরীতক্রমে আবার সবগুলি অক্ষর সন্নিবেশ করা হয়েছে। এবারে উপর থেকে নিচে বা পাশাপাশি বা বাম থেকে ডানে নানাভাবে পাদগুলি পাওয়া যাবে।

দে	বা	কা	নি	নি	কা	বা	দে
বা	হি	কা	স্ব	স্ব	কা	হি	বা
কা	কা	রে	ভ	ভ	রে	কা	কা
নি	স্ব	ভ	ব্য	ব্য	ভ	স্ব	নি
নি	স্ব	ভ	ব্য	ব্য	ভ	স্ব	নি
কা	কা	রে	ভ	ভ	রে	কা	কা
বা	হি	কা	স্ব	স্ব	কা	হি	বা
দে	বা	কা	নি	নি	কা	বা	দে

১৩. অর্ধভ্রমক (২৭ নং শ্লোক)

এখানে প্রকোষ্ঠগুলোতে শুধু একবার চারটি পাদ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখানেও পাশাপাশি উপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে উপরে নানাভাবে পাদগুলি পাওয়া যাবে।

স	স	ত্ব	র	তি	দে	নি	তাং
স	দ	রা	গ	র্ষ	না	শি	নি
ত্ব	রা	গি	ক	ক	সং	না	দে
র	ম	ক	ত্ব	ম	ক	র্ষ	তি

১৪. নিরোষ্ঠ্য (২৯ নং শ্লোক)

এ শ্লোকে ওষ্ঠ্যবর্ণ ব্যবহৃত হয় নি।

১৫. পাদাদ্যন্ত যমক (৩১ নং শ্লোক)

এখানে প্রতিটি পাদের শুরুতে এবং শেষে যমক :

দুর্বারেণ হরিবলাদুনা নিরেতা বন্দে মৌনিরে।
ভীতাং শিবশর্মাভীতাং শঙ্করং ভত্র শঙ্করম্ ॥

১৬. দ্বিচতুর্থ যমক (৩৫ নং শ্লোক)

এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যমক :

তদ্‌থাণা দদৃশুর্ভীমং চিত্রসংস্থা ইবাচলাঃ।
বিস্ময়েন তয়োর্যুদ্ধং চিত্রসংস্থা ইবাচলাঃ ॥

১৭. আদ্যন্ত যমক (৩৭ নং শ্লোক)

এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রথম ও শেষ পাদে যমক :

পবদ্যানুপাত্রিণঃ শম্ভোঃ সায়কৈরবশায়কৈঃ।
পাণ্ডবঃ পরিচক্রাম শিক্ষয়া রণশিক্ষয়া ॥

১৮. দ্ব্যক্ষর (৩৮ নং শ্লোক)

এই শ্লোকে শুধু 'চ' ও 'র' এই দুই অক্ষর আছে।

চারচুঞ্চুশ্চিরারেচী চঞ্চচ্চীরুচা রুচঃ।
চচার রুচিরশ্চারু চারৈ রাচার চঞ্চুরঃ ॥

১৯. শৃঙ্খলা যমক (৪২ নং শ্লোক)

এই শ্লোকে প্রথম পাদের শেষে ও দ্বিতীয় পাদের প্রথমে. দ্বিতীয় পাদের শেষে এবং তৃতীয় পাদের প্রথমে এবং তৃতীয় পাদের শেষে এবং চতুর্থ পাদের প্রথমে শৃঙ্খলাকারে (ক্রমান্বয়ে) যমক :

তেন ব্যাতেনিরে ভীমা ভীমার্জুন ফলাননাঃ।
ন নানাকম্প্য বিশিখাঃ শিখাধর জবাসসঃ ॥

২০. গূঢ়চতুর্থপাদ (৪৩ নং শ্লোক)
এই শ্লোকের চতুর্থ পাদ 'বিদ্যুতামিব সংহতিঃ'র সমস্ত অক্ষর অন্য তিনটি পাদে লুকানো আছে :

দ্যুবিয়দ্‌গামিনী তারসংরাববিহতশ্রুতিঃ।
হৈমাষুমালা শুশুভে বিদ্যুতামিব সংহতিঃ॥

২১. অর্থত্রয়বাচী—যে শ্লোকের তিনটি অর্থ হয়। তিনটি অর্থই আলোচিত হয়েছে।

২২. মহাযমক (৫০ নং শ্লোক)
এই শ্লোকে প্রথম ও তৃতীয় পাদ, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ একই :

ঘনং বিদার্যার্জুনবাণপুগং সসারবাণোঽযুগলোচনস্য।
ঘনং বিদার্যার্জুনবাণপুগং সসারবাণোঽযুগলোচনস্য॥

২৩. মহাযমক : ৫০ নং শ্লোকের মতোই।

ষোড়শ সর্গ

১. প্রচণ্ড সংগ্রামে ঐভাবেই ধরিত্রী অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না। অর্থাৎ এ তো তেমন বড়ো রকমের যুদ্ধ নয়, তবে কেন এ-ভাবে আমি হীনবীর্য হয়ে পড়ছি? পরবর্তী ১৬ নং শ্লোক পর্যন্ত এই সংশয়াত্মক প্রশ্নটি উহ্য।

২. বড়ো যুদ্ধে প্রচুর সৈন্যের মরার কথা। তাই যমরাজ তেমন যুদ্ধে আসবেনই, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে তো একটা সৈন্যও মরছে না (এরা অমর বলে)। তাই যমরাজের আসবার সম্ভাবনাও নেই, আর তাঁর অস্তিত্বসূচক কোনো ধোঁয়াও এখানে নেই।

৩. পঞ্চম সর্গের ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪. তোমর বা শল্যের গোড়ায় ময়ূরপুচ্ছ থাকে। শল্য বুকে বিঁধে গেলে শুধু ময়ূরপুচ্ছ বুকের উপর থাকবে। ঐ বুকের উপর পড়ে থাকা ময়ূরপুচ্ছ যেন বীরের বুকে লুণ্ঠিত প্রিয়ার কেশপাশ।

৫. মনে পড়বে : 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু'। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম)

৬. দিগ্‌গজ আটটি : ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক।

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনো কুমুদোঽঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ॥

৭. চীনাংশুকের উল্লেখ আছে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌'-এ :
'চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য'। (প্রথম অঙ্ক)

৮. অগ্নিতে পুড়েই যেন কমল বিশুদ্ধ হল।

সপ্তদশ সর্গ

১. এর মধ্যে বিরোধ কিছু নেই। অর্জুন নিজের তেজেই দীপ্তিমান্‌ ছিলেন কিন্তু শত্রুর শক্তির কথা ভেবে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। এই চিন্তার ছায়াতেই তিনি 'শ্রীহীন'। তাই তাকে উপমিত করা হয়েছে ধূমে আচ্ছন্ন বহ্নিশিখার সঙ্গে।

২. উপমার তাৎপর্য এই—শরপ্রয়োগের অভ্যাস এবং সেই সম্পর্কিত আরও অনেক গুণের উপরে অর্জুন নির্ভর করেছিলেন—এই নির্ভরতায় তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছিল। শব্দের সুপ্রয়োগে শিক্ষা ও অভ্যাস থাকলে, তাকে গুণ ও অলঙ্কারে যুক্ত করতে পারলে—সে-ও তো আনন্দদায়ক হয়ে উঠে।

৩. অর্জুনের অশ্রু ক্রোধজনিত। ক্রোধ কোন কোন ক্ষেত্রে অশ্রুবিসর্জনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ। সকল রসেই এইসকল ভাবের উদয় হতে পারে। মল্লিনাথ টীকায় বলেছেন—'সাত্ত্বিকানাং রসসাধারণ্যাৎ'। এখানে রৌদ্র (বীর) রসে অশ্রুর উদয় স্বাভাবিক। আমি সকল ক্ষেত্রে বিজয়ী, আজ পরাজিত হলাম কেন? —এই চিন্তাই অশ্রুর কারণ।

৪. সূর্যের ঊর্ধ্বকিরণ রেখা ভাবী বর্ষণের সূচনা করে। যুদ্ধে উদ্যত ক্রুদ্ধ অর্জুনের তিন ভ্রূকুটিরেখা প্রকট হয়ে উঠল—তার অর্থ, এইবার শরবর্ষণ শুরু হবে। মল্লিনাথ মন্তব্য করেছেন 'অর্কস্য ঊর্ধ্বাংশুরেখাদয়ো বৃষ্টিলিঙ্গমিত্যাগমঃ'।

৫. সংস্কৃত শ্লোকে আছে 'অর্কস্য পাদঃ ইব হৈমনস্য'। হেমন্ত সম্পর্কিত অর্থাৎ হেমন্তকালের সূর্যকিরণ। হেমন্ত শব্দের বিশেষণ 'হৈমন'।

৬. এখানে 'বপ্র' শব্দের অর্থ সানুদেশ। শব্দটি সংস্কৃত কবিদের প্রিয়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বপ্র-পদের প্রতিশব্দ দিয়েছেন 'রোধসি' অর্থাৎ তীর-ভূমিতে। আলোচ্য ক্ষেত্রে এই অর্থ বিবেচ্য, কেননা শ্লোকে হিমালয়ের প্রসঙ্গ আছে। আমরা অনুবাদে বলেছি 'তটপ্রহারক'—তট অর্থ 'সানু'।

৭ 'পৃষৎক' অর্থ বাণ। পৃষৎকবর্ষণ=বাণবর্ষণ। মূল শ্লোকে পদটি আছে। দুর্লভ ও অপ্রসিদ্ধার্থক শব্দের প্রতি কবি ভারবির বিশেষ অনুরাগ ছিল, কাব্যে তার পরিচয় আছে।

৮. 'শ্লোকে বিজিহ্ম' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। অপ্রচালিত শব্দ। মল্লিনাথ প্রতিশব্দ দিয়েছেন 'শূন্য' (জিহ্ম=বক্র; বিজিহ্ম=বিশেষ বক্র অর্থাৎ কুটিল।)

৯. একটি পৌরাণিক প্রসঙ্গ এখানে আছে। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা ছিলেন সূর্যের পত্নী। স্বামীর প্রচণ্ড তেজ সহ্য করতে না পেরে একদিন তিনি পিতার কাছে অভিযোগ জানালেন। তখন সূর্যের তেজ যাতে কিছু সহনযোগ্য হয়, সেই ব্যবস্থা বিশ্বকর্মাকে করতে হয়েছিল।

১০. পৌরাণিক কাহিনী এই: ভগীরথ-আনীত গঙ্গার প্রবাহে রাজর্ষি জহ্নুর আশ্রম প্লাবিত হলে তিনি তাকে পান করে ফেলেছিলেন। পরে ভগীরথ জহ্নুর স্তব করলেন—জহ্নুও স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের জানু বিদীর্ণ করে গঙ্গাকে বার করে দিলেন। গঙ্গা তাই জহ্নুর কন্যাপদবাচ্যা—তাই তাঁর আর এক নাম জাহ্নবী।

অষ্টাদশ সর্গ

১ তেজস্বী পুরুষ প্রতিকূলতাকে ভয় পান না, দুঃখকেও তাঁরা সুখের মতোই বরণীয় মনে করেন। সাধারণ লোক লোকোত্তর পুরুষের এই মনোভাবের অনুসরণ করতে পারে না।

২ সপ্ত কুলপর্বতের অন্যতম ঃ—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমানৃক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ

(মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র—এই সাতটি কুলপর্বত)।

৩. পর্বতের মনে হলো—সে যেন শৃঙ্খলিত হচ্ছে। কিন্তু কোথায় শৃঙ্খল? মল্লযুদ্ধে রত শিবাজর্বুনের করচরণের বন্ধনই যেন শৃঙ্খল। যে শৃঙ্খল শিবাজর্বুন পর্বতকে পরিয়ে দিচ্ছে।

৪ মল্লযুদ্ধের একটি জীবন্ত বর্ণনা। দুই প্রবল প্রতিপক্ষ যখন ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে যুধ্যমান হয়, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতার সময়ে দুজনকে সঠিকই পৃথক করে চেনা যায় না, যে উপরে আছে মুহূর্তেই সে নিচে পড়ে যায়, আবার মুহূর্তেই দেখা যায় বিপরীত দৃশ্য।

৫. কপিধ্বজ ঃ—অর্জুনেরই রথের ধ্বজে (পতাকায়) কপিচিহ্ন আছে বলে অর্জুনের এই নাম।

৬ লোকপাল ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নৈর্ঋত, বায়ু, কুবের, শিব—এই আটজন।

৭. অর্ধনারীশ্বর—অর্ধমিলিত হরগৌরীরূপে শিবমূর্তিবিশেষ। 'হরগৌরী ঘুচে হৈল অর্ধনারীশ্বর"। (বঙ্গীয় শব্দকোষ)

—এই মূর্তিতে প্রকৃতি পার্বতীরূপে এবং পুরুষ শিবরূপে মিলিত। দেবী-পুরাণে লিখিত আছে—'ত্রিষষ্টি ভুবনের মধ্যে সপ্ত পাতাল শ্রেষ্ঠ। অষ্টম উপপাতাল সুবর্ণময়। তথায় ভগবান্ অর্ধনারীশ্বর বাস করেন এবং ব্রহ্মাদি তথায় নিত্য ক্রীড়া করেন। ঐ স্থানে বিবিধ মনোহর ভোগ্যবস্তু দেখিলে দ্বিতীয় কৈলাসপুরী বলিয়া মনে হয়।

(বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)

৮. কারণ শিব কামকেই দগ্ধ করেছেন। মরীচি-প্রমুখ মানসপুত্রদের সৃষ্টি করবার সময় ব্রহ্মার মন থেকে এক পরমাসুন্দরী নারী আবির্ভূত হন। এঁর নাম সন্ধ্যা। এই নারীর জন্য ব্রহ্মা এক মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন! ইনিই মদন বা কামদেব। ইনি পুষ্পময়-পঞ্চশর ও পুষ্পধনুতে মণ্ডিত। ব্রহ্মা নির্দেশ দিলেন—'তুমি পুষ্পময়-পঞ্চশরে স্ত্রীপুরুষকে মোহিত কর।' পরে দক্ষকন্যা রতির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

দেবতাদের নির্দেশে কামদেব মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর নয়নের অগ্নিবাণে ভস্মীভূত হন। হরপার্বতীর পরিণয়ের পর তিনি আবার দেহ ফিরে পান।

৯ গজচর্ম, সাপ, নর-কপাল, শব-ভস্ম—এগুলো সুখকর বা সুশ্রী না হলেও শিবের দেহে তারা শ্রীমণ্ডিত।

তুলনীয় ঃ রম্যাণাং বিকৃতিরপি শ্রিয়ং তনোতি।—কিরাত, ৭,৫
যে সুন্দর বিকৃতিও তাঁর শোভা বৃদ্ধি করে।

১০. জগৎকারণ = অণু, অণুরও যিনি কারণ।

১১. শিবের অষ্টমূর্তির অন্যতম 'বায়ু' ঃ অন্য মূর্তিগুলি ভূমি, জল, অগ্নি, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও হোতা।

সূর্যোজলং মহীবায়ুর্বহ্নিরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেত্যস্তনবো ক্রমাৎ ॥—বিষ্ণুপুরাণ

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের নান্দী শ্লোকটি অষ্টমূর্তি শিবেরই বন্দনা। 'কিরাতার্জুনীয়ম্'-এর আলোচ্য অংশে পর-পর বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশ এই চারটি মূর্তির বন্দনা আছে (৩৭—৩৯ নং শ্লোক)।

১২. এই বাক্যাংশের প্রেরণা ঃ—

'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ ॥'—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

(অণু থেকেও অণুতর এবং মহান্ থেকেও মহত্তর আত্মা সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে আত্মস্বরূপে বর্তমান)।

১৩. এই অংশটির প্রেরণা—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥—ঈশোপনিষদ্

(ইনি চলেন, ইনি চলেন না ; ইনি দূরে, আবার ইনি নিকটে ; ইনি সমস্ত জগতের ভিতরে, আবার সমস্ত জগতের বাহিরে)।

১৪. গীতায় কৃষ্ণ যখন স্বরূপে আবির্ভূত হলেন, অর্জুন এমনি করেই ক্ষমা চেয়েছিলেন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

(গীতা)

কিরাতার্জুনীয়ম্

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রিয়ঃ কুরূণামধিপস্য পালনীং প্রজাসু বৃত্তিং যমযুঙ্‌ক্ত বেদিতুম্।
স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ ॥ ১ ॥

কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।
ন বিব্যথে তস্য মনো ন হি প্রিয়ং প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ ॥ ২ ॥

দ্বিষাং বিঘাতায় বিধাতুমিচ্ছতো রহস্যনুজ্ঞামধিগম্য ভূভৃতঃ।
স সৌষ্ঠবৌদার্যবিশেষশালিনীং বিনিশ্চিতার্থামিতি বাচমাদদে ॥ ৩ ॥

ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ! চারচক্ষুষো ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ॥ ৪ ॥

স কিং সখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কিম্প্রভুঃ।
সদাঽনুকূলেষু হি কুর্বতে রতিং নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্বসম্পদঃ ॥ ৫ ॥

নিসর্গদুর্বোধমবোধবিক্লবাঃ ক্ব ভূপতীনাং চরিতং ক্ব জন্তবঃ।
তবানুভাবোঽয়মবেদি যন্ময়া নিগূঢতত্ত্বং নয়বর্ত্ম বিদ্বিষাম্ ॥ ৬ ॥

বিশঙ্কমানো ভবতঃ পরাভবং নৃপাসনস্থোঽপি বনাধিবাসিনঃ।
দুরোদরচ্ছদ্মজিতাং সমীহতে নয়েন জেতুং জগতীং সুযোধনঃ ॥ ৭ ॥

তথাঽপি জিহ্মঃ স ভবজ্জিগীষয়া তনোতি শুভ্রং গুণসম্পদা যশঃ।
সমুন্নয়ন্ ভূতিমনার্যসঙ্গমাদ্ বরং বিরোধোঽপি সমং মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥

কৃতারিষড়্‌বর্গজয়েন মানবীমগম্যরূপাং পদবীং প্রপিৎসুনা।
বিভজ্য নক্তন্দিবমস্ততন্দ্রিণা বিতন্যতে তেন নয়েন পৌরুষম্ ॥ ৯ ॥

সখীনিব প্রীতিযুজোঽনুজীবিনঃ সমানমানান্ সুহৃদশ্চ বন্ধুভিঃ।
স সন্ততং দর্শয়তে গতস্ময়ঃ কৃতাধিপত্যামিব সাধু বন্ধুতাম্ ॥ ১০ ॥

অসক্তমারাধয়তো যথাযথং বিভজ্য ভক্ত্যা সমপক্ষপাতয়া।
গুণানুরাগাদিব সখ্যমীয়িবান্ ন বাধতেঽস্য ত্রিগণঃ পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥

নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জিতং ন ভূরি দানং বিরহস্য সৎক্রিয়াম্।
প্রবর্ত্ততে তস্য বিশেষশালিনী গুণানুরোধেন বিনা ন সৎক্রিয়া ॥ ১২ ॥

বসূনি বাঞ্ছন্ন বশী ন মন্যুনা স্বধর্ম ইত্যেব নিবৃত্তকারণং।
গুরূপদিষ্টেন রিপৌ সুতেঽপি বা নিহন্তি দণ্ডেন স ধর্মবিপ্লবম্ ॥ ১৩ ॥

বিধায় রক্ষান্ পরিতঃ পরেতরানশঙ্কিতাকারমুপৈতি শঙ্কিতঃ।
ক্রিয়াঽপবর্গেষ্বনুজীবিসাৎ কৃতাঃ কৃতজ্ঞতামস্য বদন্তি সম্পদঃ॥ ১৪॥

অনারতং তেন পদেষু লম্ভিতা বিভজ্য সম্যগ্বিনিয়োগসৎক্রিয়াঃ।
ফলন্ত্যুপায়াঃ পরিবৃংহিতায়তীরুপেত্য সংঘর্ষমিবার্থসম্পদঃ॥ ১৫॥

অনেকরাজন্যরথাশ্বসংকুলং তদীয়মাস্থাননিকেতনাজিরম্।
নয়ত্যযুগ্মচ্ছদগন্ধিরার্দ্রতাং ভৃশং নৃপোপায়নদন্তিনাং মদঃ॥ ১৬॥

সুখেন লভ্যা দধতঃ কৃষীবলৈরকৃষ্টপচ্যা ইব শস্যসম্পদঃ।
বিতন্বতি ক্ষেমমদেবমাতৃকাশ্চিরায় তস্মিন্ কুরবশ্চকাসতি॥ ১৭॥

উদারকীর্ত্তেরুদয়ং দয়াবতঃ প্রশান্তবাধং দিশতোঽভিরক্ষয়া।
স্বয়ং প্রদুগ্ধেঽস্য গুণৈরুপস্নুতা বসূপমানস্য বসূনি মেদিনী॥ ১৮॥

মহৌজসো মানধনা ধনার্চ্চিতা ধনুর্ভৃতঃ সংযতি লব্ধকীর্ত্তয়ঃ।
ন সংহতাস্তস্য নভিন্নবৃত্তয়ঃ প্রিয়াণি বাঞ্ছন্ত্যসুভিঃ সমীহিতুম্॥ ১৯॥

মহীভৃতাং সচ্চরিতৈশ্চরৈঃ ক্রিয়াঃ স বেদ নিঃশেষমহোষিতক্রিয়ঃ।
মহোদয়ৈস্তস্য হিতানুবন্ধিভিঃ প্রতীয়তে ধাতুরিবেহিতং ফলৈঃ॥ ২০॥

ন তেন সজ্যং ক্বচিদুদ্যতং ধনুঃ কৃতং ন বা কোপবিজিহ্মমাননম্।
গুণানুরাগেণ শিরোভিরুহ্যতে নরাধিপৈর্মাল্যমিবাস্য শাসনম্॥ ২১॥

স যৌবরাজ্যে নবযৌবনোদ্ধতং নিধায় দুঃশাসনমিদ্ধশাসনঃ।
মখেষ্বখিন্নোঽনুমতঃ পুরোধসা ধিনোতি হব্যেন হিরণ্যরেতসম্॥ ২২॥

প্রলীনভূপালমপি স্থিরায়তি প্রশাসদাবারিধি মণ্ডলং ভুবঃ।
স চিন্তয়ত্যেব ভিয়স্ত্বদেষ্যতীরহো দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা॥ ২৩॥

কথাপ্রসঙ্গেন জনৈরুদাহৃতাদনুস্মৃতাখণ্ডলসূনুবিক্রমঃ।
তবাভিধানাদ্ ব্যথতে নতাননঃ স দুঃসহান্মন্ত্রপদাদিবোরগঃ॥ ২৪॥

তদাশু কর্ত্তুং ত্বয়ি জিহ্মমুদ্যতে বিধীয়তাং তত্র বিধেয়মুত্তরম্।
পরপ্রণীতানি বচাংসি চিন্বতাং প্রবৃত্তিসারাঃ খলু মাদৃশাং গিরঃ॥ ২৫॥

ইতীরয়িত্বা গিরমাত্তসৎক্রিয়ে গতেঽথ পত্যৌ বনসন্নিবাসিনাম্।
প্রবিশ্য কৃষ্ণাসদনং মহীভুজা তদাচচক্ষেঽনুজসন্নিধৌ বচঃ॥ ২৬॥

নিশম্য সিদ্ধিং দ্বিষতামপাকৃতীস্ততস্ততস্ত্যা বিনিয়ন্তুমক্ষমা।
নৃপস্য মন্যুব্যবসায়দীপনীরুদাজহার দ্রুপদাত্মজা গিরঃ॥ ২৭॥

ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতং ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্ ।
তথাঽপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তি মাং নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অখণ্ডমাখণ্ডলতুল্যধামভিশ্চিরং ধৃতা ভূপতিভিঃ স্ববংশজৈঃ ।
ত্বয়াঽত্মহস্তেন মহী মদচ্যুতা মতঙ্গজেন স্রগিবাপবর্জিতা ॥ ২৯ ॥

ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ ।
প্রবিশ্য হি ঘ্নন্তি শঠাস্তথাবিধানসংবৃতাঙ্গান্নিশিতা ইবেষবঃ ॥ ৩০ ॥

গুণানুরক্তামনুরক্তসাধনঃ কুলাভিমানী কুলজাং নরাধিপঃ ।
পরৈস্ত্বদন্যঃ ক ইবাপহারয়েন্মনোরমামাত্মবধূমিব শ্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

ভবন্তমেতর্হি মনস্বিগর্হিতং বিবর্তমানং নরদেব ! বর্ত্মনি ।
কথং ন মন্যুর্জ্বলয়ত্যুদীরিতঃ শমীতরুং শুষ্কমিবাগ্নিরুচ্ছিখঃ ॥ ৩২ ॥

অবন্ধ্যকোপস্য বিহন্তুরাপদাং ভবন্তি বশ্যাঃ স্বয়মেব দেহিনঃ ।
অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাতহার্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ ॥ ৩৩ ॥

পরিভ্রমঁল্লোহিতচন্দনোচিতঃ পদাতিরন্তর্গিরি রেণুরূষিতঃ ।
মহারথঃ সত্যধনস্য মানসং দুনোতি নো কচ্চিদয়ং বৃকোদরঃ ॥ ৩৪ ॥

বিজিত্য যঃ প্রাজ্যময়চ্ছদুত্তরান্ কুরূনকুপ্যং বসু বাসবোপমঃ ।
স বল্কলবাসাংসি তবাধুনাঽহরন্ করোতি মন্যুং ন কথং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বনান্তশয্যাকঠিনীকৃতাকৃতী কচাচিতৌ বিষ্বগিবাগজৌ গজৌ ।
কথং ত্বমেতৌ ধৃতিসংযমৌ যমৌ বিলোকয়ন্নুৎসহসে ন বাধিতুম্ ॥ ৩৬ ॥

ইমামহং বেদ ন তাবকীং ধিয়ং বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ ।
বিচিন্তয়ন্ত্যা ভবদাপদং পরাং রুজন্তি চেতঃ প্রসভং মমাধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

পুরাঽধিরূঢ়ঃ শয়নং মহাধনং বিবোধ্যসে যঃ স্তুতিগীতিমঙ্গলৈঃ ।
অদভ্রদর্ভামধিশয্য স স্থলীং জহাসি নিদ্রামশিবৈঃ শিবারুতৈঃ ॥ ৩৮ ॥

পুরোপনীতং নৃপ ! রামণীয়কং দ্বিজাতিশেষেণ যদেতদন্ধসা ।
তদদ্য তে বন্যফলাশিনঃ পরং পরৈতি কার্শ্যং যশসা সমং বপুঃ ॥ ৩৯ ॥

অনারতং যৌ মণিপীঠশায়িনাবরঞ্জয়দ্রাজশিরঃ প্রজাং রজঃ ।
নিষীদতস্তৌ চরণৌ বনেষু তে মৃগদ্বিজালূনশিখেষু বর্হিষাম্ ॥ ৪০ ॥

দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ ।
পরৈরপর্যাসিতবীর্যসম্পদাং পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাম্ ॥ ৪১ ॥

বিহায় শান্তিং নৃপ ! ধাম তৎ পুনঃ প্রসীদ সংধেহি বধায় বিদ্বিষাম্ ।
ব্রজন্তি শত্রূনবধূয় নিঃস্পৃহাঃ শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ ॥ ৪২ ॥

পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ সুদুঃসহং প্রাপ্য নিকারমীদৃশম্ ।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্বতে রতিং নিরাশ্রয়া হন্ত ! হতা মনস্বিতা ॥ ৪৩ ॥

অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রমশ্চিরায় পর্যেষি সুখস্য সাধনম্ ।
বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম কার্মুকং জটাধরঃ সঞ্জুহুধীহ পাবকম্ ॥ ৪৪ ॥

ন সময়পরিরক্ষণং ক্ষমং তে নিকৃতিপরেষু পরেষু ভূরিধাম্নঃ ।
অরিষু হি বিজয়ার্থিনঃ ক্ষিতীশা বিদধতি সোপধি সন্ধিদূষণানি ॥ ৪৫ ॥

বিধিসময়নিয়োগাদ্দীপ্তিসংহারজিহ্মং
শিথিলবসুমগাধে মগ্নমাপৎ পয়োধৌ ।
রিপুতিমিরমুদস্যোদীয়মানং দিনাদৌ
দিনকৃতমিব লক্ষ্মীস্ত্বাং সমভ্যেতু ভূয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

॥ শ্রীভারবিকৃত 'কিরাতার্জুনীয়'-মহাকাব্যে বনেচরাগমনো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

বিহিতাং প্রিয়য়া মনঃপ্রিয়ামথ নিশ্চিত্য গিরং গরীয়সীম্ ।
উপপত্তিমদূর্জিতাশ্রয়ং নৃপমূচে বচনং বৃকোদরঃ ॥ ১ ॥

যদবোচত বীক্ষ্য মানিনী পরিতঃ স্নেহময়েন চক্ষুষা ।
অপি বাগধিপস্য দুর্বচং বচনং তদ্বিদধীত বিস্ময়ম্ ॥ ২ ॥

বিষমোঽপি বিগাহ্যতে নয়ঃ কৃততীর্থঃ পয়সামিবাশয়ঃ ।
স তু তত্র বিশেষদুর্লভঃ সদুপন্যস্যতি কৃত্যবর্ত্ম যঃ ॥ ৩ ॥

পরিণামসুখে গরীয়সি ব্যথকেঽস্মিন্ বচসি ক্ষতৌজসাম্ ।
অতিবীর্যবতীব ভেষজে বহুরল্পীয়সি দৃশ্যতে গুণঃ ॥ ৪ ॥

ইয়মিষ্টগুণায় রোচতাং রুচিরার্থা ভবতেঽপি ভারতী ।
ন তু বক্তৃবিশেষনিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ ॥ ৫ ॥

চতসৃষ্বপি তে বিবেকিনী নৃপ ! বিদ্যাসু নিরূঢ়িমাগতা ।
কথমেত্য মতির্বিপর্যয়ং করিণী পঙ্কমিবাবসীদতি ॥ ৬ ॥

বিধুরং কিমতঃ পরং পরৈরবগীতাং গমিতে দশামিমাম্ ।
অবসীদতি যৎ সুরৈরপি ত্বয়ি সম্ভাবিতবৃত্তি পৌরুষম্ ॥ ৭ ॥

দ্বিষতামুদয়ঃ সুমেধসা গুরুরস্বস্ততরঃ সুমর্ষণঃ।
স মহানপি ভূতিমিচ্ছতা ফলসম্পৎপ্রবণঃ পরিক্ষয়ঃ ॥ ৮ ॥

অচিরেণ পরস্য ভূয়সীং বিপরীতাং বিগণয্য চাত্মনঃ।
ক্ষয়যুক্তিমুপেক্ষতে কৃতী কুরুতে তৎ প্রতিকারমন্যথা ॥ ৯ ॥

অনুপালয়তামুদেষ্যতীং প্রভুশক্তিং দ্বিষতামনীহয়া।
অপযান্ত্যচিরান্মহীভুজাং জননির্বাদভয়াদিব শ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

ক্ষয়যুক্তমপি স্বভাবজং দধতং ধাম শিবং সমৃদ্ধয়ে!
প্রণমন্ত্যনপায়মুত্থিতং প্রতিপচ্চন্দ্রমিব প্রজা নৃপম্ ॥ ১১ ॥

প্রভবঃ খলু কোশদণ্ডয়োঃ কৃতপঞ্চাঙ্গবিনির্ণয়োঃ নয়ঃ।
স বিধেয়পদেষু দক্ষতাং নিয়তিং লোক ইবানুরুধ্যতে ॥ ১২ ॥

অভিমানবতো মনস্বিনঃ প্রিয়মুচ্চৈঃ পদমারুরুক্ষতঃ।
বিনিপাতনিবর্তনক্ষমং মতমালম্বনমাত্মপৌরুষম্ ॥ ১৩ ॥

বিপদোঽভিভবন্ত্যবিক্রমং রহয়ত্যাপদুপেতমায়তিঃ।
নিয়তা লঘুতা নিরায়তেরগরীয়ান্ন পদং নৃপশ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

তদলং প্রতিপক্ষমুন্নতেরবলম্ব্য ব্যবসায়বন্ধ্যতাম্।
নিবসন্তি পরাক্রমাশ্রয়া ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥

তথ চেদবধিঃ প্রতীক্ষতে কথমাবিষ্কৃতজিহ্মবৃত্তিনা।
ধৃতরাষ্ট্রসুতেন সুত্যজাশ্চিরমাস্বাদ্য নরেন্দ্রসম্পদঃ ॥ ১৬ ॥

দ্বিষতাং বিহিতং ত্বয়াঽথবা যদি লব্ধা পুনরাত্মনঃ পদম্।
জননাথ! তবানুজন্মনাং কৃতমাবিষ্কৃতপৌরুষৈর্ভুজৈঃ ॥ ১৭ ॥

কদাসিক্তমুখৈর্মৃগাধিপঃ করিভির্বর্তয়তে স্বয়ং হতৈঃ।
লঘয়ন্ খলু তেজসা জগন্ন মহানিচ্ছতি ভূতিমন্যতঃ ॥ ১৮ ॥

অভিমানধনস্য গত্বরৈরসুভিঃ স্থাস্নু যশশ্চিচীষতঃ।
অচিরাংশুবিলাসচঞ্চলা ননু লক্ষ্মীঃ ফলমানুষঙ্গিকম্ ॥ ১৯ ॥

জ্বলিতং ন হিরণ্যরেতসং চয়মাস্কন্দতি ভস্মনাং জনঃ।
অভিভূতিভয়াদসূনতঃ সুখমুজ্ঝন্তি ন ধাম-মানিনঃ ॥ ২০ ॥

কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্ ধ্বনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ।
প্রকৃতিঃ খলু সা মহীয়সঃ সহতে নান্যসমুন্নতিং যথা ॥ ২১ ॥

কুরু তন্মতিমেব বিক্রমে নৃপ ! নিধূয় তমঃ প্রমাদজম্ ।
ধ্রুবমেতদবেহি বিদ্বিষাং ত্বদনুৎসাহহতা বিপত্তয়ঃ ॥ ২২ ।

দ্বিরদানিব দিগ্বিভাবিতাংশ্চতুরস্তোয়নিধীনিবায়তঃ ।
প্রসহেত রণে তবানুজান্ দ্বিষতাং কঃ শতমন্যুতেজসঃ ॥ ২৩ ॥

জ্বলতস্তব জাতবেদসঃ সততং বৈরিকৃতস্য চেতসি ।
বিদধাতু শমং শিবেতরা রিপুনারীনয়নাম্বুসন্ততিঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি দর্শিতবিক্রিয়ং সুতং মরুতঃ কোপপরীতমানসম্ ।
উপসান্ত্বয়িতং মহীপতির্দ্বিরদং দুষ্টমিবোপচক্রমে ॥ ২৫ ॥

অপবর্জিতবিপ্লবে শুচৌ হৃদয়গ্রাহিণি মঙ্গলাস্পদে ।
বিমলা তব বিস্তরে গিরাং মতিরাদর্শ ইবাভি দৃশ্যতে ॥ ২৬ ॥

স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা ন চ ন স্বীকৃতমর্থগৌরবম্ ।
রচিতা পৃথগর্থতা গিরাং ন চ সামর্থ্যমপোহিতং ক্বচিৎ ॥ ২৭ ॥

উপপত্তিরুদাহৃতা বলাদনুমানেন ন চাগমঃ ক্ষতঃ ।
ইদমীদৃগনীদৃগাশয়ঃ প্রসভং বক্তুমুপক্রমেত কঃ ॥ ২৮ ॥

অবিতৃপ্ততয়া তথাঽপি মে হৃদয়ং নির্ণয়মেব ধাবতি ।
অবসায়য়িতুং ক্ষমাঃ সুখং ন বিধেয়েষু বিশেষসম্পদঃ ॥ ২৯ ॥

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্ ।
বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥ ৩০ ॥

অভিবর্ষতি যোঽনুপালয়ন্বিধিবীজানি বিবেকবারিণা ।
স সদা ফলশালিনীং ক্রিয়াং শরদং লোক ইবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৩১ ॥

শুচি ভূষয়তি শ্রুতং বপুঃ প্রশমস্তস্য ভবত্যলংক্রিয়া ।
প্রশমাভরণং পরাক্রমঃ স নয়াপাদিতসিদ্ধিভূষণঃ ॥ ৩২ ॥

মতিভেদতমস্তিরোহিতে গহনে কৃত্যবিধৌ বিবেকিনাম্ ।
সুকৃতঃ পরিশুদ্ধ আগমঃ কুরুতে দীপ ইবার্থদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

স্পৃহনীয়গুণৈর্মহাত্মভিশ্চরিতে বর্ত্মনি যচ্ছতাং মনঃ ।
বিধিহেতুরহেতুরাগসাং বিনিপাতোঽপি সমঃ সমুন্নতেঃ ॥ ৩৪ ॥

শিবমৌপয়িকং গরীয়সীং ফলনিষ্পত্তিমদূষিতায়তিম্ ।
বিগণয্য নয়ন্তি পৌরুষং বিজিতক্রোধরয়া জিগীষবঃ ॥ ৩৫ ॥

অপনেয়মুদেতুমিচ্ছতা তিমিরং রোষময়ং ধিরা পুরঃ।
অবিভিদ্য নিশাকৃতং তমঃ প্রভয়া নাংশুমতাঽপ্যুদীয়তে ॥ ৩৬ ॥

বলবানপি কোপজন্মনস্তমসো নাভিভবং রুণদ্ধি যঃ।
ক্ষয়পক্ষ ইবৈন্দবীঃ কলাঃ সকলাঃ হন্তি স শক্তিসম্পদঃ ॥ ৩৭ ॥

সমবৃত্তিরুপৈতি মার্দবং সময়ে যশ্চ তনোতি তিগ্মতাম্।
অধিতিষ্ঠতি লোকমোজসা স বিবস্বানিব মেদিনীপতিঃ ॥ ৩৮ ॥

ক্ব চিরায় পরিগ্রহঃ শ্রিয়াং ক্ব চ দুষ্টেন্দ্রিয়বাজিবশ্যতা।
শরদভ্রচলাশ্চলেন্দ্রিয়ৈরসুরক্ষা হি বহুচ্ছলাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

কিমসাময়িকং বিতন্বতা মনসঃ ক্ষোভমুপাত্তরংহসঃ।
ক্রিয়তে পতিরুচ্চকৈরপাং ভবতা ধীরতয়াঽধরীকৃতঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রুতমপ্যধিগম্য যে রিপূন্ বিনয়ন্তে ন শরীরজন্মনঃ।
জনয়ন্ত্যচিরায় সম্পদামযশস্তে খলু চাপলাশ্রয়ম্ ॥ ৪১ ॥

অতিপাতিতকালসাধনা স্বশরীরেন্দ্রিয়বর্গতাপনী।
জনবন্ন ভবন্তমক্ষমা নয়সিদ্ধেরপনেতুমর্হতি ॥ ৪২ ॥

উপকারকমায়তের্ভৃশং প্রসবঃ কর্মফলস্য ভূরিণঃ।
অনপায়ি নিবর্হণং দ্বিষাং ন তিতিক্ষাসমমস্তি সাধনম্ ॥ ৪৩ ॥

প্রণতিপ্রবণান্বিহায় নঃ সহজস্নেহনিবদ্ধচেতসঃ।
প্রণমন্তি সদা সুযোধনং প্রথমে মানভৃতাং ন বৃষ্ণয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

সুহৃদঃ সহজাস্তথেতরে মতমেষাং ন বিলঙ্ঘয়ন্তি যে।
বিনয়াদিব যাপয়ন্তি তে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজমাত্মসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥

অভিযোগ ইমান্মহীভুজো ভবতা তস্য কৃতঃ কৃতাবধেঃ।
প্রবিঘাটয়িতা সমুৎপতন্ হরিদশ্চ কমলাকরানিব ॥ ৪৬ ॥

উপজাপসহান্বিলঙ্ঘয়ন্ ন বিধাতা নৃপতীন্মদোদ্ধতঃ।
সহতে ন জনোঽপ্যধঃ ক্রিয়াং কিমু লোকাধিকধামরাজকম্ ॥ ৪৭ ॥

অসমাপিতকৃত্যসম্পদাং হতবেগং বিনয়েন তাবতা।
প্রভবন্ত্যভিমানশালিনাং মদমুত্তম্ভয়িতুং বিভূতয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

মদমানসমুদ্ধতং নৃপং ন বিযুঙ্‌ক্তে নিয়মেন মূঢ়তা।
অতিমূঢ় উদস্যতে নয়ান্নয়হীনাদপরজ্যতে জনঃ ॥ ৪৯ ॥

অপরাগসমীরণেরিতঃ ক্রমশীর্ণাকুলমূলসন্ততিঃ।
সুকরস্তরুবৎসহিষ্ণুনা রিপুরুন্মূলয়িতুং মহানপি ॥ ৫০ ॥

অণুরপ্যুহন্তি বিগ্রহঃ প্রভুমন্তঃ প্রকৃতিপ্রকোপজঃ।
অখিলং হি হিনস্তি ভূধরং তরুশাখান্তনিঘর্ষজোহনলঃ ॥ ৫১ ॥

মতিমান্বিনয়প্রমাথিনঃ সমুপেক্ষেত সমুন্নতিং দ্বিষঃ।
সুজয়ঃ খলু তাদৃগন্তরে বিপদন্তা হ্যবিনীতসম্পদঃ ॥ ৫২ ॥

লঘুবৃত্তিতয়া ভিদাং গতং বহিরন্তশ্চ নৃপস্য মণ্ডলম্‌।
অভিভূয় হরত্যনন্তরঃ শিথিলং কূলমিবাপগারয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুশাসতমিত্যনাকুলং নয়বর্ত্মাকুলমর্জুনাগ্রজম্‌।
স্বয়মর্থ ইবাভিবাঞ্ছিতস্তমভীয়ায় পরাশরাত্মজঃ ॥ ৫৪ ॥

মধুরৈরবশানি লম্ভয়ন্নপি তির্যঞ্চি শমং নিরীক্ষিতৈঃ।
পরিতঃ পটু বিভ্রদেনসাং দহনং ধাম বিলোকনক্ষমম্‌ ॥ ৫৫ ॥

সহসোপগতঃ সবিস্ময়ং তপসাং সূতিরসূতিরাপদাম্‌।
দদৃশে জগতীভুজা মুনিঃ স বপুষ্মানিব পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

অথোচ্চকৈরাসনতঃ পরাধ্যাদুদ্যন্স ধূতারুণবল্কলাগ্রঃ।
ররাজ কীর্ণাপিশাংশুজালঃ শৃঙ্গাৎ সুমেরোরিব তিগ্মরশ্মিঃ ॥ ৫৭ ॥

অবহিতহৃদয়ো বিধায় সোহর্হামৃষিবদৃষিপ্রবরে গুরূপদিষ্টাম্‌।
অদনুমতমলঞ্চকার পশ্চাৎ প্রশম ইব শ্রুতমাসনং নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৮ ॥

> ব্যক্তোদিতস্মিতময়ূখবিভাসিতোষ্ঠ-
> স্তিষ্ঠন্মুনেরভিমুখং স বিকীর্ণধাম্নঃ।
> তন্বন্তমিদ্ধমভিতো গুরুমংশুজালং
> লক্ষ্মীমুবাহ সকলস্য শশাঙ্কমূর্তেঃ ॥ ৫৯ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত 'কিরাতার্জুনীয়'-মহাকাব্যে ব্যাসসমাগমো নাম দ্বিতীয় সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

ততঃ শরচ্চন্দ্রকরাভিরামৈরুৎসর্পিভিঃ প্রাংশুমিবাংশুজালৈঃ।
বিভ্রাণমানীলরুচং পিশঙ্গীর্জটাস্তড়িৎবন্তমিবাম্বুবাহম্‌ ॥ ১ ॥

প্রসাদলক্ষ্মীং দধতং সমগ্রাং বপুঃ প্রকর্ষেণ জনাতিগেন।
প্রসহ্য চেতঃসু সমাসজন্তমসংস্তুতানামপি ভাবমার্দ্রম্‌ ॥ ২ ॥

অনুদ্ধতাকারতয়া বিবিক্তাং নম্রন্তমন্তঃকরণস্য বৃত্তিম্ ।
মাধুর্যবিস্রম্ভবিশেষভাজা কৃতোপসংভাষমিবেক্ষিতেন ॥ ৩ ॥

ধর্মাত্মজো ধর্মনিবন্ধিনীনাং প্রসূতিমেনঃ প্রণুদাং শ্রুতীনাম্ ।
হেতুং তদভ্যাগমনে পরীপ্সুঃ সুখোপবিষ্টং মুনিমাবভাষে ॥ ৪ ॥

অনাপ্তপুণ্যোপচরৈর্দুরাপা ফলস্য নির্ধূতরজাঃ সবিত্রী ।
তুল্যাভবদ্দর্শনসংপদেষা বৃষ্টের্দিবো বীতবলাহকায়াঃ ॥ ৫ ॥

অদ্য ক্রিয়াঃ কামদুঘাঃ ক্রতূনাং সত্যাশিষঃ সম্প্রতি ভূমিদেবাঃ ।
আ সংসৃতেরস্মি জগৎসু জাতস্তব্যাগতে যদ্ বহুমানপাত্রম্ ॥ ৬ ॥

শ্রিয়ং বিকর্ষত্যপহন্ত্যঘানি শ্রেয়ঃ পরিস্নৌতি তনোতি কীর্তিম্ ।
সংদর্শনং লোকগুরোরমোঘং তবাত্মযোনেরিব কিং ন ধত্তে ॥ ৭ ॥

শ্চ্যোতন্ময়ূখেঽপি হিমদ্যুতৌ যেন নিবৃতং নিবৃতিমেতি চক্ষুঃ ।
সমুজ্ঝিতজ্ঞাতিবিয়োগখেদং ত্বৎসন্নিধাবুচ্ছ্বসিতীব চেতঃ ॥ ৮ ॥

নিরাস্পদং প্রশ্নকুতূহলিত্বমস্মাস্বধীনং কিমু নিঃস্পৃহাণাম্ ।
তথাপি কল্যাণকরীং গিরং তে মাং শ্রোতুমিচ্ছা মুখরীকরোতি ॥ ৯ ॥

ইত্যুক্তবানুক্তিবিশেষরম্যং মনঃ সমাধায় জয়োপপত্তৌ ।
উদারচেতা গিরমিত্যুদারাং দ্বৈপায়নেনাভিদধে নরেন্দ্রঃ ॥ ১০ ॥

চিচীষতাং জন্মবতামলঘ্বীং যশোঽবতংসামুভয়ত্র ভূতিম্ ।
অভ্যর্হিতা বন্ধুষু তুল্যরূপা বৃত্তির্বিশেষেণ তপোধনানাম্ ॥ ১১ ॥

তথাপি নিঘ্নং নৃপ ! তাবকীনৈঃ প্রহ্বীকৃতং মে হৃদয়ং গুণৌঘৈঃ ।
বীতস্পৃহাণামপি মুক্তিভাজ্যাং ভবন্তি ভব্যেষু হি পক্ষপাতাঃ ॥ ১২ ॥

সুতা ন যুষ্মং কিমু তস্য রাজ্ঞঃ সুযোধনং বা ন গুণৈরতীতাঃ ।
যস্ত্যক্তবান্বঃ স বৃথা বলাদ্বা মোহং বিধত্তে বিষয়াভিলাষঃ ॥ ১৩ ॥

জহাতু নৈনং কথমর্থসিদ্ধিঃ সংশয্য কর্ণাদিষু তিষ্ঠতে যঃ ।
অসাধুযোগা হি জয়ান্তরায়াঃ প্রমাথিনীনাং বিপদাং পদানি ॥ ১৪ ॥

পথশ্চ্যুতায়াং সমিতৌ রিপূণাং ধর্ম্যাং দধানেন ধুরং চিরায় ।
ত্বয়া বিপৎস্বপ্যবিপত্তিরম্যমাবিষ্কৃতং প্রেম পরং গুণেষু ॥ ১৫ ॥

বিধায় বিধ্বংসমদাত্মনীনং শমৈকবৃত্তের্ভবতশ্ছলেন ।
প্রকাশিতত্বন্মতিশীলসারাঃ কৃতোপকারা ইব বিদ্বিষস্তে ॥ ১৬ ॥

লভ্যা ধরিত্রী তব বিক্রমেণ জ্যায়াংশ্চ বীর্যাস্ত্র বলৈর্বিপক্ষঃ ।
অতঃ প্রকর্ষায় বিধির্বিধেয়ঃ প্রকর্ষতন্ত্রা হি রণে জয়শ্রীঃ ॥ ১৭ ॥

ত্রিঃ সপ্তকৃত্বো জগতীপতীনাং হন্তা গুরুর্যস্য স জামদগ্ন্যঃ ।
বীর্যাবধূতঃ স্ম তদা বিবেদ প্রকর্ষমাধারবশং গুণানাম্ ॥ ১৮ ॥

যস্মিন্ননৈশ্বর্যকৃতব্যলীকঃ পরাভবং প্রাপ্ত ইবান্তকোঽপি ।
ধুন্বন্ধনুঃ কস্য রণে ন কুর্যান্মনো ভয়ৈকপ্রবণং স ভীষ্মঃ ॥ ১৯ ॥

সৃজন্তমাজাবিষুসংহতীর্বঃ সহেত কোপজ্বলিতং গুরুং কঃ ।
পরিস্ফুরল্লোলশিখাগ্রজিহ্বং জগজ্জিঘৎসন্তমিবান্তবহ্নিম্ ॥ ২০ ॥

নিরীক্ষ্য সংরম্ভনিরস্তধৈর্যং রাধেয়মারাধিতজামদগ্ন্যম্ ।
অসংস্তুতেষু প্রসভং ভয়েষু জায়েত মৃত্যোরপি পক্ষপাতঃ ॥ ২১ ॥

যয়া সমাসাদিতসাধনেন সুদুশ্চরামাচরতা তপস্যাম্ ।
এতে দুরাপং সমবাপ্য বীর্যমুন্মূলিতারঃ কপিকেতনেন ॥ ২২ ॥

মহত্ত্বযোগায় মহামহিম্নামারাধনীং তাং নৃপ ! দেবতানাম্ ।
দাতুং প্রদানোচিত ! ভূরিধাম্নীমুপাগতঃ সিদ্ধিমিবাস্মি বিদ্যাম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তবন্তং ব্রজ সাধয়েতি প্রমাণয়ন্ বাক্যমজাতশত্রোঃ ।
প্রসেদিবাংসং তমুপাসসাদ বসন্নিবান্তে বিনয়েন জিষ্ণুঃ ॥ ২৪ ॥

নির্যায় বিদ্যাঽথ দিনাদিরম্যাদ্বিম্বাদিবার্কস্য মুখান্মহর্ষেঃ ।
পার্থাননং বহ্নিকণাবদাতা দীপ্তিঃ স্ফুরৎপদ্মমিবাভিপেদে ॥ ২৫ ॥

যোগং চ তং যোগ্যতমায় তস্মৈ তপঃ প্রভাবাদ্বিততার সদ্যঃ ।
যেনাস্য তত্ত্বেষু কৃতেঽবভাসে সমুন্মিমীলেব চিরায় চক্ষুঃ ॥ ২৬ ॥

আকারমাশংসিতভূরিলাভং দধানমন্তঃ করুণানুরূপম্ ।
নিযোজয়িষ্যন্ বিজয়োদয়ে তং তপঃ সমাধৌ মুনিরিত্যুবাচ ॥ ২৭ ॥

অনেন যোগেন বিবৃদ্ধতেজা নিজাং পরস্মৈ পদবীমযচ্ছন্ ।
সমাচরাচারমুপাত্তশস্ত্রো জপোপবাসাভিষবৈর্মুনীনাম্ ॥ ২৮ ॥

করিষ্যসে যত্র সুদুশ্চরাণি প্রসত্তয়ে গোত্রভিদস্তপাংসি ।
শিলোচ্চয়ং চারুশিলোচ্চয়ং তমেষ ক্ষণান্নেষ্যতি গুহ্যকস্ত্বাম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রুবাণেন মহেন্দ্রসূনুং মহর্ষিণা তেন তিরোবভূবে ।
তং রাজরাজানুচরোঽস্য সাক্ষাৎ প্রদেশমাদেশমিবাধিতস্থৌ ॥ ৩০ ॥

কৃতানতিব্যাহৃতসান্ত্ববাদে জাতস্পৃহঃ পুণ্যজনঃ স জিষ্ণৌ।
ইয়ায় সখ্যাবিব সম্প্রসাদং বিশ্বাসয়ত্যাশু সতাং হি যোগঃ ॥ ৩১ ॥

অথোষ্ণভাসেব সুমেরুকুঞ্জান্বিহীয়মানানুদয়ায় তেন।
বৃহদ্দ্যুতীন্ দুঃখকৃতাত্মলাভং তমঃ শনৈঃ পাণ্ডুসুতান্ প্রপেদে ॥ ৩২ ॥

অসংশয়ালোচিতকার্যনুন্নঃ প্রেম্না সমানীয় বিভজ্যমানঃ।
তুল্যাদ্বিভাগাদিব তন্মনোভির্দুঃখাতিভারোঽপি লঘুঃ স মেনে ॥ ৩৩ ॥

ধৈর্যেণ বিশ্বাস্যতয়া মহর্ষেস্তীব্রাদরাতিপ্রভবাচ্চ মন্যোঃ।
বীর্যং চ বিদ্বৎসু সুতে মঘোনঃ স তেষু ন স্থানমবাপ শোকঃ ॥ ৩৪ ॥

তান্ ভূরিধাম্নশ্চতুরোঽপি দূরং বিহায় যামানিব বাসরস্য।
একৌঘভূতং তদশর্ম কৃষ্ণাং বিভাবরীং ধ্বান্তমিব প্রপেদে ॥ ৩৫ ॥

তুষারলেখাঽকুলিতোৎপলাভে পর্যশ্রুণী মঙ্গলভঙ্গভীরুঃ।
অগূঢ়ভাবাঽপি বিলোকনে সা ন লোচনে মীলয়িতুং বিষেহে ॥ ৩৬ ॥

অকৃত্রিমপ্রেমরসাভিরামং রামার্পিতং দৃষ্টিবিলোভি দৃষ্টম্।
মনঃ প্রসাদাঞ্জলিনা নিকামং জগ্রাহ পাথেয়মিবেন্দ্রসূনুঃ ॥ ৩৭ ॥

ধৈর্যাবসাদেন হৃতপ্রসাদা বন্যাদ্বিপেনেব নিদাঘসিন্ধুঃ।
নিরুদ্ধবাষ্পোদয়সন্নকণ্ঠমুবাচ কৃচ্ছ্রাদিতি রাজপুত্রী ॥ ৩৮ ॥

মগ্নাং দ্বিষচ্ছদ্মনি পঙ্কভূতে সম্ভাবনাং ভূতিমিবোদ্ধরিষ্যন্।
আধিদ্বিষামা তপসাং প্রসিদ্ধেরস্মদ্বিনা মা ভৃশমুন্মনীভূঃ ॥ ৩৯ ॥

যশোঽধিগন্তুং সুখলিপ্সয়া বা মনুষ্যসংখ্যামতিবর্তিতুং বা।
নিরুৎসুকানামভিযোগভাজং সমুৎসুকেবাঙ্কমুপৈতি সিদ্ধিঃ ॥ ৪০ ॥

লোকং বিধাত্রা বিহিতস্য গোপ্তুং ক্ষত্রস্য মুষ্ণন্ বসু জৈত্রমোজঃ।
তেজস্বিতায়া বিজয়ৈকবৃত্তের্নিঘ্নন্ প্রিয়ং প্রাণমিবাভিমানম্ ॥ ৪১ ॥

ব্রীড়ানতৈরাপ্তজনোপনীতঃ সংশয্য কৃচ্ছ্রেণ নৃপৈঃ প্রপন্নঃ।
বিতানভূতং বিততং পৃথিব্যাং যশঃ সমূহন্নিব দিগ্বিকীর্ণম্ ॥ ৪২ ॥

বীর্যাবদানেষু কৃতাবমর্ষস্তন্বন্নভূতামিব সম্প্রতীতিম্।
কুর্বন্ প্রয়ামক্ষয়মায়তীনামর্কত্বিষামহ্ন ইবাবশেষঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রসহ্য যোঽস্মাসু পরৈঃ প্রযুক্তঃ স্মর্তুং ন শক্যঃ কিমুতাধিকর্তুম্।
নবীকরিষ্যত্যুপশুষ্যদার্দ্রঃ স ত্বদ্বিনা মে হৃদয়ং নিকারঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রাপ্তোঽভিমানব্যসনাদসহ্যং দন্তীব দন্তব্যসনাদ্বিকারম্ ।
দ্বিষৎপ্রতাপান্তরিতোরুতেজাঃ শরদ্ঘনাকীর্ণ ইবাদিরহ্নঃ ॥ ৪৫ ॥

সব্রীড়মন্দৈরিব নিষ্ক্রিয়ত্বান্নাত্যর্থমস্ত্রৈরবভাসমানঃ ।
যশঃক্ষয়ক্ষীণজলার্ণবাভস্ত্বমন্যমাকারমিবাভিপন্নঃ ॥ ৪৬ ॥

দুঃশাসনামর্ষরজোবিকীর্ণৈরেভির্বিনাথৈরিব ভাগ্যনাথৈঃ ।
কেশৈঃ বাদর্থীকৃতবীর্যসারঃ কচ্চিৎ স এবাসি ধনঞ্জয়স্ত্বম্ ॥ ৪৭ ॥

স ক্ষত্রিয়স্ত্রাণসহঃ সতাং যস্তৎকার্মুকং কর্মসু যস্য শক্তিঃ ।
বহন্ দ্বয়ীং যদ্যফলেঽর্থজাতে করোত্যসংস্কারহতামিবোক্তিম্ ॥ ৪৮ ॥

বীতৌজসঃ সন্নিধিমাত্রশেষা ভবৎকৃতাং ভূতিমপেক্ষমাণাঃ ।
সমানদুঃখা ইব নস্ত্বদীয়াঃ সরূপতাং পার্থ ! গুণা ভজন্তে ॥ ৪৯ ॥

আক্ষিপ্যমাণং রিপুভিঃ প্রমাদান্নাগৈরিবালূনসটং মৃগেন্দ্রম্ ।
ত্বাং ধূরিয়ং যোগ্যতয়াঽধিরূঢ়া দীপ্ত্যা দিনশ্রীরিব তিগ্মরশ্মিম্ ॥ ৫০ ॥

করোতি যোঽশেষজনাতিরিক্তাং সম্ভাবনামর্থবতীং ক্রিয়াভিঃ ।
সংসৎসু জাতে পুরুষাধিকারে ন পূরণী তং সমুপৈতি সংখ্যা । ৫১ ॥

প্রিয়েষু যৈঃ পার্থ ! বিনোপপত্তের্বিচিন্ত্যমানৈঃ ক্লমমেতি চেতঃ ।
তব প্রয়াতস্য জয়ায় তেষাং ক্রিয়াদধানাং মঘবা বিধাতম্ ॥ ৫২ ॥

মা গাশ্চিরায়ৈকচরঃ প্রমাদং বসন্নসম্বাধশিবেঽপি দেশে ।
মাৎসর্যরাগোপহতাত্মনাং হি স্খলন্তি সাধুষ্বপি মানসানি ॥ ৫৩ ॥

তদাশু কুর্বন্ বচনং মহর্ষের্মনোরথান্নঃ সফলীকুরুষ্ব ।
প্রত্যাগতং ত্বাঽস্মি কৃতার্থমেব স্তনোপপীড়ং পরিরব্ধুকামা ॥ ৫৪ ॥

উদীরিতাং তামিতি যাজ্ঞসেন্যা নবীকৃতোদ্গ্রাহিতবিপ্রকারাম্ ।
আসাদ্য বাচং স ভৃশং দিদীপে কাষ্ঠামুদীচীমিব তিগ্মরশ্মিঃ ॥ ৫৫ ॥

অথাভিপশ্যন্নিব বিদ্বিষঃ পুরঃ পুরোধসাঽঽরোপিতহেতিসংহতিঃ ।
বভার রম্যোঽপি বপুঃ স ভীষণং গতঃ ক্রিয়া মন্ত্র ইবাভিচারিকীম্ ॥ ৫৬ ॥

অবিলঙ্ঘ্যবিকর্ষণং পরৈঃ প্রথিতজ্যারবকর্ম কার্মুকম্ ।
অগতাবরিদৃষ্টিগোচরং শিতনিস্ত্রিংশযুজো মহেষুধী ॥ ৫৭ ॥

যশসেব তিরোদধন্মুহুর্মহসা গোত্রভিদায়ুধক্ষতীঃ ।
কবচং চ সরত্নমুদ্বহঞ্জ্বলিতজ্যোতিরিবান্তরং দিবঃ ॥ ৫৮ ॥

অলকাঽধিপভৃত্যদর্শিতং শিবমুর্বীধরবর্ত্ম সংপ্রয়ান্ ।
হৃদয়ানি সমাবিবেশ স ক্ষণমুদ্বাষ্পদৃশাং তপোভৃতাম্ ॥ ৫৯ ॥

অনুজগুরথ দিব্যং দুন্দুভিধ্বানমাশাঃ সুরকুসুমনিপাতৈর্ব্যোম্নি লক্ষ্মীর্বিতেনে ।
প্রিয়মিব কথয়িষ্যন্নালিলিঙ্গ স্ফুরন্তীং ভুবমনিভৃতবেলাবীচিবাহুঃ পয়োধিঃ ॥ ৬০ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে 'ধনঞ্জয়প্রস্থানো' নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

ততঃ স কূজৎকলহংসমেখলাং সপাকশস্যাহিতপাণ্ডুতাগুণাম্ ।
উপাসসাদোপজনং জনপ্রিয়ঃ প্রিয়ামিবাসাদিতযৌবনাং ভুবম্ ॥ ১ ॥

বিনম্রশালিপ্রসবৌঘশালিনীরপেতপঙ্কাঃ সসরোরুহাম্ভসঃ ।
ননন্দ পশ্যন্নুপসীম স স্থলীরুপায়নীভূতশরদ্গুণশ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

নিরীক্ষ্যমাণা ইব বিস্ময়াকুলৈঃ পয়োভিরুন্মীলিতপদ্মলোচনৈঃ ।
হৃতপ্রিয়াদৃষ্টিবিলাসবিভ্রমা মনোঽস্য জহ্রুঃ শফরীবিবৃত্তয়ঃ ॥ ৩ ॥

তুতোষ পশ্যন্-কলমস্য সোঽধিকং সবারিজে বারিণি রামণীয়কম্ ।
সুদুর্লভে নার্হতি কোঽভিনন্দিতুং প্রকর্ষলক্ষ্মীমনুরূপসংগমে ॥ ৪ ॥

নুনোদ তস্য স্থলপদ্মিনীগতং বিতর্কমাবিষ্কৃতফেনসন্ততিঃ ।
অবাপ্তকিঞ্জল্কবিভেদমুচ্চকৈর্বিবৃত্তপাঠীনপরাহতং পয়ঃ ॥ ৫ ॥

কৃতোর্মিরেখং শিথিলত্বমায়তা শনৈঃ শনৈঃ শান্তরয়েণ বারিণা ।
নিরীক্ষ্যরেমে স সমুদ্রযোষিতাং তরঙ্গিতক্ষৌমবিপাণ্ডুসৈকতম্ ॥ ৬ ॥

মনোরথং প্রাপিতমন্তরং ভ্রুবোরলঙ্কৃতং কেসররেণুনাণুনা ।
অলক্তাম্রাধরপল্লবশ্রিয়া সমানয়ন্তীমিব বন্ধুজীবকম্ ॥ ৭ ॥

নবাতপালোহিতমাহিতং মুহুর্মহানিবেশৌ পরিতঃ পয়োধরৌ ।
চকাসয়ন্তীমরবিন্দজং রজঃ পরিশ্রমাম্ভঃপুলকেন সর্পতা ॥ ৮ ॥

কপোলসংশ্লেষি বিলোচনত্বিষা বিভূষয়ন্তীমবতংসকোৎপলম্ ।
সুতেন পাণ্ডোঃ কলমস্য গোপিকাং নিরীক্ষ্য মেনে শরদঃ কৃতার্থতা ॥ ৯ ॥

উপারতাঃ পশ্চিমরাত্রিগোচরাদপারয়ন্তঃ পতিতুং জবেন গাম্ ।
তমুৎসুকাশ্চক্রুরবেক্ষণোৎসুকং গবাং গণাঃ প্রস্নুতপীবরৌধসঃ ॥ ১০ ॥

পরীতমুক্ষাবজয়ে জয়শ্রিয়া নদন্তমুচ্চৈঃ ক্ষতসিন্ধুরোধসম্ ।
দদর্শ পুষ্টিং দধতং স শারদীং সবিগ্রহং দর্পমিবাধিপং গবাম্ ॥ ১১ ॥

বিমুচ্যমানৈরপি তস্য মন্থরং গবাং হিমানীবিশদৈঃ কদম্বকৈঃ ।
শরন্নদীনাং পুলিনৈঃ কুতূহলং গলদ্দুকূলৈর্জঘনৈরিবাদধে ॥ ১২ ॥

গতান্ পশূনাং সহজন্মবন্ধুতাং গৃহাশ্রয়ং প্রেমবনেষু বিভ্রতঃ ।
দদর্শ গোপানুপধেনু পাণ্ডবঃ কৃতানুকারানিব গোভিরার্জবে ॥ ১৩ ॥

পরিভ্রমন্মূর্ধজষট্পদাকুলৈঃ স্মিতোদয়াদর্শিতদন্তকেসরৈঃ ।
মুখৈশ্চলৎকুণ্ডলরশ্মিরঞ্জিতৈর্নবাতপামৃষ্টসরোজচারুভিঃ ॥ ১৪ ॥

নিবন্ধনিঃশ্বাসবিকম্পিতাধরা লতা ইব প্রস্ফুরিতৈকপল্লবাঃ ।
ব্যপোঢ়পার্শ্বৈরপবর্তিতত্রিকা বিকর্ষণৈঃ পাণিবিহারহারিভিঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রজাজিরেষ্বম্বুদনাদশঙ্কিনীঃ শিখণ্ডিনামুন্মদয়ৎসু যোষিতঃ ।
মুহুঃ প্রণুন্নেষু মথাং বিবর্তনৈর্নদৎসু কুম্ভেষু মৃদঙ্গমন্থরম্ ॥ ১৬ ॥

স মন্থরাবল্গিতপীবরস্তনীঃ পরিশ্রমক্লান্তবিলোচনোৎপলাঃ ।
নিরীক্ষিতুং নোপররাম বল্লবীরভিপ্রনৃত্তা ইব বারয়োষিতঃ ॥ ১৭ ॥

পপাত পূর্বাং জহতো বিজিহ্মতাং বৃষোপভুক্তান্তিকশস্যসম্পদঃ ।
রথাঙ্গসীমন্তিতসান্দ্রকর্দমান্ প্রসক্তসম্পাতপৃথক্কৃতান্ পথঃ ॥ ১৮ ॥

জনৈরুপগ্রামমনিন্দ্যকর্মভির্বিবিক্তভাবেঙ্গিতভূষণৈর্বৃতাঃ ।
ভৃশং দদর্শাশ্রমমণ্ডপোপমাঃ সপুষ্পহাসাঃ স নিবেশবীরুধঃ ॥ ১৯ ॥

ততঃ স সংপ্রেক্ষ্য শরদ্গুণশ্রিয়ং শরদ্গুণালোকনলোলচক্ষুষম্ ।
উবাচ যক্ষস্তমচোদিতোঽপি গাং ন হীঙ্গিতজ্ঞোঽবসরেঽবসীদতি ॥ ২০ ॥

ইয়ং শিবায়া নিয়তেরিবায়তিঃ কৃতার্থয়ন্তী জগতঃ ফলৈঃ ক্রিয়াঃ ।
জয়শ্রিয়ং পার্থ ! পৃথূকরোতু তে শরৎপ্রসন্নাম্বুরনম্বুবারিদা ॥ ২১ ॥

উপৈতি শস্যং পরিণামরম্যতা নদীরনৌদ্ধত্যমপঙ্কতাং মহী ।
নবৈর্গুণৈঃ সম্প্রতি সংস্তবস্থিরং তিরোহিতং প্রেম ঘনাগমশ্রিয়ঃ ॥ ২২ ।

পতন্তি নাস্মিন্বিশদাঃ পতত্রিণো ধৃতেন্দ্রচাপা ন পয়োদপংক্তয়ঃ ।
তথাপি পুষ্ণাতি নভঃশ্রিয়ং পরাং ন রম্যমাহার্যমপেক্ষতে গুণম্ ॥ ২৩ ॥

বিপাণ্ডুভির্ম্লানতয়া পয়োধরৈশ্চ্যুতাচিরাভাগুণহেমদামভিঃ ।
ইয়ং কদম্বানিলভর্তুরত্যয়ে ন দিগ্বধূনাং কৃশতা ন রাজতে ॥ ২৪ ॥

বিহায় বাঞ্ছামুদিতে মদাত্যয়াদরক্তকণ্ঠস্য রুতে শিখণ্ডিনঃ।
শ্রুতিঃ শ্রয়ত্যুন্মদহংস-নিঃস্বনং গুণাঃ প্রিয়ত্বেঽধিকৃতা ন সংস্তবঃ ॥ ২৫ ॥

অমী পৃথুস্তম্ভভৃতঃ পিশঙ্গতাং গতাবিপাকেন কলস্য শালয়ঃ।
বিকাসি বপ্রাম্ভসি গন্ধসূচিতং নমন্তি নিঘ্রাতুমিবাসিতোৎপলম্ ॥ ২৬ ॥

মৃণালিনীনামনুরঞ্জিতং ত্বিষা বিভিন্নমম্ভোজপলাশশোভয়া।
পয়ঃ স্ফুরচ্ছালিশিখাপিশঙ্গিতং দ্রুতং ধনুঃখণ্ডমিবাহিবিদ্বিষঃ ॥ ২৭ ॥

বিপাণ্ডুসংখ্যানমিবানিলোদ্ধতং নিরুন্ধতীঃ সপ্তপলাশজং রজঃ।
অনাবিলোন্মীলিতবাণচক্ষুষঃ সপুষ্পহাসা বনরাজিযোষিতঃ ॥ ২৮ ॥

অদীপিতং বৈদ্যুতজাতবেদসা সিতাম্বুদচ্ছেদতিরোহিতাতপম্।
ততান্তরং সান্তরবারিশীকরৈঃ শিবং নভোবর্ত্ম সরোজবায়ুভিঃ ॥ ২৯ ॥

সিতচ্ছদানামপদিশ্য ধাবতাং রুতৈরমীষাং গ্রথিতাঃ পতত্রিণাম্।
প্রকুর্বতে বারিদরোধনির্গতাঃ পরস্পরালাপমিবামলা দিশঃ ॥ ৩০ ॥

বিহারভূমেরভিঘোষমুৎসুকাঃ শরীরজেভ্যশ্চ্যুতযূথপংক্তয়ঃ।
অসক্তমূধাংসি পয়ঃক্ষরন্ত্যমূরুপায়নানীব নয়ন্তি ধেনবঃ ॥ ৩১ ॥

জগৎপ্রসূতির্জগদেকপাবনী ব্রজোপকণ্ঠং তনয়ৈরুপেয়ুষী।
দ্যুতিং সমগ্রাং সমিতির্গবামসাবুপৈতি মন্ত্রৈরিব সংহিতাহুতিঃ ॥ ৩২ ॥

কৃতাবধানং জিতবর্হিণধ্বনৌ সুরক্তগোপীজনগীতনিঃস্বনে।
ইদং জিঘৎসামপহায় ভূয়সীং ন শস্যমভ্যেতি মৃগীকদম্বকম্ ॥ ৩৩ ॥

অসাবনাস্থাপরযাবধীরিতঃ সরোরুহিণ্যা শিরস্য নমন্নপি।
উপৈতি শুষ্যন্ কলমঃ সহাম্ভসা মনোভুবা তপ্ত ইবাভিপাণ্ডুতাম্ ॥ ৩৪ ॥

অমী সমুদ্ধূতসরোজরেণুনা হৃতাহৃতাসারকণেন বায়ুনা।
উপাগমে দুশ্চরিতা ইবাপদাং গতিং ন নিশ্চেতুমলং শিলীমুখাঃ ॥ ৩৫ ॥

মুখৈরসৌ বিদ্রুমভঙ্গলোহিতৈঃ শিখাঃ পিশঙ্গীঃ কলমস্য বিভ্রতী।
শুকাবলির্ব্যক্তশিরীষকোমলা ধনুঃশ্রিয়ং গোত্রভিদোঽনুগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

ইতি কথয়তি তত্র নাতিদূরাদথ দদৃশে পিহিতোষ্ণরশ্মিবিম্বঃ।
বিগলিতজলভারশুক্লভাসাং নিচয় ইবাম্বুমুচাং নগাধিরাজঃ ॥ ৩৭ ॥

তমতনুবনরাজিশ্যামিতোপত্যকান্তং নগমুপরি হিমানীগৌরমাসাদ্য জিষ্ণুঃ।
ব্যপগতমদরাগস্যানুসস্মার লক্ষ্মীমসিতমজরবাসো বিভ্রতঃ সীরপাণেঃ ॥ ৩৮ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে শরদ্বর্ণনো' নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

অথ জয়ায় নু মেরুমহীভৃতো রভসয়া নু দিগন্তদিদৃক্ষয়া।
অভিযযৌ সঃ হিমাচলমুচ্ছ্রিতং সমুদিতং নু বিলঙ্ঘয়িতুং নভঃ ॥ ১ ॥

তপনমণ্ডলদীপিতমেকতঃ সততনৈশতমোবৃতমন্যতঃ।
হসিতভিন্নতমিস্রচয়ং পুরঃ শিবমিবানুগতং গজচর্মণা ॥ ২ ॥

ক্ষিতিনভঃ সুরলোকনিবাসিভিঃ কৃতনিকেতমদৃষ্টপরম্পরৈঃ।
প্রথয়িতুং বিভুতামভিনির্মিতং প্রতিনিধিং জগতামিব শম্ভুনা ॥ ৩ ॥

ভুজগরাজসিতেন নভঃশ্রিতা কনকরাজিবিরাজিতসানুনা।
সমুদিতং নিচয়েন তড়িত্বতীং লঘয়তা শরদম্বুদসংহতিম্ ॥ ৪ ॥

মণিময়ূখচয়াংশুকভাসুরাঃ সুরবধূপরিভুক্তলতাগৃহাঃ।
দধতমুচ্চশিলান্তরগোপুরাঃ পুর ইবোদিতপুষ্পবনা ভুবঃ ॥ ৫ ॥

অবিরতোজ্ঝিতবারিবিপাণ্ডুভির্বিরহিতৈরচিরদ্যুতি তেজসা।
উদিতপক্ষমিবারতনিঃস্বনৈঃ পৃথুনিতম্ববিলম্বিভিরম্বুদৈঃ ॥ ৬ ॥

দধতমাকরিভিঃ করিভিঃ ক্ষতৈঃ সমবতারসমৈরসমৈস্তটৈঃ।
বিবিধকামহিতা মহিতাম্ভসঃ স্ফুটসরোজবনা জবনা নদীঃ ॥ ৭ ॥

নববিনিদ্রজপাকুসুমত্বিষাং দ্যুতিমতাং নিকরেণ মহাশ্মনাম্।
বিহিতসান্ধ্যময়ূখমিব ক্বচিন্নিচিতকাঞ্চনভিত্তিষু সানুষু ॥ ৮ ॥

পৃথুকদম্বকদম্বকরাজিতং গ্রথিতমালতমালবনাকুলম্।
লঘুতুষারতুষারজলশ্চ্যুতং ধৃতসদানসদাননদন্তিনম্ ॥ ৯ ॥

রহিতরত্নচয়ান্ন শিলোচ্চয়ানপলতাভবনা ন দরীভুবঃ।
বিপুলিনাম্বুরুহা ন সরিদ্বধূরকুসুমান্দধতং ন মহীরুহঃ ॥ ১০ ॥

ব্যথিতসিন্ধুমনীরশনৈঃ শনৈরমরলোকবধূজঘনৈর্ঘনৈঃ।
ফণভৃতামভিতো বিততং ততং দয়িতরম্যলতাবকুলৈঃ কুলৈঃ ॥ ১১ ॥

সসুরচাপমনেকমণিপ্রভৈরপপয়োবিশদং হিমপাণ্ডুভিঃ।
অবিচলং শিখরৈরুপবিভ্রতং ধ্বনিতসূচিতমম্বুমুচাং চয়ম্ ॥ ১২ ॥

বিকচবারিরুহং দধতং সরঃ সকলহংসগণং শুচি মানসম্।
শিবমগাত্মজয়া চ কৃতের্ষ্যয়া সকলহং সগণং শুচিমানসম্ ॥ ১৩ ॥

গ্রহবিমানগণানভিতো দিবং জ্বলযতৌষধিজেন কৃশানুনা।
মুহুরনুস্মরয়ন্তমনুক্ষপং ত্রিপুরদাহমুমাপতিসেবিনঃ ॥ ১৪ ॥

বিততশীকররাশিভিরুচ্ছ্রিতৈরুপলরোধবিবর্তিভিরম্বুভিঃ।
দধতমুন্নতসানুসমুদ্ধতাং ধৃতসিতব্যজনামিব জাহ্নবীম্ ॥ ১৫ ॥

অনুচরেণ ধনাধিপতেরথো নগবিলোকনবিস্মিতমানসঃ।
স জগদে বচনং প্রিয়মাদরান্মুখরতাঽবসরে হি বিরাজতে ॥ ১৬ ॥

অলমেষ বিলোকিতঃ প্রজানাং সহসা সংহৃতিমংহসাং বিহন্তুম্।
ঘনবর্ত্ম সহস্রধেব কুর্বন্ হিমগৌরৈরচলাধিপঃ শিরোভিঃ ॥ ১৭ ॥

ইহ দুরধিগমৈঃ কিঞ্চিদেবাগমৈঃ সততমসুতরং বর্ণয়ন্ত্যন্তরম্।
অমুমতিবিপিনং বেদ দিগ্‌ব্যাপিনং পুরুষমিব পরং পদ্মযোনিঃ পরম্ ॥ ১৮ ॥

রুচিরপল্লবপুষ্পলতাগৃহৈরুপলসজ্জলৈর্জলরাশিভিঃ।
নয়তি সন্ততমুৎসুকতাময়ং ধৃতিমতীরুপকান্তমপি স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

সুলভৈঃ সদা নয়বতাঽয়বতা নিধিগুহ্যকাধিপরমৈঃ পরমৈঃ।
অমুনা ধনৈঃ ক্ষিতিভৃতাতিভৃতা সমতীতা ভাতি জগতী জগতী ॥ ২০ ॥

অখিলমিদমমুষ্য গৌরীগুরোস্ত্রিভুবনমপি নৈতি মন্যে তুলাম্।
অধিবসতি সদা যদেনং জনৈরবিদিতবিভবো ভবানীপতিঃ ॥ ২১ ॥

বীতজন্মজরসং পরং শুচি ব্রহ্মণঃ পদমুপৈতুমিচ্ছতাম্।
আগমাদিব তমোপহাদিতঃ সম্ভবন্তি মতয়ো ভবচ্ছিদঃ ॥ ২২ ॥

দিব্যস্ত্রীণাং সচরণলাক্ষারাগা রাগাযাতে নিপতিতপুষ্পাপীড়াঃ।
পীড়াভাজঃ কুসুমচিতাঃ সাশংসং শংসন্ত্যস্মিন্সুরতবিশেষং শয্যাঃ ॥ ২৩ ॥

গুণসম্পদা সমধিগম্য পরং মহিমানমত্র মহিতে জগতাম্।
নয়শালিনি শ্রিয় ইবাধিপতৌ বিরমন্তি ন জ্বলিতুমোষধয়ঃ ॥ ২৪ ॥

কুররীগণঃ কৃতরবস্তরবঃ কুসুমানতাঃ সকমলং কমলম্।
ইহ সিন্ধবশ্চ বরণাবরণাঃ করিণাং মুদে সনলদানলদাঃ ॥ ২৫ ॥

সাদৃশ্যং গতমপনিদ্রচূতগন্ধৈরামোদং মদজলসেকজং দধানঃ।
এতস্মিন্মদয়তি কোকিলানকালে লীনালিঃ সুরকরিণাং কপোলকাষঃ ॥ ২৬ ॥

সনাকবনিতং নিতম্বরুচিরং চিরং সুনিনদৈর্নদৈর্বৃতমমুম্।
মতা ফণবতোঽবতো রসপরা পরাস্তবসুধা সুধাধিবসতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীমল্লতাভবনমোষধয়ঃ প্রদীপাঃ শয্যা নবানি হরিচন্দনপল্লবানি।
অস্মিন্ রতিশ্রমনুদশ্চসরোজবাতাঃ স্মর্তুং দিশন্তি ন দিবঃ সুরসুন্দরীভ্যঃ ॥ ২৮ ॥

ঈশার্থমম্ভসি চিরায় তপশ্চরন্ত্যা যাদোবিলঙ্ঘনবিলোলবিলোচনায়াঃ।
আলম্বতাগ্রকরমত্র ভবো ভবান্যাঃ শ্চ্যোতন্নিদাঘসলিলাঙ্গুলিনা করেণ ॥ ২৯ ॥

যেনাপবিদ্ধসলিলঃ স্ফুটনাগসদ্মা দেবাসুরৈরমৃতমম্বুনিধির্মমন্থে।
ব্যাবর্তনৈরহিপতেরয়মাহিতাঙ্কঃ খং ব্যালিখন্নিব বিভাতি স মন্দরাদ্রিঃ ॥ ৩০ ॥

নীতোচ্ছ্রায়ং মুহুরশিশিররশ্মেরুস্রৈ-
রানীলাভৈর্বিরচিতপরভাগা রত্নৈঃ।
জ্যোৎস্নাশঙ্কামিহ বিতরতি হংসশ্যেনী
মধ্যেঽপ্যহ্নঃ স্ফটিকরজতভিত্তিচ্ছায়া ॥ ৩১ ॥

দধত ইব বিলাসশালি নৃত্যং মৃদু পততা পবনেন কম্পিতানি।
ইহ ললিতবিলাসিনীজনভ্রূগতিকুটিলেষু পয়ঃসু পঙ্কজানি ॥ ৩২ ॥

অস্মিন্নগৃহ্যত পিনাকভৃতা সলীলমাবদ্ধবেপথুরধীরবিলোচনায়াঃ।
বিন্যস্তমঙ্গলমহৌষধিরীশ্বরায়াঃ স্রস্তোরগপ্রতিসরেণ করেণ পাণিঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্রামদ্ভির্ঘনপদবীমনেকসংখ্যৈস্তেজোভিঃ শুচিমণিজন্মভির্বিভিন্নঃ।
উস্রাণাং ব্যভিচরতীব সপ্তসপ্তেঃ পর্যস্যন্নিব নিচয়ঃ সহস্রসংখ্যাম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যধত্ত যস্মিন্ পুরমুচ্চগোপুরং পরাং বিজেতুর্ধৃতয়ে ধনাধিপঃ।
স এষ কৈলাস উপান্তসর্পিণঃ করোত্যকালাস্তময়ং বিবস্বতঃ ॥ ৩৫ ॥

নানারত্নজ্যোতিষাং সন্নিপাতৈশ্ছন্নেষ্বন্তঃ সানুবপ্রান্তরেষু।
বদ্ধাং বদ্ধাং ভিত্তিশঙ্কামমুষ্মিন্নাবানাবান্মাতরিশ্বা নিহন্তি ॥ ৩৬ ॥

রম্যা নবদ্যুতিমপৈতি ন শাদ্বলেভ্যঃ শ্যামীভবন্ত্যনুদিনং নলিনীবনানি।
অস্মিন্ বিচিত্রকুসুমস্তবকাচিতানাং শাখাভৃতাং পরিণমন্তি ন পল্লবানি ॥৩৭॥

পরিসরবিষয়েষু লীঢ়মুক্তা হরিততৃণোদ্গমশঙ্কয়া মৃগীভিঃ।
ইহ নবশুককোমলা মণীনাং রবিকরসম্বলিতাঃ ফলন্তি ভাসঃ ॥ ৩৮ ॥

উৎফুল্লস্থলনলিনীবনাদমুষ্মাদুদ্ধূতঃ সরসিজসম্ভবঃ পরাগঃ।
বাত্যাভির্বিয়তি বিবর্তিতঃ সমন্তাদাধত্তে কনকময়াতপত্রলক্ষ্মীম্ ॥ ৩৯ ॥

ইহ সনিয়ময়োঃ সুরাপগায়ামুষসি সযাবকসব্যপাদরেখা।
কথয়তি শিবয়োঃ শরীরযোগং বিষমপদা পদবী বিবর্তনেষু ॥ ৪০ ॥

সম্মূর্চ্ছতাং রজতভিত্তিময়ূখজালৈরালোলপাদপলতান্তরনির্গতানাম্ ।
ধর্মদ্যুতেরিহ মুহুঃ পটলানি ধাম্নামাদর্শমণ্ডলনিভানি সমুল্লসন্তি ॥ ৪১ ॥

শুক্লৈর্ময়ূখনিচয়ৈঃ পরিবীতমূর্তির্বপ্রাভিঘাতপরিমণ্ডলিতোরুদেহঃ ।
শৃঙ্গাণ্যমুষ্য ভজতে গণভর্তুরুক্ষা কুর্বন্ বধূজনমনঃসু শশাঙ্ক-শঙ্কাম্ ॥ ৪২ ॥

সম্প্রতি লব্ধজন্ম শনকৈঃ কথমপি লঘুনি
ক্ষীণপয়স্যুপেয়ুষি ভিদাং জলধরপটলে ।
খণ্ডিতবিগ্রহং বলভিদো ধনুরিহ বিবিধাঃ
পূরয়িতুং ভবন্তি বিভবঃ শিখরমণিরুচঃ ॥ ৪৩ ॥

স্নপিতনবলতাতরুপ্রবালৈরমৃতলবস্রুতিশালিভির্ময়ূখৈঃ ।
সততমসিতযামিনীষু শম্ভোরমলয়তীহ বনান্তমিন্দুলেখা ॥ ৪৪ ॥

ক্ষিপতি যোহনুবনং বিততাং বৃহদ্বৃহতিকামিব রৌচনিকীং রুচম্ ।
অয়মনেকহিরণ্ময়কন্দরস্তব পিতুর্দয়িতো জগতীধরঃ ॥ ৪৫ ॥

সক্তিং জবাদপনয়ত্যনিলে লতানাং বৈরোচনৈর্দ্বিগুণিতাঃ সহসাংশুমযুখৈঃ ।
রোধোভুবাং মুহুরমুত্র হিরণ্ময়ীনাং ভাসস্তডিদ্বিলসিতানি বিড়ম্বয়ন্তি ॥ ৪৬ ॥

কষণকম্পনিরস্তমহাহিভিঃ ক্ষণবিমত্তমতঙ্গজবর্জিতৈঃ ।
ইহ মদস্নপিতৈরনুমীয়তে সুরগজস্য গতং হরিচন্দনৈঃ ॥ ৪৭ ॥

জলদজালঘনৈরসিতাশ্মনামুপহতপ্রচয়েহ মরীচিভিঃ ।
ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা তিমিরসম্বলিতেব বিবস্বতঃ ॥ ৪৮ ॥

ভব্যো ভবন্নপি মুনেরিহ শাসনেন ক্ষাত্রে স্থিতঃ পথি তপস্য হতপ্রমাদঃ ।
প্রায়েণ সত্যপি হিতার্থকরে বিধৌ হি শ্রেয়াংসি লব্ধুমসুখানি বিনান্তরায়ৈঃ ॥ ৪৯ ॥

মা ভূবন্নপথহৃতস্তবেন্দ্রিয়াশ্বাঃ সন্তাপে দিশতু শিব শিবাং প্রসক্তিম্ ।
রক্ষন্তস্তপসি বলং চ লোকপালাঃ কল্যাণীমধিকফলাং ক্রিয়াং ক্রিয়াসু ॥ ৫০ ॥

ইত্যুক্‌ত্বা সপদি হিতং প্রিয়ং প্রিয়ার্হে ধাম স্বং গতবতি রাজরাজভৃত্যে ।
সোৎকণ্ঠং কিমপি পৃথাসুতঃ প্রদধ্যৌ সংধত্তে ভৃশমরতিং হি সদ্বিয়োগঃ ॥ ৫১ ॥

তমনতিশয়নীয়ং সর্বতঃ সারযোগা-
দবিরহিতমনেকেনাঙ্কভাজা ফলেন ।
অকৃশমকৃশলক্ষ্মীশ্চেতসাশংসিতং স
স্বমিব পুরুষকারং শৈলমভ্যাসসাদ ॥ ৫২ ॥

॥শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে 'হিমবদ্বর্ণনো' নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

রুচিরাকৃতিঃ কনকসানুমথো পরমঃ পুমানিব পতিং পততাম্ ।
ধৃতসৎপথস্ত্রিপথগামভিতঃ স তমারুরোহ পুরুহূতসুতঃ ॥ ১ ॥

তমনিন্দ্যবন্দিন ইবেন্দ্রসুতং বিহিতালিনিক্বণজয়ধ্বনয়ঃ ।
পবনেরিতাকুলবিজিহ্মশিখা জগতীরুহোঽবচকরুঃ কুসুমৈঃ ॥ ২ ॥

অবধূতপঙ্কজপরাগকণাস্তনুজাহ্নবীসলিলবীচিভিদঃ ।
পরিরেভিরেঽভিমুখমেত্য সুখাঃ সুহৃদঃ সখায়মিব তং মরুতঃ ॥ ৩ ॥

উদিতোপলস্খলনসম্বলিতাঃ স্ফুটহংসসারসবিরাবযুজঃ ।
মুদমস্য মাঙ্গলিকতূর্যকৃতাং ধ্বনয়ঃ প্রতেনুরনুবপ্রমপাম্ ॥ ৪ ॥

অবরুগ্নতুঙ্গসুরদারুতরৌ নিচয়ে পুরঃ সুরসরিৎপয়সাম্ ।
স দদর্শ বেতসবনাচরিতাং প্রণতিং বলীয়সি সমৃদ্ধিকরীম্ ॥ ৫ ॥

প্রবভূব নালমবলোকয়িতুং পরিতঃ সরোজরজসারুণিতম্ ।
সরিদুত্তরীয়মিব সংহতিমৎ সতরঙ্গরঙ্গি কলহংসকুলম্ ॥ ৬ ॥

দধতি ক্ষতীঃ পরিণতদ্বিরদে মুদিতালিযোষিতি মদস্রুতিভিঃ ।
অধিকাং সরোধসি ববন্ধ ধৃতিং মহতে রুজন্নপি গুণায় মহান্ ॥ ৭ ॥

অনুহেমবপ্রমরুণৈঃ সমতাং গতমূর্মিভিঃ সহচরং পৃথুভিঃ ।
স রথাঙ্গনামবনিতাং করুণৈরনুবধ্নতীমভিননন্দ রুতৈঃ ॥ ৮ ॥

সিতবাজিনে নিজগদুঃ রুচয়শ্চলবীচিরাগরচনাপটবঃ ।
মণিজালমম্ভসি নিমগ্নমপি স্ফুরিতং মনোগতমিবাকৃতয়ঃ ॥ ৯ ॥

উপলাহতোদ্ধততরঙ্গধৃতং জবিনা বিধূতবিততং মরুতা ।
স দদর্শ কেতকশিখাবিশদং সরিতঃ প্রহাসমিব ফেনমপাম্ ॥ ১০ ॥

বহু বর্হিচন্দ্রকনিভং বিদধে ধৃতিমস্য দানপয়সাং পটলম্ ।
অবগাঢ়মীক্ষিতুমিবেভপতিং বিকসদ্বিলোচনশতং সরিতঃ ॥ ১১ ॥

প্রতিবোধজৃম্ভণবিভিন্নমুখী পুলিনে সরোরুহদৃশা দদৃশে ।
পতদচ্ছমৌক্তিকমণিপ্রকরা গলদশ্রুবিন্দুরিব শুক্তিবধূঃ ॥ ১২ ॥

শুচিরপ্সু বিদ্রুমলতাবিটপস্তনুসান্দ্রফেনলবসম্বলিতঃ ।
স্মরদায়িনঃ স্মরয়তি স্ম ভৃশং দয়িতাধরস্য দশনাংশুভৃতঃ ॥ ১৩ ॥

উপলভ্য চঞ্চলতরঙ্গধৃতং মদগন্ধমুৎখিতবতাং পয়সঃ।
প্রতিদন্তিনামিব স সম্বুবুধে করিযাদসামভিমুখানুকরিণঃ॥ ১৪॥

স জগাম বিস্ময়মুদীক্ষ্য পুরঃ সহসা সমুৎপিপতিষোঃ ফণিনঃ।
প্রহিতং দিবি প্রজবিভিঃ শ্বসিতৈঃ শরদভ্রবিভ্রমমপাং পটলম্॥ ১৫॥

স ততার সৈকতবতীরভিতঃ শফরীপরিস্ফুরিতচারুদৃশঃ।
ললিতাঃ সখীরিব বৃহজ্জঘনাঃ সুরনিম্নগামুপয়তীঃ সরিতঃ॥ ১৬॥

অধিরুহ্য পুষ্পভরণম্রশিখৈঃ পরিতঃ পরিস্কৃততলাং তরুভিঃ।
মনসঃ প্রসত্তিমিব মূর্ধ্নি গিরেঃ শুচিমাসসাদ স বনান্তভুবম্॥ ১৭॥

অনুসানু পুষ্পিতলতাবিততিঃ ফলিতোরভূরুহবিবিক্তবনঃ।
ধৃতিমাততান তনয়স্য হরেস্তপসেঽধিবস্তুমচলামচলঃ॥ ১৮॥

প্রণিধায় তত্র বিধিনাথ ধিয়ং দধতঃ পুরাতনমুনেমুনিতাম্।
শ্রমমাদধাবসুকরং ন তপঃ কিমিবাবসাদকরমাত্মবতাম্॥ ১৯॥

শময়ন্ ধৃতেন্দ্রিয়শমৈকসুখঃ শুচিভিগুণৈরঘময়ং স তমঃ।
প্রতিবাসরং সুকৃতিভির্ববৃধে বিমলঃ কলাভিরিব শীতরুচিঃ॥ ২০॥

অধরী চকার চ বিবেকগুণাদগুণেষু তস্য ধিয়মস্তবতঃ।
প্রতিঘাতিনীং বিষয়সঙ্গরতিং নিরুপপ্লবঃ শমসুখানুভবঃ॥ ২১॥

মনসা জপৈঃ প্রণতিভিঃ প্রযতঃ সমুপেয়িবানধিপতিং স দিবঃ।
সহজেতরৌ জয়শমৌ দধতী বিভরাম্বভূব যুগপন্মহসী॥ ২২॥

শিরসা হরিন্মণিনিভঃ স বহন্ কৃতজন্মনোঽভিষবণেন জটাঃ।
উপমাং যয়াবরুণদীধিতিভিঃ পরিমৃষ্টমূর্ধনি তমালতরৌ॥ ২৩॥

ধৃতহেতিরপ্যধৃতজিহ্মমতিশ্চরিতৈর্মুনীনধরয়ন্ শুচিভিঃ।
রচয়াঞ্চকার বিরজাঃ স মৃগাঙ্কামবেশতে রময়িতুং ন গুণাঃ॥ ২৪॥

অনুকূলপাতিনমচণ্ডগতিং কিরতা সুগন্ধিমভিতঃ পবনম্।
অবধীরিতার্তবগুণং সুখতাং নয়তা রুচাং নিচয়মংশুমতঃ॥ ২৫॥

নবপল্লবাঞ্জলিভৃতঃ প্রচয়ে বৃহস্পতিরুন্ গময়তাবনতিম্।
স্তৃণতা তৃণৈঃ প্রতিনিশং মৃদুভিঃ শয়নীয়তামুপয়তীং বসুধাম্॥ ২৬॥

পতিতৈরপেতজলদান্নভসঃ পৃষতৈরপাং শময়তা চ রজঃ।
স দয়ালুনেব পরিগাঢ়কৃশঃ পরিচর্যয়ানুজগৃহে তপসা॥ ২৭॥

মহতে ফলায় তদবেক্ষ্য শিবং বিকসন্নিমিত্তকুসুমং স পুরঃ।
ন জগাম বিস্ময়বশং বশিনাং ন নিহন্তি ধৈর্যমনুভাবগুণঃ ॥ ২৮ ॥

তদভূরিবাসরকৃতং সুকৃতৈরুপলভ্য বৈভবমনন্যভবম্।
উপতস্থুরাস্থিতবিষাদধিয়ঃ শতযজ্বনো বনচরা বসতিম্ ॥ ২৯ ॥

বিদিতাঃ প্রবিশ্য বিহিতানতয়ঃ শিথিলীকৃতেঽধিকৃত্যাবিধৌ।
অনপেতকালমভিরামকথাঃ কথয়াম্বভূবুরিতি গোত্রভিদে ॥ ৩০ ॥

শুচিবল্কবীততনুরন্যতমস্তিমিরচ্ছিদামিব গিরৌ ভবতঃ।
মহতে জয়ায় মঘবন্ননঘঃ পুরুষস্তপস্যতি তপজ্জগতীম্ ॥ ৩১ ॥

স বিভর্ত্তি ভীষণভুজঙ্গভুজঃ পৃথু বিদ্বিষাং ভয়বিধায়ি ধনুঃ।
অমলেন তস্য ধৃতসচ্চরিতাশ্চরিতেন চাতিশয়িতা মুনয়ঃ ॥ ৩২ ॥

মরুতঃ শিবা নবতৃণা জগতী বিমলং নভো রজসি বৃষ্টিরপাম্।
গুণসম্পদানুগুণতাং গমিতঃ কুরুতেঽস্য ভক্তিমিব ভূতগণঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতরেতরানভিভবেন মৃগাস্তমুপাসতে গুরুমিবান্তসদঃ।
বিনমন্তি চাস্যতরবঃ প্রচয়ে পরবান্ স তেন ভবতেব নগঃ ॥ ৩৪ ॥

উরু সত্ত্বমাহ বিপরিশ্রমতা পরমং বপুঃ প্রথয়তীব জয়ম্।
শমিনোঽপি তস্য নবসঙ্গমনে বিভুতানুষঙ্গি ভয়মেতি জনঃ ॥ ৩৫ ॥

ঋষিবংশজঃ স যদি দৈত্যকুলে যদি বান্বয়ে মহতি ভূমিভৃতাম্।
চরতস্তপস্তব বনেষু সহান বয়ং নিরূপয়িতুরস্য গতিম্ ॥ ৩৬ ॥

বিগণয্য কারণমনেকগুণং নিজয়াঽথবা কথিতমল্পতয়া।
অসদপ্যদঃ সহিতুমর্হসি নঃ ক্ব বনেচরাঃ ক্ব নিপুণা যতয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অধিগম্য গুহ্যকগণাদিতি তন্মনসঃ প্রিয়ং প্রিয়সুতস্য তপঃ।
নিজুগোপ হর্ষমুদিতং মখবা নয়বর্ত্মগাঃ প্রভবতাং হি ধিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রণিধায় চিত্তমথ ভক্ততয়া বিদিতেঽপ্যপূর্ব ইব তত্র হরিঃ।
উপলব্ধুমস্য নিয়মস্থিরতাং সুরসুন্দরীরিতি বচোঽভিদধে ॥ ৩৯ ॥

সুকুমারমেকমণু মর্মভিদামতিদূরগং যুতমমোঘতয়া।
অবিপক্ষমস্ত্রমপরং কতমদ্বিজয়ায় যূয়মিব চিত্তভুবঃ ॥ ৪০ ॥

ভববীতয়ে হতবৃহত্তমসামববোধবারি রজসঃ শমনম্।
পরিপীয়মাণমিব বোঽসকলৈরবসাদমেতি নয়নাঞ্জলিভিঃ ॥ ৪১ ॥

বহুধা গতাং জগতি ভূতসৃজা কমনীয়তাং সমভিহৃত্য পুরা ।
উপপাদিতা বিদধতা ভবতীঃ সুরসদ্মযানসুমুখী জনতা ॥ ৪২ ॥

তদুপেত্য বিঘ্নয়ত তস্য তপঃ কৃতিভিঃ কলাসু সহিতাঃ সচিবৈঃ ।
হৃতবীতরাগমনসাং ননু বঃ সুখসঙ্গিনং প্রতি সুখাবজিতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অবিমৃষ্যমেতদভিলষ্যতি স দ্বিষতাং বধেন বিষয়াভিরতিম্ ।
ভববীতয়ে ন হি তথা স বিধিঃ ক্ব শরাসনং ক্ব চ বিমুক্তিপথঃ ॥ ৪৪ ॥

পৃথুধাম্নি তত্র পরিবোধি চ মা ভবতীভিরন্যমুনিবদ্বিকৃতিঃ ।
স্বযশাংসি বিক্রমবতামবতাং ন বধূষ্বঘানি বিমৃষন্তি ধিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

আশংসিতাপচিতিচারু পুরঃ সুরাণামাদেশমিত্যভিমুখং সমবাপ্য ভর্তুঃ ।
লেভে পরাং দ্যুতিমমর্ত্যবধূসমূহঃ সম্ভাবনা হ্যধিকৃতস্য তনোতি তেজঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রণতিমথ বিধায় প্রস্থিতাঃ সদ্মনস্তাঃ
স্তনভরনমিতাঙ্গীরঙ্গনাঃ প্রীতিভাজঃ ।
অচলনলিনলক্ষ্মীহারি নালং বভূব
স্তিমিতমমরভর্তুর্দ্রষ্টুমক্ষ্ণাং সহস্রম্ ॥ ৪৭ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে ‘যুবতিপ্রস্থানো’ নামো ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × **সপ্তমঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × ×

শ্রীমদ্ভিঃ সরথগজৈঃ সুরাঙ্গনানাং গুপ্তানামথ সচিবৈস্ত্রিলোকভর্তুঃ ।
সংমূর্চ্ছন্নলঘুবিমানরন্ধ্রভিন্নঃ প্রস্থানং সমভিদধে মৃদঙ্গনাদঃ ॥ ১ ॥

সোৎকণ্ঠৈরমরগণৈরনুপ্রকীর্ণান্নির্যায় জ্বলিতরুচং পুরাম্মঘোনঃ ।
রামাণামুপরি বিবস্বতঃ স্থিতানাং নাসেদে চরিতগুণত্বমাতপত্রৈঃ ॥ ২ ॥

ধূতানামভিমুখপাতিভিঃ সমীরৈরায়াসাদবিশদলোচনোৎপলানাম্ ।
আনিন্যে মদজনিতাং শ্রিয়ং বধূনামুষ্ণাংশুদ্যুতিজনিতঃ কপোলরাগঃ ॥ ৩ ॥

তিষ্ঠদ্ভিঃ কথমপি দেবতানুভাবাদাকৃষ্টৈঃ প্রজবিভিরায়তং তুরঙ্গৈঃ ।
নেমীনামসতি বিবর্তনে রথৌঘৈরাসেদে বিয়তি বিমানবৎ প্রবৃত্তিঃ ॥ ৪ ॥

কান্তানাং কৃতপুলকঃ স্তনাঙ্গরাগে বক্ত্রেষু চ্যুততিলকেষু মৌক্তিকামঃ ।
সম্পেদে শ্রমসলিলোদ্গমো বিভূষাং রম্যাণাং বিকৃতিরপি শ্রিয়ং তনোতি ॥ ৫ ॥

রাজদ্ভিঃ পথি মরুতামভিন্নরূপৈরুল্কার্চিঃ স্ফুটগতিভির্ধ্বজাংশুকানাম্ ।
তেজোভিঃ কনকনিকাষরাজিগৌরৈরায়ামঃ ক্রিয়ত ইব স্ম সাতিরেকঃ ॥ ৬ ॥

রামাণামবজিতমাল্যাসৌকুমার্যে সম্প্রাপ্তে বপুষি সহত্বমাতপস্য ।
গন্ধর্বৈরধিগতবিস্ময়ৈ প্রতীয়ে কল্যাণী বিধিষু বিচিত্রতা বিধাতুঃ ॥ ৭ ॥

সিন্দূরৈঃ কৃতরুচয়ং সহেমকক্ষ্যাং স্রোতোভিস্ত্রিদশগজা মদং ক্ষরন্তঃ ।
সাদৃশ্যং যযুররুণাংশুরাগভিন্নৈর্বর্ষদ্ভিঃ স্ফুরিততহ্রদৈঃ পয়োদৈঃ ॥ ৮ ॥

অত্যর্থং দুরুপসদাদুপেত্য দূরং পর্যন্তাদহিমময়ূখমণ্ডলস্য ।
আশানামুপরচিতামিবৈকবেণীং রম্যোর্মিং ত্রিদশনদীং যযুর্বলানি ॥ ৯ ॥

আমত্তভ্রমরকুলাকুলানি ধুন্বন্নুদ্ধূতগ্রথিতরজাংসি পঙ্কজানি ।
কান্তানাং গগননদীতরঙ্গশীতঃ সন্তাপং বিবময়তি স্ম মাতরিশ্বা ॥ ১০ ॥

সম্ভিন্নৈরিভতুরগাবগাহনেন প্রাপ্যোর্বীরনু পদবীং বিমানপঙ্ক্তীঃ ।
তৎপূর্বং প্রতিবিদধে সুরাপগায়া বপ্রান্তস্খলিতবিবর্তনং পয়োভিঃ ॥ ১১ ॥

ক্রান্তানাং গ্রহচরিতাৎ পথো রথানামক্ষাগ্রক্ষতসুরবেশ্মবেদিকানাম্ ।
নিঃসঙ্গং প্রধিভিরুপাদদে বিবৃত্তিঃ সম্পীড়ক্ষুভিতজলেষু তোয়দেষু ॥ ১২ ॥

তপ্তানামুপদধিরে বিষাণভিন্নাঃ প্রহ্লাদং সুরকরিণাং ঘনাঃ ক্ষরন্তঃ ।
যুক্তানাং খলু মহতাং পরোপকারে কল্যাণী ভবতি রুজৎস্বপি প্রবৃত্তিঃ ॥ ১৩ ॥

সংবাতা মুহুরনিলেন নীয়মানে দিব্যস্ত্রীজঘনবরাংশুকে বিবৃত্তিম্ ॥
পর্যস্যৎ পৃথুমণিমেখলাংশুজালং সঞ্জজ্ঞে যুতকমিবান্তরীয়মূর্বোঃ ॥ ১৪ ॥

প্রত্যাদ্রীকৃততিলকাস্তুষারপাতৈঃ প্রহ্লাদং শমিতপরিশ্রমা দিশন্তঃ ।
কান্তানাং বহুমতিমাযযুঃ পয়োদা নাল্পীয়ান্বহু সুকৃতং হিনস্তি দোষঃ ॥ ১৫ ॥

যাতস্য গ্রথিততরঙ্গসৈকতাভে বিচ্ছেদং বিপর্যসি বারিবাহজালে ।
আতেনুস্ত্রিদশবধূজনাঙ্গভাজাং সন্ধানং সুরধনুষঃ প্রভা মণীনাম্ ॥ ১৬ ॥

সংসিদ্ধাবিতি করণীয়সন্নিবদ্ধৈরালাপৈঃ পিপতিষতাং বিলঙ্ঘ্য বীথীম্ ।
আসেদে দশশতলোচনধ্বজিন্যা জীমূতৈরপিহিতসানুরিন্দ্রকীলঃ ॥ ১৭ ॥

আকীর্ণা মুখনলিনৈর্বিলাসিনীনামুদ্ধূতস্ফুটবিশদাতপত্রফেনা ।
সা তূর্যধ্বনিতগভীরমাপতন্তী ভূভর্তুঃ শিরসি নভোনদীব রেজে ॥ ১৮ ॥

সেতুত্বং দধতি পয়োমুচাং বিতানে সংরম্ভাদভিপততো রথাঞ্জবেন ।
আনিন্যুর্নিয়মিতরশ্মিভুগ্নঘোণাঃ কৃচ্ছ্রেণ ক্ষিতিমবনামিনস্তুরঙ্গাঃ ॥ ১৯ ॥

মাহেন্দ্রং নগমভিতঃ করেণুবর্ষাঃ পর্যন্তস্থিতজলদা দিবঃ পতন্তঃ।
সাদৃশ্যং নিলয়নিষ্প্রকম্পপক্ষৈরাজগ্মুর্জ্বলনিধিশায়িভির্নগেন্দ্রৈঃ ॥ ২০ ॥

উৎসঙ্গে সমবিষমে সমং মহাদ্রেঃ ক্রান্তাং বিয়দভিপাতলাঘবেন।
আমূলাদুপনদি সৈকতেষু লেভে সামগ্রীং খুরপদবী তুরঙ্গমাণাম্ ॥ ২১ ॥

সধ্বানং নিপতিতনির্ঝরাসু মন্দ্রৈঃ সংমূর্চ্ছন্ প্রতিনিনদৈরধিত্যকাসু।
উদ্গ্রীবৈর্ঘনরবশঙ্কয়া ময়ূরৈঃ সোৎকণ্ঠং ধ্বনিরুপশুশ্রুবে রথানাম্ ॥ ২২ ॥

সংভিন্নামবিরলপাতিভির্ময়ূখৈর্নীলানাং ভৃশমুপমেখলং মণীনাম্।
বিচ্ছিন্নামিব বনিতা নভোন্তরালে বপ্রান্তঃ স্রুতিমবলোকয়াংবভূবুঃ ॥ ২৩ ॥

আসন্নদ্বিপপদবীমদানিলায় ক্রুধ্যন্তো ধিয়মবত্য ধূর্গতানাম্।
সব্যাজং নিজকরিণীভিরাত্তচিত্তাঃ প্রস্থানং সুরকরিণঃ কথঞ্চিদীষুঃ ॥ ২৪ ॥

নীরন্ধ্রং পথিষু রজো রথাঙ্গনুন্নং পর্যস্যন্নবসলিলারুণং বহন্তী।
আতেনে বনগহনানি বাহিনী সা ঘর্মান্তক্ষুভিতজলেব জহ্নুকন্যা ॥ ২৫ ॥

সম্ভোগক্ষমগহনামথোপগঙ্গং বিভ্রাণাং জ্বলিতমণীনি সৈকতানি।
অধ্যূষুশ্চুতকুসুমাচিতাং সহায়া বৃত্রারেরবিরলশাদ্বলাং ধরিত্রীম্ ॥ ২৬ ॥

ভূভর্তুঃ সমধিকমাদধে তদোর্ব্যাঃ শ্রীমত্তাং হরিসখবাহিনীনিবেশঃ।
সংসক্তৌ কিমসুলভং মহোদয়ানামুচ্ছ্রায়ং নয়তি যদৃচ্ছয়াপি যোগঃ ॥ ২৭ ॥

সামোদা কুসুমতরুশ্রিয়ো বিবিক্তাঃ সম্পত্তিঃ কিসলয়শালিনীলতানাম্।
সাফল্যং যযুরমরাঙ্গনোপভুক্তাঃ সা লক্ষ্মীরুপকুরুতে যয়া পরেষাম্ ॥ ২৮ ॥

ক্লান্তোঽপি ত্রিদশবধূজনঃ পুরস্তাল্লীনাহিশ্বসিতবিলোলপল্লবানাম্।
সেব্যানাং হতবিনয়ৈরিবাবৃতানাং সম্পর্কং পরিহরতি স্ম চন্দনানাম্ ॥ ২৯ ॥

উৎসসৃষ্টধ্বজকুথকঙ্কটা ধরিত্রীমানীতা বিদিতনয়ৈঃ শ্রমং বিনেতুম্।
আক্ষিপ্তদ্রুমগহনা যুগান্তবাতৈঃ পর্যস্তা গিরয় ইব দ্বিপা বিরেজুঃ ॥ ৩০ ॥

প্রস্থানশ্রমজনিতাং বিহায় নিদ্রামামুক্তে গজপতিনা সদানপঙ্কে।
শয্যান্তে কুলমলিনাং ক্ষণং বিলীনং সংরম্ভচ্যুতমিব শৃঙ্খলং চকাশে ॥ ৩১ ॥

আয়ন্তঃ সুরসরিদোঘরুদ্ধবর্ত্মা সম্প্রাপ্তুং বনগজদানগন্ধি রোধঃ।
মূর্ধানং নিহিতশিতাঙ্কুশং বিধুন্বন্ যন্তারং ন বিগণয়াঞ্চকার নাগঃ ॥ ৩২ ॥

আরোঢ়ুঃ সমবনতস্য শীতশেষে সাশঙ্কং পয়সি সমীরিতে করেণ।
সংমার্জন্নরুণমদস্রুতী কপোলৌ সস্যন্দে মদ ইব শীকরঃ করেণোঃ ॥ ৩৩ ॥

আঘ্রায় ক্ষণমতিতৃষ্যতাপি রোষাদুত্তীরং নিহিতবিবৃত্তলোচনেন।
সম্পৃক্তং বনকরিণাং মদাম্বুসেকৈর্নাচেমে হিমমপি বারি বারণেন ॥ ৩৪ ॥

প্রশ্চ্যোতন্মদসুরভীণি নিম্নগায়াঃ ক্রীড়ন্তো গজপতয়ঃ পয়াংসি কৃত্বা।
কিঞ্জল্কব্যবহিততাম্রদানলেখৈরুত্তেরুঃ সরসিজগন্ধিভিঃ কপোলৈঃ ॥ ৩৫ ॥

আকীর্ণং বলরজসা ঘনারুণেন প্রক্ষোভৈঃ সপদি তরঙ্গিতং তটেষু।
মাতঙ্গোন্মথিতসরোজরেণুপিঙ্গং মাঞ্জিষ্ঠং বসনমিবাম্বু নির্বভাসে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমদ্ভির্নিয়মিতকন্ধরাপরান্তৈঃ সংসক্তৈরগুরুবনেষু সাঙ্গহারম্।
সম্প্রাপে নিসৃতমদাম্বুভির্গজেন্দ্রৈঃ প্রস্যন্দিপ্রচলিতগণ্ডশৈলশোভা ॥ ৩৭ ॥

নিঃশেষং প্রশমিতরেণু বারণানাং স্রোতোভির্মদজলমুজ্ঝতামজস্রম্।
আমোদং ব্যবহিতভূরিপুষ্পগন্ধো ভিন্নৈলাসুরভিমুবাহ গন্ধবাহঃ ॥ ৩৮ ॥

সাদৃশ্যং দধতি গভীরমেঘঘোষৈরুন্নিদ্রক্ষুভিতমৃগাধিপশ্রুতানি।
আতেনুশ্চকিতচকোরনীলকণ্ঠান্কচ্ছান্তানমরমহেভবৃংহিতানি ॥ ৩৯ ॥

শাখাবসক্তকমনীয়পরিচ্ছদানামধ্বশ্রমাতুরবধূজনে সেবিতানাম্।
জজ্ঞে নিবেশনবিভাগপরিষ্কৃতানাং লক্ষ্মীঃ পরোপবনজা বনপাদপানাম্ ॥ ৪০ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতজর্ুনীয়ম্-মহাকাব্যে আশ্রমাভিগমনো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × অষ্টমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অথ স্বমায়াকৃতমন্দিরোজ্জ্বলং জ্বলন্মণি ব্যোমসদাং সনাতনম্।
সুরাঙ্গনা গোপতিচাপগোপুরং পুরং বনানাং বিজিহীর্ষয়া জহুঃ ॥ ১ ॥

যথাযথং তাঃ সহিতা নভশ্চরৈঃ প্রভাভিরুদ্ভাসিতশৈলবীরুধঃ।
বনং বিশন্ত্যো বনজায়তেক্ষণাঃ ক্ষণদ্যুতীনাং দধুরেকরূপতাম্ ॥ ২ ॥

নিবৃত্তবৃত্তোরুপয়োধরক্লমঃ প্রবৃত্তনির্হ্রাদিবিভূষণারবঃ।
নিতম্বিনীনাং ভৃষমাদধে ধৃতিং নভঃপ্রয়াণাদবনৌ পরিক্রমঃ ॥৩॥

ঘনানি কামং কুসুমানি বিভ্রতঃ করপ্রচেয়ান্যপহায় শাখিনঃ।
পুরোঽভিসস্রে সুরসুন্দরীজনৈর্যথোত্তরেচ্ছা হি গুণেষু কামিনঃ ॥৪॥

তনূরলক্তারুণপাণিপল্লবাঃ স্ফুরন্নখাংশূৎকরমঞ্জরীভৃতঃ।
বিলাসিনীবাহুলতা বনালয়ো বিলেপনামোদহৃতাঃ সিষেবিরে ॥৫॥

নিপীয়মানস্তবকা শিলীমুখৈরশোকযষ্টিশ্চলবালপল্লবা।
বিড়ম্বয়ন্তী দদৃশে বধূজনৈরমন্দদষ্টৌষ্ঠকরাবধূননম্ ॥৬॥

করৌ ধুনানা নবপল্লবাকৃতী বৃথা কৃথা মানিনি মা পরিশ্রমম্।
উপেযুষী কল্পলতাভিশঙ্কয়া কথং ন্বিতস্ত্রস্যতি ষট্পদাবলিঃ ॥৭॥

জহীহি কোপং দয়িতোঽনুগম্যতাং পরানুশেতে তব চঞ্চলং মনঃ।
ইতি প্রিয়ং কাঞ্চিদুপৈতুমিচ্ছতীং পুরোঽনুনিনে নিপুণঃ সখীজনঃ ॥৮॥

সমুন্নতৈঃ কাশদুকূলশালিভিঃ পরিক্বণৎসারসপংক্তিমেখলৈঃ।
প্রতীরদেশৈঃ স্বকলত্রচারুভির্বিভূষিতাঃ কুঞ্জসমুদ্রযোষিতঃ ॥ ৯ ॥

বিদূরপাতেন ভিদামুপেযুষশ্চ্যুতাঃ প্রবাহাদভিতঃ প্রসারিণঃ।
প্রিয়াঙ্কশীতাঃ শুচিমৌক্তিকাত্বিষো বনপ্রহাসা ইব বারিবিন্দবঃ ॥ ১০ ॥

সখীজনং প্রেম গুরূকৃতাদরং নিরীক্ষমাণা ইব নম্রমূর্তয়ঃ।
স্থিরদ্বিরেফাঞ্জনশারিতোদরৈর্বিসারিভিঃ পুষ্পবিলোচনৈর্লতাঃ ॥ ১১ ॥

উপেযুষীণাং বৃহতীরধিত্যকা মনাংসি জহ্রুঃ সুররাজযোষিতাম্।
কপোলকাষৈঃ করিণাং মদারুণৈরুপাহিতশ্যামরুচশ্চ চন্দনাঃ ॥ ১২ ॥

স্বগোচরে সত্যপি চিত্তহারিণা বিলোভ্যমানাঃ প্রসবেন শাখিনাম্।
নভশ্চরাণামুপকর্তুমিচ্ছতাং প্রিয়াণি চক্রুঃ প্রণয়েন যোষিতঃ ॥ ১৩ ॥

প্রযচ্ছতোচ্চৈঃ কুসুমানি মানিনী বিপক্ষগোত্রং দয়িতেন লম্ভিতা।
ন কিঞ্চিদূচে চরণেন কেবলং লিলেখ বাষ্পাকুললোচনা ভুবম্ ॥ ১৪ ॥

প্রিয়েঽপরা যচ্ছতি বাচমুন্মুখী নিবদ্ধদৃষ্টিঃ শিথিলাকুলোচ্চয়া।
সমাদধে নাংশুকমাহিতং বৃথা বিবেদ পুষ্পেষু ন পাণিপল্লবম্ ॥ ১৫ ॥

সলীলমাসক্তলতান্তভূষণং সমাসজন্ত্যা কুসুমাবতংসকম্।
স্তনোপপীড়ং নুনুদে নিতম্বিনা ঘনেন কশ্চিজ্জঘনেন কান্তয়া ॥ ১৬ ॥

কলত্রভারেণ বিলোলনীবিনা গলদ্দুকূলস্তনশালিনোরসা।
বলিব্যপায়স্ফুটরোমরাজিনা নিরায়তত্বাদুদরেণ তাম্যতা ॥ ১৭ ॥

বিলম্বমানাকুলকেশপাশয়া কয়াচিদাবিষ্কৃতবাহুমূলয়া।
তরুপ্রসূনান্যপদিশ্য সাদরং মনোধিনাথস্য মনঃ সমাদদে ॥ ১৮ ॥

ব্যপোহিতুং লোচনতো মুখানিলৈরপারয়ন্তং কিল পুষ্পজং রজঃ।
পয়োধরেণোরসি কাচিদুন্মনাঃ প্রিয়ং জঘানোন্নতপীবরস্তনী ॥ ১৯ ॥

ইমান্যমূনীত্যপবর্জিতে শনৈর্যথাভিরামং কুসুমাগ্রপল্লবে।
বিহায় নিঃসারতয়েব ভূরুহাস্পদং বনশ্রীর্বনিতাসু সন্দধে ॥ ২০ ॥

প্রবালভঙ্গারুণপাণিপল্লবঃ পরাগপাণ্ডূকৃতপীবরস্তনঃ।
মহীরুহঃ পুষ্পসুগন্ধিরাদদে বপুর্গুণোচ্চ্রায়মিবাঙ্গনাজনঃ ॥ ২১ ॥

বরোরুভির্বারণহস্তপীবরৈশ্চিরায় খিন্নান্নবপল্লবশ্রিয়ঃ।
সমেঽপি যাতুং চরণাননীশ্বরান্মদাদিব প্রস্খলতঃ পদে পদে ॥ ২২ ॥

বিসারিকাঞ্চীমণিরশ্মিলব্ধয়া মনোহরোচ্চ্রায়নিতম্বশোভয়া।
স্থিতানি জিত্বা নবসৈকতদ্যুতিং শ্রমাতিরিক্তৈর্জঘনানি গৌরবৈঃ ॥ ২৩ ॥

সমুচ্ছ্বসৎপঙ্কজকোশকোমলৈরুপাহিতশ্রীণ্যুপনীবি নাভিভিঃ।
দধন্তি মধ্যেষু বলীবিভঙ্গিষু স্তনাতিভারাদুদরাণি নম্রতাম্ ॥ ২৪ ॥

সমানকান্তীনি তুষারভূষণৈঃ সরোরুহৈস্ফুটপত্রপংক্তিভিঃ।
চিতানি ধর্মাম্বুকণৈঃ সমন্ততো মুখান্যনুৎফুল্লবিলোচনানি চ ॥ ২৫ ॥

বিনির্যতীনাং গুরুখেদমন্থরং সুরাঙ্গনানামনুসানুবর্ত্মনঃ।
সবিস্ময়ং রূপয়তো নভশ্চরান্ বিবেশ তৎপূর্বমিবেক্ষণাদরঃ ॥ ২৬ ॥

অথস্ফুরন্মীনবিধূতপঙ্কজা বিপঙ্কতীরস্খলিতোর্মিসংহতিঃ।
পয়োঽবগাঢ়ুং কলহংসনাদিনী সমাজুহাবেব বধূঃ সুরাপগা ॥ ২৭ ॥

প্রশান্তধর্মাভিভবঃ শনৈর্বিবান্ বিলাসিনীভ্যঃ পরিমৃষ্টপঙ্কজঃ।
দদৌ ভুজালম্বমিবাত্তশীকরস্তরঙ্গমালান্তরগোচরোঽনিলঃ ॥ ২৮ ॥

গতৈঃ সহাবৈঃ কলহংসবিক্রমং কলত্রভারৈঃ পুলিনং নিতম্বিভিঃ।
মুখৈঃ সরোজানি চ দীর্ঘলোচনৈঃ সুরস্ত্রিয়ঃ সাম্যগুণান্নিয়াসিরে ॥ ২৯ ॥

বিভিন্নপর্যন্তগমীনপংক্তয়ঃ পুরোবিগাঢ়াঃ সখিভির্মরুত্বতঃ।
কথঞ্চিদাপঃ সুরসুন্দরীজনৈঃ সভীতিভিস্তৎ প্রথমং প্রপেদিরে ॥ ৩০ ॥

বিগাঢ়মাত্রে রমণীভিরম্ভসি প্রযত্নসংবাহিতপীবরোরুভিঃ।
বিভিদ্যমানা বিসসার সারসানুদস্য তীরেষু তরঙ্গসংহতিঃ ॥ ৩১ ॥

শিলাঘনৈর্নাকসদামুরঃস্থলৈর্বৃহন্নিবেশৈশ্চ বধূপয়োধরৈঃ।
তটাভিনীতেন বিভিন্নবীচিনা রুষেব ভেজে কলুষত্বমম্ভসা ॥ ৩২ ॥

বিধূতকেশাঃ পরিলোলিতস্রজঃ সুরাঙ্গনানাং প্রবিলুপ্তচন্দনাঃ।
অতিপ্রসঙ্গাদ্বিহিতাগসো মুহুঃ প্রকম্পমীয়ুঃ সভয়া ইবোর্ময়ঃ ॥ ৩৩ ।

বিপক্ষচিত্তোন্মথনা নখব্রণাস্তিরোহিতা বিভ্রমমণ্ডনেন যে ।
হৃতস্য শেষানিব কুঙ্কুমস্য তান্ বিকত্থনীয়ান্দধুরন্যথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

সরোজপত্রে নু বিলীনষট্পদে বিলোলদৃষ্টেঃ স্বিদমূ বিলোচনে ।
শিরোরুহাঃ স্বিন্নতপক্ষ্মসংততের্দ্বিরেফবৃন্দং নু নিশব্দনিশ্চলম্ ॥ ৩৫ ॥

অগূঢ়হাসস্ফুটদন্তকেসরং মুখং স্বিদেতদ্বিকসন্নু পঙ্কজম্ ।
ইতি প্রলীনাং নলিনীবনে সখীং বিদাংবভুবুঃ সুচিরেণ যোষিতঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসংনিধাবুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে ।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ৩৭ ॥

অসংশয়ং ন্যস্তমুপান্তরক্ততাং যদেব রোদ্ধুং রমণীভিরঞ্জনম্ !
হৃতেঽপি তস্মিন্সলিলেন শুক্লতাং নিরাস রাগো নয়নেষু ন শ্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ।

দ্যুতিং বহন্তো বনিতাবতংসকা হৃতাঃ প্রলোভাদিব বেগিভির্জলৈঃ ।
উপপ্লুতাস্তৎক্ষণশোচনীয়তাং চ্যুতাধিকারাঃ সচিবা ইবাযযুঃ ॥ ৩৯ ॥

বিপত্রলেখা নিরলক্তকাধরা নিরঞ্জনাক্ষীরপি বিভ্রতীঃ শ্রিয়ম্ ।
নিরীক্ষ্যরামা বুবুধে নভশ্চরৈরলংকৃতং স্তদ্বপুষৈব মণ্ডনম্ ॥ ৪০ ॥

তথা ন পূর্বং কৃতভূষণাদরঃ প্রিয়ানুরাগেন বিলাসিনীজনঃ ।
যথা জলার্দ্রো নখমণ্ডনক্রিয়া দদাহ দৃষ্টীশ্চ বিপক্ষযোষিতাম্ ॥ ৪১ ॥

শুভাননাঃ সাম্বুরুহেষু ভীরবো বিলোলহারাশ্চলফেনপঙ্ক্তিষু ।
নিতান্তগৌর্যো হৃতকুঙ্কুমেষ্বলং ন লেভিরে তাঃ পরভাগমূর্মিষু ॥ ৪২ ॥

হ্রদাম্ভসি ব্যস্তবধূকরাহতে রবং মৃদঙ্গধ্বনিধীরমুজ্ঝতি ।
মুহুঃ স্তনৈস্তালসমং সমাদদে মনোরমং নৃত্যমিব প্রবেপিতম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রিয়া হসদ্ভিঃ কমলানি সস্মিতৈরলংকৃতাম্বুঃ প্রতিমাগতৈর্মুখৈঃ ।
কৃতানুকূল্যা সুররাজযোষিতাং প্রসাদসাফল্যমবাপ জাহ্নবী ॥ ৪৪ ॥

পরিস্ফুরন্মীনবিঘট্টিতোরবঃ সুরাঙ্গনাস্ত্রাসবিলোলদৃষ্টয়ঃ ।
উপাযযুঃ কম্পিতপাণিপল্লবাঃ সখীজনস্যাপি বিলোকনীয়তাম্ ॥ ৪৫ ॥

ভয়াদিবাশ্লিষ্য ঝষাহতেঽম্ভসি প্রিয়ং মুদানন্দয়তি স্ম মানিনী ।
অকৃত্রিমপ্রেমরসাহিতৈর্মনো হরন্তি রামাঃ কৃতকৈরপীহিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

তিরোহিতান্তানি নিতান্তমাকুলৈরপাং বিগাহাদলকৈঃ প্রসারিভিঃ ।
যযুর্বধূনাং বদনানি তুল্যতাং দ্বিরেফবৃন্দান্তরিতৈঃ সরোরুহৈঃ ॥ ৪৭ ॥

করৌ ধুনানা নবপল্লবাকৃতী পয়স্যগাধে কিল জাতসম্ভ্রমা।
সখীষু নির্বাচ্যমধার্ষ্ট্যদূষিতং প্রিয়াঙ্গসংশ্লেষমবাপ মানিনী ॥ ৪৮ ॥

প্রিয়ৈঃ সলিলং করবারিবারিতঃ প্রবৃদ্ধনিঃশ্বাসবিকম্পিতস্তনঃ।
সবিভ্রমাধূতকরাগ্রপল্লবো যথার্থতামাপ বিলাসিনীজনঃ ॥ ৪৯ ॥

উদস্য ধৈর্যং দয়িতেন সাদরং প্রসাদিতায়াঃ করবারিবারিতম্।
মুখং নিমীলন্নয়নং নতভ্রুবঃ শ্রিয়ং সপত্নীবদনাদিবাদদে ॥ ৫০ ।

বিহস্য পাণৌ বিধুতে ধৃতাম্ভসি প্রিয়েণ বধ্বা মদনার্দ্রচেতসঃ।
সখীব কাঞ্চী পয়সা ঘনীকৃতা বভারবীতোচ্চয়বন্ধমংশুকম ॥ ৫১ ॥

নিরঞ্জনে সাচিবিলোকিতং দৃশাবয়াবকং বেপথুরোষ্ঠপল্লবম্।
নতভ্রুবো মণ্ডয়তি স্ম বিগ্রহে বলিক্রিয়া চাতিলকং তদাস্পদম্ ॥ ৫২ ॥

নিমীলদাকেকরলোলচক্ষুষাং প্রিয়োপকণ্ঠং কৃতগাত্রবেপথুঃ।
নিমজ্জতীনাং শ্বসিতোদ্ধতস্তনঃ শ্রমো নু তাসাং মদনো নু পপ্রথে ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়েণ সিক্তা চরমং বিপক্ষতশ্চুকোপ কাচিন্ন তুতোষ সান্ত্বনৈঃ।
জনস্য রূঢ়প্রণয়স্য চেতনঃ কিমপ্যমর্ষোঽনুনয়ে ভৃশায়তে ॥ ৫৪ ।

ইত্থং বিহৃত্য বনিতাভিরুদস্যমানং পতিস্তনোরুজঘনস্থলশালিনীভিঃ।
উৎসর্পিতোর্মিচয়লঙ্ঘিততীরদেশমৌৎসুক্যনুন্নমিব বারি পুরঃ প্রতস্থে ॥ ৫৫ ॥

তীরান্তরাণি মিথুনানি রথাঙ্গনাম্নাং নীত্বা বিলোলিতসরোজবনশ্রিয়স্তাঃ।
সংরেজিরে সুরসরিজ্জলধৌতহারাস্তারাবিতানতরলা ইব যামবত্যঃ ॥ ৫৬ ॥

সংক্রান্তচন্দনরসাহিতবর্ণভেদং বিচ্ছিন্নভূষণমণিপ্রকারাংশুচিত্রম্।
বদ্ধোর্মিনাকবনিতাপরিভুক্তমুক্তং সিন্ধোর্বভার সলিলং শয়নীয়লক্ষ্মীম্ ॥ ৫৭ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে সুরাঙ্গনাবিহারো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × নবমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

বীক্ষ্য রন্তুমনসঃ সুরনারীরাত্তচিত্রপরিধানবিভূষাঃ।
তৎপ্রয়াথমিব যাতুমথাস্তং ভানুমানুপপয়োধি ললম্বে ॥ ১ ॥

মধ্যমোপলনিভে লসদংশাবেকতশ্চ্যুতিমুপেযুষি ভানৌ।
দ্যৌরুবাহ পরিবৃত্তিবিলোলাং হারযষ্টিমিব বাসরলক্ষ্মীম্ ॥ ২ ॥

অংশুপাণিভিরতীব পিপাসুঃ পদ্মজং মধু ভৃশং রসয়িত্বা ।
ক্ষীবতামিব গতঃ ক্ষিতিমেষ্যংল্লোহিতং বপুরুবাহ পতঙ্গঃ ॥ ৩ ॥

গম্যতামুপগতে নয়নানাং লোহিতায়তি সহস্রমরীচৌ ।
আসসাদ বিরহয্য ধরিত্রীং চক্রবাকহৃদ্যান্যভিতাপঃ ॥ ৪ ॥

মুক্তমূললঘুরুজ্ঝিতপূর্বঃ পশ্চিমে নভসি সম্ভৃতসান্দ্রঃ ।
সামি মজ্জতি রবৌ ন বিরেজে খিন্নজিহ্ম ইব রশ্মিসমূহঃ ॥ ৫ ॥

কান্তদূত্য ইব কুঙ্কুমতাম্রাঃ সায়মণ্ডনমভিত্বরয়ন্ত্যঃ ।
সাদরং দদৃশিরে বনিতাভিঃ সৌধজালপতিতা রবিভাসঃ ॥ ৬ ॥

অগ্রসানুষু নিতান্তপিশঙ্গৈর্ভূরুহান্মৃদুকরৈরবলম্ব্য ।
অস্তশৈলগহনং নু বিবস্বানাবিবেশ জলধিং নু মহীং নু ॥ ৭ ॥

আকুলশ্চলপতত্রিকুলানামারবৈরনুদিতৌষসরাগঃ ।
আযযাবহরিদশ্ববিপাণ্ডুস্তুল্যতাং দিনমুখেন দিনান্তঃ ॥ ৮ ॥

আস্থিতঃ স্থগিতবারিদপংক্ত্যা সংধ্যয়া গগনপশ্চিমভাগঃ ।
সোর্মিবিদ্রুমবিতানবিভাসা রঞ্জিতস্য জলধেঃ শ্রিয়মূহে ॥ ৯ ॥

প্রাঞ্জলাবপি জনে নতমূর্ধ্নি প্রেম তৎপ্রবণচেতসি হিত্বা ।
সংধ্যয়াহনুবিদধে বিরমন্ত্যা চাপলেন সুজনেতরমৈত্রী ॥ ১০ ॥

ঔষসাতপভয়াদপলীনং বাসরচ্ছবিবিরামপটীয়ঃ ।
সংনিপত্য শনকৈরথ নিম্নাদন্ধকারমুদবাপ সমানি ॥ ১১ ॥

একতামিব গতস্য বিবেকঃ কস্যচিন্ন মহতোঽপ্যুপলেভে ।
ভাস্বতা নিদধিরে ভুবনানামাত্মনীব পতিতেন বিশেষাঃ ॥ ১২ ॥

ইচ্ছতাং সহ বধূভিরভেদং যামিনীবিরহিণাং বিহগানাম্ ।
আপুরেব মিথুনানি বিয়োগং লঙ্ঘ্যতে ন খলু কালনিয়োগঃ ॥ ১৩

যচ্ছতি প্রতিমুখং দয়িতায়ৈ বাচমন্তিকগতেঽপি শকুন্তৌ ।
নীয়তে স্ম নতিমুজ্ঝিতহর্ষং পঙ্কজং মুখমিবাম্বুরুহিণ্যা ॥ ১৪ ॥

রঞ্জিতা নু বিবিধান্তরুশৈলা নামিতং নু গগনং স্থগিতং নু ।
পূরিতা নু বিষমেষু ধরিত্রী সংহৃতা নু ককুভস্তিমিরেণ ॥ ১৫ ॥

রাত্রিরাগমলিনানি বিকাসং পঙ্কজানি রহয়ন্তি বিহায় ।
স্পষ্টতারকমিয়ায় নভঃ শ্রীর্বস্তুমিচ্ছতি নিরাপদি সর্বঃ ॥ ১৬ ॥

ব্যানশে শশধরেণ বিমুক্তঃ কেতকীকুসুমকেসরপাণ্ডুঃ।
চূর্ণমুষ্টিরিব লম্ভিতকান্তির্বা বস্য দিশমংশুসমূহঃ ॥ ১৭ ॥

উজ্ঝতী শুচমিবাশু তমিস্রামন্তিকং ব্রজতি তারকরাজে।
দিক্প্রসাদগুণমণ্ডনমূহে রশ্মিহাসবিশদং মুখমৈন্দ্রী ॥ ১৮ ॥

নীলনীরজনিভে হিমগৌরং শৈলরুদ্ধবপুষঃ সিতরশ্মেঃ।
খে ররাজ নিপতৎকরজালং বারিধেঃ পয়সি গাঙ্গমিবাম্ভঃ ॥ ১৯ ॥

দ্যাং নিরুন্ধদতিনীলঘনাভং ধ্বান্তমুদ্যতকরেণ পুরস্তাৎ।
ক্ষিপ্যমাণমসিতেতরভাসা শম্ভুনেব করিচর্ম চকাসে ॥ ২০ ॥

অন্তিকান্তিকগতেন্দুবিসৃষ্টে জিহ্মতাং জহতি দীধিতিজালে।
নিঃসৃতস্তিমিরভারনিরোধাদুচ্ছ্বসন্নিব ররাজ দিগন্তঃ ॥ ২১ ॥

লেখয়া বিমলবিদ্রুমভাসা সততং তিমিরমিন্দুরুদাসে।
দংষ্ট্রয়া কনকটঙ্কপিশঙ্গ্যা মণ্ডলং ভুব ইবাদিবরাহঃ ॥ ২২ ॥

দীপয়ন্নথ নভঃ কিরণৌঘৈঃ কুঙ্কুমারুণপয়োধরগৌরঃ।
হেমকুম্ভ ইব পূর্বপয়োধেরুন্মমজ্জ শনকৈস্তুহিনাংশুঃ ॥ ২৩ ॥

উদ্গতেন্দুমবিভিন্নতমিস্রাং পশ্যতি স্ম রজনীমবিতৃপ্তঃ।
ব্যংশুকস্ফুটমুখীমতিজিহ্মাং ক্রীড়য়া নববধূমিব লোকঃ ॥ ২৪ ॥

ন প্রসাদমুচিতং গমিতা দ্যৌর্নোদ্দিখৃতং তিমিরমদ্রিবনেভ্যঃ।
দিঙ্মুখেষু ন চ ধাম বিকীর্ণং ভূষিতৈব রজনী হিমভাসা ॥ ২৫ ॥

মানিনীজনবিলোচনপাতানুষ্ণবাষ্পকলুষান্ প্রতিগৃহ্নন্।
মন্দমন্দমুদিতঃ প্রযযৌ খং ভীতভীত ইব শীতময়ূখঃ ॥ ২৬ ॥

শ্লিষ্যতঃ প্রিয়বধূরুপকণ্ঠং তারকান্ততকরস্য হিমাংশোঃ।
উদ্বমন্নভিররাজ সমন্তাদঙ্গরাগ ইব লোহিতরাগঃ ॥ ২৭ ॥

প্রেরিতঃ শশধরেণ করৌঘঃ সংহতান্যপি নুনোদ তমাংসি।
ক্ষীরসিন্ধুরিব মন্দরভিন্নঃ কাননান্যবিরলোচ্চতরূণি ॥ ২৮ ॥

শারতাং গমিতয়া শশিপাদৈশ্ছায়য়া বিটপিনাং প্রতিপেদে।
ন্যস্তশুক্লবলিচিত্রলতাভিস্তুল্যতা বসতি বেশ্মমহীভিঃ ॥ ২৯ ॥

আতপে ধৃতিমতা সহ বধ্বা যামিনীবিরহিণা বিহগেন।
সেহিরে ন কিরণা হিমরশ্মের্দুঃখিতে মনসি সর্বমসহ্যম্ ॥ ৩০ ॥

গন্ধমুগ্ধতরজঃকণবাহী বিক্ষিপন্বিকসতাং কুমুদানাম্ ।
আদুধাব পরিলীনবিহঙ্গা যামিনীমরুদপাং বনরাজীঃ ॥ ৩১ ॥

সংবিধাতুমভিষেকমুদাসে মন্মথস্য লসদংশুজলৌঘঃ ।
যামিনীবনিতয়া ততচিহ্নঃ সোৎপলো রজতকুম্ভ ইবেন্দুঃ ॥ ৩২ ॥

ওজসাপি খলু নূনমনূনং নাসহায়মুপযাতি জয়শ্রীঃ ।
যদ্বিভুঃ শশিময়ুখসখঃ সন্নাদদে বিজয়ি চাপমনঙ্গঃ ॥ ৩৩ ॥

সদ্মনাং বিরচনাহিতশোভৈরাগতপ্রিয়কথৈরপি দূতাম্ ।
সন্নিকৃষ্টরতিভিঃ সুরদারৈর্ভূষিতৈরপি বিভূষণমীষে ॥ ৩৪ ॥

ন স্রজো রুরুচিরে রমণীভ্যশ্চন্দনানি বিরহে মদিরা বা ।
সাধনেষু হি রতেরুপধত্তে রম্যতাং প্রিয়সমাগম এব ॥ ৩৫ ॥

প্রস্থিতাভিরধিনাথনিবাসং ধ্বংসিতপ্রিয়সখীবচনাভিঃ ।
মানিনীভিরপহস্তিতধৈর্যঃ সাদয়ন্নপি মদোঽবললম্বে ॥ ৩৬ ॥

কান্তবেশ্ম বহু সন্দিশতীভির্যাতমেব রতয়ে রমণীভিঃ ।
মন্মথেন পরিলুপ্তমতীনাং প্রায়শঃ স্খলিতমপ্যুপকারি ॥ ৩৭ ॥

আশু কান্তমভিসারিতবত্যা যোষিতঃ পুলকরুদ্ধকপোলম্ ।
নির্জগায় মুখাদিন্দুমখণ্ডং খণ্ডপত্রতিলকাকৃতি কান্ত্যা ॥ ৩৮ ॥

উচ্যতাং স বচনীয়মশেষং নেশ্বরে পরুষতা সখি সাধ্বী ।
আনয়ৈনমনুনীয় কথং বা বিপ্রিয়াণি জনয়ন্ননুনেয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

কিং গতেন ন হি যুক্তমুপৈতুং কঃ প্রিয়ে সুভগমানিনি মানঃ ।
যোষিতামিতি কথাসু সমেতৈঃ কামিভির্বহুরসা ধৃতিরূহে ॥ ৪০ ॥

যোষিতঃ পুলকরোধি দধত্যা ঘর্মবারি নবসঙ্গমজন্ম ।
কান্তবক্ষসি বভূব পতন্ত্যা মণ্ডনং লুলিতমণ্ডনতৈব ॥ ৪১ ॥

শীধুপানবিধুরাসু নিগৃহ্নন্মানমাশু শিথিলীকৃতলজ্জঃ ।
সঙ্গতাসু দয়িতৈরুপলেভে কামিনীষু সদনো নু মদো নু ॥ ৪২ ॥

দ্বারি চক্ষুরধিপাণি কপোলৌ জীবিতং ত্বয়ি কুতঃ কলহোঽস্যাঃ ।
কামিনামিতি বচঃ পুনরুক্তং প্রীতয়ে নবনবত্বমিয়ায় ॥ ৪৩ ॥

সাচি লোচনযুগং নময়ন্তী রুন্ধতী দয়িতবক্ষসি পাতম্ ।
সুভ্রুবো জনয়তি স্ম বিভূষাং সঙ্গতাবুপররাম চ লজ্জা ॥ ৪৪ ॥

সব্যলীকমবধীরিতখিন্নং প্রস্থিতং সপদি কোপপদেন।
যোষিতঃ সুহৃদিব স্ম রুণদ্ধি প্রাণনাথমভিবাষ্পনিপাতঃ ॥ ৪৫ ॥

শঙ্কিতায় কৃতবাষ্পনিপাতামীর্ষ্যয়া বিমুখিতাঃ দয়িতায়।
মানিনীমভিমুখাহিতচিত্তাং শংসতি স্ম ঘনরোমবিভেদঃ ॥ ৪৬ ॥

লোলদৃষ্টি বদনং দয়িতাশ্চুম্বতি প্রিয়তমে রভসেন।
ব্রীড়য়া সহ বিনীবি নিতম্বাদংশুকং শিথিলতামুপপেদে ॥ ৪৭ ॥

হ্রীতরা গলিতনীবি নিরস্যন্নন্তরীয়মবলম্বিতকাঞ্চি।
মণ্ডলীকৃতপৃথুস্তনভারং সস্বজে দয়িতয়া হৃদয়েশঃ ॥ ৪৮ ॥

আহৃতা নখপদৈঃ পরিরম্ভাশ্চুম্বিতানি ঘনদন্তনিপাতৈঃ।
সৌকুমার্যগুণসম্ভৃতকীর্তির্বাম এব সুরতেষ্বপি কামঃ ॥ ৪৯

পাণিপল্লববিধূননমন্তঃ সীৎকৃতানি নয়নার্ধনিমেষাঃ।
যোষিতাং রহসি গদ্গদবাচামস্ত্রতামুপযযুর্মদনস্য ॥ ৫০ ॥

পাতুমাহিতরতীন্যভিলেষুস্তর্ষয়ন্ত্যপুনরুক্তরসানি।
সস্মিতানি বদনানি বধূনাং সোৎপলানি চ মধূনি যুবানঃ ॥ ৫১ ॥

কান্তসংগমপরাজিতমন্যৌ বারুণীরসনশান্তবিবাদে।
মানিনীজন উপাহিতসংধৌ সংদধে ধনুষি নেষুমনঙ্গঃ ॥ ৫২ ॥

কুপ্যতাশু ভবতানতচিত্তাঃ কোপিতাংশ্চ বরিবস্যত যূনঃ।
ইত্যনেক উপদেশ ইব স্ম স্বাদ্যতে যুবতিভির্মধুবারঃ ॥ ৫৩ ॥

ভর্তৃভিঃ প্রণয়সংভ্রমদত্তাং বারুণীমতিরসাং রসয়িত্বা।
হ্রীবিমোহবিরহাদুপলেভে পাটবং নু হৃদয়ং নু বধূভিঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বাদিতঃ স্বয়মথৈধিতমানং লম্ভিতঃ প্রিয়তমৈঃ সহ পীতঃ।
আসবঃ প্রতিপদং প্রমদানাং নৈকরূপরসতামিব ভেজে ॥ ৫৫ ॥

ভ্রূবিলাসসুভগাননুকর্তুং বিভ্রমানিব বধূনয়নানাম্।
আদদে মৃদুবিলোলপলাশৈরুৎপলৈশ্চষকবীচিষু কম্পঃ ॥ ৫৬ ॥

ওষ্ঠপল্লববিদংশরুচীনাং হৃদ্যতামুপযযৌ রমণানাম্।
ফুল্ললোচনবিনীলসরোজৈরঙ্গনাস্যচষকৈর্মধুবারঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রাপ্যতে গুণবতাপি গুণানাং ব্যক্তমাশ্রয়বশেন বিশেষঃ।
তত্তথা হি দয়িতাননদত্তং ব্যানশে মধু রসাতিশয়েন ॥ ৫৮ ॥

বীক্ষ্য রত্নচষকেষ্বতিরিক্তাং কান্তদন্তপদমণ্ডনলক্ষ্মীম্ ।
জজ্ঞিরে বহুমতাঃ প্রমদানামোষ্ঠযাবকনুদো মধুবারাঃ ॥ ৫৯ ॥

লোচনাধরকৃতাহৃতরাগা বাসিতাননবিশেষিতগন্ধা ।
বারুণী পরগুণাত্মগুণানাং ব্যত্যয়ং বিনিময়ং নু বিতেনে ॥ ৬০ ॥

তুল্যরূপমসিতোৎপলমক্ষ্ণোঃ কর্ণগং নিরুপকারি বিদিত্বা ।
যোগিতঃ সুহৃদিব প্রবিভেজে লম্ভিতেক্ষণরুচির্মদরাগঃ ॥ ৬১ ॥

ক্ষীণযাবকরসোঽপ্যতিপানৈঃ কান্তদন্তপদসম্ভৃতশোভঃ ।
আযযাবতিতরামিব বধ্বাঃ সান্দ্রতামধরপল্লবরাগঃ ॥ ৬২ ॥

রাগকান্তনয়নেষু নিতান্তং বিদ্রুমারুণকপোলতলেষু ।
সর্বগাপি দদৃশে বনিতানাং দর্পণেষ্বিব মুখেষু মদশ্রীঃ ॥ ৬৩ ॥

বদ্ধকোপবিকৃতীরপি রামাশ্চারুতাভিমততামুপনিন্যে ।
বশ্যতাং মধুমদো দয়িতানামাত্মবর্গহিতমিচ্ছতি সর্বঃ ॥ ৬৪ ॥

বাসসাং শিথিলতামুপনাভি হ্রীনিরাসমপদে কুপিতানি ।
যোষিতাং বিদধতী গুণপক্ষে নির্মমার্জ মদিরা বচনীয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

ভর্তৃষূপসখি নিক্ষিপতীনামাত্মনো মধুমদোদ্যমিতানাম্ ।
ব্রীড়য়া বিফলয়া বনিতানাং ন স্থিতং ন বিগতং হৃদয়েষু ॥ ৬৬ ॥

রুন্ধতী নয়নবাক্যবিকাসং সাদিতোভয়করা পরিরম্ভে ।
ব্রীড়িতস্য ললিতং যুবতীনাং ক্ষীবতা বহুগুণৈরনুজহ্রে ॥ ৬৭ ॥

যোষিদুদ্ধতমনোভবরাগো মানবত্যপি যযৌ দয়িতাঙ্কম্ ।
কারয়ত্যনিভৃতা গুণদোষে বারুণী খলু রহস্যবিভেদম্ ॥ ৬৮ ॥

আহিতে নু মধুনা মধুরত্বে চেষ্টিতস্য গমিতে নু বিকাসম্ ।
আবভৌ নব ইবোদ্ধতরাগঃ কামিনীষ্ববসরঃ কুসুমেষোঃ ॥ ৬৯ ॥

মা গমন্মদবিমূঢ়ধিয়ো নঃ প্রোজ্ঝ্য রন্তুমিতি শঙ্কিতনাথাঃ ।
যোষিতো ন মদিরা ভৃশমীষুঃ প্রেম পশ্যতি ভয়ান্যপদেঽপি ॥ ৭০ ॥

চিত্তনির্বৃতিবিধায়ি বিবিক্তং মন্মথো মধুমদঃ শশিভাসঃ ।
সংগমশ্চ দয়িতৈঃ স্ম নয়ন্তি প্রেম কামপি ভুবং প্রমদানাম্ ॥ ৭১ ॥

ধার্ষ্ট্যলঙ্ঘিতযথোচিতভূমৌ নির্দয়ং বিলুলিতালকমাল্যে ।
মানিনীরতিবিধৌ কুসুমেষুর্মত্তমত্ত ইব বিভ্রমমাপ ॥ ৭২ ॥

শীধুপানবিধুরেষু বধূনাং নিঘ্নতামুপগতেষু বপুঃষু ।
ঈহিতং রতিরসাহিতভাবং বীতলক্ষ্যমপি কামিষু রেজে ॥ ৭৩ ।

অন্যোন্যরক্তমনসামথ বিভ্রতীনাং
চেতোভুবো হরিসখাপ্সরসাং নিদেশম্ !
বৈবোধিকধ্বনিবিভাবিতপশ্চিমার্ধা
সা সংহৃতেব পরিবৃত্তিমিয়ায় রাত্রিঃ ॥ ৭৪ ॥

নিদ্রাবিনোদিতনিতান্ত রতিক্লমানা-
মায়ামিমঙ্গলনিনাদবিবোধিতানাম্ ।
রামাসু ভাবিবিরহাকুলিতাসু যূনাং
তৎপূর্বতামিব সমাদধিরে রতানি ॥ ৭৫ ॥

কান্তাজনং সুরতখেদনিমীলিতাক্ষং
সংবাহিতুং সমুপযানিব মন্দমন্দম্ ।
হর্ম্যেষু মাল্যমদিরাপরিভোগগন্ধা-
নাবিশ্চকার রজনীপরিবৃত্তিবায়ুঃ ॥ ৭৬ ॥

আমোদবাসিতচলাধরপল্লবেষু
নিদ্রাকষায়িতবিপাটললোচনেষু ।
ব্যামৃষ্টপত্রতিলকেষু বিলাসিনীনাং
শোভাং ববন্ধ বদনেষু মদাবশেষঃ ॥ ৭৭ ॥

গতবতি নখলেখালক্ষ্যতামঙ্গরাগে
সমদদয়িতপীতাতাম্রবিম্বাধরাণাম্ ।
বিরহবিধুরমিষ্টা সৎসখীবাঙ্গনানাং
হৃদয়মবললম্বে রাত্রিসম্ভোগলক্ষ্মীঃ ॥ ৭৮ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে সুরসুন্দরীসম্ভোগবর্ণনো নাম নবমঃ সর্গঃ ।

× × × × × × × × × × × × দশমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অথ পরিমলজামবাপ্য লক্ষ্মীমবয়বদীপিতমণ্ডনশ্রিয়স্তাঃ ।
বসতিমভিবিহায় রম্যহাবাঃ সুরপতিসূনুবিলোভনায় জগ্মুঃ ॥ ১ ॥

দ্রুতপদমভিযাতুমিচ্ছতীনাং গমনপরিক্রমলাঘবেন তাসাম্ ।
অবনিষু চরণৈঃ পৃথুস্তনীনামলঘুনিতম্বতয়া চিরং নিষেদে ॥ ২ ॥

নিহিতসরসযাবকৈর্বভাসে চরণতলৈঃ কৃতপদ্ধতির্বধূনাম্ ।
অবিরলবিততেব শক্রগোপৈররুণিতনীলতৃণোলপা ধরিত্রী ॥ ৩ ॥

ধ্বনিরগবিবরেষু নূপুরাণাং পৃথুরশনাগুণশিঞ্জিতানুযাতঃ।
প্রতিরববিততো বনানি চক্রে মুখরসমুৎসুকহংসসারসানি ॥ ৪ ॥

অবচয়পরিভোগবন্তি হিংস্রৈঃ সহচরিতান্যমৃগাণি কাননানি।
অভিদধুরভিতো মুনিং বধূভ্যঃ সমুদিতসাধ্বসবিক্লবং চ চেতঃ ॥ ৫ ॥

নৃপতিমুনিপরিগ্রহেণ সা ভূঃ সুরসচিবাপ্সরসাং জহার তেজঃ।
উপহিতপরমপ্রভাবধাম্নাং ন হি জয়িনাং তপসামলঙ্ঘ্যমস্তি ॥ ৬ ॥

সচকিতমিব বিস্ময়াকুলাভিঃ শুচিসিকতাস্বতিমানুষাণি তাভিঃ।
ক্ষিতিষু দদৃশিরে পদানি জিষ্ণোরুপহিতকেতুরথাঙ্গলাঞ্ছনানি ॥ ৭ ॥

অতিশয়িতবনান্তরদ্যুতীনাং ফলকুসুমাবচয়েঽপি তদ্বিধানাম্।
ঋতুরিব তরুবীরুধাং সমৃদ্ধ্যা যুবতিজনৈর্জগৃহে মুনিপ্রভাবঃ ॥ ৮ ॥

মৃদিতকিসলয়ঃ সুরাঙ্গনানাং সসলিলবল্কলভারভুগ্নশাখঃ।
বহুমতিমধিকাং যযাবশোকঃ পরিজনতাপি গুণায় সদ্গুণানাম্ ॥ ৯ ॥

যমনিয়মকৃশীকৃতস্থিরাঙ্গঃ পরিদদৃশে বিধৃতায়ুধঃ স তাভিঃ।
অনুপমশমদীপ্ততাগরীয়ান্ কৃতপদপংক্তিরথর্বণেব বেদঃ ॥ ১০ ॥

শশধর ইব লোচনাভিরামৈর্গগনবিসারিভিরংশুভিঃ পরীতঃ।
শিখরনিচয়মেকসানুসদ্মা সকলমিবাপি দধন্মহীধরস্য ॥ ১১ ॥

সুরসরিতি পরং তপোঽধিগচ্ছন্ বিধৃতপিশঙ্গবৃহজ্জটাকলাপঃ।
হবিরিব বিততঃ শিখাসমূহৈঃ সমভিলষন্নুপবেদি জাতবেদাঃ ॥ ১২ ॥

সদৃশমতনুমাকৃতেঃ প্রযত্নং তদনুগুণামপরৈঃ ক্রিয়ামলঙ্ঘ্যাম্।
দধদলঘু তপঃ ক্রিয়ানুরূপং বিজয়বতীং চ তপঃ সমাং সমৃদ্ধিম্ ॥ ১৩ ॥

চিরমিয়কৃশোঽপি শৈলসারঃ শমনিরতোঽপি দুরাসদঃ প্রকৃত্যা।
সসচিব ইব নির্জনেঽপি তিষ্ঠন্মুনিরপি তুল্যরুচিস্ত্রিলোকভর্তুঃ ॥ ১৪ ॥

তনুমবজিতলোকসারধাম্নীং ত্রিভুবনগুপ্তিসহাং বিলোকয়ন্ত্যঃ।
অবযযুরমরস্ত্রিয়োঽস্য যত্নং বিজয়ফলে বিফলং তপোধিকারে ॥ ১৫ ॥

মুনিদনুতনয়ান্ বিলোভ্য সদ্যঃ প্রতনুবলান্যধিতিষ্ঠতস্তপাংসি।
অলঘুনি বহু মেনিরে চ তাঃ স্বং কুলিশভৃতা বিহিতং পদে নিয়োগম্ ॥ ১৬

অথ কৃতকবিলোভনং বিধিৎসো যুবতিজনে হরিসূনুদর্শনেন।
সভ্রমবততার চিত্তজন্মা হরতি মনো মধুরা হি যৌবনশ্রীঃ ॥ ১৭ ॥

সপদি হরিসখৈর্বধূনিদেশাদ্ধ্বনিতমনোরমবল্লকীমৃদঙ্গৈঃ ।
যুগপদৃতুগণস্য সংবিধানং বিয়তি বনে চ যথাযথং বিতেনে ॥ ১৮ ॥

সজলজলধরং নভো বিরেজে বিবৃতিমিযায় রুচিস্তড়িল্লতানাম্ ।
ব্যবহিতরতিবিগ্রহৈর্বিতেনে জলগুরুভিঃ স্তনিতৈর্দিগন্তরেষু ॥ ১৯ ॥

পরিসুরপতিসূনুধাম সদ্যঃ সমুপদধন্মুকুলানি মালতীনাম্ ।
বিরলমপজহার বদ্ধবিন্দুঃ সরজসতামবনেরপাং নিপাতঃ ॥ ২০ ॥

প্রতিদিশমভিগচ্ছতাভিমৃষ্টঃককুভবিকাসসুগন্ধিনানিলেন ।
নব ইব বিবভৌ সচিত্তজন্মা গতধৃতিরাকুলিতশ্চ জীবলোকঃ ॥ ২১ ॥

ব্যথিতমপি ভৃশং মনো হরন্তী পরিণতজম্বুফলোপভোগহৃষ্টা ।
পরভৃতযুবতিঃ স্বনং বিতেনে নবনবযোজিতকণ্ঠরাগরম্যম্ ॥ ২২ ॥

অভিভবতি মনঃ কদম্ববায়ৌ মদমধুরে চ শিখণ্ডিনাং নিনাদে ।
জন ইব ন ধৃতেশ্চচাল জিষ্ণুর্ন হি মহতাং সুকরঃ সমাধিভঙ্গঃ ॥ ২৩ ॥

ধৃতবিসবলয়াবলির্বহন্তী কুমুদবনৈকদুকূলমাত্তবাণা ।
শরদমলতলে সরোজপাণৌ ঘনসময়েন বধূরিবাললম্বে ॥ ২৪ ॥

সমদশিখিরুতানি হংসনাদৈঃ কুমুদবনানি কদম্বপুষ্পবৃষ্ট্যা ।
শ্রিয়মতিশয়িনীং সমেত্য জগ্মুর্গুণমহতাং মহতে গুণায় যোগঃ ॥ ২৫ ॥

সরজসমপহায় কেতকীনাং প্রসবমুপান্তিকনীপরেণুকীর্ণম্ ।
প্রিয়মধুরসনানি ষট্পদালী মলিনয়তি স্ম বিলীনবন্ধনানি ॥ ২৬ ॥

মুকুলিতমতিশয্য বন্ধুজীবং ধৃতজলবিন্দুষু শাদ্বলস্থলীষু ।
অবিরলবপুষঃ সুরেন্দ্রগোপা বিকচপলাশচয়শ্রিয়ং সমীয়ুঃ ॥ ২৭ ॥

অবিরলফলিনীবনপ্রসূনঃ কুসুমিতকুন্দসুগন্ধিগন্ধবাহঃ ।
গুণমসমযজং চিরায় লেভে বিরলতুষারকণস্তুষারকালঃ ॥ ২৮ ॥

নিচয়িনি লবলীলতাবিকাশে জনয়তি লোধ্রসমীরণে চ হর্ষম্ ।
বিকৃতিমুপযযৌ ন পাণ্ডুসূনুশ্চলতি নয়ান্ন জিগীষতাং হি চেতঃ ॥ ২৯ ॥

কতিপয়সহকারপুষ্পরম্যস্তনুতুহিনোঽল্পবিনিদ্রসিন্ধুবারঃ ।
সুরভিমুখহিমাগমান্তশংসী সমুপযযৌ শিশিরঃ স্মরৈকবন্ধুঃ ॥ ৩০ ॥

কুসুমনগবনান্যুপৈতুকামা কিসলয়িনীমবলম্ব্য চূতযষ্টিম্ ।
ক্বণদলিকুলনূপুরা নিরাসে নলিনবনেষু পদং বসন্তলক্ষ্মীঃ ॥ ৩১ ॥

বিকসিতকুসুমাধরং হসন্তীং কুরবকরাজিবধূং বিলোকয়ন্তম্ ।
দদৃশুরিব সুরাঙ্গনা নিষণ্ণং সশরমনঙ্গমশোকপল্লবেষু ॥ ৩২ ॥

মুহুরনুপততা বিধূয়মানং বিরচিতসংহৃতি দক্ষিণানিলেন ।
অলিকুলমলকাকৃতিং প্রপেদে নলিনমুখান্তবিসর্পিপঙ্কজিন্যাঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্বসনচলিতপল্লবাধরোষ্ঠে নবনিহিতের্ষ্যমিবাবধূনয়ন্তী ।
মধুসুরভিণি ষট্পদেন পুষ্পে মুখ ইব শাললতাবধূশ্চুচুম্বে ॥ ৩৪ ॥

প্রভবতি ন তদা পরো বিজেতুং ভবতি জিতেন্দ্রিয়তা যদাত্মরক্ষা ।
অবজিতভুবনস্তথা হি লেভে সিততুরগে বিজয়ং ন পুষ্পমাসঃ ॥ ৩৫ ॥

কথমিব তব সম্মতির্ভবিত্রী সমমৃতুভির্মুনিনাবধীরিতস্য !
ইতি বিরচিতমল্লিকাবিকাসঃ স্ময়ত ইব স্ম মধুং নিদাঘকালঃ ॥ ৩৬ ॥

বলবদপি বলং মিথোবিরোধি প্রভবতি নৈব বিপক্ষনির্জয়ায় ।
ভুবনপরিভবী ন যত্তদানীং তমৃতুগণঃ ক্ষণমুন্মনীচকার ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতিসুখমুপবীণিতং সহায়ৈরবিরললাঞ্ছনহারিণশ্চ কালাঃ ।
অবিহিতহরিসূনুবিক্রিয়াণি ত্রিদশবধূষু মনোভবং বিতেনুঃ ॥ ৩৮ ॥

ন দলতি নিচয়ে তথোৎপলানাং ন চ বিষমচ্ছদগুচ্ছযূথিকাসু ।
অভিরতিমুপলেভিরে যথাসাং হরিতনয়াবয়বেষু লোচনানি ॥ ৩৯ ॥

মুনিমভিমুখতাং নিনীষবো যাঃ সমুপযযুঃ কমনীয়তাগুণেন ।
মদনমুপদধে স এব তাসাং দুরধিগমা হি গতিঃ প্রয়োজনানাম্ ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতমনুসসার নাভিনেয়ং প্রবিকসদঙ্গুলি পাণিপল্লবং বা ।
প্রথমমুপহিতং বিলাসি চক্ষুঃ সিততুরগে ন চচাল নর্তকীনাম্ ॥ ৪১ ॥

অভিনয়মনসঃ সুরাঙ্গনায়া নিহিতমলক্তকবর্তনাভিতাম্রম্ ।
চরণমভিপপাত ষট্পদালী ধৃতনবলোহিতপঙ্কজাভিশঙ্কা ॥ ৪২ ॥

অবিরলমলসেষু নর্তকীনাং দ্রুতপরিষিক্তমলক্তং পদেষু ।
সবপুষমিব চিত্তরাগমূহুর্নমিতশিখানি কদম্বকেসরাণি ॥ ৪৩ ॥

নৃপসুতমভিতঃ সমন্মথায়াঃ পরিজনগাত্রতিরোহিতাঙ্গযষ্টেঃ ।
স্ফুটমভিলষিতং বভুব বধ্বা বদতি হি সংবৃতিরেব কামিতানি ॥ ৪৪ ॥

অভিমুনি সহসা হৃতে পরস্যা ঘনমরুতা জঘনাংশুকৈকদেশে ।
চকিতমবসনোরু সত্রপায়াঃ প্রতিযুবতীরপি বিস্ময়ং নিনায় ॥ ৪৫ ॥

ধৃতবিসবলয়ে নিধায় পাণৌ মুখমধিরূষিতপাণ্ডুগণ্ডলেখম্ ।
নৃপসুতমপরা স্মরাভিতাপাদমধুমদালসলোচনং নিদধ্যৌ ॥ ৪৬ ॥

সখি দয়িতমিহানয়েতি সা মাং প্রহিতবতী কুসুমেষুণাভিতপ্তা ।
হৃদয়মহৃদয়া ন নাম পূর্বং ভবদুপকণ্ঠমুপাগতং বিবেদ ॥ ৪৭ ॥

চিরমপি কলিতান্যপারয়ন্ত্যা পরিগদিতুং পরিশুষ্যতা মুখেন ।
গতঘৃণ গমিতানি মৎসখীনাং নয়নযুগৈঃ সমমার্দ্রতাং মনাংসি ॥ ৪৮ ॥

অচকমত সপল্লবাং ধরিত্রীং মৃদুসুরভিং বিরহয্য পুষ্পশয্যাম্ ।
ভৃশমরতিমবাপ্য তত্র চাস্যাস্তব সুখশীতমুপৈতুমঙ্কমিচ্ছা ॥ ৪৯ ॥

তদনঘ তনুরস্তু সা সকামা ব্রজতি পুরা হি পরাসুতাং ত্বদর্থে ।
পুনরপি সুলভং তপোঽনুরাগী যুবতিজনঃ খলু নাপ্যতেঽনুরূপঃ ॥ ৫০ ॥

জহিহি কঠিনতাং প্রযচ্ছ বাচং ননু করুণামৃদু মানসং মুনীনাম্ ।
উপগতমবধীরয়ন্ত্যভব্যাঃ স নিপুণমেত্য কয়াচিদেবমূচে ॥ ৫১ ॥

সললিতচলিতত্রিকাভিরামাঃ শিরসিজসংযমনাকুলৈকপাণিঃ ।
সুরপতিতনয়েঽপরা নিরাসে মনসিজজৈত্রশরং বিলোচনার্ধম্ ॥ ৫২ ॥

কুসুমিতমবলম্ব্য চূতমুচ্চৈস্তনুরিভকুম্ভপৃথুস্তনা নতাঙ্গী ।
তদভিমুখমনঙ্গচাপযষ্টির্বিসৃতগুণেব সমুন্ননাম কাচিৎ ॥ ৫৩ ॥

সরভসমবলম্ব্য নীলমন্যা বিগলিতনীবি বিলোলমন্তরীয়ম্ ।
অভিপতিতুমনাঃ সসাধ্বসেব চ্যুতরশনাগুণসংদিতাবতস্থে ॥ ৫৪ ॥

যদি মনসি শমঃ কিমঙ্গ চাপং শঠ বিষয়াস্তব বল্লভা ন মুক্তিঃ ।
ভবতু দিশতি নান্যকামিনীভ্যস্তব হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরাবকাশম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি বিষমিতচক্ষুষাভিধায় স্ফুরদধরোষ্ঠমসূয়য়া কদাচিৎ ।
অগণিতগুরুমানলজ্জয়াঽসৌ স্বয়মুরসি শ্রবণোৎপলেন জঘ্নে ॥ ৫৬ ॥

সবিনয়মপরাভিসৃত্য সাচি স্মিতসুভগৈকলসৎকপোললক্ষ্মীঃ ।
শ্রবণনিয়মিতেন তাং নিদধ্যৌ সকলমিবাসকলেন লোচনেন ॥ ৫৭ ॥

করুণমভিহিতং ত্রপা নিরস্তাতদভিমুখং চ বিমুক্তমশ্রু তাভিঃ ।
প্রকুপিতমভিসারণেঽনুনেতুং প্রিয়মিয়তী হ্যবলাজনস্য ভূমিঃ ॥ ৫৮ ॥

অসকলনয়নেক্ষিতানি লজ্জা গতমলসং পরিপাণ্ডুতা বিষাদঃ ।
ইতি বিবিধমিয়ায় তাসু ভূষাং প্রভবতি মণ্ডয়িতুং বধূরনঙ্গঃ ॥ ৫৯ ॥

অলসপদমনোরমং প্রকৃত্যা জিতকলহংসবধূগতি প্রয়াতম্ ।
স্থিতমুরুজঘনস্থলাতিভারাদুদিতপরিশ্রমজিহ্মিতেক্ষণং বা ॥ ৬০ ॥

ভৃশকুসুমশরেষুপাতমোহাদনবসিতার্থপদাকুলোঽভিলাষঃ ।
অধিকবিততলোচনং বধূনামযুগপদুন্নমিতভ্রু বীক্ষিতং চ ॥ ৬১ ॥

রুচিকরমপি নার্থবদ্ বভূব স্তিমিতসমাধিশুচৌ পৃথাতনূজে ।
জ্বলয়তি মহতাং মনাংস্যমর্ষে ন হি লভতেঽবসরং সুখাভিলাষঃ ॥ ৬২ ॥

স্বয়ং সংরাধ্যৈবং শতমখমখণ্ডেন তপসা
পরোচ্ছিত্ত্যা লভ্যামভিলষতি লক্ষ্মীং হরিসুতে ।
মনোভিঃ সোদ্বেগৈঃ প্রণয়বিহতিধ্বস্তরুচয়ঃ
সগন্ধর্বা ধাম ত্রিদশবনিতাঃ স্বং প্রতিযযুঃ ॥ ৬৩ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে 'অর্জুনাবলোভন-প্রত্যাখ্যানো' নাম দশমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × একাদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অথামর্ষান্নিসর্গাচ্চ জিতেন্দ্রিয়তয়া তয়া ।
আজগামাশ্রমং জিষ্ণোঃ প্রতীতঃ পাকশাসনঃ ॥ ১ ॥

মুনিরূপোঽনুরূপেন সূনুনা দদৃশে পুরঃ ।
দ্রাঘীয়সা বয়োতীতঃ পরিক্লান্তঃ কিলাধ্বনা ॥ ২ ॥

জটানাং কীর্ণয়া কেশৈঃ সংহত্যা পরিতঃ সিতৈঃ ।
পৃক্তয়েন্দুকরৈরহ্নঃ পর্যন্ত ইব সংধ্যয়া ॥ ৩ ॥

বিশদভ্রূযুগচ্ছন্নবলিতাপাঙ্গলোচনঃ ।
প্রালেয়াবততিম্লানপলাশাব্জ ইব হ্রদঃ ॥ ৪ ॥

আসক্তভরণীকাশৈরঙ্গৈঃ পরিকৃশৈরপি ।
আদ্যূনঃ সদ্গৃহিণ্যেব প্রায়ো যষ্ট্যাবলম্বিতঃ ॥ ৫ ॥

গূঢ়োঽপি বপুষা রাজন্ ধাম্না লোকাভিভাবিনা ।
অংশুমানিব তন্বভ্রপটলচ্ছন্নবিগ্রহঃ ॥ ৬ ॥

জরতীমপি বিভ্রাণস্তনুমপ্রাকৃতাকৃতিঃ ।
চকারাক্রান্তলক্ষ্মীকঃ সসাধ্বসমিবাশ্রমম্ ॥ ৭ ॥

অভিতস্তং পৃথাসূনুঃ স্নেহেন পরিতস্তরে।
অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ ॥ ৮ ॥

আতিথেয়ীমথাসাদ্য সুতাদপচিতিং হরিঃ।
বিশ্রম্য বিষ্টরে নাম ব্যাজহারেতি ভারতীম্ ॥ ৯ ॥

ত্বয়া সাধু সমারম্ভি নবে বয়সি যত্তপঃ।
হ্রিয়তে বিষয়ৈঃ প্রায়ো বর্ষীয়ানপি মাদৃশঃ ॥ ১০ ॥

শ্রেয়সীং তব সংপ্রাপ্তা গুণসম্পদমাকৃতিঃ।
সুলভা রম্যতা লোকে দুর্লভং হি গুণার্জনম্ ॥ ১১ ॥

শরদম্বুধরচ্ছায়া গত্বর্যো যৌবনশ্রিয়ঃ।
আপাতরম্যা বিষয়াঃ পর্যন্তপরিতাপিনঃ ॥ ১২ ॥

অন্তকঃ পর্যবস্থাতা জন্মিনঃ সংততাপদঃ।
ইতি ত্যাজ্যে ভবে ভব্যো মুক্তাবুত্তিষ্ঠতে জনঃ ॥ ১৩ ॥

চিত্তবানসি কল্যাণী যত্ত্বাং মতিরুপস্থিতা।
বিরুদ্ধঃ কেবলং বেষঃ সংদেহয়তি মে মনঃ ॥ ১৪ ॥

যুযুৎসুনেব কবচং কিমামুক্তমিদং ত্বয়া।
তপস্বিনো হি বসতে কেবলাজিনবল্কলে ॥ ১৫ ॥

প্রপিৎসোঃ কিং চ তে মুক্তিং নিঃস্পৃহস্য কলেবরে।
মহেষুধী ধনুর্ভীমং ভূতানামনভিদ্রুহঃ ॥ ১৬ ॥

ভয়ঙ্করঃ প্রাণভৃতাং মৃত্যোর্ভুজ ইবাপরঃ।
অসিস্তব তপঃস্থস্য ন সমর্থয়তে শমম্ ॥ ১৭ ॥

জয়মত্রভবান্নূনমরাতিষ্বভিলাষুকঃ।
ক্রোধলক্ষ্ম ক্ষমাবন্তঃ ক্বায়ুধং ক্ব তপোধনাঃ ॥ ১৮ ॥

যঃ করোতি বধোদর্কা নিঃশ্রেয়সকরীঃ ক্রিয়াঃ।
গ্লানিদোষচ্ছিদঃ স্বচ্ছাঃ স মূঢ়ঃ পঙ্কয়ত্যপঃ ॥ ১৯ ॥

মূলং দোষস্য হিংসাদেরর্থকামৌ স্ম মা পুষঃ।
তৌ হি তত্ত্বাববোধস্য দুরুচ্ছেদাবুপপ্লবৌ ॥ ২০ ॥

অভিদ্রোহেণ ভূতানামর্জয়ন্ গত্বরীঃ শ্রিয়ঃ।
উদন্বানিব সিন্ধূনামাপদামেতি পাত্রতাম্ ॥ ২১ ॥

যা গম্যাঃ সৎসহায়ানাং যাসু খেদো ভয়ং যতঃ।
তাসাং কিং যন্ন দুঃখায় বিপদামিব সম্পদাম্‌ ॥ ২২ ॥

দুরাসদানরীনুগ্রান্‌ ধৃতেবির্শ্বাসজন্মনঃ।
ভোগান্‌ ভোগানিবাহেয়ানধ্যাস্যাপন্ন দুর্লভা ॥ ২৩ ॥

নাস্তরজ্ঞাঃ শ্রিয়োঃ জাতু প্রিয়ৈরাসাং ন ভূয়তে।
আসক্তাস্তাস্বমী মূঢ়া বামশীলা হি জন্তবঃ ॥ ২৪ ॥

কোঽপবাদঃ স্তুতিপদে যদশীলেষু চঞ্চলাঃ।
সাধুবৃত্তানপি ক্ষুদ্রা বিক্ষিপন্ত্যেব সম্পদঃ ॥ ২৫ ॥

কৃতবাননন্যদেহেষু কর্তা চ বিধুরং মনঃ।
অপ্রিয়ৈরিব সংযোগো বিপ্রয়োগঃ প্রিয়ৈঃ সহ ॥ ২৬ ॥

শূন্যমাকীর্ণতামেতি তুল্যং ব্যসনমুৎসবৈঃ।
বিপ্রলম্ভোঽপি লাভায় সতি প্রিয়সমাগমে ॥ ২৭ ॥

তদা রম্যাণ্যরম্যাণি প্রিয়াঃ শল্যং তদাসবঃ।
তদৈকাকী সবন্ধুঃ সন্নিষ্টেন রহিতো যদা ॥ ২৮ ॥

যুক্তঃ প্রমাদ্যসি হিতাদপেতঃ পরিতপ্যসে।
যদি নেষ্টাত্মনঃ পীড়া মা সঞ্জি ভবতা জনে ॥ ২৯ ॥

জহিমনোঽস্য স্থিতিং বিদ্বাংল্লক্ষ্মীমিব চলাচলাম্‌।
ভবান্মা স্ম বধীন্ন্যায্যং ন্যায়াধারা হি সাধবঃ ॥ ৩০ ॥

বিজহীহি রণোৎসাহং মা তপঃ সাধু নীনশঃ।
উচ্ছেদং জন্মনঃ কর্তুমেধি শান্তস্তপোধন ॥ ৩১ ॥

জীয়ন্তাং দুর্জয়া দেহে রিপবশ্চক্ষুরাদয়ঃ।
জিতেষু ননু লোকোঽয়ং তেষু কৃৎস্নস্ত্বয়া জিতঃ ॥ ৩২ ॥

পরবানর্থসংসিদ্ধৌ নীচবৃত্তিরপত্রপঃ।
অবিধেয়েন্দ্রিয়ঃ পুংসাং গৌরিবৈতি বিধেয়তাম্‌ ॥ ৩৩ ॥

শ্বস্ত্বয়া সুখসংবিত্তিঃ স্মরণীয়াঽধুনাতনী।
ইতি স্বপ্নোপমান্‌ মত্বা কামান্‌ মা গাস্তদঙ্গতাম্‌ ॥ ৩৪ ॥

শ্রদ্ধেয়া বিপ্রলব্ধারঃ প্রিয়া বিপ্রিয়কারিণঃ।
সুদুস্ত্যজাস্ত্যজন্তোঽপি কামাঃ কষ্টা হি শত্রবঃ ॥ ৩৫ ॥

বিবিক্তেঽস্মিন্নগে ভূয়ঃ প্লাবিতে জহ্নুকন্যয়া।
প্রত্যাসীদতি মুক্তিস্ত্বাং পুরা মা ভূরুদায়ুধঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাহৃত্য মরুতাং পত্যাবিতি বাচমবস্থিতে।
বচঃ প্রশ্রয়গম্ভীরমথোবাচ কপিধ্বজঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রসাদরম্যমোজস্বি গরীয়ো লাঘবান্বিতম্।
সাকাঙ্ক্ষমনুপস্কারং বিশ্বগ্গতি নিরাকুলম্ ॥ ৩৮ ॥

ন্যায়নির্ণীতসারত্বান্নিরপেক্ষমিবাগমে।
অপ্রকম্প্যতয়াহন্যৈষামাম্নায়বচনোপমম্ ॥ ৩৯ ॥

অলঙ্ঘ্যত্বাজ্জনৈরন্যৈঃ ক্ষুভিতোদম্বদূর্জিতম্।
ঔদার্যাদর্থসম্পত্তেঃ শান্তং চিত্তমৃষেরিব ॥ ৪০ ॥

ইদমীদৃগ্গুণোপেতং লব্ধাবসরসাধনম্।
ব্যাকুর্যাৎ কঃ প্রিয়ং বাক্যং যো বক্তা নেদৃগাশয়ঃ ॥ ৪১

ন জ্ঞাতং তাত যত্নস্য পৌর্বাপর্যমমুষ্য তে।
শাসিতুং যেন মাং ধর্মং মুনিভিস্তুল্যমিচ্ছসি ॥ ৪২ ॥

অবিজ্ঞাতপ্রবন্ধস্য বচো বাচস্পতেরপি।
ব্রজত্যফলতামেব নয়দ্রুহ ইবেহিতম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রেয়সোঽপ্যস্য তে তাত বচসো নাস্মি ভাজনম্।
নভসঃ স্ফুটতারস্য রাত্রেরিব বিপর্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ক্ষত্রিয়স্তনয়ঃ পাণ্ডোরহং পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
স্থিতঃ প্রাস্তস্য দায়াদৈর্ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শাসনে ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদেশাদ্বিভর্মি ব্রতমীদৃশম্।
ভৃশমারাধনে যত্তঃ স্বারাধ্যস্য মরুত্বতঃ ॥ ৪৬ ॥

দুরক্ষান্দীব্যতা রাজ্ঞা রাজ্যমাত্মা বয়ং বধূঃ।
নীতানি পণতাং নূনমীদৃশী ভবিতব্যতা ॥ ৪৭ ॥

তেনানুজসহায়েন দ্রৌপদ্যা চ ময়া বিনা।
ভৃশমায়ামিয়ামাসু যামিনীষ্বভিতপ্যতে ॥ ৪৮ ॥

হৃতোত্তরীয়াং প্রসভং সভায়ামাগতহ্রিয়ঃ।
মর্মচ্ছিদা নো বচসা নিরতক্ষন্নরাতয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

উপাধত্ত সপত্নেষ্ কৃষ্ণায়া গুরুসন্নিধৌ ।
ভাবমানয়নে সত্যাঃ সত্যঙ্কারমিবান্তকঃ ॥ ৫০ ॥

তামৈক্ষন্ত ক্ষণং সভ্যা দুঃশাসনপুরঃসরাম্ ।
অভিসায়ার্কমাবৃত্তাং ছায়ামিব মহাতরোঃ ॥ ৫১ ॥

অযথার্থক্রিয়ারম্ভৈঃ পতিভিঃ কিং তবেক্ষিতৈঃ ।
অরুধ্যেতামিতীবাস্যা নয়নে বাষ্পবারিণা ॥ ৫২ ॥

সোঢ়বান্নো দশামন্ত্যাং জ্যায়ানেব গুণপ্রিয়ঃ ।
সুলভো হি দ্বিষাং ভঙ্গো দুর্লভা সৎস্ববাচ্যতা ॥ ৫৩ ॥

স্থিত্যতিক্রান্তিভীরূণি স্বচ্ছান্যাকুলিতান্যপি ।
তোয়ানি তোয়রাশীনাং মনাংসি চ মনস্বিনাম্ ॥ ৫৪ ॥

ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সহ প্রীতিবৈরমস্মাস্বসূয়ত ।
অসন্মৈত্রী হি দোষায় কূলচ্ছায়েব সেবিতা ॥ ৫৫ ॥

অপবাদাদভীতস্য সমস্য গুণদোষয়োঃ ।
অসদ্বৃত্তেরহোবৃত্তং দুর্বিভাবং বিধেরিব ॥ ৫৬ ॥

ধ্বংসেত হৃদয়ং সদ্যঃ পরিভূতস্য মে পরৈঃ ।
যদ্যমর্ষঃ প্রতীকারং ভুজালম্বং ন লম্ভয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

অবধূয়ারিভিনীতা হরিণৈস্তুল্যবৃত্তিতাম্ ।
অন্যোন্যস্যাপি জিহ্রীমঃ কিং পুনঃ সহবাসিনাম্ ॥ ৫৮ ॥

শক্তিবৈকল্যনম্রস্য নিঃসারত্বাল্লঘীয়সঃ ।
জন্মিনো মানহীনস্য তৃণস্য চ সমা গতিঃ ॥ ৫৯ ॥

অলঙ্ঘ্যং তত্তদুদ্বীক্ষ্য যদ্যদুচ্চৈর্মহীভৃতাম্ ।
প্রিয়তাং জ্যায়সীং মা গান্মহতাং কেন তুঙ্গতা ॥ ৬০ ॥

তাবদাশ্রীয়তে লক্ষ্ম্যা তাবদস্য স্থিরং যশঃ ।
পুরুষস্তাবদেবাসৌ যাবন্মানান্ন হীয়তে ॥ ৬১ ॥

স পুমানর্থবজ্জন্মা যস্য নাম্নি পুরঃস্থিতে ;
নান্যামঙ্গুলিমভ্যেতি সংখ্যায়ামুদ্যতাঙ্গুলিঃ ॥ ৬২ ॥

দুরাসদবনজ্যায়ান্ গম্যস্তুঙ্গোঽপি ভূধরঃ ।
ন জহাতি মহৌজস্কং মানপ্রাংশুমলঙ্ঘ্যতা ॥ ৬৩ ॥

গুরুস্কুর্বন্তি তে বংশ্যানন্বর্থা তৈর্বসুন্ধরা ।
যেষাং যশাংসি শুভ্রাণি হ্রেপয়ন্তীন্দুমণ্ডলম্ ॥ ৬৪ ॥

উদাহরণমাশীঃষু প্রথমে তে মনস্বিনাম্ ।
শুষ্কেঽশনিরিবামর্ষো যৈররাতিষু পাত্যতে ॥ ৬৫ ॥

ন সুখং প্রার্থয়ে নার্থমুদন্বদ্বীচিচঞ্চলম্ ।
নানিত্যতাশনেস্ত্রস্যন্ বিবিক্তং ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ৬৬ ॥

প্রমার্ষ্টুময়শঃপঙ্কমিচ্ছেয়ং ছদ্মনা কৃতম্ ।
বৈধব্যতাপিতারাতিবনিতালোচনাম্বুভিঃ ॥ ৬৭ ॥

অপহস্যোঽথবা সদ্ভিঃ প্রমাদো বাস্তু মে ধিয়ঃ ।
অস্থানবিহিতায়াসঃ কামং জিহ্রেতু বা ভবান্ ॥ ৬৮ ॥

বংশলক্ষ্মীমনুদ্ধৃত্য সমুচ্ছেদেন বিদ্বিষাম্ ।
নির্বাণমপি মন্যেঽহমন্তরায়ং জয়শ্রিয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

অজন্মা পুরুষস্তাবদ্গতাসুস্তৃণমেব বা ।
যাবন্নেষুভিরাদত্তে বিলুপ্তমরিভির্যশঃ ॥ ৭০ ॥

অনির্জয়েন দ্বিষতা যস্যামর্ষঃ প্রশাম্যতি ।
পুরুষোক্তিঃ কথং তস্মিন্ ব্রূহি ত্বং হি তপোধন ॥ ৭১

কৃতং পুরুষশব্দেন জাতিমাত্রাবলম্বিনা ।
যোঽঙ্গীকৃতগুণৈঃ শ্লাঘ্যঃ সবিস্ময়মুদাহৃতঃ ॥ ৭২ ॥

গ্রসমানমিবৌজাংসি সহসা গৌরবেরিতম্ ।
নাম যস্যাভিনন্দন্তি দ্বিষোঽপি স পুমান্ পুমান্ ॥ ৭৩ ।

যথাপ্রতিজ্ঞং দ্বিষতাং যুধি প্রতিচিকীর্ষতা ।
মমৈবাধ্যেতি নৃপতিস্তৃষ্যন্নিব জলাঞ্জলেঃ ॥ ৭৪ ॥

স বংশস্যাবদাতস্য শশাঙ্কস্যেব লাঞ্ছনম্ ।
কৃচ্ছ্রেষু ব্যর্থয়া যত্র ভূয়তে ভর্তুরাজ্ঞয়া ॥ ৭৫ ॥

কথং বাদীয়তামর্বাঙ্মুনিতা ধর্মরোধিনী ।
আশ্রমানুক্রমঃ পূর্বৈঃ স্মর্যতে ন ব্যতিক্রমঃ ॥ ৭৬ ॥

আসক্তা ধূরিয়ং রূঢ়া জননী দূরগা চ মে ।
তিরস্করোতি স্বাতন্ত্র্যং জ্যায়াংশ্চাচারবান্নৃপঃ ॥ ৭৭ ॥

স্বধর্মমনুরুন্ধতে নাতিক্রমমরাতিভিঃ ।
পলায়ন্তে কৃতধ্বংসা নাহবাম্মানশালিনঃ ॥ ৭৮ ॥

বিচ্ছিন্নাভ্রবিলায়ং বা বিলীয়ে নগমূর্ধনি ।
আরাধ্য বা সহস্রাক্ষমযশঃশল্যমুদ্ধরে ॥ ৭৯ ॥

ইত্যুক্তবন্তং পরিরভ্য দোর্ভ্যাং তনূজমাবিষ্কৃতদিব্যমূর্তিঃ ।
অঘোপঘাতং মঘবা বিভূত্যৈ ভবোদ্ভবারাধনমাদিদেশ ॥ ৮০ ॥

প্রীতে পিনাকিনি ময়া সহ লোকপালৈ-
র্লোকত্রয়েঽপি বিহিতাপ্রতিবার্যবীর্যঃ ।
লক্ষ্মীং সমুৎসুকয়িতাসি ভৃশং পয়েষা-
মুচ্চার্যবাচমিতি তেন তিরোবভূবে ॥ ৮১ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে 'ইন্দ্রসমাগমো' নাম একাদশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বাদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × ×

অথ বাসবস্য বচনেন রুচিরবদনস্ত্রিলোচনম্ ।
ক্লান্তিরহিতমভিরাধয়িতুং বিধিবত্তপাংসি বিদধে ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১ ॥

অভিরশ্মিমালি বিমলস্য ধৃতজয়ধৃতেরনাশুষঃ ।
তস্য ভুবি বহুতিথাস্তিথয়ঃ প্রতিজগ্মুরেকচরণং নিষীদতঃ ॥ ২ ॥

বপুরিন্দ্রিয়োপতপনেষু সততমসুখেষু পাণ্ডবঃ ।
ব্যাপ নগপতিরিব স্থিরতাং মহতাং হি ধৈর্যমবিভাব্যবৈভবম্ ॥ ৩ ॥

ন পপাত সন্নিহিতপক্তিসুরভিষু ফলেষু মানসম্ ।
তস্য শুচিনি শিশিরে চ পয়স্যমৃতায়তে হি সুতপঃ সুকর্মণাম্ ॥ ৪ ॥

ন বিসিষ্মিয়ে ন বিষসাদ মুহুরলসতাং ন চাদদে ।
সত্ত্বমুরুধৃতি রজস্তমসী ন হতঃ স্ম তস্য হতশক্তিপেলবে ॥ ৫ ॥

তপসা কৃশং বপুরুবাহ স বিজিতজগৎত্রয়োদয়ম্ ।
ত্রাসজননমপি তত্ত্ববিদাং কিমিবাস্তি যন্ন সুকরং মনস্বিভিঃ ॥ ৬ ॥

জ্বলতোঽনলাদনুনিশীথমধিকরুচিরম্ভসাং নিধেঃ ।
ধৈর্যগুণমবজয়ন্বিজয়ী দদৃশে সমুন্নততরঃ ন শৈলতঃ ॥ ৭ ॥

জপতঃ সদা জপমুপাংশু বদনমভিতো বিসারিভিঃ ।
তস্য দশনকিরণৈঃ শুশুভে পরিবেষভীষণমিবার্কমণ্ডলম্ ॥ ৮ ॥

কবচং স বিভ্রদুপবীতপদনিহিতসজ্যকার্মুকঃ।
শৈলপতিরিব মহেন্দ্রধনুঃপরিবীতভীমগহনো বিদিদ্যুতে ॥ ৯ ॥

প্রবিবেশ গামিব কৃশস্য নিয়মসবনায় গচ্ছতঃ।
তস্য পদবিনমিতো হিমবান্ গুরুতাং নয়ন্তি হি গুণা ন সংহতিঃ ॥ ১০ ॥

পরিকীর্ণমুদ্যতভুজস্য ভুবনবিবরে দুরাসদম্।
জ্যোতিরুপরি শিরসো বিততং জগৃহে নিজান্মুনিদিবৌকসাং পথঃ ॥ ১১ ॥

রজনীষু রাজতনয়স্য বহুলসময়েঽপি ধামভিঃ।
ভিন্নতিমিরনিকরং ন জহে শশিরশ্মিসংগমযুজা নভঃ শ্রিয়া ॥ ১২ ॥

মহতা ময়ূখনিচয়েন শমিতরুচি জিষ্ণুজন্মনা।
হ্রীতমিব নভসি বীতমলে ন বিরাজতে স্ম বপুরংশুমালিনঃ ॥ ১৩ ॥

তমুদীরিতারুণজটাংশুমধিগুণশরাসনং জনাঃ।
রুদ্রমনুদিতললাটদৃশং দদৃশুর্মিমন্থিষুমিবাসুরীঃ পুরীঃ ॥ ১৪ ॥

মরুতাং পতিঃ স্বিদহিমাংশুরুত পৃথুশিখঃ শিখী তপঃ।
তপ্তুমসুকরমুপক্রমতে ন জনোঽয়মিত্যবয়বে স তাপসৈঃ ॥ ১৫ ॥

ন দদাহ ভূরুহবনানি হরিতনয়ধাম দূরগম্।
ন স্ম নয়তি পরিশোষমপঃ সুসহং বভূব ন চ সিদ্ধতাপসৈঃ ॥ ১৬ ॥

বিনয়ং গুণা ইব বিবেকমপনয়ভিদং নয়া ইব।
ন্যায়মধয় ইবাশরণাঃ শরণং যযুঃ শিবমথো মহর্ষয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পরিবীতমংশুভিরুদস্তদিনকরময়ূখমণ্ডলৈঃ।
শম্ভুমুপহতদৃশঃ সহসা ন চ তে নিচায়িতুমভিপ্রসেহিরে ॥ ১৮ ॥

অথ ভূতভব্যভবদীশমভিমুখয়িতুং কৃতস্তবাঃ।
তত্র মহসি দদৃশুঃ পুরুষং কমনীয়বিগ্রহমযুগ্মলোচনম্ ॥ ১৯ ॥

ককুদে বৃষস্য কৃতবাহুমকৃশপরিণাহশালিনী।
স্পর্শসুখমনুভবন্তমুমাকুচযুগ্মমণ্ডল ইবার্দ্রচন্দনে ॥ ২০ ॥

স্থিতমুন্নতে তুহিনশৈলশিরসি ভুবনাতিবর্তিনা।
সাদ্রিজলধিজলবাহপথং সদিগশ্নুবানমিব বিশ্বমোজসা ॥ ২১ ॥

অনুজানুমধ্যমবসক্তবিততবপুষা মহাহিনা।
লোকমখিলমিব ভূমিভৃতা রবিতেজসামবধিনাধিবেষ্টিতম্ ॥ ২২ ॥

পরিণাহিনা তুহিনরাশিবিশদমুপবীতসূত্রতাম্।
নীতমুরগমনুরঞ্জয়তা শিতিনা গলেন বিলসম্মরীচিনা ॥ ২৩ ॥

প্লুতমালতীসিতকপালকুমুদমবরুদ্ধমূর্ধজম্।
শেষমিব সুরসরিৎপয়সাং শিরসা বিসারি শশিধাম বিভ্রতম্ ॥ ২৪ ॥

মুনয়স্ততোঽভিমুখমেত্য নয়নবিনিমেষনোদিতাঃ।
পাণ্ডুতনয়তপসা জনিতং জগতামশর্ম ভৃশমাচচক্ষিরে ॥ ২৫ ॥

তরসৈব কোঽপি ভুবনৈকপুরুষ পুরুষস্তপস্যতি।
জ্যোতিরমলবপুষোঽপি রবেরভিভূয় বৃত্র ইব ভীমবিগ্রহঃ ॥ ২৬ ॥

স ধনুর্মহেষুধি বিভর্তি কবচমসিমুত্তমং জটাঃ।
বল্কমজিনমিতি চিত্রমিদং মুনিতাবিরোধি ন চ নাস্য রাজতে ॥ ২৭ ॥

চলনেঽবনিশ্চলতি তস্য করণনিয়মে সদিঙ্মুখম্।
স্তম্ভমনুভবতি শান্তমরুদ্গ্রহতারকাগণযুতং নভস্তলম্ ॥ ২৮ ॥

স তদোজসা বিজিতসারমমরদিতিজোপসংহিতম্।
বিশ্বমিদমপিদধাতি পুরা কিমিবাস্তি যন্ন তপসামদুষ্করম্ ॥ ২৯ ॥

বিজিগীষতে যদি জগন্তি যুগপদথ সংজিহীর্ষতি।
প্রাপ্তুমভবমভিবাঞ্ছতি বা বয়মস্য নো বিষহিতুং ক্ষমা রুচঃ ॥ ৩০ ॥

কিমুপেক্ষসে কথয় নাথ ন তব বিদিতং ন কিঞ্চন।
ত্রাতুমলমভয়দার্হসি নস্ত্বয়ি মা স্ম শাসতি ভবৎপরাভবঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি গাং বিধায় বিরতেষু মুনিষু বচনং সমাদদে।
ভিন্নজলধিজলনাদগুরু ধ্বনয়ন্ দিশাং বিবরমন্ধকান্তকঃ ॥ ৩২ ॥

বদরীতপোবননিবাসনিরতমবগাত মান্যথা।
ধাতুরুদয়নিধনে জগতাং নরমংশমাদিপুরুষস্য গাং গতম্ ॥ ৩৩ ॥

দ্বিষতঃ পরাসিসিপুরেষ সকলভুবনাভিতাপিনঃ।
ক্রান্তকুলিশকরবীর্যবলান্মদুপাসনং বিহিতাম্মত্তপঃ ॥ ৩৪ ॥

অয়মচ্যুতশ্চ বচনেন সরসিরুহজন্মনঃ প্রজাঃ।
পাতুমসুরনিধনেন বিভু ভুবমভ্যুপেত্য মনুজেষু তিষ্ঠতঃ ॥ ৩৫ ॥

সুরকৃত্যমেতদবগম্য নিপুণমিতি মূকদানবঃ।
হন্তুমভিপততি পাণ্ডুসুতং ত্বরয়া তদত্র সহ গম্যতাং ময়া ॥ ৩৬ ॥

বিবরেঽপি নৈনমনিগূঢমভিভবিতুমেষ পারয়ন্ ।
পাপনিরতিরবিশঙ্কিতয়া বিজয়ং ব্যবস্যতি বরাহমায়য়া ॥ ৩৭ ॥

নিহতে বিড়ম্বিতকিরাতনৃপতিবপুষা রিপৌ ময়া ।
মুক্তনিশিতবিশিখঃ প্রসভং মৃগয়াবিবাদময়মাচরিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

তপসা নিপীড়িতকৃশস্য বিরহিতসহায়সম্পদঃ ।
সত্ত্ববিহিতমতুলং ভুজয়োর্বলস্য পশ্যতমৃধেঽধিকুপ্যতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি তানুদারমনুনীয় বিষমহরিচন্দনালিনা ।
ধর্মজনিতপুলকেন লসদ্গজমৌক্তিকাবলিগুণেন বক্ষসা ॥ ৪০ ।

বদনেন পুষ্পিতলতান্তনিয়মিতবিলম্বিমৌলিনা ।
বিভ্রদরুণনয়নেন রুচং শিখিপিচ্ছলাঞ্ছিতকপোলভিত্তিনা ॥ ৪১ ॥

বৃহদুদ্বহঞ্জলদনাদি ধনুরুপহিতৈকমার্গণম্ ।
মেঘনিচয় ইব সংববৃতে রুচিরঃ কিরাতপৃতনাপতিঃ শিবঃ ॥ ৪২ ॥

অনুকূলমস্য চ বিচিন্ত্য গণপতিভিরাত্তবিগ্রহৈঃ ।
শূলপরশুশরচাপভৃতৈর্মহতি বনেচরচমূর্বিনির্মমে ॥ ৪৩ ॥

বিরচয্য কাননবিভাগমনুগিরমথেশ্বরাজ্ঞয়া ।
ভীমনিনদপিহিতোরুভুবঃ পরিতোঽপদিশ্য মৃগয়াং প্রতস্থিরে ॥ ৪৪ ॥

ক্ষুভিতাভিনিঃসৃতবিভিন্নশকুনিমৃগযূথনিঃস্বনৈঃ ।
পূর্ণপৃথুবনগুহাবিবরঃ সহসাভয়াদিব ররাস ভূধরঃ ॥ ৪৫ ॥

ন বিরোধিনী রুষমিয়ায় পথি মৃগবিহঙ্গসংহতিঃ ।
ঘ্নন্তি সহজমপি ভূরিভিয়ঃ সমমাগতাঃ সপদি বৈরমাপদঃ ॥ ৪৬ ॥

চমরীগণৈর্গণবলস্য বলবতি ভয়েঽপ্যুপস্থিতে ।
বংশবিততিষু বিষক্তপৃথুপ্রিয়বালবালধিভিরাদদে ধৃতিঃ ॥ ৪৭ ॥

হরসৈনিকাঃ প্রতিভয়েঽপি গজমদসুগন্ধিকেসরৈঃ !
স্বস্থমভিদদৃশিরে সহসা প্রতিবোধজৃম্ভিতমুখৈর্মৃগাধিপৈঃ ॥ ৪৮ ॥

বিভরাংবভূবুরপবৃত্তজঠরশফরীকুলাকুলাঃ ।
পঙ্কবিষমিততটাঃ সরিতঃ করিরুগ্ণচন্দনরসারুণং পয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

মহিষক্ষতাগরুতমালনলদসুরভিঃ সদাগতিঃ ॥
ব্যস্তশুকনিভশিলাকুসুমঃ প্রণুদন্ববৌ বনমদাং পরিশ্রমম্ ॥ ৫০ ॥

মথিতাম্ভসো রয়বিকীর্ণমৃদিতকদলীগকেধুকাঃ ।
ক্লান্তজলরুহলতাঃ সরসীর্বিদধে নিদাঘ ইব সত্ত্বসংপ্লবঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি চালয়ন্নচলসানুবনগহনজানুনাপতিঃ ।
প্রাপ্য মুদিতহরিণীদশনক্ষতবীরুধং বসতিমৈন্দ্রসূনবীম্ ॥ ৫২ ॥

স তমাসসাদ ঘননীলমভিমুখমুপস্থিতং মুনেঃ ।
পোত্রনিকর্ষণবিভিন্নভুবং দনুজং দধানমথ শৌকরং বপুঃ ॥ ৫৩ ॥

কচ্ছান্তে সুরসরিতো নিধায় সেনামন্বীতঃ স কতিপয়ৈঃ কিরাতবর্যৈঃ ।
প্রচ্ছন্নস্তরুগহনৈঃ সগুল্মজালৈর্লক্ষ্মীবাননুপদমস্য সংপ্রতস্থে ॥ ৫৪ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে 'ঈশ্বরাভিগমনো' নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

×××××××××××× ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ××××××××××××

বপুষা পরমেন ভূধরাণামথ সংভাব্যপরাক্রমং বিভেদে ।
মৃগমাশু বিলোকয়াঞ্চকার স্থিরদংষ্ট্রোগ্রমুখং মহেন্দ্রসূনুঃ ॥ ১ ॥

স্ফুটবদ্ধসটোন্নতিঃ স দূরাদভিধাবন্নবধীরিতান্যকৃত্যঃ ।
জয়মিচ্ছতি তস্য জাতশঙ্কে মনসীমং মুহুরাদদে বিতর্কম্ ॥ ২ ॥

ঘনপোত্রবিদীর্ণশালমূলো নিবিড়স্কন্ধনিকাষরুগ্নবপ্রঃ ।
অয়মেকচরোঽভিবর্ততে মাং সমরায়েব সমাজুহূষমাণঃ ॥ ৩ ॥

ইহ বীতভয়াস্তপোঽনুভাবাজ্জহতি ব্যালমৃগাঃ পরেষু বৃত্তিম্ ।
ময়ি তাং সুতরাময়ং বিধত্তে বিকৃতিঃ কিং নু ভবেদিয়ং নু মায়া ॥ ৪ ॥

অথবৈষ কৃতজ্ঞয়েব পূর্বং ভৃশমাসেবিতয়া রুষা ন মুক্তঃ ।
অবধূয় বিরোধিনীঃ কিমারান্মৃগজাতীরভিযাতি মাং জবেন ॥ ৫ ॥

ন মৃগঃ খলু কোঽপ্যয়ং জিঘাংসুঃ স্খলতিহ্যত্র তথা ভৃশং মনো মে ।
বিমলং কলুষীভবচ্চ চেতঃ কথয়ত্যেব হিতৈষিণং রিপুং বা ॥ ৬ ॥

মুনিরস্মি নিরাগসঃ কুতো মে ভয়মিত্যেষ ভূয়তেঽভিমানঃ ।
পরবৃদ্ধিষু বদ্ধমৎসরাণাং কিমিব হ্যস্তি দুরাত্মনামলঙ্ঘ্যম্ ॥ ৭ ॥

দনুজঃ স্বিদয়ং ক্ষপাচরো বা বনজে নেতি বলং বতাস্তি সত্ত্বে ।
অভিভূয় তথা হি মেঘনীলঃ সকলং কম্পয়তীব শৈলরাজম্ ॥ ৮ ॥

অয়মেব মৃগব্যসত্রকামঃ প্রহরিষ্যন্ময়ি মায়য়া শমস্থে ।
পৃথুভির্ধ্বজিনীরবৈকার্ষীচ্চকিতোদ্ভ্রান্তমৃগাণি কাননানি ॥ ৯ ॥

বহুশঃ কৃতসৎকৃতের্বিধাতুং প্রিয়মিচ্ছন্নথবা সুযোধনস্য ।
ক্ষুভিতং বনগোচরাভিযোগাদ্ গণমাশিশ্রিয়দাকুলং তিরশ্চাম্ ॥ ১০ ॥

অবলীঢ়সনাভিরশ্বসেন প্রসভং খাণ্ডবজাতবেদসা বা ।
প্রতিকর্তুমুপাগতঃ সমন্যুঃ কৃতমন্যুর্যদি বা বৃকোদরেণ ॥ ১১ ॥

বলশালিতয়া যথা তথা বা ধিয়মুচ্ছেদবরাময়ং দধানঃ ।
নিয়মেন ময়া নিবর্হণীয়ঃ পরমং লাভমরাতিভঙ্গমাহুঃ ॥ ১২ ॥

কুরু তাত তপাংস্যমার্গদায়ী বিজয়ায়েত্যলমন্বশান্মুনির্মাম্ ।
বলিনশ্চ বধাদৃতেঽস্য শক্যং ব্রতসংরক্ষণমন্যথা ন কর্তুম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি তেন বিচিন্ত্য চাপনাম প্রথমং পৌরুষচিহ্নমাললম্বে ।
উপলব্ধগুণঃ পরস্য ভেদে সচিবঃ শুদ্ধ ইবাদদে চ বাণঃ ॥ ১৪ ॥

অনুভাববতা গুরু স্থিরত্বাদবিসংবাদি ধনুর্ধনঞ্জয়েন ।
স্ববলব্যসনেঽপি পীড্যমানং গুণবন্মিত্রমিবানতিং প্রপেদে ॥ ১৫ ॥

প্রবিকর্ষনিনাদভিন্নরন্ধ্রঃ পদবিষ্টম্ভনিপীড়িতস্তদানীম্ ।
অধিরোহতি গাণ্ডিবং মহেষৌ সকলঃ সংশয়মারুরোহ শৈলঃ ॥ ১৬ ॥

দদৃশেঽথ সবিস্ময়ং শিবেন স্থিরপূর্ণায়তচাপমণ্ডলস্থঃ ।
রচিতস্তিসৃণাং পুরাং বিধাতুং বধমাত্মেব ভয়ানকঃ পরেষাম্ ॥ ১৭ ॥

বিচকর্ষ চ সংহিতেষুরুচ্চৈশ্চরণাস্কন্দননামিতাচলেন্দ্রঃ ।
ধনুরায়তভোগবাসুকিজ্যাবদনগ্রন্থিবিমুক্তবহ্নি শম্ভুঃ ॥ ১৮ ॥

স ভবস্য ভবক্ষয়ৈকহেতোঃ সিতসপ্তেশ্চ বিধাস্যতোঃ সহার্থম্ ।
রিপুরাপ পরাভবায় মধ্যং প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োরিবানুবন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

অথ দীপিতবারিবাহবর্ত্মা রববিত্রাসিতবারণাদবার্যঃ ।
নিপপাত জবাদিষুঃ পিনাকান্মহতোঽভ্রাদিব বৈদ্যুতঃ কৃশানুঃ ॥ ২০ ॥

ব্রজতোঽস্য বৃহৎপতত্রজন্মা কৃততার্ক্ষ্যোপনিপাতবেগশঙ্কঃ ।
প্রতিনাদমহান্মহোরগাণাং হৃদয়শ্রোত্রভিদুৎপপাত নাদঃ ॥ ২১ ॥

নয়নাদিব শূলিনঃ প্রবৃত্তের্মনসোঽপ্যাশুতরং যতঃ পিশঙ্গঃ ।
বিদধে বিলসত্তড়িল্লতাভৈঃ কিরণৈর্ব্যোমনি মার্গণস্য মার্গঃ ॥ ২২ ॥

অপয়ন্ধনুষঃ শিবান্তিকস্থৈর্বিবরেসন্ভিরভিখ্যয়া জিহানঃ।
যুগপদ্দদৃশে বিশন্ বরাহং তদুপাঢ়ৈশ্চ নভশ্চরৈঃ পৃষৎকঃ ॥ ২৩ ॥

স তমালনিভে রিপৌ সুরাণাং ঘননীহার ইবাবিষক্তবেগঃ।
ভয়বিপ্লুতমীক্ষিতো নভঃস্থৈর্জগতীং গ্রাহ ইবাপগাং জগাহে ॥ ২৪ ॥

সপদি প্রিয়রূপপর্বরেখঃ সিতলোহাগ্রনখঃ খমাসসাদ।
কুপিতান্তকতর্জনাঙ্গুলিশ্রীর্ব্যথয়ন্ প্রাণভৃতঃ কপিধ্বজেষুঃ ॥ ২৫ ॥

পরমাস্ত্রপরিগ্রহোরুতেজঃ স্ফুরদুল্কাকৃতি বিক্ষিপন্ বনেষু।
স জবেন পতন্ পরঃশতানাং পততাং ব্রাত ইবারবং বিতেনে ॥ ২৬ ॥

অবিভাবিতনিষ্ক্রমপ্রয়াণঃ শমিতায়াম ইবাতিরংহসা সঃ।
স পুর্বতরং ন চিত্তবুস্তেরপতিত্বা ন চকার লক্ষ্যভেদম্ ॥ ২৭ ॥

স বৃষধ্বজসায়কাবভিন্নং জয়হেতুঃ প্রতিকায়মেষণীয়ম্।
লঘু সাধয়িতুং শরঃ প্রসেহে বিধিনেবার্থমুদীরিতং প্রযত্নঃ ॥ ২৮ ॥

অবিবেকবৃথাশ্রমাবিবার্থং ক্ষয়লোভাবিব সংশ্রিতানুরাগম্।
বিজিগীষুমিবানয়প্রমাদাববসাদং বিশিখৌ বিনিন্যতুস্তম্ ॥ ২৯ ॥

অথ দীর্ঘতমং তমঃ প্রবেক্ষ্যন্ সহসা রুগ্নরয়ঃ স সম্ভ্রমেণ।
নিপতন্তমিবোষ্ণরশ্মিমুর্ব্যাং বলয়ীভুতত্তরুং ধরাং চ মেনে ॥ ৩০ ॥

স গতঃ ক্ষিতিমুষ্ণশোণিতার্দ্রঃ খুরদংষ্ট্রাগ্রনিপাতদারিতাশ্মা।
অসুভিঃ ক্ষণমীক্ষিতেন্দ্রসুনুর্বিহিতামর্ষগুরুধ্বনির্নিরাসে ॥ ৩১ ॥

স্ফুটপৌরুষমাপপাত পার্থস্তমথ প্রাজ্যশরঃ শরং জিঘৃক্ষুঃ।
ন তথা কৃতবেদিনাং করিষ্যন্ প্রিয়তামেতি যথা কৃতাবদানঃ ॥ ৩২ ॥

উপকার ইবাসতি প্রযুক্তঃ স্থিতিমপ্রাপ্য মৃগে গতঃপ্রণাশম্।
কৃতশক্তিরধোমুখো গুরুত্বাজ্জনিতব্রীড় ইবাত্মপৌরুষেণ ॥ ৩৩ ॥

স সমুদ্ধরতা বিচিন্ত্য তেন স্বরুচং কীর্তিমিবোত্তমাং দধানঃ।
অনুযুক্ত ইব স্ববার্তমুচ্চৈঃ পরিরেভে ন ভৃশং বিলোচনাভ্যাম্ ॥ ৩৪ ॥

তত্র কার্মুকভৃতং মহাভুজঃ পশ্যতি স্ম সহসা বনেচরম্।
সন্নিকাশয়িতুমগ্রতঃ স্থিতং শাসনং কুসুমচাপবিদ্বিষঃ ॥ ৩৫ ॥

স প্রযুজ্য তনয়ে মহীপতেরাত্মজাতিসদৃশীং কিলানতিম্।
সান্ত্বপূর্বমভিনীতিহেতুকং বক্তুমিথমুপচক্রমে বচঃ ॥ ৩৬ ॥

শান্ততা বিনয়যোগি মানসং ভূরি ধাম বিমলং তপঃ শ্রুতম্ ।
প্রাহ তে নু সদৃশী দিবৌকসামন্ববায়মবদাতমাকৃতিঃ ॥ ৩৭ ॥

দীপিতস্ত্বমনুভাবসম্পদা গৌরবেণ লঘয়ন্মহীভৃতঃ ।
রাজসে মুনিরপীহ কারয়ন্নাধিপত্যমিব শাতমন্যবম্ ॥ ৩৮ ॥

তাপসোঽপি বিভুতামুপেয়িবানাস্পদং ত্বমসি সর্বসম্পদাম্ ।
দৃশ্যতে হি ভবতো বিনা জনৈরন্বিতস্য সচিবৈরিব দ্যুতিঃ ॥ ৩৯ ॥

বিস্ময়ঃ ক ইব বা জয়শ্রিয়া নৈব মুক্তিরপি তে দবীয়সী ।
ঈপ্সিতস্য ন ভবেদুপাশ্রয়ঃ কস্য নির্জিত রজস্তমোগুণঃ ॥ ৪০ ॥

হ্রেপয়ন্নহিমতেজসং ত্বিষা স ত্বমিত্থমুপপন্নপৌরুষঃ ।
হর্তুমর্হসি বরাহভেদিনং নৈনমস্মদধিপস্য সায়কম্ ॥ ৪১ ॥

স্মর্যতে তনুভৃতাং সনাতনং ন্যায্যমাচরিতমুত্তমৈর্নৃভিঃ ।
ধ্বংসতে যদি ভবাদৃশস্ততঃ কঃ প্রয়াতু বদ তেন বর্ত্মনা ॥ ৪২ ॥

আকুমারমুপদেষ্টুমিচ্ছবঃ সংনিবৃত্তিমপথান্মহাপদঃ ।
যোগশক্তিজিতজন্মমৃত্যবঃ শীলযন্তি যতয়ঃ সুশীলতাম্ ॥ ৪৩ ॥

তিষ্ঠতাং তপসি পুণ্যমাসজন্ সম্পদোঽনুগুণয়ন্ সুখৈষিণাম্ ।
যোগিনাং পরিণমন্ বিমুক্তয়ে কেন নাস্তু বিনয়ঃ সতাং প্রিয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

নূনমত্রভবতঃ শরাকৃতিং সর্বথায়মনুযাতি সায়কঃ ।
সোঽয়মিত্যনুপপন্নসংশয়ঃ কারিতস্ত্বমপথে পদং যয়া ॥ ৪৫ ॥

অন্যদীয়বিশিখে ন কেবলং নিঃস্পৃহস্য ভবিতব্যমাহৃতে ।
নিঘ্নতঃ পরনিবর্হিতং মৃগং ব্রীড়িতব্যমপি তে সচেতসঃ ॥ ৪৬ ॥

সন্ততং নিশময়ন্ত উৎসুকা যৈঃ প্রয়ান্তি মুদমস্য সূরয়ঃ ।
কীর্তিতানি হসিতেঽপি তানি যং ব্রীড়য়ন্তি চরিতানি মানিনম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্যদোষমিব স স্তবকং গুণং খ্যাপয়েৎ কথমধৃষ্টতাজড়ঃ ।
উচ্যতে স খলু কার্যবত্তয়া ধিগ্বিভিন্নবুধসেতুমর্থিতাম্ ॥ ৪৮ ॥

দুর্বচং তদথ মা স্ম ভূন্মৃগস্ত্বয্যসৌ তদকরিষ্যদোজসা ।
নৈনমাশু যদি বাহিনীপতিঃ প্রত্যপৎস্যত শিতেন পত্রিণা ॥ ৪৯ ॥

কো ন্বিমং হরিতুরঙ্গমায়ুধস্থেয়সীং দধতমঙ্গসংহতিম্ ।
বেগবত্তরমৃতে চমূপতের্হন্তুমর্হতি শরেণ দংষ্ট্রিণম্ ॥ ৫০ ॥

মিত্রমিষ্টমুপকারি সংশয়ে মেদিনীপতিরয়ং তথা চ তে।
তং বিরোধ্য ভবতা নিরাসি মা সজ্জনৈকবসতিঃ কৃতজ্ঞতা ॥ ৫১ ॥

লভ্যমেকসুকৃতেন দুর্লভা রক্ষিতারমসুরক্ষ্য ভূতয়ঃ।
স্বন্তমন্তবিরসা জিগীষতাং মিত্রলাভমনু লাভসম্পদঃ ॥ ৫২ ॥

চঞ্চলং বসু নিতান্তমুন্নতা মেদিনীমপি হরন্ত্যরাতয়ঃ।
ভূধরস্থিরমুপেয়মাগতং মাঽবমংস্ত সুহৃদং মহীপতিম্ ॥ ৫৩ ॥

জেতুমেব ভবতা তপস্যতে নায়ুধানি দধতে মুমুক্ষবঃ।
প্রাপ্স্যতে চ সকলং মহীভৃতা সঙ্গতেন তপসঃ ফলং ত্বয়া ॥ ৫৪ ॥

বাজিভূমিরিভরাজকাননং সন্তি রত্ননিচয়াশ্চ ভূরিশঃ।
কাঞ্চনেন কিমিবাস্য পত্রিণা কেবলং ন সহতে বিলঙ্ঘনম্ ॥ ৫৫ ॥

সাবলেপমুপলিপ্সতে পরৈরভ্যুপৈতি বিকৃতিং রজস্যপি।
অর্থিতস্তু ন মহান্সমীহতে জীবিতং কিমু ধনং ধনায়িতুম্ ॥ ৫৬ ॥

তত্তদীয়বিশিখাতিসর্জনাদস্তু বাং গুরু যদৃচ্ছয়াগতম্।
রাঘবপ্লবগরাজয়োরিব প্রেম যুক্তমিতরেতরাশ্রয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

নাভিযোক্তুমনৃতং ত্বমিষ্যসে কস্তপস্বিবিশিখেষু চাদরঃ।
সন্তি ভূভৃতি শরা হি নঃ পরে যে পরাক্রমবসূনি বজ্রিণঃ ॥ ৫৮ ॥

মার্গণৈরথ তব প্রয়োজনং নাথসে কিমু পতিং ন ভূভৃতঃ।
ত্বদ্বিধং সুহৃদমেত্য সোঽর্থিনং কিং ন যচ্ছতি বিজিত্য মেদিনীম্ ॥ ৫৯ ॥

তেন সূরিরুপকারিতাধনঃ কর্তুমিচ্ছতি ন যাচিতং বৃথা।
সীদতামনুভবন্নিবার্থিনাং বেদ যৎ প্রণয়ভঙ্গবেদনাম্ ॥ ৬০ ॥

শক্তিরর্থপতিষু স্বয়ংগ্রহং প্রেম কারয়তি বা নিরত্যয়ম্।
কারণদ্বয়মিদং নিরস্যতঃ প্রার্থনাঽধিকবলে বিপৎফলা ॥ ৬১ ॥

অস্ত্রবেদমধিগম্য তত্ত্বতঃ কস্য চেহ ভুজবীর্যশালিনঃ।
জামদগ্ন্যমপহায় গীয়তে তাপসেষু চরিতার্থমায়ুধম্ ॥ ৬২ ॥

অভ্যঘানি মুনিচাপলাত্ত্বয়া যন্মৃগঃ ক্ষিতিপতেঃ পরিগ্রহঃ।
অক্ষমিষ্ট তদয়ং প্রমাদ্যতাং সং বৃণোতি খলু দোষমজ্ঞতা ॥ ৬৩ ॥

জন্মবেষতপসাং বিরোধিনীং মা কৃথাঃ পুনরমূমপক্রিয়াম্।
আপদেত্যুভয়লোকদূষণী বর্তমানমপথে হি দুর্মতিম্ ॥ ৬৪ ॥

যষ্টুমিচ্ছসি পিতৄন্ন সাম্প্রতং সংবৃতোঽর্চিচয়িষুর্দিবৌকসঃ।
দাতুমেব পদবীমপি ক্ষমঃ কিং মৃগেঽঙ্গ বিশিখং ন্যবীবিশঃ॥ ৬৫॥

সজ্জনোঽসি বিজহীহি চাপলং সর্বদা ক ইব বা সহিষ্যতে।
বারিধীনিব যুগান্তবায়বঃ ক্ষোভয়ন্ত্যনিভৃতা গুরূনপি॥ ৬৬॥

অস্ত্রবেদবিদয়ং মহীপতিঃ পর্বতীয় ইতি মাঽবজীগণঃ।
গোপিতুং ভুবমিমাং মরুত্বতা শৈলবাসমনুনীয় লম্ভিতঃ॥ ৬৭॥

তত্তিতিক্ষিতমিদং ময়া মুনেরিত্যবোচত বচশ্চমূপতিঃ।
বাণমত্রভবতে নিজং দিশন্নাপ্নুহি ত্বমপি সর্বসম্পদঃ॥ ৬৮॥

আত্মনীনমুপতিষ্ঠতে গুণাঃ সংভবন্তি বিরমন্তি চাপদঃ।
ইত্যনেকফলভাজি মা স্ম ভূদর্থিতা কথমিবার্যসঙ্গমে॥ ৬৯॥

দৃশ্যতামমমনোকহান্তরে তিগ্মহেতিপৃতনাভিরন্বিতঃ।
সাহিবীচিরিব সিন্ধুরুদ্ধতো ভূপতিঃ সময়সেতুবারিতঃ॥ ৭০॥

সজ্যং ধনুর্বহতি যোঽহিপতিস্থবীয়ঃ
স্থেয়াঞ্জয়ন্ হরিতুরঙ্গকেতুলক্ষ্মীম্।
অস্যানুকূলয়মতিং মতিমন্ননেন
সখ্যা সুখং সমভিযাস্যসি চিন্তিতানি॥ ৭১॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়-মহাকাব্যে দূতবাক্যং নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্দশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

ততঃ কিরাতস্য বচোভিরুদ্ধতৈঃ পরাহতঃ শৈল ইবার্ণবাম্বুভিঃ।
জহৌ ন ধৈর্যং কুপিতোঽপি পাণ্ডবঃ সুদুর্গ্রহান্তঃ করণা হি সাধবঃ॥ ১॥

সলেশমুল্লিঙ্গিতশাত্রবেঙ্গিতঃ কৃতী গিরাং বিস্তরতত্ত্বসংগ্রহে।
অয়ং প্রমাণীকৃতকালসাধনঃ প্রশান্তসংরম্ভ ইবাদদে বচঃ॥ ২॥

বিবিক্তবর্ণাভরণা সুখশ্রুতিঃ প্রসাদয়ন্তী হৃদয়ান্যপি দ্বিষাম্।
প্রবর্ততে নাকৃতপুণ্যকর্মণাং প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী॥ ৩॥

ভবন্তি তে সভ্যতমা বিপশ্চিতাং মনোগতং বাচি নিবেশয়ন্তি যে।
নয়ন্তি তেষ্বপ্যুপপন্ননৈপুণা গভীরমর্থং কতিচিৎ প্রকাশতাম্॥ ৪॥

স্তুবন্তি গুর্বীমভিধেয়সম্পদং বিশুদ্ধিমুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতি স্থিতায়াং প্রতিপূরুষং রুচৌ সুদুর্লভাঃ সর্বমনোরমা গিরঃ॥ ৫॥

সমস্য সম্পাদয়তা গুণৈরিমাং ত্বয়া সমারোপিতভার ভারতীম্ ।
প্রগল্ভমাত্মা ধুরি ধুর্য বাগ্মিনাং বনেচরেণাপি সৃতাধিরোপিতঃ ॥ ৬ ॥

প্রযুজ্য সামাচরিতং বিলোভনং ভয়ং বিভেদায় ধিয়ঃ প্রদর্শিতম্ ।
তথাভিযুক্তং চ শিলীমুখার্থিনা যথেতরন্ন্যায্যমিবাবভাসতে ॥ ৭ ॥

বিরোধি সিদ্ধেরিতি কর্তুমুদ্যতঃ স বারিতঃ কিং ভবতা ন ভূপতিঃ ।
হিতে নিযোজ্যঃ খলু ভূতিমিচ্ছতা সহার্থনাশেন নৃপোঽনুজীবিনা ॥ ৮ ॥

ধ্রুবং প্রণাশঃ প্রতিহস্য পত্রিণঃ শিলোচ্চয়ে তস্য বিমার্গণং নয়ঃ ।
ন যুক্তমত্রার্যজনাতিলঙ্ঘনং দিশত্যপায়ং হি সতামতিক্রমঃ ॥ ৯ ॥

অতীতসংখ্যা বিহিতা মমাগ্নিনা শিলীমুখাঃ খাণ্ডবমত্তুমিচ্ছতা ।
অনাদৃতস্যামরসায়কেষ্বপি স্থিতা কথং শৈলজনাশুগে ধৃতিঃ ॥ ১০ ॥

যদি প্রমাণীকৃতমার্যচেষ্টিতং কিমিত্যদোষেণ তিরস্কৃতা বয়ম্ ।
অযাতপূর্বা পরিবাদগোচরং সতাং হি বাণী গুণমেব ভাষতে ॥ ১১ ॥

গুণাপবাদেন তদন্যরোপণাদ্ ভৃশাধিরূঢ়স্য সমঞ্জসং জনম্ ।
দ্বিধেব কৃত্বা হৃদয়ং নিগূহতঃ স্ফুরন্নসাধোর্বিবৃণোতি বাগসিঃ ॥ ১২ ॥

বনাশ্রয়াঃ কস্য মৃগাঃ পরিগ্রহাঃ শৃণাতি যস্তান্ প্রসভেন তস্য তে ।
প্রহীয়তামত্র নৃপেণ মানিতা ন মানিতা চাস্তি ভবন্তি চ শ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

ন বর্ত্ম কস্মৈচিদপি প্রদীয়তামিতি ব্রতং মে বিহিতং মহর্ষিণা ।
জিঘাংসুরস্মান্নিহতো ময়া মৃগো ব্রতাভিরক্ষা হি সতামলংক্রিয়া ॥ ১৪ ॥

মৃগান্বিনিঘ্নন্মৃগয়ুঃ স্বহেতুনা কৃতোপকারঃ কথমিচ্ছতাং তপঃ ।
কৃপেতি চেদস্তু মৃগ ক্ষতঃ ক্ষণাদনেন পূর্বং ন ময়েতি কা গতিঃ ॥ ১৫ ॥

অনায়ুধে সত্ত্বজিঘাংসিতে মুনৌ কৃপেতি বৃত্তির্মহতামকৃত্রিমা ।
শরাসনং বিভ্রতি সজ্যসায়কং কৃতানুকম্পঃ স কথং প্রতীয়তে ॥ ১৬ ॥

অথো শরস্তেন মদর্থমুজ্ঝিতঃ ফলং চ তস্য প্রতিকায়সাধনম্ ।
অবিক্ষতে তত্র ময়াত্মসাৎকৃতে কৃতার্থতা নন্বধিকা চমূপতেঃ ॥ ১৭ ॥

যদাত্থ কামং ভবতা স যাচ্যতামিতি ক্ষমং নৈতদনল্পচেতসাম্ ।
কথং প্রসহ্যাহরণৈষিণাং প্রিয়াঃ পরাবনত্যা মলিনীকৃতাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অভূতমাসজ্য বিরুদ্ধমীহিতং বলাদলভ্যং তব লিপ্সতে নৃপঃ ।
বিজানতোঽপি হ্যনয়স্য রৌদ্রতাং ভবত্যপায়ে পরিমোহিনী মতিঃ ॥১৯ ॥

অসিঃ শরা বর্ম ধনুশ্চ নোচ্চকৈর্বিবিচ্য কিং প্রার্থিতমীশ্বরেণ তে।
অথাস্তি শক্তিঃ কৃতমেব যাঞ্চয়া ন দূষিতঃ শক্তিমতাং স্বয়ংগ্রহঃ॥ ২০॥

সখা স যুক্তঃ কথিতঃ কথং ত্বয়া যদৃচ্ছয়াঽসূয়তি যস্তপস্যতে।
গুণার্জনোচ্ছ্রায়বিরুদ্ধবুদ্ধয়ঃ প্রকৃত্যমিত্রা হি সতামসাধবঃ॥ ২১॥

বয়ং ক্ব বর্ণাশ্রমরক্ষণোচিতাঃ ক্ব জাতিহীনা মৃগজীবিতচ্ছিদঃ।
সহাপকৃষ্টৈর্মহতাং ন সঙ্গতং ভবন্তি গোমায়ুসখা ন দন্তিনঃ॥ ২২॥

পরোঽবজানাতি যদজ্ঞতাজড়স্তদুন্নতানাং ন বিহন্তি ধীরতাম্।
সমানবীর্যান্বয়পৌরুষেষু যঃ করোত্যতিক্রান্তিমসৌ তিরস্ক্রিয়া॥ ২৩॥

যদা বিগৃহ্ণাতি হতং তদা যশঃ করোভি মৈত্রীমথ দূষিতা গুণাঃ।
স্থিতিং সমীক্ষ্যোভয়থা পরীক্ষকঃ করোত্যবজ্ঞোপহতং পৃথগ্জনম্॥ ২৪॥

ময়া মৃগান্হন্তুরনেণ হেতুনা বিরুদ্ধমাক্ষেপবচস্তিতিক্ষিতম্।
শরার্থমেষ্যত্যথ লপ্স্যতে গতিং শিরোমণিং দৃষ্টিবিষাজ্জিঘৃক্ষতঃ॥ ২৫॥

ইতীরিতাকৃতমনীলবাজিনং জয়ায় দূতঃ প্রতিতর্জ্য তেজসা।
যযৌ সমীপং ধ্বজিনীমুপেয়ুষঃ প্রসন্নরূপস্য বিরূপচক্ষুষঃ॥ ২৬॥

ততোঽপবাদেন পতাকিনীপতেশ্চচাল নির্হ্রাদবতী মহাচমূঃ।
যুগান্তবাতাভিহতেব কুর্বতী নিনাদমম্ভোনিধিবীচিসংহতিঃ॥ ২৭॥

রণায় জৈত্রঃ প্রদিশন্নিব ত্বরাং ভরঙ্গিতালম্বিতকেতুসন্ততিঃ।
পুরো বলানাং সঘনাম্বুশীকরঃ শনৈঃ প্রতস্থে সুরভিঃ সমীরণঃ॥ ২৮॥

জয়ারবক্ষ্বেড়িতনাদমূর্চ্ছিতঃ শরাসনজ্যাতলবারণধ্বনিঃ।
অসম্ভবন্ভূধররাজকুক্ষিষু প্রকম্পয়ন্গামবতস্তরে দিশঃ॥ ২৯॥

নিশাতরৌদ্রেষু বিকাশতাং গতৈঃ প্রদীপযদ্ভিঃ ককুভামিবান্তরম্।
বনেসদাং হেতিষু ভিন্নবিগ্রহৈর্বিপুস্ফুরে রশ্মিমতো মরীচিভিঃ॥ ৩০॥

উদূঢ়বক্ষঃস্থগিতৈকদিঙ্মুখো বিকৃষ্টবিস্ফারিতচাপমণ্ডলঃ।
বিতত্যপক্ষদ্বয়মায়তং বভৌ বিভুর্গুণানামুপরীব মধ্যগঃ॥ ৩১॥

সগেষু দুর্গেষু চ তুল্যবিক্রমৈর্জবাদহংপূর্বিকয়া যিযাসুভিঃ।
গণৈরবিচ্ছেদনিরুদ্ধমাবভৌ বনং নিরুচ্ছ্বাসমিবাকুলাকুলম্॥ ৩২॥

তিরোহিতশ্বভ্রনিকুঞ্জরোধসঃ সমশ্নুবানাঃ সহসাতিরিক্ততাম্।
কিরাতসৈন্যৈরপিধায় রেচিতা ভুবঃ ক্ষণং নিম্নতয়েব ভেজিরে॥ ৩৩॥

পৃথুরপর্যস্তবৃহল্লতাততিজবানিলাঘূর্ণিতশালচন্দনা।
গণাধিপানাং পরিতঃ প্রসারণী বনান্যবাঞ্চীব চকার সংহতিঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ সদর্পং প্রতনুং তপস্যয়া মদস্রুতিক্ষামমিবৈকবারণম্।
পরিজ্বলন্তং নিধনায় ভূভৃতাং দহন্তমাশা ইব জাতবেদসম্ ॥ ৩৫ ॥

অনাদরোপাত্তধৃতৈকসায়কং জয়েঽনুকূলে সুহৃদীবসম্পৃহম্।
শনৈরপূর্ণপ্রতিকারপেলবে নিবেশয়ন্তং নয়নে বলোদধৌ ॥ ৩৬ ॥

নিষণ্ণমাপৎপ্রতিকারকারণে শরাসনে ধৈর্য ইবানপায়িনী।
অলঙ্ঘনীয়ং প্রকৃতাবপিস্থিতং নিবাতনিষ্কম্পমিবাপগাপতিম্ ॥ ৩৭ ॥

উপেয়ুষীং বিভ্রতমন্তকদ্যুতিং বধাদদূরে পতিতস্য দংষ্ট্রিণঃ।
পুরে সমাবেশিতসৎপশুং দ্বিজৈঃ পতিং পশূনামিব হূতমধ্বরে ॥ ৩৮ ॥

নিজেন নীতং বিজিতান্যগৌরবং গভীরতাং ধৈর্যগুণেন ভূয়সা।
বনোদয়েনেব ঘনোরুবীরুধা সমন্ধকারীকৃতমুত্তমাচলম্ ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষভস্কন্ধমনূনকন্ধরং বৃহচ্ছিলাবপ্রঘনেন বক্ষসা।
সমুজ্জিহীর্ষুং জগতীং মহাভরাং মহাবরাহং মহতোঽর্ণবাদিব ॥ ৪০ ॥

হরিন্মণিশ্যামমুদগ্রবিগ্রহং প্রকাশমানং পরিভূয় দেহিনঃ।
মনুষ্যভাবে পুরুষং পুরাতনং স্থিতং জলাদর্শ ইবাংশুমালিনম্ ॥ ৪১ ॥

গুরুক্রিয়ারম্ভফলৈরলঙ্কৃতং গতিং প্রভাবস্য জগৎপ্রমাথিনঃ।
গণাঃ সমাসেদুরনীলবাজিনং তপাত্যয়ে তোয়ঘনা ঘনা ইব ॥ ৪২ ॥

যথাস্বমাশংসিতবিক্রমাঃ পুরা মুনিপ্রভাবক্ষততেজসঃ পরে।
যযুঃক্ষণাদপ্রতিপত্তিমূঢ়তাং মহানুভাবঃ প্রতিহন্তি পৌরুষম্ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ প্রজঘ্নে সমমেব তত্র তৈরপেক্ষিতান্যোন্যবলোপপত্তিভিঃ।
মহোদয়ানামপি সংঘবৃত্তিতাং সহায়সাধ্যাঃ প্রদিশন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

কিরাতসৈন্যাদুরুচাপনোদিতাঃ সমং সমুৎপেতুরুপাত্তরংহসঃ।
মহাবনাদুন্মনসঃ খগা ইব প্রবৃত্তপত্রধ্বনয়ঃ শিলীমুখাঃ ॥ ৪৫ ॥

গভীররন্ধ্রেষু ভৃশং মহীভৃতঃ প্রতিস্বনৈরুন্নমিতেন সানুষু।
ধনুর্নিনাদেন জবাদুপেয়ুষা বিভিদ্যমানা ইব দধ্বনুর্দিশঃ ॥ ৪৬ ॥

বিধূনয়ন্তী গহনানি ভূরুহাং তিরোহিতোপান্তনভো দিগন্তরা।
মহীয়সী বৃষ্টিরিবানিলেরিতারবং বিতেনে গণমার্গণাবলিঃ ॥ ৪৭ ॥

ত্রয়ীমৃতূনামনিলাশিনঃ সতঃ প্রযাতি পোষং বপুষি প্রহৃষ্যতঃ।
রণায় জিষ্ণোর্বিদুষেব সত্বরং ঘনত্বমীয়ে শিথিলেন বর্মণা ॥ ৪৮ ॥

পতৎসু শস্ত্রেষু বিতত্য রোদসী সমন্ততস্তস্য ধনুর্দুধূষতঃ।
সরোষমুল্কেব পপাত ভীষণা বলেষু দৃষ্টির্বিনিপাতশংসিনী ॥ ৪৯ ॥

দিশঃ সমূহন্নিব বিক্ষিপন্নিব প্রভাং রবেরাকুলয়ন্নিবানিলম্।
মুনিশ্চচাল ক্ষয়কালদারুণঃ ক্ষিতিং সশৈলাং চলয়ন্নিবেষুভিঃ ॥ ৫০ ॥

বিমুক্তমাশংসিতশত্রুনির্জয়ৈরনেকমেকাবসরং বনেচরৈঃ।
স নির্জঘানাযুধমন্তরা শরৈঃ ক্রিয়াফলং কাল ইবাতিপাতিতঃ ॥ ৫১ ॥

গতৈঃ পরেষামবিভাবনীয়তাং নিবারয়দ্ভির্বিপদং বিদূরগৈঃ।
ভৃশং বভুবোপচিতো বৃহৎফলৈঃ শরৈরুপায়ৈরিব পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫২ ॥

দিবঃ পৃথিব্যাঃ ককুভাং নু মণ্ডলাৎপতন্তি বিম্বাদুত তিগ্মতেজসঃ।
সকৃদ্বিকৃষ্টাদথ কার্মুকান্মুনেঃ শরাঃ শরীরাদিতি তেঽভিমেনিরে ॥ ৫৩ ॥

গণাধিপানামবিধায় নির্গতৈঃ পরাসুতাং মর্মবিদারণৈরপি।
জবাদতীয়ে হিমবানধোমুখৈঃ কৃতাপরাধৈরিব তস্য পত্রিভিঃ ॥ ৫৪ ॥

দ্বিষাং ক্ষতীর্যাঃ প্রথমে শিলীমুখাঃ বিভিদ্য দেহাবরণানি চক্রিরে।
ন তাসু পেতে বিশিখৈঃ পুনর্মুনেররুন্তুদত্বং মহতাং হ্যগোচরঃ ॥ ৫৫ ॥

সমুজ্ঝিতা যাবদরাতি নির্যতী সহৈব চাপান্মুনিবাণসংহতিঃ।
প্রভা হিমাংশোরিব পঙ্কজাবলিং নিনায় সঙ্কোচমুমাপতেশ্চমূম্ ॥ ৫৬ ॥

অজিহ্মমোজিষ্ঠমমোঘমক্লমং ক্রিয়াসু বহ্বীষু পৃথঙ্‌নিযোজিতম্।
প্রসেহিরে সাদয়িতুং ন সাদিতাঃ শরৌঘমুৎসাহমিবাস্য বিদ্বিষঃ ॥ ৫৭ ॥

শিবধ্বজিন্যঃ প্রতিযোধমগ্রতঃ স্ফুরন্তমুগ্রেষুময়ূখমালিনম্।
তমেকদেশস্থমনেকদেশগা নিদধ্যুরর্কং যুগপৎপ্রজা ইব ॥ ৫৮ ॥

মুনেঃ শরৌঘেণ তদুগ্ররংহসা বলং প্রকোপাদিব বিষ্বগায়তা।
বিধূনিতং ভ্রান্তিমিয়ায় সঙ্গিনীং মহানিলেনেব নিদাঘজং রজঃ ॥ ৫৯ ॥

তপোবলেনৈব বিধায় ভূয়সীস্তনূরদৃশ্যাঃ স্বিদিষূন্নিরস্যতি।
অমুষ্য মায়াবিহতং নিহন্তি নঃ প্রতীপমাগত্য কিমু স্বমায়ুধম্ ॥ ৬০ ॥

হৃতা গুণৈরস্য ভয়েন বা মুনেস্তিরোহিতাঃ স্বিৎপ্রহরন্তি দেবতাঃ।
কথং ন্বমী সন্ততমস্য সায়কা ভবন্ত্যনেকে জলধেরিবোর্ময়ঃ ॥ ৬১ ॥

জয়েন কচ্চিদ্বিরমেদয়ং রণাদ্ভবেদপি স্বস্তি চরাচরায় বা।
ততাপ কীর্ণা নৃপসূনুমার্গণৈরিতি প্রতর্কাকুলিতা পতাকিনী ॥ ৬২ ॥

অমর্ষণা কৃত্যমিব ক্ষমাশ্রয়ং মদোদ্ধতেনেব হিতং প্রিয়ং বচঃ।
বলীয়সা তদ্বিধিনেব পৌরুষং বলং নিরস্তং ন ররাজ জিষ্ণুনা ॥ ৬৩ ॥

প্রতিদিশং প্লবগাধিপলক্ষ্মণা বিশিখসংহতিতাপিতমূর্তিভিঃ।
রবিকরগ্লপিতৈরিব বারিভিঃ শিববলৈঃ পরিমণ্ডলতা দধে ॥ ৬৪ ॥

প্রবিততশরজালচ্ছন্নবিশ্বান্তরালে বিধুবতি ধনুরাবিমণ্ডলং পাণ্ডুসূনৌ।
কথমপি জয়লক্ষ্মীর্ভীতভীতা বিহাতুং বিষমনয়নসেনাপক্ষপাতং বিষেহে ॥ ৬৫ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে 'অর্জুনাভিগমনো' নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × অ পঞ্চদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথ ভূতানি বার্ত্রঘ্নশরেভ্যস্তত্র তত্রসুঃ।
ভেজে দিশঃ পরিত্যক্তমহেষ্বাসা চ সা চমূঃ ॥ ১ ।

অপশ্যদ্ভিরিবেশানং রণান্নিববৃতে গণৈঃ।
মুহ্যত্যেব হি কৃচ্ছ্রেষু সম্ভ্রমজ্বলিতং মনঃ ॥ ২ ॥

খণ্ডিতাশংসয়া তেষাং পরাঙ্মুখতয়া তয়া।
আবিবেশ কৃপা কেতৌ কৃতোচ্চৈর্বানরং নরম্ ॥ ৩ ॥

আস্থামালম্ব্য নীতেষু বশং ক্ষুদ্রেষ্বরাতিষু।
ব্যক্তিমায়াতি মহতাং মাহাত্ম্যমনুকম্পয়া ॥ ৪ ॥

স সাসিঃ সাসুসূঃ সাসো যেযাযেযাযযাযযঃ।
ললৌ লীলাং ললোঽললোলঃ শশীশিশিশুশীঃ শশন্ ॥ ৫ ॥

ত্রাসজিহ্মং যতশ্চৈতান্ মন্দমেবান্বিয়ায় সঃ।
নাতিপীড়য়িতুং ভগ্নানিচ্ছন্তি হি মহৌজসঃ ঃ ৬ ॥

অথাগ্রে হসতা সাচিস্থিতেন স্থিরকীর্তিনা।
সেনান্যা তে জগদিরে কিঞ্চিদারস্তচেতসা ॥ ৭ ॥

মা বিহাসিষ্ট সমরং সমরন্তব্যসংযতঃ।
ক্ষতঃ ক্ষুণ্ণাসুরগণৈরগণৈরিব কিং যশঃ ॥ ৮ ॥

বিবস্বদংশুসংশ্লেষদ্বিগুণীকৃততেজসঃ ।
অমী বো মোঘমুদ্‌গূর্ণা হসন্তীব মহাসয়ঃ ॥ ৯ ॥

বনেঽবনে বনসদাং মার্গং মার্গমুপেযুষাম্ ।
বাণৈর্বাণৈঃ সমাসক্তং শঙ্কেঽশং কেন শাম্যতি ॥ ১০ ॥

পাতিতোত্তুঙ্গমাহাত্ম্যৈঃ সংহৃতায়তকীর্তিভিঃ ।
গুর্বীং কামাপ্রদং হন্তুং কৃতমাবৃত্তিসাহসম্ ॥ ১১ ॥

নাসুরোঽয়ং ন বা নাগো ধরসংস্থো ন রাক্ষসঃ ।
না সুখোঽয়ং নবাভোগো ধরণিস্থো হি রাজসঃ ॥ ১২ ॥

মন্দমস্যন্নিষুলতাং ঘৃণয়া মুনিরেষ বঃ ।
প্রণুদত্যাগতাবজ্ঞং জঘনেষু পশূনিব ॥ ১৩ ॥

ন নোননুন্নো নুন্নোনো নানা নানাননা ননু ।
নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ ॥ ১৪ ॥

বরং কৃতধ্বস্তগুণাদত্যন্তমগুণঃ পুমান্ ।
প্রকৃত্যা হ্যমণিঃ শ্রেয়ান্নালঙ্কারশ্চ্যুতোপলঃ ॥ ১৫ ॥

স্যন্দনা নো চতুরগাঃ সুরেভা বাবিপত্তয়ঃ ।
স্যন্দনা নো চ তুরগাঃ সুরেভাবা বিপত্তয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ভবদ্ভিরধুনারাতিপরিহাপিতপৌরুষৈঃ ।
হ্রদৈরিবার্কনিষ্পীতৈঃ প্রাপ্তঃ পঙ্কো দুরুত্তরঃ ॥ ১৭ ॥

বেত্রশাককুজে শৈলেঽলেশৈজেঽকুকশাত্রবে ।
যাত কিং বিদিশো জেতুং তুঞ্জেশো দিবি কিংতয়া ॥ ১৮

অয়ং বঃ ক্লৈব্যমাপন্নান্ দৃষ্টপৃষ্ঠানরাতিনা ।
ইচ্ছতীশশ্চ্যুতাচারান্ দারানিব নিগোপিতুম্ ॥ ১৯ ॥

ননু হো মথনা রাঘো ঘোরা নাথমহো নু ন ।
তয়দাতবদা ভীমা মাভীদা বত দায়ত ॥ ২০ ॥

কিং ত্যক্তাপাস্তদেবত্বমানুষ্যকপরিগ্রহৈঃ ।
জ্বলিতান্যগুণৈর্গুর্বী স্থিতা তেজসি মানিতা ॥ ২১ ॥

নিশিতাসিরতোঽভীকোন্যেজতেঽমরণা রুচা ।
সারতো ন বিরোধী নঃ স্বাভাসোঽভরবানুত ॥ ২২ ॥

তনূবারভসো ভাস্বানধীরোবিনতোরসা।
চারুণো রমতে জন্যে কোঽভীতো রাসতাশিনি ॥ ২৩ ॥

বিভিন্নপাতিতাশ্বীয়নিরুদ্ধরথবর্ত্মনি।
হতাদ্বিপনগষ্ঠ্যূতরুধিরাম্বু নদাকুলে ॥ ২৪ ॥

দেবাকানিনি কাবাদে বাহিকাস্বস্বকাহি বা।
কাকারেভভরে কাকা নিস্বভব্যব্যভস্বনি ॥ ২৫ ॥

প্রযুক্তশববিত্রস্ততুরগাক্ষিপ্তসারথৌ।
মারুতাপূর্ণতূণীরবিক্রুষ্ট হতসাদিনি ॥ ২৬ ॥

সসত্ত্বরতিদে নিত্যং সদরামর্ষনাশিনি।
ত্বরাধিক কসন্নাদে রমকত্বমকর্ষতি ॥ ২৭ ॥

আসুরে লোকবিত্রাসবিধায়িনি মহাহবে।
যুষ্মাভিরুন্নতিং নীতং নিরস্তমিহ পৌরুষম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শাসতি সেনান্যাং গচ্ছতস্তাননেকধা।
নিষিধ্য হসতা কিঞ্চিত্তস্থে তত্রান্ধকারিণা ॥ ২৯ ॥

মুনীষুদহনাতপ্তান্ লজ্জয়া নিবিবৃৎসতঃ।
শিব প্রহ্লাদয়ামাস তান্নিষেধহিমাম্বুনা ॥ ৩০ ॥

দ্যুনাসেংঽরিবলাদ্যুনো নিরেভা বহু মেনিরে।
ভীতাঃ শিতশরাভীতা শঙ্করং তত্র শঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥

মহেষুজলধৌ শত্রোর্বর্তমানা দুরুত্তরে।
প্রাপ্য পারমিবেশানমাশশ্বাস পতাকিনী ॥ ৩২ ॥

স বভার রণাপেতাং চমূং পশ্চাদবস্থিতাম্।
পুরঃসূর্যাদপাবৃত্তাং ছায়ামিব মহাতরুঃ ॥ ৩৩ ॥

মুঞ্চতীশে শরাঞ্জিষ্ণৌ পিনাকস্বনপূরিতঃ।
দধ্বান ধ্বনয়ন্নাশাঃ স্ফুটন্নিব ধরাধরঃ ॥ ৩৪ ॥

তদ্গণা দদৃশুর্ভীমং চিত্রসংস্থা ইবাচলাঃ।
বিস্ময়েন তয়োর্যুদ্ধং চিত্রসংস্থা ইবাচলাঃ ॥ ৩৫ ॥

পরিমোহয়মাণেন শিক্ষালাঘবলীলয়া।
জৈষ্ণবী বিশিখশ্রেণী পরিজহ্রে পিনাকিনা ॥ ৩৬ ॥

অবদ্যম্পত্রিণঃ শম্ভোঃ সায়কৈরবসায়কৈঃ ।
পাণ্ডবঃ পরিচক্রাম শিক্ষয়া রণশিক্ষয়া ॥ ৩৭ ॥

চারচুঞ্চুশ্চিরারেচী চঞ্চচ্চীররুচা রুচঃ ।
চচার রুচিরশ্চারু চারৈরাচারচঞ্চুরঃ ॥ ৩৮ ॥

স্ফুরৎপিশঙ্গমৌর্বীকং ধুনানঃ স বৃহদ্ধনুঃ ।
ধৃতোল্কানলয়োগেন তুল্যমংশুমতা বভৌ ॥ ৩৯ ॥

পার্থবাণাঃ পশুপতেরাবব্রুর্বিশিখাবলীম্ ।
পয়োমুচ ইবারব্ধাঃ সাবিত্রীমংশুসংহতিম্ ॥ ৪০ ॥

শরবৃষ্টিং বিধূয়োর্বীমুদস্তাং সব্যসাচিনা ।
রুরোধ মার্গৈর্মার্গং তপনস্য ত্রিলোচনঃ ॥ ৪১ ॥

তেন ব্যাতেনিরে ভীমা ভীমার্জুনফলাননাঃ ।
ন নানুকম্প্য বিশিখাঃ শিখাধরজবাসসঃ ॥ ৪২ ॥

দ্যুবিয়দ্গামিনী তারসংরাববিহতশ্রুতিঃ ।
হৈমীষুমালা শুশুভে বিদ্যুতামিব সংহতিঃ ॥ ৪৩ ॥

বিলঙ্ঘ্য পত্রিণাং পংক্তিং ভিন্নং শিবশিলীমুখৈঃ ।
জ্যায়ো বীর্যমুপাশ্রিত্য ন চকম্পে কপিধ্বজঃ ॥ ৪৪ ॥

জগতীশরণে যুক্তো হরিকান্তঃ সুধাসিতঃ ।
দানবর্ষী কৃতাশংসো নাগরাজ ইবাবভৌ ॥ ৪৫ ॥

বিফলীকৃতযত্নস্য ক্ষতবাণস্য শম্ভুনা ।
গাণ্ডীবধন্বনঃ খেভ্যো নিশ্চকাম হুতাশনঃ ॥ ৪৬ ॥

স পিশঙ্গজটাবলিঃ কিরন্নুরু তেজঃ পরমেণ মন্যুনা ।
জ্বলিতৌষধিজাতবেদসা হিমশৈলেন সমং বিদিদ্যুতে ॥ ৪৭ ॥

শতশো বিশিখানবদ্যতে ভৃশমস্মৈ রণবেগশালিনে ।
প্রথয়ন্ননির্বার্যবীর্যতাং প্রজিঘায়েষুমঘাতুকং শিবঃ ॥ ৪৮ ॥

শম্ভোর্ধনুর্মণ্ডলতঃ প্রবৃত্তং তং মণ্ডলাদংশুমিবাংশুভর্তুঃ ।
নিবারয়িষ্যন্বিদধে সিতাশ্বঃ শিলীমুখচ্ছায়বৃতাং ধরিত্রীম্ ॥ ৪৯ ॥

ঘনং বিদার্যার্জুনবাণপূগং সসারবাণোহযুগলোচনস্য ।
ঘনং বিদার্যার্জুনবাণপূগং সসারবাণোহযুগলোচনস্য ॥ ৫০ ॥

রুজম্মহেষুম্বহুধাশুপাতিনো মুহুঃ শরৌঘৈরপবারয়ন্দিশঃ।
চলাচলোঽনেক ইব ক্রিয়াবশান্মহর্ষিসংঘৈর্বুবুধে ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৫১ ॥

বিকাশমীয়ুর্জগতীশমার্গণা বিকাশমীয়ুর্জগতীশমার্গণাঃ।
বিকাশমীয়ুর্জগতীশমার্গণা বিকাশমীয়ুর্জগতীশমার্গণাঃ ॥ ৫২ ॥

সংপশ্যতামিতি শিবেন বিতায়মানং
লক্ষ্মীবতঃ ক্ষিতিপতেস্তনয়স্য বীর্যম্।
অঙ্গান্যভিন্নমপি তত্ত্ববিদাং মুনীনাং
রোমাঞ্চমঞ্চিততরং বিভরাং বভূবুঃ ॥ ৫৩ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে যুদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × ষোড়শঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

ততঃ কিরাতাধিপতেরলঘ্বীমাজিক্রিয়াং বীক্ষ্য বিবৃদ্ধমন্যুঃ।
স তর্কয়ামাস বিবিক্ততর্কশ্চিরং বিচিন্বন্নিতি কারণানি ॥ ১ ॥

মদস্রুতিশ্যামিতগণ্ডলেখাঃ ক্রামন্তি বিক্রান্তনরাধিরূঢ়াঃ।
সহিষ্ণবো নেহ যুধামভিজ্ঞা নাগা নগোচ্ছ্রায়মিবাক্ষিপন্তঃ ॥ ২ ॥

বিচিত্রয়া চিত্রয়তেব ভিন্নাং রুচং রবেঃ কেতনরত্নভাসা।
মহারথৌঘেন ন সংনিরুদ্ধা পয়োদমন্দ্রধ্বনিনা ধরিত্রী ॥ ৩ ॥

সমুল্লসৎপ্রাসমহোর্মিমালং পরিস্ফুরচ্চামরফেনপঙ্‌ক্তি।
বিভিন্নমর্যাদমিহাতনোতি নাশ্বীয়মাশা জলধেরিবাম্ভঃ ॥ ৪ ॥

হতাহতেত্যুদ্ধতভীমঘোষৈঃ সমুজ্ঝিতা যোদ্ধৃভিরভ্যমিত্রম্।
ন হেতয়ঃ প্রাপ্ততড়িত্ত্বিষঃ খে বিবস্বদংশুজ্বলিতাঃ পতন্তি ॥ ৫ ॥

অভ্যায়তঃ সন্ততধূমধূম্রং ব্যাপি প্রভাজালমিবান্তকস্য।
রজঃ প্রতূর্ণাশ্বরথাঙ্গনুন্নং তনোতি ন ব্যোমনি মাতরিশ্বা ॥ ৬ ॥

ভূরেণুনা রাসভধূসরেণ তিরোহিতে বর্ত্মনি লোচনানাম্।
নাস্ত্যত্র তেজস্বিভিরুৎসুকানামহ্নি প্রদোষঃ সুরসুন্দরীণাম্ ॥ ৭ ॥

রথাঙ্গসংক্রীড়িতমশ্বহেষা বৃংহন্তি মত্তদ্বিপবৃংহিতানি।
সংঘর্ষযোগাদিব মূর্চ্ছিতানি হ্রাদং নিগৃহ্নন্তি ন দুন্দুভীনাম্ ॥ ৮ ॥

অস্মিন্ যশঃ পৌরুষলোলুপানামরাতিভিঃ প্রত্যুরসং ক্ষতানাম্।
মূর্চ্ছান্তরায়ং মুহুরুচ্ছিনত্তি নাসারশীতং করিশীকরাম্ভঃ ॥ ৯ ॥

অসংঙ্নদীনামুপচীয়মানৈর্বিদারয়দ্ভিঃ পদবীং ধ্বজিন্যাঃ।
উচ্চ্রায়মায়াস্তি ন শোণিতৌঘৈঃ পঙ্কৈরিবাশ্যানঘনৈস্তটানি ॥ ১০

পরিক্ষতে বক্ষসি দন্তিদন্তৈঃ প্রিয়াঙ্কশীতা নভসঃ পতন্তী।
নেহ প্রমোহং প্রিয়সাহসানাং মন্দারমালা বিরলীকরোতি ॥ ১১ ॥

নিষাদিসংনাহমণিপ্রভৌঘে পরীয়মাণে করিশীকরেণ।
অর্কত্বিষোন্মীলিতমভ্যুদেতি ন খণ্ডমাখণ্ডলকার্মুকস্য ॥ ১২ ॥

মহীভৃতা পক্ষবতেব ভিন্না বিগাহ্য মধ্যং পরবারণেন।
নাবর্তমানা নিনদন্তি ভীমমপাং নিধেরাপ ইব ধ্বজিন্যঃ ॥ ১৩ ॥

মহারথানাং প্রতিদন্ত্যনীকমধিস্যদস্যন্দনমুত্থিতানাম্।
আমূললূনৈরতিমন্যুনেব মাতঙ্গহস্তৈর্ব্রিয়তে ন পন্থাঃ ॥ ১৪ ॥

ধৃতোৎপলাপীড় ইব প্রিয়ায়াঃ শিরোরুহাণাং শিথিলঃ কলাপঃ।
ন বর্হভারঃ পতিতস্য শঙ্কোর্নিষাদিবক্ষঃস্থলমাতনোতি ॥ ১৫ ॥

উজ্ঝৎসু সংহার ইবাস্তসংখ্যমহ্নায় তেজস্বিষু জীবিতানি।
লোকত্রয়াস্বাদনলোলজিহ্বং ন ব্যাদদাত্যাননমত্র মৃত্যুঃ ॥ ১৬ ॥

ইয়ঞ্চ দুর্বারমহারথানামাক্ষিপ্য বীর্যং মহতাং বলানাম্।
শক্তির্মমাবস্যতি হীনযুদ্ধে সৌরীব তারাধিপধাম্নি দীপ্তিঃ ॥ ১৭ ॥

মায়া স্বিদেষা মতিবিভ্রমো বা ধ্বস্তং নু মে বীর্যমুতাহমন্যঃ।
গাণ্ডীবমুক্তা হি যথা পুরা মে পরাক্রমন্তে ন শরাঃ কিরাতে ॥ ১৮ ॥

পুংসঃ পদং মধ্যমমুত্তমস্য দ্বিধেব কুর্বন্ধনুষঃ প্রণাদৈঃ।
নূনং তথা নৈষ যথাস্য বেষঃ প্রচ্ছন্নমপ্যূহয়তে হি চেষ্টা ॥ ১৯ ॥

ধনুঃ প্রবন্ধধ্বনিতং রুষেব সকৃদ্বিকৃষ্টা বিততেব মৌর্বী।
সন্ধানমুৎকর্ষমিব ব্যুদস্য মুষ্টেরসম্ভেদ ইবাপবর্গে ॥ ২০ ॥

অংসাববষ্টব্ধনতৌ সমাধিঃ শিরোধরায়া রহিতপ্রয়াসঃ।
ধৃতা বিকারাংস্ত্যজতা মুখেন প্রসাদলক্ষ্মীঃ শশলাঞ্ছনস্য ॥ ২১ ॥

প্রহীয়তে কার্যবশাগতেষু স্থানেষু বিষ্টব্ধতয়া ন দেহঃ।
স্থিতপ্রয়াতেষু সসৌষ্ঠবশ্চ লক্ষ্যেষু পাতঃ সদৃশঃ শরাণাম্ ॥ ২২ ॥

পরস্য ভূয়াস্বিবরেঽভিযোগঃ প্রসহ্য সংরক্ষণমাত্মরন্ধ্রে।
ভীষ্মেঽপ্যসম্ভাব্যমিদং গুরৌ বা ন সংভবত্যেব বনেচরেষু ॥ ২৩ ॥

অপ্রাকৃতস্যাহবদুর্মদস্য নিবার্যমস্যাস্ত্রবলেস বীর্যম্।
অল্পীয়সোঽপ্যাময়তুল্যবৃত্তেমহাপকারায় রিপোর্বিবৃদ্ধিঃ ॥ ২৪ ॥

স সম্প্রধার্যৈব মহার্যসারঃ সারং বিনেষ্যন্ সগণস্য শত্রোঃ।
প্রস্বাপনাস্ত্রং দ্রুতমাজহার ধ্বান্তং ঘনানদ্ধ ইবার্ধরাত্রঃ ॥ ২৫ ॥

প্রসক্তদাবানলধূমধূম্রা নিরুন্ধতী ধাম সহস্ররশ্মেঃ।
মহাবনানীব মহাতামস্রা ছায়া ততানেশবলানি কালী ॥ ২৬ ॥

আসাদিতা তৎপ্রথমং প্রসহ্য প্রগল্ভতায়াঃ পদবীং হরন্তী।
সভেব ভীমা বিদধে গণানাং নিদ্রা নিরাসং প্রতিভাগুণস্য ॥ ২৭ ॥

গুরুস্থিরাণ্যুত্তমবংশজত্বাদ্বিজ্ঞাতসারাণ্যনুশীলনেন।
কেচিৎসমাশ্রিত্য গুণান্বিতানি সুহৃৎকুলানীবধনূংষি তস্থুঃ ॥ ২৮ ॥

কৃতান্তদুর্বৃত্ত ইবাপরেষাং পুরঃ প্রতিদ্বন্দ্বিনি পাণ্ডবাস্ত্রে।
অতর্কিতং পাণিতলান্নিপেতুঃ ক্রিয়াফলানীব তদায়ুধানি ॥ ২৯ ॥

অসংস্থলৈঃ কেচিদভিন্নধৈর্যাঃ স্কন্ধেষু সংশ্লেষবতাং তরূণাম্।
মদেন মীলন্নয়নাঃ সলীলং নাগা ইব স্রস্তকরা নিষেদুঃ ॥ ৩০ ॥

তিরোহিতেন্দোরথ শম্ভুমূর্ধ্নঃ প্রণম্যমানং তপসাং নিবাসৈঃ।
সুমেরুশৃঙ্গাদিব বিম্বমার্কং পিশঙ্গমুচ্চৈরুদিয়ায় তেজঃ ॥ ৩১ ॥

ছায়াং বিনির্ধূয় তমোময়ীং তাং তত্ত্বস্য সংবিত্তিরিবাপবিদ্যাম্।
যযৌ বিকাশং দ্যুতিরিন্দুমৌলেরালোকমত্যাদিশতী গণেভ্যঃ ॥ ৩২ ॥

ত্বিষাং ততিঃ পাটলিতাম্বুবাহা সা সর্বতঃ পূর্বসরীব সংধ্যা।
নিনায় তেষাং দ্রুতমুল্লসন্তী বিনিদ্রতাং লোচনপঙ্কজানি ॥ ৩৩ ॥

পৃথগ্বিধান্যস্ত্রবিরামবুদ্ধাঃ শস্ত্রাণি ভূয়ঃ প্রতিপেদিরে তে।
মুক্তা বিতানেন বলাহকানাং জ্যোতীংষি রম্যা ইব দিগ্বিভাগাঃ ॥ ৩৪ ॥

দৌর্মুন্ননামেব দিশঃ প্রসেদুঃ স্ফুটং বিসস্রে সবিতুর্ময়ূখৈঃ।
ক্ষয়ং গতায়ামিব যামবত্যাং পুনঃ সমীয়ায় দিনং দিনশ্রীঃ ॥ ৩৫ ॥

মহাস্ত্রদুর্গে শিথিলপ্রযত্নং দিগ্বারণেনেব পরেণ রুগ্নে।
ভুজঙ্গপাশান্ভুজবীর্যশালীপ্রবন্ধনায় প্রজিঘায় জিষ্ণুঃ ॥ ৩৬ ॥

জিহ্বাশতান্যুল্লসয়ন্ত্যজস্রং লসত্তডিল্লোলবিষানলানি।
ত্রাসান্নিরস্তা ভুজগেন্দ্রসেনা নভশ্চরৈস্তৎপদবীং বিবরে ॥ ৩৭ ॥

দিঙ্নাগহস্তাকৃতিমুদ্বহদ্ভির্ভোগৈঃ প্রশস্তাসিতরত্ননীলৈঃ।
ররাজ সর্পাবলিরুল্লসন্তী তরঙ্গমালেব নভোর্ণবস্য ॥ ৩৮ ॥

নিঃশ্বাসধূমৈঃ স্থগিতাংশুজালং ফণাবতামুৎফণমণ্ডলানাম্।
গচ্ছন্নিবাস্তং বপুরভ্যুবাহ বিলোচনানাং সুখমুষ্ণরশ্মিঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রতপ্তচামীকরভাস্বরেণ দিশঃ প্রকাশেন পিশঙ্গয়ন্ত্যঃ।
নিশ্চক্রমুঃ প্রাণহরেক্ষণানাং জ্বালা মহোল্কা ইব লোচনেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

আক্ষিপ্তসম্পাতমপেতশোভমুদ্বহ্নি ধূমাকুলদিগ্বিভাগম্।
বৃতং নভো ভোগিকুলৈরবস্থাং পরোপরুদ্ধস্য পুরস্য ভেজে ॥ ৪১ ॥

তমাশু চক্ষুঃশ্রবসাং সমূহং মন্ত্রেণ তার্ক্ষ্যোদয়কারণেন।
নেতা নয়েনেব পরোপজাপং নিবারয়ামাস পতিঃ পশূনাম্ ॥ ৪২ ॥

প্রতীপ্সতীভিঃ কৃতমীলিতানি দ্যুলোকভাজামপি লোচনানি।
গরুত্মতাং সংহতিভির্বিহায়ঃ ক্ষণপ্রকাশাভিরিবাবতেনে ॥ ৪৩ ॥

ততঃ সুপর্ণব্রজপক্ষজন্মা নানাগতির্মণ্ডলয়ঞ্জবেন।
জরত্তৃণানীব বিয়ন্নিনায় বনস্পতীনাং গহনানি বায়ুঃ ॥ ৪৪ ॥

মনঃশিলাভঙ্গনিভেন পশ্চান্নিরুধ্যমানং নিকরেণ ভাসাম্।
ব্যূঢৈরুরোভিশ্চ বিনুদ্যমানং নভঃ সসর্পেব পুরঃ খগানাম্ ॥ ৪৫ ॥

দরীমুখৈরাসবরাগতাম্রং বিকাসি রুক্মচ্ছদধাম পীত্বা।
জবানিলাঘূর্ণিতসানুজালো হিমাচলঃ ক্ষীব ইবাচকম্পে ॥ ৪৬ ॥

প্রবৃত্তনক্তং দিবসন্ধিদীপ্তৈর্নভস্তলং গাং চ পিশঙ্গয়দ্ভিঃ।
অন্তর্হিতার্কৈঃ পরিতঃ পতদ্ভিশ্ছায়াঃ সমাচিক্ষিপিরে বনানাম্ ॥ ৪৭ ॥

স ভোগিসঙ্ঘঃ শমমুগ্রধাম্নাং সৈন্যেন নিন্যে বিনতাসুতানাম্।
মহাধ্বরে বিধ্যপচারদোষঃ কর্মান্তরেণেব মহোদয়েন ॥ ৪৮ ॥

সাফল্যমস্ত্রে রিপুপৌরুষস্য কৃত্বা গতে ভাগ্য ইবাপবর্গম্।
অনিন্ধনস্য প্রসভং সমন্যুঃ সমাদদেঽস্ত্রং জ্বলনস্য জিষ্ণুঃ ॥ ৪৯ ॥

ঊর্ধ্বং তিরশ্চীনমধশ্চ কীর্ণৈর্জ্বালাসটৈর্লঙ্ঘিতমেঘপঙ্ক্তিঃ।
আয়স্ত সিংহাকৃতিরুৎপপাত প্রাণ্যন্তমিচ্ছন্নিব জাতবেদা ॥ ৫০ ॥

ভিন্দেব ভাভিঃ সবিতুর্ময়ূখাঞ্জজ্বাল বিষ্বগ্বিসৃতস্ফুলিঙ্গঃ।
বিশীর্যমাণাশ্মনিনাদধীরং ধ্বনিং বিতন্বন্নকৃশঃ কৃশানুঃ ॥ ৫১ ॥

চয়ানিবাদ্রীনিব তুঙ্গশৃঙ্গান্ ক্বচিৎপুরাণীব হিরন্ময়ানি।
মহাবনানীব চ কিংশুকানাং ততান বহ্নিঃ পবনানুবৃত্ত্যা ॥ ৫২ ॥

মুহুশ্চলৎ পল্লবলোহিনীভিরুচ্চৈঃ শিখাভিঃ শিখিনোঽবলীঢ়াঃ।
তলেষু মুক্তাবিশদা বভূবুঃ সান্দ্রাঞ্জনশ্যামরুচঃ পয়োদাঃ ॥৫৩ ॥

লিলিক্ষতিব ক্ষয়কালরৌদ্রে লোকং বিলোলার্চিষি রোহিতাশ্বে।
পিনাকিনা হূতমহাম্বুবাহমস্ত্রং পুনঃ পাশভৃত প্রণিন্যে ॥ ৫৪ ॥

ততো ধরিত্রীধরতুল্যরোধসস্তড়িল্লতালিঙ্গিতনীমূর্তয়ঃ।
অধোমুখাকাশসরিন্নিপাতিনীরপঃ প্রসক্তং মুমুচুঃ পয়োমুচঃ ॥ ৫৫ ॥

পরাহতধ্বস্তশিখে শিখাবতো বপুষ্যধিক্ষিপ্ত সমিদ্ধতেজসি।
কৃতাস্পদাস্তপ্ত ইবায়সি ধ্বনিং পয়োনিপাতাঃ প্রথমে বিতেনিরে ॥ ৫৬ ॥

মহানলে ভিন্নসিতাভ্রপাতিভিঃ সমেত্য সদ্যং ক্বথনেন ফেনতাম্।
ব্রজদ্ভি রাদ্রেন্ধনবৎপরিক্ষয়ং জলৈর্বিতেনে দিবি ধূমসন্ততিঃ ॥ ৫৭ ॥

স্বকেতুভিঃ পাণ্ডুরনীলপাটলৈঃ সমাগতা শক্রধনুঃ প্রভাভিদঃ।
অসংস্থিতামাদধিরে বিভাবসোর্বিচিত্রচীনাংশুকচারুতাং ত্বিষঃ ॥ ৫৮ ॥

জলৌঘসংমূর্চ্ছনমূর্চ্ছিতস্বনঃ প্রসক্তবিদ্যুল্লসিতৈধিতদ্যুতিঃ।
প্রশান্তি মেষ্যন্ ধৃত ধূমমণ্ডলো বভূব ভূয়ানিব তত্র পাবকঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রবৃদ্ধসিন্ধূর্মিচয়স্থবীয়সাং চয়ৈর্বিভিন্নাঃ পরসাং প্রপেদিরে।
উপাত্তসন্ধ্যারুচিভিঃ সরূপতাং পয়োদবিচ্ছেদলবৈঃ কৃশানবঃ ॥ ৬০ ॥

উপেত্যনন্তদ্যুতিরপ্যসংশয়ং বিভিন্নমূলোঽনুদয়ায় সংক্ষয়ম্।
তথা হি তয়ৌঘবিভিন্নসংহতিঃ স হব্যবাহঃ প্রযযৌ পরাভবম্ ॥ ৬১ ॥

অথ বিহিতবিধেয়ৈরাশু মুক্তা বিতানৈ—
রসিতনগনিতম্বশ্যামভাসাং ঘনানাম্।
বিকসদমলধাম্নাং প্রাপ নীলোৎপলানাং
শ্রিয়মধিকবিশুদ্ধাং বহ্নিদাহাদিব দ্যৌঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি বিবিধমুদাসে সব্যসাচী যদস্ত্রং
বহুসমরনয়জ্ঞঃ সাদয়িষ্যন্নরাতিম্।
বিধিরিব বিপরীতঃ পৌরুষং ন্যায়বৃত্তেঃ
সপদি তদুপনিন্যে রিক্ততাং নীলকণ্ঠঃ ॥ ৬৩ ॥

বীতপ্রভাবতনুরপ্যতনুপ্রভাবঃ
প্রত্যাচকাঙ্ক্ষ জয়িনীং ভুজবীর্যলক্ষ্মীম্‌।
অস্ত্রেষু ভূতপতিনাপহৃতেষু জিষ্ণু-
র্বর্ষস্যতা দিনকৃতেব জলেষু লোকঃ ॥ ৬৪ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্‌-মহাকাব্যে কিরাতার্জুনযুদ্ধং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × সপ্তদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অথাপদামুদ্ধরণক্ষমেষু মিত্রেষ্বিবাস্ত্রেষু তিরোহিতেষু।
ধৃতিং গুরুশ্রীর্গুরুণাভিপুষ্যন্‌ স্বপৌরুষেণেব শরাসনেন ॥ ১ ॥

ভূরিপ্রভাবেন রণাভিযোগাৎপ্রীতো বিজিহ্মশ্চ তদীয়বৃদ্ধ্যা।
স্পষ্টোঽপ্যবিস্পষ্টবপুঃপ্রকাশঃ সর্পন্মহাধূম ইবাদ্রিবহ্নিঃ ॥ ২ ॥

তেজঃ সমাশ্রিত্য পরৈরহার্যং নিজং মহন্মিত্রমিবোরুধৈর্যম্‌।
আসাদয়ন্নস্খলিতস্বভাবং ভীমে ভুজালম্বমিবারিদুর্গে ॥ ৩ ॥

বংশোচিতত্বাদভিমানবত্যা সংপ্রাপ্তয়া সংপ্রিয়তামসুভ্যঃ।
সমক্ষমাদিৎসিতয়া পরেণ বধ্বেব কীর্ত্যা পরিতপ্যমানঃ ॥ ৪ ॥

পতিং নাগানামিব বদ্ধমূলমুন্মূলয়িষ্যংস্তরসা বিপক্ষম্‌।
লঘুপ্রযত্নং নিগৃহীতবীর্যস্ত্রিমার্গগাবেগ ইবেশ্বরেণ ॥ ৫ ॥

সংস্কারবত্ত্বাদ্রময়ৎসু চেতঃ প্রয়োগশিক্ষাগুণভূষণেষু।
জয়ং যথার্থেষু শরেষু পার্থঃ শব্দেষু ভাবার্থমিবাশশংসে ॥ ৬ ॥

ভূয়ঃ সমাধানবিবৃদ্ধতেজা নৈবং পুরা যুদ্ধমিতি ব্যথাবান্‌।
স নির্ববামাস্রমমর্ষনুন্নং বিষং মহানাগ ইবেক্ষণাভ্যাম্‌ ॥ ৭ ॥

তস্যাহবায়াসবিলোলমৌলেঃ সংরম্ভতাম্রায়তলোচনস্য।
নির্বাপয়িষ্যন্নিব রোষতপ্তং প্রস্নাপয়ামাস মুখং নিদাঘঃ ॥ ৮ ॥

ক্রোধান্ধকারান্তরিতো রণায় ভ্রূভেদরেখাঃ স বভার তিস্রঃ।
ঘনোপরুদ্ধঃ প্রভবায় বৃষ্টেরূর্ধ্বাংশুরাজীরিব তিগ্মরশ্মিঃ ॥ ৯ ॥

স প্রধ্বনয্যাম্বুদনাদি চাপং হস্তেন দিঙ্‌নাগ ইবাদ্রিশৃঙ্গম্‌।
বলানি শম্ভোরিষুভিস্ততাপ চেতাংসি চিন্তাভিরিবাশরীরঃ ॥ ১০ ॥

সম্বাদিতেবাভিনিবিষ্টবুদ্ধৌ গুণাভসূয়েব বিপক্ষপাতে।
অগোচরে বাগিব চোপরেমে শক্তিঃ শরাণাং শিতিকণ্ঠকায়ে ॥ ১১ ॥

উমাপতিং পাণ্ডুসতপ্রণুন্নাঃ শিলীমুখা ন ব্যথয়াম্বভূবুঃ ।
অভ্যুত্থিতস্যাদ্রিপতের্নিতম্বমর্কস্য পাদা ইব হৈমনস্য ॥ ১২ ॥

সংপ্রীয়মাণোহনুবভূব তীব্রং পরাক্রমং তস্য পতির্গণানাম্ ।
বিষাণভেদং হিমবানসহ্যং বপ্রাণতস্যেব সুরদ্বিপস্য ॥ ১৩ ॥

তস্মৈ হি ভারোদ্ধরণে সমর্থং প্রদাস্যতা বাহুমিব প্রতাপম্ ।
চিরং বিষেহেঽভিভবস্তদানীং স কারণানামপি কারণেন ॥ ১৪ ॥

প্রত্যাহতৌজাঃ কৃতসত্ত্ববেগঃ পরাক্রমং জ্যায়সি যস্তনোতি ।
তেজাংসি ভানোরিব নিষ্পতন্তি যশাংসি বীর্যজ্বলিতানি তস্য ॥ ১৫ ॥

দৃষ্টাবদানদ্ ব্যথতেঽরিলোকঃ প্রধ্বংসমেতি ব্যথিতাচ্চ তেজঃ ।
তেজোবিহীনং বিজহাতি দর্পঃ শান্তার্চিষং দীপমিব প্রকাশঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ প্রয়াত্যস্তমদাবলেপঃ স জয্যতায়াঃ পদবীং জিগীষোঃ ।
গন্ধেন জেতুঃ প্রমুখাগতস্য প্রতিদ্বিপস্যেব মতঙ্গজৌঘঃ ॥ ১৭ ॥

এবং প্রতিদ্বন্দিষু তস্য কীর্তিং মৌলীন্দুলেখাবিশদাং বিধাস্যন্ ।
ইয়েষ পর্যায়জয়াবসাদাং রণক্রিয়াং শম্ভুরনুক্রমেণ ॥ ১৮ ॥

মুনের্বিচিত্রৈরিষুভিঃ স ভূয়ান্নিন্যে বশং ভূতপতের্বলৌঘঃ ।
সহাত্মলাভেন সমুৎপতদ্ভির্জাতিস্বভাবৈরিব জীবলোকঃ ॥ ১৯ ॥

বিতম্বতস্তস্য শরান্ধকারং ত্রস্তানি সৈন্যানি রবং নিশেমুঃ ।
প্রবর্ষতঃ সন্ততবেপথূনি ক্ষপাঘনস্যেব গবাং কুলানি ॥ ২০ ॥

স সায়কান্সাধ্বসবিপ্লুতানাং ক্ষিপন্ পরেষামতিসৌষ্ঠবেন ।
শশীব দোষাবৃতলোচনানাং বিভিদ্যমানঃ পৃথগাবভাসে ॥ ২১ ॥

ক্ষোভেণ তেনাঽথ গণাধিপানাং ভেদং যয়াবাকৃতিরীশ্বরস্য ।
তরঙ্গকম্পেন মহহ্রদানাং ছায়াময়স্যেব দিনস্য কর্তুঃ ॥ ২২ ॥

প্রসেদিবাংসং ন তমাপ কোপঃ কুতঃ পরস্মিন্পুরুষে বিকারঃ ।
আকারবৈষম্যমিদং চ ভেজে দুর্লক্ষ্যচিহ্না মহতাং হি বৃত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

বিস্ফার্যমাণস্য ততো ভুজাভ্যাং ভূতানি ভর্ত্রা ধনুরন্তকস্য ।
ভিন্নাকৃতিং জ্যাং দদৃশুঃ স্ফুরন্তীং ক্রুদ্ধস্য জিহ্বামিব তক্ষকস্য ॥ ২৪ ॥

সব্যাপসব্যধ্বনিতোগ্রচাপং পার্থঃ কিরাতাধিপমাশশঙ্কে ।
পর্যায়সম্পাদিতকর্ণতালং যন্তা গজং ব্যালমিবাপরাদ্ধঃ ॥ ২৫ ॥

নির্জঘিরে তস্য হরেষুজালৈঃ পতন্তি বৃন্দানি শিলীমুখানাম্ ।
ঊর্জস্বিভিঃ সিন্ধুমুখাগতানি যাদাংসি যাদোভিরিবাম্বুরাশেঃ ॥ ২৬ ॥

বিভেদমন্তঃ পদবীনিরোধং বিধ্বংসনং চাবিদিতপ্রয়োগঃ ।
নেতাহরিলোকেষু করোতি যদ্যত্তত্তচ্চকারাস্য শরেষু শম্ভুঃ ॥ ২৭ ॥

সোঢ়াবগীতপ্রথমায়ুধস্য ক্রোধোজ্ঝিতৈর্বেগিতয়াপতদ্ভিঃ ।
ছিন্নৈরপি ত্রাসিতবাহিনীকৈঃ পেতে কৃতার্থৈরিব তস্য বাণৈঃ ॥ ২৮ ॥

অলংকৃতানামৃজুতাগুণেন গুরূপদিষ্টাং গতিমাস্থিনাম্ ।
সতামিবাপর্বণি মার্গণানাং ভঙ্গঃ স জিষ্ণোর্ধৃতিমুন্মমাথ ॥ ২৯ ॥

বাণচ্ছিদস্তে বিশিখাঃ স্মরারেরবাঙ্মুখীভূতফলাঃ পতন্তঃ ।
অখণ্ডিতং পাণ্ডবসায়কেভ্যঃ কৃতস্য সদ্যঃ প্রতিকারমাপুঃ ॥ ৩০ ॥

চিত্রীয়মাণানতিলাঘবেন প্রমাথিনস্তান্ ভবমার্গণানাম্ ।
সমাকুলায়া নিচখান দূরং বাণান্ধ্বজিন্যা হৃদয়েষ্বরাতিঃ ॥ ৩১ ॥

তস্যাতিযত্নাদতিরিচ্যমানে পরাক্রমেঽন্যোন্যবিশেষণেন ।
হন্তা পুরাং ভূরি পৃষৎকবর্ষং নিরাস নৈদাঘ ইবাম্বু মেঘঃ ॥ ৩২ ॥

অনামৃশন্তঃ ক্বচিদেব মর্ম প্রিয়ৈষিণাঽনুপ্রহিতাঃ শিবেন ।
সুহৃৎপ্রযুক্তা ইব নর্মবাদাঃ শরা মুনেঃ প্রীতিকরা বভূবুঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্ত্রৈঃ সমানামতিরেকিণীং বা পশ্যন্নিষূণামপি তস্য শক্তিম্ ।
বিষাদবক্তব্যবলঃ প্রমাথী স্বমাললম্বে বলমিন্দুমৌলিঃ ॥ ৩৪ ॥

ততস্তপোবীর্যসমুদ্ধতস্য পারং যিযাসোঃ সমরার্ণবস্য ।
মহেষুজালান্যখিলানি জিষ্ণোরর্কঃ পয়াংসীব সমাচচাম ॥ ৩৫ ॥

রিক্তে সবিস্রম্ভমথার্জুনস্য নিষঙ্গবক্ত্রে নিপপাত পাণিঃ ।
অন্যদ্বিপাপীতজলে সতর্ষং মতঙ্গজস্যেব নগাশ্মরন্ধ্রে ॥ ৩৬ ॥

চ্যুতে স তস্মিন্নিষুধৌ শরার্থাদ্ ধ্বস্তার্থসারে সহসেব বন্ধৌ ।
তৎকালমোঘপ্রণয়ঃ প্রপেদে নির্বাচ্যতাকাম ইবাভিমুখ্যাম্ ॥ ৩৭ ॥

আঘট্টয়ামাস গতাগতাভ্যাং সাবেগমগ্রাঙ্গুলিরস্য তূণৌ ।
বিধেয়মার্গে মতিরুৎসুকস্য নয়প্রয়োগাবিব গাং জিগীষোঃ ॥ ৩৮ ॥

বভার শূন্যাকৃতিরর্জুনস্তৌ মহেষুধী বীতমহেষুজালৌ ।
যুগান্তসংশুষ্কজালৌ বিজিহ্মঃ পূর্বাপরৌ লোক ইবাম্বুরাশী ॥ ৩৯ ॥

তেনানিমিত্তেন তথা ন পার্থস্তয়োর্যথা রিক্তয়াহনুতেপে।
স্বমাপদং প্রোজ্‌ঝ্য বিপত্তিমগ্নং শোচন্তি সন্তো হ্যুপকারিপক্ষম্ ॥ ৪০ ॥

প্রতিক্রিয়ায়ৈ বিধুরঃ স তস্মাৎ কৃচ্ছ্রেণ বিশ্লেষমিয়ায় হস্তঃ।
পরাঙ্মুখত্বেঽপি কৃতোপকারাত্তূণীমুখান্মিত্রকুলাদিবার্যঃ ॥ ৪১ ॥

পশ্চাৎক্রিয়া তূণযুগস্য ভর্তুর্জজ্ঞে তদানীমুপকারিণীব।
সম্ভাবনায়ামধরীকৃতায়াং পত্যুঃ পুরঃ সাহসমাসিতব্যম্ ॥ ৪২ ॥

তং শম্ভুরাক্ষিপ্তমহেষুজালং লোহৈঃ শরৈর্মর্মসু নিস্তুতোদ।
হৃতোত্তরং তত্ত্ববিচারমধ্যে বক্তেব দোষৈর্গুরুভির্বিপক্ষম্ ॥ ৪৩ ॥

জহার চাস্মাদচিরেণ বর্ম জ্বলন্মণিদ্যোতিতহৈমলেখম্।
চণ্ডঃ পতন্নাশ্মরুদেকনীলং তড়িত্বতঃ খণ্ডমিবাম্বুদস্য ॥ ৪৪ ॥

বিকোশনির্ধৌততনোর্মহাসেঃ ফণাবতশ্চ ত্বচি বিচ্যুতায়াম্।
প্রতিদ্বিপাবন্ধরুষঃ সমক্ষং নাগস্য চাক্ষিপ্তমুখচ্ছদস্য ॥ ৪৫ ॥

বিবোধিতস্য ধ্বনিনা ঘনানাং হরেরপেতস্য চ শৈলরন্ধ্রাৎ।
নিরস্ত ধূমস্য চ রাত্রিবহ্নের্বিনা তনুত্রেণ রুচিং স ভেজে ॥ ৪৬ ॥

অচিন্ততায়ামপি নাম যুক্তামনুধ্বর্তাং প্রাপ্য তদীয়কৃচ্ছ্রে।
মহীং গতৌ তাবিষুধী তদানীং বিবব্রতুশ্চেতনয়েব যোগম্ ॥ ৪৭ ॥

স্থিতং বিশুদ্ধে নভসীব সত্ত্বে ধাম্না তপোবীর্যময়েন যুক্তম্।
শস্ত্রাভিঘাতৈস্তমজস্রমীশস্ত্বষ্টা বিবস্বন্তমিবোল্লিলেখ ॥ ৪৮ ॥

সংরম্ভোবেগোজ্ঝিতবেদনেষু গাত্রেষু বাধির্যমুপাগতেষু।
মুনের্বভূবাগণিতেষুরাশেলোহিস্তিরস্কার ইবাত্মমন্যুঃ ॥ ৪৯ ॥

ততোঽনুপূর্বায়তবৃত্তবাহুঃ শ্রীমানক্ষতল্লোহিতদিগ্ধদেহঃ।
আস্কন্দ্য বেগেন বিমুক্তনাদঃ ক্ষিতিং বিধুন্বন্নিব পার্ষ্ণিঘাতৈঃ ॥ ৫০ ॥

সামাং গতেনাশনিনা মঘোনঃ শশাঙ্কখণ্ডাকৃতিপাণ্ডুরেণ।
শম্ভুং বিভিৎসুর্ধনুষা জঘান স্তম্বং বিষাণেন মহানিবেভঃ ॥ ৫১ ॥

রয়েণ সা সন্নিদধে পতন্তী ভবোদ্ভবেনাত্মনি চাপযষ্টিঃ।
সমুদ্ধতা সিন্ধুরনেকমার্গা পরোৎস্থিতেনোজসি জহ্নুনেব ॥ ৫২ ॥

বিকার্মুকঃ কর্মসু শোচনীয়ঃ পরিচ্যুতৌদার্য ইবোপচারঃ।
বিচিক্ষিপে শূলভৃতা সলীলং স পত্রিভির্দূরমদূরপাতৈঃ ॥ ৫৩ ॥

উপোঢ়কল্যাণফলোঽভিরক্ষন্‌ বীরব্রতং পুণ্যরণাশ্রমস্থঃ।
জপোপবাসৈরিব সংযতাত্মা তেপে মুনিস্তৈরিষুভিঃ শিবস্য ॥ ৫৪ ॥

ততোঽগ্রভূমিং ব্যবসায়সিদ্ধেঃ সীমানমন্যৈরতিদুস্তরং সঃ।
তেজঃশ্রিয়ামাশ্রয়মুত্তমাসিং সাক্ষাদহংকারমিবাললম্বে ॥ ৫৫ ॥

শরানবদ্যান্নবদ্যকর্মা চচার চিত্রং প্রবিচারমার্গৈঃ।
হস্তেন নিস্ত্রিংশভৃতা স দীপ্তঃ সার্কাংশুনা বারিধিরূর্মিণেব ॥ ৫৬ ॥

যথা নিজে বর্ত্মনি ভাতি ভাভিশ্ছায়াময়শ্চাপ্সু সহস্ররশ্মিঃ।
তথা নভস্যাসু রণস্থলীষু স্পষ্টদ্বিমূর্তির্দদৃশে স ভূতৈঃ ॥ ৫৭ ॥

শিবপ্রণুন্নেন শিলীমুখেন ৎসরুপ্রদেশাদপবর্জিতাঙ্গঃ।
জ্বলন্নসিস্তস্য পপাত পাণের্ঘনস্য বপ্রাদিব বৈদ্যুতোঽগ্নিঃ ॥ ৫৮ ॥

আক্ষিপ্তচাপাবরণেষুজালশ্ছিন্নোত্তমাসিঃ স মৃধেঽবধূতঃ।
রিক্তঃ প্রকাশশ্চ বভূব ভূমেরুৎসাদিতোদ্যান ইব প্রদেশঃ ॥ ৫৯ ॥

স খণ্ডনং প্রাপ্য পরাদমর্ষবান্‌ ভুজদ্বিতীয়োঽপি বিজেতুমিচ্ছয়া।
সসর্জ বৃষ্টিং পরিরুগ্নপাদপাং দ্রবেতরেষাং পয়সামিবাশ্মনাম্‌ ॥ ৬০ ॥

নীরন্ধ্রং পরিগমিতে ক্ষয়ং পৃষৎকৈর্ভূতানামধিপতিনা শিলাবিতানে।
উচ্ছ্রায়স্থগিতনভো দিগন্তরালং চিক্ষেপ ক্ষিতিরুহজালমিন্দ্রসূনুঃ ॥ ৬১ ॥

নিঃশেষং শকলিতবল্কলাঙ্গসারৈঃ কুর্বদ্ভির্ভুবমভিতঃ কষায়চিত্রাম্‌।
ঈশানঃ সকুসুমপল্লবৈর্নগৈস্তৈরাতেনে বলিমিব রঙ্গদেবতাভ্যঃ ॥ ৬২ ॥

জম্ভজম্ভকর ইবামরাপগায়া বেগেন প্রতিমুখমেত্য বাণনদ্যাঃ।
গাণ্ডীবী কনকশিলানিভং ভুজাভ্যামাজঘ্নে বিষমবিলোচনস্য বক্ষঃ ॥ ৬৩ ॥

অভিলষতঃ উপায়ং বিক্রমং কীর্তিলক্ষ্ম্যো রসুগমমরিসৈন্যৈরঙ্কমভ্যাগতস্য।
জনক ইব শিশুত্বে সুপ্রিয়স্যৈকসূনো রবিনয়মপি সেহে পাণ্ডবস্য স্মরারিঃ ॥ ৬৪ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ম্‌-মহাকাব্যে 'কিরাতার্জুনযুদ্ধো' নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × অষ্টাদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

তত উদগ্র ইব দ্বিরদে মুনৌ রণমুপেযুষি ভীমভুজায়ুধে।
ধনুরপাস্য সবাণধি শঙ্করঃ প্রতিজঘান ঘনৈরিব মুষ্টিভিঃ ॥ ১ ॥

হরপৃথাসুতয়োর্ধ্বনিরুৎপতন্নমৃদুসম্বলিতাঙ্গুলিপাণিজঃ।
স্ফুটদনল্পশিলারবদারুণঃ প্রতিননাদ দরীষু দরীভৃতঃ ॥ ২ ॥

শিবভুজাহতিভিন্নপৃথুক্ষতীঃ সুখমিবানুবভুব কপিধ্বজঃ।
ক ইব নাম বৃহন্মনসাম্ভবেদনুকৃতেরপি সত্ত্ববতাং ক্ষমঃ ॥ ৩ ॥

ব্রণমুখচ্যুতশোণিতশীকরস্থগিতশৈলতটাভভুজান্তরঃ।
অভিনবৌষসরাগভৃতা বভৌ জলধরেণ সমানমুমাপতিঃ ॥ ৪ ॥

উরসি শূলভৃতঃ প্রহিতা মুহুঃ প্রতিহতিং যযুরর্জুনমুষ্টয়ঃ।
ভৃশরয়া ইব সহ্যমহীভৃতঃ পৃথুনি রোধসি সিন্ধুমহোর্ময়ঃ ॥ ৫ ॥

নিপতিতেঽধিশিরোধরমায়তে সমমরত্নিযুগেঽযুগচক্ষুষঃ।
ত্রিচতুরেষু পদেষু কিরীটিনা লুলিতদৃষ্টি মদাদিব চ স্খলে ॥ ৬ ॥

অভিভবোদিতমন্যু বিদীপিতঃ সমভিসৃত্য ভৃশং জবমোজসা।
ভুজযুগেন বিভজ্য সমাদদে শশিকলাভরণস্য ভুজদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

প্রববৃতেঽথ মহাহবমল্লয়োরচলসঞ্চলনাহরণো রণঃ।
করণশৃঙ্খলসঙ্কলনাগুরুর্গুরুভুজায়ুধগর্বিতয়োস্তয়োঃ ॥ ৮ ॥

অয়মসৌ ভগবানুত পাণ্ডবঃ স্থিতমবাঙ্মুনিনা শশিমৌলিনা।
সমধিরূঢমজেন নু জিষ্ণুনা স্বিদিতি বেগবশান্মুমুহে গণৈঃ ॥ ৯ ॥

প্রচলিতে চলিতং স্থিতমাস্থিতে বিনমতি নতমুন্নতমুন্নতৌ।
বৃষকপিধ্বজয়োরসহিষ্ণুনা মুহুরভাবভয়াদিব ভূভৃতা ॥ ১০ ॥

করণশৃঙ্খলনিঃসৃতয়োস্তয়োঃ কৃতভুজধ্বনি বল্গু বিবল্গতোঃ।
চরণপাত নিপাতিতরোধসঃ প্রসসৃপুঃ সরিতঃ পরিতঃ স্থলীঃ ॥ ১১ ॥

বিয়তি বেগপরিপ্লুতমন্তরা সমভিসৃত্য রয়েণ কপিধ্বজঃ।
চরণয়োশ্চরণানমিতক্ষিতির্নিজগৃহে তিসৃণাং জয়িনং পুরাম্ ॥ ১২ ॥

বিস্মিতঃ সপদি তেন কর্মণা কর্মণাং ক্ষয়করঃ পরঃ পুমান্।
ক্ষেপ্তুকামমবনৌ তমক্লমং নিষ্পিপেষ পরিরভ্য বক্ষসা ॥ ১৩ ॥

তপসা তথা ন মুদদস্য যযৌ ভগবান্ যথা বিপুলসত্ত্বতয়া।
গুণসংহতেঃ সমতিরিক্তমহো নিজমেব সত্ত্বমুপকারি সতাম্ ॥ ১৪ ॥

অথ হিমশুচিভস্মভূষিতং শিরসি বিরাজিতমিন্দুলেখয়া।
স্ববপুরতিমনোহরং হরং দধতমুদীক্ষ্য ননাম পাণ্ডবঃ ॥ ১৫ ॥

সহশরধি নিজং তথা কার্মুকং বপুরতনু তথৈব সংবর্মিতম্।
নিহিতমপি তথৈব পশ্যন্নসিং বৃষভগতিরুপাযযৌ বিস্ময়ম্ ॥ ১৬ ॥

সিষিচুরবনিমম্বুবাহাঃ শনৈঃ সুরকুসুমমিয়ায় চিত্রং দিবঃ।
বিমলরুচিভৃশং নভো দুন্দুভেধ্বনিরখিলমনাহতস্যানশে ॥ ১৭ ॥

আসেদুষাং গোত্রভিদোঽনুবৃত্ত্যা গোপায়কানাং ভুবনত্রয়স্য।
রোচিষ্ণুরত্নাবলিভির্বিমানৈদ্যৌরাচিতা তারকিতেব রেজে ॥ ১৮ ॥

হংসা বৃহন্তঃ সুরসদ্মবাহাঃ সংহ্রাদিকণ্ঠাভরণাঃ পতন্তঃ।
চক্রুঃ প্রযত্নেন বিকীর্যমাণৈর্ব্যোম্নঃ পরিষ্বঙ্গমিবাগ্রপক্ষৈঃ ॥ ১৯ ॥

মুদিতমধুলিহো বিতানীকৃতাঃ স্রজ উপরি বিততাঃ সন্তানিকীঃ।
জলদ ইব নিষেদিবাংসং বৃষে মরুদুপস্পৃশয়াংবভুবেশ্বরম্ ॥ ২০ ॥

কৃতধৃতি পরিবন্দিতেনোচ্চকৈর্গণপতিরভিন্নরোমোদ্গমৈঃ।
তপসি কৃতফলে ফলজ্যায়সী স্তুতিরিতি জগদে হরেঃ সূনুনা ॥ ২১ ॥

শরণং ভবন্তমতিকারুণিকং ভব ভক্তিগম্যমধিগম্য জনাঃ।
জিতমৃত্যবোঽজিত ভবন্তি ভয়ে সসুরাসুরস্য জগতঃ শরণম্ ॥ ২২ ॥

বিপদেতি তাবদবসাদকরী ন চ কামসম্পদভিকাময়তে।
ন নমন্তি চৈকপুরুষং পুরুষাস্তব যাবদীশ ন নতিঃ ক্রিয়তে ॥ ২৩ ॥

সংসেবন্তে দানশীলা বিমুক্ত্যৈ সংপশ্যন্তো জন্মদুঃখং পুমাংসঃ।
যন্নিঃসঙ্গস্ত্বং ফলস্যানতেভ্যস্তৎকারুণ্যং কেবলং ন স্বকার্যম্ ॥ ২৪ ॥

প্রাপ্যতে যদিহ দূরমগত্বা যৎফলত্যপরলোকগতায়।
তীর্থমস্তি ন ভবার্ণববাহ্যং সার্বকামিকমৃতে ভবতস্তৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রজতি শুচি পদং ত্বয়ি প্রীতিমান্প্রতিহতমতিরেতি ঘোরাং গতিম্।
ইয়মনঘ নিমিত্তশক্তিঃ পরা তব বরদ ন চিত্তভেদঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥

দক্ষিণাং প্রণতদক্ষিণমূর্তিং তত্ত্বতঃ শিবকরীমবিদিত্বা।
রাগিণাপি বিহিতা তব ভক্ত্যা সংস্মৃতির্ভব ভবত্যভবায় ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টবা দৃশ্যান্যাচরণীয়ানি বিধায় প্রেক্ষাকরী যাতি পদং মুক্তমুপায়ৈঃ।
সম্যগ্দৃষ্টিস্তস্য পরং পশ্যতি যস্ত্বাং যশ্চোপাস্তে সাধু বিধেয়ং ॥ ২৮ ॥

যুক্তাঃ স্বশক্ত্যা মুনয়ঃ প্রজানাং হিতোপদেশৈরুপকারবন্তঃ।
সমুচ্ছিনৎসি ত্বমচিন্ত্যধামা কর্মাণ্যুপেতস্য দুরুত্তরাণি ॥ ২৯ ॥

সন্নিবন্ধমপহর্তুমহার্যং ভূরি দুর্গতিভয়ং ভুবনানাম্।
অদ্ভুতাকৃতিমিমামতিমায়স্ত্বং বিভর্ষি করুণাময় মায়াম্ ॥ ৩০ ॥

ন রাগি চেতঃ পরমাবিলাসিতা বধূঃ শরীরেঽস্তি ন চাস্তি মন্মথঃ ।
নমস্ক্রিয়া চোষসি ধাতুরিত্যহো নিসর্গদুর্বোধমিদং তবেহিতম্ ॥ ৩১ ॥

তবোত্তরীয়ং করিচর্মসাঙ্গজং জ্বলন্মণিঃ সারসনং মহানহিঃ ।
স্রগাস্যপংক্তিঃ শবভস্ম চন্দনং কলা হিমাংশোশ্চ সমং চকাসতি ॥ ৩২ ॥

অবিগ্রহস্যাপ্যতুলেন হেতুনা সমেতভিন্নদ্বয়মূর্তি তিষ্ঠতঃ ।
তবৈব নান্যস্য জগৎসু দৃশ্যতে বিরুদ্ধবেষাভরণস্য কান্তত ॥ ৩৩ ॥

আত্মালভপরিণামনিরোধৌর্ভূতসংঘ ইব ন স্বমুপেতঃ ।
তেন সর্বভুবনাতিগ লোকে নোপমানমসি নাপ্যুপমেয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্বমন্তকঃ স্থাবরজঙ্গমানাং ত্বয়া জগৎ প্রাণিতি দেব বিশ্বম্ ।
ত্বং যোগিনাং হেতুফলে রুণৎসি ত্বং কারণং কারণকারণানাম্ ॥ ৩৫ ॥

রক্ষোভিঃ সুরমনুজৈর্দিতেঃ সুতৈর্বা যল্লোকেস্ববিকলমাপ্তমাধিপত্যম্ ।
পাবিন্যাঃ শরণগতার্তিহারিণে তন্মাহাত্ম্যং ভব ভবতে নমস্ক্রিয়ায়াঃ ॥ ৩৬ ॥

তরসা ভুবনানি যো বিভর্তি ধ্বনতি ব্রহ্ম যতঃ পরং পবিত্রম্ ।
পরিতো দুরিতানি যঃ পুনীতে শিব তস্মৈ পবনাত্মনে নমস্তে ॥ ৩৭ ॥

ভবতঃ স্মরতাং সদাসনে জয়িনি ব্রহ্মময়ে নিষেদুষাম্ ।
দহতে ভববীজসন্ততিং শিখিনেঽনেকশিখায় তে নমঃ ॥ ৩৮ ॥

আবাধামরণভয়ার্চিষা চিরায় প্লুষ্টেভ্যো ভব মহতা ভবানলেন ।
নির্বাণং সমুপগমেন যচ্ছতে তে বীজানাং প্রভব নমোঽস্তু জীবনায় ॥ ৩৯ ॥

যঃ সর্বেষামাবরিতা বরীয়ান্ সর্বৈর্ভাবৈর্নাবৃতোঽনাদিনিষ্ঠঃ ।
মার্গাতীতায়েন্দ্রিয়াণাং নমস্তেঽবিজ্ঞেয়ায় ব্যোমরূপায় তস্মৈ ॥ ৪০ ॥

অণীয়সে বিশ্ববিধারিণে নমো নমস্তেঽন্তিকস্থায় নমো দবীয়সে ।
অতীত্য বাচাং মনসাং চ গোচরং স্থিতায় তে তৎপতয়ে নমো নমঃ ॥ ৪১ ॥

অসংবিদানস্য মমেশ সংবিদাং তিতিক্ষিতুং দুশ্চরিতং ত্বমর্হসি ।
বিরোধ্য মোহাৎ পুনরভ্যুপেয়ুষাং গতির্ভবানেব দুরাত্মনামপি ॥ ৪২ ॥

আস্ফাশুদ্ধমবতঃ প্রিয়ধর্মং ধর্মাত্মজস্য বিহিতাগসি শত্রুবর্গে ।
সংপ্রাপ্নুয়াং বিজয়মীশ যয়া সমৃদ্ধ্যা তাং ভূতনাথ বিভুতাং বিতরাহবেষু ॥ ৪৩ ॥

ইতি নিগদিতবন্তঃ সূনুমুচ্চৈর্মঘোনঃ প্রণতশিরসমীশঃ সাদরং সান্ত্বয়িত্বা ।
জ্বলদনলপরীতং রৌদ্রমস্ত্রং দধানং ধনুরুপপদমস্মৈ বেদভ্যাদিদেশ ॥ ৪৪ ॥

স পিঙ্গাক্ষঃ শ্রীমান্ ভুবনমহনীয়েন মহসা
তনুং ভীমাং বিভ্রৎত্রিগুণপরিবারপ্রহরণঃ।
পরীত্যেশাং ত্রিঃ স্তুতিভিরুপগীতঃ সুরগণৈঃ
সুতং পাণ্ডোর্বীরং জলদমিব ভাস্বানভিযযৌ ॥ ৪৫ ॥

অথ শশধরমৌলেরভ্যনুজ্ঞামবাপ্য ত্রিদশপতিরুরোগাঃ পূর্ণকাময়া তস্মৈ।
অবিতথফলমাশীর্বাদমারোপয়ন্তো বিজয়ি বিবিধমস্ত্রং লোকপালা বিতেরুঃ ॥ ৪৬ ॥

অসংহার্যোৎসাহং জয়িসমুদয়ং প্রাপ্য তরসা
ধুরং গুর্বী বোঢ়ুং স্থিতমনবসাদায় জগতঃ।
স্বধাম্না লোকানাং তমুপরি কৃতস্থানমমরা-
স্তপোলক্ষ্ম্যা দীপ্তং দিনকৃতমিবোচ্চৈরুপজগুঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্রজ জয় রিপুলোকং পাদপদ্মানতঃ সন্ গদিত ইতি শিবেন শ্লাঘিতো দেবসংঘৈঃ।
নিজগৃহমথ গত্বা সাদরং পাণ্ডুপুত্রো ধৃতগুরুজয়লক্ষ্মীর্ধর্মসূনুং ননাম ॥ ৪৮ ॥

॥ শ্রীভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যে 'অস্ত্রলাভো' নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

॥ কিরাতার্জুনীয়ম্-মহাকাব্যং সমাপ্তঃ ॥

রত্নাবলী

ভূমিকা

নাট্যকার

রত্নাবলী একটি নাটিকা। নাটিকার প্রধান লক্ষণ—এতে বিষয়টি হবে কল্পনাশ্রিত—স্ত্রী-চরিত্রই বেশী থাকবে আর অঙ্ক থাকবে চারটি। নায়ক হবে ধীর ললিতলক্ষণ-মণ্ডিত কোন বিখ্যাত রাজা—নায়িকা হবেন রাজবংশের কন্যা।

'রত্নাবলীর' প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলছেন : 'শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ'—শ্রীহর্ষ একজন নিপুণ কবি। তারও কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি দর্শকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেছেন : 'অস্মৎস্বামিনা শ্রীহর্ষদেবেন অপূর্ববস্তুরচনালংকৃতা রত্নাবলী নাম নাটিকা কৃতা'—আমাদের প্রভু শ্রীহর্ষদেব অপূর্ব বস্তুরচনার দ্বারা অলংকৃত রত্নাবলী নামক নাটিকা প্রণয়ন করেছেন। বসন্তোৎসবে নানা দিগ্‌দেশ থেকে মহারাজ হর্ষদেবের অধীন যে রাজারা আগমন করেছিলেন, সূত্রধারের কাছে এই উক্তি তাঁদেরই। সূত্রধারও তাঁদের জবানিতেই এটি দর্শকদের কাছে ব্যক্ত করেছেন! রাজারা রত্নাবলীর অভিনয় দেখতে চান. তাই সূত্রধারের এই আয়োজন।

প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষে তিনজন প্রসিদ্ধ হর্ষের কথা পাই আমরা : ১. 'নৈষধীয়-চরিত' মহাকাব্যের রচয়িতা শ্রীহর্ষ, ২. ১১১৩ এবং ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে কাশ্মীরের রাজা শ্রীহর্ষ এবং ৩. 'রত্নাবলী'র রচয়িতা বলে অভিহিত শ্রীহর্ষ। যেহেতু রচনায় ব্যক্তির পরিচয় সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত নেই এবং রচনার সময়ও অকথিত, সেই কারণে পণ্ডিতেরা 'রত্নাবলী' কোন্ হর্ষের রচনা এ নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ করেছেন। কেউ মনে করেছেন—নৈষধীয়চরিতের কর্তাই রত্নাবলীর স্রষ্টা। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। সেই শ্রীহর্ষের আরও প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং কবি কর্ম সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার শ্রীমণ্ডিত করেছে, যেমন—খণ্ডনখণ্ডখাদ্য (৬.১১৩), নবসাহসাঙ্কচরিতচম্পূ (২৩.১৫১) ছন্দঃপ্রশস্তি (১৭.২২২), শিবশক্তিসিদ্ধি (১৮.১৫৪) ইত্যাদি। নৈষধীয়চরিতের অন্তিম কয়েকটি সর্গের সমাপ্তিশ্লোকগুলিতে তিনি এদের উল্লেখ করে গেছেন। 'রত্নাবলী' 'প্রিয়দর্শিকা', এবং 'নাগানন্দ' অতি প্রসিদ্ধ রচনা। এ তিনটি যদি শ্রীহরি (কিংবা হরি) এবং জননী মামল্লদেবীর পুত্র নৈষধীয়চরিতের শ্রীহর্ষের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে থাকত, তবে কবি অকৃপণ করে নৈষধীয়চরিতের যে-যে অংশে তাঁর অন্য রচনার হিসেব দিয়েছেন সেইখানেই এদেরও নথিবদ্ধ করতেন। এই তিনটি দৃশ্যকাব্যকে একসঙ্গে গ্রহণ করা হলো এই কারণে যে, তিনটিই কোন একজন মহারাজ শ্রীহর্ষের কবিকৃতি। কারণ পূর্বে রত্নাবলীর প্রস্তাবনা থেকে সূত্রধারের যে উক্তি উদ্‌ধৃত করা হয়েছে প্রিয়দর্শিকা এবং নাগানন্দ এই দু'টি দৃশ্যকাব্যেও অনুরূপ উক্তি আছে, যথা ১. সূত্রধার—অস্মৎস্বামিনা শ্রীহর্ষদেবেন অপূর্ববস্তুরচনালংকৃতা প্রিয়দর্শিকা নাম নাটিকা কৃতা।…শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ,…। ২ অস্মৎস্বামিনা শ্রীহর্ষদেবেন নাগানন্দং নাম নাটকং কৃতম্…। …শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ…।

এই যে উক্তিগুলি এরা সূত্রধারের নিজের কথা নয়, নাট্যকারের রচনার উদ্‌ধৃতি মাত্র। বলা হয়েছে তিন ক্ষেত্রেই—'শ্রীহর্ষদেবস্য পাদপদ্মোপজীবিনা রাজসমূহেন'—শ্রীহর্ষদেবের চরণকমলাশ্রিত রাজন্যবর্গের দ্বারা। অতএব এটা স্থির হল, তিনটিই লেখা

কোন এক হর্ষদেবের, যিনি বহু সামন্ত নরপতির অধিপতি ছিলেন। নৈষধীয়চরিতের রচয়িতা যদি এই ত্রয়ীর নির্মাতা হতেন, অন্যগুলোর সঙ্গে এদেরও গণ্য করতেন তাঁর মহাকাব্যে। যেহেতু করেন নি, অতএব এঁরা তাঁর মানসপ্রসূত নয়।

অধিকন্তু, নৈষধীয়চরিতের শ্রীহর্ষ তাঁর মহাকাব্যে আপন কথায় বলেছেন : 'তাম্বুলদ্বয়মাসনং চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ' (২২·১৫৫)—যিনি কান্যকুব্জের অধিপতির কাছ থেকে একজোড়া পান এবং আসন লাভ করেছিলেন। ঐ দু'টি প্রাপ্তি অনুগ্রহপ্রাপ্তির প্রতীক। এতে বোঝা যায় কান্যকুব্জের রাজা তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু রত্নাবলীর হর্ষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—অন্য বহু রাজা তাঁর পাদপদ্ম আশ্রয় করেছিলেন। এটি চক্রবর্তী রাজার লক্ষণ। সুতরাং রত্নাবলীর শ্রীহর্ষ নৈষধীয়-চরিতের শ্রীহর্ষ নন।

পণ্ডিতবর্গ আরও যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে, নৈষধের শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধের কবি। এর পূর্বযুগের কোন অলঙ্কারগ্রন্থে নৈষধচরিতের উল্লেখ পাওয়া যায় না; এদিকে ধনঞ্জয় যে দশরূপ বা 'দশরূপক' লিখেছিলেন তাঁর ভ্রাতা ধনিক (কিংবা ধনিক) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে 'অবলোক' নামে এর একটি টীকা করেন। ধনিকের কাল নির্ণয়ের সুবিধা এই যে 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে'র রচয়িতা ভোজ, যাঁর কাল নির্দিষ্ট হয়েছে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ, তিনি ধনিকের উক্তি উদধৃত করেছেন। ধনিক আপন টীকায় 'রত্নাবলী' থেকে উদাহরণ দিয়েছেন,—'যথা রত্নাবল্যাম্ শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ' ইত্যাদি। এভাবে 'প্রিয়দর্শিকা' এবং 'নাগানন্দ' থেকেও দশম শতাব্দীর ধনিকের উদ্ধৃতি দেখে সিদ্ধান্ত করা যায়—দ্বাদশ শতাব্দীর নৈষধচরিতের শ্রীহর্ষ থেকে রত্নাবলী প্রভৃতির রচয়িতা শ্রীহর্ষ পৃথক।

অপর এক হর্ষের কথাও পণ্ডিতেরা বলেছেন, যিনি ১১১৩ থেকে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। কিন্তু যেহেতু দশম শতাব্দীর ধনিক ভ্রাতা ধনঞ্জয়ের দশরূপকের টীকায় শ্রীহর্ষকৃত রত্নাবলী প্রমুখের উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন, অতএব এ হর্ষ কাশ্মীরের পূর্বোক্ত রাজা শ্রীহর্ষ নন।

তবু আঁধার ঘোচে না। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর অগ্রজ পণ্ডিত শিবনাথ শর্মার সম্পাদিত রত্নাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন : 'শ্রীহর্ষদেব রত্নাবলীর প্রকৃত প্রণেতা ধাবকনামা এক কবির কাছ থেকে এই নাটিকা ক্রয় করে স্বনামে প্রখ্যাপন করেন। রত্নাবলীর প্রণেতৃ সম্বন্ধে এই চিরাগত কিংবদন্তী কাব্যপ্রকাশীয় লিপি থেকে সপ্রমাণ হলেও গ্রন্থে যার নাম উল্লিখিত হয়েছে তার প্রণীত বলে নির্দেশ করাই টীকাকারের উচিত। অতএব আমরা শ্রীহর্ষদেবের বিরচিত বলেই নির্দেশ করেছি। বিশেষতঃ শ্রীহর্ষদেব যখন মূল্য দিয়ে এর প্রণয়নস্বত্ব ক্রয় করেছিলেন তখন তাঁহার এরূপ স্বত্ব অবশ্যই জন্মেছে, যাতে রত্নাবলীকে তাঁর বিরচিত বলে নির্দেশ করা যেতে পারে।'

এই উক্তির মধ্যে আদর্শের অভিনবত্ব আছে বলে সবটুকু উল্লিখিত হল। এখানে রচয়িতা ধাবক, ক্রেতা শ্রীহর্ষ, অতএব গ্রন্থকর্তারূপে তাঁরই নাম থাকবে, ধাবক লুপ্ত হবেন—এই হল কথার সার। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ধাবকের সম্বন্ধে যা বলেছেন মম্মট তা এই ভাবে বলেছেন : 'শ্রীহর্ষোদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্' (কাব্যপ্রকাশ, ১২) —ধাবক প্রভৃতি শ্রীহর্ষ প্রভৃতির কাছ থেকে যেমন ধন পেয়েছিলেন। কথাটা স্পষ্ট করলেন টীকাকার মহেশ্বর : 'শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন কবিনা রত্নাবলীং নাম নাটিকাং

তন্নাম্না কৃত্বা ততো ধনং লব্ধম্ ; ('আদর্শ' টীকা, কাব্যপ্রকাশ, ১.২)—শ্রীহর্ষ রাজা। কবি, ধাবক 'রত্নাবলী' নামে নাটক তাঁর নামে লিখে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে অর্থ পেলেন। এই থেকে ধাবকই রত্নাবলীর প্রকৃত প্রণেতা বলে কেউ কেউ অভিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু এর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই যে, ধাবকের সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পাই না।—এই বলে ধাবকপ্রসঙ্গ অপসারিত করা উচিত কিনা, পণ্ডিতেরা তা স্থির করবেন। তথাপি এটা সত্য যে, বর্তমান কালে চক্রবর্তী রাজা শ্রীহর্ষই রত্নাবলী প্রভৃতির রচয়িতা বলে অবিসংবাদিতভাবে গৃহীত।

গবেষকরা বলেছেন কাব্যপ্রকাশের কোন কোন সংস্করণে ধাবকের জায়গায় 'বাণ'-এর উল্লেখ আছে। বাণভট্ট শ্রীহর্ষেরই সভা অলংকৃত করে ছিলেন, তাঁর আপন রচনা 'কাদম্বরী' এবং 'হর্ষচরিত' মৃত্যুহীন মহিমায় ভাস্বর। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকের নামে তিনি তিনটি নাটক লিখে দিয়েছিলেন একথা স্বীকার করা যাচ্ছে না এই কারণে যে বাণের রচনারীতি এবং নাটকত্রয়ের রচনারীতিতে দুস্তর ব্যবধান। ফলতঃ রাজাধিরাজ শ্রীহর্ষই রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা এবং নাগানন্দের কর্তা—এ কথাই প্রমাণিত হয়।

শ্রীহর্ষের কাল

কুরুক্ষেত্রে (স্থান্বীশ্বর) থানেশ্বর নগরীতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অপরার্ধে প্রভাকরবর্ধন নামে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজ্যবর্ধন, যিনি বাংলার রাজা শশাঙ্কের হাতে নিহত হন এবং কনিষ্ঠ পুত্র হলেন হর্ষবর্ধন, যিনি স্বয়ং রাজ্য লাভ করে আত্মাহুতিদানে ব্যাপৃত ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। বাণভট্টের ইনিই পৃষ্ঠপোষক, য়ুয়াং চুয়াং এঁরই সভায় আসন গ্রহণ করেছিলেন, এঁরই কীর্তিতে ভাস্বর বাণভট্টের 'হর্ষচরিতম্'। মনে করা হয়—খ্রীষ্টীয় ৬০৬ অব্দ থেকে ৬৪৮ অব্দ তাঁর শাসনসময়ের পরিধি। দামোদরগুপ্ত খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর 'কুট্টনীমতম্' নামে কামকলা-বিষয়ক একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে দামোদর বলেছেন হর্ষের 'রত্নাবলীর' কথা। ই সিং, নাগানন্দের বিষয়বস্তু নিয়ে হর্ষের রচিত নাটকের উল্লেখ করেছেন। একথা ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেছেন তাঁর 'History of Sanskrit Literature' নামক গ্রন্থে। ই. সিং-এর ভারতে অবস্থানের কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ।

শ্রীহর্ষের রচনাবলী

রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা এবং নাগানন্দ—এই তিনটি হর্ষের রচনা। রত্নাবলীর কাহিনী লেখা হয়েছে।

প্রিয়দর্শিকা

এটি রত্নাবলীর মতোই চার অঙ্কের নাটিকা। এতে আছে অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকার সঙ্গে বৎসরাজ উদয়নের মিলনকাহিনী। রত্নাবলীর সঙ্গে এই নাটিকার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মিল রয়েছে।

নাগানন্দ

নাগানন্দ পাঁচ অঙ্কের নাটক। কথাসরিৎসাগরের দ্বাদশ তরঙ্গে বিদ্যাধররাজ

জীমূতবাহনের আত্মত্যাগের একটি অসাধারণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সেটিই এই নাটকের উপজীব্য।

রত্নাবলীর উৎস এবং কবির নবীকরণ

গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎকথা'-ই রত্নাবলীর উৎস। 'বৃহৎকথা' খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচনা বলে গৃহীত, পৈশাচী ভাষায় রচিত। গুণাঢ্যের এই 'বৃহৎকথা' অসংখ্য পৌরাণিক এবং লৌকিক কথায় পরিপূর্ণ। মূলতঃ সাত লক্ষ শ্লোকে এ গ্রথিত ছিল, কিন্তু কালে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এর কাহিনীগুলিকে গ্রহণ করে সোমদেব তাঁর 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন খ্রীষ্টীয় ১০৬৩ থেকে ১০৮২ অব্দের মধ্যে এবং ক্ষেমেন্দ্র 'বৃহৎকথামঞ্জুরী' লেখেন একাদশ শতকের পূর্বার্ধে। দুটিই সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে রচিত। হর্ষের রত্নাবলীর কাহিনী স্বকপোলকল্পিত নয়। সংস্কৃত কাহিনী কথাসরিৎসাগরের একাদশ-চতুর্দশ তরঙ্গ এবং তার পরবর্তী তরঙ্গগুলিতে স্থান পেয়েছে। বৎসরাজ উদয়ন, বাসবদত্তা, যৌগন্ধরায়ণ ইত্যাদি চরিত্রের কার্যকলাপ সেখানে বিস্তৃতভাবে রয়েছে, কিন্তু হর্ষ যদি সপ্তম শতাব্দীর নাট্যকার হয়ে থাকেন, সোমদেবের রচনা একাদশ শতাব্দীর। সুতরাং 'কথাসরিৎসাগর' হর্ষের আদর্শ হতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটি সম্ভাবনা উঁকি দেয় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' এবং 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ'ও রত্নাবলীর মতো উদয়ন-কাহিনী নিয়ে লেখা। তবে কি হর্ষ পরম শ্রদ্ধেয় পূর্বজের নাটক দুটিকেই অবলম্বন করেছিলেন আপন রচনার কাহিনী বিন্যাসে? সোমদেব কথাসরিৎসাগরের মঙ্গলাচরণে বলেছেন—তিনি বৃহৎকথার সার সংগ্রহ করে গ্রন্থ রচনা করছেন। অতএব তাঁর গ্রন্থ বৃহৎকথারই অনুগামী হবে এটা বলা যায়। ভাসের সময়ে কথাসরিৎসাগরের সৃষ্টিই হয় নি, কিন্তু তিনি যে বৃহৎকথাকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন এটা বোঝা যায় কথাসরিৎসাগরের উদয়ন, কথার সঙ্গে তাঁর পূর্বোক্ত দুটি নাটকের কাহিনীর মিল দেখে। হর্ষের রত্নাবলীর কাহিনীতে কিছু কিছু নূতনত্বের আমন্ত্রণ ঘটেছে। উদয়ন, বাসবদত্তা, যৌগন্ধরায়ণ, মুমম্বান্, কৌশাম্বী ইত্যাদি নামগুলি ভাসেও আছে, কথাসরিৎসাগরেও বর্তমান। অতএব 'বৃহৎকথায়'ও এরা বিদ্যমান ছিল, একথা সঙ্গত মনে হয়। গবেষকদের প্রশ্ন - তবে হর্ষ কি বৃহৎকথা থেকেই তাঁর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন? বৃহৎকথা তাঁর সময়ে লুপ্ত হয় নি, কারণ তাঁরই সভাকবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিতম্'-এ 'বৃহৎকথা'র সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভাস বা বৃহৎকথা, এ দুটির যেটিই হর্ষের কাহিনীর ভান্ডার হোক্, তিনি গল্প মূল থেকে অপসৃত হয়ে কোথাও কোথাও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন এই, বৃহৎকথা বা ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ বা প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম রত্নাবলীর আহরণভূমি কি না? এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে জাগে। 'মেঘদূতম্'-এ পূর্বাপথে মেঘের গতিপথ নির্দেশের সময় যক্ষ বলেছেন: 'প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্' (পূর্বমেঘ, ৩০) - যে দেশের গ্রামবৃদ্ধগণ উদয়নের কাহিনীতে অভিজ্ঞ সেই অবন্তিদেশে গিয়ে, ইত্যাদি। কীথ-এর মতে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী সম্পূর্ণ সঙ্গত সিদ্ধান্ত। তাহলে ঐ সময়েই উদয়নের কথা গ্রামবৃদ্ধদের মুখে মুখে যাঁরা ছড়িয়ে দিতেন সেই কাহিনী যে আর্যাবর্তের প্রান্তে প্রান্তে লোকচিত্ত অধিকার করেছিল তার প্রমাণ পাই শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্'-এ 'যৌগন্ধরায়ণ ইব উদয়নস্য রাজ্ঞঃ' এই

উক্তিতেও যার কাল বিভিন্ন গবেষক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্দিষ্ট করেছেন। হর্ষ কি এই ভাবেই শ্রুত কাহিনী থেকে উপকরণ নিয়েছেন এবং তাই তাঁর কাহিনীতে মূলের অবিকল ছায়াপাত ঘটে নি? এইভাবে উদয়নকথার বৃদ্ধ কথকঠাকুরদের কৃপায়ই কি স্বপ্নবাসবদত্তম্ এবং কথাসরিৎসাগরের পদ্মাবতী, যিনি মগধরাজ প্রদ্যোতের কন্যা তিনি সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর কন্যা রত্নাবলীতে রূপান্তরিত হয়েছেন? কথাসরিৎসাগরের ষোড়শ তরঙ্গে যে আগুন এবং বাসবদত্তাদাহের কথা আছে, ভাসেও তাই, কিন্তু রত্নাবলীতে এর ভিন্ন প্রয়োগ ঘটেছে। আগুন আছে, কিন্তু তাতে দগ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল বাসবদত্তার নয়, রত্নাবলীর। এক্ষেত্রে মিল দেখি এই যে, সর্বত্রই আগুনটি মিথ্যা। রত্নাবলীতে তার সত্তা-ই নেই, কারণ সে ঐন্দ্রজালিকের যাদু, কথাসরিৎসাগরে বা স্বপ্নবাসবদত্তম্-এও তা সাজানো ঘটনা; তাই একদিক দিয়ে মিথ্যে এবং কোথায়ও তা কোন ক্ষতিসাধন করে নি। তবে ঐন্দ্রজালিকের সত্তাহীন আগুন যেমন রত্নাবলীর সঙ্গে উদয়নের যৌগন্ধরায়ণ-প্রার্থিত মিলনটি ঘটিয়েছিল, তেমনি লাবাণকের সাজানো অগ্নিকাণ্ডটিও পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের যৌগন্ধরায়ণ-প্রার্থিত মিলনটি সম্পন্ন করেছে। পদ্মাবতীর (রত্নাবলীতে যাঁর স্থান নিয়েছেন রত্নাবলী) সঙ্গে উদয়নের বিবাহের ব্যবস্থাও দৈবজ্ঞ-কথিত তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা ভেবে বাসবদত্তা এবং যৌগন্ধরায়ণ মিলিতভাবেই করেছিলেন এবং স্বামীর জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করে সপত্নীবরণ বাসবদত্তার ললাটে জয়তিলক এঁকেছে—এই রকম কথাসরিৎসাগরে আছে, ভাসেও তাই। পূর্বের দুটি রচনায়ই বাসবদত্তার চরিত্রেও সাম্য রয়েছে। রত্নাবলীতে বাসবদত্তা 'পদে পদে মানবতী।' এই পরিবর্তন কবি সম্ভবতঃ করেছিলেন নাটিকার প্রয়োজনের দিকে চেয়েই, যেহেতু আলঙ্কারিকদের মতে নাটিকার মহিষীকে ঐ ধরনেরই হতে হবে। আর একটি বিষয়ে অভিনবত্ব দেখি ইন্দ্রজালের ব্যাপারে। কথাসরিৎসাগরে (ফলতঃ বৃহৎকথাতেও তাই ছিল মনে হয়) যৌগন্ধরায়ণ স্বয়ং ঐন্দ্রজালিক বলে অভিহিত হয়েছেন। রূপের বদল ঘটান কিংবা অদৃশ্য হয়ে থাকার মতো নানান যাদুবিদ্যা তাঁর জানা ছিল (ষোড়শ তরঙ্গ)। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এ ঐন্দ্রজালিক নেই। রত্নাবলীতে ঐন্দ্রজালিক যৌগন্ধরায়ণ থেকে পৃথক চরিত্র রূপে গৃহীত হয়েছেন। এই নাটকে তাঁর গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর নয়। একটি বিষয়ে সর্বত্র মিল দেখা যায় যে, 'বাসবদত্তা দগ্ধ' এই সংবাদ রটিয়ে তবে পদ্মাবতী বা রত্নাবলী সংগ্রহ যৌগন্ধরায়ণের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এইভাবে মূলের সঙ্গে মিল আছে রত্নাবলীর। সেই মূল বৃহৎকথা-ই হোক্ কিংবা হোক্ ভাসের নাটক দুটি অথবা কোবিদগ্রাম্যবৃদ্ধদের উদয়ন-কথা (যার সন্ধান কোন কালেই মিলবে না)।

হর্ষ রত্নাবলীতে তার অভিনব পরিকল্পনার স্বাক্ষর রেখেছেন বসন্তোৎসবের পরিকল্পনায়, বাসবদত্তার হৃদয়ে দুর্বার অভিমান এবং স্বার্থচিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রত্নাবলীর হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষে। অক্ষম কবিগণ অনুকরণ করেন, প্রতিভাবান্ কবি আহৃত বস্তুকেই নতুন রূপে সৃষ্টি করেন। প্রতিভাকে 'নবনবোন্মেষশালিনী' বলা হয়েছে।

কাহিনীর ক্ষেত্র ও কাল

রত্নাবলীর কাহিনীর ক্ষেত্র কৌশাম্বী নগরী। প্রস্তাবনায় উদয়নমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ

'কৌশাম্বীরেন বণিজা'—কৌশাম্বীর বণিকের দ্বারা সাগরতীর থেকে 'সাগরিকা'র প্রাপ্তির কথা বলেছেন। মহারাজ উদয়ন বসন্তোৎসবের দৃশ্যে বলছেন কৌশম্বী গলিত সুবর্ণে খচিত ব্যক্তির মতো নিরবচ্ছিন্ন হলুদবর্ণে শোভমান হয়েছে।

বসন্তোৎসব দিয়ে রত্নাবলীর উদ্বোধন হয়েছে। বসন্তোৎসব বসন্তকালের, ফাল্গুন এবং চৈত্র এর ব্যাপ্তিকাল। ফলতঃ রত্নাবলীর বসন্তোৎসব চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এটা অনুমান হয়। যদি ফাল্গুনের শুক্লা প্রতিপদ থেকেই এর সুরু, তবু গ্রন্থের বিচিত্র উৎসব পূর্ণিমাতেই হয়েছিল মনে হয়। একটি শ্লোক এই ইঙ্গিত বহন করে। নেপথ্যে বৈতালিক যখন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন মহারাজকে যে, সন্ধ্যাকালে, সমস্ত রাজন্যবর্গ তাঁর চরণসেবার জন্য সভামণ্ডপে সমবেত হয়েছেন (১.১৫) তখন মহারাজ বলছেন—উৎসবে চিত্ত অপহৃত হয়েছিল, সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে লক্ষ্য করি নি। দেবী, দেখ, 'উদয়তটান্তরিতমিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথম্' (১.১৬)—পূর্বদিক্ উদয়গিরির প্রান্তে অন্তর্হিত চন্দ্রকে সূচনা করছে। এর অর্থ পূর্বদিকে চন্দ্র উঠছে, তার আভা এই প্রদোষকালে আকাশের ঊর্ধ্বে বিচ্ছুরিত হয়েছে, এখনই চাঁদ প্রকাশ্যে উদিত হবে। এটা পূর্ণিমাতেই সম্ভব! প্রথম অঙ্ক এই পূর্ণিমার সন্ধ্যায়ই সমাপ্ত, এর আরম্ভ ঐ দিনেরই অপরাহ্ণবেলায়। প্রথম অঙ্কের ঘটনা তাই নাটকের প্রথম দিবসের কাহিনী।

দ্বিতীয় অঙ্কের বৃত্তান্ত তার পরের দিনের বলে অনুমান করা চলে এই কারণে যে, এর পূর্ববর্তী প্রবেশকে সুসঙ্গতা সাগরিকার অন্বেষণ করছে মহিষীর প্রিয় সারিকা তার হাতে তুলে দেবার জন্য। গতকাল (প্রথম অঙ্কে) এটি সাগরিকা তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল, এ আমরা জানি। অবশ্য সন্ধ্যায় যখন প্রথম অঙ্কের যবনিকাপাত করেছেন কবি, তখনও সুসঙ্গতার পক্ষে এই খোঁজ করা স্বাভাবিক ছিল এবং তাহলে এই অঙ্ককে ঐদিনই রাত্রিকালের বলে চিহ্নিত করা চলত; কিন্তু অব্যবহিত পরেই দেখা যাচ্ছে, নিপুণিকা বলছে সুসঙ্গতাকে যে, মহারাজ নবমালিকায় আকাশে ফুল ফোটাবার কৌশল শিখে অজ্জ কিল' আজই তাকে কুসুমসমৃদ্ধিশোভিত করবেন। এটা অবশ্যই ঐ রাত্রিতে সম্ভব নয়। তাছাড়া, মহারাজ সভায় গিয়ে রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, সেখানে কিছু শিষ্টাচার হবে, কথাবার্তা হবে, অতএব রাতে সময় কই? অবশ্য ফুল ফোটানোর কাজে পরের দিন বা পরের পরের দিনও হতে পারত, কিন্তু নিপুণিকার আজই শব্দের সঙ্গে সুসঙ্গতার খাঁচা হস্তান্তরিত করবার চেষ্টাটিও সংপৃক্ত বলে এটি অব্যবহিত পরের দিনই ধরা সঙ্গত, কারণ রাণীর প্রিয় বিহঙ্গের ভার বেশীক্ষণ বইতে চাইবে না সুসঙ্গতা, যেহেতু ওকে তিনি দিয়েছিলেন সাগরিকার হাতে। সুসঙ্গতার অন্য কাজ অবশ্যই আছে, তা ছাড়া মানবতী দেবী জানতে পারলে সাগরিকার বিপদের আশঙ্কা। তাই রাতটা কোনমতে কাটিয়ে পরদিনই খোঁজ করছে সঙ্গীর এটাই সম্ভব। আরও কথা, ঐখানেই নিপুণিকা খবর দিল যে, সে তাকে উদ্বিগ্ন হয়ে চিত্রফলক এবং রঙের পাত্র নিয়ে কদলীগৃহের দিকে যেতে দেখছে। এটির উদ্দেশ্য হল, উদয়নের চিত্র অঙ্কন, যাঁকে সাগরিকা সেদিনই এঁকেছিলেন পরে। এই উদ্বেগ এবং দয়িতের মূর্তি আঁকবার অভিলাষ সদ্য দেখার পরেই সম্ভব! সদ্য দেখা-ই তাঁর চিত্তকে মথিত করে সাগরিকাকে চেয়ে নেওয়ার কথা ভুলিয়েছিল মনে হয়। তাই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, গতকাল সন্ধ্যায় তিনি মহারাজকে দেখেছেন এবং দুঃসহ বেদনায় রাত কোনমতে

কাটিয়ে আজ চলেছেন ছবি আঁকতে। এই অঙ্কনটিও অপরাহু-সময়ের সংকেত করছে, কারণ রাণীর পরিচারিকারা রাণীর হুকুম তামিল করে অন্য পাঁচজন পরিচারিকার মতোই জুড়োবার সময় দ্বিপ্রহরের পর। রাজার ছবি আঁকবার পর সুসঙ্গতা এসে সেই ফলকে সাগরিকার ছবি এঁকেছে তারপর বানরের আগমন। সে খাঁচার দ্বার খুলে পালাল, সারিকাও মুক্ত হয়ে উড়ল আকাশে। ওঁরা তার অনুসরণ করতে লাগলেন। হেনকালে বিদূষক ফিরছেন নবমালিকায় দোহদপ্রয়োগে অকালে কুসুমসঞ্চার দেখে মহারাজকে জানাতে। মহারাজও সেদিকে চলেছিলেন, হেনকালে বিদূষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। উভয়ে যখন নবমালিকার কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তখন বকুলগাছের তলায় যেতেই সারিকার কণ্ঠে সাগরিকার প্রেম নিবেদিত হল। তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে এলেন কদলীগৃহে। সেখানে চিত্রদর্শন এবং সাগরিকার সঙ্গে ক্ষণকালের মিলন ঘটল। অকস্মাৎ বাসবদত্তা এসে পড়লেন। তিনিও নবমালিকার খবর নিতে এসেছিলেন। তাঁর সামনে বিদূষকের কাঁধ থেকে লুকানো চিত্রফলক পড়ে গেল। তখন কৈফিয়তের পালা, বাসবদত্তার শিরঃপীড়া এবং রাজার মানভঞ্জন। বাসবদত্তা অভিমানে স্থান ত্যাগ করলেন। রাজা বুঝলেন সেটা। অঙ্ক শেষ হল। এতগুলি ঘটনা ঘটেছে পরিষ্কার দিবালোকে, কেননা রং সম্পর্কে যে কবি তীব্রভাবে সচেতন, তিনি যদি কিছুমাত্র অন্ধকার অনুভব করতেন, তবে বর্ণনার সুযোগ ছাড়তেন না। অতএব সূর্য ডোবার আগেই যবনিকা পড়েছে এবং যেহেতু তারই মধ্যে ঘটনায় প্রাচুর্য রয়েছে, অতএব অপরাহ্নের সুরুতেই এর সূত্রপাত বলে মনে হয়।

দোলপূর্ণিমার পরের দিন কৃষ্ণাপ্রতিপদ তিথিতে দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুরু করে অন্ধকার নামবার পূর্বেই দ্বিতীয় অঙ্কের পালা শেষ হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্ক তারপরের দিন অর্থাৎ কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার সন্ধ্যাকালের ঘটনা বলে প্রতিভাত হয়। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, দ্বিতীয় অঙ্কের অনুষ্ঠান-দিবসেই ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধানে তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা ঘটেছিল। এটি সম্ভব নয়, কারণ দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তির কাল অনুমিত হয়েছে অপরাহ্নের প্রান্তসীমা, যখন সূর্য ডোবে নি। এদিকে তৃতীয় অঙ্কের পূর্বের অংশকে কাঞ্চনমালা বলেছেন, গোপনে 'প্রদোষে' বাসবদত্তার বেশে সাগরিকার সঙ্গে মিলন ঘটবে রাজার, বিদূষকের কারসাজিতে। সুসঙ্গতা থাকবে কাঞ্চনমালার পোষাক পরে। রাজা ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, খবর নিচ্ছেন মহিষী বাসবদত্তা। অল্প পরে তৃতীয় অঙ্কে অধীর রাজা প্রিয়ামিলনের প্রতীক্ষায় বিদূষককে বলছেন: 'জ্ঞায়তাম্ তাবদধুনা কিমবশিষ্টম্ অহ্ন ইতি'—দিনের কত বাকী দেখ তো। বিদূষক যা বললেন, তার অর্থ হল–সূর্যদেব অস্তাগিরিতে চলেছেন, অর্থাৎ সন্ধ্যা হয় হয়।

দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় অঙ্কের পরে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে: (১) রাণী সাগরিকাকে সুসঙ্গতার হাতে সঁপেছেন কড়া পাহারার জন্য এবং নিজের বেশ দিয়েছেন পারিতোষিক হিসেবে। (২) রাজা অসুস্থ হয়েছেন, বিরহানলজর্জরিত। (৩) বিদূষক চিন্তিত হয়ে সুসঙ্গতার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন—কেমন করে দু'জনের আবার দেখা হয় এবং সে বলেছে, বাসবদত্তার বেশ পরিয়ে নিজে কাঞ্চনমালা সেজে সন্ধ্যায় সাগরিকাকে নিয়ে যাবে মাধবীমণ্ডপে। ওটিই হবে সংকেতস্থান।

রানী শঙ্কিত হয়েছিলেন, সুতরাং দ্বিতীয় অঙ্কের অব্যবহিত পরেই তাঁর পক্ষে

সুসঙ্গতার হাতে সাগরিকাকে দেওয়া সম্ভব, পুরস্কারও প্রত্যাশিত ! রাজার অসুস্থ বোধ করাও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু খুব অসুস্থ হলেও কিছুক্ষণ আগে যে ব্যাপারে দুর্ভোগ ভুগেছেন সেই ব্যাপারে সদ্য সদ্য লিপ্ত হওয়া মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সমর্থন পায় না। তার জন্য একটা দিনের অবকাশ অন্ততঃ দরকার। তাছাড়া রানীর কাছে অপদস্থ হয়েছেন বিদূষক, অবশ্যই উদ্দীপনা সাময়িকভাবে কিছু স্থগিত হয়েছে। রাজার ভাব দেখেই চিত্তদীপ জ্বলে উঠবে, এমন অবস্থা নয়। বন্ধুর দুঃখ নিজের অপমান ধীরে ধীরে গলিয়ে দেবে, তারপর পরামর্শ এবং অতঃপর সিদ্ধান্ত—এটাই দুনিয়ার রীতি। দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনার দিনই কিছু ব্যবধানে এতটা হওয়া স্বাভাবিক নয়। এ অনুমান সঙ্গত যে, দ্বিতীয় অংকের ঘটনার পরের দিন তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা সুরু হয়েছিল রাত্রির কিছু সময় পর্যন্ত।

চতুর্থ অঙ্কের ঘটনা এর পরের দিনই ঘটেছিল অনুমান করতে হয়। এর প্রবেশকে সুসঙ্গতা বিদূষককে বলছে—রানী সাগরিকাকে উজ্জয়িনী পাঠিয়েছেন এই কথা রটিয়ে 'অন্ধরত্তে' অর্থাৎ মাঝরাতে তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছেন, তা সে জানে না। এই অর্ধরাত্র কবেকার ? তৃতীয় অঙ্কের রাত্রিই এই উক্তির লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা চলে এই কারণে যে বাসবদত্তা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এটি তাঁর কর্মে পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি ক্রোধান্ধ এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। সাগরিকার প্রতি কড়া নজর রাখবার জন্য সুসঙ্গতাকে নিযুক্ত করেছিলেন। অব্যবহিত পরের দিনই এদের ষড়যন্ত্রে তিনি তীব্রভাবে আহত হয়েছেন। রাজা তাঁর পায়ে পড়লেও সে ক্রোধ শান্ত হয়নি বরং তাঁকে অগ্রাহ্য করে চলে গিয়েছেন। অতএব 'অর্ধরাত্রে' যদি তাঁকে বাসবদত্তা 'কোথাও' নিয়ে গিয়ে থাকেন তবে সদ্যোজাত দুঃসহ ক্রোধে ঐ সন্ধ্যারই পরে মাঝরাতে, এই অনুমান সুষ্ঠু মনে হয় এবং খুব স্বাভাবিক, চতুর্থ অঙ্কের প্রবেশকে যখন একথা জানাচ্ছে সুসঙ্গতা বিদূষককে তখন সে ঐ অর্ধরাত্রের দুঃখের কথা পরের দিনই দেখা হওয়ামাত্র বিদূষককে, জানিয়েছে। মাঝরাতে অন্তর্ধানের পূর্বেই তিনি সুসঙ্গতাকে তাঁর গলার 'রত্নাবলী' খুলে দিয়েছিলেন কোন ব্রাহ্মণকে দেবার জন্য। সেই অনুরোধ ঐ শোচনীয় পরিস্থিতিতে বিলম্ব না করে পরের দিনই সে পালন করবে, এও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ! সুতরাং এই ব্রাহ্মণ অন্বেষণ এবং তৎপরবর্তী ঘটনা যা কিছু ঘটেছে চতুর্থ অঙ্কে, তা তৃতীয় অংকের পরদিবসেই হয়েছিল। ফলে দোলপূর্ণিমার পরের কৃষ্ণা তৃতীয়া এর তিথি।

পূর্বোক্ত হিসেব অনুযায়ী রত্নাবলীর চারটি অংক ক্রমান্বয়ে চারটি দিনের ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নাট্যানুশীলন

একটি কুন্দকুসুমের যা রূপ, 'রত্নাবলী'র সেই রূপ। খুব বড় পটে এর ছবি নয়, খুব বড় কথা বলে নি, চরিত্রগুলো খুব বিরাট নয় এবং সাহিত্য থেকে যা প্রত্যাশা থাকে, কোন গভীর বাণী, যা পাথেয় হবে এদেশে সেদেশে, এযুগে এবং যুগান্তরে, যা চিন্তিত করবে দার্শনিককে, তাও নেই। চার অঙ্কের নাটিকা। কাজ তার নায়ক এবং নায়িকাকে মিলিয়ে দেওয়া। সে মিলন সহজ-সাধ্য হলে চলবে না—তার পূর্বে সিদ্ধাদেশে কন্যার চারদিকে একটি প্রসন্ন সৌভাগ্যের জ্যোতির্মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করে তাকে

লোভনীয় করা চাই, অতঃপর প্রার্থনা চাই, সতীনের ঘরে মেয়ে যাবে না শুনে সতীন পুড়ে গিয়েছেন, এ সংবাদ রটান চাই, সেই কন্যাকে নিরাপদে জাহাজডুবি থেকে বাঁচান চাই। তাঁর সিক্তবসন মূর্তিটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল বেলাভূমিতে শায়িত—এ-ও বোঝাতে হবে। তারপর তিনি আসবেন অন্তঃপুরে—যখন নবীন বসন্ত যৌবনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করছে। তাঁর স্থিতি হবে পরিচারিকারূপে, রাজকন্যার পরভৃত জীবন যাতে করুণায় সঞ্চার করে তাঁর নায়িকাত্ব পরিপুষ্ট করে। তিনি থাকবেন অন্তঃপুরে নানান লোকের কথাবার্তায় বুঝবেন যে, এটি রাজপুরী এবং বৎসরাজ উদয়নেরই অন্তঃপুর এবং অবশ্যই অতবড় কন্যা পিতৃগৃহে বহুবার শ্রবণ করেছেন—এদেশের রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল যাঁর তিনি তাঁর পিসতুত বোন, কেননা বিয়ের প্রস্তাব ইতিপূর্বেও বার কয়েক উত্থাপিত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল—এবং দেখবেন সেই বাসবদত্তা দগ্ধ তো অবশ্যই হন নি, তাঁর গায়ে একটা ফোস্কার দাগও নেই—তবু তিনি একটুও বিস্ময় প্রকাশ করতেন না বা অস্ফুটেও দিদিকে কিংবা প্রিয়সখী সুসঙ্গতাকে বলবেন না তিনি কে। যৌগন্ধরায়ণ কি তাঁকে গছাবার সময় মাথার দিব্যি দিয়েছিলেন? কবি তো সেরকম বলেন নি। অথবা মেয়ে একটু বোকা বোকা—যিনি গাছের তলায় রাজাকে দেখে জীবন্ত মদন ভেবেছিলেন? কবি খবরটা চাপা রেখেছেন নকলে গল্প চাপা পড়বে, কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্নটাও কৌশলে চাপা রাখার ব্যবস্থা করলে কাহিনীতে সন্দেহের চাপ শিথিল হত। তাঁর রত্নমালার চিহ্ন দেখে যৌগন্ধরায়ণ তাঁকে চিনেছিলেন, যিনি চিনলে গল্প এগুবে, কিন্তু রানী চিনলেন না, যিনি চিনলে গল্প মাটি হবে। অথবা যৌগন্ধরায়ণের পরামর্শে মালা তিনি শিকেয় তুলে রেখেছিলেন, যাতে কেউ না বুঝতে পারে? কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে সে মালা যখন সুসঙ্গতা এবং বিদূষক এবং মহারাজের হাতে পড়ল, যেন এঁরাও কিছু বুঝলেন না, কারণ তখনও কবির পরিকল্পিত সমাপ্তির সময় হয় নি। এভাবে কন্যা পড়লেন প্রেমে। এ প্রেমের দুটি হেতু—রাজার রূপ এবং পিতার সম্প্রদান। তাঁর অসহায় অবস্থা প্রেমকে প্রদীপ্ত করেছিল। তিনি কোথায়ও আশ্রয় না পেয়ে একজনকে আশ্রয় করতে চেয়েছিলেন, যে একজনেরই তিনি দত্তা। তাঁর জন্যই প্রার্থিত হয়ে এঁর আগমন, অথচ সেই একজনের প্রতি অনুরাগকে যখন তিনি 'দুর্লভজনানুরাগঃ' বলে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন, তখন যে দুঃখ সেই দুঃখই তাঁর প্রেমকে নিকষিত হেম করেছে। রত্নাবলীর প্রেম অনাঘ্রাত কুসুমের সৌরভ। এই সৌরভ যখন রাজা টের পেলেন, তখন প্রেমে পড়ল বাধা। এ বাধা এমন নয় যে, আর কেউ তাঁকে চাইছে বা তিনি যাঁকে চাইছেন সেই ব্যক্তির নয়ন চলেছে আর কারও পশ্চাতে. অতএব ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ রচিত হয়েছে। বাসবদত্তা নিজেকে রত্নাবলীর প্রতিযোগী ভাবতে পারেন, কিন্তু কবি ভাবেন নি। কারণ রত্নাবলী যা দিতে পারেন, বাসবদত্তায় তার অভাব বলে দুজন এক ভূমিতে দাঁড়িয়ে নেই। রাজাও যে দৃষ্টিতে দেখেছেন রত্নাবলীকে, সেই দৃষ্টির ভিত্তিতে গজভুক্ত কপিত্থের মতো পরিত্যাগ করেছেন মহিষীকে। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, 'মহানুভাবা' (তৃতীয় অঙ্ক) বলে জানেন, তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বকে সমীহ করে চলেন, 'বালপ্রবালবিটপিপ্রভবালতেব' (১.১২) বলে তাঁর দেহবল্লরীর ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মুখকে 'চন্দ্রের শোভাতিরস্কারী (১.১৭) বলে তাঁকে ললিতবচনে নন্দিত করেন, কিন্তু ভালবাসেন না। ভালবাসলে ভয় হত না, অথবা ভয়ের যা কারণ সেই

অন্যের প্রতি প্রেমও জাগত না হৃদয়ে। রাজা নিরন্তর 'দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ'—মহিষীর ভয়ে ভীত। মহিষীও রাজাকে বিশ্বাস করেন না। হৃদয় দিতে না পারলে মনে হয়, হৃদয় পাওয়া যায় নি। হৃদয় না পেলে ভয় হয়, সে হৃদয় আর কেউ নিল বুঝি। তাই বাসবদত্তা উদয়নের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রেখেছেন রত্নাবলীকে। এর ব্যাখ্যা এই নয় যে, 'বহুবল্লভা রাজানঃ' (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, তৃতীয় অঙ্ক)—রাজাদের অনেক প্রিয়া থাকেন, অতএব এই রাজাও একে দেখলেই আত্মসাৎ করবেন—তাই আড়াল করা চাই। এই উক্তিতে রাজচরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে, কিন্তু 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' কিংবা 'কথাসরিৎসাগর'-এর বাসবদত্তা তো স্বামীর মঙ্গলের কথা ভেবে আপন ইচ্ছেয় তাঁকে সঁপেছেন পদ্মাবতীর হাতে, যে চরিত্র এখানে রত্নাবলীতে রূপান্তরিত। 'রত্নাবলী'তে যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার অজ্ঞাতে এই মিলনের পরিকল্পনা করেছেন কেন? যাঁকে পান নি তিনি ছাড়া পেলে একেবারেই ছেড়ে যাবেন, বাসবদত্তার এই আশঙ্কাই অন্তরায় ঘটিয়েছে। কথাটা এই যে, বাসবদত্তা রত্নাবলীর প্রতিযেগী নন, কারণ তিনিও উদয়নকে পান নি, উদয়নও তাঁকে অন্তরে অধিষ্ঠিত করেন নি। কবি জানেন, বাসবদত্তার বাধা বালির বাঁধ, অতএব তার জন্য চিন্তার হেতু নেই, তাই প্রসন্নচিত্তে প্রেমের মন্দ-মধুর অগ্রগতি চিত্রিত করেছেন। কদলীগৃহে ছবি আঁকলেন রত্নাবলী, গোপনে পেছনে দাঁড়ান সুসঙ্গতা তা দেখে বুঝলেন সব। রাজার ছবি এঁকে ছায়ার সঙ্গে ছায়াকে মিলিয়ে দিলেন। বাকী রইল কায়ার সঙ্গে কায়ার মিলন। মজা এই, নায়কের প্রেমের উদ্রেক হওয়ার আগেই তার মূর্তি এসে মিলেছে নায়িকার প্রতিমার সঙ্গে এবং এখানে শিল্পই বাস্তবকে সৃষ্টি করেছে। কবির এই প্রয়োগটি অনিবার্যতা এনেছে মিলনের। ছবির পরে কথা হল হৃদয় উজাড় করে: 'পিঅসহি, বিসমং পেমমং মরণং সরণং ণু বরমেক্কং' (২.১)—প্রিয়সখী, বিষম প্রেম, মরণই একমাত্র শরণ। এ কথা কণ্ঠস্থ করে রাখল শারিকা কিন্তু এ ছবি দেখায় কে, এ কথা শোনায় কে? অতএব রাজবাড়ীর বানর শিকল ছিঁড়ে এল এদিকে। অন্যদিকেও যেতে পারত, কিন্তু এদিকেই এল, কারণ নায়িকা রয়েছেন কলাতলায়। সে দিল খাঁচার দুয়ার খুলে অতএব সারিকা উড়ে গিয়ে বসল বকুলের ডালে! হাস্যরস প্রথমাঙ্কের বসন্তোৎসবে মদনিকা-চূতলতিকার সঙ্গে বিদূষকের নাচ-গানের দুরাকাঙ্ক্ষা এবং তাদের হস্তে পিটুনি খাওয়ার মধ্য দিয়ে কবি প্রথম সুরু করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে বকুলের তলে গা ছম্‌ছম্ মেঘরঙের আলোয় সারিকার কণ্ঠ শুনে 'বউঅপাদবে কোবি ভূদো পডিবসতি'—বকুল গাছে ভূত আছে, এই উক্তি করে 'এহি পলাঅম্হ'—চলুন পালাই, এই উক্তির পর থেকে তৃতীয় অঙ্কের শেষ অবধি তিনি যে রাশি রাশি হাসি ছড়িয়েছেন, বনস্থলীর অশোক-চম্পক সিন্ধুবারের শাখায় শাখায় নিরবচ্ছিন্ন ফুল ফুটিয়ে বসন্ত তা পারে নি। বিদূষক যেমন বিদূষক, তেমনি রাজা রাজাই, অতএব সাহসপূর্বক যাচাই করে বললেন —'মন্যে বদতি সারিকা' (২.৬)—মনে হচ্ছে সারিকা কথা বলছে। যেই সেটা ঠিক হল, তৎক্ষণাৎ বিদূষক ক্রুদ্ধ হলেন তার প্রতি, যেহেতু সে মিথ্যা ভয়ের কারণ হয়েছে এবং নির্ভয়ে অগ্রসর হলেন তাঁর বাঁকা লাঠি নিয়ে প'রিপক্কং বিঅ কইত্থফলং'—পাতা কৎবেলের মতো তাকে পেড়ে ফেলতে! কবির হাস্যরস 'চিরকুমারসভা' বা 'শেষরক্ষা'র বাক্‌চাতুর্য বা wit নয়, কিংবা 'কচিসংসদ', 'বিরিঞ্চিবাবা' অথবা 'উলটপুরাণ'-এর ব্যঙ্গ বা satireও নয়, এ হল Lamb-এর নির্মল হাস্যরস বা Humour। Lamb-এর হাসির সঙ্গে দুফোটা অশ্রু দেখি, কবির হাসিতেও

দেখি 'থির বিজুরী সনে সঞ্চরু জলধর।' আর একটা কথা হল—wit বুদ্ধির ভারে মন্থর, সে কর্মকে এগিয়ে দেবে কতখানি ? বাক্‌চাতুর্য যে নাটকে আছে তাতে কাজের রথ যে চালায় সে সাদামাটা কথাবার্তা। ব্যঙ্গও অসঙ্গতি দেখাতেই আপন ভঙ্গীকে নিযুক্ত করে। কাজ করা তার পেশা নয়, কিন্তু কাজকে অকাজ প্রতিপন্ন করাই তার নেশা। কিন্তু এই যে কবি অফুরন্ত হাসিয়েছেন রত্নাবলীতে এ হাসি গতিশীল, কারণ কর্মই তার উৎস। স্রোতের চূড়ায় চূড়ায় যে শুভ্র ফেনা ভাসে, স্রোতই তার কারণ। এখানেও কাহিনীর বিভিন্ন কর্মের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয়েছে, তখনই যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ঠোকাঠুকিতে ছড়িয়ে পড়েছে সাদা হাসির রাশি। এখানে হাসির উদ্দেশ্য নিয়ে হাসির সৃষ্টি হয় নি, তাই এতে ভঙ্গী নেই। বিদূষকের অদ্ভুত আন্তরিক উক্তি—'অজ্জপি তাএ নিচ্চরুট্টাএ দেবীএ বাসবদত্তাএ দুব্বঅণেহিং কডুইদাইং সোত্তাইং' (তৃতীয় অঙ্ক)—এই এখনও সেই নিত্যরুষ্টা দেবী বাসবদত্তার দুর্বচনে এঁর শ্রবণ কটু হয়ে আছে—গুরুতর হাস্যের কারণ নিশ্চিন্ত মনে যাঁকে বলা হচ্ছে সেই অবগুণ্ঠনবতী স্বয়ং বাসবদত্তা। অথবা দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম মিলনে সাগরিকার হাত ধরেছেন রাজা, তবু কথা সরছে না মুখে। সুসংগতা সাধছেন, তবু রা নেই। রাজা বললেন—'অয়ি কোপনে', সখীর প্রতি এমন করা উচিত নয়। তবু ভবী ভোলে না। সহসা বিদূষক বললেন 'ভোঃ এসা ক্‌খু অবরা দেবী বাসবদত্তা'—আরে এ যে দ্বিতীয় বাসবদত্তা ! সঙ্গে সঙ্গে রাজা তাঁর হাত ছাড়লেন, হস্তদন্ত হয়ে কলাগাছের সারির পাশ দিয়ে সরে গেলেন দুই সখী। বাসবদত্তার দেখা নেই। রাজা বললেন—'কোথায় তিনি ?' অপ্রস্তুত বিদূষক বললেন—'ণ জাণামি।' আমি ত এঁর অতিদীর্ঘ ক্রোধের জন্য বলেছি, এ যে আর এক বাসবদত্তা ! মাধবীমণ্ডপে সন্ধ্যায় সঙ্কেতস্থান স্থির হয়েছে, বাসবদত্তা টের পেয়ে এলেন সেখানে। তাঁরই বেশে সাগরিকার এবং কাঞ্চনমালার বেশে সুসংগতার আসার কথা। বিদূষক সন্ধান করতে এসে দেখেন, তাঁরা এসেছেন। বললেন—'ভোদি সাঅরিএ, ইদো আঅচ্ছ।' একপ্রস্থ হল। রাজার পায়ে পড়ায় ছাই দিয়ে বাসবদত্তা প্রস্থান করলেন। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা। সহসা পায়ের শব্দ। দু'জনে ভাবলেন, 'মহানুভাবা দেবী, অনুতপ্ত হয়ে ফিরেছেন। বিদূষক এগিয়ে গেলেন, গিয়ে দেখলেন, বাসবদত্তা গলায় দড়ি দিচ্ছেন। চীৎকার শুনে এলেন রাজা, কিন্তু দড়ি খুলতেই দেখা গেল—তিনি সাগরিকা। বোঝা গেল, যাঁর আসার কথা ছিল এতক্ষণে এলেন তিনি। রাজা বললেন—'বন্ধু, বিনা মেঘে বৃষ্টি !' এদিকে যেতে যেতে রাণীর হল দুঃখ। ফিরলেন কাঞ্চনমালার সঙ্গে। আড়াল থেকে শুনলেন রাজার ফিস্‌ফিস্‌ কথা। কাঞ্চনমালা অনুমান করল—মহারাজ দেবীকেই অনুনয় করতে আসছেন। আহ্লাদে আটখানা দেবী বললেন—'তা অলক্‌খিদা এব পুঠ্‌ঠদো গদুঅ কণ্ঠে গেহ্নিঅ পসাদইস্সং'—তবে লুকিয়ে পেছনে গিয়ে গলা জড়িয়ে খুশী করব। অপূর্ব আয়োজন, কিন্তু এগিয়েই শুনলেন অশ্রাব্য ভাষা—'ভবতি সাগরিকে !' তাই ত এই পরিস্থিতির অসামান্যতা। এর এক প্রান্তে আলো, আর এক প্রান্তে মেঘ। আমরা দেখেছি, আর একজনের পায়ের তলা থেকে মাটি সরেছে। সকারণ প্রত্যাশা যখন অকারণ নৈরাশ্যে ডুবল, তখন তা 'tragedy'রই নামান্তর। শুধু tragedy-তে তার ইঙ্গিত থাকে ব্যক্তির কাছে, comedy-তে তা আকস্মিক বিস্ময়ে বিলীন।

এইভাবে পরিকল্পিত কর্মের অনুষ্ঠানই অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে। যেহেতু কর্মই এর জন্মভূমি, অতএব কর্মের সঙ্গে এর বন্ধন অচ্ছেদ্য—এই হল এই হাসির বৈশিষ্ট্য। Wit বা Satire-এর প্রয়োগকর্তা হাসির উদ্ভব সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু এখানে যে হাসি, পাত্র-পাত্রীরা হলফ করে বলবেন, তা তাঁদের দুর্ভাগ্যের ফসল। কিন্তু কে কাঁদল কে হাসল তার হিসেবের বাইরে কথাটা হল, এর আড়ালে আড়ালে কবির কাজ চলেছে ক্ষিপ্রপদে। সে কাজ মিলন। তার আয়োজন করেছেন কবি গৃহে নয় কিন্তু বনস্থলীতে। কবি প্রকৃতিকে প্রেমের লীলাভূমিরূপে গ্রহণ করেছেন। বকুলের তলায় খবর মেলে প্রিয়ার, কলাগাছের কুঞ্জে মেলে তাঁর পীনস্তন—স্খলিত মৃণালহার, তাঁর ছবি, তারই কাছে ঝোপের মধ্যে হয় তাঁর সঙ্গে প্রথম মিলন। তারপরে পুনর্মিলনের ঠাঁই হয়েছে মাধবীমণ্ডপে সন্ধ্যাকালে। সন্ধ্যা কবির বড় প্রিয়। রাজারা অপেক্ষা করছেন মহারাজের জন্য, যখন সমস্ত কিরণ অস্তাচলে নিক্ষেপ করে আকাশের পরপারে গমন করছেন সূর্য এবং চন্দ্র উদীয়মান (১.১৫); মুহূর্তমধ্যে পূর্বাচলে পাণ্ডুর আভা ফুটল, বোঝা গেল প্রাচীদিক্ তাঁর হৃদয়বল্লভ নিশানাথকে গোপন করতে চাইছেন যেমন রমণী পাণ্ডুরমুখে তার অন্তরস্থিত প্রিয়কে গোপন করে (১.১৬)। বাসবদত্তার মুখখানিকে কবি চন্দ্রের শোভাতিরস্কারি বলেছেন (১.১৭)। এই সন্ধ্যা ইঙ্গিত করে প্রিয়া মিলনে গমনের। দুই বন্ধু যখন তৃতীয় অঙ্কে অপেক্ষা করছেন সঙ্কেতস্থানে গমনের জন্য তখন বিদূষক বলছেন: 'সূর্য গুরু অনুরাগে চঞ্চল সন্ধ্যাপত্নীর সঙ্কেত পেয়েই যেন অস্তগিরিশিখরের কাননে প্রবেশ করছেন।' যুগপৎ অন্ধকার নামল। রাজার জবানীতে সূর্য বলছেন সরসীকে— 'অয়ি পদ্মমুখী, এখন আমার সময় হল, আমি যাই। সুপ্ত তোমাকে আমিই কাল সকালে জাগিয়ে তুলব।' সূর্য ডুবলেন, পদ্ম পাপড়ি গুটিয়ে নিল (১.৬)। বিদূষক নাড়ু-মোয়ার খরিদ্দার, তিনি 'ঘণপঙ্কপীবরবণবরাহ-মহিস'-এর সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা করছেন। রাজা তাঁকে সমর্থন করছেন পরবর্তী শ্লোকে: এ অন্ধকার প্রথমে পূর্বদিক, পরে আর সব দিক গ্রাস করল। ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশঃ। বৃক্ষ, পর্বত, গ্রাম, জনপদ অন্তর্হিত হল। হরকণ্ঠের দ্যুতিহারী আঁধার মানুষের দৃষ্টি লুপ্ত করল (১.৭)। এই উক্তি মনে করিয়ে দেয় মৃচ্ছকটিকের কথা: 'লিম্পতীব তমোহঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ। অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা' (১.৩৪)॥—অন্ধকার দেহ লেপে দিয়েছে, আকাশ যেন কাজল ঢালছে। দুষ্ট লোকের সেবার মতো চোখের নজর ব্যর্থ হয়ে গেল। এই নিবিড়তিমিরে বিদূষক অবগুণ্ঠন রচনা করে চলেছেন। অন্ধকারেও মার্জারীর চোখ জ্বলে তাই এই আয়োজন। পথ দেখা যায় না। বলছেন: 'কধং এথ মগ্গো লক্খীঅদি ?'– এখানে পথ দেখব কেমন করে ? ধীরললিত নায়ক বললেন, গন্ধ আঘ্রাণ করে। এই ত চাঁপার সারি, ওটি নিশ্চয় সিন্ধুবার, এটি বকুলবীথি, এই হল পাটলের কুঞ্জ—গন্ধে গন্ধে গাছ চিনে পথ ত চেনা হয়ে গেল (৩.৮)। পৌঁছলেন মাধবীমণ্ডপে। প্রকৃতিই অভিসারকুঞ্জের দিশারী। প্রেম এবং তার ধারকবাহকদের মানায় ভাল প্রকৃতির সহজাত সৌন্দর্যের মধ্যে কবির এইটি অনুভূতি ছিল। বিস্তীর্ণ বেলাভূমির উপরে শুভ্র শুক্তির মতো পেয়েছিলেন রত্নাবলীকে কৌশাম্বীর বণিক্। তিনি প্রাসাদে থেকেও প্রাসাদবিহারী তাঁর প্রাণপুরুষের প্রথম পরিচয় এবং দর্শন পেলেন প্রাসাদে নয়, বনস্থলীতে অশোকের তলে। সময় দিনান্ত। তাঁকে পরিচিত

করেছে শ্রুতিধর সারিকা, তাকে খাঁচার বাইরে এনেছে জনৈক বানর। তবু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ যে প্রকৃতিপ্রয়োগ রয়েছে তার সঙ্গে এর দুস্তর ব্যবধান। প্রকৃতির স্থাবর জঙ্গম পদার্থগুলো মানুষের কাজে এগিয়ে আসে এটি দেখিয়েছেন কবি রত্নাবলীতে কিন্তু তাদের কর্মে সচেতনতা নেই। বানর যে খাঁচার দরজা খুলেছিল সে তার জাতিগত প্রকৃতির বলে। পাখীকে ছেড়ে দিলে সাগরিকার কাজে এগোবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে নয় এবং সারিকাও যে একটা গোটা অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক কোথাও ছন্দপতন না ঘটিয়ে মহামহোপাধ্যায়-সদৃশ নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করল, একের পর এক উদ্গীর্ণ করল নিভৃত আলাপ, এটাও বিগলিত করুণার কাতর অভিব্যক্তি নয়। কিন্তু তপোবনে বনস্পতিদের কাছ থেকে শকুন্তলার পতিগৃহে গমনের কুসুমাভরণের জন্য ফুল তুলতে যেতেই কোন গাছ দিল সিল্কের কাপড়, কেউ দিল লাক্ষার রস, কেউ দিল আভরণ (৪.৫)। কিন্তু কণ্ব বৃক্ষরাজির কাছে শকুন্তলার যাত্রার অনুমতি চাইলেন (৪.৯), তারা কোকিলরবে সাড়া দিল। মহর্ষি বললেন: 'অনুমতগমনা শকুন্তলা'—শকুন্তলার গমন অনুমোদিত হল—কেননা ওরা কুহুধ্বনিতে জবাব দিয়েছে (৪.১০)। ওদিকে হরিণের মুখের ঘাস ঝরে পড়ছে, ময়ূর নাচ ছেড়েছে (৪.১২), যাবার বেলায় পিছু ডাকছে, মুখ দিয়ে আঁচল টেনে এক হরিণশিশু (৪.১৪), গর্ভ-ভারমন্থর মৃগবধূ এসেছে কুটীর পর্যন্ত বিদায় জানাতে। এখানে কর্মের পশ্চাতে কর্মের ফলের জ্ঞান এবং সেই ফলপ্রাপ্তির জন্য সচেতন প্রয়াস রয়েছে, তাই এর যারা অনুষ্ঠাতা তারা মানুষের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। 'রত্নাবলী'তে পশু-পাখী-গাছপালার কাজ স্বভাবের বশে, তা যে মানুষের প্রয়োজনে এসেছে, সেটা দৈবাৎ তাই মানুষের সঙ্গে তাদের আত্মিক সেতুবন্ধন ঘটে নি।

সুখে-দুঃখে অংশীদার দেখেছি দুই বয়স্যকে। রাজার প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে মন্ত্রীর প্রতি, বলেছেন: 'কিং নাস্তি ত্বয়ি সত্যমাত্যবৃষভে যস্মৈ করোমি স্পৃহাম্' (৪.২১)—তোমার মতো অমাত্য-বৃষভ থাকতে এমন আর কিসের অভাব রইল যার প্রতি লোভ করব? সেনাপতির কর্মকে তিনি 'সাধু রুমণ্বান্ সাধু' বলে উল্লসিত অভিনন্দনে অভিনন্দিত করেছেন। মাতুলশ্বশুরের অমাত্যের প্রতি তাঁর সম্মানভিত্তিক প্রীতি। বসুভূতিও তার স্পর্শে অভিনন্দিত! রাজা ধমক দিতে জানেন না, দরকার হলে বরং 'হস্তে গৃহীত্বা'—হাতে ধরে পরিচারিকাকে অনুনয় করতে পারেন—এ-ও অন্তরের স্নিগ্ধরুপটির অপেক্ষা করে। বিদূষকের প্রীতির বিকাশ রাজার প্রতি ষোল আনা। বন্দী হবার সময় শেষ কথার মতো বললেন বন্ধুকে 'সুমরেহি মং অণাধং'—অনাথকে মনে রখেবেন। বাসবদত্তার প্রতি এঁর প্রীতি বিমিশ্র। চান না তাঁকে, অথচ ভয়ও করেন, আবার গরদের জোড়, কানের গয়না, নাড়ুমিষ্টি—এসবের প্রাপ্তিতে একটা কৃতজ্ঞতাও আছে। রাজবাড়ীর দাসীদের প্রতি তাঁর একটা উন্নাসিকতা আছে বোধহয় এই কারণে যে, তিনিও পরভৃত, তারাও পরভৃত। তাই সুযোগ পেলেই 'গন্ডদাসী' বলেন। আবার রাজার জন্য জোট পাকাতে ঐ সুসঙ্গতার সঙ্গেই মিশে যান অবলীলাক্রমে! রত্নাবলীকে তিনি সমর্থন করেন দুই কারণে: এক হল, বাসবদত্তার 'খবরদারী আর ভাল লাগে না', দ্বিতীয় কথা, রাজার ভাল লেগেছে রত্নাবলীকে। বিদূষকের কিন্তু ব্রাহ্মণীর প্রতি প্রীতি সমধিক। তৃতীয় অঙ্কে রাজার হাতের বালা পুরস্কার পেয়েই বললেন: 'অত্তণো ব্রহ্মণীএ গদুঅ দংসইস্সং'—ব্রাহ্মণীকে গিয়ে দেখাই। রাজার শেখবার আছে এঁর

কাছে। বাসবদত্তার রাজার প্রতি প্রেম দুর্জ্ঞেয়। রাজা তাঁকে ভয় করেন এতে তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু প্রেমের প্রকাশ ঘটে নি। তবু রাজার প্রতি তাঁর বিরূপতা কোথাও দেখা যায় নি, বরং আদরই প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবতঃ তাঁর প্রাণে প্রেম ছিল না, তাই দিতে পারেন নি। ভালবাসতে তিনিও জানেন, তবে দাসীকে, মামাকে কিন্তু প্রিয়কে নয়। সম্ভবতঃ কোথাও ফাঁক ছিল তাঁর মমত্বে, নইলে সুসংগতা বেরিয়ে আসত না তাঁর বন্ধনী থেকে। তার ভাল লেগেছিল সাগরিকাকে। এটি সগোত্রজ্ঞানের ফল। নৌকোডুবির মেয়ে, মিষ্টি স্বভাব, তিনকুলে কেউ নেই বোধ হয়, তাই 'পিয়সহী' হলেন সাগরিকা।

আছে এই সব নানান চরিত্র এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ আবার নেপথ্যঘোষণায় শোনা যায় অন্তঃপুরে ক্লীব, বামন, কিরাত প্রভৃতির অস্তিত্ব তবু 'রত্নাবলী' মৃচ্ছকটিকের মতো সামাজিক দৃশ্যকাব্য নয়। সেখানেও রাজা আছেন কিন্তু যেন পশ্চাৎপটে। এখানে রাজাই অগ্রে। সেখানে প্রেম এক অধুনা দুঃস্থ ব্রাহ্মণ বণিক্ এবং ধনী বারাঙ্গনার সঙ্গে, এখানে প্রেম রাজায় রাজকন্যায়। সেখানে রাজার বিরুদ্ধে প্রজার মুখে শোনার সুযোগ নেই। যেখানে প্রজা-ই বক্তবা, নামটিও 'মৃচ্ছকটিকম্'—মাটির গরুর গাড়ী, এখানে নামই সূচনা করে তার আভিজাত্য। সেখানে পথে ঘাটে অঞ্জনবর্ষী অন্ধকারে বিট্, শকারের মাংসলোলুপ চীৎকার, চোরের কারবার, জঙ্গলে নায়িকার গলাটেপা, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উদ্ধার, জুয়াড়ীদের কীর্তি, এরই মধ্যে তলে তলে রাজদ্রোহ—এই হল বিষয়। রত্নাবলীতে রাজা-ই কেন্দ্র, তাঁর চক্রবর্তিত্ব লাভের খাতিরেই নাটকের চাকা চলেছে। প্রাসাদের বাইরে যে কাঁকর ছড়ানো পথ আছে তার উল্লেখ নেই কারণ প্রেম ঘটেছে প্রাসাদে, মিলন হয়েছে সেইখানেই। 'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এর প্রেমকাহিনীতেও অন্যের আশ্রয়নীয় বস্তু আছে কিন্তু উদয়ন-রত্নাবলীর প্রেম উদয়ন এবং রত্নাবলীকে সংযুক্ত করেই অবসন্ন!

তবু রমণীয় এই প্রেমকথা। এতে প্রেমের হিমালয়সদৃশ উত্তুঙ্গতা নেই কিন্তু প্রেমকে চরিতার্থ করবার পদ্ধতির মধ্যে তারুণ্য আছে। সেই পথে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কবি নানান রত্ন ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন। কখনও মনে হয়—অদৃষ্টবাদ প্রচার করছেন : অন্য দ্বীপ থেকে, সমুদ্রের মধ্য হতে, দিগন্ত থেকেও 'আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভি মতাভিমুখীভতঃ' (১.২) অভিমত ব্যক্তিকে এনে অনুকূল বিধি মিলিয়ে দেন। অপূর্ব সঙ্কেত রইল প্রচ্ছন্ন এক দার্শনিক মতবাদের অভিব্যক্তির অন্তরালে কেন না, অন্য দ্বীপ থেকেই যে কন্যা এল, সে জলনিধির মধ্যে ডুবেও ভেসে ভেসে বৎসরাজ্যের দিগন্তে এসে ঠেকল, তারপর সর্পিল পথে তার ঈপ্সিত জনসংযোগ হল।

কালের প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন প্রেমের অনুপ্রবেশবর্ণনায় :—মধুমাস প্রথমে নরম করে মানুষের মন অতঃপর পুষ্পধনুর বাণের প্রয়োগ হল অনায়াসে (১.৭)।

আসন্ন রাত্রির হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন চন্দ্রের ইঙ্গিত মিলছে পূর্বাকাশে, যেমন, অন্তরে লুকিয়ে রেখেছে প্রিয়কে, মুখের পাণ্ডুরবর্ণ তার আভাস দিচ্ছে (১ ১৬)।

পুনশ্চ এই মনস্তরের বিশ্লেষণ ঘটেছে রাজার সাগরিকাচিন্তায় : প্রথম প্রেমেপড়া মেয়ে ধরা পড়ে ভাবছে='বিদিতাস্মি'—আমায় সবাই জেনে ফেলেছে॥ দুজনে কথা বলছে, ও ভাবছে ওরই কথা। সখীরা হাসছে কি নিয়ে তার ঠিক নেই। মেয়ে লজ্জায় নুয়ে পড়ে। আতঙ্কে ওর অন্তর বিধুর (৩'৪)।

ব্যক্তির স্বরূপই তার মিলনের লক্ষ্য নিরূপণ করে : 'ণ কমলাঅরং বজ্জিঅ রাঅহংসী অন্নস্সিং অহিরমদি' (দ্বিতীয় অঙ্ক) —রাজহংসী পদ্মসরোবর ছেড়ে অন্যত্র অভিরত হয় না।

নায়িকার পীনস্তনযুগলের ঘনসন্নিবেশের ব্যঞ্জনা : হে মৃণালহার, তার কুচকলস দুটির সন্ধিস্থল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কেন শুষ্ক হয়েছ, তোমার সূক্ষ্ম তন্তুরও যেখানে অবকাশ নেই সেখানে তোমার ঠাঁই হয় না কেমন করে ? (২.১৫)

'পঞ্চ' (পাঁচ) শব্দ নিয়ে একটি ভঙ্গিময় উক্তি : হে পুষ্পধনু জগতে এটি প্রসিদ্ধ যে কন্দর্পের পঞ্চ বাণ এবং অসংখ্য ব্যক্তি তার লক্ষ্য। আজ দেখছি তার বিপরীত।

অসংখ্য তোমার বাণ, এক ব্যক্তি তার লক্ষ্য, যাকে বিদ্ধ করে পঞ্চত্বে উপনীত করেছ (৩.৩)। (পঞ্চত্ব=মৃত্যু)

উদয়ন-এর বিস্ময় জেগেছে : মন স্বভাবতই চঞ্চল এবং অলক্ষ্য তবে কামদেব কেমন করে যুগপৎ আমার সব কটি শরে বিদ্ধ করলেন ! (৩ ২)।

বিশ্বপ্লাবী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা উৎসারিত হয়েছে কবির অন্তিম শ্লোকে : পৃথিবী উদ্দাম শস্যে পূর্ণ হোক্। ব্রাহ্মণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নন্দনবাসীদের আনন্দিত করুন। সুখবৃদ্ধির কারণ সজ্জনসঙ্গতি চিরস্থায়ী হোক্। দুর্জনের বজ্রলেপের মতো পরুষ ভাষণ প্রশান্ত হোক্ (৪ ২২)।

আপন রচনার কোন প্রতিকূল প্রত্যাখ্যান কি হর্ষ লাভ করেছিলেন ? বজ্রলেপের মতো কোন নিষ্ঠুর ভাষণ তাঁর সৃষ্টিকে কি রূঢ় আঘাত করেছিল—নইলে অন্তিম বাক্যে এই গ্লানিকর কর্মের প্রতি শান্তিবারি নিক্ষেপের তাৎপর্য কি ?

এই শেষ ছত্র কিন্তু নাটকের শেষ সুরকে বাজিয়েছে। বাসবদত্তা নায়িকা না হতে পারেন, কিন্তু এই কাব্যে তাঁর সমুন্নত ব্যক্তিত্ব সকলকে ম্লান করেছে। বসন্তোৎসবে তিনি ওকে রাজার দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখবার জন্য সরিয়ে দিয়েছিলেন সারিকার রক্ষার ছলে কিন্তু ছবি চিনিয়ে ছিল মানুষকে, পাখী শুনিয়ে দিল হৃদয়ের বার্তা।

এই কাহিনী নাট্যকার যে ভাষায় নিবদ্ধ করেছেন তাতে একটি সুর ফুটেছে। এ সুর শুধু ছন্দোবদ্ধ বচনেই নয়, গদ্যেও সুস্থির। তাঁর কবিতায় মধ্যে সুরের রণন শোনা যায় যখন পড়ি 'উদয়তটান্তরিতনিয়ম্' (১.১৬) ইত্যাদি শ্লোক। শব্দের শক্তি হোক উৎসারিত একটি উদাত্ত সঙ্গীত অবারিত ফিরেছে অন্তরের অনুভূতিকে, পূর্বাকাশে অনুদিত চন্দ্রের বিকীর্ণাকিরণজালমণ্ডিত আকাশের ব্যাপ্তিকে উদ্ঘাটিত করেছে। ধ্বনিই এখানে চিত্র-সম্পাদক। 'কুসুমসুকুমারমূর্তি" (১.১১)—ইত্যাদি শ্লোক বিরল শব্দ-প্রয়োগে অসমান সার্ধছন্দে বাসবদত্তার অনুমধ্য বঙ্কিম দেহটি প্রকাশ করেছে। আবার শৃঙ্খল ছিন্ন করে হিমাচলচরণচঞ্চল বানর যখন অগ্রসর হচ্ছে তখন তার আগমন ঘোষণার জন্য কবি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে দুন্দুভিধ্বনি করেছেন 'কণ্ঠৈক্তাবশেষম্' (২.২) ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রদ্ধার মধ্যে একটি জাগানিয়া সুর আছে ! ঐ যে শ্লোকের চতুর্থ চরণের 'প্রবিশতি নৃপতের্মন্দিরং মন্দুরায়াঃ,' এতে দুন্দুভির গুরু গুরু ধ্বনি আর এক কবির কাব্যের প্রথম শ্লোকের প্রথম চরণের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'-এর জলদমন্দ্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে ! বসন্তের কুসুমপ্রাচুর্য বোঝাতে কবির যত আয়োজন (১.৯,১০), প্রকীর্ণপটবাসের চন্দ্রাতপের তলে তলে আসবমত্ত নরনারীর নৃত্যপর চরণের অজস্র

বিন্যাসের জন্য তাঁর মিলন-ব্যাকুলতা, সমাজবন্ধ পদপ্রয়োগে তার আভাষ দেয়। 'বিশাভিলক্ষ্যস্ববিভবর্বিজিতাশেষবিত্তেশকোশা' (১২) কিংবা 'উদ্দামপ্রমদাকপোল-নিপতৎসিন্দুররাগারুণৈঃ' (১.৩)-এর মধ্যে শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্যের প্রদর্শনী আবিষ্কার করবেন কেউ কেউ—কিন্তু ভাস ছাড়া আর কেউ যদি তা থেকে মুক্ত না হন, তবে যা বন্ধুজন-আলিঙ্গিত তা স্বভাবসিদ্ধ বলেই কবি তা থেকে বিযুক্ত এবং এতে কি কেবলই কঠিনতা? বহুবাদ্যের ঐকতানের মধ্যে যে মাধুর্য তা অস্বীকার করি কেমন করে? এই সমাজবন্ধ চরণগুলিতে মৃদু, মধ্য এবং কঠোর শব্দরাশির একত্র সমাবেশ না ঘটলে নানাবৈচিত্র্যময় বস্তুগুলি মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে ঐক্যবন্ধ রূপ নিত কোন্ উপায়ে? একটি বনস্থলীর আলোক-সিন্দুবার-কিংসুক-চম্পক যখন শব্দে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে ধ্বনিত হয়, তখন তা যে পৃথকভাবে ছাড়াও সংঘবন্ধভাবে বনস্থলীকে রূপসী করেছে এইটে প্রকাশ পায়। এই কবিই সাগরিকার বন্ধন শুনে 'প্রাণাঃ পরিত্যজ কামম্' (৪.৩) বলে যে শোকার্ত নিবেদন রেখেছেন উদয়নের মুখে তা শোকের নিঃসঙ্গতার জন্যই নিঃসঙ্গ শব্দ আহরণ করে শোকময় হয়েছে। 'বিরম কিরম বহ্নে'র (৪১৬) মধ্যেও আটঙ্গেরে কথায় বহ্নির দাহনক্রিয়ার প্রতি নিভীক ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন কবি; প্রাণসংশয়ের স্থলে আভরণের অবকাশ নেই। 'মুহুঃ স্খলসি কিং কথং নিগড়সংযতাসি দ্রুত নয়ামি ভয়ামি ভবতীমিতঃ প্রিয়তমেইবলম্বস্বমাম্' ॥ (৪ ১৭) এই চরণদুটির মহিমা কোথায়? এখানে আগুনের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস রাজার উক্তিতে বিদ্যুৎগতিতে চারটি চিত্র ফুটল: সাগরিকার স্খলন, রাজার চকিতে নিরূপণের ফলে তাঁর নিগড়বন্ধন আবিষ্কার, রাজার অভয়দান এবং সাগরিকাকে তাঁর দেহ আশ্রয় করবার জন্য অনুরোধ। এই চারটি উক্তির উৎস হল চারটি ভাব: রাজার প্রশ্নময় ব্যাকুলতার প্রতীক হল 'মুহুঃ স্খলসি কিম্'—বারবার কেন পড়ে যাচ্ছ? এই অংশটুকু; বাসবদত্তার নিষ্ঠুরতা এবং সাগরিকার, দুঃখে বিস্মিত বেদনার অভিব্যক্তি ঘটেছে 'কথং নিগড়সংযতাসি'—একি তুমি শৃংখলিত!—এই অংশে; 'দ্রুত নয়ামি ভবতীমিতঃ'—তোমায় আমি এখনই এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি—এটুকু বিপন্নের প্রতি তাঁর রাজবৎ আচরণ এবং 'প্রিয়তমেঽবলম্বস্ব মাম্'—প্রিয়তমে আমায় জড়িয়ে ধরো,—এখানে নিবিড় প্রেম মিলনের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চেয়েছে!

তাঁর গদ্যও সুন্দর। বিদূষকের প্রাকৃতে প্রথম অঙ্কের স্থানে স্থানে যে দীর্ঘাকৃতি আছে তা মনে হয় হাসির প্রয়োজনে। অন্যত্র সংস্কৃত হোক্ প্রাকৃত হোক্ তা একেবারেই পরিস্থিতি অনুসারে সাংসারিক উক্তির প্রতিধ্বনি। এঁর প্রাকৃতগুলো পড়লে বঙ্গবাসী পুলকিত হবেন। যথা: 'বোলইস্সং' (২য় অঙ্ক) বলব; 'কুরকুরায়ন্তি' (ঐ)—কুরকুর করে শব্দ করছে; 'কদলীঘরম্' (ঐ)—কলাগাছে ঘেরা ঘর; 'চিত্রসালিআ দুবারে' (৩য় অঙ্ক)—চিত্রশালার দুয়ারে; 'মরিদুং পাবোদি' (ঐ)-মরতে পাব; 'লদাপাসেন বন্ধিঅ' (ঐ)—লতার পাশে বান্ধিয়া (বেঁধে); 'পরিত্তাহি' ৪র্থ অঙ্ক)—এ থেকেই বাংলার 'পরিত্রাহি'; 'পাবিদা'—প্রাপ্তা ('পাব' ইত্যাদির পূর্ব-পুরুষ); 'জানিত' (ঐ)—জ্ঞাত, যেমন, 'আমার জ্ঞাত ব্যক্তি'।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের নিয়মমতো নারী চরিত্র এবং অপ্রধান পুরুষ চরিত্র প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করেছেন। এই প্রাকৃত মুখ্যতঃ শৌরসেনী। প্রাকৃত কবিতায় মহারাষ্ট্রীর প্রয়োগ আছে।

কবিতায় হর্ষ সিদ্ধহস্ত। বহু ছন্দ ব্যবহার করেছেন তিনি 'রত্নাবলী'র বিভিন্ন শ্লোকে।

'রত্নাবলী' যার নাম, রত্নমালা দেখেই যার পরিচয়, তাতে অলঙ্কার থাকবে ভূয়ো ভূয়ঃ এ বলা বাহুল্য। শব্দালঙ্কার 'রত্নাবলী'তে বেশী নেই কিন্তু অর্থালঙ্কারের বিপুল সাজ একে 'নানাভরণশোভাঢ্যা' করেছে, যার মধ্যে উৎপ্রেক্ষার প্রাচুর্য দৃষ্টি হরণ করে। উপমা, কাব্যলিঙ্গ, শ্লেষ, রূপক এবং আরও বিবিধ অলঙ্কার কবি প্রয়োগ করেছেন রমণীয় তাঁর শ্লোকরাজিতে।

তাঁর ভাষা ব্যাকরণ-এর বিধিকে অব্যর্থ অনুসরণ করেছে বলে তা নিরাময়। ভারতীয় দৃশ্যকাব্য—শাস্ত্র অনুসরণ তিনি মেনেছেন। নিয়মবন্ধন তাঁর শিল্প-সৃষ্টিতে ন্যূনতা আনতে পারেনি। 'দশরূপক' এবং 'সাহিত্যদর্পণ' প্রভৃতির রচয়িতারা 'রত্নাবলী' থেকে অসংখ্য উদাহরণ আহরণ করে আপন বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন।

'রত্নাবলী'র সুভাষিতাবলী কবির দৃষ্টির গভীরতাকে সূচিত করেছে, যেমন ঃ

১. কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ—ভৃত্যভাব বড় কষ্টপ্রদ (বিষ্কম্ভক)
২. ন কমলকরং বর্জয়িত্বা রাজহংস্যন্যত্রাভিরমতে—রাজহংসী কমলসরোবর ছেড়ে অন্যত্র অভিরত হয় না (দ্বিতীয় অঙ্ক)।
৩. অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রৌষধীনাং প্রভাবঃ—মণি, মন্ত্র এবং ঔষধির প্রভাব চিন্তার অতীত (দ্বিতীয় অঙ্ক)।
৪. ঘুণাক্ষরমপি সংবদত্যেব—ঘুণাক্ষরসাদৃশ্য কখনও কখনও হয়ে থাকে (দ্বিতীয় অঙ্ক)।
৫. মনশ্চলং প্রকৃত্যৈব—মন স্বভাবতই চঞ্চল (তৃতীয় অঙ্ক)।
৬. সাহসিকানাং পুরুষাণাং ন দুষ্করং সম্ভাব্যতে—সাহসী পুরুষদের কিছুই দুষ্কর হয় না (তৃতীয় অঙ্ক)।
৭. প্রকৃষ্টস্য প্রেম্ণঃ স্খলিতমবিষহ্যং হি ভবতি ৩.১৫)—প্রকৃষ্ট প্রেমের সম্বন্ধে অপরাধ অবশ্যই অসহ্য হয়।
৮. আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ (প্রস্তাবনা)—বিধি অনুকূল হলে অভিমত জনকে এনে দ্রুত মিলিয়ে দেন।

প্রেমই এর বস্তু বলে তা Shakespeare-এর কমেডি'র মতোই যুগ থেকে যুগান্তর পার হয়ে নিরবধি কালের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

প্রাচীন-ভারতীয় নাট্য-রীতি অনুযায়ী ক্রিয়া-বিশ্লেষণ

। প্রথম অঙ্ক ॥

রাজা এবং বিদূষক প্রাসাদে বসে পুরজন-প্রমোদ দেখছেন। বসন্তোৎসবের আনন্দ দিগন্ত প্লাবিত করেছে। মদনিকা এবং চূতলতিকা দুটি দাসী এসে খবর দিল মহারাজকে—মকরন্দোদ্যানে রক্তাশোকের তলে স্থাপিত মদনদেবের পূজা করবেন মহিষী বাসবদত্তা, মদন-মহোৎসব উপলক্ষ্যে। সেখানে মহারাজকে থাকতে হবে। বিদূষককে নিয়ে মহারাজ মকরন্দোদ্যানে গেলেন। অপূর্ব সেই বনস্থলীর শোভা, ফুলের গন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন। বাসবদত্তা এলেন যথাসময়ে, সঙ্গে পরিচারিকা কাঞ্চনমালা এবং সাগরিকা।

তাঁর হাতে পূজার থালা। দেবী সহসা নিজের ভুল বুঝলেন। রাজার আড়ালে রেখেছেন সাগরিকাকে, সে পড়ে যাবে রাজারই সম্মুখে। বললেন—পূজার থালা কাঞ্চনমালাকে দাও। তুমি যাও সারিকার কাছে। সাগরিকা দূরে সরে গিয়ে আড়ালে ফুল তুলতে লাগলেন মদনের পূজা করবেন বলে। ফুল তুলে যখন মদনের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দেবেন তখন বাসবদত্তার মদনপূজা সাঙ্গ হয়েছে, মহারাজের পূজা করছেন তিনি। অমিতরূপবানকে দেখে সাগরিকা ভাবলেন—ইনিই মদনের জীবন্ত বিগ্রহ। ভক্তিভরে তাঁর উদ্দেশ্যে অঞ্জলি নিক্ষেপ করে ফিরে চললেন প্রাসাদে, কেউ দেখবার আগে। সহসা নেপথ্যে বৈতালিকের ঘোষণা শুনে বুঝলেন—ইনিই উদয়ন যাঁর জন্য তাঁর এই দেশে সমুদ্রযাত্রা। মূল কথা হল—রত্নাবলী এবং উদয়নের মিলন। মদনপূজায় তার গতি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সহসা বৈতালিকের 'উদয়নস্যেন্দোরিবোদ্বীক্ষতে' (১.২৫)—এই উক্তি শুনে সাগরিকা চিনলেন উদয়নকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল কাহিনী আবার অগ্রসর হল দ্বিতীয় অঙ্কে। একে বলা হয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্রে 'বিন্দু'। 'অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্' (দশরূপক, ১.১৭)—মূল বৃত্তান্তের এক অংশের সমাপ্তি ঘটলে বৃত্তান্তের পরবর্তী অংশের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করে দুই অংশের মধ্যে যা সেতুবন্ধন করে তাই হল 'বিন্দু'। বৈতালিকের পাঠ শুনে সাগরিকা বললেন —'কহং অঅং সো রাআ উঅঅণোণাম! —একি! এই সেই রাজা উদয়ন। মূল কাহিনী আবার উজ্জীবিত হয়ে অগ্রসর হল। প্রথম অঙ্কের সঙ্গে দ্বিতীয় অঙ্ক সংযুক্ত হল। ধনিক এর টীকায় বলেছেন : 'বিন্দুজলে তৈলবিন্দুবৎ প্রসারিতত্বাৎ'—জলে তৈলবিন্দুর মতো প্রসারিত হয় বলে এর নাম 'বিন্দু'। বস্তুত এই যে সাগরিকার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চারিত হল, এইটিই কবির অভিপ্রেত ছিল, কাহিনীর পূর্ণতা ঘটবে এরই মহিমায়।

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

সাগরিকার হৃদয় উদয়নের প্রেমে প্রচণ্ড উত্তাল। তাঁর ছবি এঁকে শান্তি পেতে চাইলেন তিনি। কদলীগৃহে বসে ছবি আঁকলেন। সহসা সুসঙ্গতা পশ্চাৎ থেকে উঁকি দিল। ধরে ফেলল সব। চিত্রফলকের পাশে এঁকে দিল সাগরিকাকে। হৃদয় অবারিত করল সাগরিকা সুসঙ্গতার কাছে। এই কথা রাজার শোনা দরকার এই ছবি তাঁর দেখা দরকার, নইলে প্রেমের দাহ উভয়ত অনুভূত হবে কেমন করে? রাজা তো তখনও সাগরিকা নামের কন্যাটির অস্তিত্বই জানেন না। অতএব কবি একটি শেকল-ছেঁড়া বানরের অবতারণা করলেন। সে এসে কদলীগৃহে স্বর্ণপিঞ্জরের দুয়ার খুলে সারিকাকে মুক্ত করল। সারিকা উড়ে গেল বকুল-বীথিতে। রাজা এবং বিদূষক যখন তার তলে তলে চলেছেন নবমালিকা দেখবার উদ্দেশ্যে, তখন মেধাবিনী সারিকা দুই সখীর আলাপ যা শুনেছিল, আবৃত্তি করেছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে বানর এবং সারিকার বৃত্তান্তের নাম 'প্রকরী'। 'প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা' (সাহিত্যদর্পণ, ৬.৫১)—কাহিনীর এক অংশে স্থিত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের নাম 'প্রকরী'। আনন্দে বিদূষকের হাততালি দান অপরিহার্য হল। শব্দে সারিকা গেল কদলীগৃহের দিকে। তার পশ্চাৎ এঁরাও গেলেন সেখানে। দেখলেন চিত্র। বানরের ভয়ে কাছেই আত্মগোপন করেছিলেন দুই সখী। সেই পরম বান্ধব যখন চলে গিয়েছে তখন কদলী-

গৃহে ফিরবার সময় সুসঙ্গতার মাধ্যমে মিলন হল সাগরিকার সঙ্গে রাজা উদয়নের। ইতিমধ্যে দেবীর আগমন। বিদূষকের কাঁখে ছিল লুকোন চিত্র। আনন্দে ঊর্ধ্ববাহু বিদূষকের নৃত্যবশতঃ সেটি ভূমিতে পড়ে গিয়ে দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রাজা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিলেন, তা গ্রহণ করলেন না মহিষী। শিরঃপীড়ার কারণে দ্রুত চলে গেলেন। সাগরিকা এবং বাসবদত্তা দেবীর আগমনের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই প্রস্থান করেছিলেন।

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

তৃতীয় অঙ্কের আদিতে যে প্রবেশক, তা দ্বিতীয় অঙ্কের ফলশ্রুতি। সাগরিকা দেবীর নজরবন্দী। রাজা প্রেমে অসুস্থ। বাসবদত্তা আপন পোশাক পারিতোষিক দিয়ে সুসঙ্গতার উপরে সাগরিকার খবরদারীর ভার দিয়েছেন। কিন্তু সরষের মধ্যে ভূত অবস্থান করছিল, অতএব সুসঙ্গতা ঐ পোশাকে বাসবদত্তা বানিয়ে সন্ধ্যায় মাধবী-মণ্ডপে নিয়ে যাবেন সাগরিকাকে তত্র অপেক্ষমাণ রাজার কাছে—এই মতলব আঁটল বিদূষকের সঙ্গে।

বিদূষকের সঙ্গে সুসঙ্গতার এই যে পরিকল্পনা, একে আলঙ্কারিক মতে 'পতাকা' বলা যায়। তার লক্ষণ হল : 'ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে' (সাহিত্য-দর্পণ, ৬.৪১) —যা পরিব্যাপ্ত এবং নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তার নাম 'পতাকা'। পূর্বোক্ত পরিকল্পনাটির ক্রিয়া সমগ্র তৃতীয় অঙ্কে পরিব্যাপ্ত এবং এটির প্রাসঙ্গিকতা নিঃসন্দিগ্ধ, অতএব 'পতাকা' বলা হয়েছে।

রামচরণ তর্কবাগীশ পতাকার পূর্বোক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা করছেন : 'ব্যাপি, নির্বহণ-পর্যন্তং স্থায়ি ; পত্রান্তরনিষ্পন্দ্যং প্রধানফলসাধনাৎ প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং, কর্ম।' এখানে 'ব্যাপি' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'নির্বহণ' অর্থাৎ উপসংহার পর্যন্ত স্থায়ী। যেহেতু সুসঙ্গতা বিদূষকের পরিকল্পনা তৃতীয় অঙ্কেই অবসিত, উপসংহারসন্ধি পর্যন্ত পৌঁছয় নি, সম্ভবত এই কারণেই Keith একে 'পতাকা' বলতে রাজী হন নি। কিন্তু প্রশ্ন এই, 'ব্যাপি' শব্দের অর্থ কি আকৃতির ব্যাপ্তি অথবা ঘটনার ফল বা প্রভাবের ব্যাপ্তি? বিশ্বনাথ কবিরাজ পতাকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 'শকুন্তলে বিদূষকস্য চরিতম্'। নির্বহণ সন্ধি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ অন্তিম অর্থাৎ সপ্তম অঙ্কে। ধনঞ্জয় বলেছেন :—বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্। ঐকার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ॥' (দশরূপক, ১৪৮, ৪৯)—বক্তব্য হল, মুখসন্ধি প্রভৃতিতে বিভিন্ন যে সব বস্তু ছড়ান থাকে সেগুলো যেখানে একটি মাত্র মন্ত্র বলে পর্যবসিত হয়, সেইটি হল 'নির্বাহন'। শকুন্তলায় সেটি সপ্তম অঙ্কে। কিন্তু সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত বিদূষক কি পৌঁছেছেন? তবে ব্যাপি' এই শব্দ প্রয়োগ করে বিশ্বনাথ কবিরাজ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ বিদূষককে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করলেন এর তাৎপর্য কি? স্বয়ং না থাকলেও প্রভাব যদি ব্যাপ্ত হয়, তবে তা-ও হবে ব্যাপি' এবং ফলতঃ 'পতাকা' বলে অভিহিত হবে—এই কি বিশ্বনাথের বক্তব্য? তবে সুসঙ্গতা এবং বিদূষকের তৃতীয় অঙ্কের পরিকল্পনাও 'পতাকা' শব্দে সংযোজিত হবে। কারণ শারীরিক ভাবে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত প্রসারিত থাকলেও এর প্রভাব চলেছে উপসংহার অবধি। ঐ পরিকল্পনা ধরা পড়েই সাগরিকার বন্দীদশার সৃষ্টি করেছে, তাঁর মুক্তির জন্যই যৌগন্ধরায়ণ

ঐন্দ্রজালিককে আক্রমণ করলেন। ঐ বন্দিত্বই অনুতপ্ত করে কোমল করল বাসবদত্তার মন এবং রাজার সঙ্গে সাগরিকার মিলনের পথে তীব্র আপত্তিটিকে লঘু করল।

পরিকল্পনা মতো মিলনের কাল হল সন্ধ্যা, স্থান মাধবীমণ্ডপ। দুই বয়স্য অন্ধকারে গন্ধ অনুভব করে নিশানা নিয়ে এলেন মাধবীমণ্ডপে, কিন্তু দেবী টের পেয়েছিলেন আড়িপাতা কাঞ্চনমালার কাছে আগেই, অতএব যে স্থানে তাঁর পোশাক পরে সাগরিকার আসারকথা কাঞ্চনমালার বেশে সুসঙ্গতার সঙ্গে, সেইখানে তিনি দাঁড়ালেন কাঞ্চনমালাকে নিয়ে। অবগুন্ঠনবান্ বিদূষক তাঁকে ভাবলেন সাগরিকা। রাজাকে গিয়ে বললেনঃ 'মএ আনীদা সাঅরিআ'—আমি সাগরিকাকে এনেছি। রাজা এসে বললেনঃ 'প্রিয়ে সাগরিকে!' এমন বহু কথা হল। সহসা বাসবদত্তা 'সরোষম্ অবগুণ্ঠনপটম্ অপনীয়'—ক্রোধে ঘোমটার কাপড় সরিয়ে প্রকট হলেন। তখন বিদূষক বললেনঃ অম্হাণং জীবিদসংশও জাদো'—'আমাদের প্রাণসংশয় হল।' রাজা 'পাদয়োঃ' পতিত হলেন। বাসবদত্তা চলেই গেলেন। এবার এলেন তাঁর বেশ ধরে সাগরিকা। অন্ধকারে দেখতে পেলেন না বন্ধুরা। রাজা তখন দেবীকে প্রসন্ন করবার জন্য তাঁর কাছে যাত্রা করছেন, সহসা পদশব্দ শ্রুত হল। বিদূষক ত্বরিত এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন, কাউকে না দেখতে পেয়ে মনের দুঃখে সাগরিকা মাধবীলতার দড়ি তৈরী করে গলায় পরতে চলেছেন। চিৎকার করে উঠলেন। রাজা এসে পড়লেন। মরা অবশ্যই হল না। জাহাজ ভেঙ্গে যিনি ডোবেন নি তিনি এত সহজে চলে যাবেন, এ অকল্পনীয়। তা ছাড়া মাধবীর মিষ্টি লতার ফাঁদে যদি কেউ প্রাণত্যাগ করে কোন কবির কাব্যে, তবে সে কবির কবিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবে। রাজা তাঁর লতাপাশ দূরে নিক্ষেপ করে বাহুপাশ কণ্ঠে নিলেন। হেনকালে চরণে প্রণত আর্যপুত্রকে অগ্রাহ্য করায় 'জনিতপশ্চাত্তাপ' বাসবদত্তা আবার এলেন কুঞ্জে। উনি কঞ্চনমালাকে বলেছিলেনঃ 'অলক্খিদা এব্ব পুঠ্ঠদো গদুঅ কণ্ঠে গেহ্নিঅ পসাদইস্সং' অলক্ষিতভাবে পিছন থেকে কণ্ঠে জড়িয়ে ধরে প্রসন্ন করবেন। সে হল না। কারণ বিদূষক তখন আর্যপুত্রে'র বকলমে আর একজনের লজ্জা ভাঙছেন। অতএব বিদূষকের বন্ধন ঘটল, সাগরিকার আপাততঃ সঙ্গে যাবার হুকুম হল।

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

প্রবেশকে সুসঙ্গতার স্বগত উক্তিতে জানা গেল, গতকাল মধ্যরাত্রে সাগরিকাকে উজ্জয়িনী পাঠাবার নাম করে বাসবদত্তা কোথায় পাঠিয়েছেন, কেউ জানে না। সাগরিকা গলার দামী রত্নহারটি খুলে সুসঙ্গতার হাতে দিয়েছেন কোন ব্রাহ্মণের হাতে সমর্পণের জন্য। সুসঙ্গতা বিদূষককেই সেটি দিলেন। ইতিমধ্যেই সম্ভবতঃ রাজার অনুনয়ে দেবীর কাছে মুক্তি, তার সঙ্গে এক জোড়া গরদ, কুণ্ডল এবং নাড়ুমোয়া লাভ করেছেন।

হার সহ বিদূষক এলেন রাজসন্নিধানে। সাগরিকার সংবাদ শুনে আপন প্রাণকে দক্ষিণ দিকে চলে যেতে অনুরোধ করলেন। অতঃপর হার দেখলেন। সেটি বিদূষককেই পরতে বললেন, কারণ তাতে সরাসরি দেখতে পাবেন সতত। হেনকালে সেনাপতি রুমণ্বান্, যিনি গিয়েছিলেন কোশল বিজয়ে, তাঁর ভাগিনেয় বিজয়বর্মা এসে কোশল-জয়ের সংবাদ দিলেন। তাঁর পারিতোষিকের ব্যবস্থা করে মহারাজ ছুটি দিলেন তাঁকে। প্রবেশ করল কাঞ্চনমালা। দেবী তাকে পাঠিয়েছেন উজ্জয়িনী থেকে আগত

সম্বরসিদ্ধি নামক ঐন্দ্রজালিকের আগমনবার্তা দিয়ে। মহারাজ বললেন—'অস্তি নঃ কৌতুকম্ ঐন্দ্রজালিকে।' সম্বরসিদ্ধি এলেন, রাণীকে আনালেন রাজা। অদ্ভুত সব দৃশ্য ফুটে উঠছে শূন্যে। সহসা দ্বাররক্ষিণী বসুন্ধরা এসে সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর প্রধান অমাত্য বসুভূতির আগমন ঘোষণা করল। বিক্রমবাহু বাসবদত্তার মামা। মামার-বাড়ীর অমাত্য এসেছেন দেখে বাসবদত্তা থামিয়ে দিলেন ইন্দ্রজাল। সম্বরসিদ্ধিকে আড়ালে বিদূষক প্রারম্ভে বলেছিলেন: 'এইসব দেবতা-অপ্সরা দেখিয়ে লাভ কি? 'জই দে ইমিণা পরিতুট্টেণ কজ্জং তা দংসেহি সাঅরিঅং'—যদি এঁকে খুশী করতে চাও, তবে সাগরিকা দেখাও।. যাদুকর আপন কাজ জানতেন। যাবার সময় বলে গেলেন: 'এক্কো উণ মহ খেলণকো অবস্সং দেবেণ পেক্খিদব্বো'—মহারাজকে আমার একটা খেলা কিন্তু নিশ্চয় দেখতে হবে। অমাত্য এলেন। সঙ্গে সঙ্গে উদয়নের কঞ্চুকী বাভ্রব্যও প্রবেশ করেছেন। ইনিও যানভঙ্গে এঁর সহচর ছিলেন এবং কোশলজয়েও দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। বিদূষকের কণ্ঠে রত্নমালা দেখে বসুভূতি বললেন—দেখছি এই সেই রত্নমালা! শিষ্টাচার, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদি যথাবিহিত সম্পাদিত হল। বসুভূতি এবার তাঁর বক্তব্য রাখলেন। রাজা মামাশ্বশুরের কাছে মিথ্যা সংবাদের ভিত্তিতে তাঁর জন্য কন্যা প্রার্থনার খবর শুনে চকিত হলেন। রত্নাবলী জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করেছে শুনে বাসবদত্তা কেঁদে উঠলেন। রাজা তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, কেননা 'দুরবগাহা গতির্দৈবস্য' দৈবের গতি বোঝা ভার, নইলে কি বসুভূতি বাভ্রব্য বাঁচতে পারেন! কথাটা আর্যপ্রয়োগ বটে। সহসা নেপথ্যে মহান্ কলধ্বনি উঠল যে অন্তঃপুরে আগুন লেগেছে। বাসবদত্তা চীৎকার করে উঠলেন—'সাগরিকা অন্তঃপুরে নিদাড়ষংযতা।' অতঃপর রাজা প্রবেশ করলেন অগ্নিতে, তাঁর পশ্চাতে যাঁরা ছিলেন সার দিয়ে সবাই। বাসবদত্তাকে তুলে নিলেন রাজা। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হল অনল। বিদূষক স্মরণ করলেন যাদুকরের কথা। অতঃপর রত্নাবলীর সঙ্গে সাগরিকার মিল দেখে প্রশ্নোত্তরের পালা চলল। যৌগন্ধরায়ণ এসে জট খুললেন। দুহাত এক হল।

চতুর্থ অঙ্কে যা ঘটল, তা আলঙ্কারিক মতে 'কার্য'। বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন: 'অপেক্ষিতন্তু যৎ সাধ্যম্ আরম্ভো যন্নিবন্ধনঃ। সমাপনন্তু যৎসিদ্ধ্যৈ তৎ কার্যমিতি সম্মতম্।' (সাহিত্যদর্পণ, ৬.৫৩)—যা করতে চাওয়া হয়েছে, যা সাধন করতে হবে, যার উদ্দেশ্যে কর্মে প্রথম পদক্ষেপ, যার সিদ্ধির জন্য উপায় সংগ্রহ, তা-ই 'কার্য'। ইংরাজীতে একেই বলা হয়েছে 'final unravelling of the plot' অথবা 'final solution', যার আভিধানিক সংজ্ঞা হল Denouncement. 'রত্নাবলী' নাটিকায় উদয়ন-রত্নাবলীর মিলনই ঘটাতে চাওয়া হয়েছে, তা-ই এখানে সাধনীয়, তার উদ্দেশ্যেই যৌগন্ধরায়ণ—সিংহলে পাঠিয়েছেন বাভ্রব্যকে এবং জলোদ্ধৃত রত্নাবলীকে রেখেছেন বাসবদত্তার কাছে, সেই মিলনসিদ্ধির জন্যই ঐন্দ্রজালিক সংগ্রহ প্রভৃতি উপায় গ্রহণ করেছেন তিনি, অতএব সেই মিলনই 'কার্য'।

বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য—এই পাঁচটিকে 'অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ' (সাহিত্যদর্পণ, ৪৩১)—পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি বলেছেন নাট্যশাস্ত্রবিদেরা। এই নাটকের 'বীজন্যাস' করা হয়েছে প্রথম অঙ্কের আদিতে 'বিষ্কম্ভকে'।

এই হল ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রজ্ঞদের নির্দেশ অনুযায়ী দৃশ্যকাব্যের একজাতীয় বিশ্লেষণ। আবার ফলের অভিলাষী অর্থাৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধি যাঁরা প্রার্থনা করেন, তাঁদের

আরব্ধ কার্য অনুসারে এর অন্যপ্রকার বিশ্লেষণ হয়। এই আরব্ধ কার্যের পাঁচটি অবস্থা আছে—এরা হল, ১. আরম্ভ, ২. যত্ন, ৩. প্রাপ্তির আশা, ৪. নিয়তাপ্তি এবং ৫. ফলাগম।

বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৫৫—৬০ সংখ্যক কারিকায় এদের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রধান ফলসিদ্ধির জন্য যে ঔৎসুক্য তারই নাম 'আরম্ভ'। যেমন, 'রত্নাবলীতে' রত্নাবলীকে অন্তঃপুরে রাখবার জন্য যৌগন্ধরায়ণের ঔৎসুক্য। প্রধান ফল হল রত্নাবলী এবং উদয়েনর মিলন, তারই জন্য এই ঔৎসুক্য। এই হল 'আরম্ভ'। ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিত্বরান্বিত যে ব্যাপার, তার নাম 'যত্ন' বা 'প্রযত্ন'। 'রাজাকে দেখবার অন্য উপায় নেই, অতএব তাঁর ছবি এঁকে তাঁকে দেখব' এই যে রত্নাবলীর অভিপ্রায়, রাজার সঙ্গে মিলনকে দ্রুততর করবার চেষ্টাই এতে ব্যক্ত হয়েছে। ফলসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী নয় কিন্তু তাতে 'পাক্ষিক' সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ হতে পারে, না-ও হতে পারে—এইটি 'প্রাপ্ত্যাশা'। ফললাভের উপায় যেখানে বর্তমান, আবার অপায় অর্থাৎ বিঘ্নও যেখানে আছে, সেখানে ফললাভে যে সন্দেহ, তাকেই বলা হয় 'প্রাপ্ত্যাশা'। রত্নাবলীর তৃতীয় অঙ্কে বেশ পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে কেননা সুসঙ্গতা দেবীর কাছে তাঁর আপন বেশ পুরস্কার পেয়েছেন। আবার সন্ধ্যার সঙ্কেতস্থানে অভিসারগমনের সুযোগও রয়েছে। এসব হল মিলনের উপায়। কিন্তু বাসবদত্তা অপায় অর্থাৎ বিঘ্নরূপে আশংকা উৎপন্ন করায় মিলনটি নিশ্চিত হচ্ছে না, তাই এই অবস্থাটির নাম 'প্রাপ্ত্যাশা'। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন ঃ 'উপায়াপায়শংকাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তি-সম্ভবঃ' (সাহিত্য-দর্পণ, ৬'৫৭)। প্রাপ্তির আশা = প্রাপ্ত্যাশা। 'অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা' (ঐ, ৬'৫৮)—অপায়ের অভাববশতঃ প্রাপ্তি যেখানে নিশ্চিত, সেই অবস্থার নাম নিয়তাপ্তি। নিয়ত = নিশ্চিত। 'রত্নাবলীর তৃতীয় অংকে ক্রুদ্ধ বাসবদত্তা যখন রাজার চরণতলে পড়লেন, তখন রাজা অগ্রাহ্য করে চলে গেলেন। তখন সাগরিকার দুর্গতির কথা ভেবে রাজা বলেছেন : 'দেবীপ্রসাদং মুক্ত্বা নান্যমুপায়ং পশ্যামি'—দেবীর কৃপা ছাড়া আর উপায় দেখছি না। এখানে দেবী প্রসন্ন হলে অপায় দূর হয়ে নিশ্চিত ফললাভ ঘটবে, এটি সূচিত হচ্ছে। এরই নাম 'নিয়তাপ্তি'। 'সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ' (ঐ, ৬ ৫৯)—সমস্ত ফলের উদয় অর্থাৎ উৎপত্তি যে অবস্থায় হয়, তারই নাম 'নিয়তাপ্তি'! 'সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ' (ঐ, ৬'৫৯)—সমস্ত ফলের উদয় অর্থাৎ উৎপত্তি যে অবস্থায় হয় তারই নাম 'ফলযোগ' বা 'ফলাগম'। উদয়নের সার্বভৌমরাজপদ লাভের সঙ্গে রাজকন্যা রত্নাবলীর প্রাপ্তি এই অবস্থার দৃষ্টান্ত।

'সন্ধি' অনুসারে দৃশ্যকাব্যের বিশ্লেষণ করেছেন আলঙ্কারিকেরা। দৃশ্যকাব্যের প্রধান প্রয়োজনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার সংযোগ সাধন হয় যার দ্বারা, তারই নাম 'সন্ধি'। ধনঞ্জয় বলেছেন ঃ 'অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি' (দশরূপক, ১.২৩)—প্রধান বৃত্তান্তটির সঙ্গে যুক্ত টুকরো টুকরো ঘটনাগুলির একই প্রয়োজনসাধকরূপে সম্বন্ধকে সন্ধি বলে। 'মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতিঃ' (সাহিত্যদর্পণ, ৬ ৬২) মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ এবং উপসংহৃতি,—'সন্ধি' এই পাঁচটি।

'মুখসন্ধি' হল সেটি, যে সন্ধিতে বহু বৃত্তান্ত এবং বহুরসের সম্বন্ধযুক্ত বীজের

উৎপত্তি রয়েছেঃ 'মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসংশ্রয়া' (দশরূপক, ১·২৪)। 'রত্নাবলী'র প্রথম অংক এর উদাহরণ। এতে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, নানা বর্ণ, নানা ক্রিয়া এবং বিভিন্ন বৃত্তান্তে এটি পূর্ণ। অংকের আদিতে বিষ্কম্ভকে এই নাটিকার 'বীজ'ও বর্তমান।

'মুখসন্ধি'র বারটি প্রকারভেদ আছে। দশরূপক ১·২৫—২৬-এর পরবর্তী কারিকা-গুলিতে এর পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

'লক্ষ্যালক্ষ্যতয়োদ্ভেদস্তস্য প্রতিমুখং ভবেৎ' (দশরূপক, ১ ৩০)—মুখসন্ধিতে নিবেশিত ফলসাধনের প্রধান হেতুটির প্রকাশ যেখানে লক্ষ্য এবং অলক্ষ্য অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এবং অনুমানের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, সেটি হল 'প্রতিমুখসন্ধি'। রত্নাবলীর' মুখসন্ধি প্রথম অংকে। সেখানে উদয়ন-রত্নাবলীর মিলনরূপ মুখ্যফল সাধনের প্রধান হেতু যে উভয়ের অনুরাগবীজ, তার উপন্যাস করা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে ঐ অনুরাগ-বীজ সুসঙ্গতা, বিদূষক জানতে পারলেন। এই ভাবে সেটি 'লক্ষ্য' হল। আবার চিত্রফলকের বৃত্তান্তে বাসবদত্তা তা অনুমান করলেন, অতএব তা 'অলক্ষ্য' হল। বীজটি এই অংকে 'লক্ষ্য' এবং 'অলক্ষ্য' রূপে প্রকাশিত হওয়ায় এটি 'প্রতিমুখসন্ধি'। এরও তেরটি অঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন ধনঞ্জয়।

গর্ভসন্ধির লক্ষণ বলেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজঃ 'ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন। গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ।' (সাহিত্যদর্পণ, ৬ ৬৫)—পূর্বের দুটি সন্ধিতে অল্পমাত্রায় বিকশিত হয়েছে প্রধান ফলের যে উপায়, সেটি বার বার যে সন্ধিতে বিকাশ, ক্ষীণতা এবং অন্বেষণ যুক্ত হয়েছে, তারই নাম 'গর্ভসন্ধি'। 'রত্নাবলী'তে প্রধান ফল হল উদয়ন-সাগরিকার মিলন। তার উপায় হল উভয়ের অনুরাগ। নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্কে সুসঙ্গতা বলেছেন সাগরিকাকে, 'সহি অদক্খিণাসি তুমং দাণিং। জা এব্বং ভট্টিনা হত্থেণ গহিদাবি কোবং ণ মুঞ্চেসি'—সখি, তুমি এখন অনুদার হলে—মহারাজ এমন করে হাতে ধরলেও তুমি ক্রোধ ছাড়ছ না। এখানে অনুরাগ বিকশিত হয়েছে। আবার বাসবদত্তা যেই প্রবেশ করলেন, অনুরাগ ক্ষীণ হল। তৃতীয় অঙ্কে বিদূষক মাধবীমণ্ডপে মহারাজকে রেখে সাগরিকাকে আনতে গিয়েছেন, কিন্তু আনছেন না। মহারাজ বলেছেনঃ 'অয়ে, কথং চিরয়তি বসন্তকঃ'। —কেন দেরী করছে বসন্তক। এখানে অন্বেষণ। আবার তৃতীয় অঙ্কে সুসঙ্গতার সঙ্গে গোপনে উদয়ন-সাগরিকার মিলনের আয়োজন করে পুলকিত বিদূষক বলছেন—কি আনন্দ, কি আনন্দ, কৌশাম্বিরাজ্য লাভ করে প্রিয়বন্ধুর এই আনন্দ হয় নি। আমার কাছ থেকে, প্রিয়বচন শুনে যা হবে! এই উক্তিতে অনুরাগের উন্মেষ ঘটেছে পুনরায়। পুনশ্চ ঐ অঙ্কেই বাসবদত্তা যখন অবগুণ্ঠন সরিয়ে স্বরূপে প্রকট হলেন, তখন অনুরাগ পুনর্বার হ্রাস পেল। আবার সঙ্কেতস্থান মাধবীমণ্ডপে যখন সাগরিকা গেলেন, তখন আর এক দফা অন্বেষণের পালা ঘটল। এইভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরাগের বিকাশ এবং হ্রাস হয়েছে। অন্বেষণ ঘটেছে বারংবার।

'দশরূপকে'র মতে এরও বারটি অঙ্গ আছে। বিমর্ষ-সন্ধি সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের উক্তি হলঃ 'যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ। শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ॥ (সাহিত্যদর্পণ, ৬·৬৬)—যে সন্ধিতে প্রধান ফলের উপায় গর্ভসন্ধির চেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু শাপ প্রভৃতির জন্য প্রধান

ফলে অন্তরায় ঘটেছে, তারই নাম বিমর্ষসন্ধি। টীকাকার মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেছেন, 'আদ্যশব্দাদ্ বিপক্ষকৃতবাধাদিভিশ্চ'—'আদ্য' শব্দের দ্বারা এবং বিপক্ষকৃত বাধা প্রভৃতির দ্বারাও অন্তরায় বুঝতে হবে। 'রত্নাবলী'তে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম থেকে ঐন্দ্রজালিকের অগ্নির উদ্ভাবন পর্যন্ত বিমর্ষসন্ধি। গর্ভসন্ধিতে যে অনুরাগ দেখেছি, সাগরিকাকে অজ্ঞাত স্থানে রাখা ইত্যাদির ফলে তা নিবিড়তর হয়েছে, কিন্তু বাসবদত্তার ক্রুদ্ধ বিরোধ মিলনে অন্তরায় ঘটিয়েছে।

বিশ্বনাথ কবিরাজ বিমর্ষসন্ধির ত্রয়োদশ অঙ্গের কথা বলেছেন সাহিত্য-দর্পণে (৬.১০৯)।

'বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্। ঐকার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ॥' (দশরূপক, ১ ৪৮,৪৯)—বীজযুক্ত মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি প্রভৃতি অন্যান্য সন্ধিগুলিতে বিন্যস্ত সমস্ত বিষয় সেখানে একটিমাত্র মুখ্য প্রয়োজন সাধনের উপকরণরূপে কবি উপস্থিত করেন, সেই সন্ধির নামই 'নির্বহণসন্ধি'। 'রত্নাবলী'তে চতুর্থ অঙ্কের অগ্নি প্রজ্বলিত হলে রাজার সাগরিকাকে উদ্ধারের জন্য অগ্নিপ্রবেশ থেকে নির্বহণসন্ধির সূত্রপাত। 'মুখ' প্রভৃতি সন্ধিতে সাগরিকা, বাভ্রব্য, বসুভূতি প্রভৃতি বিষয় নিয়মমতো যথাযথ স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে নিবদ্ধ করেছেন কবি। চতুর্থ অঙ্কে আগুন থেকে সদ্য উদ্ধার পাওয়া সাগরিকাকে দেখে বসুভূতি যখন একান্তে বাভ্রব্যকে বলছেন—'বাভ্রব্য, সুসদৃশী ইয়ং রাজপুত্র্যা'—এ কন্যাটির সঙ্গে রাজকুমারীর (রত্না-বলীর) গুরুতর মিল, তখন ইতস্ততঃ বিন্যস্ত বিষয়গুলি যে একমাত্র উদয়নের কার্য-সিদ্ধির জন্য, এটা প্রতিপাদিত হল। এটিই নির্বহণসন্ধি। এরই আর এক নাম 'উপসংহৃতি' বা 'উপসংহার'সন্ধি।

এই আলোচনায় অর্থপ্রকৃতি, অবস্থা এবং সন্ধি—এই যে তিনটি নাম ব্যবহৃত হল, নামে ভিন্ন হলেও এরা পরস্পরনিরপেক্ষ নয়। অর্থপ্রকৃতিগুলি পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি অবস্থারই বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করেছে এবং অবস্থাগুলিও কাহিনীর বিভিন্ন স্তরেরই বিশ্লেষণ। সন্ধি হল নানা অবস্থার সংযোগসূত্র।

কাহিনী

॥ ১ ॥

বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী কৌশাম্বীর দ্বারে আজ বসন্ত জাগ্রত। রক্তাশোক ফুটেছে, বকুল ফুটেছে। বাতাস আম্রমুকুলের গন্ধে মন্থর। কোকিল পঞ্চমে গাইছে॥ এ হেন সময়ে জীবনকে অবগুণ্ঠিত রাখা চলে না। নরনারী পথে বেরিয়ে পড়েছে। গান গাইছে, নাচছে, আবীর-কুমকুম উড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। পিচকারীর লাল জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে চেলাঞ্চল। নারীর বসন-প্রান্ত শিথিল, পুরুষের উত্তরীয় হাওয়ায় উড়ছে। পথের ধুলো রক্ত-রাগরঞ্জিত।

মহারাজ বিদূষকের সঙ্গে প্রাসাদে বসে দেখছেন—বিদূষকের নাম বসন্তক। রাজার রাজ্য শান্ত শত্রু পরাজিত। মন্ত্রীর হাতে ভার দিয়েছেন রাজ্যের, প্রজাপুঞ্জের অভিযোগ নেই, জীবন মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলছে।

রাজার মহিষীর নাম বাসবদত্তা। তাঁর দুই সেবিকা—মদনিকা এবং চূতলতিকা এসে নিবেদন করল—মহিষী মকরন্দোদ্যানে রক্তাশোকের পাদমূলে মদনদেবের পূজা করবেন, মহারাজের উপস্থিতি চাই। রাজা চললেন বিদূষকের সঙ্গে। যথাকালে মহিষী এলেন সঙ্গে পরিচারিকা কাঞ্চনমালা এবং সাগরিকা। সাগরিকার আসল নামটি রত্নাবলী। তিনি সিংহলরাজের দুহিতা—সম্পর্কে বাসবদত্তার মাতুলকন্যা। এ পরিচয় বাসবদত্তা কিন্তু জানতেন না। উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ দৈবজ্ঞের কাছে শুনেছিলেন যে, রত্নাবলীর যিনি পাণিগ্রহণ করবেন তিনি সার্বভৌম রাজা হবেন। মন্ত্রীর রাজা-ই জ্ঞান, রাজা-ই ধ্যান। তাই তিনি গোপনে, সিংহলের রাজা বিক্রমবাহুর কাছে উদয়নের জন্য রত্নাবলীকে প্রার্থনা করলেন। বিক্রম নারাজ। ভাগ্নীর ঘরে কন্যাকে দিয়ে সপত্নীকলহের নিমন্ত্রণে তাঁর অভিরুচি হল না। চতুর যৌগন্ধরায়ণ তখন এক লবণ-ব্যবসায়ীর মারফৎ সিংহলে রটিয়ে দিলেন বাসবদত্তা অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কঞ্চুকী বাভ্রব্য প্রেরিত হলেন সিংহলে। সিংহলেশ্বর এবার আর আপত্তির কোন কারণ দেখলেন না। আপন মন্ত্রী বসুভূতি এবং বাভ্রব্যের সঙ্গে রত্নমাল্যভূষিতা রত্নাবলীকে উদয়ন সকাশেপ্রেরণ করলেন। পথে উঠল ঝড়, ঝড়ে জাহাজ ডুবল। রত্নাবলী একটা কাঠের খুঁটি ধরে ভাসতে লাগলেন অশান্ত জলরাশির মধ্যে। কৌশাম্বীর এক বণিক সেই পথে সিংহল থেকে ফিরছিলেন, রত্নাবলীকে তিনি উদ্ধার করলেন এবং রত্নমালায় অঙ্কিত চিহ্ন থেকে কন্যার পরিচয় অবগত হয়ে কৌশাম্বীতে ফিরে তাঁকে দিলেন যৌগন্ধরায়ণের কাছে। যৌগন্ধরায়ণ রত্নমালা দেখে জানলেন সব, কিন্তু গুপ্ত-কথা ব্যক্ত করলেন না। রত্নাবলীকে সমর্পণ করলেন বাসবদত্তার কাছে। সাগর থেকে উদ্ধৃতা কন্যার নাম হল সাগরিকা।

মহিষী এসেছেন মদনদেবের অর্চনায়। সাগরিকার হাতে পুষ্পভাণ্ড। সহসা অপ্রসন্না হলেন বাসবদত্তা। সাগরিকার উপস্থিতি ভাল লাগছে না। রাজার আড়ালে এ যাবৎ তিনি তাঁকে রেখেছেন, কেননা তিনি মধুলুব্ধ ভ্রমর, নতুন ফুল দেখলেই হল। সেই রাজা আসছেন অশোকতরুতলে আর সাগরিকা সম্মুখে। তাই তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সারিকার তত্ত্বাবধানে।

সাগরিকা সরে এলেন কিন্তু গেলেন না। সারিকার ভার রাণীর আর এক সেবিকা সুসংগতা নিয়েছিল। তাছাড়া কৌতূহল জেগেছিল মনে। মদনদেবের পূজা তাঁর দেশেও হয়—এখানেও কি সেই একই পদ্ধতি? সাগরিকা বৃক্ষান্তরিতা হলেন। যথাসময়ে উদয়ন বসন্তকের সঙ্গে এলেন মদনকাননে। একই অঙ্গে এত রূপ দেখে সাগরিকা ভাবলেন প্রথমে ইনিই মদন কিন্তু পরে বুঝলেন, মদনকান্তি ইনি রাজা উদয়ন, এঁরই হস্তে সম্প্রদানের জন্য তাঁর সমুদ্র যাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল। সাগরিকার সমস্ত অন্তরটি উদয়নের চরণে বৃন্তচ্যুত কুসুমের মতো স্খলিত হল।

॥ ২ ॥

সাগরিকার চিত্ত প্রেমের তরঙ্গভঙ্গে আকুল। হৃদয় যাঁকে দেখতে চায়, তাঁর দর্শন দুর্লভ। অগত্যা কদলীগৃহে তুলি হাতে গেলেন তাঁর ছবি আঁকতে। ছবিও সমাপ্ত হল, পেছন থেকে উঁকি মারলেন সুসঙ্গতা। ব্যাপার দেখে তুলির আখরে রাজার পাশে সাগরিকাকে বসিয়ে দিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন গোপনতার, কিন্তু ভয় হল

সাগরিকাকে। কিন্তু প্রতিকারের উপায় নেই। মদনবাণ-জর্জরিতা সাগরিকা বললেন—'প্রিয়সহি বিসমং প্রেম, মরণং শরণং নু বরমেক্কং' (২.১) প্রিয়সখী, বিষম প্রেম, মরণই একমাত্র শরণ।

এমনি সময়ে রাজপুরীর এক বানর কনকশৃঙ্খল ছিন্ন করে তুমুল কাণ্ড সুরু করল। ভীত হয়ে সাগরিকা এবং সুসংগতা এক তমালগাছের অন্ধকারে আশ্রয় করল। যুগলচিত্র কদলীগৃহেই রইল। বানর কদলীগৃহে প্রবেশ করে সারিকার পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত করল। সারিকা উড়ে গেল। পাছে গোপন কথাটা ছড়িয়ে দেয়, এই ভয়ে দুজনে তাকে অনুসরণ করলেন—কিন্তু সে অদৃশ্য হল।

এদিকে উদয়ন এক গুণীর কাছে অকালে নবমালিকায় ফুল ফোটাবার বিদ্যাটি আয়ত্ত করে আপন উদ্যানে তাঁকে প্রয়োগ করেছেন। নবমালিকা বিকশিত হয়েছে। বিদুষক তাই দেখে রাজাকে নিয়ে আসছেন। সহসা মাথার উপর বকুল গাছে মনুষ্যকণ্ঠ শুনে শিহরিত হলেন বসন্তক। একি ভুত? রাজা কর্ণপাত করে বললেন—এতো সারিকার কণ্ঠ। দুজনে শুনলেন সারিকার বক্তব্য। পক্ষিণী দুই সখীর চিত্রাঙ্কন থেকে নিভৃত আলাপ আদ্যোপান্ত বিবৃত করল। প্রিয় সখি, বিষম প্রেম, মরণই আমার একমাত্র শরণ, এইটুকুও বাকী রাখল না। বিদুষক আনন্দে করতালি দিলেন, কেননা তাঁর মতে এ প্রেমের লক্ষ্য অবশ্যই মহারাজ। করতালি শুনে সারিকাও কদলীগৃহের দিকে উড়ল। 'অধিকন্তু' শোনবার আশায় উভয়ে গেলেন কদলীগৃহে। সেখানে চিত্রফলক দেখে বুঝলেন সব—কিন্তু এ রমণীরত্ন কে? এ হেন সময়ে সারিকার অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে দুই সখী চিত্রফলকের জন্য কদলীগৃহের দিকে অগ্রসর হলেন। দুয়ারে দাঁড়িয়ে দুই পুরুষের আলাপ শুনলেন। রাজা বলছেন,—'বয়স্য, আমার নয়ন জলবিন্দুবর্ষী এই নারীর নয়নকে নিবিড় সুখে অবলোকন করছে।'

সাগরিকাকে অন্তরালে রেখে সুসংগতা তখন কদলীগৃহে পদার্পণ করলেন। মুখরা রমণীর কাছে রাজা চিত্র লুকোতে চান, কেননা রাণী টের পেলে রক্ষে নেই। কিন্তু সুসংগতার কাছে ধরা পড়ে গেলেন। মধুর হেসে সুসংগতা রাজাকে নিয়ে এলেন কদলীগুল্মের ছায়ায় সাগরিকার কাছে। মধুররসসিক্ত একটি মিলনদৃশ্য রচিত হল! কিন্তু ইতিমধ্যে বাসবদত্তার আগমনশঙ্কায় এঁরা চলে গেলেন। বাসবদত্তাও প্রবেশ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। নবমালিকার অকালে পুষ্পোদ্ভব হয়েছে শুনে দেখতে এসেছেন। বিদুষক চিত্রটি হাতের তলায় কুক্ষিতে লুকোলেন, কিন্তু নবমালিকার গৌরবে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে দুহাত তুলে নৃত্য সুরু করতেই চিত্র মাটিতে পড়ল। রাজা ববলেন, এ চিত্র তাঁরই হাতের আঁকা এবং এ রমণী নিছক কল্পলোকনিবাসিনী; তবু বাসবদত্তা বুঝলেন, তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মধুকর কুসুমের সন্ধান পেয়েছে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি প্রস্থান করলেন।

॥ ৩ ॥

সাগরিকার চিন্তায় রাজার অন্তর ক্ষতবিক্ষত। ইতিমধ্যে বিদুষক উভয়ের মিলনের আর এক প্রস্থ পরিকল্পনা করেছেন। বাসবদত্তা সুসংগতাকে আপন বেশ উপহার দিয়ে সাগরিকাকে তাঁর হাতে অর্পণ করেছেন, রাজদৃষ্টির অন্তরালে রাখবার জন্য। সুসংগতা সেই বেশ পরিয়ে সন্ধ্যার আঁধারে মাধবীলতামণ্ডপে সাগরিকাকে হাজির করবেন।

উৎকণ্ঠিত মহারাজ দিন অবসানের প্রতীক্ষা করলেন। ক্রমে অন্ধকার গাছের কোলে কোলে বাসা বাঁধল। পথের রেখা দেখা যায় না। রাজা গন্ধ অনুভব করে চলেছেন। সঙ্গে বিদূষক। চম্পক, সিন্ধুবার এবং বকুলের শ্রেণী অতিক্রম করে দু জনে মাধবী-মণ্ডপে উপস্থিত হলেন। রাজাকে পেঁছে বিদূষক গেলেন সাগরিকাকে আনতে। যথাস্থানে পেলেনও তাঁকে, কিন্তু আসলে তিনি বাসবদত্তা। একে অন্ধকার তায় সাগরিকার বাসবদত্তার বেশে আবির্ভাবের কথা, সর্বোপরি গোপন মিলনের আয়োজনের উত্তেজনা—বসন্তক নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে তাকে রাজসম্মুখে হাজির করলেন সাগরিকার পরিচয়ে! রাজাও 'প্রিয়ে সাগরিকে' বলে তার মুখ, চোখ এবং রম্ভাসদৃশ উরুর প্রশস্তি গাইলেন। প্রার্থনা করলেন আলিঙ্গন। বিদূষক বললেন, 'নিত্যকুপিতা রানী বাসবদত্তার দুর্বচনে এঁর শ্রবণ দগ্ধ। অতএব হে সাগরিকে, মধুবর্ষণে তাকে সিক্ত করো।' শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে বাসবদত্তা অবগুণ্ঠন সরিয়ে স্বরূপ প্রকাশ করলেন। দুই পুরুষ তো হতভম্ব। রাজা প্রথমে হাতজোড় করলেন পরে মহিষীর উদার পদপল্লবের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু বাসবদত্তা অটল। ফণিনীর মতো ঊর্ধ্বগতিতে সরে গেলেন।

ক্ষণপরে মাধবীমণ্ডপে প্রবেশ করলেন সাগরিকা। পরনে বাসবদত্তার বেশ। প্রস্তুত হয়েছিলেন অভিসারের জন্য, কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হল না; এখন শুধু লজ্জা আর অপমান। জীবনে আর কাজ কি? তাই আত্মঘাতী হতে এসেছেন। মাধবীলতা জড়িয়ে জড়িয়ে পুষ্ট একটি দড়ি পাকিয়ে কণ্ঠে লগ্ন করলেন, এমন সময় বিদূষক দেখলেন সে দৃশ্য। চীৎকার করে উঠলেন। রাজা ছুটে এসে পাশমুক্ত করলেন। এঁরা সাগরিকাকে প্রথমে ভেবেছিলেন বাসবদত্তা, কিন্তু পরিচয় যখন প্রকাশ পেল তখন মহারাজ ক্ষণপূর্বে মহিষীর চরণতলে মস্তক নিবেদনের পালাটি অগ্রাহ্য করে সাগরিকার সঙ্গে প্রিয়কথায় মগ্ন হলেন।

প্রেমের পথ কিন্তু নিষ্কণ্টক নয়। বাসবদত্তার চিত্তে অনুতাপ জেগেছিল। যে দয়িত পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দেন, তাঁর অপরাধ ক্ষমণীয় বটে। এই ভেবে রাজার কাছে ফিরে এলেন তিনি। এসে দেখেন বিপরীত দৃশ্য। রাজা অবশ্য বললেন, বেশের বশেই অঘটন ঘটেছে। কিন্তু ফল হল না। রানীর আদেশে কাঞ্চনমালা লতার পাশটা বিদূষকের গলায় পরিয়ে তাঁকে নিয়ে চললেন। সাগরিকাকে মহারাণী হুকুম দিলেন—'মাম্ অনুসর'।

॥ ৪ ॥

সাগরিকার জীবনে নীরন্ধ্র অন্ধকার নেমেছে। রানী সবাইকে ক্ষমা করেছেন। অকরুণ রইলেন শুধু সাগরিকার প্রতি। তাকে যে কোথায় রেখেছেন তিনি, কেউ জানে না। শেষ যখন দেখা হয় সুসংগতার সঙ্গে, তখন সাগরিকা তাঁর রত্নমালাটি খুলে সখীর হাতে দিয়ে বলেছেন কোন ব্রাহ্মণকে যেন দেওয়া হয় এটি। সুসংগতা ব্রাহ্মণ বসন্তকের হাতে অর্পণ করলেন রত্নমালা। বসন্তক তাই দিয়ে বিরহবিধুর রাজার দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে রাজ-সেনাপতি রুমণ্বানের ভাগিনেয় সংবাদ দিলেন কোশলজয়ের কাহিনী। অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছেন রুমণ্বান্।

রণাঙ্গনের সালঙ্কার বর্ণনা শেষ হতেই কাঞ্চনমালা প্রবেশ করে জানাল—এক

ঐন্দ্রজালিক সম্বরসিদ্ধির কথা। যাদুকরীতে সে দক্ষ। মহারানী তাঁকে আহ্বান করেছেন রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য! রাজা মহিষীকেও আমন্ত্রণ করলেন।

সবাই দেখছেন সম্বরের বিচিত্র কৌশল। সে দেবদানবগন্ধর্বকে উপস্থিত করেছে আকাশপটে। সহসা বেত্রধারিণী প্রতিহারী বসুন্ধরা ঘোষণা করলেন—সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহু তাঁর প্রধান অমাত্য বসুভূতিকে প্রেরণ করেছেন। মাতুলকুল থেকে মন্ত্রিমহোদয়ের আগমনে বাসবদত্তা উৎসুক হলেন। রাজাও ক্ষণকালের জন্য বিসর্জন দিলেন সম্বরকে। যাবার সময় সে বলে গেল—তার একটি খেলা মহারাজকে অবশ্যই দেখতে হবে: 'একো উণ মহ খেলণঅো অবস্সং দেবেণ পেক্খিদব্বো'। (চতুর্থ অঙ্ক)

তখন রাজ-অনুরোধে বসন্তক অগ্রসর হলেন বসুভূতির অভ্যর্থনার জন্য। বসুভূতির সঙ্গে উদয়নের কঞ্চুকী বৃদ্ধ বাভ্রব্যও রয়েছেন। সিংহলেশ্বর এঁদের সঙ্গে কন্যাকে পাঠিয়েছিলেন। যান ভঙ্গের পর সাগরিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এঁরাও তীরে পৌঁচেছেন অতি কষ্টে, কিন্তু জানেন না যে, রত্নাবলীও এঁদের মতো সমুদ্রবক্ষ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। বিদূষকের গলায় রত্নমালা দেখে চমকে উঠলেন বসুভূতি। এই মালাই তো সিংহলেশ্বর কন্যাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। বিদূষক তা পেলেন কোথায়? কিছু প্রশ্ন করতেও সঙ্কোচ হল। কারণ, বিশাল রাজকুলে রত্নের অভাব নেই। অলঙ্কারের সাদৃশ্যও অসম্ভব নয়।

সৌজন্যবিনিময়ের পর রত্নাবলীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহের জন্য যৌগন্ধরায়ণের পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বসুভূতি অশ্রুসজলকণ্ঠে বললেন—'আপনারই হাতে দেবার জন্য সিংহলেশ্বর তাঁকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা বাঁচলাম, সে আর নেই।'

ভগিনীর মৃত্যু সংবাদে বাসবদত্তা মূর্ছিতপ্রায় হলেন। রাজা হতবাক্, কেননা যৌগন্ধরায়ণের কীর্তি তাঁর অজ্ঞাত। বাভ্রব্যকে প্রশ্ন করলেন—'ব্যাপার কি?'

সহসা নেপথ্যে কলধ্বনি উঠল, রাজপুরীতে আগুন লেগেছে এবং তার লেলিহান শিখা অন্তপুর গ্রাস করেছে। বাসবদত্তা আর্তনাদ করে উঠলেন,—'সাগরিকা অন্তঃপুরে শৃঙ্খলিতা, বুঝি দগ্ধ হল।' রাজা দ্রুত ছুটলেন সেদিকে। বিরহানলে যিনি দগ্ধ হননি, আগুন তার কি করবে? কারণ, মৃত্যুই হল তার মুক্তি। বিদূষক তাঁকে রুখতে পারলেন না। তাঁর পশ্চাতে রানী ছুটলেন—কেন না, তাঁরই কর্মফলে রাজার এই অবস্থা! তাঁকে দেখে বিদূষকও গেলেন, কারণ, বন্ধুহীন জীবনে কিই-বা কাজ?

বহ্নিতে প্রবেশ করেই রাজার দক্ষিণহস্ত স্পন্দিত হল। এর ফল রমণীরত্ন লাভ। দুঃসহ বিপদের মধ্যে রাজা ভাবছেন—আমার এই ফললাভ হবে কেমন করে? তিনি বসন্তকের হাতে অর্পণ করলেন রত্নমালা! পরক্ষণেই অনলান্তরিত্য সাগরিকার মূর্তি চক্ষে পড়ল। ধোঁয়ার আগুনে অগম্য গৃহ, সাগরিকার বস্ত্রাঞ্চল জ্বলছে। এদিকে সে শৃঙ্খলিতা! রাজা নিমেষের মধ্যে তাঁকে কাঁধে তুললেন। সাগরিকার যেন নূতন জীবনে উত্তরণ হল; আর সেই মুহূর্তে কোথায় গেল আগুন কে বলবে! সে যে ক্ষণপূর্বে প্রলয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল, তার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। অন্তপুর যথাপূর্বম। রাজা বললেন—একি ইন্দ্রজাল? বিদূষক জবাব দিলেন—ঐ ঐন্দ্রজালিকের খেলা।

একটা তীব্র বিপদ যদি এসে ছুঁই ছুঁই করেও না ছুঁয়ে প্রস্থান করে, তবে মানুষের

মনে যে দিব্য প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, এঁদের মনেও তার আবেশ লেগেছে। এখন সাগরিকার দর্শনে বসুভূতি চঞ্চল হলেন। একটা প্রশ্নোত্তরের পালা চলল—

বসুভূতি—মহারাজ, এ কন্যাকে কোথায় পেলেন ?

রাজা—মহিষী জানেন।

বসুভূতি—দেবী, এই কন্যাকে কোথায় পেলেন ?

মহিষী—অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ সাগর থেকে একে পেয়ে আমার হাতে দিয়েছেন।

রাজা—বটে, যৌগন্ধরায়ণ আমাকে না জানিয়ে এত কাজ করে।

বিদূষকের গলায় রত্নমালাটি বিক্রমের দেওয়া রত্নমালার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কন্যাও সাগর থেকে পাওয়া। অমাত্য বসুভূতি মধুরকণ্ঠে ডাকলেন—'রত্নাবলী !'

ক্ষিপ্রহস্তে অবগুণ্ঠন সরিয়ে রত্নাবলী বললেন—'অমাত্য বসুভূতি !'

বাসবদত্তা বললেন—'এই আমার ভগিনী রত্নাবলী।'

রাজা বললেন—'সিংহলেশ্বরের দুহিতা ইনি ?'

অতঃপর রানীর অনুরোধে রত্নাবলীর শৃঙ্খলমোচন রাজাকেই করতে হল। তখন প্রবেশ করলেন যৌগন্ধরায়ণ। আনুপূর্বিক সব কথা খুলে বললেন। ঐন্দ্রজালিককে আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যও অব্যক্ত রাখলেন না। তাঁর আগুনের ভেল্কিতেই তো রাজা সাক্ষাৎ পেলেন সাগরিকার। যৌগন্ধরায়ণ বললেন—'এবার ভগিনীর প্রতি কি কর্তব্য, দেবী স্থির করুন।' দেবী আপন অলঙ্কারে রত্নাবলীকে মণ্ডিত করে তাঁর হাতখানা রাজার হাতে তুলে দিলেন।

॥ 'রত্নাবলী' নাটিকার পাত্র-পাত্রী ॥

পুরুষ-চরিত্র

উদয়ন : বৎসদেশের রাজা। 'রত্নাবলী'র নায়ক।
বসন্তক : বিদূষক।
যৌগন্ধরায়ণ : উদয়নের মন্ত্রী।
বাভ্রব্য : কঞ্চুকী।
বসুভূতি : সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর মন্ত্রী।
বিজয়বর্মা : উদয়নের সেনাপতি রুমণ্বানের ভাগিনেয়।
সম্বরসিদ্ধি : যাদুকর।
সূত্রধার : মঞ্চের অধিকারী।

স্ত্রী-চরিত্র

বাসবদত্তা : উদয়নের মহিষী।
সাগরিকা (রত্নাবলী) : বিক্রমবাহুর কন্যা। এই নাটিকার নায়িকা।
সুসঙ্গতা, মদনিকা, নিপুণিকা, চূতলতিকা : রাজবাড়ীর পরিচারিকা।
বসুন্ধরা : রাজার দ্বাররক্ষিণী।
নটী : সূত্রধারের স্ত্রী।
কৌশাম্বিকা : পরিচারিকা : নেপথ্য-চরিত্র।

রত্নাবলী

প্রস্তাবনা[১]

শিবের আরাধনায় পার্বতী তাঁর উঁচু মাথায় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে নিজেও উঁচু হলেন, কিন্তু স্তনের ভারে আবার নত হয়ে পড়লেন। বার বার এরূপ করায় শম্ভুর মনোযোগ আকৃষ্ট হল—তাঁর তিনটি নয়নই সম্পৃক্ত হয়ে উঠলো। দেবী লজ্জিত হলেন, দেহে রোমাঞ্চ, ঘর্ম ও কম্পন দেখা দিল। দ্রুত মস্তক লক্ষ্য করে পুষ্পাঞ্জলি ছুঁড়ে দিলেন বটে, কিন্তু মাঝপথেই তা ছড়িয়ে পড়ল। এই অঞ্জলি আপনাদের রক্ষা করুক।১

প্রথম সাক্ষাতের ঔৎসুক্যে গৌরী ত্বরান্বিত হয়েও সহজাত লজ্জায় ফিরে এসেছিলেন। এবং বহু আত্মীয়বধূদের বচনে আবার নিকটে গিয়ে সম্মুখে বরকে দেখে শঙ্কুচিত হলেও নূতন অনুরাগে তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত—তখন হাস্যময় শিব তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। এই গৌরী আপনাদের মঙ্গল করুন।২

(পার্বতী পক্ষে)

অতীতে আমার জন্য তুমি মদনকে বিনাশ করেছিলে ; আর এখন বহুপথগামিনী গঙ্গাকে আমার সামনেই তুমি মাথায় রেখেছ! এ ঠিকই বটে! তুমি নির্লজ্জ ; হে নীলকণ্ঠ, আলিঙ্গন মুক্ত কর—সেই স্বভাবকুটিলা গঙ্গাকেই তোষামোদ কর। পার্বতী রাগ করে যাঁকে এই কথা বলেছিলেন সেই শম্ভু আপনাদের রক্ষা করুন[২]।৩

অথবা

(লক্ষ্মী পক্ষে)

পুরাকালে তপস্যার সময়ে আমার প্রতি কামবশতঃ তুমি সমুদ্রের মন্থন করেছিলে। আর এখন এই বহুমার্গগামিনী সরস্বতীকে আমার চক্ষের উপর তুমি বিবাহ করলে! এ ঠিকই বটে, তোমার লজ্জা নাই! হে কৃষ্ণ, আমার কাঁধ থেকে তুমি হাত সরাও, স্বভাব-কুটিলা সেই সরস্বতীকেই তোষামোদ করা লক্ষ্মী রাগ করে যাকে এই কথা বলেছিলেন, সেই বিষ্ণু আপনাদের রক্ষা করুন।

ক্রোধোদীপ্ত তিনটি নয়নের দৃষ্টিপাতে তিনটি বহ্নিই[৩] নির্বাপিত হল। ভয়ার্ত পুরোহিতদের উষ্ণীষবস্ত্র[৪] প্রমথগণ[৫] হরণ করলেন। তাঁরা ভয়ে আসন থেকে নীচে পড়ে গেলেন। দক্ষ[৬] স্তব করছেন, তাঁর পত্নী করুণ বিলাপ করছেন, দেবগণ দ্রুত পলায়মান—যজ্ঞধ্বংসের এই বৃত্তান্ত যিনি অট্টহাস্যে দেবীকে বলেছিলেন, সেই শিব তোমাদের রক্ষা করুন।৪

চন্দ্রের জয় হয়েছে। দেবতাদের নমস্কার। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের উপদ্রব দূর হোক্। পৃথিবী শস্যে সমৃদ্ধ হোক্। চন্দ্রকান্তি রাজচন্দ্র (শ্রীহর্ষ) প্রতাপশালী হোন্।৫

(নান্দীর পরে)

সূত্রধার—আজ বসন্ত-উৎসবে শ্রীহর্ষদেবের পাদপদ্মে আশ্রিত, নানা দিক্ এবং দেশ থেকে আগত রাজগণ আমায় সসম্মানে আহ্বান করে বলেছেন : আমাদের প্রভু

শ্রীহর্ষদেব অপূর্ব বস্তু রচনার দ্বারা অলংকৃত 'রত্নাবলী' নামে নাটিকা[৭] প্রণয়ন করেছেন। তার কথা আমরা কানে কানে শুনেছি, কিন্তু অভিনয় দেখি নি। তাই সকলজনের হৃদয়ের আনন্দজনক সেই রাজার প্রতি বহুমানবশতঃ এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধি নিয়ে যথানিয়মে সেটির অভিনয়ের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে (একটু হেঁটে, দৃষ্টিপাত করে)। তাহলে এখন বেশ রচনা করে ওঁদের অভিলাষ মতো কাজ করি। (সভার দিকে চেয়ে)। আহা, নিশ্চয়ই সমস্ত সামাজিকদের অন্তর আকৃষ্ট হয়েছে। কেন না, শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি, এই সভাও গুণগ্রাহী। জগতে বৎসরাজের[৮] চরিত্র মনোহারী, আমরাও অভিনয়ে দক্ষ। এদের এক-একটি বস্তুই বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির হেতু। বলার আর কি আছে, আমার ভাগ্যের বৃদ্ধিতেই সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছে।৬

তাহলে এবার ঘরে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে গানের অনুষ্ঠান করি। (হেঁটে নেপথ্যের[৯] দিকে তাকিয়ে)। এই আমার ঘর। তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে)। আর্যে, এদিকে এস।

নটী (প্রবেশ করে)—আর্যপুত্র, এই যে আমি। আদেশ করুন আর্য, কোন্ কাজ করতে হবে?

সূত্রধার—আর্যে, এই রাজন্যবর্গ রত্নাবলীর আতিশয্য দেখতে উৎসুক। সুতরাং বেশ গ্রহণ কর।

নটী (নিঃশ্বাস ফেলে উদ্বেগের সঙ্গে)—আর্যপুত্র, আপনি এখন নিশ্চিন্ত। সুতরাং কেন নাচবেন না। আমি হতভাগিনী, আমার একটিই কন্যা, তাকেও কোন এক ভিন্ন দেশে বিবাহ দেবার অভিলাষ করেছেন। দূরদেশে অবস্থিত বরের সঙ্গে তার পাণিগ্রহণ হবে কেমন করে এই চিন্তায় আমার বুদ্ধিই জাগছে না তা নাচব কেমন করে?

সূত্রধার—আর্যে, দূরবর্তী বলে উদ্বেগের প্রয়োজন নেই। দেখ, বিধি অনুকূল হলে অন্য দ্বীপ থেকে, সমুদ্রের মধ্য থেকে এমনকি দিগন্ত থেকেও অভিমত ব্যক্তিকে এনে শীঘ্র মিলন ঘটিয়ে দেন।৭

(নেপথ্যে)

সাধু, ভরতপুত্র[১০], সাধু। এ ঠিক বটে। সন্দেহ কি? ('বিধি অনুকূল হলে' ইত্যাদি পুনরায় পাঠ করলেন)।

সূত্রধার (শ্রবণ করে এবং নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে)—আর্যে, এরপরও দেরী করছ কেন? এই তো আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যৌগন্ধরায়ণের ভূমিকা গ্রহণ করে উপস্থিত হয়েছে। অতএব এস, আমরাও এরপর করণীয় অভিনয়ের বেশ ধারণ করে অন্য ভূমিকায় সজ্জিত হই।

(এই বলে দুজনে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

প্রস্তাবনা সমাপ্ত

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(অতঃপর প্রফুল্ল যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করলেন)

যৌগন্ধরায়ণ—তাই বটে? সন্দেহ কি? ('দ্বীপাৎ' এই শ্লোকটি পুনরায় পাঠ

করে)! নইলে সিদ্ধপুরুষের[১১] কথায় বিশ্বাস করে সিংহলরাজের কন্যাকে প্রার্থনা করলাম, সেই কন্যা সমুদ্রে যানভঙ্গ হলে কাঠের টুকরো পাবেন কেমন করে? কেমন করেই বা কৌশাম্বীর বণিক সিংহল থেকে ফেরবার সময় তাকে পাবেন, রত্নমালার চিহ্ন দেখে চিনতে পেরে এখানে নিয়ে আসবেন? (সহর্ষে) সব রকমেই বহু অভ্যুদয় আমাদের প্রভুকে স্পর্শ করেছে। (চিন্তা করে)! আমিও সসম্মানে তাঁকে মহিষীর হাতে সমর্পণ করে ঠিকই করেছি। রুমণ্বান্ সেসময় কোশলরাজ্য জয় করতে গিয়েছিল, আমি এ-ও শুনেছি, কঞ্চুকী[১২] বাভ্রব্যও সিংহলরাজের অমাত্য বসুভূতির সঙ্গে কোনমতে সমুদ্র থেকে উঠে রুমণ্বানের[১৩] সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তা এভাবে প্রভুর প্রয়োজন প্রায় নিষ্পন্ন হলেও আমার মন স্থির হচ্ছে না! এই ভৃত্যভাব সত্যই কষ্টকর। প্রভুর অভ্যুদয়ের জন্য কাজের এই প্রারম্ভে দৈবপ্রভাবে হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় সিদ্ধিতে কোন ভুল নেই সত্য, তবু ইচ্ছামতো কাজ করেছি। প্রভু কি বলবেন এটা ভেবে আমি ভীতই আছি।৮

(নেপথ্যে কলধ্বনি)

(শ্রবণ করে)। আহা, মধুরভাবে আহত মৃদঙ্গের সঙ্গে মিলিত সঙ্গীতে মনোহর হয়ে বাজছে দূরবাসীদের ঐ করতালিধ্বনি। মনে হচ্ছে—মদনপূজায় গৌরবময় পুরজনদের এই আনন্দ দর্শন করবার জন্য প্রাসাদের দিকে গমন করেছেন প্রভু। (ঊর্ধ্বে অবলোকন করে) ওহো, প্রভু যে প্রাসাদে আরোহণ করেছেন।

এই বৎসরাজ যে স্বয়ং কামদেব—নিজের মহোৎসব দেখতে উৎসুক হয়ে এখানে আসছেন। কামদেবের বিগ্রহ অর্থাৎ দেহ নেই, এঁরও শত্রু নেই বলে' বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ নেই। কাম লোকের চিত্তে বাস করেন, ইনিও সুশাসনে লোকের চিত্ত অধিকার ক'রে বাসও করছেন কাম রতিমান্ অর্থাৎ রতির সঙ্গে যুক্ত, ইনি লোকপ্রিয়তার জন্য লোকরতিতে ধন্য। কামের প্রিয় বসন্ত, এরও পরম বন্ধু বসন্তক।৯

সুতরাং গৃহে গিয়ে অবশিষ্ট কাজের কথা বলি। (নিষ্ক্রান্ত হলেন)

॥ বিষ্কম্ভক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × প্রথম অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(অতঃপর আসনে উপবিষ্ট, বসন্তোৎসবের বেশধারী রাজা এবং বিদূষক প্রবেশ করলেন।)

রাজা (আনন্দে অবলোকন করে)—বন্ধু বসন্তক!

বসন্তক—আদেশ করুন।

রাজা—রাজ্যের শত্রু পরাস্ত হয়েছে। উপযুক্ত মন্ত্রীর উপরে সমস্ত ভার অর্পণ করেছি। প্রজারা যথাযথভাবে পালিত এবং রক্ষিত, নিঃশেষে তাদের বিপদ প্রশমিত হয়েছে। প্রদ্যোতের[১৪] কন্যা, বসন্তকাল এবং তুমি (সঙ্গে রয়েছ)—

এই উৎসব নামে মাত্র মদনোৎসব, কামদেব এই নাম নিয়েই সুখে থাকুন, আমি মনে করি, মহান্ এই উৎসব আমারই ।১০

বিদূষক (আনন্দে)—বন্ধু, এ ঠিক বটে। আমি জানি আপনার নয়, কামদেবেরও নয়, একমাত্র এই ব্রাহ্মণবালক আমারই এই মদনমহোৎসব, যার বিষয়ে প্রিয় বন্ধু এমন বলছেন! সুতরাং এ আলোচনায় কাজ নেই। দেখুন, এই মদন-মহোৎসবের রূপ দেখুন: মদ্যপানে মত্ত কামিনীরা আপন হাতে ধরা পিচকারীর জল ছুঁড়ছে আর পুরুষের দল লাফাচ্ছে। কেমন মজা দেখুন! চারিদিকে অবাধে মৃদঙ্গ এবং উদ্দাম চর্চরীগীতির ঝঙ্কারে মুখর রাজপথকে এই বসন্তোৎসব শোভাময় করেছে, ছড়িয়ে দেওয়া আবীরে দশদিক রক্ত-পীত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

রাজা (আনন্দে চারিদিক দেখে)—আহা, পুরবাসীদের আনন্দ চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে। কেননা, কৌশাম্বীর বেশ দেখে মনে হয়—এই নগরী যেন আপন সম্পদে কুবেরের ভাণ্ডারকেও সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছে। এর সকল স্থান পীত-বর্ণময়! কুস্কুমচূর্ণের মতো রক্তিম আবীর চারদিক ছড়িয়ে দেওয়ায় যেন চারিদিক ঊষার পীতরক্তবর্ণ রাগের দীপ্তি! লোকগুলির গায়ে সোনার অলংকারের পীত-আভা, তাদের মাথা রক্তাশোক ফুলের মালার প্রকাণ্ড বোঝায় ঝুঁকে পড়েছে—যেন সকলের সর্বাঙ্গ সোনার জলে রং করে দেওয়া হয়েছে ।১১

তা ছাড়া ধারাযন্ত্র থেকে অনবরত মুক্ত জলপ্রবাহে সর্বদিকে প্লাবিত হয়েছে প্রাঙ্গণ, ক্ষণে ক্ষণে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ পায়ে পায়ে সেই স্থান পংকময় করে তুলেছে; উদ্দাম রমণীদের গণ্ডস্থল থেকে সিঁদুরের রাগে সেই কাদা লাল হয়ে যাচ্ছে আর লোকেরা পায়ে পায়ে সেই লালকাদা দর-দালানে নিয়ে আসছে—তাতে মনে হচ্ছে—দর-দালান যেন সিঁদুরে গড়া ।১২

বিদূষক (অবলোকন করে)—প্রিয় বয়স্য, এদিকে একবার এই বারাঙ্গনাদের খেলাটাও দেখুন! সুরসিক লোকে পিচকারী পুরে জল নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর তার আঘাতে বারাঙ্গনারা 'শিস্' শব্দে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে শিউরে উঠছে।

রাজা (দর্শন করে) - বন্ধু, তুমি ঠিকই দেখেছ, কেননা, এখানে আবীর ছড়িয়ে অন্ধকার করা হয়েছে, কিন্তু রসিক পুরুষদের গায়ের মণিময় অলঙ্কারের কিরণে এই ভুজঙ্গ[১৫] অর্থাৎ রসিক পুরুষদের আবছা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে—এটা যেন অন্ধকার পাতাল; এই ভুজঙ্গেরা পাতালের ভুজঙ্গ, এরা যে পিচকারী উঁচু করে ধরে আছে ঐগুলিই এদের ফণা আর অলঙ্কারের মণি এই সাপগুলিরই মণি !১৩

বিদূষক (দর্শন করে)—এই যে মদনিকা কামাবেশে বিহ্বল হয়ে নূতন ধরনে নৃত্য করতে করতে চূতলতিকার সঙ্গে এদিকেই আসছে। প্রিয়বন্ধু, দেখুন!

(অতঃপর প্রেমলীলা অভিনয় করতে করতে দ্বিপদী গানের একপদ গাইতে গাইতে দুই পরিচারিকা প্রবেশ করল)

(মদনিকা গাইল)

কুসুমায়ুধের প্রিয় দূত দক্ষিণপবন বহু চূতবৃক্ষে মুকুল ফুটিয়ে, মানিনীদের মান শিথিল করে প্রবাহিত হচ্ছে !১৪

এ সময়ে যুবতী স্ত্রীলোকেরা দলে দলে বকুল ও অশোকগাছের 'দোহা'[১৬] পূরণ করে ফুল এনে নেয়—পরে প্রিয়জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে না পেরে উৎকণ্ঠায় কাল কাটায়।১৫

এই সময়ে মধুমাস মানুষের হৃদয় কোমল করে দেয়, তারপর কামদেব প্রবেশে সমর্থ কুসুমবাণ দিয়েই (তাকে) বিদ্ধ করে।১৬

রাজা (নিপুণভাবে দেখে)—আহা, মধুর এদের এই নিবিড় ক্রীড়ারঙ্গে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

ঐ মত্ত রমণীর কটিদেশ ভেঙে যাবে কি না, সেদিকে লক্ষ্য না করে ক্রীড়ায় মেতে উঠেছে—তাঁর কেশপাশ এলোমেলো হয়ে পড়েছে এবং মালার শোভা ত্যাগ করেছে। তার পায়ের নূপুর জোড়া যেন অতি কষ্টে পড়ে দ্বিগুণ চীৎকার করে কাঁদছে। সমস্ত দেহ প্রবলভাবে কাঁপছে তাই তার হার দুলছে, মনে হয়—যেন পীড়িত হয়ে সে বার বার বুকে আঘাত করছে।১৭

বিদূষক (হেসে)—বন্ধু, আমিও এই বদ্ধপরিকর নারীদের মধ্যে নেচে-গেয়ে মদন-মহোৎসবকে সম্মানিত করব।

রাজা (ঈষৎ হেসে)—বন্ধু, তাই কর।

বিদূষক—যা আদেশ করেন। (এই বলে উঠে দুই পরিচারিকার মধ্যে নাচতে লাগলেন)—ও মদনিকা, ও চূতলতিকা এই চর্চরিকা-গান আমাকেও শিখিয়ে দাও।

মদনিকা (হেসে)—ওরে হতভাগা, এ চর্চরী নয়।

বিদূষক—তবে এ কি?

মদনিকা—হতভাগা, এটি দ্বিপদী গানের খণ্ড।

বিদূষক—এই খণ্ড দিয়ে কি মোয়া হবে, নাড়ু তৈরী হবে?

মদনিকা (হেসে)—ওরে হতভাগা, তা নয়, তা নয়। এ পরতে হয়।

বিদূষক (বিস্ময়ে)—পরতে হয় বটে! (বিষণ্ণ হয়ে) যদি পরতে হয়, খাবার নয়, তবে এতে আমার কাজ নেই। আমি বরং প্রিয় বয়স্যের কাছেই যাই। (তাই করলেন) (দুজনে টানতে লাগল, বিদূষকও টানছেন।)

উভয়ে (বিদূষকের হাত দুটি ধরে)—দাঁড়াও! না খেলে যাও কোথায় হতভাগা?

(এই বলে নানান রকমে আঘাত করতে লাগল।)

বিদূষক (হাত টেনে নিয়ে পালিয়ে রাজার কাছে হাজির হয়ে)—বন্ধু, আমি নেচেছি।

রাজা—বন্ধু, খেলেছ?

বিদূষক—খেলি নি, পালিয়ে এলাম।

চূতলতিকা—ওলো মদনিকা, আমরা অনেকক্ষণ খেলেছি। তা আয়, মহারাজের কাছে রানীর কথা বলি।

মদনিকা—চূতলতিকা, ভাল মনে করেছিস্। তাই করি।

(একটু হেঁটে, এগিয়ে গিয়ে)

উভয়ে—প্রভুর জয় হোক্, জয় হোক্। প্রভু, দেবী আজ্ঞা করেছেন—(এই অর্ধেক বলেই লজ্জার অভিনয় করল)। না না, জানাচ্ছেন।

রাজা (সানন্দে হেসে আদরের সঙ্গে)—মদনিকা, দেখ, 'আদেশ করেছেন' এইটিই রমণীয়। বিশেষতঃ আজ মদন-মহোৎসবে। তা বল, কি আদেশ করেছেন দেবী?

বিদূষক—আঃ বাঁদীর বেটী, 'আদেশ করেছেন'—এ কেমন কথা?

পরিচারিকা দু'জন—রানী এইরকম জানাচ্ছেন: আজ মকরন্দোদ্যানে গিয়ে আমি রক্ত-অশোকের পাদতলে স্থাপিত ভগবান্ কুসুমায়ুধের পূজা করব; সেখানে আর্যপুত্র যেন উপস্থিত থাকেন।

রাজা—বন্ধু, কিসের? উৎসবের পরে আর একটি উৎসব এল?

বিদূষক—তবে উঠুন, সেখানেই যাই—যাতে সেখানে গিয়ে ব্রাহ্মণবালক আমারও কিছু স্বস্তিবাচন হয়।

রাজা—মদনিকা, দেবীকে নিবেদন কর গিয়ে—এই আমি মকরন্দোদ্যানে এলাম বলে।

দুই পরিচারিকা—প্রভু যা আদেশ করেন। (এই বলে নিষ্ক্রান্ত হল)।

রাজা—বন্ধু, এস, অবতরণ করি।

(এই বলে দু'জন প্রাসাদ থেকে অবতরণের অভিনয় করলেন)।

রাজা—বন্ধু, মকরন্দোদ্যানের পথ দেখাও!

বিদূষক—আসুন, আসুন, প্রভু। (এই বলে দুজনে হাঁটতে লাগলেন)।

বিদূষক (সামনে দৃষ্টিপাত করে)—এই সেই মকরন্দোদ্যান। তবে আসুন, প্রবেশ করি। (এই বলে প্রবেশ করলেন)।

বিদূষক (সবিস্ময়ে দেখে)—মহারাজ, দেখুন, দেখুন! এখানে মকরন্দোদ্যান যেন আপনি আসবেন বলেই সাগ্রহে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমগাছের মুকুলগুলিতে মঞ্জরী ধরেছে; দক্ষিণ বায়ুতে গাছ কাঁপিয়ে মঞ্জরীর রেণুগুলি ছড়িয়ে পড়ে উপরে যেন এক রেশমী চাঁদোয়া তৈরী করে দিয়েছে। মধুমত্ত ভ্রমরগুলি ঝঙ্কার তুলেছে—তার সঙ্গে মিলেছে কোকিলের মধুর রব। সেই সঙ্গীতে উদ্যান মুখরিত। আপনি দেখুন!

রাজা (চারদিক দেখে)—আহা মকরন্দ-উদ্যানের কি রমণীয়তা! এখানে ঐ গাছ-গুলোকে এখন মধুর (বসন্ত: মদ) সংস্পর্শে মাতালের মতো দেখাচ্ছে। প্রবালের মতো নানা কচি পাতার আবির্ভাব ঘটেছে—ওদের মূর্তি মাতালের মতো তাম্রবর্ণ; ওদের উপর দলে দলে ভ্রমরেরা পড়ে গুঞ্জন তুলেছে, মনে হচ্ছে—ওরা মাতালের মতো অস্পষ্ট স্বরে কথা বলছে। মলয়বাতাস গাছের পাতা-গুলো কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে,—ওরা যেন মাতালের মতো টলছে।

আরও দেখ—এতদিন পর এই বকুলগাছগুলির[১৭] গোড়ায় গাল ভরে যে মদ ছড়ানো হয়েছে তার উপরে ফুল ঝ'রে পড়ছে—যেন ফুল নিজেকে সুগন্ধ করে নিতে চায়। তরুণীদের মুখচন্দ্র মদে তাম্রবর্ণ থাকতে থাকতেই তাদের হাসির দোহদ পেয়ে চাঁপাফুল ফুটে উঠেছে; অশোক গাছে দোহদের জন্য তারা নূপুর-পরা পায়ে আঘাত করেছে—নূপুরের রব থামতে না থামতেই তাতে ফুল ফুটেছে; সেখানে ভ্রমর এসে জুটেছে আর নূপুর-ঝঙ্কারের অনুকরণ সুরু করেছে।[১৮]

বিদূষক (শুনে)—বন্ধু, এ মধুকরেরা নূপুরের শব্দ অনুকরণ করছে না। এ দেবীর পরিজনদের নূপুরশব্দই বটে।

রাজা—বন্ধু, ঠিক বুঝেছ।

(অতঃপর বাসবদত্তা, কাঞ্চনমালা, পূজার উপকরণ নিয়ে সাগরিকা এবং যথাযোগ্য পরিজনদের প্রবেশ)।

বাসবদত্তা—ওলো কাঞ্চনমালা, মকরন্দোদ্যানের পথ আমায় দেখিয়ে দে।

কাঞ্চনমালা—আসুন, আসুন, দেবী।

বাসবদত্তা (হেঁটে)—ওলো কাঞ্চনমালা, এখনও কতদূরে সেই রক্ত-অশোকবৃক্ষ—যেখানে আমি ভগবান্ মদনের পূজা করব?

কাঞ্চনমালা—দেবী কাছেই তো, দেবী কি দেখছেন না। এই হল সেই অনবরত ফোটা ফুলে সুন্দর আপনার মাধবীলতা, আবার এই হল সেই নবমালিকালতা, অকালে যাতে ফুল ফুটবে বিশ্বাস করে প্রভু প্রত্যহ নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন। তা এর পরেই সেই রক্ত-অশোকবৃক্ষ সেখানে দেবী পূজা করবেন।

বাসবদত্তা—তবে আয়, সেখানেই তাড়াতাড়ি যাই।

কাঞ্চনমালা—আসুন, আসুন, দেবী। (সবাই হাঁটতে লাগলেন)।

বাসবদত্তা—এই সেই রক্তাশোকবৃক্ষ, যেখানে আমি পূজা সম্পাদন করব। তবে আয়, আমার পূজার জিনিসগুলো আন।

সাগরিকা—দেবী, এই যে সব সাজান আছে।

বাসবদত্তা (খুঁটিয়ে দেখে, মনে মনে)—পরিজনদের কি ভুল! যাঁর দৃষ্টিপথ থেকে যত্ন করে রাখা হয়েছে তারই চক্ষে পড়বে। যাক্। এইভাবে বলব। (প্রকাশ্যে) দেখ সাগরিকা, আজ পরিজনেরা যখন মদনমহোৎসবে মগ্ন, তখন সারিকাকে ছেড়ে তুমি এখানে এসেছ কেন? তা তুমি সেইখানেই দ্রুত যাও। পূজার এইসব জিনিস কাঞ্চনমালার হাতে দাও।

সাগরিকা—দেবী যা আদেশ করেন। (তাই করে কয়েক পা গিয়ে মনে মনে) সারিকাকে[১৯] তো আমি সুসংগতার হাতে দিয়েছি। আমার দেখবার বড় কৌতূহল যে, পিতার অন্তঃপুরে ভগবান্ অনঙ্গ যেমন পূজিত হন এখানেও তেমনি ভাবে হন, না, অন্যরকমে। তা অলক্ষিত থেকে দেখব। যতক্ষণ এখানে পূজার সময় না হয়, ততক্ষণ আমিও ভগবান্ মদনকে পূজা করবার জন্য ফুল তুলব। (এই বলে ফুল তোলার অভিনয় করলেন)।

বাসবদত্তা—কাঞ্চনমালা, ভগবান্ প্রদ্যুম্নকে[২০] অশোকমূলে প্রতিষ্ঠিত কর।

কাঞ্চনমালা—দেবী যা আদেশ করেন। (তাই করল)।

বিদূষক (হেঁটে, দৃষ্টিপাত করে)—বন্ধু নূপুরধ্বনি যখন স্তব্ধ হয়েছে তখন মনে করছি দেবী অশোকমূলে এসে গিয়েছেন।

রাজা—বন্ধু, ঠিকই ধরেছ। দেখ, এই দেবী। ইনি—এর মূর্তি কুসুমের মতো কোমল; ব্রত উপবাস প্রভৃতি নিয়ম পালনে কটিদেশ আরও ক্ষীণ হয়েছে—ইনি যেন মদনের পাশে তার ধনুখানি[২১]। তবে এস, আমরা অগ্রসর হই। প্রিয়া বাসবদত্তা!

বাসবদত্তা (দেখে)—একি, আর্যপুত্র! জয় হোক্, জয় হোক্ আর্যপুত্রের। আসন

গ্রহণ করে এই স্থানটি অলংকৃত করুন। এই আসন। এখানে আর্যপুত্র বসুন।
(রাজা অভিনয়ের দ্বারা উপবেশন করলেন)।

কাঞ্চনমালা—দেবী, আপনার আপন হাতে দেওয়া কুসুম, কুঙ্কুম, চন্দন এবং বস্ত্রে শোভিত রক্তাশোকবৃক্ষের কাছে গিয়ে ভগবান্ প্রদ্যুম্নকে পুজো করুন।

বাসবদত্তা—পুজোর উপকরণ আন। (কাঞ্চনমালা আনল। বাসবদত্তা তাই করলেন)।

রাজা—প্রিয়া বাসবদত্তা, সদ্য মঙ্গলস্নান করে উজ্জ্বল হয়েছে তোমার কান্তি, তোমার বসনাঞ্চল কুসুম ফুলের রাগে সুন্দর এবং প্রদীপ্ত হয়েছে। মকরকেতনকে পুজো করতে রত তোমায় নবীন পাতায় মণ্ডিত উদ্ভিন্ন লতার মতো দেখাচ্ছে।[২২]

তা ছাড়া, হে দয়িতা, মদনপুজোয় ব্যাপৃত হাতে তোমার স্পর্শ পেয়ে অশোকের যেন আর একটি মৃদুতর পল্লব উদ্গত হল।[২৩]

তা ছাড়া, অনঙ্গ আজ অবশ্যই তাঁর অঙ্গহীনতার নিন্দা করবেন, কেননা তোমার করস্পর্শের আনন্দ লাভ করতে পারলেন না।[২৪]

কাঞ্চনমালা—দেবী, ভগবান প্রদ্যুম্ন পুজিত হয়েছেন, অতএব মহারাজের যথাযোগ্য পুজো-সৎকার করুন।

বাসবদত্তা—তবে আমায় ফুল-চন্দন এনে দে।

কাঞ্চনমালা—দেবী, এই যে সব সাজান আছে।

(বাসবদত্তা অভিনয় করে রাজাকে অর্চনা করলেন)।

সাগরিকা (ফুল নিয়ে)—ছি, ছি, ফুলের লোভে আকুল হয়ে বড় দেরী করলাম। এই সিন্ধুবারের[২৫] শাখায় শরীর ঢেকে দেখি। (চেয়ে দেখে)।[২৬] একি, অপূর্ব পুষ্পধনুকেই প্রত্যক্ষ করছি! আমাদের পিতার অন্তঃপুরে ছবিতে আঁকা দেবতার পুজো হয়, এখানে প্রত্যক্ষ করলাম। তবে আমিও এই ফুল দিয়ে এখানে থেকেই ভগবান্ কুসুমায়ুধকে পুজো করব। হে দেব কুসুমায়ুধ, আপনাকে প্রণাম। আপনার দর্শন আমার পক্ষে শুভ হোক্। যা দেখবার মতো, তা দেখলাম। আপনার দর্শন আমার জীবনে অব্যর্থ হোক্। (এই বলে প্রণাম করলেন)। আশ্চর্য, আশ্চর্য! দেখেও আবার দেখতে হবে! তা আমায় কেউ না দেখতে চাইলে চলে যাই।

(এই বলে কয়েক পা গেলেন !)

কাঞ্চনমালা—আর্য বসন্তক, আসুন। এবার আপনিও স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন।

(বিদূষক এগিয়ে গেলেন)

বাসবদত্তা (চন্দন, ফুল এবং আভরণ দিয়ে)—আর্য, এই স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন।

(এই বলে অর্পণ করলেন)

বিদূষক (আনন্দে গ্রহণ করে)—আপনার কল্যাণ হোক্।

(নেপথ্যে বৈতালিক পাঠ[২৭] করলেন)

সূর্য আকাশপ্রান্তে উত্তীর্ণ—তার সমস্ত আলোক অস্তাচলকে উদ্ভাসিত করেছে। এই সন্ধ্যায় রাজগণ সকলে একসঙ্গে সভাগৃহে এসে সেবা করবেন বলে যেমন চন্দ্রকিরণের প্রতীক্ষা করছেন তেমনি চন্দ্রের মতো প্রীতিকর, পদ্মের মতো রক্তিমবর্ণ আপনার চরণযুগলেরও প্রতীক্ষায় আছেন।[২৮]

সাগরিকা—(শুনে আনন্দে মুখ ফিরিয়ে রাজাকে দেখে সাগ্রহে)—তবে ইনিই সেই

রাজা উদয়ন যাঁর হাতে পিতা আমায় দান করেছেন! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে)। যদিও আমার এ দেহ পরের সেবায় দূষিত, তবু এঁর দর্শনের ফলে আজ গৌরবান্বিত হল।

রাজা—আহা, উৎসবে আমার চিত্ত এত আকৃষ্ট হয়েছিল, যে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে, তা লক্ষ্য করি নি। দেবী, দেখ, রমণীর পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখলে যখন মনে হয় ইনি হৃদয়ে কোন প্রিয়জনকে ভাবছেন, তেমনি পূর্বদিকের পাণ্ডুবর্ণ দেখে মনে হচ্ছে—উদয়গিরির তটের আড়ালে ইনি চন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।[২৯]

দেবী, তবে উঠি। আমরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করি।

(সকলে উঠে হাঁটতে লাগলেন)।

সাগরিকা—একি, দেবী চলে গেলেন? ভাল, তাড়াতাড়ি যাই। (রাজাকে আগ্রহ-ভরে দেখে, নিঃশ্বাস ফেলে)। আহা, মন্দভাগিনী আমি এই মানুষটিকে বেশীক্ষণ দেখতেও পারলাম না! (এই বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন)।

রাজা (চলতে চলতে)—দেবী, চেয়ে দেখ, চন্দ্রের শোভাকে ম্লান করে এমন তোমার মুখপদ্ম, পদ্মগুলিকে পরাস্ত করেছে। তারা সহসা মলিন হল। দেবি, তোমার মুখপদ্ম চন্দ্রের শোভা জয় করেছে; তার কাছে পরাজিত হয়ে এই সরোবরের পদ্মগুলিও মলিন হল। ভ্রমরীরা তোমার সঙ্গের এই বারবনিতাদের গান শুনে লজ্জিত হয়ে নিমীলিত পদ্মকলির মধ্যে মুখ লুকিয়েছে।[৩০]

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

॥ মদনমহোৎসব নামক প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × ‹ দ্বিতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

(প্রবেশক)

(সারিকার খাঁচা হাতে সুসংগতা প্রবেশ করল)

সুসংগতা—ছি ছি, এখন এই সারিকাকে আমার হাতে দিয়ে কোথায় গিয়ে থাকবে আমার প্রিয়সখী সাগরিকা? (অন্য দিকে চেয়ে)। এই তো নিপুণিকা এদিকেই আসছে; তা একেই প্রশ্ন করব।

(তারপর নিপুণিকা প্রবেশ করল)

নিপুণিকা—মহারাজের ব্যাপার জেনেছি। এখন তবে গিয়ে দেবীকে নিবেদন করি।

(এই বলে হাঁটতে লাগল)।

সুসংগতা—ওগো নিপুণিকা, বিস্ময়ে যেন তোর চিত্ত চঞ্চল হয়েছে, আমি এখানে রয়েছি—গ্রাহ্য না করেই কোথায় চলেছিস?

নিপুণিকা—আরে সুসংগতা যে! তুই ঠিকই বুঝেছিস সুসংগতা। আমার বিস্ময়ের কারণ হল এই: আজ মহারাজ শ্রীপতি থেকে আগত শ্রীখণ্ডদাস নামে ধার্মিকের কাছ থেকে অকালে ফুল ফোটাবার দোহদ[১] শিখে তাঁর পালিত নবমালিকাকে কুসুমসম্পদে সুন্দর করলেন। এই ঘটনা জানতে দেবী আমায় সেখানে পাঠিয়েছিলেন। তা তুই কোথায় চললি?

সুসংগতা—প্রিয়সখী সাগরিকাকে খুঁজতে।

নিপুণিকা - দেখ, সাগরিকাকে আমি রঙের কৌটো, চিত্রফলক, তুলি নিয়ে উন্মনা হয়ে কদলীগৃহে যেতে দেখেছি। তাহলে প্রিয়সখী, তুই যা। আমিও দেবীর কাছে যাই। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রবেশক সমাপ্ত ॥

(অতঃপর চিত্রফলক এবং তুলিকা নিয়ে প্রেমের আবেশ অভিনয় করতে করতে সাগরিকা প্রবেশ করলেন)।

সাগরিকা হৃদয়. শান্ত হও, শান্ত হও। দুর্লভ জনকে প্রার্থনার এই তীব্র আগ্রহ কেন? ফল তো শুধু ক্লেশ। তা ছাড়া যাকে দেখে তোমার এভাবে জ্বালা বাড়ছে তাকেই দেখতে চাইছ, এ তোমার মূঢ়তা। হে নিষ্ঠুর হৃদয়, জন্ম থেকে একসঙ্গে বর্ধিত এই জনকে ছেড়ে মুহূর্তের দর্শনে পরিচিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে লজ্জিত হচ্ছ না? অথবা তোমার দোষ কি? অনঙ্গের বাণ পড়বে এই ভয় পেয়ে তুমি আজ এই চেষ্টা করেছ। (সজলনয়নে অঞ্জলিবন্ধ হয়ে জানু পেতে)। যাক্, অনঙ্গকেই তিরস্কার করব। ভগবান কুসুমায়ুধ. সমস্ত দেব-দানবকে জয় করে স্ত্রীজনকে প্রহার করতে কেন লজ্জিত হচ্ছেন না? (চিন্তা করে) হতভাগিনী আমার এই দুর্লক্ষণে সর্বরকমে মরণ তো নিশ্চয় এসেছে। (ছবির দিকে চেয়ে) তা যতক্ষণ এখানে কেউ না আসে ততক্ষণ ছবিতে এঁকে এই মনের মানুষকে দেখে যেমন বাসনা করেছি তেমনি করব। (ধৈর্যের সঙ্গে একমন হয়ে অভিনয়ের দ্বারা ফলক নিয়ে নিঃশ্বাস মোচন করে) যদিও দারুণ ভয়ে আমার হাতের অগ্রভাগ ভীষণ কাঁপছে. তবু সে জনকে দেখবার অন্য উপায় নেই, তাই যেমন তেমন করে এঁকে তাঁকে দেখব। (এই বলে অভিনয় করে আঁকতে লাগলেন)।

(অতঃপর সুসংগতা প্রবেশ করল)।

সুসংগতা—এই তো কদলীগৃহ। তবে গ্রহণ করি। (প্রবেশ করে, দেখে. বিস্ময়ে) এই আমার প্রিয়সখী সাগরিকা কি যেন হৃদয়ে নিবিড় অনুরাগ নিয়ে কিছু আঁকতে আঁকতে আমায় দেখছে না। ঠিক আছে। (ধীরে ধীরে এঁর পেছনে গিয়ে দেখে, সানন্দে)। একি, মহারাজকে এঁকেছ? চমৎকার সাগরিকা, চমৎকার! অথবা রাজহংসী পদ্মসরোবর ছেড়ে অন্য কোথায়ও অনুরক্ত হয় না!

সাগরিকা (সজল নয়নে)—এঁকে তো আঁকলাম. কিন্তু অবিরাম চোখের জলে আমার নয়ন এঁকে দেখতে পাচ্ছে না। (মুখ তুলে, অশ্রু মুছে, সুসংগতাকে দেখে উত্তরীয় দিয়ে চিত্রফলক ঢাকতে ঢাকতে অল্প হেসে)। একি, প্রিয়সখি সুসংগতা! (এই বলে উঠে হাত ধরে) সখি সুসংগতা, এখানে বস।

সুসংগতা (বসে. জোর করে চিত্রফলক টেনে নিয়ে, দেখে)—এ তুমি কাকে এঁকেছ?

সাগরিকা (লজ্জাভরে)—মদনমহোৎসব আরম্ভ হয়েছে, ভগবান্ অনঙ্গকে (এঁকেছি)।

সুসংগতা (অল্প হেসে)—আহা কি নৈপুণ্য তোমার! কিন্তু ছবি যেন শূন্য বলে মনে হচ্ছে। তা আমিও এঁকে রতির সঙ্গে যুক্ত করি। (তুলি নিয়ে অভিনয়ের দ্বারা রতির ছলে সাগরিকাকে আঁকল)।

সাগরিকা (দেখে, ক্রোধভরে)—সখি, তুমি আমায় এখানে আঁকলে কেন?

সুসংগতা—সখি, অকারণে রাগ কর কেন ? তুমি যেমন কামদেবকে এঁকেছ, আমি তেমনি রতিকে এঁকেছি। তবে অন্যরকম ভেবে একথা বলছ কেন ? সব ঘটনা বল।

সাগরিকা (লজ্জিত হয়ে মনে মনে)—দেখছি, প্রিয়সখী আমায় জেনে ফেলেছে। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি, আমার খুব লজ্জা হচ্ছে। তাই এমন কিছু করো, যাতে অন্য কেউ এ বৃত্তান্ত না জানতে পারে।

সুসংগতা - সখি, লজ্জা কোরো না। এমন যে কন্যারত্ন, অবশ্যই তার এমন বরেই অভিলাষ হবে। তবু যাতে অন্য কেউ এই ঘটনা জানতে না পারে, তাই করব। কিন্তু এই মেধাবিনী সাগরিকা এই ব্যাপারে (গোপনতাভঙ্গের) কারণ হতে পারে। এই আলাপের কথাগুলো মনে রেখে কখনও হয়ত কারও কাছে বলবে !

সাগরিকা (উদ্বেগের সঙ্গে)—সখি, এই জন্যই আরও জ্বালা আমায় কষ্ট দিচ্ছে। (এই বলে প্রেমের আবেশ অভিনয় করলেন)।

সুসঙ্গতা (সাগরিকার বুকে হাত দিয়ে)—সখি, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। আমি ততক্ষণ এই সরোবর থেকে পদ্মের পাতা এবং মৃণাল নিয়ে দ্রুত আসছি। (বেরিয়ে গিয়ে পুনরায় প্রবেশ করলেন এবং পদ্মপাতায়[২] শয্যা এবং মৃণালের বালা রচনা করে বাকী পদ্মপাতা সাগরিকার বুকে দেবার অভিনয় করল)।

সাগরিকা—সখি, এই পদ্মপাতা আর মৃণালবলয় সরিয়ে নাও। কি কাজ এতে। অকারণ কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। আমি বলছি, দুর্লভ জনের প্রতি আমার এ অনুরাগ ; লজ্জা গুরুতর, মন পরের বশ। প্রিয়সখি, এ বিষম প্রেম, মরণই একমাত্র চরম আশ্রয়।১ (এই বলে মূর্ছিত হল)।

সুসংগতা (করুণভাবে)—প্রিয়সখী সাগরিকা আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

(নেপথ্যে কলকল শব্দ)

একটা বানর আস্তাবল থেকে ছুটে পালিয়েছে। তার সোনার শিকল কতকটা গলায় জড়ানো, বাকীটা নীচে ঝুলছে। দ্রুত চলায় তার ঘুঙুরগুলি বেজে উঠছে ঃ অশ্বরক্ষকেরা তার পেছনে ছুটেছে। সে পর পর ফটক পার হয়ে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেছে—মেয়েরা আতঙ্কগ্রস্ত।২

তাছাড়া, খোজারা[৩] তো মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়—তারা লজ্জা বিসর্জন দিয়ে পালিয়েছে। এই তো একটা বামন বানরের ভয়ে কঞ্চুকীর বস্ত্রের মধ্যে লুকাল। কিরাতের[৪] নাম অনুযায়ী কাজ—তারা অন্তঃপুরের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাছে বানরের চক্ষে ধরা পড়ে, এই আশংকায় কুব্জেরা চুপি চুপি সরে যাচ্ছে।৩

সুসংগতা (শুনে, সামনের দিকে চেয়ে, সবেগে উঠে, সাগরিকাকে হাতে ধরে)—সখি, ওঠ, ওঠ। এই দুষ্ট বানর এদিকেই আসছে।

(হেঁটে, দু'জনে সভয়ে দেখতে দেখতে একধারে রইল)

সাগরিকা—তবে আমরা এখন কি করব ?

সুসংগতা—এস, এই কলাগাছগুলির আড়ালে থেকে এর হাত থেকে বাঁচি।

সাগরিকা—সুসংগতা, তুমি কেন চিত্রফলক ছেড়ে এলে ? কখনও কেউ যদি ওটা দেখে ফেলে ?

সুসংগতা—তুমি তো বেশ নিশ্চিন্ত আছ দেখছি! এখন আর চিত্রফলক নিয়ে কি করবে? ঐ যে দইভাত-লোভী দুষ্ট বানর খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে পালাল আর এই মেধাবিনী সারিকা উড়ে অন্যত্র যাচ্ছে। সুতরাং এস, দ্রুত ওর অনুসরণ করি। ও এই আলাপের কথা কণ্ঠস্থ করে কারও সামনে প্রকাশ করে দেবে হয়ত।

সাগরিকা—সখি, তাই করি। (এই বলে চলতে লাগল)

(নেপথ্যে) বাঃ বাঃ। আশ্চর্য, আশ্চর্য!

সাগরিকা (দেখে)—সুসংগতা, বোঝা যাচ্ছে—দুষ্ট বানরই আবার আসছে।

সুসংগতা (দেখে, হেসে)—তুই বড় ভীরু, ভয় কি! এ মহারাজের সহচর আর্য বসন্তক।

(অতঃপর প্রবেশ করলেন বসন্তক)

বসন্তক—বাঃ বাঃ। আরে, আরে, আশ্চর্য, আশ্চর্য! সাধু, হে ধার্মিক শ্রীখণ্ডদাস, সাধু!

(সাগরিকা সাগ্রহে দেখতে লাগল)

সাগরিকা (সাগ্রহে দেখে)—সখি সুসংগতা, এ লোকটি দেখবার মতো বটে।

সুসংগতা—অয়ি নিরাপদবাসিনী, একে দেখে কি লাভ? সারিকা কত দূরে চলে গেল, এস, এর পেছনে ছুটি! (উভয়ের প্রস্থান)

বসন্তক—সাধু, হে ধার্মিক শ্রীখণ্ডদাস, সাধু! কারণ সেই দোহদ দেওয়া নবমালিকা এমন হয়েছে যে, নিবিড়ভাবে বিকশিত কুসুমগুচ্ছে শোভিত শাখায় যেন দেবীর প্রতিপালিত মাধবীলতাকে উপহাস করছে। তা গিয়ে প্রিয়বয়স্যকে নিবেদন করি। (হেঁটে, চেয়ে দেখে)। এই তো প্রিয়বন্ধু সেই দোহদে বিশ্বাস আছে বলে আড়ালে থাকলেও নবমালিকাকে যেন প্রত্যক্ষ কুসুমিত দেখতে দেখতে আনন্দে নয়ন বিকশিত করে এদিকেই আসছেন। এঁর কাছে এগিয়ে যাই। (এই বলে রাজার কাছে অগ্রসর হলেন)

(অতঃপর যথানির্দিষ্ট রাজা প্রবেশ করলেন)

রাজা (সানন্দে)—এই যে মুহূর্তে অপর্যাপ্ত মুকুলে ভরেছে এই পাণ্ডুর উদ্যানলতা, তারা পাপড়ি মেলতে সুরু করেছে, তাদের কান্তি শুভ্রবর্ণ হয়েছে। অবিরাম দক্ষিণবায়ুর আঘাতে এই লতা যেন আয়াসের সঙ্গে দুলছে। সব মিলিয়ে এ যেন এক সকামা নারীর মতো—তাই আমি আজ এর দিকে আদরের সঙ্গে চেয়ে থাকবো, আর দেবীর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে যাবে।৪

বিদূষক (সহসা এগিয়ে এসে)—প্রিয়বন্ধুর জয় হোক্, জয় হোক্। হে বন্ধু, সৌভাগ্যক্রমে আপনি সমৃদ্ধি লাভ করছেন। ('কারণ সেই দোহদ দেওয়ামাত্র' ইত্যাদি আবার পাঠ করলেন।)

রাজা—বন্ধু, সন্দেহ কি। মণি, মন্ত্র এবং ওষধির প্রভাবের কথা চিন্তার বাইরে। দেখ, যুদ্ধে পুরুষোত্তমের কণ্ঠে মণি দেখে শত্রুরা পলায়ন করেছিল। সর্পগণ মন্ত্রবলে শক্তিহীন হয়ে ভুতলে বাস করছে। অতীতে লক্ষ্মণ এবং যেসব বীর বানরসৈন্য মেঘনাদের দ্বারা আহত হয়েছিলেন, তাঁরাও গুণের আধার মহৌষধির গন্ধ গ্রহণ করে আবার বেঁচে উঠেছিলেন।৫

অতএব পথ দেখাও যাতে আমরা আজ তা দর্শন করে চক্ষুর ফল অনুভব করি।
বিদূষক (সগর্বে)—আসুন, আসুন!
রাজা—এগিয়ে চল।
বিদূষক (শুনে, সভয়ে ফিরে, রাজার হাত ধরে ব্যস্ত হয়ে)—বন্ধু, আসুন, পলায়ন করুন!
রাজা—কেন?
বিদূষক – এই বকুলগাছে ভূত আছে।
রাজা—দূর মূর্খ! নিশ্চিন্তমনে চল্। এখানে ওসব কোথা থেকে আসবে?
বিদূষক—স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছে। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে আগে এসে নিজে শুনুন।
রাজা (এগিয়ে এসে, শুনে)—এর অক্ষরগুলি স্পষ্টই বটে! এ মধুরও— তাই মনে হয় স্ত্রীজাতি হতে পারে। তাছাড়া, এর কথার কোন প্রতিধ্বনি নেই— সুতরাং আকারে ছোট। তবে কি সারিকা কথা বলছে![৬]
(ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে, নিপুণভাবে দর্শন করে)—সারিকাই তো!
বিদূষক—আরে, এ যে সত্যই সারিকা!
রাজা (অল্প হেসে)—বন্ধু ঠিক্ তাই।
বিদূষক – বন্ধু, আপনি ভীতু, কেননা সারিকাকে ভূত বলছেন।
রাজা—দূর মূর্খ! যা নিজে করেছ, তা আমার উপরে আরোপ করছ!
বিদূষক—দেখুন, যদি তাই হয়, তবে আমায় বারণ করবেন না। (সক্রোধে দণ্ডকাষ্ঠ তুলে) আঃ দাসীর বেটী, তুই ভাবছিস্ সত্যই বসন্তকে ভয় পায়! তবে এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর্। কুটিল মানুষের মনের মতো বাঁকা এই লাঠি দিয়ে আঘাত করে পাকা কৎবেলের মতো তোকে এই বকুলগাছ থেকে মাটিতে ফেলছি।
(এই বলে মারতে উদ্যত হল)
রাজা (নিবৃত্ত করে)—মূর্খ, এ মধুর কিছু বলছে। তবে কেন একে ভয় দেখাচ্ছ? আমরা বরং শুনি। (দু'জনে শুনতে লাগলেন)
বিদূষক—এইরকম বলছেঃ এই ব্রাহ্মণকে খাবার দাও।
রাজা—পেটুকের সবই আহারে শেষ হয়। ঠিক করে বল, সারিকা কি বলছে।
বিদূষক (শুনে)—বন্ধু, শুনলেন কি, এ যা বলল? এ বলছে—'সখি, এ তুমি কাকে এঁকেছ? মদন-মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে, ভগবান্ অনঙ্গকে (এঁকেছি)।' আবার বলছে—'সখি, তুমি আমায় এখানে আঁকলে কেন? সখি, অকারণে রাগ কর কেন? তুমি যেমন কামদেবকে এঁকেছ, আমি তেমনি রতিকে এঁকেছি। তবে অন্যরকম মনে করে একথা বলছ কেন? সব ঘটনা বল।' বন্ধু, এ কি?
রাজা—বন্ধু, আমার মনে হচ্ছে, কোন রমণী হৃদয়বল্লভকে অনুরাগে চিত্রিত করে কামদেবের ছলে সখীর কাছে গোপন করেছে। তার সখীও তা বুঝতে পেরে নিপুণভাবে তাকেও সেখানে এঁকে রতির ছলে দেখিয়েছে।
বিদূষক (তুড়ি দিয়ে)—বন্ধু, এ হতে পারে বটে।
রাজা—বন্ধু, চুপ কর! আবার কথা বলছে। আমরা শুনি।
বিদূষক—দেখুন, এ আবার এইরকম বলছে—'সখি, লজ্জা কোরো না। এমন যে

কন্যারত্ন, অবশ্যই তার এমন বরেই এমন অভিলাষ হতে হয়।' তবে যাকে আঁকা হয়েছে সে কন্যা নিশ্চয় দেখবার মতো।

রাজা—এমন যদি হয়, তবে মন দিয়ে শুনি। আমাদের কৌতূহল হওয়ার বিষয় বটে!

বিদূষক—বন্ধু, পাণ্ডিত্যের গর্ব করবেন না। আমি এর মুখ থেকে শুনে সব আপনার কাছে ব্যাখ্যা করব। (এই বলে উভয়ে শুনতে লাগলেন)

বন্ধু, শুনলেন কি, এ যা বলল ? 'সখি, এই জন্যই আরও বেশী জ্বালা আমায় কষ্ট দিচ্ছে। সখি, এই পদ্মপাতা আর মৃণালবলয় সরিয়ে নাও। কি কাজ এতে ? অকারণ কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ!'

রাজা—বন্ধু, কেবল শুনলাম না, অভিপ্রায়ও বোঝা গেল।

বিদূষক—বন্ধু, এই দাসীর বেটী এখনও কুরকুর করছে।

রাজা—ঠিক বলেছ। (আবার শুনতে লাগলেন)

বিদূষক—বন্ধু, এই দাসীর বেটী সারিকা চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের মতো ঋক্-মন্ত্র বলতে আরম্ভ করেছে।

রাজা—কিছু অন্যমনে ছিলাম আমি ধরতে পারি নি, কি বলল ও। বল তো!

বিদূষক—দেখুন, এইরকম বলছে—দুর্লভ জনের প্রতি আমার অনুরাগ; লজ্জা গুরুতর, মন পরের বশ। প্রিয়সখি, এ বিষম প্রেম, মরণই একমাত্র চরম আশ্রয়।৭

রাজা (হেসে)—বন্ধু, তোমার মতো এরকম ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কে এই ধরণের ঋক্-মন্ত্রে অভিজ্ঞ আছে!

বিদূষক—তাহলে এ কি ?

রাজা—এটি গাথা অর্থাৎ গান।

বিদূষক—কি গান ? তাহলে কি বলল ?

রাজা—বন্ধু, কোন যৌবনধন্যা প্রিয়তমকে না পেয়ে জীবনে উদাসীন হয়ে এই উক্তি করেছে।

বিদূষক (উচ্চ হাসি হেসে)—আরে, এই বক্র কথায় লাভ কি ? সোজাভাবে বলেছেন না কেন যে, 'আমাকেই না পেয়ে' ? নইলে আর কাকে পুষ্পধনুর ছলে গোপন করবে ? (হাতে তালি দিয়ে উচ্চহাস্য করলেন)

রাজা (উপরের দিকে চেয়ে)—দূর মূর্খ, কেন জোরে হেসে এই তপস্বিনীকে ভয় দেখালে ? ওতো উড়ে অন্য কোথায় চলে গেল। (এই বলে দেখতে লাগলেন)

বিদূষক (দেখে)—বন্ধু, অন্যরকম মনে করবেন না। এটা কদলীগৃহেই গেছে। আসুন অনুসরণ করি। (এই বলে হাঁটতে লাগলেন)

রাজা—দুর্বার পুষ্পবাণের ব্যথা বহন করে প্রেমিকা সখীদের সামনে যা বলেছে সেগুলি শুকশিশু, সারিকা প্রভৃতি আবার আওড়ায়। যাদের অদৃষ্ট ভাল, তারাই শুনতে পায়।৮

বিদূষক—বন্ধু, এই ত কদলীগৃহ। তবে প্রবেশ করি।

(এই বলার পর উভয়ে প্রবেশ করলেন)

বিদূষক—দেখুন, ঐ দাসীর বেটী সারিকার খোঁজ করবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বরং এখানে মলয়বাতাসে আন্দোলিত ছোট কলাগাছের পাতার হাওয়ায় ঠাণ্ডা

পাথরের উপর বসে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করি !

রাজা—যা ভাল লাগে। (বসলেন, তারপর 'দুর্বার পুষ্পবাণের ব্যথা' ইত্যাদি পুনরায় পাঠ করলেন)

বিদূষক (পাশে তাকিয়ে)—বন্ধু, এই সেই সারিকার খাঁচা, দুষ্ট বানর যার দরজা খুলে দিয়েছিল।

রাজা—বন্ধু, ভাল করে দেখ।

বিদূষক—যা আদেশ করেন। (একটু হেঁটে, দৃষ্টিপাত করে) এইতো চিত্রফলক। একে তুলে নি। (গ্রহণ করে, নিপুণভাবে দেখে আনন্দের অভিনয় করলেন)

রাজা (সকৌতুকে)—বন্ধু, কি ব্যাপার ?

বিদূষক—সৌভাগ্যবশতঃ আপনার বৃদ্ধিলাভ ঘটছে। আমি যা বলেছি এ তাই। আপনাকেই এখানে আঁকা হয়েছে। নইলে অন্য কা'কে পুষ্পধনুর ছলে গোপন করবে ?

রাজা (আনন্দে হস্ত প্রসারিত করে)—সখা, দেখাও, দেখাও !

বিদূষক—আপনাকে দেখাব না। সেই কন্যাও এখানেই চিত্রিত আছে। পুরস্কার ছাড়া কি এমন কন্যারত্ন দেখান যায় ?

রাজ (বাধা দিতে দিতেই জোর করে নিয়ে দেখলেন। দেখে সবিস্ময়ে)—বন্ধু, দেখ, দেখ !

চিত্রস্থিতা এই কন্যা কে ? সৌন্দর্যবিলাসে লক্ষ্মীকেও পরাজিত করেছে, আমার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখিয়ে অন্তরে প্রবেশ করেছে—যেন রাজহংসী বেগে পক্ষ সঞ্চালন করে সুন্দর গতিতে পদ্মগুলি কম্পিত করতে করতে মানসসরোবরে প্রবেশ করে।৯

এর মুখখানি নূতন রকমের এক পূর্ণচন্দ্র ; বিধাতা যখন এই মুখ গড়লেন, তখন তাঁর আসনের পদ্ম এই পদ্মের সামনে সঙ্কোচে নিমীলিত হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়ে পদ্ম তাকে গ্রাস করে নিশ্চয়ই খুব বিপদে ফেলেছিল।১০

(অতঃপর প্রবেশ করলেন সাগরিকা এবং সুসংগতা)

সাগরিকা—সখি সুসংগতা, আমরা তো সাগরিকাকে পেলাম না। তা এই কদলীঘর থেকে চিত্রফলকটি চট্ করে নিয়ে আসি।

সুসংগতা—সখি, তাই করি। (এই বলে অগ্রসর হলেন)

বিদূষক—হে বন্ধু, এঁকে কেন নতমুখ করে আঁকা হয়েছে ?

সুসংগতা (শুনে)—সখি, বসন্তক যেমন বলছেন তাতে মনে হচ্ছে—মহারাজও এখানে আছেন। কাজেই কদলী-ঘরের ঘাসের ঝাড়ের আড়ালে থেকে দেখি।

রাজা—বন্ধু, দেখ, দেখ। ('বিধাতা পূর্ণচন্দ্রের মতো অপূর্ব' ইত্যাদি ১০সংখ্যক শ্লোক আবার পড়লেন)।

সুসংগতা—সখি, অদৃষ্টক্রমে তোমার ভাগ্যবৃদ্ধি ঘটছে। তোমার এই হৃদয়বল্লভ তোমারই বর্ণনা করছেন।

সাগরিকা (লজ্জিত ভাবে)—সখি, তুমি পরিহাসপ্রিয় বলে এই লোকটিকে লঘু করছ কেন ?

বিদূষক (রাজার গায়ে ঠেলা দিয়ে)—আমি বলছি, এঁকে নতমুখে এঁকেছ কেন ?

রাজা—বন্ধু, সারিকাই সব কথা বলেছে !

সুসংগতা (হেসে)—সখি, সারিকা আপন স্মৃতিশক্তির জোর দেখিয়েছে।

বিদূষক—আপনার নয়নে সুখ দিচ্ছে কি না ?

সাগরিকা (ভয়ে, স্বগত)—হায় হায়, জানি না কি বলবেন একথায়। সত্যি আমি জীবনমরণের মাঝখানে রয়েছি।

রাজা—বন্ধু, দৃষ্টির সুখ হয়েছে কিনা প্রশ্ন করছ ? এ আর কি বলব ! আমার দৃষ্টি কত কষ্টে এঁর উরু দুটি পার হল ; তারপর প্রশস্ত নিতম্বে কতকাল ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়ল ; পরে মধ্যভাগে এসে দেখলো সে স্থান ত্রিবলীতে* এত উঁচুনীচু যে চলা অসম্ভব। তাই থেমে গেল ; তারপর পিপাসার্ত হয়ে উচ্চ-স্তনদ্বয়ে গিয়ে উঠল—দেখল দূরে চক্ষের কাছে জলের ধারা। এখন সেই দিকেই সে সতৃষ্ণভাবে দেখছে। (সুখ কোথায় ?) এখন ধীরে ধীরে স্তন দু'টিতে আরোহণ করে বারংবার জলবিন্দুবর্ষী—এঁর নয়ন দুটিকে দেখছে।১১

সাগরিকা (শুনে)—হৃদয়. প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। শান্ত হও, শান্ত হও। তোমার অভিলাষ এখন এতদূর পর্যন্ত এসেছে !

সুসংগতা—সখি, শুনলে ?

সাগরিকা (হেসে)—শোন তুমিই, তোমারই তো চিত্র-বিদ্যার বর্ণনা হচ্ছে।

বিদূষক (চিত্রফলক নিপুণভাবে দেখে)—হে বন্ধু, এখন রূপসীরাও আপনাকে প্রিয় রূপে লাভ করে বহু মান দিচ্ছেন, তবু আপনার নিজের প্রতি এত অনাদর কেন ? কেন এখানেই তাঁর আঁকা আপনার ছবি দেখছেন না ?

রাজা (নিপুণভাবে দেখে —বন্ধু, ইনি যে আশায় এঁকেছেন, এ তো আমার গৌরবেরই কথা ! তবে কেন দেখব না ? দেখ, আঁকতে আঁকতে তাঁর অশ্রুজলের কণা-গুলি আমার দেহে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে - যেন তাঁর করতলস্পর্শে দেখা দিয়েছে আমার অনুবাদের ধর্ম।১২

বিদূষক (পাশে দেখে)—বন্ধু কচি পদ্মপাতাও পদ্মের মৃণালে রচিত একটি শয্যা দেখতে পাচ্ছি—এই শয্যা তারই মদনাবস্থার আর একটি চিহ্ন !

রাজা—বন্ধু, ঠিকই দেখেছ। কেননা পীন-স্তন এবং জঘনের স্পর্শে ম্লান, ক্ষীণ মধ্যস্থলের সঙ্গ না পেয়ে মধ্যভাগ সবুজ, শিথিল বাহুলতার বিক্ষেপ এবং বিলুণ্ঠন বিপর্যস্ত, এই পদ্মপাতার শয্যা কৃশাঙ্গীর সন্তাপ সূচনা করছে।১৩

তাছাড়া, বক্ষে অবস্থিত এই বিশাল পদ্মপাতা তাঁর হৃদয়ের প্রেমভাব তত ব্যক্ত করছে না, অতি সন্তাপে ম্লান দুটি মণ্ডলের দ্বারা যতটা তাঁর স্তনযুগলের বিস্তৃতিকে প্রকাশ করছে।১৪

বিদূষক (মৃণালিকা গ্রহণের অভিনয় করে)—বন্ধু, এই আর একটি। তাঁরই পীন-স্তন থেকে স্খলিত শুষ্ক কোমল মৃণালহার। এটি দেখুন।

রাজা (গ্রহণ করে বুকে রেখে, তিরস্কার করে)—হে মৃণালহার, তাঁর স্তনকলসের মধ্যস্থল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কেন শুষ্ক হয়েছে ? তোমার একগাছি সূক্ষ্ম সুতারও সেখানে স্থান নেই, তোমার নিজের স্থান থাকবে কেমন করে ?১৫

সুসংগতা (মনে মনে)—হায়, হায়, গুরুতর অনুরাগে হৃদয় আকুল হওয়ায় মহারাজ

অসম্বন্ধ কথাও বলতে আরম্ভ করেছেন। সুতরাং এরপর আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। আচ্ছা, এই চলি। (প্রকাশ্যে) সখি, যার জন্য তুমি এসেছ, সেজন তো তোমার সামনে।

সাগরিকা (ক্রুদ্ধ হয়ে)—কার জন্য আমি এসেছি? এখানে কে-ই বা আছে?

সুসংগতা (হেসে)—ওগো, কি বলছি আর কি ভাবছ! এসেছ চিত্রফলকের জন্য। তা এটি নাও।

সাগরিকা (সরোষে)—তোমার এই ধরণের কথাবার্তার মর্ম আমি বুঝতে পারি না। তাই অন্যত্র যাব। (এই বলে যেতে চাইলেন)

সুসংগতা—অয়ি অধীরা, এখানে মুহূর্ত থাক, আমি ততক্ষণ কদলীঘর থেকে চিত্রফলক নিয়ে আসছি।

সাগরিকা—সখি, তাই কর।

(সুসংগতা কদলীঘরের দিকে চলতে লাগল)

বিদূষক (সুসংগতাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে)—বন্ধু, এই চিত্রফলক ঢেকে ফেলুন। দেবীর পরিচারিকা সুসংগতা এসে পড়েছে।

(রাজা কাপড়ের আঁচলে ফলক ঢাকলেন)

সুসংগতা (এগিয়ে এসে)—মহারাজের জয় হোক্, জয় হোক্।

রাজা—সুসংগতা, স্বাগতম্। এখানে বস।

(সুসংগতা বসল)

রাজা—সুসংগতা, আমি এখানে আছি জানলে কি করে?

সুসংগতা (হেসে)—আপনাকেই শুধু নয়, চিত্রফলক অবধি সব ঘটনা আমি জেনেছি। সুতরাং দেবীকে গিয়ে নিবেদন করব। (এই বলে যেতে চাইল)

বিদূষক (জনান্তিকে, সভয়ে)—বন্ধু, সব সম্ভব। এই গর্ভদাসী৬ মুখরা। অতএব খুসী করুন একে।

রাজা—ঠিকই বলেছ। (সুসংগতার হাত ধরে) সুসংগতা, এ শুধু খেলা। অকারণে তোমার দেবীকে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। এই তোমার পুরস্কার।

(এই বলে আভরণ খুলে দিতে চাইলেন)

সুসংগতা—মহারাজ, এই কর্ণাভরণে প্রয়োজন নেই। দেবীর কৃপায় আমি প্রচুর আমোদ করেছি। এইটি হবে আমার প্রতি গুরুতর অনুগ্রহ: 'তুমি এই চিত্রফলকে আমায় এঁকেছ'—এই বলে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার প্রিয়সখী সাগরিকা এখানে রয়েছে। তা, গিয়ে হাতে ধরে একে প্রসন্ন করুন।

রাজা (ব্যস্তভাবে উঠে)—কোথায় তিনি? দেখাও, দেখাও!

সুসংগতা—এই কলাগাছের ঝাড়ের আড়ালে রয়েছে।

রাজা (সানন্দে)—পথ দেখাও।

সুসংগতা—এদিকে, এদিকে, মহারাজ!

বিদূষক—দেখুন, এই চিত্রফলকটি নিলাম। আবার কখনও একে দিয়ে কাজ হবে।

(সকলে কদলীগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

সাগরিকা (রাজাকে দেখে সহর্ষে সভয়ে কম্পিত হয়ে স্বগত)—এঁকে দেখে অতিভয়ে আমি এক পা-ও চলতে পারছি না!

বিদূষক (সাগরিকাকে দেখে)—ওঃ হো, আশ্চর্য, আশ্চর্য, এমন কন্যারত্ন মনুষ্যলোকে দেখা যায় না। মনে হচ্ছে—এটি নির্মাণ করে প্রজাপতিরও বিস্ময় জেগেছিল।

রাজা—বন্ধু, আমারও এমন মনে হচ্ছে, ত্রিভুবনের অলংকারস্বরূপ এই নারীকে নির্মাণ করে প্রজাপতি আপন (আসন)-পদ্মের পত্রের কান্তিজয়ী নয়নগুলিকে বিশালতর করেছিলেন ; যুগপৎ চারটি মুখেই তিনি 'সাধু, সাধু' উচ্চারণ করেছিলেন ; আনন্দে অবশ্যই তাঁর শির কম্পিত হয়েছিল।১৬

সাগরিকা (সক্রোধে সুসংগতাকে দেখে)—সখি, এই বুঝি তুমি চিত্রফলক আনলে ?

(এই বলে যেতে চাইলেন)

রাজা—ভামিনী, যদিও ক্রোধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ, তবু এই স্নিগ্ধ দৃষ্টি রুক্ষভাব অবলম্বন করবে না। দ্রুততা ত্যাগ করে গমন কর। পদস্খলন হলে তোমার এই এই গুরু নিতম্ব গুরুতর ক্লেশ পাবে।১৭

সুসংগতা—মহারাজ, এ বড় রাগী, সুতরাং এর হাত ধরে ধরে একে প্রসন্ন করুন।

রাজা (সানন্দে)—যা বল তুমি।

(সাগরিকার হাত ধরে স্পর্শসুখের অভিনয় করলেন)

বিদূষক—দেখুন, আপনি এ তো অপূর্ব লক্ষ্মী লাভ করলেন।

রাজা—বন্ধু, যথার্থ। ইনি স্বয়ং লক্ষ্মী, এঁর হাত পারিজাতের পল্লব, নইলে ঘর্মের ছলে এই তরল অমৃত ক্ষরণ হচ্ছে কেমন করে ?১৮

সুসংগতা—সখি, তুমি বড় অকরুণ ; মহারাজ হাতে ধরেছেন, তবু রাগ গেল না ?

সাগরিকা (ভ্রূভঙ্গী করে)—সুসংগতা, তুমি এখনও থামলে না ?

রাজা—প্রসন্ন হও, সখীজনের প্রতি এমন একটানা রাগ করা উচিত নয়।

বিদূষক—আপনি ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের মতো রাগ করছেন কেন ?

সুসংগতা—সখি, তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

রাজা—অয়ি কোপনা, সুখদুঃখে সমান সখীদের প্রতি এটি সংগত নয়।

বিদূষক—আরে, এ যে আর এক দেবী বাসবদত্তা !

(রাজা চকিতে সাগরিকার হাত ছেড়ে দিলেন)

সাগরিকা (ব্যস্তভাবে)—সুসংগতা, এখন কি করব ?

সুসংগতা—সখি, এই কদলীবীথি দিয়ে বেরিয়ে যাই।

(এই বলে দু'জনে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

রাজা (পাশে দেখে সবিস্ময়ে)—কোথায় দেবী বাসবদত্তা ?

বিদূষক—জানি না তো কোথায় তিনি ! অনেকক্ষণ রেগে থাকায় 'ইনি আর এক বাসবদত্তা'—আমি এই বলেছি।

রাজা—দূর মূর্খ, অনুরাগ যার ব্যক্ত হয়েছে, দৈববশে অকস্মাৎ পাওয়া সেই কমনীয় কন্যাকে রক্তিম রত্নাবলীর[৮] মতো কণ্ঠে নেওয়ার আগেই তুমি আমার হাত থেকে ভ্রষ্ট করালে। ১৯

(অতঃপর প্রবেশ করলেন বাসবদত্তা এবং কাঞ্চনমালা)

বাসবদত্তা—হ্যাঁরে কাঞ্চনমালা, আর্যপুত্রের পালিত সেই নবমালিকা আর কত দূরে ?

কাঞ্চনমালা—এই কদলীঘর ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে।

বাসবদত্তা—তবে পথ দেখা।

কাঞ্চনমালা—আসুন, আসুন, দেবী! (এই বলে হাঁটতে লাগল)
রাজা—বন্ধু, এখন প্রিয়তমাকে কোথায় দেখতে পাব ?
কাঞ্চনমালা—দেবী, কাছেই যখন মহারাজ কথা বলছেন, তখন মনে করছি—তিনি দেবীরই প্রতীক্ষায়[৯] রয়েছেন। সুতরাং এগিয়ে যান দেবী!
বাসবদত্তা (কাছে গিয়ে)—আর্যপুত্রের জয় হোক্, জয় হোক্।
রাজা (আড়ালে)—বন্ধু, চিত্রফলক ঢেকে ফেল।
(বিদূষক তা নিয়ে বগলে রেখে দিল)
বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, নবমালিকায় ফুল ফুটেছে ?
রাজা (সবিস্ময়ে)—দেবী, আগে এসেছি যদিও, তবু তুমি দেরী করছ বলে আমরা দেখিনি। সুতরাং এস, একসঙ্গেই তাকে দেখব।
বাসবদত্তা (নিপুণভাবে দেখে)—আপনার মুখের লাল আভাতেই জানতে পেরেছি নবমালিকায় ফুল ফুটেছে। আর যাব না।
বিদূষক—দেখুন, যদি তাই হয়, তবে আমাদেরই জয় হল। (এই বলে বাহু প্রসারিত করে নাচতে লাগল। কাঁধ থেকে পড়া[১০] চিত্রফলক দেখে বিষাদের অভিনয় করল)
(রাজা আড়ালে তা দেখিয়ে বসন্তকের মুখের দিকে চাইলেন)
বিদূষক (জনান্তিকে)—দেখুন, দেখুন, রাগ করবেন না। এ ব্যাপারে আমি উত্তর দিতে জানি।
কাঞ্চনমালা (চিত্রফলক নিয়ে)—দেবী, দেখুন তো—কি আঁকা আছে এই চিত্রফলকে।
বাসবদত্তা (খুঁটিয়ে দেখে, মনে মনে)—ইনি আর্যপুত্র, আর এ সাগরিকা। (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হাসি হেসে)—আর্যপুত্র, কে এটি এঁকেছে ?
রাজা (সলজ্জ হাসির সঙ্গে, আড়ালে)—বন্ধু, কি বলি ?
বিদূষক (আড়ালে)—দেখুন, চিন্তা করবেন না। আমি উত্তর দিচ্ছি। (প্রকাশ্যে, বাসবদত্তার প্রতি)—দেখুন, অন্য কিছু মনে করবেন না। 'নিজেকে আঁকা খুব কঠিন'—আমার এই কথা শুনে প্রিয় বন্ধু এই চিত্রকৌশল দেখিয়েছেন।
বাসবদত্তা (ফলক দেখিয়ে)—আর্যপুত্র, এই আর একটি নারী আপনার সামনে আঁকা রয়েছে, এ কি আর্য বসন্তকের কৌশল ?
রাজা (সলজ্জ হাসির সঙ্গে)—দেবী, অন্যরকম আশঙ্কা কোরো না। এ কোন একটি কন্যাকে মনে মনে কল্পনা করে এঁকেছি। আগে কখনও দেখি নি।
বিদূষক—পৈতে ছুঁয়ে বলছি—যদি কখনও এরকম আগে দেখে থাকি!
কাঞ্চনমালা (আড়ালে)—দেবী, কখনও কখনও কিন্তু ঘুণের আঁকও[১১] অক্ষরের সঙ্গে মিলে যায়, সুতরাং রাগ করবেন না।
বাসবদত্তা (আড়ালে)—অয়ি সরলা, এর বাঁকা কথা তো জানিস না! এ হল বসন্তক। (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র, আমার কিন্তু এই ছবি দেখতে দেখতে মাথা ধরে গেল। সুতরাং আর্যপুত্র আরামে বিশ্রাম করুন, আমি চললাম।
(এই বলে উঠে যেতে চাইলেন)
রাজা (আঁচল ধরে)—দেবী, 'প্রসন্ন হও',—এই যদি বলি, (তোমার) ক্রোধ না থাকায় তা বলা ঠিক হয় না; 'আর এরকম করব না' বললে (নিজের দোষ)

মেনে নেওয়া হয়; 'আমার দোষ নেই'—এই কথা বললেও তুমি একে মিথ্যা মনে করবে। প্রিয়তমে, এক্ষেত্রে কি বলা উচিত, বুঝছি না। ২০

বাসবদত্তা (সবিনয়ে আঁচল টেনে)—আর্যপুত্র, অন্যরকম মনে করবেন না। সত্যিই মাথাধরা আমায় কষ্ট দিচ্ছে, তাই যাচ্ছি।

(এই বলে দু'জনে চলে গেলেন)

বিদূষক—দেখুন, ভাগ্যে বেঁচে গেলেন। আমাদের মঙ্গল, তাই সকালের ঝড় থামলো!

রাজা—দূর মূর্খ, খুশীতে কাজ নেই। চলে যাওয়ার সময় দেবীর চাপা ক্রোধের ভঙ্গী তুমি লক্ষ্য কর নি। দেখ, সহসা যখন ভ্রূকুটী এল (মুখে) তখন তিনি মুখখানি একেবারে নরম করে ফেললেন; আমার দিকে চেয়ে মর্মভেদী ঈষৎ হাসলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কথা বললেন না। অন্তরের অশ্রুতে চক্ষু অবশ হলেও ব্যক্তিত্বের বশে তাকে বিস্ফারিত করেন নি। প্রিয়া কোপ প্রকাশ করেছেন কিন্তু বিনয় ছাড়েন নি। ২১

বিদূষক—দেবী বাসবদত্তা চলে গিয়েছেন, তবে আর আপনি অরণ্যে রোদন করছেন কেন?

রাজা—নির্বোধ, তুমি দেবীর ক্রোধ লক্ষ্য কর নি। কাজেই সবরকমে দেবীকে প্রসন্ন করা ছাড়া এখানে অন্য উপায় আমি দেখছি না। এস দেবীকে অনুকূল করবার জন্য অন্তঃপুরে যাই। (এই বলে উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

॥ কদলীগৃহ নামক দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

(প্রবেশক)

(অতঃপর মদনিকা প্রবেশ করল)

মদনিকা (আকাশে[১])—কৌশাম্বিকা[২], তুমি মহারাজের কাছে কাঞ্চনমালাকে দেখেছ কি-না? (কান দিয়ে শুনে) কি বলছ? 'সে কখন এসে চলে গিয়েছে?' তবে কোথায় এখন তাকে দেখতে পাব? (সামনে দেখে) আরে, এই তো কাঞ্চনমালা এদিকেই আসছে। তবে এর কাছে এগিয়ে যাই।

(অতঃপর কাঞ্চনমালা প্রবেশ করল)

কাঞ্চনমালা (উপহাসের সঙ্গে)—সাধু বসন্তক, সাধু। সন্ধি-বিগ্রহের চিন্তায় তুমি অমাত্য যৌগন্ধরায়ণকেও ছাড়িয়ে গিয়েছ।

মদনিকা (হেসে সামনে এগিয়ে)—বসন্তক কি করল আজ যে এত প্রশংসা করছ?

কাঞ্চনমালা—দেখ মদনিকা, তোর এ প্রশ্নে কাজ কি? তুই তো এ রহস্য রাখতে পারবি না।

মদনিকা—দেবীর পা ছুঁয়ে শপথ করছি যদি কারও কাছে বলি।

কাঞ্চনমালা—তবে শোন্, বলছি। আজ আমি রাজবাড়ী থেকে যখন ফিরছিলাম তখন সুসংগতার সঙ্গে বসন্তকের আলাপ শুনলাম।

মদনিকা (সকৌতুকে)—বল সখি, কেমন সে আলাপ !

কাঞ্চনমালা—বসন্তক এই বলল,—দেখ সুসংগতা, সাগরিকা ছাড়া প্রিয় বন্ধুর অসুস্থতার অন্য কোন কারণ নেই। কাজেই এ ব্যাপারে প্রতিকার চিন্তা কর।

মদনিকা—তখন সুসংগতা কি বলল ?

কাঞ্চনমালা—তখন সে এইরকম বলল : আজ দেবী চিত্রফলকের ব্যাপারে ভয় পেয়ে সাগরিকাকে আমার হাতে দিয়ে তিনি যে বেশ পরেন তা আমায় পুরস্কার দিয়েছেন। তাই দিয়েই সাগরিকাকে দেবীর বেশে সাজিয়ে আমি নিজে কাঞ্চনমালার পোশাক পরে সন্ধ্যায় মহারাজের কাছে আসব। তুমি এইখানে থেকে চিত্রশালার দরজায় অপেক্ষা করবে। তারপর মাধবীলতামণ্ডপে তার সঙ্গে মহারাজের মিলন হবে।

মদনিকা—ওরে সুসংগতা, দাসদাসীদের ভালবাসেন এমন দেবীকে ঠকাচ্ছিস—তোর মরণ !

কাঞ্চনমালা—হ্যাঁলো মদনিকা, তুই এখন কোথায় চললি ?

মদনিকা—অসুস্থ মহারাজের কুশল-সংবাদ জানতে গিয়ে তুই দেরী করছিস বলে চিন্তিত হয়ে দেবী জানবার জন্য তোর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

কাঞ্চনমালা—দেবী বড় সরল, এইভাবে বিশ্বাস করেন। আরে এই তো এখানেই মহারাজ অসুস্থতার ছলে প্রেমের ভাব গোপন করে হাতীর দাঁতের তোরণের উপরে চিলে-কোঠায় বসে আছেন। তা আয়, এই খবর দেবীকে জানাই।

(এই বলে নিষ্ক্রান্ত হল)

॥ প্রবেশক সমাপ্ত ॥

(অতঃপর প্রেমভাব অভিনয় করে উপবিষ্ট রাজা প্রবেশ করলেন)

রাজা (উৎকণ্ঠাভরে নিঃশ্বাস ফেলে)—হে হৃদয়, প্রেমানলের এই জ্বালা এখন সহ্য কর। এর শান্তি নেই। তার জন্য বৃথা কেন কাতর হচ্ছ ? কেননা, মূর্খ আমি তার যে হাত চন্দন-রসের মতো স্নিগ্ধ, সেই হাত কোনমতে পেয়ে দীর্ঘকাল ধরে থেকেও তোমার উপরে রাখি নি।১

আহা, বড় বিস্ময়ের বটে, কারণ, মন স্বভাবতই চঞ্চল এবং দৃষ্টির অগোচর তবু কাম সবকটি বাণ দিয়ে একে বিদ্ধ করল কেমন করে ?২

(ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে)।

হে পুষ্পধনু, কন্দর্পের পাঁচটি বাণ[৩] নির্দিষ্ট, আমার মতো অসংখ্য ব্যক্তিই প্রায় তাদের লক্ষ্য—এই যে জগতে প্রসিদ্ধ আছে, আজ তোমাতে তার বিপরীত দেখা যাচ্ছে—কারণ অসংখ্য শরে নিরাশ্রয় প্রেমিককে বিদ্ধ করে তুমি পঞ্চত্ব লাভ করিয়েছ।৩

(চিন্তা করে) এই অবস্থায় আমি নিজের জন্য ততটা ভাবছি না যতটা ভাবছি বেচারা সাগরিকার জন্য। দেবীর অন্তরে ক্রোধের জ্বালা, আর সে তার চক্ষের উপরেই রয়েছে।

কেননা, 'আমায় সবাই জেনে ফেলেছে'—এই ভেবে সে মুখ নত করে থাকে ; দু'জনকে আলাপ করতে দেখলে ভাবে তার বিষয়ে কথা হচ্ছে। সখীরা হাসলে আরও বেশী লজ্জা প্রকাশ করে। প্রিয়া প্রায়ই অন্তরে নিহিত আতঙ্কে কাতর হয়ে আছে।৪

আমি অবশ্য তার খবর নেবার জন্য বসন্তককে পাঠিয়েছি। কেন যে সে দেরী করছে !

(অতঃপর আনন্দিত বসন্তকের প্রবেশ)

বসন্তক (খুশীর সঙ্গে)— হাঃ হাঃ, ওরে মনে হচ্ছে—কৌশাম্বী রাজ্য লাভ করেও প্রিয়-বন্ধুর মনে তত আনন্দ হয় নি, যতটা আজ আমার কাছে প্রিয়সংবাদ শুনে হবে। আরে প্রিয়বন্ধু যেভাবে এই দিকেই চেয়ে রয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে,—আমারই প্রতীক্ষা করছেন। কাজেই এগিয়ে যাই এঁর কাছে। (এগিয়ে গিয়ে) জয় হোক্, জয় হোক্, প্রিয়বন্ধু। হে বন্ধু, অভীষ্ট কাজ সিদ্ধ হয়েছে বলে আপনার বৃদ্ধি হল।

রাজা (সানন্দে)—বন্ধু প্রিয়া সাগরিকার কুশল তো ?

বিদূষক (সগর্বে)—আরে এক্ষুনি নিজেই দেখতে পাবেন।

রাজা (পরিতুষ্ট হয়ে)—বন্ধু, প্রিয়ার দেখা-ও মিলবে ?

বিদূষক (অহঙ্কারের সঙ্গে)—কেন হবে না ? আপনার মন্ত্রী যে আমি, যার বুদ্ধি বৃহস্পতির বুদ্ধিকেও উপহাস করে।

রাজা (হেসে)—নিশ্চয়ই আশ্চর্য নয়। তোমার পক্ষে কি না সম্ভব ? তা বল, বিশদভাবে শুনতে চাই।

(বিদূষক কানে কানে বলল—'এইরকম,' 'এইরকম,')

রাজা (সানন্দে)—বন্ধু, এই তোমার পুরস্কার। (এই বলে বালা হাত থেকে খুলে দান করলেন)।

বিদূষক (বালা পরে নিজেকে দেখে)—ঠিক আছে। এই খাঁটি সোনার বালা পরান হাতখানা আমার ব্রাহ্মণীকে গিয়ে দেখাই।

রাজা (হাত ধরে থামিয়ে)—বন্ধু, পরে দেখাবে। এখন দেখ, দিনের বাকী কত।

বিদূষক (হেঁটে, দেখে, সানন্দে)—আরে, দেখুন, দেখুন, সূর্যদেব গভীর অনুরাগে চঞ্চল হৃদয়ে যেন সন্ধ্যাবধূর সঙ্কেত পেয়ে অস্তগিরির শিখরে বনের দিকে চলেছেন।

রাজা (দেখে আনন্দে)—সখা, ঠিক দেখেছ। দিন শেষ হল। তাই—'আমার এক চাকার রথ[৪] সারা ভুবন ভ্রমণে অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভোরের বেলা আবার উদয়পর্বতে হাজির হতে পারবে না'—মনে এই চিন্তার ভার নিয়ে অস্তাচলের শিখরে অবস্থিত সূর্য যেন সন্ধ্যার আকর্ষণের পরে অবশিষ্ট উজ্জ্বল স্বর্ণের অয়ঃপঙ্‌ক্তির মতো আপন কিরণরাজিমণ্ডিত দিক্‌চক্রকে আকর্ষণ করে (আপন রথে) সংযুক্ত করেছেন।৫

তা ছাড়া এই সূর্য অস্তগিরির মাথায় কিরণরূপ হাত রেখে—'হে পদ্মমুখী, আমি চললাম, আমার এই সময় হল ; সুপ্ত তোমায় আমিই জাগিয়ে তুলব'—এই বলে যেন সরসীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।৬

অতএব ওঠ, সেই মাধবীমণ্ডপে গিয়ে প্রিয়তমার সঙ্কেত-সময়ের প্রতীক্ষা করি।

বিদূষক—সুন্দর বলেছেন। (এই বলে দু'জনে উঠলেন। দৃষ্টিপাত করে) বন্ধু, দেখুন, দেখুন,—ঘন কাদায় জড়ান স্থূলদেহ বন্য শূকর এবং মহিষের মতো কৃষ্ণমূর্তি অন্ধরাশি পূর্বদিক আচ্ছন্ন করে অনিবিড় বনরাজিকে একান্ত নিবিড় করে ছড়িয়ে পড়ছে।

রাজা (সানন্দে চারদিক দেখে)—বন্ধু, ঠিক দেখেছ।

কেননা, শিবের কণ্ঠের বর্ণচোর এই তিমিররাশি প্রথমে পূর্বদিক্ তারপর অন্য দিক্ও ঢাকছে। ক্রমশঃ পদবিক্ষেপ করে এ পর্বত, বৃক্ষ এবং নগরের পার্থক্য লুপ্ত করে দিচ্ছে। তারপর বিপুল আকার ধারণ করে মানুষের দৃষ্টি হরণ করছে।৭

অতএব পথ দেখাও।

বিদূষক—আসুন আসুন। প্রিয়বন্ধু। (এই বলে চলতে লাগলেন)

(নিপুণভাবে লক্ষ্য করে)—বন্ধু, বহু বৃক্ষে জমাট অন্ধকারের মতো এই তো কাছে মকরন্দ-উদ্যান। কিন্তু পথ দেখব কেমন করে ?

রাজা (গন্ধ গ্রহণ করে)—বন্ধু, আগে চল। এখন তো পথ অতি পরিচিত। কেননা এই তো চাঁপার সারি ; নিশ্চয় এটি সেই সুন্দর সিন্ধুবার ; এটি বকুলগাছের ঘন বীথিকা ; এই হল পাটলেরও শ্রেণী। এখানে পথ দ্বিগুণ আঁধারে হারিয়ে গেলেও এইভাবে ভিন্ন গন্ধ আঘ্রাণ করে গাছগুলি চিনে সেই চিহ্ন দিয়ে পথের নিশানা মিলছে।৮

বিদূষক—বন্ধু, চঞ্চল মত্ত মধুকরযুক্ত বকুলফুলের গন্ধে দশদিক সুবাসিত হয়েছে, মসৃণ মরকত-মণিতে আবৃত প্রাঙ্গণে পদচারণা করে সুখ অনুভব করছি। বোঝা যাচ্ছে—আমরা সেই মাধবীলতামণ্ডপে পৌঁচেছি। সুতরাং আপনি এখানে থাকুন, আমি দেবীর পোশাক-পরা সাগরিকাকে নিয়ে এখুনি আসছি।

রাজা—বন্ধু, তবে তাড়াতাড়ি কর !

বিদূষক—ততক্ষণ আমিও এই মরকতশিলার বেদীতে বসে প্রিয়ার সঙ্কেত-সময়ের প্রতীক্ষা করি। (বসে, চিন্তিতভাবে)। আহা, প্রেমিক মানুষের আপন গৃহিণীর সঙ্গে মিলনকে অগ্রাহ্য করে নূতন জনের প্রতি কি আকর্ষণ ! কেননা, সঙ্কেতস্থানে অবস্থিত নারী শঙ্কিত হয়ে (প্রেমিকের) মুখে প্রণয়শুভ্র দৃষ্টি দান করে না, কণ্ঠ আলিঙ্গন করলে রসভরে পয়োধর দু'টি নিবিড়ভাবে (বক্ষে) লগ্ন করে না, আদরে ধরে রাখলেও বারবার বলে 'যাই', তবু বড় সুখ দেয়।৯

(অতঃপর প্রবেশ করলেন বাসবদত্তা এবং কাঞ্চনমালা)

বাসবদত্তা—হ্যাঁলো কাঞ্চনমালা, সত্যিই কি আমার পোশাক পরে সাগরিকা আর্যপুত্রের অভিসারে আসবে ?

কাঞ্চনমালা—নইলে দেবীর কাছে বলব কেন ? তাছাড়া চিত্রশালার দরজায় বসা বসন্তকই আপনার বিশ্বাস জন্মাবে।

বাসবদত্তা—তবে সেখানেই যাই।

কাঞ্চনমালা—আসুন, আসুন, দেবী।

(অতঃপর ঘোমটা দিয়ে বসে-থাকা বসন্তক প্রবেশ করলেন)

বিদূষক (কান দিয়ে)—এই চিত্রশালার দুয়ারে যেমন পায়ের শব্দ শুনছি, তাতে মনে হচ্ছে—সাগরিকা এসেছে।

কাঞ্চনমালা—দেবী, এই সেই চিত্রশালা। তা এইখানেই থাকুন, আমিও বসন্তককে সঙ্কেত করি। (এই বলে তুড়ি দিল)

বিদূষক (সানন্দে অগ্রসর হয়ে, হেসে)—সুসংগতা, অবিকল কাঞ্চনমালার মতো বেশ করেছ। সাগরিকা এখন কোথায় ?

কাঞ্চনমালা (আঙুল দিয়ে দেখাল)—এই তো !

বিদূষক—এই তো পরিষ্কার বাসবদত্তা বটে !

বাসবদত্তা (শঙ্কিত হয়ে মনে মনে)—এ যে আমায় চিনে ফেলেছে ! তবে চলে যাই।

বিদূষক—আর্যা সাগরিকা, এইদিকে আসুন।

(বাসবদত্তা হেসে কাঞ্চনমালার দিকে চাইলেন)

কাঞ্চনমালা (জনান্তিকে আঙুল দিয়ে বিদূষককে শাসিয়ে)—হতভাগা, (ভবিষ্যতে) স্মরণ করতে হবে এই কথা।

বিদূষক—ত্বরা করুন, ত্বরা করুন, সাগরিকা। এই যে, পূর্বদিকে ভগবান্ শশাঙ্ক উদিত হচ্ছেন।

বাসবদত্তা (ব্যস্ত হয়ে জনান্তিকে)-- ভগবান্ চন্দ্রদেব, আপনাকে নমস্কার। মুহূর্তের জন্য দেহ ঢেকে রাখুন, যাতে এঁর (রাজার) ভাবের খেলা দেখতে পারি।

রাজা (উৎকণ্ঠার সঙ্গে, মনে মনে)—প্রিয়ার মিলন আসন্ন হলেও কেন আমার মন এত উদ্বিগ্ন হচ্ছে ?

অথবা, প্রেমের তীব্র জ্বালা গোড়ায় ততটা কষ্ট দেয় না, যতটা দেয় মিলন আসন্ন হলে। বর্ষার বারিপতন আসন্ন হলে দিবস বড় উত্তপ্ত করে। ১০

বিদূষক (শুনে)—আর্যা সাগরিকা, এই যে প্রিয়বন্ধু, তোমাকে উদ্দেশ্য করেই উৎকণ্ঠা-ভরে কথা বলছেন। তা তুমি থাক, তোমার আসার কথা এঁকে (মহারাজকে) নিবেদন করি।

বিদূষক (রাজার কাছে গিয়ে)—হে বন্ধু, সৌভাগ্যক্রমে আপনার অদৃষ্ট ভাল। এই তো, আমি সাগরিকাকে এনেছি।

রাজা (আনন্দে সহসা উঠে)—কোথায় সে, কোথায় সে ?

বিদূষক (ভ্রূভঙ্গ করে)—এই তো তিনি।

রাজা (এগিয়ে)—প্রিয়া সাগরিকা,

তোমার মুখখানি চাঁদ, নয়ন দুটি নীলকমল, হাত দু'টি পদ্মের মতো, উরুজোড়া যেন কলাগাছের গর্ভ, বাহুযুগল যেন মৃণাল। তুমি সর্ব-অঙ্গে সুখদায়িকা, আনন্দে আমায় নিঃশঙ্ক আলিঙ্গন দান কর। এখন এস, প্রেমতাপে বিধুর আমার অঙ্গগুলি শীতল কর। ১১

বাসবদত্তা (অশ্রুসজল হয়ে, আড়ালে)—কাঞ্চনমালা, আর্যপুত্র স্বয়ং এমন আলাপ করছেন। আবার আমার সঙ্গে কেমন করে কথা বলবেন, সেটাই আশ্চর্যের।

কাঞ্চনমালা (আড়ালে)—দেবী, ঠিক বটে। তবে সাহসী পুরুষদের পক্ষে কিছুই দুষ্কর বলে মনে হয় না।

বিদূষক—আর্যা সাগরিকা, কেন নিশ্চিন্ত হয়ে প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছেন না ? আজও নিত্যক্রুদ্ধ দেবী বাসবদত্তার দুর্বচনে কটু হয়ে আছে এঁর কান। এখন আপনার বচনের মধুর ভঙ্গী তাকে স্নিগ্ধ করুক।

বাসবদত্তা (আড়ালে, ক্রুদ্ধ হাসির সঙ্গে)—হ্যাঁলো কাঞ্চনমালা, আমি এইরকম কটুভাষিণী, আর আর্য বসন্তক প্রিয়ভাষী।

কাঞ্চনমালা (আড়ালে আঙুল দিয়ে শাসিয়ে)—হতভাগা, এই কথা তোমায় মনে করতে হবে।

বিদূষক (দেখে)—বন্ধু, দেখুন। এই যে ভগবান্ শশাঙ্ক পূর্বদিক্ উদ্ভাসিত করে উদিত হয়েছেন। কুপিত কামিনীর গণ্ডের ন্যায় এঁর তাম্র আভা!

রাজা (দেখে, সাগ্রহে)—প্রিয়া, দেখ, দেখ—

তোমার মুখের দ্বারা আপন প্রভাব সবটুকু অপহৃত হওয়ায় চন্দ্র যেন শৈলশিখরে আরোহণ করে প্রতিকারের জন্য কর (কিরণরূপ বাহু) প্রসারিত করে সম্মুখে বিরাজ করছেন। ১২

আচ্ছা প্রিয়া, ইনি কি উদিত হয়ে আপন জড়ত্ব প্রদর্শন করেন নি? কেননা, তোমার মুখপানে চেয়ে কি পদ্মের শোভা নষ্ট করে নি? সে কি নয়নের আনন্দ সম্পাদন করে না? দেখার সঙ্গে সঙ্গে কি মীনকেতনকে উদ্দীপ্ত করে না? তোমার মুখচন্দ্র থাকতে তবে এই দ্বিতীয় চন্দ্র কেন উদিত হচ্ছেন? যদি বল—অমৃতের জন্য এই অহঙ্কার, সে তো তোমার এই অধরেও আছে। ১৩

বাসবদত্তা (ক্রোধে ঘোমটা সরিয়ে)—আর্যপুত্র, সত্যিই আমি সাগরিকা। আর আপনি সাগরিকার জন্য উন্মনা হয়ে সবই সাগরিকাময় দেখছেন।

রাজা (অপ্রস্তুত হয়ে, আড়ালে)—হায় হায়, দেবী বাসবদত্তা! বন্ধু, এ কি?

বিদূষক (বিষণ্ণ হয়ে)—বন্ধু, আবার কি? এই আমাদের প্রাণসংশয় হল।

রাজা (বসে জোড়হাতে)—প্রিয়া বাসবদত্তা, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, এরকম বলবেন না! এই অক্ষরগুলি অন্যকে লক্ষ্য করছে।

বিদূষক (মনে মনে)—এখানে কি বানাই! ঠিক আছে, এখন বলি। (প্রকাশ্যে) দেবী, আপনার হৃদয় মহৎ, সুতরাং প্রিয়বন্ধুর এই একটি অপরাধ ক্ষমা করুন।

বাসবদত্তা—আর্য বসন্তক, প্রথম মিলনে বিঘ্ন ঘটিয়ে আমিই এঁর কাছে অপরাধ করেছি, আর্যপুত্র করেন নি।

রাজা—এইভাবে আমার অপ্রিয় কর্ম প্রত্যক্ষ দেখেছ, কি আর বলব!

তবু বলছি—

দেবী, নির্লজ্জ আমি মাথা দিয়ে তোমার দুই চরণের লাক্ষারসের রক্তরাগ মুছে দিচ্ছি, কিন্তু তোমার বদনচন্দ্রে কোপরাহুগ্রাসে যে রক্তিমা এসেছে, তা যদি আমার প্রতি দয়া কর, তবেই ঘোচাতে পারি।১৪

(এই বলে পায়ে পড়লেন)

বাসবদত্তা (হাত দিয়ে থামিয়ে)—আর্যপুত্র, উঠুন, উঠুন। সে জন নির্লজ্জ বটে, যে আর্যপুত্রের এমন হৃদয় জেনে আবার রাগ করে। আর্যপুত্র সুখে থাকুন, আমি যাব। (এই বলে যেতে চাইলেন)

কাঞ্চনমালা—দেবী, দয়া করুন। এভাবে চরণে পতিত মহারাজকে ছেড়ে গেলে অবশ্য অনুতাপ হবে।

বাসবদত্তা—দূর হ মূর্খ! এতে আবার অনুতাপের কারণ কোথায়? আয়, চলে যাই। (এই বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

রাজা—দেবী, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। ('রক্তরাগ মুছে দিচ্ছি' ইত্যাদি শ্লোকটি আবার পড়লেন)।

বিদূষক—বন্ধু, উঠুন! দেবী বাসবদত্তা চলে গিয়েছেন। তবে কেন এই অরণ্যে রোদন করছেন?

রাজা (মুখ তুলে)—সে কি, দয়া না করেই চলে গেলেম দেবী!

বিদূষক—দয়া করেন নি কেন? এখনও তো অক্ষতদেহে আছি।

রাজা—দূর মূর্খ, আমায় এমন উপহাস করছ কেন? আমাদের এই যত অনর্থ ঘটেছে, সব তো তোমারই সৃষ্টি। কারণ, প্রেমের প্রতি সম্মানের ফলে প্রতিদিন আমাদের (আমার এবং বাসবদত্তার) প্রীতি পরিপুষ্ট হয়েছে। আগে করি নি এমন এই অপ্রিয় কর্ম দেখে সেই প্রিয়া সইতে না পেরে হয়ত প্রাণই ত্যাগ করবে! নিবিড় প্রেমের স্খলন অসহ্য। ১৫

বিদূষক—দেখুন, দেবী ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কাজেই জানি না কি করবেন। সাগরিকার জীবন কিন্তু কষ্টকর হবে মনে করি।

রাজা—বন্ধু, আমিও এই ভাবছি। হায় প্রিয়া সাগরিকা!

(অতঃপর বাসবদত্তার বেশ পরে সাগরিকা প্রবেশ করলেন)

সাগরিকা (উদ্বেগের সঙ্গে)—ভাগ্যবলে দেবীর এই বেশ পরে এই সঙ্গীতগৃহ থেকে বেরুবার সময় কেউ দেখে নি আমায়। কিন্তু এখন এখানে কি করি!

(অশ্রু ফেলতে ফেলতে চিন্তা করলেন)

বিদূষক—আরে বোকার মতো বসে রইলেন কেন? এ ব্যাপারে প্রতিকারের কথা ভাবুন।

রাজা—বন্ধু, তাই ভাবছি। দেবীর কৃপা ছাড়া আর উপায় দেখছি না। অতএব এস, সেখানেই যাই। (এই বলে হাঁটতে লাগলেন)

সাগরিকা (অশ্রুসজল চক্ষে চিন্তা করে)—বরং এখন নিজেই উদ্বন্ধনে মরব, কিন্তু সঙ্কেতের খবর জেনেছেন দেবী, সুসংগতার মতো অপমান সয়ে বাঁচব না। তাই অশোকগাছের নীচে গিয়ে যা ভেবেছি তাই করব।

বিদূষক (শুনে)—থামুন, থামুন! আরে, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে? মনে হচ্ছে—অনুতাপ করে আবার দেবী এসেছেন হয়ত।

রাজা—বন্ধু, দেবী উদার। কখনও এমনও হয়ত হতে পারে। সুতরাং তাড়াতাড়ি দেখ।

বিদূষক—যা আদেশ করেন। (এই বলে বেরিয়ে গেলেন)

সাগরিকা (এগিয়ে এসে)—তাহলে এই মাধবীলতার দড়ি করে অশোকগাছে নিজেকে ঝুলিয়ে হত্যা করব। (এই বলে লতার বন্ধন রচনা করতে করতে) হায় পিতা, হায় মাতা, এই হতভাগিনী আমি অনাথা, নিরাশ্রয় হয়ে মরছি।

(এই বলে গলায় লতার দড়ি দিলেন)

বিদূষক (দেখে)—এ আবার কে? আরে, দেবী বাসবদত্তা[৬]! (ব্যাকুল হয়ে উচ্চকণ্ঠে) বন্ধু, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এই যে দেবী বাসবদত্তা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করছেন!

রাজা (ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে)—বন্ধু, কোথায় সে? কোথায় সে?

বিদূষক—এই তো!

রাজা (গলা থেকে দড়ি সরিয়ে)—সাহসিকা, এ কি অকাজ হয়েছে? রজ্জু তোমার

কণ্ঠে লগ্ন, এদিকে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে। তাই স্বার্থের জন্যই আমার এই চেষ্টা। প্রিয়া, তুমি সাহস ত্যাগ কর।১৬

সাগরিকা (রাজাকে দেখে)—ওমা, এ যে মহারাজ! (আনন্দে, মনে মনে) সত্যি এঁকে দেখে আমার বাঁচবার ইচ্ছা হচ্ছে। কিংবা এঁকে দেখে কৃতার্থ হয়ে সুখে ফাঁসি দিয়ে মরব। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, ছাড়ুন আমায়, ছাড়ুন। পরাধীন এই জন, মরবার এমন সুযোগ পাবে না, আপনিও দেবীর কাছে নিজেকে অপরাধী করবেন না।

(এই বলে আবার দড়ি গলায় দিতে উদ্যত হলেন)

রাজা (খুঁটিয়ে দেখে, সহর্ষে)—এ যে প্রিয়া সাগরিকা! (এই বলে গলা থেকে দড়ি টেনে নিয়ে) এই গুরুতর দুঃসাহসের কাজ কোরো না, কোরো না। তাড়াতাড়ি এই লতার দড়ি ফেলে দাও। প্রাণেশ্বরী, আমার জীবন তো যেতে বসেছে, তাকে রোধ করতে মুহূর্তে আমার এই কণ্ঠে তোমার বাহুবন্ধন রাখ।১৭

(বাহুবন্ধন গ্রহণ করে গলায় রেখে স্পর্শের সুখ অভিনয় করে বিদূষকের প্রতি) বন্ধু, বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত!

বিদূষক—আরে, তাই বটে, আবার আকাশের ঝড় হয়ে দেবী বাসবদত্তা না এসে পড়েন।

(তারপর বাসবদত্তা এবং কাঞ্চনমালা প্রবেশ করলেন)

বাসবদত্তা—দেখ্ কাঞ্চনমালা, অমনভাবে আর্যপুত্র পায়ে পড়েছিলেন, তাঁকে অগ্রাহ্য করে চলে এসে আমি বড় নিষ্ঠুর কাজ করেছি। তাই এবার নিজে গিয়ে মান ভাঙব।

কাঞ্চনমালা—দেবী ছাড়া আর কে এমন কথা বলতে জানে? বরং সেই দেবই দুর্জন হোন, কিন্তু দেবী যেন না হন। আসুন, আসুন তবে দেবী।

(এই বলে হাঁটতে লাগলেন)

রাজা—অয়ি সরলা, এখনও কি উদাসীন হয়ে আমার বাসনা বিফল করবে?

কাঞ্চনমালা (কান দিয়ে)—দেবী, কাছেই যখন মহারাজ কথা বলছেন, তখন মনে হচ্ছে—আপনারই মান ভাঙতে আসছেন। দেবী, তবে এগিয়ে যান।

বাসবদত্তা (আনন্দে)—তাহলে লুকিয়ে পিছন দিকে গিয়ে কণ্ঠে ধরে প্রসন্ন করব।

বিদূষক—আর্যা সাগরিকা, নিশ্চিন্ত হয়ে প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করুন।

বাসবদত্তা (শুনে, বিষণ্ণ হয়ে)—কাঞ্চনমালা, সেই সাগরিকাও যে এখানেই আছে! তবে শোনা যাক্, পরে কাছে যাব। (এই বলে তাই করলেন)

সাগরিকা—মহারাজ, এই মিথ্যা দাক্ষিণ্যে কাজ কি? প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর দেবীর কাছে আবার নিজেকে অপরাধী করছেন কেন?

রাজা—দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, নিঃশ্বাসে দেবীর স্তন দুটি কম্পিত হলে আমিও কেঁপে উঠেছি। তিনি কথা বন্ধ করলে মিষ্টি কথা বলেছি। ভ্রূকুটিতে তাঁর মুখ কুটিল হলে তাঁর পায়ে পড়েছি। এইভাবে আমার সহজ আভিজাত্য থেকে দেবীর পরম সেবাই করেছি, কিন্তু যে ভালোবাসা প্রেমের বন্ধনে আনন্দময়, তা তোমার জন্যেই।১৮

বাসবদত্তা (এগিয়ে, ক্রোধে)—আর্যপুত্র, এ ঠিকই হয়েছে, এ আপনারই উপযুক্ত।

রাজা (দেখে, সবিস্ময়ে)—দেবী, অকারণে আমায় বকতে পার না। বেশের মিল

থাকায় তোমাকে মনে করেই প্রতারিত হয়ে আমরা এখানে এসেছি। অতএব ক্ষমা কর। (এই বলে পায়ে পড়লেন)

বাসবদত্তা (ক্রোধে)—আর্যপুত্র, উঠুন উঠুন। এখনও কেন সহজাত আভিজাত্যে (আমার) সেবা করে দুঃখ অনুভব করছেন !

রাজা (মনে মনে)—এ-ও দেবী শুনেছেন ! তবে তো কোন দিকেই দেবীকে প্রসন্ন করবার উপায় নেই। (এই বলে মুখ নীচু করে রইলেন)

বিদূষক—দেবী, আপনি নিজেকে দড়িতে ঝুলিয়ে বিপদে পড়েছেন—বেশের সাদৃশ্যে এই ভুল করে আমি প্রিয়বন্ধুকে এখানে এনেছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে এই লতার দড়ি দেখুন।

বাসবদত্তা (সক্রোধে)—দেখ্ কাঞ্চনমালা, এই লতার দড়ি দিয়েই এই ব্রাহ্মণকে বেঁধে নে। এই উদ্ধত মেয়েটাকেও আগে আগে নিয়ে চল্।

কাঞ্চনমালা—দেবী যা আদেশ করেন। হতভাগা, এবার নিজের ঔদ্ধত্যের ফল ভোগ কর। 'দেবীর দুর্বচনে কান কটু হয়েছে' সেই কথাটা স্মরণ কর। সাগরিকা, তুমিও আগে চল।

সাগরিকা (মনে মনে)—মৃত্যু নেই আমার, স্বেচ্ছায় মরতে চেয়েও পারলাম না।

বিদূষক (বিষাদে)—বন্ধু, দেবীর বন্ধনে আমি বিপন্ন—আমাকে মনে রাখবেন !

(রাজার দিকে চাইলেন)

(সাগরিকা রাজাকে দেখছিলেন। তাঁকে এবং বসন্তককে নিয়ে কাঞ্চনমালার সঙ্গে বাসবদত্তার প্রস্থান)

রাজা (সখেদে)—কি কষ্ট, কি কষ্ট ! আমি কি দীর্ঘদিনের ক্রোধে স্নিগ্ধ হাস্যহীন দেবীর সেই মুখের কথা ভাবব, কিংবা অতিবর্ধিত ক্রোধে তিনি যে ভীত সাগরিকাকে তর্জন করেছিলেন তার কথা ভাবব, অথবা এখানে থেকে যে বন্দী বসন্তককে নিয়ে গেল তার কথা ভাবব—হায় এইভাবে সবরকমের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে ক্ষণকালও শান্তি পাচ্ছি না।১৯

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ সঙ্কেত নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অঙ্ক × × × × × × × × × × × ×

॥ প্রবেশক ॥

(রত্নমালা[১] নিয়ে সুসংগতা প্রবেশ করল)

সুসংগতা (করুণভাবে নিঃশ্বাস ফেলে)—হায় প্রিয়সখী সাগরিকা, হায় লজ্জাশীলা, হায় সখীপ্রিয়া, হায় উদারপ্রকৃতি, হায় সুদর্শনা, কোথায় গেলে ? আমার কথার উত্তর দাও। (এই বলে কাঁদতে লাগল। উপরের দিকে তাকিয়ে, নিঃশ্বাস ফেলে)। হে নিষ্ঠুর, পোড়া বিধাতা অমন অসাধারণ রূপের শোভা যদি গড়েছিলে, তবে এই বিপাকে তাকে কেন ফেললে ? জীবনে নিরাশ হয়ে সে 'এই রত্নমালা কোন ব্রাহ্মণের হাতে দিও' এই বলে আমার হাতে দিয়েছে। এখন

তাই কোন্ ব্রাহ্মণকে খুঁজি। আরে, এই তো ব্রাহ্মণ বসন্তক এই দিকেই আসছেন। তাহলে এঁকেই দান করি।

(অতঃপর আনন্দিত বসন্তক প্রবেশ করলেন)

বসন্তক –আজ প্রিয়বন্ধু দেবীকে প্রসন্ন করেছেন। দেবী বাসবদত্তা আমাকে বন্ধন থেকে যুক্ত করে আপন হাতে মোয়া, লাড়ু দিয়ে আমার উদর পূর্ণ করেছেন। তাছাড়া, এই একজোড়া পট্টবস্ত্র এবং কানের গয়না দিয়েছেন। এবার তবে প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে দেখা করি। (এই বলে হাঁটতে লাগলেন)

সুসংগতা (কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ এগিয়ে এসে)—আর্য বসন্তক, মুহূর্ত দাঁড়ান।

বিদূষক (দেখে)—আরে, সুসংগতা! সুসংগতা, এখানে কাঁদছ কেন? সাগরিকার কি সাংঘাতিক কিছু হল?

সুসংগতা—আর্য বসন্তক, সেই বিপদের কথাই তো বলছি। সেই হতভাগিনীকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়েছেন এইরকম গুজব রটিয়ে মাঝরাতে কোথায় নিয়ে গিয়েছেন জানি না।

বিদূষক (উদ্বেগের সঙ্গে)—আর্যা সাগরিকা, হায় মৃদুভাষিণী, এখন তুমি কোথায়? আমার কথার জবাব দাও। দেবী তোমার প্রতি বড় নিষ্ঠুর কাজ করেছেন।

সুসংগতা—আর্য বসন্তক, জীবনে নিরাশ হয়ে সে 'এই রত্নমালা আর্য বসন্তকের হাতে দিও' এই বলে আমার হাতে দিয়েছে। আর্য, তবে এটি গ্রহণ করুন।

বিদূষক (সজল নয়নে করুণভাবে কান দুটি ঢেকে)—দেখ, এই অবস্থায় কেমন করে আমার হাত এটি নিতে এগোবে! (এই বলে দুজনেই কাঁদতে লাগলেন)

সুসংগতা (হাত জোড় করে)—তার প্রতি দয়া করে আর্য এটি গ্রহণ করুন।

বিদূষক (চিন্তা করে)—তবে দাও। এইটে দিয়েই সাগরিকার বিরহে কাতর প্রিয়-বন্ধুকে শান্তি দেব। (সুসংগতা বসন্তকের হাতে রত্নমালা দিল)

বিদূষক (গ্রহণ করে, দেখে, বিস্ময়ে)—আচ্ছা এরকম গয়না কোথা থেকে এল?

সুসংগতা—আর্য, আমিও কৌতূহলের বশে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

বিদূষক—তখন তিনি কি বললেন?

সুসংগতা—তখন সে ঊর্ধ্বে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, 'সুসংগতা, তোমার এখন এ কথায় কাজ কি?'—এই বলে কাঁদতে লাগল।

বিদূষক—তা সে একরকম বলেই দিল! এসব অলংকার সাধারণ লোকের ঘরে থাকে না। এতেই মনে হচ্ছে—সে সব দিক দিয়ে উঁচু ঘরে জন্মেছে। সুসংগতা, প্রিয়বন্ধু এখন কোথায়?

সুসংগতা—আর্য, মহারাজ এইমাত্র দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে স্ফটিক-শিলামণ্ডপে গিয়েছেন। আপনি তবে যান, আমিও দেবী বাসবদত্তার পাশে উপস্থিত হই।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রবেশক ॥

(অতঃপর আসনে অবস্থিত রাজার প্রবেশ)

রাজা (চিন্তা করে)—ছলনাময় শপথ, মিষ্টি কথা, যথেষ্ট পরিমাণে দেবীর ইচ্ছামতো কাজ করা, জড়সড়ভাবে পায়ে পড়া এবং সখীদের বারবার অনুরোধেও দেবী

তেমন প্রসন্ন হলেন না, রোদন করে অশ্রুতে ধুয়ে ফেলে যেন তিনি ক্রোধ দূর করলেন।১

(উৎকণ্ঠাভরে নিঃশ্বাস ফেলে) দেবী প্রসন্ন হওয়ার পর এখন শুধু সাগরিকার চিন্তাই আমাকে পীড়া দিচ্ছে। কেননা, পদ্মের গর্ভের মতো কোমল দেহ সেই প্রিয়তমা মনে হয় প্রথম প্রেমের গাঢ় কণ্ঠালিঙ্গনে দ্রব হয়ে সদ্য সদ্য পতিত মদনবাণের ছিদ্রপথে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে।২

(চিন্তা করে) আমার যে বিশ্রামের স্থান বসন্তক—দেবী তাকেও বন্ধনে রেখেছে। তবে কার কাছে অশ্রু-বিসর্জন করব?

(এই বলে নিঃশ্বাস ফেললেন)

(অতঃপর বসন্তক প্রবেশ করলেন)

বসন্তক (দেখে, বিস্ময়ে)—এই তো গভীর উৎকণ্ঠায় কৃশ হলেও প্রশংসনীয় লাবণ্যে পূর্ণ দেহ ধারণ করে উদিত দ্বিতীয় চন্দ্রের মতো সুন্দরতর হয়েছেন প্রিয়বন্ধু! তবে এঁর কাছে যাই। (কাছে গিয়ে) আপনার মঙ্গল হোক্। দেখুন, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, কেননা দেবীর হাতে পড়েও এই চক্ষু দিয়ে আপনাকে দেখছি।

রাজা (দেখে, আনন্দে)—আরে, বসন্তক এসেছ! বন্ধু, আমায় আলিঙ্গন কর।

বিদূষক (আলিঙ্গন করে)—বন্ধু, দেবী আমায় দয়া করেছেন।

রাজা—তোমার পোশাক দেখেই অনুগ্রহ বুঝেছি। তবে বল, এখন সাগরিকার সংবাদ কি? (বিদূষক লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন)

রাজা—বন্ধু, কথা বলছ না কেন?

বিদূষক—বন্ধু, আপনাকে অপ্রিয় কথা বলতে পারছি না।

রাজা (উদ্বেগ এবং ব্যস্ততার সঙ্গে)—বন্ধু, অপ্রিয় কেন? বোঝা যাচ্ছে—সে জীবন দিয়েছে। হায় প্রিয়া সাগরিকা! (মূর্ছিত হলেন)

বিদূষক (সবেগে)—সমাশ্বস্ত হোন্, সমাশ্বস্ত হোন্ প্রিয়বন্ধু!

রাজা (সমাশ্বস্ত হয়ে সজল নয়নে)—হে প্রাণ, অনুকূল হও, আমার কথা শোন, অনুদার আমাকে সত্যিই পরিত্যাগ করো। যদি শীঘ্র না যাও, তবে বঞ্চিত হয়ে অবস্থান করো, সেই গজগামিনী এতক্ষণ বহুদূরে চলে গিয়েছেন।৩

বিদূষক—আর অন্যরকম ভাববেন না। সেই হতভাগিনীকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়েছেন এই শোনা যাচ্ছে। তাই আমি 'অপ্রিয়' এই কথা বলছি।

রাজা—কি, উজ্জয়িনীতে পাঠিয়েছেন! আমার প্রতি কি বিরুদ্ধ আচরণ! বন্ধু, তোমায় কে বলল একথা?

বিদূষক—সুসংগতা। তাছাড়া আমার হাতে কোন্ প্রয়োজনে[২] এই রত্নমালা পাঠিয়েছে!

রাজা—অন্য কি আমায় আশ্বস্ত করতে পারে? তাহলে বন্ধু, আন।

(বিদূষক আনলেন)

রাজা (রত্নমালা নিয়ে পরীক্ষা)—আহা! কণ্ঠের আলিঙ্গন[৩] লাভ করে তার অঙ্গ থেকে বিচ্যুত এই রত্নমালা সমান অবস্থার রাথীর মতো আমার দেহকে শান্তি দিচ্ছে।৪ বন্ধু, তুমি এটি পরো, তবে আমি একে দেখেও ধৈর্যলাভ করব।

বিদূষক—আপনি যা আদেশ করেন। (এই বলে গলায় পরলেন)

রাজা (অশ্রুমোচন করে, নিঃশ্বাস ফেলে)—বন্ধু, প্রিয়ার পুনরায় দর্শন দুর্লভ হল।

বিদূষক (ভয়ে চারদিক দেখে)—অত জোরে বলবেন না। দেবীরা কেউ এখানে যাতায়াত করতে পারে।

(অতঃপর বেত্রহস্তে বসুন্ধরা[৪] প্রবেশ করল)

বসুন্ধরা (কাছে এসে)—মহারাজের জয় হোক্, জয় হোক্। এই রুমণ্বানের ভাগিনেয় কিছু নিবেদন করবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা—বসুন্ধরা, অবিলম্বে প্রবেশ করাও।

বসুন্ধরা—মহারাজ যা আদেশ করেন। (বেরিয়ে গিয়ে বিজয়বর্মার সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করে) বিজয়বর্মা, এই তো মহারাজ। আর্য, এঁর কাছে আসুন!

বিজয়বর্মা (কাছে এসে)—মহারাজের জয় হোক্, জয় হোক্! মহারাজ, রুমণ্বানের জয়লাভে সৌভাগ্যবশতঃ আপনি সমৃদ্ধিযুক্ত হয়েছেন।

রাজা (আনন্দের সঙ্গে)—বিজয়বর্মা, কোশলদেশ কি জয় করা হয়েছে?

বিজয়বর্মা—মহারাজের প্রভাবে।[৫]

রাজা—সাধু রুমণ্বান্, সাধু। অল্প সময়ে গুরুতর কাজ সম্পন্ন করেছ। বিজয়বর্মা, বল তবে কাহিনী। আমি বিশদভাবে শুনতে চাই।

বিজয়বর্মা—মহারাজ, শুনুন। আমরা এখান থেকে মহারাজের আদেশে কয়েকদিনের মধ্যেই বহু হাতী, ঘোড়া, পদাতিক্ সৈন্যে দুর্বার বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলাম; তারপর বিন্ধ্যপর্বতে কোশলরাজের দুর্গের দ্বার অবরুদ্ধ করে সৈন্যসমাবেশ করতে আরম্ভ করলাম।

রাজা—তারপর? তারপর?

বিজয়বর্মা—তারপর কোশলরাজও অতিদর্পে অপমান সহ্য করতে না পেরে হস্তিবহুল সমস্ত সৈন্য সজ্জিত করলেন।

বিদূষক—ওহে, ধীরে ধীরে বল, আমার বুক কাঁপছে।

রাজা—তারপর? তারপর?

বিজয়বর্মা—মহারাজ, সংকল্পে স্থির হয়ে—

তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করবার জন্য বিন্ধ্যপর্বত থেকে আর একটি বিন্ধপর্বতের মতো বেরিয়ে এসে বহু গজরাজের রচিত শিরোমালা দিয়ে সমস্ত দিক্‌বিভাগ রুদ্ধ করে (কোশলরাজ) সামনে দাঁড়ালেন। মুহূর্তের মধ্যে রুমণ্বানও অভীষ্টলাভের জন্য দ্বিগুণ উল্লাসে, বাণ নিক্ষেপ করতে করতে মত্তহস্তীদের দ্বারা পদাতিক বাহিনীকে দলিত করে বেগে ঝাঁপ দিয়ে তাঁর সম্মুখীন হলেন।৫

অধিকন্তু, অস্ত্রের আঘাতে শিরস্ত্রাণ টুকরো হয়ে পড়ে গেল, মস্তক ছিন্ন হল, মুহূর্তের মধ্যে রক্তের নদী বইল, অস্ত্রের ঝনৎকার জেগে উঠল, বর্ম থেকে অগ্নি নির্গত হল—এমন যুদ্ধক্ষেত্রের শীর্ষে প্রধান সৈন্যদল পরাস্ত হলে সেই কোশলরাজকে আহ্বান করে—

রাজা—কি? আমাদের সৈন্যও বিনষ্ট হল?

বিজয়বর্মা—মত্ত হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন কোশলরাজ। একা রুমণ্বান শত শত শরের আঘাতে তাঁকে নিহত করলেন।৬

বিদূষক—জয় হোক্, জয় হোক্ আপনার! আমরা জয়লাভ করেছি।

(এই বলে নাচতে লাগলেন)

রাজা—সাধু, কোশলরাজ, সাধু ! আপনার মৃত্যুও প্রশংসনীয়—শত্রুরাও যাঁর পুরুষকারের এমন বর্ণনা করে। তারপর, তারপর ?

বিজয়বর্মা—মহারাজ, তারপর রুমণ্বান্ ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়বর্মাকে কোশলরাজ্যে রেখে প্রহারে বিক্ষত হস্তিবহুল সমস্ত বাহিনীকে অনুসরণ করতে করতে ধীরে ধীরে আসছেন।

রাজ—বসুন্ধরা, যৌগন্ধরায়ণকে বল, আমার পারিতোষিকের সামর্থ্য যেন প্রদর্শন করে।

বসুন্ধরা—মহারাজ যা আদেশ করেন।

(এই বলে বিজয়বর্মার সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন)।

(অতঃপর কাঞ্চনমালা প্রবেশ করল)।

কাঞ্চনমালা—আমার দেবী আদেশ করেছেন ঃ 'যা তো কাঞ্চনমালা, এই ঐন্দ্রজালিককে আর্যপুত্রের সঙ্গে দেখা করিয়ে দে।' (এই বলে হেঁটে চেয়ে দেখে)। এই তো মহারাজ ! তবে এর কাছে যাই। (কাছে এসে)। মহারাজের জয় হোক্, জয় হোক্। মহারাজ, দেবী জানাচ্ছেন—উজ্জয়িনী থেকে সম্বরসিদ্ধি[৬] নামে এই ঐন্দ্রজালিক এসেছেন। মহারাজ, এঁকে দেখুন।

রাজা—ঐন্দ্রজালিকের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ আছে, কাজেই তাড়াতাড়ি প্রবেশ করাও।

কাঞ্চনমালা—মহারাজ যা আদেশ করেন। (এই বলে বেরিয়ে গিয়ে একতাড়া ময়ূরের পালক[৭] হাতে এক ঐন্দ্রজালিকের সঙ্গে প্রবেশ করল)।

পরিচারিকা—আসুন, আসুন, আর্য।

(ঐন্দ্রজালিক হাঁটতে লাগলেন)

পরিচারিকা - এই মহারাজ। আর্য, কাছে আসুন।

ঐন্দ্রজালিক—মহারাজের জয় হোক্, জয় হোক্। (কাছে এসে ময়ূরের পালক ঘুরিয়ে) ইন্দ্রজাল শব্দে যাঁর নাম পাওয়া যায়, সেই ইন্দ্রের চরণে (সকলে) প্রণাম করো। সুপ্রতিষ্ঠিত যাঁর যশ, সেই অসুর সম্বরের চরণেও তেমনি প্রণাম করো। ৭

মহারাজ, পৃথিবীতে চাঁদ, আকাশে পর্বত, জলে আগুন, দুপুরেও সন্ধ্যাকাল হবে কি ? আদেশ করুন। ৮

হরি, হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা, ইন্দ্র এবং আকাশে সিদ্ধ, চারণ এবং দেববৃন্দের নৃত্যরতা বধূদের দৃশ্য দেখাব। ৯

অথবা, বেশী কথা বলে লাভ কি, মনে যা-ই দেখতে চান, গুরুর মন্ত্রপ্রভাবে তাই দেখাব। ১০

বিদূষক—বন্ধু, সতর্ক হোন্। এমন ভূমিকা জুড়েছে যে, এর পক্ষে সবই সম্ভব !

রাজা—ভদ্র, একটু অপেক্ষা করো। কাঞ্চনমালা, দেবীকে বল—তোমাদেরই দেশের এই ঐন্দ্রজালিক। এ জায়গাও নির্জন করেছি, অতএব এস, এক সঙ্গেই দেখব।

পরিচারিকা—মহারাজ যা আদেশ করেন। (এই বলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাসবদত্তার সঙ্গে প্রবেশ করল)।

বাসবদত্তা—কাঞ্চনমালা, উজ্জয়িনী থেকে এসেছে বলে সেই ঐন্দ্রজালিকের প্রতি আমার স্নেহ রয়েছে।

কাঞ্চনমালা—এটি জ্ঞাতিকুলের প্রতি দেবীর সমাদর। তবে আসুন, আসুন, দেবী।

(এই বলে দু'জনে চলতে লাগলেন)

কাঞ্চনমালা—দেবী, এই মহারাজ। দেবী, এগিয়ে যান।
বাসবদত্তা (কাছে গিয়ে)—আর্যপুত্রের জয় হোক্, জয় হোক্।
রাজা—দেবী, এ অনেক গর্জন করেছে। তা এখানে বসেই দুজনে দেখি।

(বাসবদত্তা বসলেন)

রাজা—ভদ্র, এখন ইন্দ্রজাল সুরু করো।
ঐন্দ্রজালিক—মহারাজ যা আদেশ করেন! (অনেক রকম অভিনয় করে, পালক ঘুরিয়ে হরিহর ব্রহ্মা প্রভৃতি (শ্লোক ৯ দ্রষ্টব্য) পাঠ করতে লাগলেন। সকলে অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন)।
রাজ (উপরের দিকে চেয়ে আসন থেকে নামতে নামতে)—আশ্চর্য, আশ্চর্য!
বিদূষক—আশ্চর্য, আশ্চর্য!
রাজা—দেবী, দেখ—এই পদ্মাসনে ব্রহ্মা, এই মাথায় চন্দ্রকলাভুষিত মুকুট পরা মহাদেব; ধনুক, অসি, গদা এবং চক্র চিহ্নিত চারটি বাহুমণ্ডিত ঐ দৈত্যনাশক (বিষ্ণু), ঐরাবতে উপবিষ্ট এই ত্রিদশপতি (ইন্দ্র); হে দেবী, ঐ অন্য সব দেববৃন্দ, আর এই চঞ্চল চরণে নূপুর শিঞ্জিত করে দিব্যনারীরা আকাশে নৃত্য করছেন।১১
বাসবদত্তা—আশ্চর্য, আশ্চর্য!
বিদূষক (জনান্তিকে)—আহা, দাসীর পুত্র ঐন্দ্রজালিক, এইসব দেবতা এবং অপ্সরাদের দেখিয়ে লাভ কি? যদি এঁকে সন্তুষ্ট করতে চাও তো সাগরিকাকে দেখাও।

(অতঃপর বসুন্ধরা প্রবেশ করল)

বসুন্ধরা (রাজার কাছে এসে)—জয় হোক্, জয় হোক্ মহারাজের। অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ মহারাজের চরণযুগলে একথা জানাচ্ছেন—'বিক্রমবাহু প্রধান অমাত্য বসুভূতিকে পাঠিয়েছেন। মহারাজ এই সুন্দর মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। আমিও অবশিষ্ট কাজ শেষ করে এলাম বলে[৮]!'
বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, থাক্ এখন ইন্দ্রজাল। মাতুলগৃহ থেকে[৯] প্রধান অমাত্য বসুভূতি এসেছেন। আর্যপুত্র, এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।
রাজা—দেবী, যা বলছ। (ঐন্দ্রজালিকের প্রতি) ভদ্র, এখন বিশ্রাম কর।
ঐন্দ্রজালিক (আবার ময়ূরপুচ্ছ ঘোরালেন)—মহারাজ যা আদেশ করেন। (বেরিয়ে যেতে যেতে) মহারাজকে কিন্তু আমার একটি খেলা অবশ্য দেখতে হবে।
রাজা—ভদ্র, আচ্ছা দেখব।
বাসবদত্তা—কাঞ্চনমালা, তুই যা, এঁকে পারিতোষিক দে।
কাঞ্চনমালা—দেবী যা আদেশ করেন। (ঐন্দ্রজালিকের সঙ্গে বেরিয়ে গেল)
রাজা—বসন্তক, এগিয়ে গিয়ে বসুভূতিকে প্রবেশ করাও।
বিদূষক—মহারাজ যা আদেশ করেন। (এই বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

(অতঃপর বসুভূতি এবং বাভ্রব্যের প্রবেশ, পিছনে বসন্তক)

বিদূষক—আসুন, আসুন, আমাত্য!
বসুভূতি—আহা, বৎসেশ্বরের কি প্রভাব! কেননা, জয়হস্তীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, প্রিয় অশ্বগুলি দেখতে দেখতে, সঙ্গীতের ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে, রাজগণের সভায়

ক্ষণকাল অবস্থান করে আমি এই মুহূর্তে সিংহলরাজের ঐশ্বর্য বিস্মৃত হয়েছিলাম। ঘরের একপাশে অবস্থিত দ্বারীও আমায় তীব্র কৌতূহলে দেখালো —যেন গ্রাম্য বলে স্থির করেছে।১২

বাভ্রব্য—বসুভূতি দেখুন, আজ দীর্ঘকাল পরে প্রভুকে দেখব এই ভেবে সত্যই আনন্দের আতিশয্যে আমি যেন অন্য অবস্থা অনুভব করছি। কারণ, এই আনন্দ ভয়ে আমার কম্পন বাড়িয়েছে। অস্পষ্ট দৃষ্টি অশ্রুজলে আরও আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। স্খলিত অক্ষরের ভাষা গদ্‌গদবাক্যে আরও জড়িত করে দিল। (এইভাবে এই আনন্দ) আজ আমার বার্ধক্যের সাহায্য করছে।১৩

বিদূষক (এগিয়ে গিয়ে)—আসুন, আসুন, অমাত্য।

বসুভূতি (বিদূষকের কণ্ঠে রত্নমালা দেখে, আড়ালে)—বাভ্রব্য, দেখছি এই সেই রত্নমালা যা প্রস্থানের সময় মহারাজ (সিংহলরাজ) রাজকুমারীকে দিয়েছিলেন!

বাভ্রব্য—অমাত্য, মিল আছে। তবে কি বসন্তকের কাছে জানব, এ কেমন করে এল?

বসুভূতি—না বাভ্রব্য, এমন করবেন না। বিশাল রাজবংশে বহু রত্ন, তাই অলঙ্কারের সাদৃশ্য দুর্লভ নয়। (এই বলে হাঁটতে লাগলেন)

বিদূষক (রাজাকে উদ্দেশ্য করে)—এই বৎসরাজ। অমাত্য, কাছে যান।

বসুভূতি (কাছে গিয়ে)—মহারাজের জয় হোক্‌, জয় হোক্‌!

রাজা (উঠে)—অভিবাদন করছি।

বসুভূতি—আপনি পরম কল্যাণময় হোন্‌।

রাজা—আর্যকে আসন দাও, আসন দাও!

বিদূষক (আসন নিয়ে)—এই যে আসন। অমাত্য, উপবেশন করুন।

(বসুভূতি উপবেশন করলেন)

বাভ্রব্য—মহারাজ, বাভ্রব্য প্রণাম করছে[৪০]।

রাজা (পিঠে হাত দিয়ে)—বাভ্রব্য, এখানে বসুন!

বাভ্রব্য (বসে)—দেবী, বাভ্রব্য প্রণাম করছে।

বিদূষক—অমাত্য, এই দেবী বাসবদত্তা প্রণাম করছেন।

বাসবদত্তা—আর্য, প্রণাম করছি।

বসুভূতি—আয়ুষ্মতী, বৎসরাজের মতো পুত্রলাভ করো।

রাজা—আর্য বসুভূতি, পূজনীয় সিংহরাজের কুশল তো?

বসুভূতি (উপরের দিকে চেয়ে, নিঃশ্বাস ফেলে)—দুর্ভাগা আমি, কি বলব জানি না মহারাজ।

বাসবদত্তা (বিষণ্ণ হয়ে, মনে মনে)—হায় হায়! বসুভূতি এখন কি বলবেন?

রাজা—বসুভূতি, বলুন, কেন আমায় এমন করে ব্যাকুল করছেন?

বাভ্রব্য (আড়ালে)—অনেক দেরী করলেও যা বলতেই হবে, তা এখনই বলে দিন।

বসুভূতি (অশ্রুমোচন করে)—মহারাজ, বলতে পারছি না। তবু হতভাগ্য আমি বলছি। সিংহল-অধিপতির সেই যে রত্নাবলী নামে আয়ুষ্মতী কন্যা, সিদ্ধেরা আদেশ করেছিলেন, যিনি এঁর পাণিগ্রহণ করবেন তিনি সার্বভৌম[৪১] রাজা হবেন—

রাজা—তারপর, তারপর?

বসুভূতি—তাতে বিশ্বাস করে আর্যের জন্য যৌগন্ধরায়ণ বহুবার প্রার্থনা করলেও বাসবদত্তার মনের দুঃখ এড়াবার জন্য সিংহলরাজ দেন নি।

রাজা (আড়ালে)—দেবী, তোমার মহালের অমাত্য এখন অলীক এসব কি বলছেন?

বাসবদত্তা (চিন্তা করে)—আর্যপুত্র, আমিও জানি না[১১] কে এই ব্যাপারে অলীক ব্যাপার বলছে?

বিদূষক—তার পর কি হল?

বসুভূতি—তারপর লাবণ্যকের আগুনে বাসবদত্তা পুড়ে মরেছেন এই খবর তৈরী করে মহারাজ তাঁর (সিংহলরাজের) কাছে বাভ্রব্যকে পাঠিয়েছিলেন। তখন পূজনীয় সিংহলেশ্বর 'মহারাজের সঙ্গে যেন আমাদের সম্বন্ধ লোপ না হয়' এই ভেবে সেই রত্নাবলীকে দান করলেন। মহারাজের হাতে অর্পণ করবার জন্য আমরা যখন আনছিলাম তখন সমুদ্রে যানভঙ্গ হয়ে ডুবে গেছে।

(এই বলে রোদন করতে করতে মুখ নীচু করে রইলেন)

বাসবদত্তা (অশ্রুমোচন করে)—হায়, হতভাগিনী আমি মরলাম। হায় ভগিনী রত্নাবলী, এখন তুমি কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও!

রাজা আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। দৈবের গতি দুর্বোধ্য। যানভঙ্গে সমুদ্রে পড়ে আবার উঠেছেন, এঁরাই তোমার কাছে প্রমাণ।

(এই বলে বসুভূতি এবং বাভ্রব্যকে দেখালেন)

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, এ ঠিক, কিন্তু আমার এ ভাগ্য কেমন করে হবে?

রাজা (আড়ালে)—বাভ্রব্য, এসব কি? আমি মোটেই বুঝছি না।

বাভ্রব্য—মহারাজ, শুনুন— (নেপথ্যে গুরুতর কোলাহল)

শিখর দ্বারা যেন সৌধগুলি স্বর্ণশিখরের শোভা সম্পাদন করে উদ্যানের, ঘন বৃক্ষরাজির চূড়া ঝলসে দিয়ে অতি তীব্র তাপ সূচিত করে, ধোঁয়ার আবরণে ক্রীড়াশৈলকে সজল মেঘের মতো শ্যামল করে, নারীজনকে দাহে পীড়িত করে, এই অগ্নি অন্তঃপুরে সহসা উদ্দীপ্ত হয়েছে।১৪

তাছাড়া, অতীতে লাবাণকে দেবীর দগ্ধ হওয়ার জনরব উঠেছিল, তাকেই সত্য করবার জন্য যেন এখানে এই আগুন জেগে উঠেছে।১৫

(সকলে দিশাহারা হয়ে দেখতে লাগলেন)

রাজা—কি, অন্তঃপুরে আগুন? (উত্তেজিত হয়ে) কি, দেবী বাসবদত্তা দগ্ধ হয়েছেন।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন![১২]

রাজা—আরে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পাশে থাকা দেবীকে দেখিনি! (দেবীর হাত ধরে আলিঙ্গন করে) দেবী, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও!

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, আমি নিজের জন্য বলিনি, কিন্তু এই সাগরিকাকে নিষ্ঠুর হয়ে আমি শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছি, সে বিপন্ন হল। তাকে রক্ষা করুন আর্যপুত্র!

রাজা—দেবী, সাগরিকা বিপন্ন? এই আমি চললাম।

বসুভূতি—মহারাজ, অকারণ কেন পতঙ্গের মতো পুড়ে মরবেন?

বাভ্রব্য—মহারাজ, বসুভূতি ঠিকই বলেছেন।

বিদূষক (রাজার চাদর ধরে) – দেখুন, সাহস করবেন না।
রাজা (চাদর টেনে)—আরে দূর মূর্খ, সাগরিকা বিপন্ন, এখনও কি বেঁচে থাকব ?
(আগুনে প্রবেশের অভিনয় করে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবার অভিনয় করলেন)
হে বহ্নি, থাম, থাম। অবিরল এই ধূম উদ্‌গীরণ পরিত্যাগ করো। কেন এই তীব্র শিখামণ্ডল প্রকাশ করছ ? প্রিয়ার বিরহের আগুনে যে দগ্ধ হয় নি, প্রলয়বহ্নির দ্যুতিতে তুমি তার কি করবে ?১৬
বাসবদত্তা—হায়, এই হতভাগিনীর কথাতেই আর্যপুত্র এমন সঙ্কল্প নিলেন। তবে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ ? আমিও আর্যপুত্রকেই অনুসরণ করব।
বিদূষক (হেঁটে আগে গিয়ে)—দেবী, আমিও পথপ্রদর্শক হই।[১৩]
বসুভূতি– একি, বৎসরাজ যে চলেই গেলেন আগুনে! তবে আমিও তো রাজপুত্রীর সর্বনাশ দেখেছি—অতএব এখানেই নিজেকে আহুতি দেওয়া উচিত।
কঞ্চুকী (অশ্রুসজল হয়ে)—হায় মহারাজ, কেন অকারণে ভরতবংশকে[১৪] সংশয় ও অনিশ্চিত অবস্থায় ফেললেন। আর প্রলাপবাক্য বলে কি হবে ? আমিও ভক্তির যোগ্য আচরণ করি।
(এই বলার পর সকলে অগ্নিপ্রবেশের অভিনয় করলেন)
রাজা (দক্ষিণবাহুর স্পন্দন লক্ষ্য করে)—এই অবস্থায় আমার কোথা থেকে এই ফল লাভ হবে ? (সামনে দেখে আনন্দ এবং উদ্বেগের সঙ্গে) আরে সাগরিকা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত ওকে আশ্বস্ত করি।
(অতঃপর শৃঙ্খলে বাঁধা সাগরিকার প্রবেশ)
সাগরিকা (চারিদিকে চেয়ে)—সৌভাগ্য যে চারদিকে প্রজ্বলিত আগুন আজ আমার দুঃখের অবসান করবে।
রাজা (দ্রুত কাছে গিয়ে)—প্রিয়া, এখনও কেন উদাসীন রয়েছ ?
সাগরিকা (রাজাকে দেখে মনে মনে)—একি, আর্যপুত্র ! তা এঁকে দেখে আমার আবার জীবনের আশা হয়েছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।
রাজা—ভীরু, ভয়ের কিছু নেই। মুহূর্তকাল[১৫] ধূমের উদয় সহ্য কর।
(সামনে চেয়ে) হায়, হায়, তোমার স্তন থেকে খসে পড়ে এই কাপড় জ্বলছে !
(দেখে) বার বার পদস্খলন হচ্ছে কেন ?
(খুঁটিয়ে দেখে) একি, তুমি শৃঙ্খলে বাঁধা ? দ্রুত তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি। প্রিয়তমা, আমাকে ধরো !১৭
(কণ্ঠ আলিঙ্গন করে চক্ষু বুজে স্পর্শসুখ অভিনয় করে) আহা, মুহূর্তের মধ্যে আমার জ্বালা দূর হল। প্রিয়ে আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও ! বোঝা গেল, তোমার সঙ্গে লগ্ন থাকলেও আগুন দগ্ধ করবে না, কেননা প্রিয়া, তোমার এই স্পর্শই সন্তাপ হরণ করছে।১৮
(নয়ন মেলে, দেখে) আহা বড় বিস্ময় ! কোথায় গেল সেই আগুন, এই অন্তঃপুর তো সেই অবস্থায়ই আছে ! (বাসবদত্তাকে দেখে) আরে এই তো অবন্তীরাজপুত্রী—
বাসবদত্তা (রাজার দেহ স্পর্শ করে আনন্দে) – ভাগ্যক্রমে আর্যপুত্র অক্ষতশরীর।
রাজা – ইনি বাভ্রব্য—

বাভ্রব্য—মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ সৌভাগ্যবশতঃ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হলেন। আমরা আবার বেঁচে উঠলাম।

রাজা—ইনি বসুভূতি—

বসুভূতি—মহারাজ অদৃষ্টক্রমে অভ্যুদয় লাভ করলেন।

রাজা—বন্ধু,—

বিদূষক—জয় হোক্, জয় হোক্ আপনার।

রাজা (চিন্তা করে, সন্দেহের সঙ্গে)—আমার মন কি স্বপ্নে ভ্রমণ করছে, কিংবা এ ইন্দ্রজাল?১৯

বিদূষক—দেখুন, সন্দেহ করবেন না। এ ইন্দ্রজাল বটে। সেই দাসীর বেটা ঐ যাদুকর বলেছিল তো, যে 'মহারাজকে অবশ্য আমার একটা খেলা দেখাতে হবে', এ সেটাই বটে।

রাজা—দেবী, তোমার কথায় এই সাগরিকাকে এখানে এনেছি।

বাসবদত্তা (হেসে)—আর্যপুত্র, আপনার সব কিছু জেনেছি।

বসুভূতি (সাগরিকাকে দেখে, আড়ালে)—বাভ্রব্য, এ একেবারে রাজকুমারীর মতো।

বাভ্রব্য—অমাত্য, আমারও এই কথাই মনে হচ্ছে।

বসুভূতি (প্রকাশ্যে রাজাকে)—মহারাজ এ কন্যা কোথা থেকে (পেলেম)?

রাজা—দেবী জানেন।

বসুভূতি—দেবী, কোথা থেকে (এল) এই কন্যা?

বাসবদত্তা—অমাত্য, এটিকে সাগর থেকে পাওয়া, এই বলে অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ আমার হাতে দিয়েছেন। তাই তো সাগরিকা বলে ডাকা হয়।

রাজা (মনে মনে)—কি, যৌগন্ধরায়ণ রেখেছে? সে আমাকে না জানিয়ে কেন কিছু করবে?

বসুভূতি (আড়ালে)—বাভ্রব্য, বসন্তকের গলায় রত্নমালা যখন একরকম, একেও সাগরে পাওয়া গিয়েছে, তখন এটা স্পষ্ট যে, এ সিংহলরাজের কন্যা সাগরিকা। (এই কাছে গিয়ে প্রকাশ্যে) আয়ুষ্মতী রাজকুমারী রত্নাবলী, তোমার এই অবস্থা হয়েছে?

সাগরিকা (বসুভূতিকে দেখে সজলনয়নে)—একি, অমাত্য বসুভূতি!

বসুভূতি—হায়, হতভাগ্য আমি মরলাম।

সাগরিকা—হায়, হতভাগিনী আমি মরলাম। হায় পিতা, হায় মাতা, তোমরা কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। (এই বলে নিজেকে মাটিতে ফেলে মূর্ছিত হলেন)।

বাসবদত্তা (ব্যাকুল হয়ে)—কঞ্চুকী, এই আমার সেই রত্নাবলী?

কঞ্চুকী—দেবী, ইনিই সেই।

বাসবদত্তা (রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করে)—ভগিনী, আশ্বস্ত হও।

রাজা—কি, উচ্চবংশসম্ভূত, সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর কন্যা ইনি?

বিদূষক (মনে মনে)—রত্নমালা দেখে আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম, সাধারণ লোকের এমন ভূষণ হয় না।

বসুভূতি (উঠে)—রাজকুমারী, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। দেখ, তোমার এই বড় বোন দুঃখে আছেন।৩৬ এঁকে আলিঙ্গন করো।

রত্নাবলী (আশ্বস্ত হয়ে রাজাকে বাঁকাচোখে দেখে মনে মনে)—আমি অপরাধ করেছি, দেবীর কাছে, মুখ দেখাতে পারছি না।

(এই বলে মুখ নীচু করে রইলেন)।

বাসবদত্তা (অশ্রুজলে হাত বাড়িয়ে)—এস, অতি নিষ্ঠুর প্রিয়ভগিনী, এখন এস। স্নেহ দেখাও। (এই বলে কণ্ঠে নিলেন)।

(রত্নাবলী হোঁচট খাওয়ার অভিনয় করলেন)

বাসবদত্তা (আড়ালে)—আর্যপুত্র, আমি নিজের এই নৃশংসতায় লজ্জিত হচ্ছি। তাড়াতাড়ি এই বন্ধন খুলে দিন।

রাজা (আনন্দে)—দেবী যা বল (এই বলে সাগরিকার বন্ধন খুলে দিলেন)

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ এতকাল আমায় দুর্জন করে রেখেছেন, কেননা জেনেও আমায় জানান নি।[৮৭]

(অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করলেন)

যৌগন্ধরায়ণ—আমার কথায় দেবীর গুরুতর পতিবিচ্ছেদ ঘটল, তেমনি সেই দেবীকে (স্বামীর) অন্য পত্নীর সঙ্গে মিলনে দুঃখ দিলাম। সত্য বটে, মহারাজের জগতের অধিপতিপদ লাভ তাঁকে আনন্দ দেবে, তবু লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না।২০ অথবা কি করা যাবে? প্রভুভক্তিব্রত এখন[১৮]যে, অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তিদের প্রতিও উপেক্ষা দেখাতে হয়। (দেখে) এই তো মহারাজ। কাছে যাই। (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক্, জয় হোক্। (দুই চরণে পড়ে) মহারাজ, না জানিয়ে যা করেছি, তা ক্ষমা করুন।

রাজা—বল, না জানিয়ে কি করেছ?

যৌগন্ধরায়ণ—মহারাজ, আসন গ্রহণ করুন। সব বলছি।

(সকলে রাজার সঙ্গে আপন আপন জায়গায় বসলেন)।

যৌগন্ধরায়ণ—মহারাজ, শ্রবণ করুন। এই যে সিংহলরাজের কন্যা, তাঁর সম্বন্ধে সিদ্ধাদেশ ছিল যে, যিনি এঁর পাণিগ্রহণ করবেন তিনি সার্বভৌম রাজা হবেন। তার প্রতি বিশ্বাসে প্রভুর জন্য বহুবার প্রার্থনা করলেও যখন সিংহলরাজ দেবী বাসবদত্তার মনঃকষ্ট এড়াবার জন্য দিলেন না—

রাজা—তখন কি?

যৌগন্ধরায়ণ (সলজ্জভাবে)—তখন লবণ-ব্যবসায়ী কোন বণিককে দিয়ে 'দেবী আগুনে দগ্ধ হয়েছেন' এই সংবাদ রটিয়ে তাঁর কাছে বাভ্রব্যকে পাঠালাম।

রাজা—যৌগন্ধরায়ণ, তার পরের কথা শুনেছি। কিন্তু দেবীর হাতে এঁকে কি ভেবে রাখলে?

বিদূষক—দেখুন, না বললেও এঁর অভিপ্রায় আমি বুঝতে পেরেছি, কেননা অন্তঃপুরে থাকলে আপনি অন্তঃপুরে গেলে নয়নপথে অনায়াসে পড়বেন।

রাজা—যৌগন্ধরায়ণ, তোমার অভিপ্রায় বসন্তক বুঝে ফেলেছে।

যোগন্ধরায়ণ—যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা—ঐন্দ্রজালিকের ব্যাপারও মনে হয় তোমারই কাজ?

যৌগন্ধরায়ণ—তা নইলে অন্তপুরে বন্দী এঁকে মহারাজ দেখবেন কেমন করে?

না দেখলে বসুভূতি কি করে জানবেন ? (হেসে) পরিচয় পাওয়া ভগ্নীর সম্বন্ধে এখন যা করণীয়, সে বিষয়ে দেবীই সিদ্ধান্ত নেবেন।

বাসবদত্তা (হেসে)—আর্য যৌগন্ধরায়ণ, স্পষ্ট কেন বলুন না, আর্যপুত্রকে রত্নাবলী দান করুন !

বিদূষক—দেবী, আপনি বুঝেছেন ঠিকই, এইটিই অমাত্যের অভিপ্রায়।

বাসবদত্তা (দুহাত বাড়িয়ে) এস, রত্নাবলী, এস। এখন আমার তরফে বোনকে মানায় এমন কিছু হোক্। (এই বলে আপন অলংকারে রত্নাবলীকে অলঙ্কৃত করে হাতে ধরে রাজার কাছে এগিয়ে) মহারাজ, এই রত্নাবলীকে গ্রহণ করুন !

রাজা (সানন্দে দুহাত বাড়িয়ে)—কে দেবীর অনুগ্রহকে সম্মান করবে না ? (এই বলে সাগরিকাকে গ্রহণ করলেন)।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, এর জ্ঞাতিকুল দূরে আছেন, অতএব যাতে বন্ধুজনদের কথা এ মনে না করে, তেমন করুন। (এই বলে সমর্পণ করলেন)।

রাজা—দেবী যা আদেশ করেন।

বিদূষক (আনন্দে নাচতে লাগলেন)—হী হী। দেখুন, দেখুন, জয় হোক্, জয় হোক্ আপনার। এখন পৃথিবী প্রিয়বয়স্যের হস্তগত হল।

বসুভূতি—রাজপুত্রী, বাসবদত্তাকে প্রণামের দ্বারা পূজা করো।

(রত্নাবলী তাই করলেন)

বাভ্রব্য—দেবী, আপনি যথার্থই 'দেবী' উপাধি বহন করছেন।

(বাসবদত্তা রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করে 'দেবী' শব্দের দ্বারা অনুগৃহীত করলেন)।

বাভ্রব্য—এখন আমার পরিশ্রম সফল হল।

যৌগন্ধরায়ণ—মহারাজ, তবে বলুন, আপনার আর কি প্রিয় কাজ করব ?

রাজা—এর চেয়েও প্রিয় কি আছে ?

কেননা, বিক্রমবাহুকে আমার সমান করেছ ; ধরাতলের সার, সসাগরা পৃথিবীর লাভের একমাত্র হেতু এই প্রিয়া সাগরিকাকে পেয়েছি। দেবী ভগিনী পেয়ে প্রীত হয়েছেন, কোশলদেশ জয় হয়েছে। তুমি অমাত্যশ্রেষ্ঠ থাকতে কি নেই, যার জন্য আমি অভিলাষ করতে পারি ?

তবু এটুকু হোক্—(ভরত-বাক্য)

ইন্দ্র অভিলষিত বৃষ্টি দান করে পৃথিবী প্রচুর শস্যে সমৃদ্ধ করুন ; ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ বিধিমতো যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করুন। যাতে সুখের বৃদ্ধি হয়, সজ্জনদের সেই মিলন কল্পান্তস্থায়ী হোক ; দুর্জনদের দুর্জয় এবং বজ্রলেপের মতো কঠোর বাক্য নিঃশেষে প্রশমিত হোক্।

(এই বলার পর সকলে বেরিয়ে গেলেন)

(ঐন্দ্রজালিক নামক চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত)

॥ শ্রীহর্ষদেবের রচনা রত্নাবলী সমাপ্ত ॥

প্রথম অঙ্ক

১. প্রস্তাবনা : সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৬-সংখ্যক কারিকায় প্রস্তাবনা সম্বন্ধে বলেছেন : দৃশ্যকাব্যের যে অংশে নটী বা বিদূষক বা সূত্রধারের কোন পার্শ্বচর সূত্রধারের সঙ্গে বিচিত্র বাক্যে, অভিনয়ের বিষয়োপযোগী কথাবার্তা বলেন—যাতে কাহিনীর আরম্ভ হতে পারে, সেই অংশের নাম 'আমুখ' বা 'প্রস্তাবনা'। সূত্রধারের সঙ্গে নটীর আলাপে সিংহলদ্বীপ থেকে আগত রত্নাবলীর উদয়নের সঙ্গে মিলনের বিষয়টি সূচিত হয়েছে।

প্রস্তাবনা পাঁচ রকম। রত্নাবলীর প্রস্তাবনার নাম 'কথোদ্ঘাত'। এর লক্ষণ : 'সূত্রধারস্য বাক্যং বা সমাদায়ার্থমস্য বা। ভবেৎ পাত্রপ্রবেশমেতৎ কথোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে ॥' (সাহিত্যদর্পণ, ৬.১৯)—সূত্রধারের বাক্য বা সেই বাক্যের অর্থ নিয়ে যদি পাত্র রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন তবে তার নাম 'কথোদ্ঘাত' প্রস্তাবনা। রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় সূত্রধার 'দ্বীপাদন্যস্মাদপি' ইত্যাদি (প্রস্তাবনা, ৭) শ্লোক পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্লোকটি গ্রহণ করে রঙ্গমঞ্চে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করলেন—'তাই বটে' সন্দেহ কি? তিনি 'দ্বীপাদন্যস্মাৎ' ইত্যাদি শ্লোকটি পুনরায় পাঠ করলেন। অতএব এখানে 'কথোদ্ঘাত' নামক প্রস্তাবনা হয়েছে।

২. শ্লোকটি কৌশলের পরিচায়ক। দুজনার কথা বলা হয়েছে এতে। পার্বতীর জবানীতে লক্ষ্য হলেন শিব এবং লক্ষ্মীর জবানীতে লক্ষ্য হলেন কৃষ্ণ।

শিব-পক্ষের ব্যাখ্যা হল : মকরধ্বজ = মদন। মদন-ভস্মের কথা বললেন কবি। বহুপথগামিনী = গঙ্গা। ইনি তিন ক্ষেত্রে প্রবাহিত—মর্ত্যে 'গঙ্গা' নামে, পাতালে 'ভোগবতী' নামে, স্বর্গে 'মন্দাকিনী' নামে। যে শিব একদা পার্বতীর ব্যাপারেই মদনকে দগ্ধ করেছিলেন, আজ তিনি কুটিলগতি গঙ্গাকে মাথায় নিয়েছেন সুতরাং পার্বতীর এই উক্তি।

কৃষ্ণ-পক্ষের ব্যাখ্যা হল : মকরধ্বজ = সমুদ্র। অতীতে সমুদ্রমন্থনের ফলে বহুবস্তুর সঙ্গে কৃষ্ণপ্রিয়া লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এই কারণে তাঁকে 'ক্ষীরাব্ধিতনয়া' (অমরকোষ, স্বর্গবর্গ, ৬০)—ক্ষীরসমুদ্রের কন্যা বলা হয়। বহুপথগামিনী = বহুবিদ্যায় যিনি বিচরণ করেন। সরস্বতী। ইনি নারায়ণের অপর স্ত্রী। কবির কথায় নারায়ণ দুঃখ করে বলেছেন : 'একা ভার্যা প্রকৃতি-মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া'—আমার এক পত্নী স্বভাবত মুখরা, দ্বিতীয়টি চঞ্চলা। প্রথমটি হলেন সরস্বতী, দ্বিতীয়টি লক্ষ্মী।

অত বড় সমুদ্র যাঁর জন্য মন্থিত হল, তাঁরই সম্মুখে বহুপথগামিনী সরস্বতীকে বহন করেছেন কৃষ্ণ—অতএব লক্ষ্মীর এই উক্তি।

৩. তিনটি বহ্নি : যজ্ঞের তিনটি আগুন—'দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ' (অমরকোষ, ব্রহ্মবর্গ, ৪৭)—দক্ষিণাগ্নি, 'গার্হপত্য অগ্নি' এবং 'আহবনীয় অগ্নি'।

৪. উষ্ণীষ-বস্ত্র : পাগড়ীর কাপড়। যজ্ঞে যিনি হোম করবেন, তাঁকে মাথায় একটি উষ্ণীষ বা পাগড়ী বেঁধে নিতে হয়।

৫. প্রমথগণ : হলায়ুধ বলেছেন : প্রমথাস্তু গণাঃ স্মৃতাঃ' (অভিধান-রত্নমালা ১.১৫)—প্রমথ শব্দের অর্থ শিবের পারিষদবর্গ।

৬. দক্ষ : প্রজাপতিদের অন্যতম। সতীর পিতা, শিবের শ্বশুর। দক্ষ শিববিরোধী ছিলেন। এক বিরাট যজ্ঞে তিনি শিবকে বাদ দেন এবং তাঁর নিন্দা করেন। ফলে শিবপত্নী সতী দেহত্যাগ করেন। সংবাদ পেয়ে শিব এবং তাঁর অনুচরেরা এসে দক্ষের সমস্ত যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করেন।

৭. নাটিকা : চার অঙ্কের দৃশ্যকাব্য। ভূমিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

৮. বৎসরাজ : বৎসদেশের অধিপতি উদয়ন।

৯. নেপথ্য : নেপথ্য শব্দের অর্থ 'বেশ'। এ থেকেই পাত্রপাত্রীদের বেশ-রচনার গৃহকে 'নেপথ্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১০, ভরতপুত্র : 'ভরত' = নট। ভরতপুত্র = নট বা অভিনেতার পুত্র। বলবার একটি বিশেষ ভঙ্গী ; বোঝাল সেই নটকেই।

১১. সিদ্ধপুরুষ : আটরকম সিদ্ধি যাঁদের লাভ হয়েছে, তাঁরাই হলেন সিদ্ধপুরুষ। এই আটরকম সিদ্ধ হল : 'অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥' (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কৃষ্ণজন্ম-খণ্ড, ৭৮ অধ্যায়)—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা। এদের মধ্যে ইচ্ছেমতো 'অণু'র মতো সূক্ষ্ম হয়ে যাওয়ার নাম 'অণিমা'। এই এই অষ্টসিদ্ধি লাভ যাঁদের হয়েছে, তাঁরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারেন।

১২. কঞ্চুকী : 'কঞ্চুক' শব্দের অর্থ বহিরাবরণ, ঢিলে পোশাক। রাজপুরীর অন্তঃপুরে যিনি রক্ষায় নিযুক্ত থাকতেন, সেই রাজপুরুষ কঞ্চুক পরিধান করতেন বলে তাঁকে 'কঞ্চুকী' (কঞ্চুক+ইনি) বলা হত। তাঁর লক্ষণ বলেছেন ভরত : 'অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ। সর্বকার্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ॥'—যে বৃদ্ধ, বহুগুণান্বিত, সর্বকার্যে পারদর্শী ব্রাহ্মণ অন্তপুরে বিচরণ করেন (সেখানকার ভারপ্রাপ্ত হয়ে), তাঁকেই বলা হয় কঞ্চুকী। এঁর হাতে একটি বেত্রদণ্ড থাকত।

১৩. রুমণ্বান্ : উদয়নের সেনাপতি, যিনি কোশল জয় করেছিলেন।

১৪. প্রদ্যোতের কন্যা : উদয়নের পত্নী বাসবদত্তা।

১৫. মূল সংস্কৃত শব্দটি 'শৃঙ্গক'। অর্থ 'পিচকারী'।

১৬. দোহদ—নারীর গর্ভাবস্থার কামনাকে বলা হয় 'দোহদ'। এখানে কুসুমপ্রসবের পূর্বে স্ত্রীলোকের স্পর্শ প্রভৃতিতে পুষ্পোদ্গমের নাম 'দোহদ'।

১৭-১৮, ২৩. বকুলগাছগুলির গোড়ায় ইত্যাদি : এই শ্লোকটিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের কয়েকটি কবি-প্রসিদ্ধি বা 'কবিসময়'-এর অনুসরণ করা হয়েছে। যুবতীর মুখের সুগন্ধি জল যদি বকুলগাছের মূলে সিঞ্চিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ বকুলের ফুল ফোটে—ইত্যাদি হল ঐ 'কবিসময়'। একটি শ্লোকে এই প্রসিদ্ধিগুলি গ্রথিত আছে :

'স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকশতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ,
পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্‌ ।
মন্দারো নর্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চমলকো বক্ত্রবাৎ,
চূতো গীতান্নমেরুর্বিকশতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্ণিকারঃ ॥'

—নারীদের স্পর্শে প্রিয়ঙ্গুফুল ফোটে, তাদের মুখের মদ্যের সিঞ্চনে বকুল ফোটে, তাদের পায়ের আঘাতে অশোক বিকশিত হয়, দর্শন এবং আলিঙ্গনে তিলকবৃক্ষ এবং কুরবকে ফুল আসে, তাদের পরিহাসের কথায় মন্দারবৃক্ষে কুসুমোদ্গম হয়, তারা চতুর স্মিত হাসলে চাঁপাফুল ফোটে, তাদের মুখের বাতাসে আম্রবৃক্ষ পুষ্পিত হয়, গানে নমেরুতে ফুল ধরে এবং তারা সামনে নাচলে কর্ণিকার বৃক্ষ কুসুমমণ্ডিত হয় ।

১৯. সারিকা : অথবা শারিকা। কেউ বলেছেন ময়না, কারও মতে স্ত্রী-শালিখ, আবার অন্যমতে 'শুক' অর্থাৎ টিয়াপাখীর স্ত্রীরূপ। শালিখকে বাদ দিলে অন্য দুটি জাতির পক্ষীর স্মৃতিশক্তি এবং বচন-অনুকরণ-পটুত্ব সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত। 'রত্নাবলীতে' তার অসামান্য ভূমিকা ঐ দুটি গুণেই সম্ভব হয়েছে।

২০. প্রদ্যুম্ন : মদন বা কামদেবের এক নাম। 'মদনো মন্মথো মারঃ প্রদ্যুম্নো মীনকেতনঃ' (অমরকোষ, স্বর্গবর্গ, ১২)—মদন, মন্মথ, মার, প্রদ্যুম্ন, মিনকেতন—এসব সমার্থক শব্দ। কেতন বা কেতুর অর্থ পতাকা। মীন অর্থাৎ মাছ যাঁর পতাকায় চিহ্নিত, তাঁর নাম 'মীনকেতন'। কখনও এই পতাকায় একটি 'মকর' (মাছের মতো কিন্তু শুঁড় আছে) আঁকা থাকায় 'মকরকেতু' নামও আছে মদনের।

২১. যেন···ধনুখানি—ক্ষীণমধ্যা নারীদেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাম এবং দক্ষিণপাদে ধনুকের দু'টি দণ্ডের সঙ্গে উপমিত হতে পারে।

২২. লতার মতো—সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর সুকুমার দেহকে লতার সঙ্গে উপমিত করা একটি বিশেষ কবিপ্রসিদ্ধি।

২৪ 'অনঙ্গ আজ,' ইত্যাদি : মহাদেবের ক্রোধবহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এর বৃত্তান্ত কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্‌'-এর তৃতীয় সর্গে আছে (৩·৭২)। অতঃপর তাঁর নাম হল 'অনঙ্গ' অর্থাৎ অঙ্গবিহীন।

২৫ নিসিন্দা গাছ।

২৬. পুষ্পধনুকেই প্রত্যক্ষ করেছি—মহারাজের রূপের অলৌকিকতা বোঝাবার জন্যই কবির এই প্রয়োগ। কিন্তু এই উক্তি নায়িকার চরিত্রে অবান্তর সারল্য এনেছে।

২৭. বৈতালিক : স্তুতিপাঠক, বন্দী। অমরকোষ বলছেন : 'বৈতালিকা বোধকরাঃ' —'বোধকর' অর্থাৎ রাজাকে যাঁরা রাজবংশের স্তবগান করে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন, তাঁদেরই নাম 'বৈতালিক'। রাজবাড়ীতে নির্দিষ্ট কতকগুলি সময়ে বৈতালিকরা তাঁদের কর্তব্য করতেন। বর্তমান ক্ষেত্রে বৈতালিক শুধু রাজারই বোধকর হয় নি, সাগরিকারও বটে, কারণ এর পরেই তাঁর বিস্ময়বিকশিত বচন শোনা যাবে : 'তবে ইনিই সেই রাজা উদয়ন!' ইত্যাদি।

২৮. প্রতীক্ষায় আছেন—এখানে রক্তিমবর্ণ পদ্ম ও চন্দ্রকিরণের সঙ্গে রাজার চরণ-যুগলের সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত।

২৯-৩০. রাজার মুখে সাগরিকার মুখচন্দ্রের গৌরবঘোষণা—মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এই মুখের রূপ দেখে পদ্ম লজ্জায় নিমীলিত। অবশ্য বহু সংস্কৃত কবি এই জাতীয় উক্তি করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. **দোহদ :** 'দোহ' শব্দের অর্থ তৃপ্তি। 'দোহ' যে দান করে তা-ই 'দোহদ'—অমরকোষের টীকায় ভানুজী দীক্ষিত বলেছেন—'অয়মিজ্জামাত্রবাচী অপি বিশেষেণ গর্ভিনীচ্ছায়াং প্রযুজ্যতে'—দোহদ শব্দটির যদিও সাধারণভাবে 'ইচ্ছা'—এই অর্থ, তবু বিশেষভাবে এই শব্দটি গর্ভবতীর ইচ্ছার সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। বাংলায় একে বলা হয় 'সাধ'। গর্ভিণীর মতো বৃক্ষেরও 'সাধ' আছে, যা পেলে সে অকালেও কুসুমিত হবে। কোন বিশেষ ওষুধপত্র মনে হয় সেই 'সাধ'।

২. **'পদ্মপাতায় শয্যা' ইত্যাদি :** 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর তৃতীয় অঙ্কে প্রেমজর্জরা শকুন্তলার পরিচর্যা সখীরা এমনিভাবেই করেছিলেন।

৩. **খোজারা :** মূল সংস্কৃত শব্দ—বর্ষবর ; বর্ষ = বর্ষণ, এখানে রেতঃসম্পাত। বৃ ধাতুর অর্থ আবরণ করা। বর্ষকে যে আবরণ করে, তার নাম 'বর্ষবর' অর্থাৎ ক্লীব, খোজা। রাজার অন্তঃপুরে এরা রক্ষক নিযুক্ত হয়।[১]

৪. **কিরাত :** অমরকোষ বলেছেন : 'কিরাতশবরপুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ' (শূদ্রবর্গ, ২০)—কিরাত, শবর এবং পুলিন্দ ম্লেচ্ছজাতীয় মানুষ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল 'কিরং, পর্যন্তভূমিম্ অততি ইতি কিরাতঃ'—ভ্রান্ত অর্থাৎ সীমান্তভূমিতে যারা সর্বদা ঘুরে বেড়ায়, তারাই 'কিরাত'। এই জাতি পর্বতের আশেপাশে এবং বনভূমির সীমায় সীমায় ঘুরে বেড়াত। রাজারা এদের বলপূর্বক ধরে এনে গৃহরক্ষায় নিযুক্ত করতেন।

৫. **ত্রিবলী :** পেটের উপরে তিনটি রেখা বা ভাঁজ, দেখতে ঢেউ-এর মতো।

৬. **গর্ভদাসী :** এর মা দাসী। অতএব এ যখন গর্ভে এসেছে তখন থেকেই দাসী। জন্মের পরেও দাসীই রয়ে গেছে। অতএব গর্ভদাসী। গর্ভ থেকেই দাসী।

৭. **ভামিনী :** ভাম = ক্রোধ। তা আছে যার, সেই নারী 'ভামিনী'। ভামিনী শব্দের দ্বারা নায়িকার ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা দিয়ে তাঁর আকর্ষণ বাড়ান হয়েছে। তাছাড়া ক্রোধভঞ্জনের ছলে এতে নায়ককে তাঁর করস্পর্শের সুযোগ দেওয়া হল, যা মিলনের অগ্রগতি সম্পাদন করেছে।

৮. **'রক্তিম রত্নাবলীর মতো' ইত্যাদি :** এই উক্তিতে অজ্ঞাতসারে মানভঙ্গ থেকে দৈবাৎ উদ্ধারপ্রাপ্ত রত্নাবলীর কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন নায়ক। দর্শকের জ্ঞান এখানে নায়কের অজ্ঞতাকে পূর্ব হতে অতিক্রম করে পুলকিত হয়েছে—এইখানে রচনার সরসতা।

৯. **তিনি দেবীরই প্রতীক্ষায় :** প্রত্যাশার বিপরীত বাস্তবের দ্বারা হাস্যরস উৎপাদিত হয়েছে। স্রোত আহত হওয়ায় শুভ্রফেন উৎপন্ন হয়েছে। এখানেও দর্শককে বক্তার চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী করায় নাটিকার প্রতি উন্মুখ হয়েছেন দর্শক।

১০. কাঁধ থেকে পড়া : এই অঙ্কেই কিছু আগে 'কখনও একে দিয়ে কাজ হবে' বলে চিত্রফলক নিয়েছিলেন। কাজে লাগল প্রত্যাশার বিরুদ্ধ-পথে। কৌতুক প্রচুর।

১১. ঘুণাক্ষর : ঘুণপোকার তৈরী অক্ষর। ঘুণপোকা কাঠে ছ্যাঁদা করতে থাকে অক্ষর তৈরীর কোন অভিপ্রায় না নিয়ে, কিন্তু অকস্মাৎ অক্ষর তৈরী হয়ে যায়। বিনা সংকল্পে দৈবাৎ কিছু ঘটনা ঘটলে তাকে 'ঘুণাক্ষর' বলা হয়। কাঞ্চনমালার এই উক্তিটি তাঁর চরিত্রে শান্ত বিচক্ষণতার লক্ষণ ফুটিয়েছে।

তৃতীয় অঙ্ক

১. আকাশে : 'কিং ব্রবীষ্যেবমিত্যাদি বিনা পাত্রং ব্রবীতি যৎ। শ্রুত্বো বানুক্তমপ্যেকস্তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্ ॥' (দশরূপক, ১ ৬৭)—রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত কেউ রঙ্গমঞ্চে অনুপস্থিত কাউকে ডেকে বলছেন—'অমুক, তুমি কি অমুককে দেখছ ?' অতঃপর জবাব শোনার ভাণ করে বললেন : 'কি বলছ, দেখ নি ?' রূপকে এই উক্তিকে বলা হয় 'আকাশভাষিত'। এর প্রয়োগ করা হয় 'আকাশে' এই শব্দ ব্যবহার করে।

২. কৌশাম্বিকা : রত্নাবলীতে এই একমাত্র স্থানে এঁর নাম শোনা যাবে। মূর্তিটি কুত্রাপি হাজির হয়নি। কোন পরিচালিকা।

৩. 'কন্দর্পের পাঁচটি' ইত্যাদি : পৌরাণিক প্রসিদ্ধিমতে মদনের বাণের সংখ্যা পাঁচ, লক্ষ্য অসংখ্য ব্যক্তি। বর্তমানে তার বিপরীত কারণ বেদনার তীব্রতায় বোঝা যাচ্ছে বাণ পাঁচের পরিবর্তে অসংখ্য এবং লক্ষ্য মাত্র এক ব্যক্তি। বাণের পূর্ব সংখ্যা সেই ব্যক্তির অন্তিম অবস্থার সূচক হয়েছে, কারণ তিনি 'পঞ্চত্ব' লাভ করেছেন অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই যে পঞ্চভূতে গড়া তাঁর দেহ, সেই পঞ্চভূতেই তা মিলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এক কথায় তিনি মৃত্যুর পথে চলেছেন।

৪. এক চাকার রথ : সূর্যের রথের একটিই চাকা—এই রকম বৈদিক প্রসিদ্ধি আছে। 'সপ্ত যুঞ্জন্তে রথমেকচক্রম্' (ঋগ্বেদ, ১.১৬৪.২)—সূর্যের একচক্রের রথে সাতটি অশ্ব যোজিত হয়েছে।

৫. পাটল : পারুলফুল বা পারুলফুলের গাছ। মিষ্টি গন্ধ আছে। কালিদাস বলেছেন গ্রীষ্মের বর্ণনায় : 'পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতা' : (অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, প্রস্তাবনা, ৩)—পাটলপুষ্পের সংস্পর্শে বনের বাতাস গন্ধময়।

৬. 'আরে দেবী বাসবদত্তা' : এ সব ভুল বিদূষককেই সাজে, কিন্তু এ উক্তি দুর্বল। উল্টো বুঝিয়ে নিছক হাস্যরসের জন্য বোধ হয়। এই বেশে সাগরিকা আসবেন, এ কথা বিদূষক জানতেন। প্রথমবার মেলেনি, দ্বিতীয়বার তো তিনিই হতে পারেন—এ চিন্তা স্বাভাবিক ছিল। কবির পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎ হতে পারে—বিপর্যয়ে বুদ্ধি দুর্বলতর হয়েছিল। না ছাড়া কিছু আগে ১৫-সংখ্যক শ্লোকে রাজার মুখে দুঃখে বাসবদত্তার প্রাণত্যাগের আশঙ্কার কথা মনে সক্রিয় ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হবে—ক্ষণপূর্বের সহচরী ক্ষণকালেই গেল কোথায় ?

৭. 'তাহলে লুকিয়ে' : এটি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পত্নীভাব। স্বামীর সোহাগ একটু পেলে আনন্দে বিহ্বল হয়ে তার অতীত দুষ্কর্ম ভুলতে মুহূর্ত লাগে না।

বাসবদত্তার আগের ক্রোধ তো স্বাভাবিক। ভট্টিকাব্যে কুপিতা পদ্মিনীই ভৃঙ্গকে বসতে দিল না, যেহেতু কুমুদিনীর রেণুতে রঞ্জিত ছিল তার দেহ। 'ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্' (২ ৬)—মানিনী অন্যের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন সহ্য করেন না। আর এ তো মানবী, তায় একটি রাজ্যের মহিষী।

৮. **তোমার জন্যই :** প্রথম অঙ্কের প্রথম শ্লোকে উদয়ন বসন্তোৎসবকে তাঁরই উৎসব বলে আনন্দপ্রকাশের সময় 'প্রদ্যোতস্য সুতা'—মহারাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তা আমার সহচরী, যেমন মদনের গৃহিণী রতি; এই উক্তি করেছেন। বর্তমান শ্লোকে বলছেন—অভিজাত পুরুষের নিয়মমাফিক সেবা-ই করেছেন তিনি বাসবদত্তার, প্রেমের অনুভূতিটা আবিষ্কার করেছেন সাগরিকার সম্পর্কেই। এই দুই উক্তির কোন্‌টা ঠিক ?

হয়ত দ্বিতীয়টি। অর্থাৎ রাজার কাছে বাসবদত্তা গৃহিণী এবং গৃহসচিব কিন্তু 'সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' (রঘুবংশম্, ৮.৬৭)—রহস্যালাপে সখী এবং ললিতকলায় প্রিয়শিষ্যা সাগরিকা-ই। এক্ষেত্রে সুতরাং বসন্তোৎসবের উচ্ছলতায় সৌজন্যমূলক অসত্য উক্তিই ধরতে হবে প্রথমটিকে।

উদয়নের আর একটি সংস্করণ ভাস দিয়েছেন। সেখানে বাসবদত্তা পুড়ে মরেছেন জেনে তবেই পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেছেন তিনি এবং বিবাহান্তেও বাসবদত্তার দীর্ঘ-অলক-শোভিত মুখ দর্শন করেছেন স্বপ্নে : 'দৃষ্টং দীর্ঘালিকং মুখম্' (স্বপ্নবাসবদত্তম্, ৫ ১০)।

চতুর্থ অঙ্ক

১. রত্নমালা নিয়ে : এই সেই রত্নমালা যা পরে রত্নাবলী সিংহল থেকে যাত্রা করে-ছিলেন, যাতে কোন 'চিহ্ন' দেখে যৌগন্ধরায়ণ তাঁকে সিংহল-রাজার কন্যা বলে বুঝেছিলেন। প্রশ্ন এই, বাসবদত্তা এই মালা সাগরিকার গলায় দেখেন নি, এটা কেমন করে সম্ভব হল ? দেখে থাকলে তার চিহ্ন দেখে সত্য আবিষ্কার করতে পারলেন না কেন ? অনভিজ্ঞতাই তার কারণ ? অথবা কবির এটি বিচ্যুতি ? কিংবা দেবীর কাছে আসার সময় যৌগন্ধরায়ণের কথায় সাগরিকা এটি খুলে গোপনে রেখেছিলেন ?

২. 'কোন্ প্রয়োজনে…পাঠিয়েছে' : বিদূষক প্রকৃত কথা গোপন করলেন ! 'কোন্ প্রয়োজনে' বলায় রাজার মনে হতে পারে—তাঁকে লক্ষ্য করেই এটি পাঠিয়েছেন সাগরিকা। এমন কল্পনায় শান্ত হবে রাজার, যা বিদূষকের কাম্য। দুঃখের সহচর বিদূষক বসন্তক। এইখানে দুষ্যন্তের বিদূষক মাধব্য সদৃশ চরিত্র।

৩. 'কণ্ঠের আলিঙ্গন' ইত্যাদি : এখানেও পূর্বের প্রশ্ন জাগছে : যে মালা দেখে যৌগন্ধরায়ণ চিনলেন সাগরিকাকে, তা দেখে রাজা কিছু বুঝলেন না, এর অর্থ কি ?

৪. বেত্রহস্তে বসুন্ধরা : বসুন্ধরা রাজার দ্বাররক্ষিণী। নিয়ম-অনুসারে তার হাতে বেত। দুষ্যন্তের দ্বাররক্ষিণীর নামই ছিল বেত্রবতী ! অন্তঃপুরে স্ত্রীজনের দ্বারা রক্ষিত হবেন রাজা, এ নির্দেশ কৌটিল্যও দিয়েছেন।

৫. মহারাজের প্রভাবে : জিতলেন রুমণ্বান্, মরল অসংখ্য সৈন্য, তবু জয় হল

'মহারাজের' প্রভাবে ! এই জন্যই পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যে ব্যাস বলেছেন : 'বিজয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে, স হি তৎফলস্য ভোক্তা' (২.১৮)—জয় বা পরাজয় সৈনিকদের মধ্যে থাকলেও রাজার বলে নির্দেশ করা হয়, কারণ তিনিই সেই ফলের ভোগকারী।

৬. সম্বরসিদ্ধি : 'সম্বরের সিদ্ধির মতো সিদ্ধি যার' এই অর্থে সম্বরসিদ্ধি। ইন্দ্রজালবিদ্যায় পারদর্শী এক দৈত্যের নাম সম্বর অথবা শম্বর। কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে ইনি অপহরণ করেছিলেন।

৭. পালক—মূলে পিচ্ছিকা শব্দটি আছে : ময়ূর বা অন্য পাখীর পালকে তৈরী চামর অথবা ঝাঁটাজাতীয় বস্তু, যা দর্শকদের চক্ষের সামনে ঘুরিয়ে তাদের বুদ্ধিলোপ ঘটাতে চান ঐন্দ্রজালিক। পূর্ববঙ্গে ঝাঁটাকে 'পিছা' বলা হয়।

৮. 'আমিও…এলাম বলে' : কার্যসিদ্ধির সময় এসেছে। গ্রন্থি পাকিয়েছেন যিনি, গ্রন্থিমোচনও তিনিই করবেন। তাই এলেন বলে।

৯. 'মাতুলগৃহ থেকে' ইত্যাদি : সাগরিকা পরিণত হতে যাচ্ছেন রত্নাবলীতে। পরিণত করবেন বসুভূতি। অতএব থাক্ ইন্দ্রজাল, বসুভূতিই আসুন।

১০. বাভ্রব্য প্রণাম করছে : 'বৃদ্ধো বিপ্রঃ'—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হবেন কঞ্চুকী, এরকম ভরতের নির্দেশ আছে ! উদয়ন এবং বাসবদত্তা ক্ষত্রিয়, অতএব এ প্রণাম রাজার সম্বন্ধে নিয়মরক্ষা বলে মনে হয়।

১১. 'আমি জানি না…অলীক বলছে' : বাসবদত্তা কি কখনও শুনেছিলেন যে, যৌগন্ধরায়ণ বিক্রমবাহুর কাছে উদয়নের সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন এবং এই গোপন ব্যাপারে উদয়নেরও অংশ ছিল ? শুনে কি তিনি উদয়নকে প্রশ্ন করেছিলেন ? উদয়ন হয়ত তখন মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন কথাটা, এখনও বসুভূতি অলীক বলছেন বলে অগ্রাহ্য করতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে বাসবদত্তার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হয়েছে এবং নিশ্চিত হয়ে তিনি বলছেন—বসুভূতিই অলীক বলছেন, না, রাজা যে অমাত্যের কথা অলীক বলছেন সেটাই অলীক—এ তিনি বুঝতে পারছেন না ; এই হবে অর্থ। নাটকে কিন্তু এরকম কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরং এটাই বোঝা যায় যে, উদয়ন রত্নাবলীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের উদ্যোগের ব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে আগুন থেকে উদ্ধার করে রাজা যখন সাগরিকাকে জনসমক্ষে রাখলেন, তখন সন্দেহ হল বসুভূতির। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বাসবদত্তা বললেন—এ মেয়েটি সাগর থেকে পাওয়া, যৌগন্ধরায়ণ তাঁকে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রাজার স্বগত উক্তি লক্ষণীয় : 'কথং যৌগন্ধরায়ণেন ন্যস্তা ? কথমসৌ মম অনিবেদ্য কিঞ্চিৎ করিষ্যতি ?' (চতুর্থ অঙ্ক)—যৌগন্ধরায়ণ দিয়েছেন ? সে আমায় না জানিয়ে কিছু করবে কেমন করে ?

এম্. আর কালে মহোদয় তাঁর 'রত্নাবলী'র সংস্করণে বাসবদত্তার 'আর্যপুত্র, আমি জানি না' ইত্যাদি উক্তির পূর্বে 'বিচিন্ত্য'—চিন্তা করে, এই পাঠের পরিবর্তে 'স্মিত্বা'—হেসে, এই পাঠ গ্রহণ করে ব্যাখ্যা করেছেন যে, রানী যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজার অজ্ঞাতসারে বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, কাজেই হেসে বলছেন—'জানি না, কে মিথ্যা বলছে।' স্বামীর অভ্যুদয়ের জন্য এরকম ভাসের

'স্বপ্নবাসবদত্তম্'-এ আছে, কিন্তু কবি তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখানে শ্রীহর্ষের সেইজাতীয় কোন আভাস ভাসের ধারায় অনুমান করে নেওয়াও কঠিন, কারণ তাঁর তপস্বিনী বাসবদত্তার পক্ষে যা সম্ভব ছিল এঁর তরফে তা কল্পনা করাও কঠিন। উক্তিটি যথার্থই দুরূহ।

১২. 'আর্যপুত্র, রক্ষা করুন' : শীতল নিষ্ঠুরতা বাসবদত্তার নয়। এই আবেদন শুধুই সাগরিকার জন্য নয়। সে না বাঁচলে অন্তর্দাহ থেকে তিনি নিজেও বাঁচবেন না।

১৩. আমিও পথপ্রদর্শক হই : একটি ছত্রে বিদূষক মহিমময় হলেন।

১৪. ভরতবংশকে : উদয়ন ভরতের বংশধর। তিনি অপুত্রক। তিনি গেলে ভরতবংশ অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ল।

১৫. 'মুহূর্তকাল' ইত্যাদি : ঐ দুরন্ত অবস্থায় পলকে পলকে এক-একটি বিষয়ে আকৃষ্ট হচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা বলছেন। সেই টুকরো কথার মালা এই শ্লোক।

১৬. 'দেখ, তোমার···দুঃখে আছেন' : বসুভূতি জ্যেষ্ঠার সম্মান দিয়ে সপত্নী হলেও কনিষ্ঠাভগিনীকে সইবার প্রেরণা দিচ্ছেন। তিনি তো জানতেন—বাসবদত্তা অগ্নিদাহে মৃত।

১৭. আর্যপুত্র···আমায় জানান নি : সপত্নীকরণের জন্য এ যাবৎ যা করেছেন, ভগিনী পরিচয় জানা থাকলে তা করতেন না, এই হল বক্তব্য।

১৮. 'প্রভুভক্তি ব্রত···দেখাতে হয়' : যৌগন্ধরায়ণের চরিত্রটি প্রাচীন ভারতে মন্ত্রী বা সেবকের বহু প্রতিকৃতির একটি।

রত্নাবলী

প্রথমোঽঙ্কঃ

॥ প্রস্তাবনা ॥

পাদাগ্রস্থিতয়া মুহুঃ স্তনভরেণানীতয়ানম্রতাং
শম্ভোঃ সস্পৃহলোচনত্রয়পথং যান্ত্যা তদারাধনে।
হ্রীমত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্গমোৎকম্পয়া
বিশ্লিষ্যন্ কুসুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তোঽন্তরে পাতু বঃ ॥ ১ ॥

অপি চ—

ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্তমানা হ্রিয়া
তৈস্তৈর্বন্ধুবধূজনস্য বচনৈর্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ।
দৃষ্ট্বাগ্রে বরমাত্তসাধ্বসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতা শ্লিষ্টা শিবায়াস্তু বঃ ॥ ২ ॥

অপি চ—

সংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তো মদর্থে পুরা
তদ্‌যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়ুং তব।
তামেবানুনয়স্বভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহং
মুঞ্চেত্যাহ রুষা যমদ্রিতনয়া লক্ষ্মীশ্চ পায়াৎ স বঃ ॥ ৩ ॥

অপি চ—

ক্রোধেনোর্ধ্বদৃষ্টিপাতৈস্ত্রিভিরুপশমিতা বহ্নয়োঽমী ত্রয়োঽপি
ত্রাসার্তা ঋত্বিজোঽধশ্চপলগণহৃতোষ্ণীষপট্টাঃ পতন্তি।
দক্ষঃ স্তৌত্যস্য পত্নী বিলপতি করুণং বিদ্রুতং চাপি দেবৈঃ
শংসন্নিত্যাট্টহাসো মখমথনবিধৌ পাতু দেব্যৈ শিবো বঃ ॥ ৪ ॥

জিতমুড়ুপতিনা নমঃ সুরেভ্যো
দ্বিজবৃষভা নিরুপদ্রবা ভবন্তু।
ভবতু চ পৃথিবী সমৃদ্ধশস্যা
প্রতপতু চন্দ্রবপুর্নরেন্দ্রচন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—অলমতি প্রসঙ্গেন। অদ্যাহং বসন্তোৎসবে সবহুমানমাহূয় নানাদিগ্দেশাদাগতেন রাজ্ঞঃ শ্রীহর্ষদেবস্য পাদপদ্মোপজীবিনা রাজসমূহেনোক্তঃ, যথাস্মৎস্বামিনা শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ববস্তুরচনালঙ্কৃতা রত্নাবলী নাম নাটিকা কৃতা। সা চাস্মাভিঃ শ্রোত্রপরম্পরয়া শ্রুতা, ন তু প্রয়োগতো দৃষ্টা। তত্তস্যৈব রাজ্ঞঃ সকলজনহৃদয়াহ্লাদিনী বহুমানাদস্মাসু চানুগ্রহবুদ্ধ্যা যথাবৎপ্রয়োগেণ ত্বয়া নাটয়িতব্যেতি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) তদ্ যাবদিদানীং নেপথ্যরচনাং কৃত্বা যথাভিলষিতং সম্পাদয়ামি। (পরিষদমবলোক্য) অয়ে, আবর্জিতানীব সকলসামাজিকানাং মনাংসীতি মে নিশ্চয়ঃ। যতঃ—

শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী
লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্ ।
বস্ত্বেকৈকমপীহ বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তেঃ পদং কিং পুন-
র্মদ্ভাগ্যোপচয়াদয়ং সমুদিতঃ সর্বো গুণানাং গণঃ ॥ ৬ ॥

তদ্ যাবদ্ গৃহং গত্বা গৃহিণীমাহূয় সঙ্গীতকমনুতিষ্ঠামি। (পরিক্রম্য নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য চ) ইদস্মদীয়ং গৃহম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) আর্যে, ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য)

নটী—অজ্জউত্ত ইয়ম্হি। আণবেদু অজ্জো কো নিওওও অণুচিট্ঠিঅদুত্তি।
[আর্যপুত্র, ইয়মস্মি। আজ্ঞাপয়ত্বার্যঃ কো নিয়োগোহনুষ্ঠীয়তামিতি।]

সূত্রধারঃ—আর্যে, রত্নাবলীদর্শনোৎসুকোহয়ং রাজলোকঃ। তদ্ গৃহ্যতাং নেপথ্যম্।

নটী—(নিশ্বস্য সোদ্বেগম্)—অজ্জউত্ত নিচ্চিন্তো দাণিং সি তুমং। তা কীস ণ ণচ্চসি। মহ উণ মন্দভাআয়ে এক্কা জেব্ব দুহিদা। সাবি তুএ কহিংবি দেসন্তরে দিণ্ণা। তা এব্বং দূরদেসট্ঠিদেণ ভত্তুণা সহ কহং সে পাণিগ্গহণং ভবিস্সদেত্তি ইমাএ চিন্তাএ অপ্পাবি মে ণ পত্তিভাদি। তা কিং উণ ণচ্চিদব্বং। [আর্যপুত্র, নিশ্চিন্ত ইদানীমসি ত্বম্। তৎ কস্মান্ন নৃত্যসি! মম পুনর্মন্দভাগ্যায়া একৈব দুহিতা। সাপি ত্বয়া কুত্রাপি দেশান্তরে দত্তা॥ তদেবং দূরদেশস্থিতেন ভর্ত্রা সহ কথং তস্যাঃ পাণিগ্রহণং ভবিষ্যতীত্যনয়া চিন্তয়ন্ত্যাপি মে ন প্রতিভাতি। তৎ কিং পুনর্নর্তিতব্যম্?]

সূত্রধারঃ—আর্যে, দূরস্থেনেত্যলমুদ্বেগেন। পশ্য—

দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোহপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ ॥ ৭ ॥

(নেপথ্যে)

সাধু, ভরতপুত্র, সাধু। এবমেতৎ কঃ সন্দেহঃ। (দ্বীপাদিত্যাদি পঠতি)।

সূত্রধারঃ (আকর্ণ্য নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য)—আর্য, কিমতঃপরং বিলম্বসে? নন্বয়ং মম যবীয়ান্ ভ্রাতা গৃহীতযৌগন্ধরায়ণভূমিকঃ প্রাপ্ত এব। তদেহি আবামপ্যনন্তরকরণীয়বেষবশেনাপরভূমিকায়া সজ্জীভবাবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি প্রস্তাবনা ॥

(ততঃ প্রবিশতি হৃষ্টো যৌগন্ধরায়ণঃ)

যৌগন্ধরায়ণঃ—এবমেতৎ। কঃ সন্দেহঃ? (দ্বীপাদিতি পুনঃ পঠিত্বা) অন্যথা ক্ব সিদ্ধাদেশজনিতপ্রত্যয়প্রার্থিতায়াঃ সিংহলেশ্বরদুহিতুঃ সমুদ্রে যানভঙ্গনিমগ্নায়াঃ ফলকাসাদনম্। ক্ব চ কৌশাম্বীয়েন বণিজা সিংহলেভ্যঃ প্রত্যাগচ্ছতা তদবস্থায়াঃ সম্ভাবনম্, রত্নমালাচিহ্নায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞানাদিহানয়নং চ। (সহর্ষম্) সর্বথা স্পৃশন্তি নঃ স্বামিনমভ্যুদয়াঃ। (বিচিন্ত্য) ময়াপি চৈনাং দেবীহস্তে সগৌরবং নিক্ষিপতা যুক্তমেবানুষ্ঠিতম্। শ্রুতং চ ময়া বাভ্রব্যোহপি কঞ্চুকী সিংহলেশ্বরামাত্যেন বসুভূতিনা সহ কথং কথমপি সমুদ্রাদুত্তীর্য কোশলোচ্ছিত্তয়ে গতবতা রুমণ্বতা মিলিত ইতি। তবেদং নিষ্পন্নপ্রায়মপি প্রভুপ্রয়োজনং ন মে ধৃতিমাবহতীতি। কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।

প্রারম্ভেঽস্মিন্ স্বামিনো বৃদ্ধিহেতৌ
দৈবেনেত্থং দত্তহস্তাবলম্বে।
সিদ্ধের্ভ্রান্তির্নাস্তি সত্যং তথাপি
স্বেচ্ছাচারী ভীত এবাস্মি ভর্তুঃ ॥ ৮ ॥

(নেপথ্যে কলকলঃ)

(আকর্ণ্য) অয়ে, মধুরমভিহন্যমানমৃদঙ্গানুগতসঙ্গীতমধুরঃ পুরঃ পৌরাণামুচ্চরতি চর্চরীধ্বনিঃ। তথা তর্কয়ামি যদেনং মদনমহমহীয়াংসং পুরজনপ্রমোদমবলোকয়িতুং প্রাসাদাভিমুখং প্রস্থিতো দেব ইতি। (ঊর্ধ্বমবলোক্য) অয়ে, কথমধিরূঢ় এব দেবঃ প্রাসাদম্। য এষ—

বিশ্রান্তবিগ্রহকথো রতিমাঞ্জনস্য
চিত্তে বসন্ প্রিয়বসন্তক এব সাক্ষাৎ।
পর্যুৎসুকো নিজমহোৎসবদর্শনায়
বৎসেশ্বরঃ কুসুমচাপ ইবাভ্যুপৈতি ॥ ৯ ॥

তদ্ যাবদ্ গৃহং গত্বা কার্যশেষং চিন্তয়ামি (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)।

ইতি বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থো গৃহীতবসন্তোৎসববেষো রাজা বিদূষকশ্চ।)

রাজা—(সহর্ষমবলোক্য) সখে বসন্তক!

বিদূষকঃ—আণবেদু ভবং [আজ্ঞাপয়তু ভবান্]।

রাজা—

রাজ্যং নির্জিতশত্রু যোগ্যসচিবে ন্যস্তঃ সমস্তো ভরঃ
সম্যক্ পালনলালিতাঃ প্রশমিতাশেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ।
প্রদ্যোতস্য সুতা বসন্তসময়স্ত্বং চেতি নাম্না ধৃতিং
কামঃ কামমুপৈত্বয়ং মম পুনর্মন্যে মহানুৎসবঃ ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ—(সহর্ষম্।) ভো বঅস্স, এবং ণেদম্। অহং উণ জাণামি ণ ভবদো ণ কামদেবস্স মম জ্জেব্ব একস্স বম্হণবডুঅস্স অঅং মঅণমহুস্সবো। জস্স কিদে পিঅবঅস্সেণ এব্বং মন্তীঅদি। (বিলোক্য) তা কিং ইমিণা? পেক্খ পেক্খ দাব ইমস্স মহুমত্তকামিনীজণসঅংগাহগহিদসিঙ্গকজলপহারণচ্চন্তণাঅরজণিদকোদূহলস্স সমন্তদো সচ্ছন্দমদ্দলোদ্দামচচ্চরীসদ্দমুহররথামুহসোহিণো পইণপত্তবাসপুঞ্জপিঞ্জরিদদহদিসামুহস্স সস্সিরীঅদং মঅণমহুস্সবস্স। [ভো বয়স্য, এবং নেদম্। অহং পুনর্জানামি ন ভবতো ন কামদেবস্য মমৈবৈকস্য ব্রাহ্মণবটুকস্যায়ং মদনমহোৎসবঃ। যস্য কৃতে প্রিয়বয়স্যেনৈবং মন্ত্র্যতে। তৎ কিমনেন? প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব তাবদস্য মধুমত্তকামিনীজনস্বয়ংগ্রাহগৃহীতশৃঙ্গকজলপ্রহারনৃত্যন্নাগরজনজনিতকৌতূহলস্য সমন্ততঃ স্বচ্ছন্দমর্দলোদ্দামচর্চরীশব্দমুখররথ্যামুখশোভিনঃ প্রকীর্ণপটবাসপুঞ্জপিঞ্জরিতদশদিঙ্মুখস্য সশ্রীকতাং মদনমহোৎসবস্য।

রাজা—(সহর্ষং সমন্তাদবলোক্য) অহো, পরাং কোটিমধিরোহতি প্রমোদঃ পৌরাণাম্। তথাহি—

কীর্ণৈঃ পিষ্টাতকৌঘৈঃ কৃতদিবসমুখৈঃ কুঙ্কুমক্ষোদগৌরৈ-
হের্মালংকারভাভির্ভরনমিতশিখৈঃ শেখরৈঃ কৈঙ্কিরাতৈঃ।
এষা বেষাভিলক্ষ্যস্ববিভববিজিতাশেষবিত্তেশকোশা
কৌশাম্বী শাতকুম্ভদ্রবঘটিতজনেবৈকপীতা বিভাতি ॥ ১১ ॥

অপি চ—

ধারায়ন্ত্রবিমুক্তসংততপয়ঃপূরপ্লুতে সর্বতঃ
সদ্যঃসান্দ্রবিমর্দকর্দমকৃতক্রীড়ে ক্ষণং প্রাঙ্গণে।
উদ্দামপ্রমদাকপোলনিপতৎসিন্দূররাগারুণৈঃ
সৈন্দূরীক্রিয়তে জনেন চরণন্যাসৈঃ পুরঃ কুট্টিমম্ ॥ ১২ ॥

বিদূষক—(বিলোক্য) এদংবি দাব সুবিঅন্ধজণজলভরিদসিঙ্গকজলপ্পহারমুক্কসিক্কার-মণোহরং বারবিলাসিনীবিলসিদং আলোঅদু পিঅবঅস্সো। [ইদমপি তাবৎ সুবিদগ্ধজনজলভৃতশৃঙ্গকজলপ্রহারমুক্তসীৎকারমনোহরং বারবিলাসিনীবিলসিত-মালোকয়তু প্রিয়বয়স্যঃ।]

রাজা—(বিলোক্য) বয়স্য, সম্যগ্ দৃষ্টং ত্বয়া। কুতঃ—

অস্মিন্ প্রকীর্ণপটবাসকৃতান্ধকারে
দৃষ্টো মনাঙ্মণিবিভূষণরশ্মিজালৈঃ।
পাতালমুদ্যতফণাকৃতিশৃঙ্গকোঽয়ং
মামদ্য সংস্মরয়তীব ভুজঙ্গলোকঃ ॥ ১৩ ॥

বিদূষকঃ—(বিলোক্য ভো বঅস্স, এসা ক্খু মঅণিআ মঅণিসরসং বসন্তাভিণয়ং ণচ্চন্তী চূদলদিআএ সহ ইদো জেব্ব আঅচ্ছদিত্তি অবলোএদু পিঅবঅস্সো। [ভো বয়স্য, এষা খলু মদনিকা মদনসদৃশং বসন্তাভিনয়ং নৃত্যন্তী চূতলতিকয়া সহেত এবাগচ্ছতীত্যবলোকয়তু প্রিয়বয়স্যঃ।]

(ততঃ প্রবিশতো মদনলীলাং নাটয়ন্তৌ দ্বিপদীখণ্ডং গায়ন্তৌ চেট্যৌ)

(মদনিকা গায়তি)

কুসুমাউহপিঅদূঅো মউলাইদবহুচূঅো।
সিস্হিলিঅমাণগ্গহণঅো বাঅদি দাহিণপবণঅো ॥ ১৪ ॥
[কুসুমায়ুধপ্রিয়দূতকো মুকুলায়িতবহুচূতকঃ।
শিথিলিতমানগ্রহণকো বাতি দক্ষিণপবনকো ॥ ১৪ ॥]
বিঅসিঅবউলামোঅো কঙ্ক্খিঅপিঅঅণমেলঅো।
পড়িবালণঅসমত্থঅো ভম্মই জুবঈসত্থঅো ॥ ১৫ ॥
ইহ পধমং মহুমাসো জণস্স হিঅআইং কুণই মিদুলাইং।
পচ্ছা বিন্ধই কামো লদ্ধসরেহিং কুসুমবাণেহিং ॥ ১৬ ॥
[বিকসিতবকুলামোদকঃ কাঙ্ক্ষিতপ্রিয়জনমেলকঃ।
প্রতিপালনাসমর্থকো ভ্রাম্যতি যুবতিসার্থকঃ ॥ ১৫ ॥
ইহ প্রথমং মধুমাসো জনস্য হৃদয়ানি করোতি মৃদুলানি।
পশ্চাদ্বিধ্যতি কামো লব্ধপ্রসরৈঃ কুসুমবাণৈঃ ॥ ১৬ ॥]

রাজা—(নির্বর্ণ্য) অহো, মধুরোঽয়মাসাং নির্ভরঃ ক্রীড়ারসঃ। তথাহি—

স্রস্তঃ স্রগ্দামশোভাং ত্যজতি বিরচিতামাকুলঃ কেশপাশঃ
ক্ষীবায়া নূপুরৌ চ দ্বিগুণতরমিমৌ ক্রন্দতঃ পাদলগ্নৌ।
ব্যস্তঃ কম্পানুবন্ধাদনবরতমুরো হন্তি হারোঽয়মস্যাঃ
ক্রীড়ন্ত্যাঃ পীড়য়েব স্তনরবিনম্রমধ্যভঙ্গানপেক্ষম্ ॥ ১৭ ॥

বিদূষকঃ—(সহাসম্) ভো বঅস্স, অহং বি এদাণং বন্ধপরিঅরাণং মজ্ঝে নচ্চন্তো গাঅন্তো মঅণমহূস্সবং সংমাণইস্সং। [ভো বয়স্য, অহমপ্যেতাসাং বন্ধপরি-করাণাং মধ্যে নৃত্যন্ গায়ন্ মদনমহোৎসবং সংমানয়িষ্যামি]।

রাজা—(সস্মিতম্) বয়স্য, এবং ক্রিয়তাম্।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদিত্তি। [যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তীতি]। (ইত্যুত্থায় চেট্যোর্মধ্যে নৃত্যতি) ভোদি মঅণিএ, ভোদি চূদলদিএ, এদং চচ্চরিঅং মং পি শিক্খাবেধ। [ভবতি মদনিকে, ভবতি চূতলতিকে, এতচ্চর্চরীকং মামপি শিক্ষয়তম্]।

মদনিকা—(বিহস্য) হদাস ণ হোদি এসা চচ্চরী। [হতাশ, ন ভবত্যেষা চর্চরী]।

বিদূষকঃ—তা কিং ক্খু এদং ? [তৎ কিং খল্বেতৎ ?]

মদনিকা—হদাস, দবদীখণ্ডং ক্খু এদং ? [হতাশ, দ্বিপদীখণ্ডং খল্বেতৎ] ?

বিদূষকঃ—(সহর্ষম্) কিং এদিণাখণ্ডেণ মোঅআ করীঅন্তি লড্ডুআ বা ? [কিমনেন খণ্ডেন মোদকাঃ ক্রিয়ন্তে লড্ডুকা বা ?]

মদনিকা—(বিহস্য) হদাস, ণহি ণহি। পঠীঅদি ক্খু এদং। [হতাশ, নহি নহি। পঠ্যতে খল্বেতৎ]।

বিদূষকঃ—(সবিস্ময়ম্) পঠীয়দি ক্খু এদং। (সবিষাদম্) জই পঠীঅদি ণ ভুঞ্জীঅদি তা মম এদিণা ণ কজ্জং। বরং প্পিঅবঅস্সস্স জ্জেব্ব সআসং গমিস্সং। [পঠ্যতে খল্বেতৎ। যদি পঠ্যতে ন ভুজ্যতে তন্মমৈতেন ন কার্যম্। বরং প্রিয়বয়স্যস্যৈব সকাশং গমিষ্যামি]। (তথা করোতি। অপসৃত্যোপবিশতি)।

(উভে আকর্ষতঃ। বিদূষকঃ আকর্ষতি)

উভে—(হস্তৌ গৃহীত্বা) চিট্ঠ, বিনা কীলিঅং হদাস, গচ্ছসি। [তিষ্ঠ, বিনা ক্রীড়িতং হতাশ, কুত্র গচ্ছসি ?] (ইতি বহুবিধং তাড়য়তঃ)।

বিদূষকঃ—(হস্তমাকৃষ্য প্রপলায্য রাজানমুপসৃত্য) ভো বঅস্স, ণচ্চিদোম্হি। [ভো বয়স্য, নর্ত্তিতোঽস্মি]।

রাজা—বয়স্য, ক্রীড়িতম্ ?

বিদূষকঃ—ণহি কীলিঅং। পলাইদম্হি। [নহি ক্রীড়িতম্, পলায়িতোঽস্মি]।

চূতলতিকা—হঞ্জে মঅণিএ, চিরং ক্খু অম্হেহিং কীলিদং। তা এহি। ণিবেদেম্হ দাব ভট্টিণীএ সংদেসং মহারাঅস্য। [হঞ্জে মদনিকে, চিরং খল্বাবাভ্যাং ক্রীড়িতম্। তদেহি, নিবেদয়াবস্তাবদ্ভর্ত্র্যাঃ সন্দেশং মহারাজায়]।

মদনিকা—চূদলদিএ; সুট্ঠু কখু তুএ সুমরিদং পদং। এব্বং করেম্হ। [চূতলতিকে, সুষ্ঠু খলু ত্বয়া স্মৃতমেতৎ। এবং কুর্বঃ]।

(পরিক্রম্যোপসৃত্য চ)

উভে—জেদু জেদু ভট্টা। ভট্টা, দেবী আণবেদি—(ইত্যর্ধোক্তে লজ্জাং নাটয়ন্তৌ) ণহি ণহি, বিণবেদি। [জয়তু জয়তু ভর্ত্তা। ভর্ত্তঃ, দেবী আজ্ঞাপয়তি, নহি নহি, বিজ্ঞাপয়তি]।

রাজা—(সহর্ষং বিহস্য সাদরম্) মদনিকে, নন্বাজ্ঞাপয়তীত্যেব রমণীয়ম্। বিশেষতোঽদ্য মদনমহোৎসবে। তদুচ্যতাং কিমাজ্ঞাপয়তি দেবী।

বিদূষকঃ—আঃ দাসীএ ধীএ, কিং ত্তি দেবী আণবেদি? [আঃ দাস্যাঃ পুত্রি, কিমিতি দেবাজ্ঞাপয়তি ?]

চেট্যৌ—এবং ভট্টিণী বিণবেদি। জহা কখু অজ্জ মএ মঅরন্দুজ্জাণং গচ্ছিঅ। রত্তাসোঅপাঅবদলসংঝন্দাবিদস্স ভঅবদো কুসুমাউহস্স পূআ ণিব্বত্তইদব্বা! তথ অজ্জউত্তেণ সংণিহিদেণ হোদব্বংত্তি। [এবং ভর্ত্রী বিজ্ঞাপয়তি। যথা খল্বদ্য ময়া মকরন্দোদ্যানং গত্বা রক্তাশোকপাদপতলসংস্থাপিতস্য ভগবতঃ কুসুমায়ুধস্য পূজা নিবর্তয়িতব্যা। তত্রার্যপুত্রেণ সন্নিহিতেন ভবিতব্যমিতি]।

রাজা—বয়স্য, কিং বক্তব্যম্। উৎসবাদুৎসবান্তরমাপতিতমিতি।

বিদূষকঃ—তা উঠ্‌ঠেহি। তহিং জ্জেব্ব গচ্ছম্ব। জেণ তহি গদস্স মমাপি বম্হণবালঅস্স সোত্থিবাঅণং কিংপি ভবিস্সাদিত্তি। [তদুত্তিষ্ঠ। তত্রৈব গচ্ছাবঃ। যেন তত্রগতস্য মমাপি ব্রাহ্মণবালকস্য স্বস্তিবাচনং কিমপি ভবিষ্যতীতি]।

রাজা—মদনিকে, গম্যতাং দেব্যৈ নিবেদয়িতুম্। অয়মহমাগত এব মকরন্দোদ্যানমিতি।

চেট্যৌ—জং ভট্টা আণবেদিত্তি। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি]। (ইতি নিষ্ক্রান্তে)।

রাজা—বয়স্য, এহি। অবতরাবঃ।

(ইত্যুভৌ প্রাসাদাদবতরণং নাটয়তঃ)

রাজা—বয়স্য, আদেশয় মকরন্দোদ্যানস্য মার্গম্।

বিদূষকঃ—এদু এদু ভট্টা। [এতু এতু ভর্তা]।

(ইতি পরিক্রামতঃ)

বিদূষকঃ—(অগ্রতোঽবলোক্য) ভো এদং তং মঅরন্দুজ্জাণং। তা এহি। পবিসম্হ। [এতৎ তন্মকরন্দোদ্যানম্। তদেহি। প্রবিশাবঃ।]

(ইতি প্রবিশতঃ)

বিদূষকঃ—(সবিস্ময়ম্) ভো মহারাঅ, পেকখ্ পেক্খ। এদং তং মলয়মারুদান্দোলিদমউলন্তসহআরমঞ্জরীরেণুপতলপডিবন্ধপত্তবিআণংমত্তমহুঅরনিঅরমুক্কঝঙ্কারমিলিদমহুরকো ইলালাবসংগীদসুহাবহং তুহাগমণদংসিআঅরং বিঅ মঅরুন্দুজ্জাণং লকখীঅদি! তা পবিসদু ভবং। [ভো মহারাজ, প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব। এতন্মলয়মারুতান্দোলিতমুকুলায়মানসহকারমঞ্জরীরেণুপটলপ্রতিবন্ধপটবিতানং মত্তমধুকরনিকরমুক্তঝঙ্কারমিলিতমধুরকোকিলালাপসংগীতসুখাবহং তবাগমনদর্শিতাদরমিব মকরন্দোদ্যানং লক্ষ্যতে। তৎ প্রবিশতু ভবান্]!

রাজা—(সমন্তাদবলোক্য) অহো রম্যতা মকরন্দোদ্যানস্য। ইহ হি—

উদ্যদ্বিদ্রুমকান্তিভিঃ কিসলয়ৈস্তাম্রাং ত্বিষং বিভ্রতো
ভৃঙ্গালিবিরুতৈঃ কলৈরবিশদব্যাহারলীলাভৃতঃ।
ঘূর্ণন্তো মলয়ানিলাহতিচলৈঃ শাখাসমূহৈর্মুহু-
র্ভান্তিং প্রাপ্য মধুপ্রসঙ্গমধুনা মত্তা ইবামী দ্রুমাঃ ॥ ১৮ ॥

অপি চ—

মূলে গণ্ডূষসেকাসব ইব বকুলৈর্বাস্যতে পুষ্পবৃষ্ট্যা
মধ্বাতাম্রে তরুণ্যা মুখশশিনি চিরাচ্চম্পকান্যদ্য ভান্তি।

আকর্ণ্যাশোকপাদাহতিষু চ রসতাং নির্ভরং নূপুরাণাং
ঝঙ্কারস্যানুগীতৈরনুকরণমিবারভ্যতে ভৃঙ্গসাথৈঃ॥ ১৯ ॥
(ততঃ প্রবিশতি বাসবদত্তা কাঞ্চনমালা গৃহীতপূজোপকরণা
সাগরিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

বাসবদত্তা—হঞ্জে কাঞ্চনমালে, আদেসেহি মে মঅরন্দুজ্জাণস্স মগ্গং। [হঞ্জে কাঞ্চনমালে, আদেশয় মে মকরন্দোদ্যানস্য মার্গম্]।

কাঞ্চনমালা—এদু এদু ভট্টিণী। [এতু এতু ভর্ত্রী]।

বাসবদত্তা—(পরিক্রম্য) হঞ্জে কাঞ্চনমালে, অধ কেত্তিঅদূরে দাণিং সো রত্তাসোঅপাঅবো। জহিং মএ ভঅবদো মঅণস্স পূআ ণিব্বত্তইদব্বা। [হঞ্জে কাঞ্চনমালে, অথ কিয়দ্দূরে ইদানীং স রক্তাশোকপাদপঃ। যত্র ময়া ভগবতো মদনস্য পূজা নির্বর্তয়িতব্যা]।

কাঞ্চনমালা—ভট্টিণি, আসণ্ণো জ্জেব্ব কিং ণপেক্খদি ভট্টিণী। ইঅং ক্খু সা নিরন্তরুব্ভিণকুসুমসোহিণী ভট্টিণীএ পরিগ্গহিদা মাহবীলদা। এসা ক্খু অরবা ণোমালিআ লদা জ এ অআলকুসুমসমুগ্গমসদ্ধালুণা ভট্টিণা অনুদিণঠ আআসীঅদি অপ্পা। তা পদং অদিক্কমিঅ দীসদি জ্জেব্ব সো রত্তাসোঅপাঅবো জহিং দেবী পূঅং ণিব্বত্তইস্সদি। [ভর্ত্রি, আসন্ন এব কিং ন প্রেক্ষতে ভর্ত্রী ? ইয়ং খলু সা নিরন্তরোদ্ভিন্নকুসুমশোভিনী ভর্ত্র্যা পরিগৃহীতা মাধবীলতা। এষা খল্বপরা নবমালিকা লতা যস্যা অকালকুসুমসমুদ্গমশ্রদ্ধালুনা ভর্ত্রাদিদিনমায়াস্যত আত্মা। তদেতামতিক্রম্য দৃশ্যত এব স রক্তাশোকপাদপো যত্র দেবী পূজাং নির্বর্তয়িষ্যতি]।

বাসবদত্তা—তা এহি, তহিং জ্জেব্ব লহুং গচ্ছম্হ। [তদেহি। তত্রৈব লঘু গচ্ছামঃ।]

কাঞ্চনমালা—এদু এদু ভট্টিণী। [এতু এতু ভর্ত্রী]।

(সর্বাঃ পরিক্রামন্তি)

বাসবদত্তা—অঅং সো রত্তাসোঅপাঅবো জহিং অহং পূঅং ণিব্বত্তইস্সং। তা এহি। মে পূআণিমিত্তাইং উবঅরণাইং উবণেহি। [অয়ং স রক্তাশোকপাদপো যত্রাহং পূজাং নির্বর্তয়িষ্যে। তদেহি। মে পূজানিমিত্তান্যুপকরণান্যুপনয়]।

সাগরিকা—(উপসৃত্য) ভট্টিণি, এবং সব্বং সজ্জং। [ভর্ত্রি, এতৎ সর্বং সজ্জম্]।

বাসবদত্তা—(নিরূপ্যাত্মগতম্) অহো পমাদো পরিঅণস্স। জস্স জ্জেব্ব দংসণপধাদো পঅত্তেণ রক্খীঅদি তস্স জ্জেব্ব দিট্ঠিগোঅরে পত্তিদা ভবে। ভোদু। এবং দাব ভণিস্সং। (প্রকাশম্) হঞ্জে সাঅরিএ, কীস তুমং অজ্জ মঅণমহুস্সবপরাহীণে পরিঅণে সারিঅং উজ্ঝিঅ ইহ আগদা। তা তহিং জ্জেব্ব লহুং গচ্ছ। এদংপি সব্বং পূঅবঅরণং কাঞ্চনমালায়ে হত্থে সমপ্পেহি। [অহো প্রমাদঃ পরিজনস্য। যস্যৈব দর্শনপথাৎ প্রযত্নেন রক্ষ্যতে তস্যৈব দৃষ্টিগোচরে পতিতা ভবেৎ। ভবতু। এতৎ তাবদ্ ভণিষ্যামি। হঞ্জে সাগরিকে, কস্মাৎ ত্বমদ্য মদনমহোৎসবপরাধীনে পরিজনে সারিকামুজ্ঝিত্বেহাগতা। তৎ তত্রৈব লঘু গচ্ছ। এতদপি সর্বং পূজোপকরণং কাঞ্চনমালায়া হস্তে সমর্পয়]।

সাগরিকা—জং ভট্টিণী আণবেদিত্তি। (তথা কৃত্বা কতিচিৎ পদানি গত্বা, স্বগতম্।) সারিরা মএ উণ সুসংগদাএ হত্থে সমপ্পিদা। এদংপি অত্থি মে পেক্‌খিদুং কোদূহলম্। কিং জহা তাদস্স অন্তেউরে ভঅবং অণঙ্গো অচ্চীঅদি ইধবি তহ জেব্ব কিংবা অণহত্তি। তা অলক্‌খিআ ভবিঅ পেক্‌খিস্সং। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) তা জাব ইহ পূআসমঅো হোদি তাব অহংপি ভঅবন্তং মঅণং জ্জেব্ব পূজইদং কুসুকাইং অবচিণিস্সং। [যদ্ ভর্ত্র্যাজ্ঞাপয়তীতি। সারিকা ময়া পুনঃ সুসংগতায়া হস্তে সমর্পিতা। এতদপ্যস্তি মে প্রেক্ষিতুং কৌতুহলম্। কিং যথা তাতস্যান্তঃপুরে ভগবাননঙ্গোঽর্চ্যতে ইহাপি তথৈব কিং বান্যথেতি। তদলক্ষিতা ভূত্বা প্রেক্ষিষ্যে। তদ্ যাবদিহ পূজাসময়ো ভবতি তাবদহমপি ভগবন্তং মদনমেধ পূজয়িতুং কুসুমান্যবচেষ্যামি।] (ইতি কুসুমাবচয়নং নাটয়তি)

বাসবদত্তা—কাঞ্চনমালে, পত্তিট্‌ঠাবেহি অসোঅমূলে ভঅবন্তং পজ্জুন্নং। [কাঞ্চনমালে, প্রতিষ্ঠাপয়াশোকমূলে ভগবন্তং প্রদ্যুম্নম্।]

কাঞ্চনমালা—জং ভট্টিণী আনবেদিত্তি। [যদ্ ভর্ত্র্যাজ্ঞাপয়তীতি।] (তথা করোতি)।

বিদূষকঃ—(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ভো বঅস্স, জধা বীসন্তো ণেউরসদ্দো তথা তক্কেমি আঅদা দেবী অসোঅমূলংত্তি। [ভো বয়স্য, যথা বিশ্রান্তো নূপুরশব্দস্তথা তর্কয়াম্যাগতা দেব্যশোকমূলমিতি।]

রাজা—বয়স্য, সম্যগবধারিতম্। পশোয়ং দেবী যা কিলৈষা—

কুসুমসুকুমারমূর্তির্দধতী নিয়মেন তনুতরং মধ্যম্।
আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা চাপযষ্ঠিরিব ॥২০॥

তদেহি। উপসর্পাবঃ। (উপসৃত্য) প্রিয়ে বাসবদত্তে।

বাসবদত্তা—(বিলোক্য) কধং অজ্জউত্তো। জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো। অলঙ্করেদু ইমং দেসং আসনপড়িগ্গহেণ। এদং আসণং। এত্থ উববিসদু অজ্জউত্তো। [কথমার্যপুত্রঃ। জয়তু জয়ত্বার্যপুত্রঃ। অলঙ্করোত্বিমং দেশমাসনপরিগ্রহেণ। এতদাসনম্। অত্রোপাবিশত্বার্যপুত্রঃ।]

(রাজা নাট্যেনোপবিশতি)।

কাঞ্চনমালা—ভট্টিণি, সহত্থদিণেহিং কুসুমকুঙ্কুমচন্দনবাসেহিং সে হিদং রত্তাসোঅপাঅবং গদীতা অচ্চীঅদু ভঅবং পজ্জুন্নো। [ভর্ত্রি, স্বহস্তদত্তৈঃ কুসুমকুঙ্কুমচন্দনবাসোভিঃ শোভিতং রত্নাশোকপাদপং গত্বা অর্চ্যতাং ভগবান্ প্রদ্যুম্নঃ।]

বাসবদত্তে—উবণেহি মে পূআোবঅরণাইং। [উপনায় মে পূজোপকরণানি।]

রাজা—প্রিয়ে,

প্রত্যগ্রমজ্জনবিশেষবিবিক্তকান্তিঃ
কৌসুম্ভরাগরুচিরস্ফুরদংশুকান্তা।
বিভ্রাজসে মকরকেতনমর্চয়ন্তী
বালপ্রবালবিটপিপ্রভা লতেব ॥২১॥

অপি চ—

স্পৃষ্টস্ত্বয়ৈব দয়িতে স্মরপূজাব্যাপৃতেন হস্তেন।
উদ্ভিন্নাপরমৃদুতরকিসলয় ইব লক্ষ্যতেঽশোকঃ ॥২২॥

অপি চ—

অনঙ্গোঽয়মনঙ্গত্বমদ্য নিন্দিষ্যতি ধ্রুবম্।
যদনেন ন সংপ্রাপ্তঃ পাণিস্পর্শোৎসবস্তব ॥২৩॥

কাঞ্চনমালা—ভট্টিণি, অচ্চিদো ভঅবং পজ্জুণো। তা করেহি ভত্তুণো উইদং পূআসক্কারং। [ভর্ত্রি, অর্চিতো ভগবান্ প্রদ্যুম্নঃ। তৎ কুরু ভর্তুরুচিতং পূজাসৎকারম্।]

বাসবদত্তা—তেণ হি উবণেহি মে কুসুমাইং বিলেবণং চ। [তেন হ্যুপনয় মে কুসুমানি বিলেপনম্ চ।]

কাঞ্চনমালা—ভট্টিনি, এদং সব্বং সজ্জং। [ভর্ত্রি, ইদং সর্বং সজ্জম্।]

(বাসবত্তা নাটোন রাজানং পূজয়তি)

সাগরিকা (গৃহীতকুসুমা)– হদ্ধী হদ্ধী। কহং কুসুমলোহোক্খিণ্ডহিঅআএ অধিচিরং জ্জেব্ব মএ কিদং। তা ইমিণা সিন্দুবারবিডবেণ ওবারিঅসরীরা ভবিঅ পেক্খামি। (বিলোক্য) কহং পচ্চক্খো জ্জেব্ব অণুব্বো কুসুমাউহো। অম্মাণং তাদস্স অন্তেউরে চিবগদো অচ্চীঅদি। ইহ পচ্চক্খীকিদো। তা অহংপি ইমেহিং কুসুমেহিং ইহ ট্ঠিদা জ্জেব্ব ভঅবন্তং কুসুমাউহং পূঅইস্সং। (ইতি কুসুমানি প্রক্ষিপতি) ণমো দে ভঅবং কুসুমাউহ, সুভদং সণো মে ভবিস্সসি। দিট্ঠং জং দিঠ্ঠব্বং। অমোঘদংসণো মে ভবিস্সসি। (ইতি প্রণমতি) অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। দিঠ্ঠোবি পুণো পেক্খিদব্বো। তা জাব ণ কোবি মং পেক্খদি দাব জেব্ব গমিস্সং। [হা ধিক্, হা ধিক্। কথং কুসুমলোভোৎক্ষিপ্তহৃদয়য়াতি-চিরমেব ময়া কৃতম্। তদনেন সিন্ধুবারবিটপেনাপবারিতশরীরা ভুত্বা প্রেক্ষে। কথং প্রত্যক্ষ এবাপূর্বঃ কুসুমায়ুধঃ। অস্মাকং তাতস্যান্তঃপুরে চিত্রগতোঽর্চ্যতে। ইহ প্রত্যক্ষীকৃতঃ। তদহমপ্যেভিঃ কুসুমৈরিহ স্থিতৈব ভগবন্তং কুসুমায়ুধং পূজয়িষ্যে। নমস্তে ভগবন্ কুসুমায়ুধ, শুভদর্শনো মে ভবিষ্যসি। দৃষ্টং যদ্ দ্রষ্টব্যম্। অমোঘদর্শনো মে ভবিষ্যসি। আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। দৃষ্টোঽপি পুনঃ প্রেক্ষিতব্যঃ। তদ্ যাবৎ ন কোঽপি মাং প্রেক্ষতে তাবদেব গমিষ্যামি।]

(ইতি কতিচিৎ পদানি গচ্ছতি)

কাঞ্চনমালা—অজ্জ বসন্তঅ, এহি। সংপদং তুমংপি সোত্থিবাঅণং পডিচ্ছেহি। (আর্য বসন্তক, এহি। সাংপ্রতং ত্বমপি স্বস্তিবাচনং প্রতীচ্ছ।)

(বিদূষক উপসর্পতি)

বাসবদত্তা (বিলেপনকুসুমাভরণপূর্বকম্)—অজ্জ, এদং সোত্থিবাঅণং পড়ীচ্ছ। [আর্য, ইদং স্বস্তিবাচনং প্রতীচ্ছ।] (ইত্যর্পয়তি)

বিদূষকঃ (সহর্ষং গৃহীত্বা)—সোত্থি ভোদিএ। [স্বস্তি ভবত্যৈ।]

(নেপথ্যে বৈতালিকঃ পঠতি।)

অস্তাপাস্তসমস্তভাসি নভসঃ পারং প্রয়াতে রবা-
বাস্থানীং সময়ে সমং নৃপজনঃ সাংযতনে সংপতন্।
সংপ্রত্যেষ সরোরুহদ্যুতিমুষঃ পাদংস্তবাসেবিতুং
প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দৃশামুদয়নস্যেন্দোরিবোদ্বীক্ষতে ॥ ২৪ ॥

সাগরিকা—(শ্রুত্বা সহর্ষং পরিবৃত্ত্য রাজানং দৃষ্টবা সস্পৃহম্) কহং অঅং সো রাআ

উঅঅণো নাম জস্স অহং তাদেণ দিণ্ণা। (দীর্ঘং নিশ্বস্য) তা পরপেসণদূসিদংবি মে সরীরং এদস্স দংসণেণ দাণিং বহুমদং সংবুত্তং। (কথময়ং স রাজোদয়নো নাম যস্যাহং তাতেন দত্তা। তৎ পরপ্রেষণদূষিতমপি, মে শরীরমেতস্য দর্শনেনেদানীং বহুমতং সংবৃত্তম্।)

রাজা—কথমুৎসবাপহৃতচেতোভিঃ সন্ধ্যাতিক্রমোঽপ্যস্মাভির্নোপলক্ষিতঃ। দেবী, পশ্য।

উদয়তটান্তরিতমিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্নিশানাথম্।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী ॥ ২৫ ॥

দেবি, তদুত্তিষ্ঠাবঃ। আবাসাভ্যন্তরমেব প্রবিশাবঃ।

(সর্ব উত্থায় পরিক্রামন্তি)

সাগরিকা—কথং পত্থিদা দেবী। ভোদু। তুরিঅং গমিস্সং। (রাজানং সস্পৃহং দৃষ্ট্বা নিশ্বস্য চ) কধং মন্দভাইণীএ মএ পেক্খিদুংবি চিরং ণ পরিদো অঅং জণো। [কথং প্রস্থিতা দেবী। ভবতু। ত্বরিতং গমিষ্যামি। কথং মন্দভাগিন্যা ময়া প্রেক্ষিতুমপি চিরং ন পারিতোঽয়ং জনঃ।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—(পরিক্রামন্)—

দেবি ত্বন্মুখপঙ্কজেন শশিনঃ শোভাতিরস্কারিণা
পশ্যাব্জানি বিনির্জিতানি সহসা গচ্ছন্তি বিচ্ছায়তাম্।
শ্রুত্বা তে পরিবারবারবনিতাগীতানি ভৃঙ্গাঙ্গনা
লীয়ন্তে মুকুলান্তরেষু শনকৈঃ সঞ্জাতলজ্জা ইব ॥ ২৬ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মদনমহোৎসবো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

॥ প্রবেশকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সারিকাপঞ্জরব্যগ্রহস্তা সুসংগতা)

সুসংগতা—হদ্ধী হদ্ধী। অহ দাণিং মম হত্থে ইমং সারিঅং ণিক্খিবিঅ কহিং গদা মে পিঅসহী সাঅরিআ ভবিস্সদি। (অন্যতো দৃষ্ট্বা) এসা ক্খু ণিউণিআ ইধ জ্জেব্ব আঅচ্ছদি। তা জাব এদং পুচ্ছিস্সং। [হা ধিক্ হা ধিক্। অথেদানীং মম হস্তে ইমাং সারিকাং নিক্ষিপ্য কুত্র গতা মে প্রিয়সখী সাগরিকা ভবিষ্যতি। এষা খলু নিপুণিকাত্রৈবাগচ্ছতি। তদ্ যাবদেনাং প্রক্ষ্যামি।]

(ততঃ প্রবিশতি নিপুণিকা)

নিপুণিকা—উঅলদ্ধো ক্খু মএ ভট্টিতো বুত্তন্তো। তা জাব গদুঅ ভট্টিণীএ নিবেদেমি। [উপলব্ধঃ খলু ময়া ভর্তুর্বৃত্তান্তঃ তদ্ যাবদ্ গত্বা ভর্ত্র্যৈ নিবেদয়ামি।] (ইতি পরিক্রামতি)

সুসংগতা—হলা ণিউণিএ, কহিং দাণিং তুমং বিম্হআক্খিত্তহিঅআবিঅ ইহ ঠিদং মং

অবহীরিঅ কুদো অদিক্কামসি ? [হলা নিপুণিকে, কুত্রেদানীং ত্বং বিস্ময়োৎক্ষিপ্তহৃদয়েব ইহ স্থিতাং মামবধীর্য কুতোঽতিক্রামসি ?]

নিপুণিকা—কধং সুসংগদা। হলা সুসংগদে, সুট্ঠু তুএ জাণিদং। এদং ক্খু মম বিম্হঅস্স কাঅণং। অজ্জ কিল ভট্টা সিরিপব্বদাদো আঅদস্স সিরিখণ্ডদাসণামহেঅস্স ধম্মিঅস্স সআসাদো অআলকুসুমসংজণণদোহঅং সিক্খিঅ অত্তণো পরিগ্গহিতং ণোমালিঅং কুসুমসমিদ্ধিসোহিঅং করিস্সদিত্তি। তহিং এদং বুত্তন্তং জাণিদং দেবীএ পেসিদম্হি। তুমং উণ কহিং পত্থিদা। [কথং সুসংগতা। হলা সুসংগতে, সুষ্ঠু ত্বয়া জ্ঞাতম্। ইদং খলু মম বিস্ময়স্য কারণম্। অদ্য কিল ভর্তা শ্রীপর্বতাদাগস্য শ্রীখণ্ডদাসনামধেয়স্য ধার্মিকস্য সকাশাদকালকুসুমসংজননদোহদং শিক্ষিত্বা আত্মনঃ পরিগৃহীতাং নবমালিকাং কুসুমসমৃদ্ধিশোভিতাং করিষ্যতীতি। তত্রৈতং বৃত্তান্তং জ্ঞাতুং দেব্যা প্রেষিতাস্মি। ত্বং পুনঃ ক্ব প্রস্থিতা ?]

সুসংগতা—পিঅসহীং সাঅরিআং অণ্ণেসিদুং। [প্রিয়সখীং সাগরিকামন্বেষ্টুম্।]

নিপুণিকা—হলা, দিট্ঠা মএ সাঅরিআ গহীদসমুগ্গঅচিত্তফলঅবট্টিআ সমুব্বিগ্গা কণলীঘরং পবিসন্তী। তা গচ্ছ পিঅসহীং অহংবি দেবীসআসং গমিস্সং। [হলা, দৃষ্টা ময়া সাগরিকা গৃহীতসমুদ্গকচিত্রফলকবর্তিকা সমুদ্বিগ্না কদলীগৃহং প্রবিশন্তী। তদ্ গচ্ছ প্রিয়সখীম্। অহমপি দেবীসকাশং গমিষ্যামি।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

॥ ইতি প্রবেশকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি গৃহীতচিত্রফলকবর্তিকা মদনাবস্থাং নাটয়ন্তী সাগরিকা।)

সাগরিকা—হিঅঅ, পসীদ পসীদ। কিং ইমিণা আয়াসমেত্তফলেন দুল্লহজণপত্থণাণুবন্ধেণ। অণ্ণং চ। জেণ এব্ব দিট্ঠেণ দে ঈদিসো সংদাবো ণং বড্ঢদি। পুণোবি তং জেব্ব পেক্খিদুং অহিলসসিত্তি অহো দে মূঢদা। অই ণিসংস হিঅঅ, জম্মদো পহুদি সহ সংবড্ঢিঅং ইমং জণং পরিহরিঅ ক্খণমেত্তদংসণপরিচিদং জণং অণুগচ্ছন্তো ণ লজ্জেসি। অহবা কো তুহ দোসো! অণঙ্গসরপতণভীদেণ তুএ এব্বং অজ্জ ব্যবসিদং। ভোদু দাব! অণঙ্গ দাব উবালহিস্সং। (সসম্ভ্রমমঞ্জলিং বদ্ধা জানুভ্যাং স্থিত্বা) ভঅবং কুসুমাউহ, ণিজ্জিদসঅলসুরাসুরো ভবিঅ ইত্থিআজণং পহরন্তো কহং ণ লজ্জেসি। (বিচিন্ত্য) সব্বধা মম মন্দভাইণীএ ইমিণা দুণ্ণিমিত্তেণ অবস্সং মরণং উবট্ঠিদং। (ফলকমবলোক্য) তা জাব ইহ ণ কোবি আঅচ্ছদি দাব আলেক্খসমপ্পিদং তং অভিমদং জণং পেক্খিঅ জহা সমীহিদং তহা করিস্সং। (সাবষ্টম্ভমেকমনা ভূত্বা নাট্যেন ফলকং গৃহীত্বা নিশ্বস্য) জইবি মে অদিসদ্ধসেণ বেবদি অঅং অতিমেত্তং অগ্গহত্থো তহবি তস্স জণস্স অণ্ণো দংসণোবাআ ণত্থিত্তি জহাতহা আলিহিত ণং পেক্খিস্সং। [হৃদয়, প্রসীদ প্রসীদ। কিমনেনায়াসমাত্রফলেন দুর্লভজনপ্রার্থনানুবন্ধেন। অন্যচ্চ। যেনৈব দৃষ্টেন তে ঈদৃশঃ সংতাপো ননু বর্ধতে পুনরপি তমেব প্রেক্ষিতুমভিলষসীত্যহো তে মূঢ়তা। অয়ি নৃশংস হৃদয়, জন্মনঃ প্রভৃতি সহসংবর্ধিতমিমং জনং পরিহৃত্য ক্ষণমাত্রদর্শন-

পরিচিতং জনমনুগচ্ছন্ ন লজ্জসে ! অথবা কস্তব দোষঃ। অনঙ্গশরপতন-ভীতেন ত্বয়ৈবমদ্য ব্যবসিতম্। ভবতু তাবৎ। অনঙ্গং তাবদুপালপ্স্যে। ভগবন্ কুসুমায়ুধ, নির্জিতসকলসুরাসুরো ভূত্বা স্ত্রীজনং প্রহরন্ কথং ন লজ্জসে ? সর্বথা মম মন্দভাগ্যয়া অনেন দুর্নিমিত্তেনাবশ্যং মরণমুপস্থিতম্। তদ্ যাবদিহ ন গচ্ছতি তাবদালেখ্যসমর্পিতং প্রেক্ষ্য যথা সমীহিতং তথা করিষ্যামি। যদ্যপি মেঽতিসাধ্বসেন বেপতেঽয়মতিমাত্রমাগ্রহস্তথাপি তথ্য জনস্যান্যো দর্শনোপায়ো নাস্তীতি তদ্ যথাতথালেখ্যমেনং প্রেক্ষিষ্যে।]

(ইতি নাট্যেন লিখতি)

(ততঃ প্রবিশতি সুসংগতা)

সুসংগতা - এদং ক্খু কঅলীঘরং। তা জাব পবিসামি। (প্রবিশ্যাবলোক্য চ সবিস্ময়ম্) এসা মে পিঅসহী সাঅরিআ ! কিং উণ এসা গুরুু আণু-পেক্খদি। ভোদু। তা জাব সে দিট্ঠিপহং পরিহরিঅ ণিরূবইস্সং ! (স্বৈরং পৃষ্ঠতোঽস্যাঃ স্থিত্বা দৃষ্ট্বা সহর্ষম্) কহং ভট্টা আলিহিদো। সাহু সাঅরিএ, সাহু। অহবা ণ কমলাঅরং বজ্জিঅ রাঅহংসী অণ্ণস্সিং অহিরমদি। [ইদং খলু কদলীগৃহম্। তদ্ যাবৎ প্রবিশামি। এষা মে প্রিয়সখী সাগরিকা। কিং পুনরেষা গুর্বনুৎক্ষিপ্তহৃদয়েব কিমপ্যালিখন্তী ন মাং প্রেক্ষতে। ভবতু। তদ্ যাবদস্যা দৃষ্টিপথং পরিহৃত্য নিরূপয়িষ্যামি। কথং ভর্ত্তালিখিতঃ। সাধু সাগরিকে, সাধু। অথবা ন কমলাকরং বর্জয়িত্বা রাজহংস্যন্যস্মিন্নাভিরমতে।]

সাগরিকা—(সবাষ্পম্) আলিহিদো মএ এসো ! কিং উণ অণঅরদণিবড়ন্তবাহ-সলিলেণ মে দিট্ঠী পেক্খিদুং ণ প্পহবদি। (মুখমুত্তানীকৃত্যাশ্রূণি নিবারয়ন্তী সুসংগতা দৃষ্টেবাত্তরীয়েণ ফলকং প্রচ্ছাদয়ন্তী স্মিতং কৃত্বা) কহং পিঅসহী সুসংগদা। (ইত্যুত্থায় হস্তে গৃহীত্বা) সখি সুসংগদে, ইদো উববিস। [আলিখিতো ময়ৈষঃ। কিং পুনরনবরতনিপতদ্বাষ্পসলিলেন মে দৃষ্টিঃ, প্রেক্ষিতুং ন প্রভবতি। কথং প্রিয়সখী সুসংগতা ? সখি সুসংগতে, অত্রোপবিশ !]

সুসংগতা—(উপবিশ্য বলাৎ ফলকমাকৃষ্য দৃষ্ট্বা চ) সহি' কো এসো তুএ আলিহিদো। [সখি ক এষ ত্বয়ালিখিতঃ।]

সাগরিকা—(সলজ্জম্) পউত্তমঅণমহুস্সবে ভঅবং অণঙ্গো। [প্রবৃত্তমদনমহোৎসবে ভগবাননঙ্গঃ।]

সুসংগতা—(সস্মিতম্) অহো দো ণিউণত্তণং। কিং উণ সুণ্ণং বিআ চিত্তং পডিভাদি। তা অহংপি আলিহিঅ রইসণাহং করিস্সং। অহো তে নিপুণত্বম্। কিং পুনঃ শূন্যমিব চিত্রং প্রতিভাতি। তদহমপ্যালিখ্য রতিসনাথং করিষ্যামি।]

(বর্তিকাং গৃহীত্বা নাট্যেন রতিব্যপদেশন সাগরিকামালিখতি)

সাগরিকা—(বিলোক্য সক্রোধম্) সখি, কীঅ তুএ অহং এত্থ আলিহিদা। [সখি, কথং ত্বয়াহমত্রালিখিতা।]

সুসংগতা—(বিহস্য) সহি, কিং অআরণে কুপ্পসি। জাদিসো তুএ কামদেবো আলি-হিদো তাদিসী মএ রই আলিহিদেত্তি। ত অণ্ণধাসংভাবিণি, কিং তুহ এদিণা আলবিদেণ। কহেহি সব্বং বুত্তন্তং। [সখি, কিমকারণে কুপ্যসি। যাদৃশ-

স্ত্বয়া কামদেব আলিখিতস্তাদৃশী ময়া রতিরালিখিতেতি। তদন্যথাসম্ভাবিনি, কিং তবৈতেনালপিতেন ? কথয় সর্বং বৃত্তান্তম্।]

সাগরিকা—(সলজ্জা স্বগতম্) ণং জাণিদম্মি পিঅসহীএ। (প্রকাশম্) পিঅসহি, মহদী ক্খু মে লজ্জা। তা তহা করেসু জহা ণ কোবি অবরো এবং বুত্তন্তং জাণাদিত্তি। [ননু জ্ঞাতাস্মি প্রিয়সখ্যা। প্রিয়সখি, মহতী খলু মে লজ্জা। তৎ তথা কুরু যথা ন কোঽপ্যপরম্ ইমং বৃত্তান্তং জানাতীতি।]

সুসংগতা—সহি, মা লজ্জ। ঈদিসস্স কন্নারঅণস্স অবস্স এব্ব ঈদিসে বরে অহিলাসেণ হোদব্বং তহবি জহা ণ কোবি অবরো এদং বুত্তন্তং জানিষ্যদি তহ করেমি। এদাএ উণ মেধাবিণীএ সারিআএ এত্থ কারণেণ হোদব্বং। কদাবি এসা ইমস্স আলাবস্স গহিদক্খরা কস্সবি পুরদো মন্তইস্সদিত্তি। [সখি, মা লজ্জস্ব। ঈদৃশস্য কন্যারত্নস্যাবশ্যমেবেদৃশে বরেঽভিলাষেণ ভবিতব্যম্ ! তথাপি যথা ন কোঽপ্যপরং এতং বৃত্তান্তং জ্ঞাস্যতি তথা করোমি। এতয়া পুনর্মেধাবিন্যা সারিকয়াত্র কারণেন ভবিতব্যম্। কদাপ্যেষাস্যালাপস্য গৃহীতাক্ষরা কস্যাপি পুরতো মন্ত্রয়িষ্যত ইতি।]

সাগরিকা—(সোদ্বেগম্) সহি অদোবি মে অধিঅদরং সংদাবো বাধেদি। [সখি, অতোঽপি মেঽধিকতরং সন্তাপো বাধতে।] (ইতি মদনাবস্থাং নাটয়তি)

সুসংগতা—(সাগরিকায়া হৃদয়ে হস্তং দত্ত্বা) সহি, সমস্সস, সমস্সস। জাব ইমাএ দিগ্ঘিআএ নলিণীপত্তাণি মুণালিআং অ গেণ্হিঅ লহুং আঅচ্ছামি। [সখি, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। যাবদস্যা দীর্ঘিকায়া নলিনীপত্রাণি মৃণালিকাং চ গৃহীত্বা লঘ্বাগচ্ছামি।] (নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য চ নাট্যেন নলিনীপত্রৈঃ শয়নীয়ং মৃণালবলয়ানি চ রচয়িত্বা পরিশিষ্টানি নলিনীপত্রাণি সাগরিকায়া হৃদয়ে নিক্ষিপতি।)

সাগরিকা—সহি অবণেহি ইমাইং ণলিণীপত্তাইং মুণালবলআইং চ। অলং এদিণা। কীস অআরণে অত্তাণং আআসেসি। ণং ভণামি—

দুল্লহজণঅনুরাঅো লজ্জা গুরুঈ পরবসো অপ্পা।
পিরসহি বিসমং পেম্মং মরণং ণু বরমেক্কং ॥ ১ ॥

(ইতি মূর্চ্ছতি) [সখি, অপনয়েমানি নলিনীপত্রাণি মৃণালবলয়ানি চ। অলমেতেন। কস্মাদকারণ আত্মানমায়াসয়সি। ননু ভণামি—

দুর্লভজনানুরাগো লজ্জা গুর্বী পরবশ আত্মা।
প্রিয়সখি বিষমং প্রেম মরণং শরণং নু বরমেকম্ ॥ ১ ॥]

সুসংগতা—(সকরুণম্) পিঅসহি সাঅরিএ সমস্সস সমস্সস। [প্রিয়সখি সাগরিকে, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।]

(নেপথ্যে কলকলঃ)

কণ্ঠে কৃত্তাবশেষং কনকময়মধঃ শৃঙ্খলাদাম কর্ষন্-
ক্রান্ত্বা দ্বারাণি হেলাচলচরণরণৎকিঙ্কিণীচক্রবালঃ।
দত্তাতঙ্কোঽঙ্গনানামনুসৃতসরণিঃ সম্ভ্রমাদশ্বপালৈঃ
প্রভ্রষ্টোঽয়ং প্লবঙ্গ প্রবিশতি নৃপতের্মন্দিরং মন্দুরায়াঃ ॥ ২ ॥

অপি চ—

নষ্টং বর্ষবরৈর্মনুষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপা-
মন্তঃ কঞ্চুকিকঞ্চুকস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ।
পর্যন্তাশ্রয়িভির্নিজস্য সদৃশং নাম্নঃ কিরাতৈঃ কৃতং
কুব্জা নীচতয়ৈব যান্তি শনকৈরাত্মেক্ষণাশঙ্কিনঃ ॥ ৩ ॥

সুসংগতা—(আকর্ণ্যাগ্রতোঽবলোক্য সসংভ্রমমুত্থায় সাগরিকাং হস্তে গৃহীত্বা) সহি, উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি। এসো ক্‌খু দুট্‌ঠবাণরো ইদো জেব্ব আঅচ্ছদি। [সখি, উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। এষ খলু দুষ্টবানর ইত এবাগচ্ছতি।]

সাগরিকা—কিং তা দাণিং করেম্প। [কিং তদিদানীং কুর্বঃ।]

সুসংগতা—এহি। ইমস্সিং তমালবিডবান্ধআরে পবিসিঅ এদং অদিবাহেম্মা। [এহি। অস্মিংস্তমালবিটপান্ধকারে প্রবিশ্যৈনমতিবাহয়াবঃ।]

সাগরিকা—সুসংগদে, কহং তুএ চিত্তফলও উজ্ঝিদো। কদাবি কোবি তং পেক্‌খদি। [সুসংগতে, কথং ত্বয়া চিত্রফলক উজ্ঝিতঃ। কদাপি কোঽপি তং প্রেক্ষতে।]

সুসংগতা—অই সুখিদে, কিং অজ্জবি চিত্তফলএণ করিস্সসি। এসোবি দধিভত্তলম্পডো-পদং পঞ্জরং উগ্‌ঘাডিঅ দুট্‌ঠবানরো অদিক্কন্তো। এসা ক্‌খু মেহাবিণী উড্ডেণা অগ্গদো গচ্ছদি। তা এহি। লহুং অনুসরেম্ম। ইমস্স আলাবস্স গহিদক্‌খরা কস্সাবি পুরদো মন্তইস্সদি। [অয়ি সুস্থিতে, কিমদ্যাপি চিত্রফলকেন করিষ্যসি? এষোঽপি দধিভক্তলম্পট এতৎ পঞ্জরমুদ্‌ঘাট্য দুষ্টবানরোঽতিক্রান্তঃ। এষা খলু মেধাবিনুড্ডীয়ান্যতো গচ্ছতি। তদেহি। লঘুনুসরাবঃ। অস্যালাপস্য গৃহীতাক্ষরা কস্যাপি পুরতো মন্ত্রয়িষ্যতে।]

সাগরিকা—সহি এব্বং করেম্ম। [সখি, এবং কুর্বঃ।] (ইতি পরিক্রামতঃ)

(নেপথ্যে)

হী হী। ভোঃ ভোঃ, অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। [হী হী। ভোঃ ভোঃ, আশ্চর্যমাশ্চর্যম্।]

সাগরিকা—(বিলোক্য) সুসংগদে, জাণীঅদি ণং পুণোবি দুট্‌ঠবাণরো জেব্ব আঅচ্ছদিত্তি। [সুসংগতে, জ্ঞায়তে ননু পুনরপি দুষ্টবানর এবাগচ্ছতীতি।]

সুসংগতা—(দৃষ্ট্বা বিহস্য) অই কাদরে। ণ ভেহি ভট্টিণো পরিবাসবত্তী ক্‌খু এসো অজ্জবসন্তও। [অয়ি কাতরে, মা বিভীহি। ভর্তুঃ পরিপার্শ্ববর্তী খল্বেষ আর্যবসন্তকঃ।]

(ততঃ প্রবিশতি বসন্তকঃ)

বসন্তকঃ—হী হী। ভোঃ ভোঃ, অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। সাহু রে সিরিখণ্ডদাস ধম্মিঅ, সাহু! [হী হী। ভো ভোঃ, আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। সাধু রে শ্রীখণ্ডদাস ধার্মিক সাধু!]

সাগরিকা—(সস্পৃহমবলোক্য) সহি সুসংগদে, দংসণীও ক্‌খু অঅং জণো। [সখি সুসংগতে, দর্শনীয়ঃ খল্বয়ং জনঃ।]

সুসংগতা—সহি সুখিদে, কিং এদিণা দিট্‌ঠেণ। দূরীভূদা ক্‌খু সারিআ। তা এহি, অণুসরেম্ম। [সখি সুস্থিতে, কিমনেন দৃষ্টেন? দূরীভূতা খলু সারিকা। তদেহি, অনুসরাবঃ।] (ইতি নিষ্ক্রান্তে)

বসন্তকঃ—সাহু রে, সিরিখণ্ডদাস ধম্মিঅ, সাহু। জেণ দিন্নমেত্তেণ এব্ব তেণ দোহএণ ঈদিসী ণোমালিআ সংবুত্তা জেণ নিরন্তরুব্ভিন্নকুসুমগুচ্ছসোহিঅবিটবা উবহসন্তী বিঅ লক্খীঅদি দেবীপরিগহিদং মাহবীলদং। তা জাব গদুঅ পিঅবঅস্সস্স ণিবেদেমি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসোক্খু পিঅবঅস্সো তস্স দোহদস্স লদ্ধপচ্চঅদাএ পরোক্খংবি তং ণোমালিঅং পচ্চক্খং বিঅ কুসুমিদং পেক্খন্তো হরিসুপ্ফুল্ললোঅণো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। তা জাব ণং উবসপ্পামি। [সাধু রে শ্রীখণ্ডদাস ধার্মিক, সাধু। যেন দত্তমাত্রেণৈব তেন দোহদেন ঈদৃশী নবমালিকা সংবৃত্তা। যেন নিরন্তরোদ্ভিন্নকুসুমগুচ্ছশোভিতবিটপোপহসন্তীব লক্ষ্যতে দেবীপরিগৃহীতাং মাধবীলতাম্। তদ্ যাবদ্ গত্বা প্রিয়বয়স্যং নিবেদয়ামি প্রিয়বয়স্যস্তস্য দোহদস্য লব্ধপ্রত্যক্ষতয়া পরোক্ষামপি তাং নবমালিকাং প্রত্যক্ষামিব কুসুমিতাং প্রেক্ষমাণঃ হর্ষোৎফুল্ললোচন ইত এবাগচ্ছতি। তদ্ যাবদেনমুপসর্পামি।] (ইতি রাজানং প্রতি নির্গতঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো রাজা)

রাজা—(সহর্ষম্)

উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা-
দায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাং ধ্রুবং
পশ্যান্ কোপবিপাটলদ্যুতি মুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্ ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ—(সহসোপসৃত্য) জঅদু জঅদু পিঅবঅস্সো। ভো বঅস্স, দিট্ঠিআ বড্ঢসি। (জেন্ন দিন্নমেত্তেণেতি পুনঃ পঠতি)। [জয়তু জয়তু প্রিয়বয়স্যঃ। ভো বয়স্য, দিষ্ট্যা বর্ধসে।]

রাজা—বয়স্য, কঃ সন্দেহঃ ? অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রৌষধীনাং প্রভাবঃ। পশ্য—

কণ্ঠে পুরুষোত্তমস্য সমরে দৃষ্টবা মণিং শত্রুভি-
র্নষ্টং মন্ত্রবলৈর্বসন্তি বসুধামূলে ভুজঙ্গা হতাঃ।
পূর্বং লক্ষ্মণবীরবানরভটা যে মেঘনাদাহতাঃ
পীত্বা তেঽপি মহোদধের্গর্ণনিধের্গন্ধং পুনর্জীবিতাঃ ॥ ৫ ॥

তদাদেশয় মার্গং যেন বয়মদ্য তদবলোকনেন চক্ষুষঃ ফলমনুভবামঃ।

বিদূষকঃ—(সাটোপম্) এদু এদু ভবং। [এতু এতু ভবান্।]

রাজা—গচ্ছাগ্রতঃ।

(উভৌ সগর্বং পরিক্রামতঃ)

বিদূষকঃ—(আকর্ণ্য সময়ং নিবৃত্য রাজানং হস্তে গৃহীত্বা সসম্ভ্রমম্) ভো বঅস্স, এহি পলাঅম্হ। [ভো বয়স্য, এহি পলায়াবহে।]

রাজা—কিমর্থম্ ?

বিদূষকঃ—ভোঃ এঅস্সিং বউলপাদবে কোবি ভূদো পতিবসদি। [ভোঃ, অস্মিন্ বকুলপাদপে কোঽপি ভূতঃ প্রতিবসতি।]

রাজা—ধিঙ্ মূর্খ, বিস্রব্ধং গম্যতাম্। কুত ঈদৃশানামত্র প্রভাবঃ ?

বিদূষকঃ—ফুডক্খরং এব্ব মন্তেদি। জই মম বঅণং ণ পত্তিআঅসি তা অগ্গদো

ভবিঅ সঅং এব্ব আকপ্পেহি। [স্ফুটাক্ষরমেব মন্ত্রয়তে। যদি মম বচনং প্রত্যেষি তদগ্রতো ভূত্বা স্বয়মেবাকর্ণয়।]

রাজা—(তথা কৃত্বা শ্রুত্বা চ)।

স্পষ্টাক্ষরমিদং যস্মান্মধুরং স্ত্রীস্বভাবতঃ।
অল্পাঙ্গত্বাদনির্হ্রাদি মন্যে বদতি সারিকা ॥ ৬ ॥

(ঊর্ধ্বং নিরূপ্য নিপুণমবলোক্য) কথং সারিকা?

বিদূষকঃ—(বিচার্য) কধং? সচ্চং এব্ব সারিআ। [কথম্? সত্যমেব সারিকা।]

রাজা—(সস্মিতম্) বয়স্য, এবম্।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স তুমং ভআলুও জেণ সারিঅং ভূদেত্তি মন্তেসি। [ভো বয়স্য, ত্বং ভীরুকঃ। যেন সারিকাং ভূত ইতি মন্ত্রয়সে।]

রাজা—ধিঙ্ মূর্খ, যদাত্মনা কৃতং তন্ময়ি সম্ভাবয়সি।

বিদূষকঃ—ভো, জই এব্বং মা ক্খু মং ণিবারেহি। (সরোষং দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য) আঃ দাসীএ ধীএ। তুমং জাণাসি সচ্চং এব্ব বসন্তও ভাআদিত্তি। তা চিট্ঠ দাব মুহুত্তং জাব ইমিণা পিসুণজণহিঅঅকুডিলেণ দণ্ডকাট্ঠেণ পরিপক্কং বিঅ কইত্থ-ফলং ইমাদো বউলপাঅবাদো আহণিঅ ভুমিএ পাড়ইস্সং। [ভো, যদ্যেবং মা খলু মাং নিবারয়। আঃ দাস্যাঃ পুত্রি! ত্বং জানাসি সত্যমেব বসন্তকো বিভেতীতি। তৎ তিষ্ঠ তাবন্মুহূর্তং যাবদনেন পিশুনজনহৃদয়কুটিলেন দণ্ড-কাষ্ঠেন পরিপক্কমিব কপিত্থফলমস্মাদ্ বকুলপাদপাদাহৃত্য ভূমৌ পাতয়িষ্যামি।] (ইতি হন্তুমুদ্যতঃ।)

রাজা—(নিবারয়ন্) মূর্খ, কিমপ্যেষা রমণীয়ং ব্যাহরতি। কিমেনাং ত্রাসয়সি? শৃণুবস্তাবৎ।

(উভাবাকর্ণয়তঃ)

বিদূষকঃ—এব্বং ভণাদি। ইমস্স বহ্মণস্স ভোজণং দিজ্জেত্তি। [এবং ভণতি। অস্য ব্রাহ্মণস্য ভোজনং দেহীতি।]

রাজা—সর্বমপ্যৌদরিকস্যাভ্যবহার এব পর্যবস্যতি। তৎ সত্যং বদ। কিমালাপতি সারিকা।

বিদূষক—(আকর্ণ্য) ভো বঅস্স, সুদং তুএ জং এদাএ মন্তিদং। এসা ভণাদি—' সহি, কো এসো তুএ আলিহিদো। পউত্তমঅণমহূস্সবে ভঅবং অণঙ্গোত্তি।' পুণোবি ভণাদি— 'সহি, কীস তুএ অহং এত্থ আলিহিদা। সহি, কিং অআরণে কুপ্পসি? জাদিসো তুএ কামদেবো আলিহিদো তাদিসী মএ রই আলিহিদেত্তি। তা অণ্ণধা-সম্ভাবিণি, কিং তুহ এদিনা আলবিদেণ। কহেহি সব্বং বুত্তন্তং!' ভো বঅস্স, কিং ণেদং? [ভো বয়স্য, শ্রুতং ত্বয়া যদেতয়া মন্ত্রিতম্। এষা ভণতি—'সখি, ক এষ ত্বয়ালিখিতঃ? প্রবৃত্তমদনমহোৎসবে ভগবাননঙ্গ' ইতি। পুনরপি ভণতি— 'সখি, কস্মাৎ ত্বয়াহমত্রালিখিতা।' 'সখি, কিমকারণে কুপ্যসি? যাদৃশস্ত্বয়া কামদেব আলিখিতস্তাদৃশী ময়া রতিরালিখিতেতি। তদান্যথাসম্ভাবিনি, কিং তবৈতেনা-লপিতেন? কথয় সর্বং বৃত্তান্তং।' ভো বয়স্য, কিং ন্বিদম্?]

রাজা—বয়স্য, এবং তর্কয়ামি। কয়াপি হৃদয়বল্লভোহনুরাগাদভিলিখ্য কামদেবব্যপদেশেন

সখীপুরতোঽপহৃতঃ। তৎ সখ্যাপি প্রত্যভিজ্ঞায় বৈদগ্ধ্যাদসাবপি তত্রালিখ্য রতিব্যপদেশেন দর্শিতেতি।

বিদূষকঃ—(ছোটিকাং দত্ত্বা) ভো বঅস্স, জুজ্জদি ক্খু এদং। (ভো বয়স্য, যুজ্যতে খল্বেতৎ।)

রাজা—ভো বয়স্য, তূষ্ণীং ভব। পুনরপি ব্যাহরতি। তচ্ছৃণবস্তাবৎ।

(উভাবপি শৃণুতঃ)

বিদূষকঃ—ভোঃ, পুণোবি এসা এব্বং ভণাদি—'সহি, মা লজ্জ। ঈদিসস্স কণ্ণারঅণস্স অবস্সং এব্ব ঈদিসে বরে অহিলাসেন হোদব্বং। তা জা এসা আলিহিদা সা ক্খু কণ্ণা দংসণীআ। (ভোঃ, পুনরপ্যেষৈবং ভণতি—সখি, মা লজ্জস্ব। ঈদৃশস্য কন্যারত্নস্যাবশ্যমেবেদৃশে বরেঽভিলাষেণ ভবিতব্যম্।' তদ্যৈষালিখিতা সা খলু কন্যা দর্শনীয়া।)

রাজা—যদ্যেবমবহিতৌ শৃণুবস্তাবৎ। অস্ত্যত্রাবকাশো নঃ কুতূহলস্য।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, মা পণ্ডিঅগব্বং উব্বহ। অহং দে এদাএ মুহাদো সুণিঅ সব্বং বাক্খাণইস্সং (ভো বয়স্য, মা পাণ্ডিত্যগর্বমুদ্বহ। অহং তে এতস্যা মুখাচ্ছ্রুত্বা সর্বং ব্যাখ্যাস্যামি।)

(ইত্যুভাবাকর্ণয়তঃ)

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, সুদং তুএ জং এদাএ মন্তিদং। 'সহি, অদোবি মে অধিঅতরং সংদাবো বাধেদি। সহি, অবণেহি ইমাইং ণলিণীপত্তাইং মুণালবলআইং চ। অলং এদিণা।' 'কীস অআরণে অত্তাণং অআসেসি।' (তো বয়স্য, শ্রুতং ত্বয়া যদেতয়া মন্ত্রিতম্—'সখি, অতোঽপি মেঽধিকতরং সন্তাপো বাধতে। সখি, অপনয়েমানি নলিনীপত্রাণি মৃণালবলয়ানি চ। অলমেতেন।' 'কস্মাদকারণ আত্মানমায়াসয়সি ?]

রাজা—বয়স্য, ন কেবলং শ্রুতম্। অভিপ্রায়োঽপি লক্ষিতঃ।

বিদূষকঃ—ভো বয়স্স, অজ্জবি কুরকুরাঅদি এব্বং এসা সারিআ দাসীএ ধীআ। (ভো বয়স্য, অদ্যাপি কুরকুরায়তি এবমেষা সারিকা দাস্যাঃ পুত্রী।)

রাজা—যুক্তমভিহিতম্।

(পুনরাকর্ণয়তঃ)

বিদূষকঃ—ভো বয়স্য, এসা ক্খু সারিআ দাসীএ দুহিদা চউব্বেদী ব্রহ্মণো বিঅ রিচাইং ভণিদুং পউত্তা। (ভো বয়স্য, এষা খলু সারিকা দাস্যা দুহিতা চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ ইব ঋচো ভণিতুং প্রবৃত্তা।)

রাজা—বয়স্য, কথয় কিমপ্যন্যচেতসা ময়া নাবধারিতং কিমনয়োক্তমিতি।

বিদূষকঃ—ভোঃ, এব্বং ভণাদি—

দুল্লহজণঅণুরাও লজ্জা গুরুঈ পরব্বসো অপ্পা।
পিঅসহি বিসমং পেম্মং মরণং সরণং ণু বরমেক্কং॥ ৭॥

(ভোঃ, এবং ভণতি—

দুর্লভজনানুরাগো লজ্জা গুর্বী পরবশ আত্মা।
প্রিয়সখি, বিষমং প্রেম, মরণং শরণং নু বরমেকম্॥ ৭॥

রাজা—(সস্মিতম্) বয়স্য, এবংবিধং ভবন্তং মুক্ত্বা কোঽন্য এবংবিধানামুচা—মভিজ্ঞঃ।

বিদূষকঃ—তদো কিং ণু এদং ? (ততঃ কিং স্বিদম্ ?)

রাজা—ননু গাথিকেয়ম্।

বিদূষকঃ—কিং গাধিআ ? তদো কিং কহিঅদু ? (কিং গাথিকা ? কথ্যতাম্।

রাজা—বয়স্য, কয়াপি শ্লাঘ্যযৌবনয়া প্রিয়তমমনাসাদয়ন্ত্যা জীবিতনিরপেক্ষয়োক্তম্।

বিদূষকঃ—(উচ্চৈর্বিহস্য) ভোঃ কিং এদেহিং বক্কভণিদেহিং ? উজুঅং এব্ব কিং ণ ভণাসি ? জহ মং এব্ব অণাসাঅন্তীএ ত্তি ! অন্নহা কো অন্নো কুসুমচাবব্ববদেশেন ণিহ্নবীঅদি ? (ভোঃ, কিমেতৈর্বক্রভণিতৈঃ ? ঋজুকমেব কিং ণ ভণসি—যথা মামেবানাসদয়ন্ত্যেতি ? অন্যথা কোঽন্যঃ কুসুমচাপব্যপদেশেন নিহ্নূয়তে ?]
(হস্ততালং দত্ত্বোচ্চৈর্বিহসতি)

রাজা—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) ধিঙ্ মূর্খ, কিমুচ্চৈর্বিহসতা ত্বয়া তপস্বিনী ত্রাসিতেয়ম্ যেনোড্ডীয়ান্যত্র ক্বাপি গতা।

(ইতি নিরূপয়তঃ)

বিদূষকঃ—(বিলোক্য) ভো বয়স্স, অন্নধা মা সংভাবেহি। এসা কঅলীঘরং এব্ব গদা। তা এহি অণুসরেম্ব। (ভো বয়স্য, অন্যথা মা সংভাবয়। এষা কদলী-গৃহমেব গতা। তদেহি অনুসরাবঃ।)

রাজা— দুর্বারাং কুসুমশরব্যথাং বহন্ত্যা
কামিন্যা যদভিহিতং পুরঃ সখীনাম্ ;
তদ্ভূয়ঃ শুকশিশুসারিকাভিরুক্তং
ধন্যানাং শ্রবণপথাতিথিত্বমেতি ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ—ভো বয়স্স, এদং ক্খু কঅলী-ঘরঅং ! জাব পবিসম্হ। [ভোঃ বয়স্য, ইদং খলু কদলী-গৃহম্। যাবৎ প্রবিশাবঃ।]

(ইত্যুভৌ প্রবিশতঃ।)

বিদূষকঃ—ভোঃ অলং দাএ দাসীএ ধীআএ সারিআএ অন্নেসণপ্পঅত্তেণ। ইধ দাব মলঅমারুদুব্বেলন্ত-বালকঅলীদলসীঅলে সিলাদলে উববিসিঅ মুহুত্তঅং বীসম্হ। [ভোঃ, অলং তস্যা দাস্যাঃ পুত্র্যাঃ সারিকায়াঃ অন্বেষণ-প্রযত্নেন। ইহ তাবন্মলয়মারুতোদ্বেল্লদ্বালকদলীদলশীতলে শিলাতলে উপবিশ্য মুহূর্তং বিশ্রাম্যাবঃ।]

রাজা—যদভিরুচিতং ভবেৎ।

(ইত্যুপবিশতঃ। রাজা নিশ্বস্য দুর্বারামিতি পুনঃ পঠতি।)

বিদূষকঃ—(পার্শ্বতোঽবলোক্য) ভো বঅস্স, এদেণ উদ্ঘাডিঅদুবারেণ দুট্ঠবাণরেণ তাএ সারিআএ পঞ্জরেণ হোদব্বং। [ভো বয়স্য, এতেনোদ্ঘাটিত-দ্বারেণ দুষ্টবানরেণ তস্যাঃ সারিকায়াঃ পঞ্জরেণ ভবিতব্যম্।]

রাজা—(সকৌতুকম্) বয়স্য, কিমেতৎ ?

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, দিট্ঠিআ বড্ঢসি। এদং তং জং মএ ভণিদং। তুমং জেব্ব এত্থ আলিহিদো। অন্নহা কো অন্নো কুসুমচাবব্ববদেসেণ ণিহ্নবীঅদিত্তি। [ভো

বয়স্য, দিষ্ট্যা বর্ধসে। এতৎ তদ্ যন্ময়া ভণিতম্। ত্বমেবাত্রালিখিতঃ। অন্যথা কোঽন্যঃ কুসুমচাপ-ব্যপদেশেন নিহ্নূয়তে ইতি।]

রাজা—(সহর্ষং হস্তৌ প্রসার্য) সখে, দর্শয় দর্শয়।

বিদূষকঃ—ণ দে দংসইস্সং। সাবি কঞ্ঞা এত্থ এব্ব আলিহিদেত্তি। কিং পারিতোসিএণ বিণা ঈদিসং কণ্ণারঅণং দংসীঅদি। [ন তে দর্শয়িষ্যামি। সাপি কন্যকাত্রৈবালিখিতেতি। কিং পারিতোষিকেণ বিনেদৃশং কন্যারত্নং দর্শ্যতে।]

রাজা—(কটকমর্পয়ন্নেব বলাদ্ গৃহীত্বা পশ্যতি। বিলোক্য সবিস্ময়ম্) বয়স্য, পশ্য—

লীলাবধূতপদ্মা কথয়ন্তী পক্ষপাতমধিকং নঃ।
মানসমুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা রাজহংসীব ॥ ৯ ॥

অপি চ—

বিধায়াপূর্বপূর্ণেন্দুমস্যা মুখমভূদ্ ধ্রুবম্।
ধাতা নিজাসনাম্ভোজবিনিমীলনদুঃস্থিতঃ ॥ ১০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সাগরিকা সুসংগতা চ।)

সাগরিকা—সহি সুসংগদে, ণ সমাসাদিদা অম্হেহিং সারিআ। তা চিত্তফলঅং বি দাব ইমাদো কঅলীঘরাদো গেহ্নিঅ লহুং আঅচ্ছম্‌হ। [সখি সুসংগতে, ন সমাসাদিতাস্মাভিঃ সারিকা। তচ্চিত্রফলকমপি তাবদস্মাৎ কদলীগৃহাদ্ গৃহীত্বা লঘ্বাগচ্ছাবঃ।]

সুসংগতা—সহি, এব্বং করেম্‌হ। [সখি, এবং কুর্বঃ।]

(ইত্যুপসর্পতঃ)

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, কীস উণ এসা ওণদমুহী আলিহিদা। [ভো বয়স্য, কস্মাৎ পুনরেষা অবনতমুখ্যালিখিতা।]

সুসংগতা—(আকর্ণ্য) সহি, জহা বসন্তও মন্তেদি তহা তক্কেমি ভট্টিণাবি এত্থ এব্ব হোদব্বং। তা কঅলীঘরগুম্মন্তরিআ ভবিঅ পেক্খম্‌হ। [সখি, যথা বসন্তকো মন্ত্রয়তে তথা তর্কয়ামি ভর্ত্রাপ্যত্রৈব ভবিতব্যম্। তৎ কদলীগৃহগুল্মান্তরিতে ভূত্বা প্রেক্ষাবহে।]

(ইত্যুভে আকর্ণয়তঃ)

রাজা—বয়স্য, পশ্য পশ্য! (বিধায়াপূর্বপূর্ণেন্দুমিত্যাদি পুনঃ পঠতি।)

সুসংগতা—সহি, দিট্‌ঠিয়া বড্‌ঢসি। এসো দে হিঅঅবল্লহো তুমং জেব্ব বণ্ণেদি। [সখি, দিষ্ট্যা বর্ধসে। এষ তে হৃদয়বল্লভস্ত্বামেব বর্ণয়তি!]

সাগরিকা—(সলজ্জম্) সহি, কীস পরিহাসসীলদাএ ইমং জনং লহুং করেসি? [সখি, কস্মাৎ পরিহাসশীলতয়েমং জনং লঘুং করোষি?]

বিদূষকঃ—(রাজানং চালয়িত্বা) ণং ভণামি, কীস এসা ওণদমুহী আলিহিদা। [ননু ভণামি! কস্মাদেষাবনতমুখ্যালিখিতা।]

রাজা—বয়স্য, সারিকয়ৈব সকলমাবেদিতম্।

সুসংগতা—(বিহস্য) সহি, দংসিদং সারিআএ অত্তণো মেহাবত্তণং। [সখি, দর্শিতং সারিকয়াত্মনো মেধাবিত্বম্।]

বিদূষকঃ—অবি সুহাঅদি দে লোঅণং ণ বেত্তি? [অপি সুখয়তি তে লোচনং ন বেতি?]

সাগরিকা—(সসাধ্বসং, স্বগতম্) হদ্ধী, হদ্ধী। ণ আণে কিং এসো ভণিস্সদি! জং সচ্চং এব্ব মরণজীবিদাণং অন্তরে বট্টামি। [হা ধিক্, হা ধিক্! ন জানে কিমেষ ভণিষ্যতি। যৎ সত্যমেব মরণজীবিতয়োরন্তরে বর্তে।]

রাজা—বয়স্য, সুখয়তীতি কিমুচ্যতে?

কৃচ্ছ্রাদূরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌ স্তনৌ
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥ ১১॥

সাগরিকা—(শ্রুত্বা স্বগতম্) হিঅঅ, পসীদ পসীদ। সমস্সস সমস্সস। মণোরহোবী দে দাণিং এত্তিঅং ভূমিং গদো। [হৃদয়, প্রসীদ প্রসীদ। সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। মনোরথোঽপি ত ইদানীমিয়তীং ভূমিং গতঃ।]

সুসংগতা—সহি সুদং তুএ? [সখি, শ্রুতং ত্বয়া?]

সাগরিকা—(বিহস্য) তুমং এব্ব সুণ। জাএ আলেক্খবিণ্ণাণং বণ্ণীঅদি। [ত্বমেব শৃণু। যস্যা আলেখ্যবিজ্ঞানং বর্ণ্যতে।]

বিদূষকঃ—(ফলকং নির্বর্ণ্য) ভো বঅস্স, জস্স উণ ঈদিসীঅোবি এব্বং পিঅসমাগমং বহু মণ্ণন্তি তস্সবি অত্তণো উবরি কো পরাহবো? জেণ এত্থ এব্ব তাএ আলিহিদং অত্তাণঅং ণ পেক্খসি। [ভো বয়স্য, যস্য পুনরীদৃশোঽপ্যেবং প্রিয়সমাগমং বহুমন্যন্তে তস্যাপ্যাত্মন উপরি কঃ পরাভবঃ? যেনাত্রৈব তয়ালিখিতমাত্মানং ন প্রেক্ষসে?]

রাজা—(নির্বর্ণ্য) বয়স্য, অনয়া লিখিতোঽহমিতি যৎ সত্যমাত্মন্যেব বহুমানঃ। তৎ কথং ন পশ্যামি? পশ্য—

ভাতি পতিতো লিখন্ত্যাস্তস্যা বাষ্পাম্বুসীকরকণৌঘঃ।
স্বেদোদ্গম ইব করতলসংস্পর্শাদেব মে বপুষি॥ ১২॥

বিদূষকঃ—(পার্শ্বতোঽবলোক্য) ভো বঅস্স, এদং ক্খু তাএ সরসকমলিণীদলমুণালিরবইদং মঅণাবত্থাসুঅঅং সঅণীঅং লক্খীঅদি। [ভো বয়স্য, এতৎ খলু তস্যাঃ সরসকমলিনীদলমৃণালবিরচিতং মদনাবস্থাসূচকং শয়নীয়ং লক্ষ্যতে।]

রাজা—বয়স্য, নিপুণমুপলক্ষিতম্। তথাহি—

পরিম্লানং পীনস্তনজঘনসঙ্গাদুভয়ত-
স্তনোর্মধ্যস্যান্তঃ পরিমিলনমপ্রাপ্য হরিতম্।
ইদং ব্যস্তন্যাসং শ্লথভুজলতাক্ষেপবলনৈঃ
কৃশাঙ্গ্যাঃ সন্তাপং বদতি নলিনীপত্রশয়নম্॥ ১৩॥

অপি চ—

স্থিতমুরসি বিশালং পদ্মিনীপত্রমেতৎ
কথয়তি ন তথান্তর্মন্মথোত্থামবস্থাম্।
অতিশয়পরিতাপগ্লাপিতাভ্যাং যথাস্যাঃ
স্তনযুগপরিণাহং মণ্ডলাভ্যাং ব্রবীতি॥ ১৪॥

বিদূষকঃ—(নাট্যেন মৃণালিকাং গৃহীত্বা) ভো বঅস্স, অঅং ক্খু অবরো তাএ জেব্ব পীণত্থণক্খলণকিলিসন্তকোমলমুণালহারো। তা পেক্খদু ভবং। [ভো

বয়স্য, অয়ং খল্বপরস্তস্যা এব পীনস্তনস্খলনক্লিশ্যমানকোমলমৃণালহারঃ। তৎ প্রেক্ষতাং ভবান্।]

রাজা—(গৃহীত্বোরসি বিন্যস্য সোপালম্ভম্) অয়ি জড়প্রকৃতে,

পরিচ্যুতস্তৎকুচকুম্ভমধ্যাৎ কিং শোষমায়াসি মৃণালহার।
ন সূক্ষ্মতন্তোরপি তাবকস্য তত্রাবকাশো ভবতঃ কিমু স্যাৎ ॥ ১৫ ॥

সুসংগতা—(আত্মগতম্) হদ্ধী, হদ্ধী। গুরুঅণুরাআক্খিত্তহিঅআে ভট্টা অসংবদ্ধংপি মন্তিদুং পউত্তো। তা অদো অবরং উণ ণ জুত্তং অপেক্খিদুং। ভোদু। এদং দাব। (প্রকাশম্) সহি, জস্স কিদে তুমং আঅদা সো অঅং দে পুরদো চিঠ্ঠদি। [হা ধিক্, হা ধিক্। গুর্বনুরাগোৎক্ষিপ্তহৃদয়ো ভর্তাসংবদ্ধমপি মন্ত্রয়িতুং প্রবৃত্তঃ। তদতঃপরং পুনর্ন যুক্তমপেক্ষিতুম্। ভবত্বেবং তাবৎ। সখি, যস্য কৃতে ত্বমাগতা সোঽয়ং তে পুরতস্তিষ্ঠতি।]

সাগরিকা—(সাসূয়ম্) কস্স কিদে অহং আঅদা, কো বা এস্ব চিট্ঠদি ? [কস্য কৃতে অহং আগতা ? কো বা এষ তিষ্ঠতি ?]

সুসংগতা—(বিহস্য) অই অন্নসঙ্কিদে, ণং চিত্তফলঅস্স কিদে। তা গেহ্ন এদং। [অয়ি অন্যশঙ্কিতে, ননু চিত্রফলকস্য কৃতে। তদ্ গৃহাণৈনম্।]

সাগরিকা—(সরোষম্) অহং অণিউণা ক্খু তুহ ঈদিসাণং আলাবাণং। তা অন্নদো গমিস্সং। [অহমনিপুণা খলু তবেদৃশানামালাপানাম্। তদন্যতো গমিষ্যামি।]
(ইতি গন্তুমিচ্ছতি।)

সুসংগতা অই অসহণে, ইহ দাব মুহুত্তঅং চিট্ঠ। জাব ইমাদো কঅলীঘরাদো চিত্তফলঅং গেহ্নিঅ আঅচ্ছামি। [অয়ি অসহনে, ইহ তাবন্মুহূর্তং তিষ্ঠ। যাবদস্মাৎ কদলীগৃহাচ্চিত্রফলকং গৃহীত্বাগচ্ছামি।]

সাগরিকা—সহি, এব্বং করেহি। [সখি, এবং কুরু।]

(সুসংগতা কদলীগৃহাভিমুখং পরিক্রামতি।)

বিদূষকঃ—(সুসংগতাং দৃষ্ট্বা সসম্ভ্রমম্) ভো বঅস্স, পচ্ছাদেহি এদং চিত্তফলঅং। এসা ক্খু দেবীএ পরিচারিআ সুসংগদা আঅদা। [ভো বয়স্য, প্রচ্ছাদয়ৈনং চিত্রফলকম্। এষা খলু দেব্যাঃ পরিচারিকা সুসংগতাগতা।]

(রাজা পটান্তেন ফলকমাচ্ছাদয়তি।)

সুসংগতা—(উপসৃত্য) জঅদু জঅদু ভট্টা। [জয়তু জয়তু ভর্তা।]

রাজা—সুসংগতে, স্বাগতম্। ইহোপবিশ্যতাম্।

(সুসংগতোপবিশতি।)

রাজা—সুসংগতে, কথমিহস্থোঽহং ভবত্যা জ্ঞাতঃ।

সুসংগতা—(বিহস্য) ণ কেবলং দেবো। চিত্তফলএণ সহ সব্বোবি বুত্তন্তো মএ বিন্নাদো। তা দেবীএ গদুঅ ণিবেদইস্সং। [ন কেবলং দেবঃ। চিত্রফলকেন সহ সর্বোঽপি বৃত্তান্তো ময়া বিজ্ঞাতঃ। তস্মাদ্ দেব্যৈ নিবেদয়িষ্যামি।]
(ইতি গন্তুমিচ্ছতি)

বিদূষকঃ—(অপবার্য সভয়ম্) ভো বঅস্স, সব্বং সংভাবীঅদি। মুহরা ক্খু এসা গব্ভদাসী। তা পরিতোসেহি ণং। [ভো বয়স্য, সর্বং সম্ভাব্যতে। মুখরা খল্বেষা গর্ভদাসী। তৎ পরিতোষয়ৈনাম্।]

রাজা—যদুক্তমনুক্তং ভবতা। (সুসংগতাং হস্তে গৃহীত্বা) সুসংগতে, ক্রীড়ামাত্রমেতৎ। অকারণে ত্বয়া দেবী ন ব্যথয়িতব্যা। ইদং তে পারিতোষিকম্। (ইত্যুক্তার্থাভরণং দাতুমিচ্ছতি।)

সুসংগতা—ভট্টা অলং এদিণা কণ্ণাভরণেণ। ণং মএ ভট্টিণীএ পসাদেণ বহুদরং জেব্ব কীলিদং। এসো এব্ব মে গরুঅো পসাঅো। জং কীস তুএ এথ চিত্তফলএ অহং আলিহিদেত্তি কুবিদা মে পিঅসহী সাঅরিআ চিট্ঠদি। তা গদুঅ হথে গেণ্হিঅ পসাদীঅদু ণং। [ভর্তঃ, অলমেতেন কর্ণাভরণেন। ননু ময়া ভর্ত্র্যাঃ প্রসাদেন বহুতরমেব ক্রীড়িতম। এষ এব মে গুরু প্রসাদঃ। যৎ কস্মাৎ ত্বয়াত্র চিত্রফলকেঽহমালিখিতেতি কুপিতা মে প্রিয়সখী সাগরিকা তিষ্ঠতি। তদ্ গত্বা হস্তে গৃহীত্বা প্রসাদয়ত্বেনাম্।]

রাজা—(সসম্ভ্রমমুত্থায়) ক্বাসৌ ? দর্শয় দর্শয়।

সুসংগতা – এসা কদলীগুম্মান্তরিদা চিঠ্ঠদি। [এষা কদলীগুল্মান্তরিতা তিষ্ঠতি।]

রাজা—(সহর্ষম্) আদেশয় মার্গম্।

সুসংগতা—ইদো ইদো ভট্টা। [ইত ইতো ভর্তা।]

বিদূষকঃ—ভো গেহ্ণামি এদং চিত্তফলঅং। কদাবি ইমিণা পুণোবি কজ্জং হোদি। [ভোঃ, গৃহ্ণাম্যেতচ্চিত্রফলকম্। কদাপ্যনেন পুনরপি কার্যং ভবতি।] (ইতি তথা করোতি।)

(সর্বে কদলীগৃহান্নিষ্ক্রান্তাঃ)।

সাগরিকা—(রাজানং দৃষ্ট্বা সহর্ষং সসাধ্বসং সকম্পং চ স্বগতম্) এণং পেক্খিঅ অদিসদ্ধসেণ ণ সক্কণোমি পদাদো পদংবি গন্তুং। তা কিং বা এথ করিস্সং ? [এনং প্রেক্ষ্যাতিসাধ্বসেন ন শক্নোমি পদাৎ পদমপি গন্তুম্। তৎ কিং বাত্র করিষ্যামি ?]

বিদূষকঃ—(সাগরিকাং দৃষ্ট্বা) হী হী। ভোঃ, অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। ঈদিসং কণ্ণআ-রঅণং মাণুসলোএ ণ দীসদি। তা তক্কেমি পআবইণোবি এদং ণিম্মাইঅ বিম্হঅো সমুপ্পণ্ণো। [হী হী। ভোঃ, আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। ঈদৃশং কন্যা-রত্নং মানুষলোকে ন দৃশ্যতে। তৎ তর্কয়ামি প্রজাপতেরপীদং নির্মায় বিস্ময়ঃ সমুৎপন্নঃ।]

রাজা—বয়স্য, মমাপ্যেবং মনসি বর্ততে—

দৃশঃ পৃথুতরীকৃতা জিতনিজাব্জপত্রত্বিষ-
শ্চতুর্ভিরপি সাধু সাধিবতি মুখৈঃ সমং ব্যাহৃতম্।
শিরাংসি চলিতানি বিস্ময়বশাদ্ ধ্রুবং বেধসা
বিধায় ললনাং জগৎত্রয়ললামভূতামিমাম্ ॥ ১৬ ॥

সাগরিকা—(সাসূয়ং সুসংগতামালোক্য) সহি, ঈদিসো চিত্তফলঅো তুএ আণীদো। [সখি, ঈদৃশশ্চিত্রফলকস্ত্বয়ানীতঃ।] (ইতি গন্তুমিচ্ছতি।)

রাজা— দৃষ্টিং বৃথা ক্ষিপসি ভামিনি যদ্যপীমাং
স্নিগ্ধেয়মেষ্যতি তথাপি ন রূক্ষভাবম্।
ত্যক্ত্বা ত্বরাং ব্রজ পদৈঃ স্খলিতৈরয়ং তে
খেদং গমিষ্যতি গুরুর্নিতরাং নিতম্বঃ ॥ ১৭ ॥

সুসংগতা—ভট্টা, অদিকোপণা ক্‌খু এসা। তা অগ্গহত্থেণ গেহ্ণিঅ পসাদেহি ণং।
[ভর্তঃ, অতিকোপনা খল্বেষা। তদগ্রহস্তেন গৃহীত্বা প্রসাদয়ৈনাম্‌।]
রাজা—(সানন্দম্‌) যডাহ ভবতী। (সাগরিকাং হস্তে গৃহীত্বা স্পর্শসুখং নাটয়তি)
বিদূষকঃ—ভো, এসা ক্‌খু তুএ অপুব্বা সিরী সমাসাদিতা। [ভোঃ, এষা খলু ত্বয়া অপূর্বা শ্রীঃ সমাসাদিতা।]
রাজা—বয়স্য, সত্যম্‌।

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ।
কুতোঽন্যথা স্রবত্যেষ স্বেদচ্ছদ্মামৃতদ্রবঃ॥ ১৮॥

সুসংগতা—সহি, অদক্‌খিণাসি তুমং দাণিং। জা এব্বং ভট্টিণা হত্থেণ গহিদাবি কোবং ণ মুঞ্চেসি। [সখি, অদক্ষিণাসি ত্বমিদানীম্‌। যৈবং ভর্ত্রা হস্তেন গৃহীতাপি কোপং ন মুঞ্চসি।]
সাগরিকা—(সভ্রূভঙ্গম্‌) সুসংগদে অজ্জবি ণ বিরমেসি। [সুসংগতে, অদ্যাপি ন বিরমসি।]
রাজা—প্রিয়ে, সাগরিকে, অয়ি ন খলু সখীজনে যুক্ত এবংবিধঃ কোপানুবন্ধঃ।
বিদূষকঃ—ভোদি বুভুক্‌খিদো বম্হণো বিঅ কিং কুপ্পসি? [ভবতি, বুভুক্ষিতো ব্রাহ্মণ ইব কিং কুপ্যসি?]
সুসংগতা—সহি তুএ সহ ণ বোলইস্সং। [সখি, ত্বয়া সহ ন বক্ষ্যামি।]
রাজা—অয়ি কোপনে, নৈতদ্‌ যুক্তং সমানপ্রতিপত্তিষু সখীষু।
বিদূষকঃ—ভোঃ এসা ক্‌খু অবরা দেবী বাসবদত্তা! [ভোঃ, এষা খল্বপরা দেবী বাসবদত্তা।]

(রাজা সচকিতং সাগরিকায়া হস্তং মুঞ্চতি)

সাগরিকা—(সসম্ভ্রমম্‌) সুসংগদে কিং দাণিং এত্থ করিস্সং? [সুসংগতে, কিমিদানীমত্র করিষ্যামি?]
সুসংগতা—সহি এদাএ কদলীবীথিআএ ণিক্কমম্‌হ। [সখি, এতয়া কদলীবীথিকয়া নিষ্ক্রামাবঃ।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

রাজা—(পার্শ্বতোঽবলোক্য সবিস্ময়ম্‌) ক্বাসৌ দেবী বাসবদত্তা?
বিদূষকঃ—ভো ণ জাণামি ক্ক সা। মএ এসা ক্‌খু অবরা দেবী বাসবদত্তা অদিদীহরোসদাএত্তি ভণিদং। [ভোঃ ন জানামি ক্ব সা। ময়ৈষা খল্বপরা দেবী বাসবদত্তাতিদীর্ঘরোষতয়েতি ভণিতম্‌।]
রাজা—ধিঙ্‌ মূর্খ,

প্রাপ্তা কথমপি দৈবাৎ কণ্ঠমনীতৈব সা প্রকটরাগা।
রত্নাবলীব কান্তা মম হস্তাদ্‌ ভ্রংশিতা ভবতা॥ ১৯॥

(ততঃ প্রবিশতি বাসবদত্তা কাঞ্চনমালা চ)

বাসবদত্তা—হঞ্জে কাঞ্চনমালে, অধ কেত্তিঅদূরে দাণিং অজ্জউত্তেণ পরিগহিদা ণোমালিআ।
(হঞ্জে কাঞ্চনমালে, অথ কিয়দ্দূরে ইদানীমার্যপুত্রেণ পরিগৃহীতা নবমালিকা।)
কাঞ্চনমালা—এদং কঅলীঘরং অদিক্কমিঅ দীসদি। (ইদং কদলীগৃহমতিক্রম্য দৃশ্যতে।)
বাসবদত্তা—তা আদিসেহি মগ্গং। [তদাদেশয় মার্গম্‌।]

কাঞ্চনমালা—এদু এদু ভট্টিণী। (এতু এতু ভর্ত্রী।)
(ইতি পরিক্রামতঃ)

রাজা—বয়স্য, কেদানীং প্রিয়তমা দ্রষ্টব্যা ?

কাঞ্চনমালা—ভট্টিণী জহ সমীবে ভট্টা মন্তেদি তহ তক্কেমি ভট্টিণীং এব্ব পত্তিবালঅন্তো চিট্‌ঠিদি। উপসপ্পদু ভট্টিণী। (ভর্ত্রি, যথা সমীপে ভর্তা মন্ত্রয়তে তথা তর্কয়ামি ভর্ত্রীমেব পরিপালয়ংস্তিষ্ঠতি। তদুপসর্পতু ভর্ত্রী।)

বাসবদত্তা—(উপসৃত্য) জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো। (জয়তু জয়তু আর্যপুত্রঃ।)

রাজা (অপবার্য) বয়স্য, প্রচ্ছাদয় চিত্রফলকম্।
(বিদূষকো গৃহীত্বা কক্ষে নিক্ষিপতি)

বাসবদত্তা—অজ্জউত্তো কুসুমিদা ণোমালিআ ? (আর্যপুত্র, কুসুমিতা নবমালিকা ?)

রাজা—(সবিস্ময়ম্) দেবি, প্রথমমাগতৈরস্মাভিস্ত্বং চিরায়সীতি কৃত্বা ন দৃষ্টা। তদেহি সহিতাবেব তাং পশ্যাবঃ।

বাসবদত্তা—(নির্বর্ণ্য) অজ্জউত্তমুহাণুরাগাদো এব্ব জাণিদং জহা কুসুমিদা ণোমালিআত্তি। তা ণ গমিস্সং। (আর্যপুত্রমুখানুরাগাদেব জ্ঞাতং যথা কুসুমিতা নবমালিকেতি। তন্ন গমিষ্যামি।)

বিদূষকঃ—ভোদি জই এব্বং তা জিদং অম্হেহিং। (ভবতি, যদ্যেবং তর্জিতমস্মাভিঃ।)
(ইতি বাহু প্রসার্য নৃত্যতি। কক্ষাৎ পতিতং ফলকং দৃষ্ট্বা বিষাদং নাটয়তি।)
(রাজাপবার্যাঙ্গুল্যা দর্শয়ন্ বসন্তকমুখং পশ্যতি।)

বিদূষকঃ—(অপবার্য) ভো ভো, মা কুপ্প। অহং উত্তরং দাইস্সং। (ভো ভোঃ, মা কুপ্য। অত্র জ্ঞাস্যাম্যুত্তরং দাতুম্।)

কাঞ্চনমালা—(ফলকং গৃহীত্বা) ভট্টিণি পেক্‌খ দাব কিং এত্থ চিত্রফলএ আলিহিদং। (ভর্ত্রি, প্রেক্ষস্ব তাবৎ কিমত্র চিত্রফলকে আলিখিতম্।)

বাসবদত্তা—(নির্বর্ণ্য, স্বগতম্) অঅং অজ্জউত্তো। ইঅং উণ সাঅরিআ। (প্রকাশং রাজানং প্রতি সকোপহাসঞ্চ) অজ্জউত্ত, কেণ উণ এদং আলিহিদং ? (অয়ং আর্যপুত্রঃ। ইয়ং পুনঃ সাগরিকা। আর্যপুত্র, কেন পুনরিদমালিখিতম্।)

রাজা—(সবৈলক্ষ্যস্মিতম্, অপবার্য) বয়স্য, কিং ব্রবীমি ?

বিদূষকঃ—(অপবার্য) ভো মা চিন্তেহি। অহং উত্তরং দাইস্সং। (প্রকাশম্, বাসবদত্তাং প্রতি) ভোদি মা অন্নথা সম্ভাবেহি। অপ্পা কিল দুক্‌খেণ আলিহীঅদিত্তি মম বঅণং সুণিঅ পিঅবঅস্সেণ এদং আলেক্‌খবিন্নাণং দংসিদং। [ভোঃ, মা চিন্তয়। অহমুত্তরং দাস্যামি! ভবতি, মা অন্যথা সম্ভাবয়। আত্মা কিল দুঃখেনালিক্‌খত ইতি মম বচনং শ্রুত্বা প্রিয়বয়স্যেনৈদমালেখ্যবিজ্ঞানং দর্শিতম্।[

রাজা—যথাহ বসন্তকস্তথৈবৈতৎ।

বাসবদত্তা—(ফলকং নির্দিশ্য) অজ্জউত্ত, এসাবি জা অবরা সমীবে আলিহিদা তা কিং অজ্জবসন্তঅস্স বিন্নাণং ? [আর্যপুত্র, এষাপি যাপরা তব সমীপে আলিখিতা তৎ কিমার্যবসন্তকস্য বিজ্ঞানম্ ?]

রাজা—(সবৈলক্ষ্যস্মিতম্) দেবি, অলমন্যথাশঙ্কয়া। ইয়ং হি কাপি কন্যকাস্বচেতসৈব পরিকল্পা লিখিতা। ন তু দৃষ্টপূর্বা।

বিদূষকঃ—সচ্চং সবামি বহ্মসুত্তেণ জহ কদাপি অহ্মেহিং ঈদিসী দিট্‌ঠপুব্বা। [সত্যং শপে ব্রহ্মসূত্রেণ যদি কদাপ্যস্মাভিরীদৃশী দৃষ্টপূর্বা।]

কাঞ্চনমালা—(অপবার্য) ভট্‌টিণি কদাবি ঈদিসং উণ ঘুণক্‌খরংবি সংবদদি জেব্ব তা অলং কোবিদেণ। [ভর্ত্রি, কদাপীদৃশং পুনর্ঘুণাক্ষরমপি সংবদত্যেব তদলং কুপিতেন।]

বাসবদত্তা—(অপবার্য) অই অজ্জুএ, এদস্স বক্কভণিদাইং ণ আণাসি? বসন্তও কখু এসো। (প্রকাশম্, রাজানং প্রতি) অজ্জউত্ত, মম উণ এদং চিত্তং পেক্‌খন্তীএ সীসবেঅণা সমুপ্পণ্ণা। তা সুহং চিট্‌ঠদু অজ্জউত্তো অহং গমিস্সং। [অয়ি ঋজুকে, এতস্য বক্রভণিতানি ন জানাসি? বসন্তকঃ খল্বেষঃ। আর্যপুত্র মম পুনরিদং চিত্রং প্রেক্ষমাণায়াঃ শীর্ষবেদনা সমুৎপন্না। তৎ সুখং তিষ্ঠত্বার্যপুত্রঃ। অহং গমিষ্যামি।] (ইত্যুত্থায় গন্তুমিচ্ছতি।

রাজা—(পটান্তেন গৃহীত্বা) দেবি,

প্রসীদেতি ব্রূয়ামিদমসতি কোপে ন ঘটতে
করিষ্যাম্যেবং নো পুনরিতি ভবেদভ্যুপগমঃ।
ন মে দোষোঽস্তীতি ত্বমিদমপি ন জ্ঞাস্যসি মৃষা
কিমেতস্মিন্ বক্তুং ক্ষমমিতি ন বেদ্মি প্রিয়তমে॥ ২০॥

বাসবদত্তা—(সবিনয়ং পটান্তমাকর্ষন্তী) অজ্জউত্ত, মা অণ্ণধা সম্ভাবেহি। সচ্চং এব্ব মং সীসবেঅণা বাধেদি। তা গমিস্সং। [আর্যপুত্র, মান্যথা সম্ভাবয়। সত্যমেব মাং শীর্ষবেদনা বাধতে। তদ্ গমিষ্যামি।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

বিদূষকঃ—ভো, দিট্‌ঠিআ বড্‌ঢসে। কখেমেণ অদিক্কন্তা এসা বাসবদত্তা অআলবাদলিআ। [ভোঃ দিষ্ট্যা বর্ধসে। ক্ষেমেণাতিক্রান্তৈষা বাসবদত্তা অকালবাদলিকা।]

রাজা—ধিঙ্ মূর্খ, অলং পরিতোষেণ। যান্ত্যা নিগূঢ়ো ন লক্ষিতস্ত্বয়া দেব্যাঃ কোপানুবন্ধঃ। পশ্য—

ভ্রূভঙ্গে সহসোদ্গতেঽপি বদনং নীতং পরাং নম্রতা-
মীষন্মাং প্রতি ভেদকারি হসিতং নোক্তং বচো নিষ্ঠুরম্।
অন্তর্বাষ্পজড়ীকৃতং প্রভুতয়া চক্ষুর্ন বিস্ফারিতং
কোপশ্চ প্রকটীকৃতো দয়িতয়া মুক্তশ্চ ন প্রশ্রয়ঃ॥ ২১॥

বিদূষকঃ—গদা দেবী বাসবদত্তা। না কীস তুমং অরণ্ণরুদিতঅং করেসি? [গতা দেবী বাসবদত্তা। তৎ কস্মাৎ ত্বমরণ্যরুদিতং করোষি?]

রাজা—মূঢ়, ন লক্ষিতস্তয়া দেব্যাঃ কোপঃ। তৎ সর্বথা দেবীপ্রসাদনং মুক্ত্বা নান্যমত্রোপায়মাকলয়ামি। তদেহি। দেবীং প্রসাদয়িতুমভ্যন্তরমেব প্রবিশাবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি কদলীগৃহং নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ॥

॥ প্রবেশকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা)

মদনিকা—(আকাশে) কোসম্বিএ, অবি দিট্‌ঠা তুএ ভট্‌টিসআসে কাঞ্চণমালা ণ বেত্তি। (কর্ণং দত্ত্বাকর্ণ্য) কিং ভণাসি ? কোবি কালো তাএ আঅচ্ছিঅ গদাএ ত্তি ! তা কহিং দাণিং পেক্‌খিস্‌সং। (অগ্রতোঽবলোক্য) কহং এসা ক্‌খু কাঞ্চণমালা ইদোজ্জেব আঅচ্ছদি। তা জাব নং উপসপ্পামি। [কৌশাম্বিকে, অপি দৃষ্টা ত্বয়া ভর্তৃসকাশে কাঞ্চনমালা ন বেতি ? কিং ভণসি ? কোঽপি কালস্তস্যা আগত্য গতায়া ইতি। তৎ কুত্রেদানীং প্রেক্ষিষ্যে ? কথমেষা খলু কাঞ্চনমালা ইত এবাগচ্ছতি ! তদ্‌ যাবদেনামুপসর্পামি।]

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চনমালা)

কাঞ্চনমালা—(সোৎপ্রাসম্‌) সাহু রে বসন্তঅ, সাহু। অদিসইদো তুএ অমচ্চজোঅন্ধরায়ণো ইমাএ সন্ধিবিগ্গহচিন্তাএ। [সাধু রে বসন্তক, সাধু। অতিশয়িতস্ত্বয়ামাত্যযোগন্ধরায়ণোঽনয়া সন্ধিবিগ্রহচিন্তয়া।]

মদনিকা—(সস্মিতমুপসৃত্য) হলা কাঞ্চনমালে, কিং অজ্জ বসন্তএণ কিদং জেণ সে এব্বং সলাহীঅদি ? [হলা কাঞ্চনমালে, কিমদ্য বসন্তকেন কৃতং যেন স এবং শ্লাঘ্যতে ?]

কাঞ্চনমালা—হলা মঅণিএ, কিং তব এদিণা পুচ্ছিদেণ পওঅণং ? তুমং ইমং রহস্সং রক্‌খিদুং ণ পারেসি। [হলা মদনিকে, কিং তবৈতেন পৃষ্টেন প্রয়োজনম্‌ ? ত্বমিদং রহস্যং রক্ষিতুং ন পারয়সি।]

মদনিকা—সবামি দেবীএ চরণেহিং জই কস্স বি পুরদো পআসেমি। [শপে দেব্যাশ্চরণৈর্যদি কস্যাপি পুরতঃ প্রকাশয়ামি।]

কাঞ্চনমালা—জই এব্বং তা সুণু। কধয়িস্সং। অজ্জ ক্‌খু মএ রাঅকুলাদো পডিণিবত্তমাণাএ চিত্তসালিআদুবারে বসন্তঅস্স সুসংগদাএ সমং আলাবো সুদো। [যদ্যেবং তচ্ছৃণু। কথয়িষ্যে। অদ্য খলু ময়া রাজকুলাৎ প্রতিনিবর্তমানয়া চিত্রশালিকাদ্বারে বসন্তকস্য সুসংগতয়া সমমালাপঃ শ্রুতঃ।]

মদনিকা—(সকৌতুকম্‌) সহি কধেহি কীদিসো সো আলাবো ? [সখি, কথয় কীদৃশঃ স আলাপঃ ?]

কাঞ্চনমালা—এদং বসন্তএণ ভণিদং—জহ ভোদি সুসংগদে, ণহি সাঅরিআং বজ্জিঅ পিঅবঅস্সস্স অন্নং কিংপি অস্সচ্ছদাএ কারণং। তা চিন্তেহি এত্থ পডিআরং ত্তি। [এতদ্‌ বসন্তকেন ভণিতম্‌—যথা ভবতি সুসংগতে, নহি সাগরিকাং বর্জয়িত্বা প্রিয়বয়স্যস্যান্যৎ কিমপ্যস্বস্থতায়াঃ কারণম্‌। তচ্চিন্তয়াত্র প্রতীকারমিতি।]

মদনিকা—তদো সুসংগদাএ কিং ভণিদং ? [ততঃ সুসংগতয়া কিং ভণিতম্‌ ?]

কাঞ্চনমালা—তদো তাএ এব্বং ভণিদং—অজ্জ ক্‌খু দেবীএ চিত্তফলঅবুত্তন্তসঙ্কিদাএ সাঅরিআং মম হত্থে সমপ্পঅন্তীএ জং তাএ পিণদ্ধং ণেবত্থং প্রসাদীকিদং তদো তেন জেব্ব বিরইদভট্টিণীবেসং সাঅরিআং গেণ্‌হিঅ অহংপি কাঞ্চনমালা-

বেসধারিণী ভবিঅ পদোসে ভট্টিণো সআসং আগমিস্সং। তুমপি ইধ জেব্ব ট্ঠিদো চিত্তসালিআদুবারে পরিবালইস্সসি। তদো মাহবীলদামণ্ডবে তাএ সহ ভট্টিণো সংগমো ভবিস্সদি। [ততস্ত্বেবং ভণিতম্—অদ্য খলু দেব্যা চিত্রফলকবৃত্তান্তশঙ্কিতয়া সাগরিকাং মম হস্তে সমর্পয়ন্ত্যা যৎ তয়া পিনদ্ধং নেপথ্যং প্রসাদীকৃতং ততস্তেনৈব বিরচিতভর্ত্রীবেষাং সাগরিকাং গৃহীত্বাহমপি কাঞ্চনমালাবেশধারিণী ভূত্বা প্রদোষে ভর্তুঃ সকাশমাগমিষ্যামি। ত্বমপীহৈব স্থিতশ্চিত্রশালিকাদ্বারে প্রতিপালয়িষ্যসি। ততো মাধবীলতামণ্ডপে তয়া সহ ভর্তুঃ সঙ্গমো ভবিষ্যতি।]

মদনিকা—হলা সুসংগদে, হদাসি জা এব্বং পরিঅণবচ্ছলাং ভটিণীং বঞ্চসি। [হলা সুসংগতে, হতাসি যৈবং পরিজনবৎসলাং ভর্ত্রীং বঞ্চয়সি।]

কাঞ্চনমালা—হলা মঅণিএ, দাণিং তুমং কহিং পত্থিদা? [হলা মদনিকে, ইদানীং ত্বং ক প্রস্থিতা?]

মদনিকা—অস্সত্থসরীরস্স ভট্টিণো কুসলবুত্তন্তং জাণিদুং গদা তুমং চিরআসিত্তি উত্তাম্মন্তীএ দেবীএ তুহ সআসং জাণিদুং পেসিদম্হি। [অস্বস্থশরীরস্য ভর্তুঃ কুশলবৃত্তান্তং জ্ঞাতুং গতা ত্বং চিরয়সীত্যুত্তাম্যন্ত্যা দেব্যা তব সকাশং জ্ঞাতুং প্রেষিতাস্মি।]

কাঞ্চনমালা—অদি উজ্জুআ সা দাণিং দেবী জা এব্বং পত্তিআঅদি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) কহং এথ এসো ক্খু ভট্টা অস্সত্থদামিসেণ মঅণাবত্থাং পচ্ছাদঅন্তে দণ্ডেতোরণবলহীএ উবরি উবরিট্ঠো চিট্ঠদি। তা এহি। এদং বুত্তন্তং ভট্টিণীএ ণিবেদম্হ। [অতিঋজুকা সেদানীং দেবী যৈবং প্রত্যায্যতে। কথমত্রৈষ খলু ভর্তা অস্বস্থতামিষেণ মদনাবস্থাং প্রচ্ছাদয়ন্ দণ্ডতোরণবলভ্যা উপর্যুপবিষ্টস্তিষ্ঠতি তদেহি এনং বৃত্তান্তং ভর্ত্র্যৈ নিবেদয়াবঃ।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

ইতি প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি মদনাবস্থাং নাটয়ন্নুপবিষ্টো রাজা।)

রাজা—(সোৎকণ্ঠং নিশ্বস্য)

সন্তাপো হৃদয় স্মরানলকৃতঃ সংপ্রত্যয়ং সহ্যতাং
নাস্ত্যেবোপশমোঽস্য মাং প্রতি পুনঃ কিং ত্বং মুধা তাম্যসি।
সম্মূঢ়েন ময়া তদা কথমপি প্রাপ্তো গৃহীত্বা চিরং
বিন্যস্তস্ত্বয়ি সান্দ্রচন্দনরসস্পর্শো ন তস্যাঃ করঃ ॥ ১ ॥

অহো মহদাশ্চর্যম্। তথাহি—

মনশ্চলং প্রকৃত্যৈব দুর্লক্ষ্যং চ তথাপি মে।
কামেনৈতৎ কথং বিদ্ধং সমং সর্বৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ২ ॥

(ঊর্ধ্বমবলোক্য) ভোঃ কুসুমধন্বন্,

বাণাঃ পঞ্চ মনোভবস্য নিয়তাস্তেষামসংখ্যো জনঃ
প্রায়োঽস্মদ্বিধ এব লক্ষ্য ইতি যল্লোকে প্রসিদ্ধং গতম্।
দৃষ্টং তৎ ত্বয়ি বিপ্রতীপমধুনা যস্মাদসংখ্যৈরয়ং
বিদ্ধঃ কামিজনঃ শরৈরশরণো নীতস্ত্বয়া পঞ্চতাম্ ॥ ৩ ॥

(বিচিন্ত্য) ন তথাহমেবংবিধাবস্থমাত্মানমনুচিন্তয়ামি যথান্তগূঢ়কোপ-সম্ভারায়া দেব্যা লোচনগোচরগতাং তামেব তপস্বিনীং সাগরিকাম্ ! তথাহি—

হ্রিয়া সর্বস্যাধো নয়তি বিদিতাস্মীতি বদনং
দ্বয়োর্দৃষ্টবালাপং কলয়তি কথামাত্মবিষয়াম্ ।
সখীষু স্মেরাসু প্রকটয়তি বৈলক্ষ্যমধিকং
প্রিয়া প্রায়েণাস্তে হৃদয়নিহিতাতঙ্কবিধুরা ॥ ৪ ॥

প্রেষিতশ্চ ময়া তদ্বার্তান্বেষণায় বসন্তকঃ । তৎ কথং চিরয়তি ?

(ততঃ প্রবিশতি হৃষ্টো বসন্তকঃ)

বসন্তকঃ—(সপরিতোষম্) হী হী । ভো কোসম্বীরজ্জলাহেণাবি ণ তা তাদিসো পিঅবঅস্সস্স হিঅঅপরিতোসো জাদিসো মম সআসাদো অজ্জ পিঅবঅণং সুণিঅ হবিস্সদিত্তি তক্কেমি । তা জাব গদুঅ পিঅবঅস্সস্স ণিবেদইস্সং । (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) কধং এসো পিঅবঅস্স জধা ইমং জ্জেব্ব দিসং অবলোঅন্তো চিট্ঠদি তহ তক্কেমি মং জ্জেব্ব পড়িবালেদি । তা জাব নং উপসপ্পামি । (ইত্যুপসৃত্য) জঅদু পিঅবঅস্সো । ভো বঅস্স, দিট্ঠিআ বড্ঢসি তুমং সমীহিদকজ্জসিদ্ধীএ । [হী হী । ভো কৌশাম্বীরাজ্যলাভেনাপি ন তাদৃশঃ প্রিয়বয়স্যস্য হৃদয়পরিতোষো যাদৃশো মম সকাশাদদ্য প্রিয়বচনং শ্রুত্বা ভবিষ্যতীতি তর্কয়ামি । তদ্ যাবদ গত্বা প্রিয়বয়স্যস্য নিবেদয়িষ্যামি । কথমেষ প্রিয়বয়স্যো যথেমামেব দিশমবলোকয়ংস্তিষ্ঠতি তথা তর্কয়ামি মামেব প্রতিপালয়তি । তদ্ যাবদেনমুপসর্পামি । জয়তু জয়তু প্রিয়বয়স্যঃ । ভো বয়স্য, দিষ্ট্যা বর্ধসে ত্বং সমীহিতকার্যসিদ্ধ্যা ।]

রাজা—(সহর্ষম্) বয়স্য, অপি কুশলং প্রিয়ায়াঃ সাগরিকায়াঃ ?

বিদূষকঃ— সগর্বম্) ভো অইরেণ সঅংএব্ব পেক্খিঅ জাণিস্সসি । [ভোঃ অচিরেণ স্বয়মেব প্রেক্ষ্য জ্ঞাস্যসি ।]

রাজা – (সপরিতোষম্) বয়স্য, দর্শনমপি ভবিষ্যতি প্রিয়ায়াঃ ?

বিদূষকঃ—(সাহংকারম্) ভো কীস ণ ভবিস্সদি জস্স দে উবহসিদবিহপ্পদিবুদ্ধিবিহবো অঅং অমচ্চো । [ভোঃ, কস্মান্ন ভবিষ্যতি যস্য তে উপহসিতবৃহস্পতিবুদ্ধিবিভবোঽয়মমাত্যঃ ।]

রাজা—(বিহস্য) ন খলু চিত্রম্ । কিং ন সম্ভাব্যতে ত্বয়ি ? তৎ কথয় । বিস্তরতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি ।

(বিদূষকঃ কর্ণে এবমেবং কথয়তি)

রাজা—(সপরিতোষম্) বয়স্য, ইদং তে পারিতোষিকম্ । (ইতি হস্তাদবতার্য কটকং দদাতি)

বিদূষকঃ—(কটকং পরিধায়াত্মানং নির্বর্ণ্য) ভোদু এব্বং দাব । ইমং সুদ্ধসোবণ্ণকডঅমণ্ডিঅহত্থং অত্তণো বহ্মণীএ গদুঅ দংসইস্সং । [ভবত্বেবং তাবৎ । শুদ্ধসৌবর্ণকটকমণ্ডিতহস্তমাত্মনো ব্রাহ্মণ্যৈ গত্বা দর্শয়িষ্যামি ।]

রাজা—(হস্তে গৃহীত্বা নিবারয়ন্) সখে, পশ্চাদ্ দর্শয়িষ্যসি । জ্ঞায়তাং তাবদধুনা কিমবশিষ্টমহ্ন ইতি !

বিদূষকঃ—(পরিক্রম্যাবলোক্য চ সহর্ষম্) ভোঃ পেক্খ পেক্খ । এসো ক্খু

গুরুআণুরাওক্খিত্তহিঅও সংধাবহুপ্পিসংকেদো বিঅ অত্থগিরিসিহরকাণণং অণুসরদি ভঅবং সহস্সরস্সী। [ভোঃ প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব। এষ খলু গুর্বনুরাগোৎক্ষিপ্তহৃদয়ঃ সন্ধাবধূদত্তসঙ্কেত ইবাস্তগিরিশিখরকাননমনুসরতি ভগবান্ সহস্ররশ্মিঃ।]

রাজা—(বিলোক্য সহর্ষম্) সখে, সম্যগুপলক্ষিতম্। পর্যবসিতমহঃ। তথাহি—

অধ্বানং [illegible] প্রভবতি ভুবনভ্রান্তিদীর্ঘং বিলঙ্ঘ্য
প্রাতঃ প্রাপ্তুং রথো মে পুনরিতি মনসি ন্যস্তচিন্তাতিভারঃ।
সন্ধ্যাকৃষ্টাবশিষ্টস্বকরপরিকরৈঃ স্পষ্টহেমারপঙ্ক্তি-
র্ব্যাকৃষ্যাবস্থিতোঽস্তক্ষিতিভৃতি নয়তীবৈষ দিক্চক্রমর্কঃ॥ ৫॥

অপি চ—

যাতোঽস্মি পদ্মবদনে সময়ো মমৈষ সুপ্তা ময়ৈব ভবতী প্রতিবোধনীয়া।
প্রত্যায়নাময়মিতীব সরোরুহিণ্যাঃ সূর্যোঽস্তমস্তকনিবিষ্টকরঃ করোতি॥ ৬॥

তদুত্তিষ্ঠ। তত্রৈব মাধবীলতামণ্ডপে গত্বা প্রিয়তমাসঙ্কেতাবসরং প্রতিপালয়াবঃ।

বিদূষকঃ—সোভণং ভণিদং। (ইত্যুত্তিষ্ঠতঃ। বিলোক্য) ভো বঅস্স, পেক্খ পেক্খ। এসো ক্খু বহুলীকিদবিরলবণরাইসণ্ণিবেসো গহীদঘণপঙ্কপীবরবণবরাহমহিসকসণচ্ছবী পসরদি পুব্বাদিসং পচ্ছাদঅন্তো তিমিরং সংঘাও। [শোভনং ভণিতম্। ভো বয়স্য, প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব। এষ খলু বহুলীকৃতবিরলবনরাজিসন্নিবেশো গৃহীতঘনপঙ্কপীবরবনবরাহমহিষকৃষ্ণচ্ছবিঃ প্রসরতি পূর্বদিশং প্রচ্ছাদয়ংস্তিমিরসংঘাতঃ।]

রাজা—(সহর্ষং সমন্তাদ্বিলোক্য) বয়স্য, সম্যগুপলক্ষিতম্। তথাহি—

পূর্বঃ পূর্বামেব স্থগয়তি ততোঽন্যামপি দিশং
ক্রমাৎ ক্রামন্নদ্রিদ্রুমপুরবিভাগাংস্তিরয়তি।
উপেতঃ পীনত্বং তদনু চ জনস্যেক্ষণফলং
তমঃসংঘাতোঽয়ং হরতি হরকণ্ঠদ্যুতিহরঃ॥ ৭॥

তদাদেশয় মার্গম্!

বিদূষকঃ—এদু এদু পিঅবঅস্সো। [এতু এতু প্রিয়বয়স্য]। (ইতি পরিক্রামতঃ)

বিদূষকঃ—(নিরূপ্য) ভো ভো বঅস্স, এদং ক্খু সমাসণং বহলপাদবদাএ পিণ্ডীকিদান্ধকারং বিঅ মঅরন্দুজ্জাণং। তা কধং এত্থ মগ্গো লক্খীঅদি? [ভো ভো বয়স্য, ইদং খলু সমাসন্নং বহুলপাদপতয়া পিণ্ডীকৃতান্ধকারমিব মকরন্দোদ্যানম্। তৎ কথমত্র মার্গো লক্ষ্যতে?]

রাজা—(গন্ধমাঘ্রায়) বয়স্য, গচ্ছাগ্রতঃ। ননু সুপরিজ্ঞাত এবাত্র মার্গঃ। তথাহি—

পালীয়ং চম্পকানাং নিয়তময়মসৌ সুন্দরঃ সিন্ধুবারঃ
সান্দ্রা বীথী তথেয়ং বকুলবিটপিনাং পাটলাপঙ্ক্তিরেষা।
আঘ্রায়াঘ্রায় গন্ধং বিবিধমধিগতৈঃ পাদপৈরেবমস্মিন্
ব্যক্তিং পন্থাঃ প্রয়াতি দ্বিগুণতরতমো নিহ্নুতোঽপ্যেষচিহ্নৈঃ॥ ৮॥

(ইতি পরিক্রামতঃ)

বিদূষকঃ—ভো এদং ক্খু ণিপড়ন্তমত্তমহুঅরবউলকুসুমামোদবাসিদদিমামুহং মসিণমরগঅমণিসিলাকুট্টিমসুহাঅন্তচবণসঞ্চারসুইদং তং জ্জেব্ব মাহবীলদামণ্ডবং

সংপত্তম্ম। তা ইহ জ্জেব্ব চিট্ঠদু ভবং জাব অহং দেবীবেসধারিণীং সাঅরিআং গেহ্ণিঅ লহুং আঅচ্ছামি। [ভোঃ, এতৎ খলু নিপতন্মত্তমধুকরবকুলসুমামোদবাসিতদিঙ্মুখং মসৃণমরকতমণিশিলাকুট্টিমসুখায়মানচরণসঞ্চারসূচিতং তমেব মাধবীলতামণ্ডপং সংপ্রাপ্তৌ স্বঃ। তদিহৈব তিষ্ঠতু ভবান্যাবদহং দেবীবেষধারিণীং সাগরিকাং গৃহীত্বা লঘ্বাগচ্ছামি]।

রাজা—বয়স্য, তেন হি ত্বর্যতাম্।

বিদূষকঃ—বঅস্স, মা উত্তম্ম। এসো আঅদোম্হি। [বয়স্য, মা উত্তাম্য। এষ আগতোঽস্মি]।

রাজা—তাবদহমপ্যস্যাং মরকতশিলাবেদিকায়ামুপবিশ্য প্রিয়ায়াঃ সঙ্কেতসময়ং প্রতিপালয়ামি। (উপবিশ্য সচিন্তম্) অহো, কোঽপি কামিজনস্য স্বগৃহিণীসমাগমপরিভাবিনোঽভিনবজনং প্রতি পক্ষপাতঃ। তথাহি—

প্রণয়বিশদাং দৃষ্টিং বক্ত্রে দদাতি ন শঙ্কিতা
ঘটয়তি ঘনং কণ্ঠাশ্লেষে রসান্ন পয়োধরৌ।
বহুতি বহুশো গচ্ছামীতি প্রযত্নধৃতাপ্যহো
রময়তিতরাং সঙ্কেতস্থা তথাপি হি কামিনী॥ ৯।

অয়ে, কথং চিরয়তি বসন্তকঃ? তৎ কিং নু খলু বিদিতঃ স্যাদয়ং বৃত্তান্তো দেব্যা বাসবদত্তয়া।

(ততঃ প্রবিশতি বাসবদত্তা কাঞ্চনমালা চ)

বাসবদত্তা—হঞ্জে কঞ্চনমালে, সচ্চং জ্জেব্ব মহ বেসধারিণী ভবিঅ সাঅরিআ অজ্জউত্তং অহিসরিস্সদিত্তি? [হঞ্জে কাঞ্চনমালে, সত্যমেব মম বেষধারিণী সাগরিকার্যপুত্রমভিসরিষ্যতীতি?]

কাঞ্চনমালা—কধং অণ্ণধা ভট্টিণীএ ণিবেদীঅদি? অহবা চিত্তসালিআদুবারে উববিট্ঠো বসন্তঅ জ্জেব্ব দে পচ্চয়ং উপ্পাদইস্সদি। [কথমন্যথা ভর্ত্র্যৈ নিবেদ্যতে? অথবা চিত্রশালিকাদ্বারে উপবিষ্টো বসন্তক এব তে প্রত্যয়মুৎপাদয়িষ্যতি।]

বাসবদত্তা—তেণ হি তদো তহিং জ্জেব্ব গচ্ছমহ। [তেন হি ততস্তত্রৈব গচ্ছামঃ।]

কাঞ্চনমালা—এদু এদু ভট্টিণী। [এতু, এতু, ভর্ত্রী।]

(ইতি পরিক্রামতঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যুপবিষ্টঃ কৃতাবগুণ্ঠনো বসন্তকঃ)

বিদূষকঃ—(কর্ণং দত্ত্বা) জহ অঅং চিত্তসালিআদুবারে পদসদ্দো সুণীঅদি তহ তক্কেমি আঅদা সাঅরিআত্তি। [যথায়ং চিত্রশালিকাদ্বারে পদশব্দঃ শ্রূয়তে তথা তর্কয়ামি আগতা সাগরিকেতি।]

কাঞ্চনমালা—ভট্টিণি ইয়ং সা চিত্তসালিআ। তা ইদ জ্জেব্ব চিট্ঠ। অহংপি বসন্তঅস্স সণ্ণং দেমি। [ভর্ত্রি, ইয়ং সা চিত্রশালিকা। তস্মাদিহৈব তিষ্ঠ। অহমপি বসন্তকস্য সংজ্ঞাং দদামি।] (ইতি ছোটিকাং দদাতি।)

বিদূষকঃ—(সহর্ষমুপসৃত্য সস্মিতম্) সুসংগদে, সরিসো ক্খু তুএ কিদো কঞ্চনমালাএ বেসো। অধ সাঅরিআ দাণিং কহিং? [সুসংগতে, সদৃশঃ খলু ত্বয়া কৃতঃ কাঞ্চনমালায়া বেষঃ! অথ সাগরিকেদানীং কুত্র?]

কাঞ্চনমালা—(অঙ্গুল্যা দর্শয়ন্তী) ণং এসা। [নন্বেষা।]

বিদূষকঃ—(দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ম্) এসা ফুডং জ্জেব দেবী বাসবদত্তা। [এষা স্ফুটমেব দেবী বাসবদত্তা।]

বাসবদত্তা—(সাশঙ্কমাত্মগতম্) কহং পচ্চভিণ্ণাদম্হি এদেণ। তা গমিস্সং। [কথং প্রত্যভিজ্ঞাতাস্ম্যেতেন। তদ্ গমিষ্যামি।] (ইতি গন্তুমিচ্ছতি ॥)

বিদূষকঃ—ভোদি সাঅরিএ ইত আঅচ্ছ। [ভবতি সাগরিকে, ইত আগচ্ছ।]

(বাসবদত্তা বিহস্য কাঞ্চনমালামবলোকয়তি।)

কাঞ্চনমালা—(অপবার্যাঙ্গুল্যা বিদূষকং তর্জয়ন্তী) হদাস, সুমরিস্সসি এদং বঅণং। [হতাশ, স্মরিষ্যসীদং বচনম্।]

বিদূষকঃ—তুবরদু তুবরদু সাঅরিআ। এসো ক্খু পুব্বদিসানো উগ্গচ্ছদি ভঅবং মিঅলঞ্ছণো। [ত্বরতাং ত্বরতাং সাগরিকা। এষ খলু পূর্বদিশ উদ্গচ্ছতি মৃগলাঞ্ছনঃ।]

বাসবদত্তা—(সসম্ভ্রমমপবার্য) ভঅবং মিঅলঞ্ছণ, ণমো দে। মুহুত্তঅং দাব অোবারিদসরীরী হোহি। জেণ পেক্খামি সে ভাবানুবন্ধং। [ভগবন্ মৃগলাঞ্ছন, নমস্তে। মুহূর্তং তাবদপবারিতশরীরো ভব। যেন প্রেক্ষিষ্যেঽস্য ভাবানুবন্ধম্।]

(সর্বে পরিক্রামন্তি।)

রাজা—(সোৎকণ্ঠমাত্মগতম্) উপস্থিতপ্রিয়াসমাগমস্যাপি কিমিদমত্যর্থমুত্তাম্যতি মে মনঃ।

অথবা—

তীব্রঃ স্মরসংতাপো ন তথাদৌ বাধতে যথাসন্নে।
তপতি প্রাবৃষি নিতরামভ্যর্ণজলাগমো দিবসঃ ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ—(আকর্ণ্য) ভোদি সাঅরিএ, এসো ক্খু পিঅবঅস্সো তুমং জ্জেব উদ্দিসিঅ উৎকণ্ঠাণিব্ভরং মন্তেদি। তা চিট্ঠ তুমং। ণিবেদেমি সে তুহাগমণং। [ভবতি সাগরিকে, এষ খলু প্রিয়বয়স্যস্তামেবোদ্দিশ্যোৎকণ্ঠানির্ভরং মন্ত্রয়তে। তৎ তিষ্ঠ ত্বম্। নিবেদয়াম্যস্মৈ তবাগমনম্]

(বাসবদত্তা শিরঃসংজ্ঞাং দদাতি)

বিদূষকঃ—(রাজানমুপসৃত্য) ভো বঅস্স দিট্ঠিআ বড্ঢসি, এসা ক্খু মএ আণীদা সাঅরিআ। [ভো বয়স্য, দিষ্ট্যা বর্ধসে, এষা খলু ময়ানীতা সাগরিকা।]

রাজা—(সহর্ষং সহসোত্থায়) ক্বাসৌ ক্বাসৌ ?

বিদূষকঃ—(সভ্রূভঙ্গম্) ণং এসা। [নন্বেষা।]

রাজা—(উপসৃত্য) প্রিয়ে সাগরিকে,

শীতাংশুর্মুখমুৎপলে তব দৃশৌ পদ্মানুকারৌ করৌ
রম্ভাগর্ভনিভং তবোরুযুগলং বাহূ মৃণালোপমৌ।
ইত্যাহ্লাদকরাখিলাঙ্গি রভসান্নিঃশঙ্কমালিঙ্গ্য মাম্
অঙ্গানি ত্বমনঙ্গতাপবিধুরাণ্যেহ্যেহি নির্বাপয় ॥ ১১ ॥

বাসবদত্তা—(সবাষ্পমপবার্য) কঞ্চণমালে, এব্বং সঅং মন্তেদি অজ্জউত্তো। পুণোবি কহং মং আলবিস্সদিত্তি অহো অচ্চরিঅং। [কাঞ্চনমালে, এবং স্বয়ং মন্ত্রয়তে আর্যপুত্রঃ। পুনরপি কথং মামালপিষ্যতীত্যহো আশ্চর্যম্ !]

কাঞ্চনমালা—(অপবার্য) ভট্টিণি, এব্বং ণেদং। কিং উণ অবরং সাহসিআণং পুরিসাণং ণ দুক্করং সংভবীঅদি। [ভর্ত্রি, এবমিদম্। কিং পুনরপরং সাহসিকানাং পুরুষাণাং ন দুষ্করং সম্ভাব্যতে।]

বিদূষকঃ—ভোদি সাঅরিএ, কীস বীসদ্ধা ভবিঅ পিঅবঅস্সং ণ আলাবেসি। অজ্জবি তাএ ণিচ্চরুট্ঠাএ দেবীএ বাসবদত্তাএ দুব্বঅণেহিং কডুইদাইং সোত্তাইং। সংপদং সুহাবেদু তুহ মহুরবঅণোবণ্ণাসো। [ভবতি সাগরিকে, কস্মাদ্ বিশ্রব্ধা ভূত্বা প্রিয়বয়স্যং নালপসি। অদ্যাপি তস্য নিত্যরুষ্টায়া দেব্যা বাসবদত্তায়া দুর্বচনৈঃ কটুকৃতানি শ্রোত্রাণি। সাম্প্রতং সুখয়তু তব মধুরবচনোপন্যাসঃ।]

বাসবদত্তা—(অপবার্য সরোষস্মিতম্) হঞ্জে কাঞ্চণমালে, অহং ঈদিসী কডুঅভাসিণী। অজ্জবসন্তও উণ পিঅংবদো। [হঞ্জে কাঞ্চনমালে, অহমীদৃশী কটুভাষিণী। আর্যবসন্তকঃ পুনঃ প্রিয়ংবদঃ।]

কাঞ্চনমালা—(অপবার্যাঙ্গুল্যা তর্জয়ন্তী) হদাস, সুমরিস্সসি এদং বঅণং। [হতাশ, স্মরিষ্যসীদং বচনম্]।

বিদূষকঃ—(বিলোক্য) ভো বঅস্স, পেক্খ পেক্খ। এসো ক্খু কুবিদকামিণীকবোলসন্নিহো পুব্বদিসং পআসঅন্তো উদিদো ভঅবং মিঅলঞ্ছণো। [ভো বয়স্য, প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব। এষ খলু কুপিতকামিনীকপোলসন্নিভঃ পূর্বদিশং প্রকাশয়ন্নুদিতো ভগবান্ মৃগলাঞ্ছনঃ।]

রাজা—(নিরূপ্য সস্পৃহম্) প্রিয়, পশ্য পশ্য।

আরুহ্য শৈলশিখরং ত্বদ্বদনাপহৃতকান্তিসর্বস্বঃ।
প্রতিকর্তুমিবোর্ধ্বকরঃ স্থিতঃ পুরস্তান্নিশানাথঃ ॥ ১২ ॥

ননু প্রিয়ে কিং ন দর্শিতমনেনোদ্গচ্ছতা জড়ত্বম্ ? কুতঃ—

কিং পদ্মস্য রুচিঃ ন হন্তি নয়নানন্দং বিধত্তে ন কিং
বৃদ্ধিং বা ঝষকেতনস্য কুরুতে নালোকমাত্রেণ কিম্।
বক্ত্রেন্দৌ তব সত্যয়ং যদপরঃ শীতাংশুরুজ্জৃম্ভতে
দর্পঃ স্যাদমৃতেন চেদিহ তবাপ্যস্ত্যেব বিম্বাধরে ॥ ১৩ ॥

বাসবদত্তা—(সরোষমবগুণ্ঠনপটমপনীয়) অজ্জউত্ত সচ্চং এব্ব অহং সাঅরিআ। তুমং উণ সাঅরিআক্খিত্তহিঅও সব্বং এব্ব সাঅরিআমঅং পেক্খসি। [আর্যপুত্র, সত্যমেবাহং সাগরিকা। ত্বং পুনঃ সাগরিকোৎক্ষিপ্তহৃদয়ঃ সর্বমেব সাগরিকাময়ং প্রেক্ষসে।]

রাজা—(দৃষ্ট্বা সবৈলক্ষ্যম্, অপবার্য) হা ধিক্, কষ্টম্। দেবী বাসবদত্তা ! বয়স্য, কিমেতৎ ?

বিদূষকঃ—(সবিষাদম্) ভো বঅস্স, কিং অবরং ? অহ্মাণং জীবিদসংসও জাদো এসো। [ভো বয়স্য, কিমপরম্ ? অস্মাকং জীবিতসংশয়ো জাত এষঃ।]

রাজা—(উপবিশ্যাঞ্জলিং বদ্ধ্বা) প্রিয়ে বাসবদত্তে, প্রসীদ প্রসীদ।

বাসবদত্তা—(তদভিমুখমশ্রূণি নিপাতয়ন্তী) অজ্জউত্ত, মা এব্বং ভণ অন্নগদাইং এদাইং অক্খরাইং। (আর্যপুত্র, মৈবং ভণ। অন্যগতান্যেতান্যক্ষরাণি।)

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) কিং দাণিং এত্থ বিরঅইস্সং। ভোদু। এব্বং দাব। (প্রকাশম্) ভোদি, মহাণুভাবা ক্খু তুমং। তা ক্খমীঅদু দাব একো

অবরাহো পিঅবঅস্সস্স। { কিমিদানীমত্র বিরচয়িষ্যামি ? ভবতু এবং তাবৎ। ভবতি, মহানুভাবা খলু ক্ষম্। তৎ ক্ষম্যতাং তাবদেকোঽপরাধঃ প্রিয়বয়স্যস্য।]

বাসবদত্তা—অজ্জ বসন্তঅ, ণং পটমসঙ্গমে বিগ্ঘং করন্তীএ মএ জ্জেব্ব এদস্স অবরদ্ধং ণ অজ্জউত্তেণ। [আর্য বসন্তক, ননু প্রথমসংগমে বিঘ্নং কুর্বত্যা ময়ৈবৈতস্যাপরাদ্ধং, নার্যপুত্রেণ।]

রাজা—এবং প্রত্যক্ষদৃষ্টব্যলীকঃ কিং ব্রবীমি ? তথাপি বিজ্ঞাপয়ামি—

আতাম্রতামপনয়ামি বিলক্ষ এষ
লাক্ষাকৃতাং চরণয়োস্তব দেবি মূর্ধ্না।
কোপপরাগজনিতাং তু মুখেন্দুবিম্বে
হর্তুং ক্ষমো যদি পরং করুণা ময়ি স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

(ইতি পাদয়োঃ পততি)

বাসবদত্তা—(হস্তেন বারয়ন্তী) অজ্জউত্ত ! উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি। ণিল্লজ্জো কখু সো জণো জো অজ্জউত্তস্স ঈদিসং হিঅঅং জাণিঅ পুণোবি কুপ্পদি। তা সুহং চিট্‌ঠদু অজ্জউত্তো। অহং গমিস্সং। [আর্যপুত্র, উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। নির্লজ্জঃ খলু স জনো য আর্যপুত্রস্যেদৃশং হৃদয়ং জ্ঞাত্বা পুনরপি কুপ্যতি। তৎ সুখং তিষ্ঠত্বার্যপুত্রঃ। অহং গমিষ্যামি।] (ইতি গন্তুমিচ্ছতি)

কাঞ্চনমালা—ভট্টিণি করেহি ণং পসাদং। এবং চরণপডিঅং মহারাঅং উজ্‌ঝিঅ গদাএ দেবীএ অবস্সং পচ্ছাদাবেণ হোদব্বং। [ভর্ত্রি ! কুরুষ্বে ননু প্রসাদম্। এবং চরণপতিতং মহারাজম্ উজ্‌ঝিত্বা গতায়াঃ অবশ্যং পশ্চাত্তাপেন ভবিতব্যম্।]

বাসবদত্তা—অবেহি অপণ্ডিদে, কুদো এত্থ পচ্চাদাবস্স কারণং। তা এহি। গচ্ছম্‌হ। (অপেহ্যপণ্ডিতে, কুতোঽত্র পশ্চাত্তাপস্য কারণম্ ? তদেহি। গচ্ছাবঃ।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

রাজা—দেবী, প্রসীদ প্রসীদ। (আতাম্রতামপনয়ামীতি পুনঃ পঠতি।)

বিদূষকঃ—ভোঃ, উট্‌ঠেহি। গদা সা বাসবদত্তা দেবী; তা কীস এত্থ অরণ্ণরুদিদং করেসি ? [ভোঃ উত্তিষ্ঠ। গতা সা বাসবদত্তা দেবী। তৎ কস্মাদত্রারণ্যরুদিতং করোষি ?]

রাজা—(মুখমুন্নময্য) কথমকৃত্বৈব প্রসাদং গতা দেবী।

বিদূষকঃ—ন কিদো কহং পসাদো জং অজ্জবি অক্‌খদসরীরা চিট্‌ঠিম্‌হ। [ন কৃতঃ কথং প্রসাদো যদদ্যাপ্যক্ষতশরীরাস্তিষ্ঠামঃ।]

রাজা—ধিঙ্ মূর্খ, কিমেবমুপহসসি মাম্ ? ননু ত্বৎকৃত এবায়মাপতিতোঽস্মাকমনর্থক্রমঃ। যতঃ—

সমারূঢ়া প্রীতিঃ প্রণয়বহুমানাদনুদিনং
ব্যলীকং বীক্ষ্যেদং কৃতমকৃতপূর্বং খলু ময়া।
প্রিয়া মুঞ্চত্যদ্য স্ফুটমসহনা জীবিতমসৌ
প্রকৃষ্টস্য প্রেম্ণঃ স্খলিতমবিষহ্যং হি ভবতি ॥ ১৫ ॥

বিদূষকঃ—ভোঃ রুট্‌ঠা দেবী। দাব ণ জাণীঅদি করিস্সদিত্তি। সাঅরিআএ উণ

জীবিদং দুক্করং ত্তি তক্কেমি। [ভোঃ, রুষ্টা দেবী। তাবন্ন জ্ঞায়তে কিং করিষ্যতীতি। সাগরিকায়াঃ পুনর্জীবিতং দুষ্করমিতি তর্কয়ামি।]

রাজা—বয়স্য, অহমপ্যেবং, চিন্তয়ামি। হা প্রিয়ে সাগরিকে!

(ততঃ প্রবিশতি বাসবদত্তাবেশধারিণী সাগরিকা)

সাগরিকা—(সোদ্বেগম্) দিঠ্ঠিআ ইমিণা বিরইদেণ দেবীবেসেণ ইমাদো সংগীদসালাদো ণিক্কমন্তী ণ কেনাবি লক্খিদহ্মি। তা দাণিং এত্থ কিং করিস্সং। [দিষ্ট্যা অনেন বিরচিতেন দেবীবেষেণাস্যাঃ সঙ্গীতশালায়া নিষ্ক্রামন্তী ন কেনাপি লক্ষিতাস্মি। তদিদানীমত্র কিং করিষ্যামি ?] (ইতি সাস্রং চিন্তয়তি)

বিদূষকঃ—ভোঃ, কিং মূঢ়ো বিঅ চিট্ঠসি ? চিন্তেহি এত্থ পাতিআরং। [ভোঃ, কিং মূঢ় ইব তিষ্ঠসি ? চিন্তয়াত্র প্রতীকারম্।]

রাজা—বয়স্য, তদেব চিন্তয়ামি। দেবীপ্রসাদমুক্তা নান্যমুপায়ং চিন্তয়ামি। তদেহি। তত্রৈব গচ্ছাবঃ।

(ইতি পরিক্রামতঃ)

সাগরিকা—(সাস্রং বিমৃশ্য) বরং দাণিং সঅং জেব্ব অত্তাণঅং উব্বংধিঅ উবরদা ভবিস্সং, জেণ ণ উণ জাণিদসংকেদবুত্তংতাএ সুসংগদা বিঅ পরিভূদা চিট্ঠহ্মি। তা জাব অহং অসোঅ পাদবদলে গদুঅ জধাসমীহিদং করিস্সং। [বরমিদানীং স্বয়মেবাত্মানমুদ্বধ্যোপরতা ভবিষ্যামি ন পুনর্জ্ঞাতসংকেতবৃত্তান্তা সুসংগতেব দেব্যা পরিভূতা তিষ্ঠামি তদ্ যাবদহমশোকপাদপতলে গত্বা যথাসমীহিতং করিষ্যামি।]

(ইতি পরিক্রামতি)

বিদূষকঃ—(আকর্ণ্য) চিঠ্ঠ দাব চিঠ্ঠ)। ভোঃ, পদসদ্দো সুণীঅদি। জাণামি কদাপি গহিদপচ্চাদাবা পুণোবি দেবী আঅদা ভবে। [তিষ্ঠ তাবৎ তিষ্ঠ। ভোঃ, পদশব্দঃ শ্রূয়তে। জানামি কদাপি গৃহীতপশ্চাৎতাপা পুনরপি দেব্যাগতা ভবেৎ।]

রাজা—বয়স্য, মহানুভাবা খলু দেবী। কদাচিদেবমপি স্যাৎ। তৎ ত্বরিতং নিরূপয়।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণ্ণবেদিত্তি। [যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তীতি।] (ইতি নিষ্ক্রামতি)

সাগরিকা—(উপসৃত্য) তা জাব ইমাএ মাহবীলদাএ পাসং বিরইঅ অসোঅপাদবে অপ্পাণঅং উব্বন্ধিঅ বাবাদইস্সং। (ইতি লতাপাশং রচয়ন্তী) হা তাদ, হা অব্ব, এসা দাণিং অহং অণাধা অসরণা বিবজ্জমি মন্দভাইণী। [তদ্ যাবদনয়া মাধবীলতয়া পাশং বিরচ্য অশোকপাদপে আত্মানমুদ্বধ্য ব্যাপাদয়িষ্যামি। হা তাত, হা অম্ব, এষা ইদানীমহমনাথা অশরণা বিপদ্যে মন্দভাগিনী।]

(ইতি কণ্ঠে লতাপাশমর্পয়তি)

বিদূষকঃ (বিলোক্য) কা উণ এসা। কহং দেবী বাসবদত্তা ? (সসম্ভ্রমমুচ্চৈঃ) ভো বঅস্স, পরিত্তাহি পরিত্তাহি। এসা ক্খু দেবী বাসবদত্তা অপ্পাণঅং উব্বন্ধিঅ বাবাদেদি ! [কা পুনরেষা ? কথং দেবী বাসবদত্তা ? ভো বয়স্য, পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব। এষা খলু দেবী বাসবদত্তাত্মানমুদ্বধ্য ব্যাপাদয়তি।]

রাজা—(সসম্ভ্রমমুপসৃত্য) ক্কাসৌ ক্কাসৌ ?

বিদূষকঃ—ণং এসা। [নন্বেষা।]

রাজা—(কণ্ঠাৎ পাশমপনয়ন্) অয়ি সাহসকারিণি, কিমিদমকার্যং ক্রিয়তে ?

মম কণ্ঠগতাঃ প্রাণাঃ পাশে কণ্ঠস্থিতে তব।
অতঃ স্বার্থপ্রযত্নোঽয়ং ত্যজ্যতাং সাহসং প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥

সাগরিকা—(রাজানং দৃষ্ট্বা) অম্মো কধং এসো ভট্টা ! (সহর্ষমাত্মগতম্) জং সচ্চং এণং পেক্‌খিঅ কদত্থা ভবিঅ সুহেণ অপ্পাণঅং উব্বন্ধিঅ জীবিদং পরিচ্চইস্সং। (প্রকাশম্) মুঞ্চদু মুঞ্চদু মং ভট্‌ঠা। পরাহীণো ক্‌খু অঅং জণো ণ উণ ঈদিসং অবসরং মরিদুং পাবেদি। তুমংপি দেবীএ মা অপ্পাণং অবরাহিণং করেসি। [কথমেষ ভর্তা। যৎ সত্যমেনং প্রেক্ষ্য পুনরপি মে জীবিতাভিলাষঃ সংবৃত্তঃ। অথবৈনং প্রেক্ষ্য কৃতার্থা ভূত্বা সুখেনাত্মানমুদ্বধ্য জীবিতং পরিত্যক্ষ্যামি।' মুঞ্চতু মুঞ্চতু মাং ভর্তা। পরাধীনঃ খল্বয়ং জনো ন পুনরীদৃশবসরং মর্তুং প্রাপ্নোতি। ত্বমপি দেব্যা মাত্মানমপরাধিনং কুরু।] (ইতি পুনঃ কণ্ঠে পাশং দাতুমিচ্ছতি।)

রাজা—(নিরূপ্য সহর্ষম্) কথং প্রিয়া মে সাগরিকা। (ইতি কণ্ঠাৎ পাশমাক্ষিপ্য)

অলমলমতিমাত্রং সাহসেনামুনা তে
ত্বরিতময়ি বিমুঞ্চ ত্বং লতাপাশমেনম্।
চলিতমপি নিরোদ্ধুং জীবিতঃ জীবিতেশে
ক্ষণমিহ মম কণ্ঠে বাহুপাশং নিধেহি ॥ ১৭ ॥

বিদূষকঃ—ভোঃ, এব্বং ণেদং। জই অআলবাদাবলী ভবিঅ ণ আআদি দেবী বাসবদত্তা। [ভোঃ, এবং ণিবদম্। যদ্যকালবাতাবলী ভূত্বা নায়াতি দেবী বাসবদত্তা।]

(ততঃ প্রবিশতি বাসবদত্তা কাঞ্চনমালা চ)

বাসবদত্তা—হঞ্জে কাঞ্চণমালে, তং তথা চরণপুড়অং অজ্জউত্তং অবধীরিঅ আঅচ্ছন্তীএ মএ অদিণিট্ঠুরং কিদং। তা দাণিং সঅং জ্জেব্ব গদুঅ অজ্জউত্তং অণুণইস্সং। [হঞ্জে কাঞ্চনমালে, তং তথা চরণনিপতিতমার্যপুত্রমবধীর্যাগচ্ছন্ত্যা ময়াতিনিষ্ঠুরং কৃতম্। তদিদানীং স্বয়মেব গত্বার্যপুত্রমনুনেষ্যামি]।

কাঞ্চনমালা—কো অণ্ণো দেবীং বজ্জিঅ এব্বং ভণিতুং জাণাদি। বরং সো এব্ব দেবো দুজ্জণো হোদু। ণ উণ দেবী। [কোঽন্যো দেবীং বর্জয়িত্বৈবং ভণিতুং জানাতি। বরং স এব দেবো দুর্জনো ভবতু। ন পুনর্দেবী। তদেত্বতু দেবী।]

(ইতি পরিক্রামতঃ)

রাজা—অয়ি মুগ্ধে, কিমদ্যাপি মধ্যস্থতয়া বয়ং বিফলমনোরথাঃ ক্রিয়ামহে ?

কাঞ্চনমালা—(কর্ণং দত্ত্বা) ভট্টিণি জহ সমীবে এসো ভট্টা মন্তেদি তহ তক্কেমি তুমং জ্জেব্ব অণুণেদুং আঅচ্ছদি। তা উবসপ্পদু ভট্টিণী। [ভর্ত্রি, যথা সমীপ এষ ভর্তা মন্ত্রয়তে তথা তর্কয়ামি ত্বামেবানুনেতুমাগচ্ছতি। তদুপসর্পতু ভর্ত্রী।]

বাসবদত্তা—(সহর্ষম্) তা অলক্‌খিদা এব্ব পুট্ঠিদো গদুঅ কণ্ঠে গেণ্হিঅ পসাদইস্সং। [তদলক্ষিতৈব পৃষ্ঠতো গত্বা কণ্ঠে গৃহীত্বা প্রসাদয়িষ্যামি।]

বিদূষকঃ—ভোদি সাঅরিএ, বীসদ্ধা ভবিঅ পিঅবঅস্সং আলাবেহি ! [ভবতি সাগরিকে, বিশ্রব্ধা ভূত্বা প্রিয়বয়স্যম্ আলপ।]

বাসবদত্তা—(আকর্ণ্য সবিষাদম্) কাঞ্চনমালে, কধং সা সাঅরিআবি এত্থ এব্ব চিট্‌ঠদি। ত্তা সুণমুহদাব। পচ্ছা উবসপ্পিস্সং। [কাঞ্চনমালে, কথং সা সাগরিকাপি

অত্রৈব তিষ্ঠতি। তচ্ছ্রুণুবঃ। জ্ঞাত্বা পশ্চাদুপসর্পিষ্যামি।] (ইতি তথা করোতি)

সাগরিকা—ভট্টা, কিং এদিণা অলীঅদাক্খিণ্ণেণ জীবদাদোবি অহিঅবল্লহাএ দেবীএ পুণোবি অত্তাণঅং অবরাহিণং কিং করেসি? [ভর্তঃ, কিমেতেনালীকদাক্ষিণ্যেন জীবিতাদপ্যধিকবল্লভায়া দেব্যা পুনরপ্যাত্মানমপরাধিনং কিং করোষি?]

রাজা—অয়ি, মিথ্যাবাদিনী খল্বসি। কুতঃ—

> শ্বাসোৎকম্পিনি কম্পিতং কুচযুগে মৌনে প্রিয়ং ভাষিতং
> বক্ত্রেঽস্যা কুটিলকৃতভ্রুণি তথা যাতং ময়া পাদয়োঃ।
> ইত্থং ন সহজাভিজাত্যজনিতা সেবৈব দেব্যাঃ পরং
> প্রেমাবন্ধবিবর্ধিতাধিকরসা প্রীতিস্তু যা সা ত্বয়ি ॥ ১৮ ॥

বাসবদত্তা—(উপসৃত্য সরোষম্) অজ্জউত্ত, সরিসং। অজ্জউত্ত, সরিসং এদং। [আর্যপুত্র, সদৃশম্! আর্যপুত্র, সদৃশমেতৎ!]

রাজা—(দৃষ্ট্বা সবৈলক্ষ্যম্) দেবি, ন খলু অকারণে মামুপালব্ধুমর্হসি। ত্বামেব মত্বা বেষসাদৃশ্যাদ্ বিপ্রলব্ধা বয়মিহাগতাঃ তৎ ক্ষম্যতাম্। (ইতি পাদয়োঃ পততি।)

বাসবদত্তা—(সরোষম্) অজ্জউত্ত, উঠ্ঠেহি উঠ্ঠেহি। কিং অজ্জ বি সহজাভিজাদাএ সেবাএ কখং অণুভবীঅদুদি। [আর্যপুত্র, উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। কিমদ্যাপি সহজাভিজাতয়া সেবায়া দুঃখমনুভূয়তে।]

রাজা—(স্বগতম্) কিমেতদপি শ্রুতং দেব্যা? তৎ সর্বথা দেবীপ্রসাদনোপায়ং প্রতি নিরাশীভূতাঃ স্মঃ। (ইত্যধোমুখস্তিষ্ঠতি)

বিদূষকঃ—ভোদি তুমং কিল অত্তাণঅং উব্বন্ধিঅ বাবাদেসিত্তি বেপসারিস্সমোহিদেণ মএ পিঅবঅস্সো এখ আণীদো। জই মম বঅণং ণ পত্তিআঅসি তা পেক্খ ইমং লদাপাসং। [ভবতি, ত্বং কিলাত্মানমুদ্বধ্য ব্যাপাদয়সি ইতি বেষসাদৃশ্য-মোহিতেন ময়া প্রিয়বয়স্যোঽত্রানীতঃ। যদি মম বচনং ন প্রত্যেষি তৎ প্রেক্ষস্বেমং লতাপাশং।] (ইতি লতাপাশং দর্শয়তি।)

বাসবদত্তা—(সকোপম্) হঞ্জে কাঞ্চণমালে, এদেণ এব্ব লদাপাসেণ বন্ধিঅ গেহ্ন এণং বহ্মণং। এদং অ দুট্‌ঠকণ্ণআং অগ্গদো করেহি। [হঞ্জে কাঞ্চনমালে, এতে-নৈব লতাপাশেন বদ্ধ্বা গৃহাণৈনং ব্রাহ্মণম্। দুর্বিনীতকন্যাকাং চাগ্রতঃ কুরু।]

কাঞ্চনমালা—জং দেবী আণুবেদিত্তি। (ইতি লতাপাশেন বসন্তকং গলে বদ্ধ্বা তাড়য়তি।) হদাস, অণুভব দাব অত্তণো অবিণঅস্স ধাশং। দেবীএ দুব্বঅণেণ কড়ুইদাইং সোত্তাইংত্তি সুমরেহি তং বঅণং। সাঅরিএ, তুমংপি অগ্গদো হোহি। [যদ্ দেব্যাজ্ঞাপয়তীতি। হতাশ, অনুভব তাবদাত্মনোঽবিনয়স্য ফলম্। দেব্যা দুর্বচনেন কটুকৃতানি শ্রোত্রাণীতি স্মর তদ্বচনম্। সাগরিকে, ত্বমপ্যগ্রতো ভব।]

সাগরিকা—(স্বগতম্) অকিদপুণ্ণাএ মএ চরিদুং বি অত্তণো ইচ্ছাএ ণ পারিদং। [অকৃতপুণ্যয়া ময়া মর্তুমপি আত্মন ইচ্ছয়া ন পারিতম্।]

বিদূষকঃ—(সবিষাদম্) ভো বঅস্স, সুমরেহি মং অণাধং দেবীএ বন্ধণাদো বিবজ্জন্তং

[ভো বয়স্য, স্মর মামনাথং দেব্যা বন্ধনাৎ বিপদ্যমানম্ ।] (ইতি রাজানমালোকয়তি) ।

(বাসবদত্তা রাজানমালোকয়ন্তীং সাগরিকাং বসন্তকং চ গৃহীত্বা কাঞ্চনমালয়া সহ নিষ্ক্রান্তা ।)

রাজা—(সখেদম্) কষ্টং ভোঃ কষ্টম্ !

কিং দেব্যাঃ কৃতদীর্ঘরোষমুষিতস্নিগ্ধস্মিতং তন্মুখং
গ্রস্তাং সাগরিকাং সুসংভৃতরুষা সংতর্জমানাং তথা ।
বন্ধবা নীতমিতো বসন্তকমহং কিং চিন্তয়ামীত্যহো
সর্বাকারকৃতব্যথঃ ক্ষণমপি প্রাপ্নোমি নো নির্বৃতিম্ ॥ ১৯ ॥

তৎ কিমিদানীমিহ স্থিতেন প্রয়োজনম্ ? দেবীমেব প্রসাদয়িতুমভ্যন্তরং প্রবিশামি ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

(ইতি সঙ্কেতো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ)

× × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × × ×

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি রত্নমালাদায় সাস্রা সুসংগতা)

সুসংগতা—(সকরুণং নিশ্বস্য) হা পিঅসহি সাঅরিএ, হা লজ্জালুএ, হা সহীজণবচ্ছলে, হা উদারসীলে, হা সোম্মদংসণে, কহিং গদাসি । দেহি মে পড়িবঅণং । (ইতি রোদিতি—উর্ধ্বম্ অবলোক্য নিশ্বস্য চ) হংহো দেবহদঅ ! অকরুণ ! অসামণ্যরূপবসোহা তাদিসী তুএ জই ণিম্মিদা তা কীস উণ ঈদিসং অবত্থংতরং পাবিদা । ইঅং চ রঅণমালা জীবিদ-নিরাসাএ তাএ কস্সবি ব্রহ্মণস্স হত্থে পরিবাদে সুত্তি ভণিঅ, মম হত্থে সমপ্পিদা । তা জাব কংপি ব্রহ্মণং অন্নেসামি । (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) অত্র, কহং এসো ক্‌খু ব্রহ্মণো বসন্তঅো ইধ এব্ব আঅচ্ছদি ! তা এদস্য এব্ব পড়িবাদইস্সং । [হা উদারশীলে ! হা সৌম্যদর্শনে ! কুত্র গতাসি ? দেহি মে প্রতিবচনম্ । হংহো দৈবহতক ! অকরুণ ! অসামান্যরূপশোভা তাদৃশী ত্বয়া যদি নির্মিতা, তৎ কস্মাৎ পুনঃ ঈদৃশম্ অবস্থান্তরং প্রাপিতা ? ইয়ঞ্চ রত্নমালা জীবিতনিরাশয়া তয়া কস্যাসি ব্রাহ্মণস্য হস্তে প্রতিপাদয় ইতি ভণিত্বা মম হস্তে সমর্পিতা । তদ্ যাবৎ কমপি ব্রাহ্মণম্ অন্বিষ্যামী । অয়ে, কথমেষ খলু ব্রাহ্মণো বসন্তক ইহৈবাগচ্ছতি । তদেতস্মৈ এব প্রতিপাদয়িষ্যামি ।] (ততঃ প্রবিশতি হৃষ্টো বসন্তকঃ)

বসন্তকঃ—হী হী ভোঃ, অজ্জ ক্‌খু পিঅবঅস্সেণ পসাদিদাএ তত্তভোদীএ বাসবদত্তা বন্ধণাদো মোচিএ সহত্থদিন্নেহিং মোদঅলড্ডুএহিং উদরং মে সুপূরিদং ভিদং । অণং চ । এদং পট্টংসুঅজুঅলং কণ্ণাভরণং অ দিন্নং । তা জাব দাণিং পিঅবঅস্সং পেক্‌খিস্সং । (ইতি পরিক্রামতি ।) [হী হী ভোঃ । অদ্য খলু প্রিয়বয়স্যেন প্রসাদিতয়া তত্রভবত্যা । বাসবদত্তয়া বন্ধনাৎ মুক্তবা (মোচয়িত্বা)

সহস্তদত্তৈঃ নোদকলড্ডকৈঃ উদরং মে সুপূর্ণং (সুপরিচিতং) কৃতম্। অন্যচ্চ—এতৎ পট্টাংশুকমঙ্গলং কর্ণাভরণং চ দত্তম্। তদ্ যাবদ্ ইদানীং প্রিয়বয়স্যং প্রেক্ষিষ্যে।]

সুসংগতা—(রুদতী সহসোপসৃত্য) অজ্জ বসন্তঅ, চিঠ্ঠ দাব তুমং মুহুত্তঅং। [আর্য বসন্তক, তিষ্ঠ তাবত্ত্বং মুহূর্তম্।]

বিদূষকঃ—(দৃষ্ট্বা) কধং সুসংগদা। সুসংগদে, এথ কিং ণিমিত্তং রোইসি। কিং ণু ক্খু সাঅরিআএ অচ্চাহিদং সংবুত্তং। [কথং সুসংগতা ? সুসংগতে, অত্র কিং নিমিত্তং রোদিষি ? কিং নু খলু সাগরিকায়া অত্যাহিতং সংবৃত্তম্।]

সুসংগতা—অজ্জ বসন্তঅ, অহং জ্জেব ণিবেদইস্সং। সা ক্খু তবস্সিনী দেবীএ উজ্জইণং পেসিদেত্তি উণস্সবাদং কদুঅ উবত্থিদে অদ্ধরত্তে ণ জাণীঅদি কহিং ণীদেত্তি। [আর্য বসন্তক, অহমেব নিবেদয়িষ্যামি। সা খলু তপস্বিনী দেব্যোজ্জয়িণীং প্রেষিতেতি জনপ্রবাদং কৃত্বোপস্থিতেঽর্ধরাত্রে ন জ্ঞায়তে কুত্র নীতেতি।]

বিদূষকঃ—(সোদ্বেগম্) ভোদি সাঅরিএ, হা অসামণ্ণরূবসোহে ! হা মিদুভাসিণি কহিং সি দাণিং। দেহি মে পড়িবঅণং। অদিণিগ্ঘিণং দেবীএ কিদং। [ভবতি সাগরিকে, হা অসামান্যরূপশোভে, হা মৃদুভাষিণি, কুত্রাসীদানীম্। দেহি মে প্রতিবচনম্। অতিনির্ঘৃণং দেব্যা কৃতম্।]

সুসংগতা—অজ্জ বসন্তঅ, এস ক্খু, রঅণমালা তাএ জীবিদণিরাসাএ অজ্জ বসন্তঅস্স হত্থে পড়িবাদেসিত্তি ভণিঅ মম হত্থে সমপ্পিদা। তা ণং গেণ্হ অজ্জো এদং। [আর্য বসন্তক, এষা খলু রত্নমালা তয়া জীবিতনিরাশয়ার্যবসন্তকস্য হস্তে প্রতিপাদয়েতি ভণিত্বা মম হস্তে সমর্পিতা। তন্নু গৃহ্ণাতু আর্য এনাম্।]

বিদূষকঃ—(সাস্রং সকরুণং কর্ণৌ পিধায়) তোদি, কধং মম ঈদিসে পথাবে এদং গেণ্হিদুং হত্থো পসরদি। [ভবতি, কথং মমেদৃশে প্রস্তাব ইমাং গ্রহীতুং হস্তঃ প্রসরতি ?]

(ইত্যুভৌ রুদিতঃ)

সুসংগতা—(অঞ্জলিং বদ্ধ্বা) তাএ এব্ব অণুগ্গহং করন্তো অঙ্গীকরেদু এদং অজ্জো। [তস্যা এবানুগ্রহং কুর্বন্নঙ্গীকরোত্বিদমার্যঃ।]

বিদূষকঃ—(বিচিন্ত্য অহবা উবণেহি। জেণ ইমাএ জ্জেব সাঅরিঅবিরহুক্কণ্টিদং পিঅবঅস্সং বিণোদেমি। [অথবা উপনয়। যেনানয়ৈব সাগরিকাবিরহোৎকণ্ঠিতং প্রিয়বয়স্যং বিনোদয়ামি।]

(সুসংগতা বসন্তকস্য হস্তে রত্নমালাং দদাতি)

বিদূষকঃ—(গৃহীত্বা নিরূপ্য সবিস্ময়ম্) ভোদি কুদো উণ ঈদিসস্স অলংকারস্য সমাগমো ? [ভবতি, কুতঃ পুনরীদৃশস্যালংকারস্য সমাগমঃ ?]

সুসংগতা—অজ্জ মএবি সা কোদূহলেণ পুচ্ছিদা আসি। [আর্য, ময়াপি সা কৌতুহলেন পৃষ্টাসীৎ।]

বিদূষকঃ—তদো তাএ কিং ভণিদং ? [ততস্তয়া কিং ভণিতম্ ?]

সুসংগতা—তদো সা উদ্ধং পেক্খিঅ দীহং ণিস্সসিঅ, সুসংগদে, কিং দাণিং তুহ ইমাএ

কধাএত্তি ভণিঅ রোদিদুং পউত্তা ? [ততঃ সোপর্ধং প্রেক্ষ্য দীর্ঘং নিশ্বস্য, সুসংগতে, কিমিদানীং তবানয়া কথয়েতি ভণিত্বা রোদিতুং প্রবৃত্তা ?]

বিদূষকঃ—ণং কধিদং এব্ব তাএ সামান্নজণদুল্লহেণ ইমিণা পরিচ্ছদেণ সব্বধা মহাভিজাণ-সমুপ্পণাএ তাএ হোদব্বং ! সুসংগদে, পিঅবঅস্সো দাণিং কহিং ? [ননু কথিতমেব তয়া সামান্যজনদুর্লভেনানেন পরিচ্ছদেন সর্বথা মহাভিজন-সমুৎপন্নয়া তয়া ভবিতব্যম্ । সুসংগতে, প্রিয়বয়স্য ইদানীং কুত্র ?]

সুসংগতা—অজ্জ, এসো ক্খু ভট্টা দেবীভবণাদো ণিক্কমিঅ ফড়িঅসিলামণ্ডবং গদো। তা গচ্ছদু অজ্জ। অহং বি দেবীএ বাসবদত্তাএ পরিচারিণী ভবিস্সং। [আর্য, এষ খলু ভর্তা দেবীভবনতো নিষ্ক্রম্য স্ফটিকশিলামণ্ডপং গতঃ। তদ্ গচ্ছতু আর্যঃ। অহমপি দেব্যা বাসবদত্তায়াঃ পরিচারিণী ভবিষ্যামি।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি প্রবেশকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি আসনস্থো রাজা)

রাজা—(বিচিন্ত্য)

সব্যাজৈঃ শপথৈঃ প্রিয়েণ বচসা চিত্তানুবৃত্ত্যাধিকং
বৈলক্ষ্যেণ পরেণ পাদপতনৈর্বাক্যৈঃ সখীনাং মুহুঃ।
প্রত্যাসত্তিমুপগতা ন হি তয়া দেবী রুদত্যা যথা
প্রক্ষাল্যেব তয়ৈষ বাষ্পসলিলৈঃ কোপোঽপনীতঃ স্বয়ম্ ॥ ১ ॥

(সোৎকণ্ঠং নিশ্বস্য) তাবদিদানীং দেব্যাঃ প্রসাদিতায়াং সাগরিকা-চিন্তৈব কেবলং মাং বাধতে। কুতঃ—

অম্ভোজগর্ভসুকুমারতনুস্তদাসৌ
কণ্ঠগ্রহে প্রথমরাগঘনে বিলীয়।
সদ্যঃ পতন্মদনমার্গণরন্ধ্রমার্গৈ-
র্মনো মম প্রিয়তমা হৃদয়ং প্রবিষ্টা ॥ ২ ॥

(বিচিন্ত্য) যোঽপি মে বিশ্রামস্থানং বসন্তকঃ, সোঽপি দেব্যা সংযতঃ। তৎ কস্যাগ্রতো বাষ্পমোক্ষং করিষ্যে ? (ইতি নিশ্বসিতি)

(ততঃ প্রবিশতি বসন্তকঃ)

বসন্তকঃ—(পরিক্রম্যাবলোক্য চ, সবিস্ময়ম্) এসো ক্খু ণিব্ভরোক্কণ্ঠাপরিক্খামংপি তণুং সলাহণিলাবন্নং সমুব্বহংতো উদিদো দুদিআচংদো বিঅ অহিঅদরং সোহদি পিঅবঅস্সো ! তা জাব ণং উবসপ্পামি। (উপসৃত্য) সোত্থি ভবদে ! ভো দিট্ঠিআ বদ্ধসে ! দেবীহত্থগদেনাপি মএ পুণেবি এদিহং অচ্ছীহিং জং দিট্ঠোসি। [এষ খলু নির্ভরোৎকণ্ঠাপরিক্ষামামপি শ্লাঘনীয়লাবণ্যাং তনুং সমুদ্বহন্ উদিতো দ্বিতীয়াচন্দ্রঃ ইব অধিকতরং শোভতে প্রিয়বয়স্যঃ। তৎ যাবদ্ এনম্ (ননু) উপসর্পামি। স্বস্তি ভবতে। ভো দিষ্ট্যা বর্ধসে !—দেবীহস্ত-গতেনাপি ময়া পুনরপি এতাভ্যাম্ অক্ষিভ্যাং যদ্ দৃষ্টোঽসি। ভো বয়স্য, দেব্যা অনুগৃহীতোঽস্মি।]

রাজা—(দৃষ্ট্বা, সহর্ষম্) অয়ে বসন্তকঃ প্রাপ্তঃ ! সখে ! পরিষ্বজস্ব মাম্ ।

(বিদূষকঃ পরিষ্বজতি)

বসন্তকঃ—ভোঃ বঅস্স ! দেবীএ অনুগ্গহিদম্হি । [ভোঃ বয়স্য ! দেব্যা অনুগৃহীতোঽস্মি ।]

রাজা—বেষেণৈব নিবেদিতস্ত্বয়া দেব্যাঃ প্রসাদঃ । তৎ কথ্যতামিদানীং সাগরিকায়াঃ কা বার্তেতি ।

বসন্তকঃ—(সবৈলক্ষ্যমধোমুখস্তিষ্ঠতি ।)

রাজা—বয়স্য ! কিং ন কথয়সি ?

বসন্তকঃ—অপ্পিঅংত্তি ণিবেদিদুং ণ পারেমি ! [অপ্রিয়মিতি নিবেদয়িতুং ন পারয়ামি ।]

রাজা—(সোদ্বেগং সম্ভ্রমম্) বয়স্য ! কথমপ্রিয়ম্ ! কিং ব্যক্তমেবোৎসৃষ্টং জীবিতং ত্বয়া ? হা প্রিয়ে সাগরিকে ! (ইতি মোহং নাটয়তি ।)

বিদূষকঃ—(সসম্ভ্রমম্) সমস্সসদু, সমস্সসদু, পিঅবঅস্সো ! [সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু প্রিয়বয়স্যঃ ।]

রাজা—(সমাশ্বস্য, সাস্রম্)—

প্রাণাঃ পরিত্যজত কামমদক্ষিণং মাং
রে দক্ষিণা ভবত মদ্বচনং শৃণুধ্বম্ ।
শীঘ্রং ন যাত যদি তন্মুষিতাঃ স্থ মূঢ়া
যাতা সুদূরমধুনা গজগামিনী সা ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ – ভোঃ মা অণধা সংভাবেহি । সা ক্খু তবস্সিণী দেবীএ উজ্জইণীং পেসিদত্তি সুণীঅদি । অদো মএ অপ্পিআ ত্তি ভণিদং । [ভো মা অন্যথা সম্ভাবয় । সা খলু তপস্বিনী দেব্যোজ্জয়িনীং প্রেষিতেতি শ্রূয়তে । অতো ময়াপ্রিয়মিতি ভণিতম্ ।]

রাজা—কথমুজ্জয়িনীং প্রেষিতা ? অহো নিরনুরোধিতা ময়ি দেব্যাঃ । বয়স্য, কেন তবৈতদাখ্যাতম্ ?

বিদূষকঃ—ভোঃ সুসংগদাএ ! অণ্ণং চ । মম হত্থে তাএ কেনাবি কজ্জেণ ইঅং রঅণমালা পেসিদা । [ভোঃ, সুসংগতয়া । অন্যচ্চ । মম হস্তে তয়া কেনাপি কার্যেণেয়ং রত্নমালা প্রেষিতা ।]

রাজা—কিমপরং মামাশ্বাসয়িতুম্ ? তদ্বয়স্য, উপনয় ।

(বিদূষক উপনয়তি)

রাজা—(গৃহীত্বা রত্নমালাং, নির্বর্ণ্য, হৃদয়ে নিধায়) অহহ !

কণ্ঠাশ্লেষং সমাসাদ্য তস্যাঃ প্রভ্রষ্টয়ানয়া ।
তুল্যাবস্থা সখীবেয়ং তনুরাশ্বাস্যতে মম ॥ ৪ ॥

বয়স্য, ত্বং পরিধৎস্বৈনাম্ । যেন বয়মেনামপি তাবদ্দৃষ্ট্বা ধৃতিং করিষ্যামঃ ।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেত্তি । [যদ্ভবানাজ্ঞা পয়তীতি ।] (ইতি কণ্ঠে পরিদধাতি ।)

রাজা—(সাস্রং, নিশ্বস্য) বয়স্য, দুর্লভং পুনর্দর্শনং প্রিয়ায়াঃ ।

বিদূষকঃ—(সভয়ং দিশোঽবলোক্য) ভোঃ, মা এব্বং উচ্চং মন্তেহি । কদাবি কোবি

দেবীএ এত্থ সংচারেদি । [ভোঃ মৈবমুচ্চৈর্মন্ত্রস্ব । কদাপি কোঽপি দেব্যা অত্র সংচরতি ।]

(ততঃ প্রবিশতি বেত্রহস্তা বসুন্ধরা)

বসুন্ধরা—(উপসৃত্য) জঅদু জঅদু ভট্টা। এসো কক্খু রুমণ্দো ভাইনেও বিজঅবম্মা কিংপি ণিবেদিদুং দুআরে চিট্ঠদি । [জয়তু জয়তু ভর্তা। এষ খলু রুমণ্বতো ভাগিনেয়ো বিজয়বর্ম্মা কিমপি নিবেদয়িতুং দ্বারে তিষ্ঠতি ।]

রাজা—বসুন্ধরে, অবিলম্বিতং প্রবেশয় ।

বসুন্ধরা—জং দেবো আণবেদিত্তি। (নিষ্ক্রম্য বিজয়বর্মণা সহ পুনঃ প্রবিশ্য চ) বিজয়বম্ম, এসো কক্খু ভট্টা। তা উপসপ্পদু অজ্জো ণং। (যদ্দেব আজ্ঞাপয়তীতি । বিজয়বর্মন্, এষ খলু ভর্তা। তদুপসর্পত্বার্য এনম্ ।)

বিজয়বর্মা—(উপসৃত্য) জয়তু জয়তু দেবঃ । দেব, দিষ্ট্যা বর্ধসে রুমণ্বতো বিজয়েন ।

রাজা—(সপরিতোষম্) বিজয়বর্মন্, অপি জিতাঃ কোসলাঃ ?

বিজয়বর্মা—দেবস্য প্রভাবেণ ।

রাজা—সাধু রুমণ্বন্, সাধু ! অচিরাম্মহৎপ্রয়োজনমনুষ্ঠিতম্ । বিজয়বর্মন্, তৎ কথয় কথাম্ । অতিবিস্তরতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি ।

বিজয়বর্মা—দেব, শ্রূয়তাম্ । বয়মিতো দেবাদেশাৎ কতিপয়ৈরেবাহোভিরনেককরিতুরগপতিদুর্নিবারেণ মহতা বলসমূহেন গত্বা বিন্ধ্যাদুর্গাবস্থিতস্য কোসলনৃপতের্ধারিমবষ্টভ্য সেনাঃ সমাবেশয়িতুমারব্ধবন্তঃ ।

রাজা—ততস্ততঃ ।

বিজয়বর্মা—ততঃ কোসলেশ্বরোঽপ্যাতিদর্পাৎ পরিভবমসহমানো হাস্তিকপ্রায়মশেষমাত্মসৈন্যং সজ্জীকৃতবান্ ।

বিদূষকঃ—ভোঃ লহুং লহুং আচক্খ । বেবদি মে হিঅঅং । [ভোঃ, লঘু লঘ্বাচক্ষ্ব । বেপতে মে হৃদয়ম্ ।]

রাজা—ততস্ততঃ ?

বিজয়বর্মা—দেব, কৃতনিশ্চয়শ্চাসৌ—

যোদ্ধুং নির্গতাবিন্ধ্যাদভবদভিমুখস্তৎক্ষণং দিগ্বিভাগা-
ন্বিন্ধেনেবাপরেণ দ্বিরদপতিঘটাপীড়বন্ধেন রুন্ধন্ ।
বেগাদ্বাণাম্বিমুঞ্চন্নথমদপজোঽপ্যুৎপতিত্বনিপত্য
প্রত্যেচ্ছদ্বাঙ্খিতাপ্তিদ্বিগুণিতরভসস্তং রুমণ্বান্ ক্ষণেন ॥ ৫ ॥

অপি চ—

অস্তব্যস্তশিরস্ত্রশস্ত্রকষণৈঃ কৃত্তোত্তমাঙ্গে ক্ষণং
ব্যূঢ়াসৃক্সরিতি স্বনৎপ্রহরণে বর্মোদ্গমদ্বহ্নিনি ।
আহূয়াজিমুখে স কোসলপতির্ভগ্নে প্রধানে বলে

রাজা—কথমস্মদীয়ান্যপি বলানি ভগ্নানি ?

বিজয়বর্মা—

একেনৈব রুমণ্বতা শরশতৈর্মত্তদ্বিপস্থো হতঃ ॥ ৬ ॥

বিদূষকঃ—জেদু জেদু ভবং । জিদং অম্মেহিং । (ইতি নৃত্যতি ।) [জয়তু জয়তু ভবান্ । জিতমস্মাভিঃ ।]

রাজা—সাধু কোসলপতে, সাধু। মৃত্যুরপি তে শ্লাঘ্যঃ। যস্য হি রিপবোঽপি পুরুষকারমেবং বর্ণয়ন্তি। ততস্ততঃ?

বিজয়বর্মা—দেব, ততো রুমণ্বানপি কোসলেষু মদভ্রাতরং জ্যায়াংসং জয়বর্মাণং স্থাপয়িত্বা প্রহারব্রণিতাহাস্তিপ্রায়মশেষসৈন্যমনুবর্তমানং শনৈঃ শনৈরাগচ্ছত্যেব।

রাজা—বসুন্ধরে, উচ্যতাং যৌগন্ধরায়ণঃ। প্রদর্শ্যতাং মৎপ্রসাদস্য বিভব ইতি।

বসুন্ধরা—জং দেবো আণবেদিত্তি। (ইতি বিজয়বর্মণা সহ নিষ্ক্রান্তা।) [যদ্দেব আজ্ঞাপয়তীতি।]

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চনমালা)

কাঞ্চনমালা—আণত্তম্হি দেবীএ। জহ গচ্ছ হঞ্জে কাঞ্চণমালে, পদং ঐন্দজালিঅং অজ্জউত্তস্স দংসেহি। (ইতি পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো কক্খু ভট্টা। তা জাব ণং উবসপ্পামি। (উপসৃত্য) জেদু জেদু ভট্টা। ভট্টা, দেবী বিণ্ণেবদি এসো কক্খু উজ্জয়িণীদো সম্বরসিদ্ধি ণাম ঐন্দজালিও আঅদো। তা পেক্খদু ভট্টা। [আজ্ঞপ্তাস্মি দেব্যা। যথা গচ্ছ হঞ্জে কাঞ্চনমালে, ইমমৈন্দ্রজালিকমার্যপুত্রস্য দর্শয়। এষ খলু ভর্তা। তদ্যাবদেনমুপসসর্পামি। জয়তু জয়তু ভর্তা। ভর্তা, দেবী বিজ্ঞাপয়তি। এষ খলুজ্জয়িনীতঃ সম্বরসিদ্ধিনামৈন্দ্রজালিক আগতঃ। তৎ প্রেক্ষতাং ভর্ত)।

রাজা—অস্তি নঃ কৌতুকমৈন্দ্রজালিকে। ততঃ শীঘ্রং প্রবেশয়।

কাঞ্চনমালা—জং ভট্টা আণবেদিত্তি। [যদ্ভর্তাজ্ঞাপয়তীতি।] (ইতি নিষ্ক্রম্য পিচ্ছিকাহস্তেনৈন্দ্রজালিকেন সহ প্রবিশতি।)

চেটী—এদু এদু অজ্জো। [এতু এত্বার্যঃ।]

(ঐন্দ্রজালিকঃ পরিক্রামতি)

চেটী—এসো ভট্টা। তা উপসপ্পদু অজ্জো। [এষ ভর্তা! তদুপসর্পত্বার্যঃ।]

ঐন্দ্রজালিকঃ—(উপসৃত্য) জঅদু জঅদু ভট্টা। (পিচ্ছিকাং ভ্রময়িত্বা বহুধা হাস্যং কৃত্বা)—

> পণমহ চলণে ইন্দস্স ইন্দজালিঅত্তিলদ্ধণামস্স।
> তহ জ্জেব্ব অসুরস্স সম্বরস্স সংপরিট্ঠিদজসস্স॥ ৭॥

দেব, কিং—

> ধরণীএ মিঅঙ্কো আআসে মহিঅরো জলে জলণো।
> মঝঝহ্ণেপি পওসো দাব সিজ্জদু দেহি আণত্তিম্॥ ৮॥

> হরিহরবহ্মপমুহং দেবং দংসেমি দেবরাঅং চ।
> গঅণেবি সিদ্ধচারণসুরহুসত্থং চ ণচ্চতম্॥ ৯॥

অহবা—

> কিং জম্পিদেণ বহুণা ইচ্ছসি হিতএণ জং দেব দিট্ঠুম্।
> তং তং দংসেমি অহং গুরুণো মন্তপহাবেণ॥ ১০॥

[জয়তু জয়তু ভর্তা!

> প্রণমত চরণে ইন্দ্রস্যেন্দ্রজালিকেতি লব্ধনাম্নঃ।
> অথৈব অসুরস্য সম্বরস্য সুপ্রতিষ্ঠিতয়শসঃ॥ ৭॥

দেব, কিং—

ধরণ্যাং মৃগাঙ্ক আকাশে মহীধরো জলে জ্বলনঃ।
মধ্যাহ্নেঽপি প্রদোষস্তাবৎত্বিষ্যধ্যভু দেহ্যাজ্ঞাপ্তম্‌॥ ৮॥

হরিহরব্রহ্মপ্রমুখান্দেবান্দর্শয়ামি দেবরাজং চ।
গগনেঽপি সিদ্ধাচারণসুরবধূসার্থং চ নৃত্যন্তম্‌॥ ৯॥

অথবা—

কিং জল্পিতেন বহুনেচ্ছসি হৃদয়েন যদ্দেব দ্রষ্টুম্‌।
তত্তদ্দর্শয়ামংহং গুরোর্মন্ত্রপ্রভাবেণ॥ ১০॥]

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, অবহিদো হোহি। ভোঃ ঈদিসো সে অবস্টম্ভো জেণ সব্বং সংভাবীঅদি। [ভো বয়স্য, অবহিতো ভব। ভোঃ ঈদৃশোঽস্যাবষ্টম্ভো যেন সর্বং সংভাব্যতে।]

রাজা—ভদ্র, তিষ্ঠ তাবৎ। কাঞ্চনমালে, উচ্যতাং দেবী। যুষ্মদীয় এবায়মৈন্দ্রজালিকঃ। বিজনীকৃতশ্চায়মুদ্দেশঃ। তদাগচ্ছ। সহিতাবেব পশ্যাবঃ।

চেটী—জং ভট্টা আণবেদিত্তি। (ইতি নিষ্ক্রম্য বাসবদত্তয়া সহ প্রবিশতি।) [যদ্ভর্তাজ্ঞাপয়তীতি।]

বাসবদত্তা—কাঞ্চনমালে, উজ্জইণীদো আঅদোত্তি অত্থি মে তস্সিং ঐন্দ্রজালিএ বক্খবাদো। [কাঞ্চনমালে, উজ্জয়িনীত আগত ইত্যস্তি মে তস্মিন্নৈন্দ্রজালিকে পক্ষপাতঃ।]

কাঞ্চনমালা—ণাদিউলবহুমাণো ক্খু এসো দেবীএ। তা এদু এদু ভট্টিনী। [জ্ঞাতিকুলবহুমানঃ খল্বেষঃ দেব্যাঃ। তদেতু এতু ভর্ত্রী।] (ইতি পরিক্রামতঃ)

কাঞ্চনমালা—ভট্টিনী, এসো ভট্টা। তা উপসপ্পদু দেবী। [ভর্ত্রি, এষ ভর্তা। তদুপসর্পতু দেবী]

বাসবদত্তা—(উপসৃত্য) জেদু জেদু অজ্জউত্তো। [জয়তু জয়ত্বার্যপুত্রঃ।]

রাজা—দেবি, বহুতরমনেন গর্জিতম্‌। তদিহস্থাবেব পশ্যাবস্তাবৎ।

(বাসবদত্তোপবিশতি।)

রাজা—ভদ্র, প্রস্তূয়তাং বহুবিধমিন্দ্রজালম্‌।

ঐন্দ্রজালিকঃ—জং দেবো আণবেদিত্তি। (বহুবিধং নাট্যং কৃত্বা পিচ্ছিকাং ভ্রময়ন্‌ হরিহরব্রহ্মোত্যাদি পুনঃ পঠতি।) [যদ্দেব আজ্ঞাপয়তীতি।]

(সর্বে সবিস্ময়ং পশ্যন্তি।)

রাজা—(ঊর্ধ্বং দৃষ্ট্বা, আসনাদবতরন্‌) আশ্চর্যমাশ্চর্যম !

বিদূষকঃ—অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ! [আশ্চর্যমাশ্চর্যম।]

রাজা—দেবি, পশ্য—

এষ ব্রহ্মা সরোজে রজনিকরকলাশেখরঃ শংকরোঽয়ং
দোর্ভির্দৈত্যান্তমোহসৌ সধনুরসিগদাচক্রচিহ্নৈশ্চতুর্ভিঃ।
এষোঽপ্যৈরাবতস্থস্ত্রিদশপতিরমী দেবি দেবাস্তথান্যে
নৃত্যন্তি ব্যোম্নি চৈতাশ্চলচরণরণন্নূপুরা দিব্যনার্যঃ॥ ১১॥

বাসবদত্তা—অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ! [আশ্চর্যমাশ্চর্যম্‌ !]

বিদূষকঃ—(অপবার্য) হা দাসীএ উত্ত ঐন্দ্রজালিঅ, কিং এদেহিং দেবেহিং অচ্ছরাহিং

চ দংসিদাহিং ? জই দে ইমিণা পরিভুট্টেণ কজ্জং তা দংসেহি সাঅরিঅং। [হা দাস্যাঃ পুত্র ঐন্দ্রজালিক, কিমেতৈর্দেবৈরপুরোভিশ্চ দর্শিতৈঃ ? যদ্যনেন পরিতুষ্টেণ কার্যং, তদ্দর্শয় সাগরিকাম্।]

(ততঃ প্রবিশতি বসুন্ধরা)

বসুন্ধরা—(রাজানমুপসৃত্য) জেদু জেদু ভট্টা। অমচ্চজোঅন্ধরাঅণো দেবস্স চলণজুঅলে ইদং বিণবেদি। এসো ক্খু বিক্কমবাহুণা পহাণমচ্চো বসুভুদী অণুপেসিদো। তা অরিহসি দেব ইমস্সিং এব্ব সুন্দরমুহুত্তএ পেক্খিদুং। অহংপি কজ্জসেসং সমাপ্পিঅ আঅদো জ্জেব। [জয়তু জয়তু ভর্তা। অমাত্যযৌগন্ধরায়ণো দেবস্য চরণযুগলে ইদং বিজ্ঞাপয়তি। এষ খলু বিক্রমবাহুনা প্রধানামাত্যো বসুভূতিরনুপ্রেষিতঃ। তদর্হসি দেব অস্মিন্নেব সুন্দরমুহূর্তে প্রেক্ষিতুম্। অহমপি কার্যশেষং সমাপ্যাগতা এব।]

বাসবদত্তা—অজ্জউত্ত, চিট্ঠদু দাব ইন্দ্রজালং। মাদুলকুলাদো অজ্জো অমচ্চপধাণো বসুভুদী আঅদো। তা এদং দাব পেক্খদু অজ্জউত্তো। [আর্যপুত্র, তিষ্ঠতু তাবদিন্দ্রাজালম্। মাতুলকুলাদার্যোঽমাত্যপ্রধানো বসুভূতিরাগতঃ। তদেনং তাবৎ প্রেক্ষতামার্যপুত্রঃ।]

রাজা—যথাহ দেবী! (ঐন্দ্রজালিকং প্রতি) ভদ্র, বিশ্রম্যতামিদানীম্।

ঐন্দ্রজালিকঃ—(পুনঃ পিচ্ছিকাং ভ্রময়তি) জং দেবো আণবেদিত্তি। (নিষ্ক্রামন্) এক্কো উণ মহ খেলনত্তা অবস্সং দেবেণ পেক্খিদেব্বো। [যদ্ভর্তাজ্ঞাপয়তীতি। একং পুনর্মম খেলনবশ্যং দেবেন প্রেক্ষিতব্যম্।]

রাজা—ভদ্র, এবং দ্রক্ষ্যামঃ।

বাসবদত্তা—কাঞ্চণমালে, গচ্ছ তুমং। দেহি পারিদোসিঅং। [কাঞ্চনমালে, গচ্ছ ত্বম্। দেহ্যস্য পারিতোষিকম্।]

চেটী—জং দেবী আণবেদিত্তি। (ঐন্দ্রজালিকেন সহ নিষ্ক্রান্তা।) [যদ্দেব্যাজ্ঞাপয়তীতি।]

রাজা—বসন্তক, প্রত্যুদ্গম্য প্রবেশ্যতাং বসুভূতিঃ।

বিদূষকঃ—জং ভট্টা আণবেদিত্তি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।) [যদ্ভর্তাজ্ঞাপয়তীতি।]

(ততঃ প্রবিশতি বসন্তকেন প্রত্যুদ্গম্যমানো বসুভূতির্বাভ্রব্যশ্চ)

বিদূষকঃ—এদু এদু অমচ্চো। [এতু এত্বমাত্যঃ।]

বসুভূতিঃ—(সমন্তাদবলোক্য) অহো, বৎসেশ্বরস্যানুভাবঃ। তথাহি—

আক্ষিপ্তো জয়কুঞ্জরেণ তুরগান্নির্বর্ণয়ন্বল্লভান্
সংগীতধ্বনিনা হৃতঃ ক্ষিতিভৃতাং গোষ্ঠীষু তিষ্ঠন্ক্ষণম্।
সদ্যোবিস্মৃতসিংহলেশবিভবঃ কক্ষপ্রদেশঽপ্যহো
দ্বারস্থেনৈব কুতূহলেন মহতা গ্রাম্যো যথাহং কৃতঃ ॥ ১২ ॥

বাভ্রব্যঃ—বসুভূতে, অদ্য খলু চিরাৎ স্বামিনং দ্রক্ষ্যামীতি যৎ সত্যমানন্দাতিশয়েন কিমপ্যবস্থান্তরমনুভবামি। কুতঃ—

বিবৃদ্ধিং কম্পস্য প্রথয়তিতরাং সাধ্বসবশা-
দবিস্পষ্টাং দৃষ্টিং তিরয়তি পুনর্বাষ্পসলিলৈঃ।
স্খলদ্বর্ণাং বাণীং জড়য়তিতরাং গদ্গতয়া
জরায়াঃ সাহায্যং মম হি পরিতোষোঽদ্য কুরুতে ॥ ১৩ ॥

বিদূষকঃ—(অগ্রে ভূত্বা) এদু এদু অমচ্চো। [এতু এত্বমাত্যঃ।]
বসুভূতিঃ—(বিদূষকস্য কণ্ঠে রত্নমালাং দৃষ্ট্বাপবার্য) বাভ্রব্য, জানে সৈবেয়ং রত্নমালা যা দেবেন রাজপুত্র্যৈ প্রস্থানসময়ে দত্তেতি।
বাভ্রব্যঃ—অমাত্য, অস্তি সাদৃশ্যম্। তৎকিং বসন্তকাদবগচ্ছামি প্রভবমস্যাঃ।
বসুভূতিঃ—বাভ্রব্য, মা মৈবম্। মহতি রাজকুলে, রত্নবাহুল্যান্ন দুর্লভো ভূষণানাং সংবাদঃ।

(ইতি পরিক্রামতি)

বিদূষকঃ—(রাজানমুদ্দিশ্য) এসো বচ্ছাধিবো। তা উপসপ্পদু অমচ্চো। [এষ বৎসাধিপঃ। তদুপসর্পত্বমাত্যঃ।]
বসুভূতিঃ—(উপসৃত্য) জয়তু জয়তু দেবঃ।
রাজা—(উত্থায়) অভিবাদয়ে।
বসুভূতিঃ – অতিশ্রেয়াংস্ত্বং ভূয়াঃ।
রাজা—আসনমাসনমার্যায়।
বিদূষকঃ—(আসনমাদায়) ভোঃ এদমাসণং। উববিসদু অমচ্চো। [ভোঃ ইদমাসনম্। উপবিশত্বমাত্যঃ।]

(বসুভূতিরুপবিশতি)

কঞ্চুকী—দেব, বাভ্রব্যঃ প্রণমতি।
রাজা –(পৃষ্ঠে হস্তংদত্বা) বাভ্রব্য, ইত আস্যতাম্।
কঞ্চুকী—অমচ্চ, এসা দেবী বাসবদত্তা পণমদি। [অমাত্য, এষা দেবী বাসবদত্তা প্রণমতি।]
বাসবদত্তা—অজ্জ, পণমামি। [আর্য, প্রণমামি।]
বসুভূতিঃ—আয়ুস্মতি, বৎসরাজসদৃশং পুত্রমাপ্নুহি।

(সর্বে উপবিশন্তি)

রাজা - আর্য বসুভূতে, অপি কুশলং তত্রভবতঃ সিংহলেশ্বরস্য।
বসুভূতিঃ—(ঊর্ধ্বমবলোক্য, নিঃশ্বস্য চ) দেব, ন জানে বিজ্ঞাপয়ামি মন্দভাগ্যঃ।

(অধোমুখস্তিষ্ঠতি)

বাসবদত্তা –(সবিষাদমাত্মগতম্) হদ্ধী, হদ্ধী। কিং কিং দাণিং বসুভূদি কধইস্সদি ?
[হা ধিক্, হা ধিক্, কিমিদানীং বসুভূতিঃ কথয়িষ্যতি ?]
রাজা—বসুভূতে, কথয়। কিমেবং মাং পর্যাকুলয়সি ?
বাভ্রব্যঃ—(অপবার্য) চিরমপি স্থিত্বা যৎ কথনীয়ং তদিদানীমেব কথ্যতাম্।
বসুভূতিঃ—(সাস্রম্) দেব, ন শক্যং নিবেদয়িতুম্। তথাপ্যেষ কথয়ামি মন্দভাগ্যঃ। যাসৌ তত্রভবতঃ সিংহলেশ্বরস্য দুহিতা রত্নাবলী নামায়ুষ্মতী সিদ্ধাদেশেনাদিষ্টা যোঽস্যাঃ পাণিগ্রহণং করিষ্যতি স সার্বভৌমো রাজা ভবিষ্যতীতি।
রাজা—ততস্ততঃ ?
বসুভূতিঃ—তৎপ্রত্যায়াদার্যার্থং যৌগন্ধরায়ণেন বহুশঃ প্রার্থ্যমানাপি সা সিংহলেশ্বরেণ বাসবদত্তায়াশ্চিত্তখেদং পরিহরতা ন দত্তা।
রাজা—(অপবার্য) দেবি, কিমিদমিদানীমলীকং ত্বদীয়মাতুলামাত্যঃ কথয়তি ?

বাসবদত্তা— (বিমৃশ্য) অজ্জউত্ত, ণ আণামি কো এত্থ অলিঅং মন্তেদি। [আর্যপুত্র, ন জানামি কোঽত্রালীকং মন্ত্রয়তে।]

বিদূষকঃ— তদো কিং সংবুত্তং ? [ততঃ কিং সংবৃত্তম্ ?]

বসুভূতিঃ—ততো লাবাণকেন বহ্নিনা দেবী দগ্ধেতি বার্তামুৎপাদ্য দেবেন তদন্তিকং বাভ্রব্যঃ প্রহিতঃ। পুনরপি সা প্রার্থিতা চ। ততস্তত্রভবতা সিংহলেশ্বরেণ দেবেন সহাস্মাকং সংবন্ধলোপো মা ভূদিতি দত্তা সা রত্নাবলী দেবায় প্রতিপাদয়িতুমস্মাভিরানীয়মানা সমুদ্রে যানভঙ্গান্নিমগ্না। (ইতি রুদন্নধোমুখস্তিষ্ঠতি।)

বাসবদত্তা—(সাস্রম্) হা হদম্হি মন্দভাইণী! হা বহিণি রঅণাবলি কহিং দাণিং সি ? দেহি মে পড়িবঅণং। [হা হতাস্মি মন্দভাগিনী! হা ভগিনি রত্নাবলি, ক্বেদানীমসি ? দেহি মে প্রতিবচনম্।]

রাজা—সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। দুরবগাহা গতির্দৈবস্য! যানভঙ্গপতিতোত্থিতৌ নন্বেতাবেব তে নিদর্শনম্। (ইতি বসুভূতিবাভ্রব্যৌ দর্শয়তি।)

বাসবদত্তা—অজ্জউত্ত, জুজ্জদি এব্বং। পরং কুদো মম এত্তিঅং ভাঅধেঅং ? [আর্যপুত্র, যুজ্যত এবম্। পরং কুতো মমৈতাবদ্ভাগধেয়ম্ ?]

রাজা—(অপবার্য) বাভ্রব্য, কিমেবমিতি - সর্বথা নাবগচ্ছামি।

বাভ্রব্য—দেব, শ্রূয়তাম্।

(নেপথ্যে মহান্ কলকলঃ)

হর্ম্যাণাং হেমশৃঙ্গশ্রিয়মিব নিচয়ৈরর্চিষামাদধানঃ
সান্দ্রোদ্যানদ্রুমাগ্রপ্লপনপিশুনিতাত্যন্ততীব্রাভিতাপঃ।
কুর্বন্ ক্রীড়ামহীধ্রং সজলজলধরশ্যামলং ধূমপাতৈ-
রেষ প্লোষার্তমোষিজ্জন ইহ সহসৈবোত্থিতোঽন্তঃপুরেঽগ্নিঃ ॥

অপি চ—

দেবীদাহপ্রবাদোঽয়ং যোঽভূল্লাবাণকে পুরা।
করিষ্যন্নিব তৎ সত্যমগ্নিরয়মুত্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

রাজা—কথমন্তঃপুরেঽগ্নিঃ ? (সসংভ্রমমুত্থায় ? কথং দেবী বাসবদত্তা দগ্ধা ?)

বাসবদত্তা—অজ্জউত্ত, পরিত্তাহি, পরিত্তাহি। [আর্যপুত্র, পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব।]

রাজা—অয়ে, কথমতিসংভ্রমাৎ পার্শ্বস্থাপি দেবী নোপলক্ষিতা ? (দেব্যা পাণিং গৃহীত্বা, আলিঙ্গ্য চ) দেবি, সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি।

বাসবদত্তা—অজ্জউত্ত, মএ অত্তণো কিদে ণ ভণিদং। কিং উণ এসা ক্খু মএ নিগ্ঘিণাএ ইধ ণিঅড়ে সংজমিদা সাঅরিআ বিবজ্জেদি ? তা পরিত্তাঅদু অজ্জউত্তো। [আর্যপুত্র, ময়াত্মনঃ কৃতে ন ভণিতম্। কিং পুনরেষা খলু ময়া নিঘৃণয়েহ নিগড়ে সংযমিতা সাগরিকা বিপদ্যতে। তৎপরিত্রায়তামার্যপুত্রঃ।]

রাজা—কথং দেবি সাগরিকা বিপদ্যতে ? এষ গচ্ছামি।

বসুভূতিঃ—দেব, কিমিদমকারণমেব পতঙ্গবৃত্তিঃ ক্রিয়তে ?

বাভ্রব্যঃ—দেব, যুক্তমাহ বসুভূতিঃ।

বিদূষকঃ—(রাজানমুত্তরীয়ে গৃহীত্বা) ভো মা ক্খু সাহসং করেহি। [ভোঃ, মা খলু সাহসং কুরু।]

রাজা—(উত্তরীয়মাকর্ষন্) অরে ধিঙ্ মূর্খ, সাগরিকা বিপদ্যতে! কিমদ্যাপি প্রাণাঃ পরিরক্ষ্যন্তে? (জ্বলনপ্রবেশং নাটয়িত্বা ধূমাভিভবং নাটয়তি।)

বিরম বিরম বহ্নে মুঞ্চ ধূমানুবন্ধঃ
প্রকটয়সি কিমুচ্চৈরর্চিষাং চক্রবালম্।
বিরহহুতভুজাহং যো ন দগ্ধঃ প্রিয়ায়াঃ
প্রলয়দহনভাসা তস্য কিং ত্বং করোষি ॥ ১৬ ॥

বাসবদত্তা—কধং মম দুক্খভাইণীএ বঅণাদো এব্বং ববসিদং অজ্জউত্তেণ। তা কিং মএ, টিঠ্‌দাএ। অহম্‌পি অজ্জউত্তং জেব্ব অণুগমিস্সং। [কথং মম দুঃখভাগিন্যা বচনেনৈবং ব্যবসিতমার্যপুত্রেণ? তৎ কিং ময়া স্থিতয়া? অহমপ্যার্য-পুত্রমেবানুগমিষ্যামি।]

বিদূষকঃ—(পরিক্রামন্নগ্রতো ভূত্বা) ভোদি, অহংবি পথোবদেসকো হোমি। [ভবতি, অহমপি পথ্যুপদেশকো ভবামি।]

বসুভূতিঃ—কথং প্রবিষ্ট এব জ্বলনং বৎসরাজঃ? তন্মমাপি দুষ্টরাজপুত্রীবিপত্তের্যুক্তমিহৈবাত্মানমাহুতীকর্তুম্।

কঞ্চুকী—(সাস্রম্) হা মহারাজ, কিমিদমকারণমেব ভরতকুলং সংশয়তুলামারোপিতম্? অথবা কিং প্রলাপেন? অহমপি ভক্তিসদৃশমাচরামি।

(ইতি সর্বেঽগ্নিপ্রবেশং নাটয়ন্তি)

রাজা—(দক্ষিণবাহুস্পন্দং নিরূপ্য) এতদবস্থস্য মম কুতএতৎ ফলম্? (অগ্রতোঽবলোক্য সহর্ষোদ্বেগম্) কথমাসন্নহুতবহা বর্ততে সাগরিকা? ত্বরিতমেনাং সংভাবয়ামি।

(ততঃ প্রবিশতি নিগড়সংযতা সাগরিকা)

সাগরিকা—(সমন্তাদবলোক্য) দিট্‌ঠিয়া। সমন্তদো পজ্জলিদো হুদবহো অজ্জ মে দুক্খাবসাণং করিস্সদি। [দিষ্ট্যা। সমন্তাৎপ্রজ্বলিতো হুতবহোঽদ্য মে দুঃখাবসানং করিষ্যতি।]

রাজা—(ত্বরিতমুপসৃত্য) অয়ি প্রিয়ে, কিমদ্যাপি মধ্যস্থতয়া বর্তসে?

সাগরিকা—(রাজানং দৃষ্ট্বাত্মগতম্) কধং অজ্জউত্তো? তা এদং পেক্‌খিঅ পুণোবি মে জীবিদাসা সংবুত্তা। (প্রকাশম্) ভট্টা, পরিত্তাহি, পরিত্তাহি। [কথমার্যপুত্রঃ? তদেনং প্রেক্ষ্য পুনরপি মম জীবিতাশা সংবৃত্তা। ভর্তা, পরিত্রায়স্ব, পরিত্রায়স্ব।]

রাজা—ভীরু, অলং ভয়েন।

মুহূর্তমপি সহ্যতাং বহুল এষ ধূমোদ্গমো। (অগ্রতোঽবলোক্য)
হা হা ধিগিদমংশুকং জ্বলতি তে স্তনাৎ প্রচ্যুতম্। (বিলোক্য)
মুহুঃ স্খলসি কিং? কথং নিগড়সংযতাসি? (নিপুণমবলোক্য)
দ্রুতং নয়ামি ভবতীমিতঃ প্রিয়তমেঽবলম্বস্ব মাম্ ॥ ১৭ ॥

(কণ্ঠে গৃহীত্বা নিমীলিতাক্ষঃ স্পর্শসুখং নাটয়ন্) অহো, ক্ষণাদ্ গতোঽয়ং মে সংতাপঃ। প্রিয়ে, সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি।

ব্যক্তং লগ্নোঽপি ভবতীং ন ধক্ষ্যতি হুতাশনঃ।
যতঃ সংতাপমেবায়ং স্পর্শস্তে হরতি প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥

(অক্ষিণী সমুন্মীল্য, নিরীক্ষ্য চ) অহো মহদাশ্চর্যম্ !

ক্বাসৌ গতো হুতবহস্তদবস্থমেতদন্তঃপুরঃ ?

(বাসবদত্তাং দৃষ্ট্বা)

কথমবিশ্তনুপাত্মজেয়ম্ ?

বাসবদত্তা—(রাজ্ঞঃ শরীরং পরামৃশন্তী সহর্ষম্) দিট্‌ঠিআ অক্‌খদসরীরো অজ্জউত্তো। [দিষ্ট্যা অক্ষতশরীর আর্যপুত্রঃ।]

রাজা—বাভ্রব্য এষ ?

বাভ্রব্যঃ—বিজয়তাং মহারাজঃ। দেব, দিষ্ট্যা বর্ধসে। পুনরুচ্ছ্বসিতাঃ স্মঃ।

রাজা—বসুভূতিরয়ং ?

বসুভূতিঃ—দেব, দিষ্ট্যা বর্ধসে।

রাজা—বয়স্যঃ ?

বিদূষকঃ—জেদু জেদু ভবং। [জয়তু জয়তু ভবান্।]

রাজা - (বিচিন্ত্য সবিতর্কম্)

স্বপ্নে মতিভ্রমতি কিং ন্বিদমিন্দ্রজালম্ ॥ ১৯ ॥

বিদূষকঃ—ভো, মা সংদেহং করেহি। ইন্দ্রজালং ক্‌খু এদং। ভণিদং তেণ দাসীএ উত্তেণ ঐন্দআলিএণ জহ অবস্সং এব্ব দেবেণ মহ একোখেলণত্তা দট্‌ঠব্বোত্তি। তা তং জ্জেব্ব এদং ! [ভোঃ, মা সন্দেহং কুরু। ঐন্দ্রজালং খল্বিদম্। ভণিতং তেন দাস্যাঃ পুত্রেণৈন্দ্রজালিকেন যথাবশ্যমেব দেবেন মমৈকং খেলনং দ্রষ্টব্যমিতি। তত্তদেবেদম্।]

রাজা—দেবি, ত্বদ্বচনাদিয়মস্মাভিরিহানীতা সাগরিকা।

বাসবদত্তা—(বিহস্য) অজ্জউত্ত, জাণিদং দে সব্বং। [আর্যপুত্র, জ্ঞাতং তে সর্বম্।]

বসুভূতিঃ—(সাগরিকাং দৃষ্ট্বাপবার্য) বাভ্রব্য, সুসদৃশীয়ং রাজপুত্র্যা।

বাভ্রব্যঃ—অমাত্য, মমাপ্যেতদেব মনসি বর্ততে।

বসুভূতিঃ - (প্রকাশং রাজানমুদ্দিশ্য) দেব, কুত ইয়ং কন্যকা ?

রাজা—দেবী জানাতি।

বসুভূতিঃ—দেবি, কুতঃ পুনরিয়ং কন্যকা ?

বাসবদত্তা—অমচ্চ ! এসা ক্‌খু সাগআদো পাবিদেত্তি ভণিঅ অমচ্চজোঅন্ধরাঅণেণ মম হত্থে ণিক্‌খিত্তা। অদো এব্ব সাঅরিআত্তি সদ্দাঈঅদি। [অমাত্য ! এষা খলু সাগরতঃ প্রাপ্তেতি ভণিত্বামাত্যযৌগন্ধরায়ণেন মম হস্তে নিক্ষিপ্তা। অতএব সাগরিকেতি শব্দ্যতে।]

রাজা—(স্বগতম্) কথং যৌগন্ধরায়ণেন ন্যস্তা ? কথমসৌ মমানিবেদ্য কিঞ্চিৎ করিষ্যতি ?

বসুভূতিঃ—(অপবার্য) বাভ্রব্য, যথা সুসদৃশী বসন্তকস্য কণ্ঠে রত্নমালা, অস্যা অপি সাগরাৎ প্রাপ্তিঃ। তথা ব্যক্তং সিংহলেশ্বরস্য দুহিতা রত্নাবলীয়ম্। (ইতি উপসৃত্য, প্রকাশম্) আয়ুষ্মতি, রত্নাবলি, রাজপুত্রি, কমীদৃশীমবস্থাং গতাসি ?

সাগরিকা—(বসুভূতিং দৃষ্ট্বা সাস্রম্) কধং অমচ্চো বসুভুদী ? [কথম্ অমাত্যো বসুভূতিঃ ?]

বসুভূতিঃ—হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ। (ইতি ভূমৌ পততি।)

সাগরিকা—হা হদম্হি মন্দভাইণী। হা তাদ, হা অম্ব, কহিং সি? দেহি মে পড়িবঅণং। (ইত্যাত্মানং পাতয়ন্তী মোহমুপগতা।) [হা হতাস্মি মন্দভাগিনী! হা তাত, হা অম্ব, কুত্রাসি? দেহি মে প্রতিবচনম্।]

বাসবদত্তা—(সসংভ্রমম্) কঞ্চুই, ইয়ং সা মম বহিণিআ রঅণাবলী? [কঞ্চুকিন্, ইয়ং সা মম ভগিনী রত্নাবলী?]

কঞ্চুকী—দেবি, ইয়মেব সা।

বাসবদত্তা—(রত্নাবলীমালিঙ্গ্য) বহিণি, সমস্সস, সমস্সস। [ভগিনি, সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি।]

রাজা—কথমুদাত্তবংশপ্রভবস্য সিংহলেশ্বরস্য বিক্রমবাহোরাত্মজেয়ম্?

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) রঅণাবলীং দিট্‌ঠিঅ পঢ়মে এব্ব জাণিদং মএ ণহু সামণজণস্স ঈদিসো পরিচ্ছদো হোদিত্তি [রত্নাবলীং দৃষ্ট্বা প্রথমমেব জ্ঞাতং ময়া ন খলু সামান্যজনস্যেদৃশঃ পরিচ্ছদো ভবতীতি।]

বসুভূতিঃ—(উত্থায়) রাজপুত্রি, সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি। নন্বিয়ং জ্যায়সী তে ভগিনী দুঃখমাস্তে। তৎপরিষ্বজস্বৈনাম্।

রত্নাবলী—(সমাশ্বস্য রাজানং তির্যগবলোক্য, স্বগতম্) কিদাবরাধা ক্খু অহং। দেবীএ ণ সক্কণোমি মুহং দংসিদুং। (ইত্যধোমুখী তিষ্ঠতি।) [কৃতাপরাধা খল্বহম্। দেব্যা ন শক্নোমি মুখং দর্শয়িতুম্।]

বাসবদত্তা—(সাস্রং বাহু প্রসার্য) এহি অদিণিট্‌ঠুরে পিঅবহিণি, দাণিং এহি। সিণেহং দংসেহি। (ইতি কণ্ঠে গৃহ্ণাতি।) [এহ্যতিনিষ্ঠুরে প্রিয়ভগিনি, ইদানীমেহি। স্নেহং দর্শয়।]

(রত্নাবলী স্খলিতং নাটয়তি)

বাসবদত্তা—(অপবার্য) অজ্জউত্ত, লজ্জেমি অহং ইমিণা অত্তণো ণিসংসত্তণেণ। তা লহুং অবণেহি সে এদং বন্ধণং। [আর্যপুত্র, লজ্জেঽহমনেনাত্মনো নৃশংসত্বেন। তল্লঘবপনয়াস্যা এতদ্ বন্ধনম্।]

রাজা—(সপরিতোষম্) যথাহ দেবী। (ইতি সাগরিকায়া বন্ধনমপনয়তি।)

বাসবদত্তা—অজ্জউত্ত, অমচ্চজোঅন্ধরাঅণেণ এত্তিঅং কালং দুজ্জণীকিদম্হি। জেণ জাণন্তেণবি ণ মে ণিবেদিদং। [আর্যপুত্র, অমাত্যযৌগন্ধরায়ণেনৈতাবন্তং কালং দুর্জনীকৃতাস্মি। যেন জানতাপি ন মে নিবেদিতম্।]

(ততঃ প্রবিশতি যৌগন্ধরায়ণঃ)

যৌগন্ধরায়ণঃ—

দেব্যা মদ্বচনাত্তথাভ্যুপগতঃ পত্যুর্বিয়োগো মহান্মা
দেবান্যকলত্রসংঘটনয়া দুঃখং পরং প্রাপিতা।
তস্যাঃ প্রীতিময়ং করিষ্যতি জগৎস্বামিত্বলাভঃ প্রভোঃ
সত্যং দর্শয়িতুং তথাপি বদনং শক্নোমি নো লজ্জয়া॥ ২০॥

অথবা কিং ক্রিয়তে? ঈদৃশমত্যন্তমাননীয়েম্বপি নিরনুরোধবৃত্তি স্বামিভক্তিব্রতম্। (নিরূপ্য) অয়ং দেবো মহারাজঃ। যাবদুপসর্পামি। (উপসৃত্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। (পাদয়োর্নিপত্য) দেব, ক্ষম্যতাং যন্ময়ানিবেদ্য কৃতম্।

রাজা—কথয় কিমনিবেদ্য কৃতম্?

যৌগন্ধরায়ণঃ—করোত্বাসনপরিগ্রহং দেবঃ। সর্বং বিজ্ঞাপয়ামি।

(সর্বে রাজ্ঞা সহ যথাস্থানমুপবিশন্তি।)

যৌগন্ধরায়ণঃ—দেব, শ্রূয়তাম্। সেয়ং সিংহলেশ্বরস্য দুহিতা সা সিদ্ধেনাদিষ্টা যথা যোঽস্যা পাণিগ্রহণং করিষ্যতি স সার্বভৌমো রাজা ভবিষ্যতি। ততস্তৎপ্রত্যয়াদস্মাভিঃ স্বামিনোঽর্থে বহুশঃ প্রার্থ্যমানেনাপি সিংহলেশ্বরেণ দেব্যা বাসবদত্তায়াশ্চিত্তখেদং পরিহরতা যদা ন দত্তা—

রাজা—তদা কিম্?

যৌগন্ধরায়ণঃ— সলজ্জম্ তদা লাবণকেন বহ্নিনা দেবী দগ্ধেতি প্রসিদ্ধিমুৎপাদ্য তদন্তিকং বাভ্রব্যঃ প্রহিতঃ।

রাজা—যৌগন্ধরায়ণ, ততঃ পরং শ্রুতং ময়া। অথেয়ং দেবীহস্তে কিমনুচিন্ত্য স্থাপিতা?

বিদূষকঃ—ভো অণাচক্খিদোবি এদস্স অভিপ্পাও মএ জাণিদো এব্ব। জহ অন্তেউরগদা অন্তেউরগদস্য সুহেণ ণঅণপধং গমিস্সদিত্তি? [ভোঃ অনাখ্যাতোঽপ্যেতস্যাভিপ্রায়ো ময়া জ্ঞাত এব। যথান্তঃপুরগতা অন্তঃপুরগতস্য সুখেন নয়নপথং গমিষ্যতীতি।]

রাজা যৌগন্ধারয়ণ গৃহীতস্তেঽভিপ্রায়ো বসন্তকেন।

যৌগন্ধরায়ণঃ যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

রাজা—ঐন্দ্রজালিকবৃত্তান্তোঽপি মন্যে ত্বৎপ্রয়োগ এব?

যৌগন্ধরায়ণঃ—অন্যথান্তঃপুরে বন্ধায়া অস্যা কুতো দেবেন দর্শনম্? অদৃষ্টায়াশ্চ বসুভূতিনা কুতঃ পরিজ্ঞানম্? (বিহস্য) পরিজ্ঞাতায়াশ্চ ভগিন্যাঃ সম্প্রতি যথা করণীয়ং, তত্র দেবী প্রমাণম্।

বাসবদত্তা—(সস্মিতম্) অজ্জ অমচ্চ, ফুডং এব্ব কিং ণ ভণাসি অজ্জউত্তে পড়িবাদোই রঅণাবলীংত্তি। [আর্য অমাত্য, স্ফুটমেব কিং ন ভণসি আর্যপুত্রে প্রতিপাদয় রত্নাবলীমিতি?]

বিদূষকঃ ভোদি, সুট্‌ঠু তুএ জাণিআে এত্তিআে অমচ্চস্স অভিপ্পাআে। [ভবতি, সুষ্ঠু ত্বয়া জ্ঞাত এতাবানমাত্যস্যাভিপ্রায়ঃ।]

বাসবদত্তা—(হস্তৌ প্রসার্য) এহি রঅণাবলী এহি। কিংপি দাণিং মে বহিণিআঅণুরূবং হোদু। (ইতি রত্নাবলীং স্বকীয়ৈরাভরণৈরলংকৃত্য হস্তে গৃহীত্বা রাজানমুপসৃত্য) দেব পডিচ্ছ এদং রঅণাবলীং। [এহি রত্নাবলী, এহি। কিমপীদানীং মে ভগিন্যনুরূপং ভবতু। দেব, প্রতীচ্ছেতাং রত্নাবলীম্।]

রাজা—(সহর্ষং হস্তৌ প্রসার্য) কো দেব্যাঃ প্রসাদো ন বহুমন্যতে? (ইতি সাগরিকাং গৃহ্ণাতি।)

বাসবদত্তা—অজ্জউত্ত, দূরে ক্খু এদাএ ণাদিউলং। তা তহ করেদু জহ বন্ধুজণং ন সুমরেদি। (ইতি সমর্পয়তি।) [আর্যপুত্র, দূরে খল্বেতস্যা জ্ঞাতিকুলম্। তত্তথা কুরু তথা বন্ধুজনং ন স্মরতি।]

রাজা—যথাজ্ঞাপয়তি দেবী।

বিদূষকঃ—(সহর্ষং নৃত্যতি) হী হী। ভো ভো, জঅদু, জঅদু, ভবং। পুহবী

কখু দাণিং হথগতা পিঅবঅস্সস্স। [হী হী। ভো ভোঃ, জয়তু ভবান্।
পৃথ্বী খল্বিদানীং হস্তগতা প্রিয়বয়স্যস্য।]

বসুভূতিঃ—রাজপুত্রি, বাসবদত্তাং প্রণামেণার্চয়।

(রত্নাবলী তথা করোতি।)

বাভ্রব্যঃ—দেবি, স্থানে দেবীশব্দমুদ্বহসি। (বাসবদত্তা রত্নাবলীমালিঙ্গ্য দেবী-শব্দেন প্রসাদং করোতি।)

বাভ্রব্যঃ—ইদানীং সফলপরিশ্রমোঽস্মি সংবৃত্তঃ।

যৌগন্ধরায়ণঃ—দেব, তদুচ্যতাং কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি?

রাজা—কিমতঃপরমপি প্রিয়মস্তি? যতঃ—

নীতো বিক্রমবাহুরাত্মসমতাং প্রাপ্তেয়মুর্বীতলে
সারং সাগরিকা সসাগরমহীপ্রাপ্তৈকহেতুঃ প্রিয়া।
দেবী প্রীতিমুপাগতা চ ভগিনীলাভাজ্জিতাঃ কোসলাঃ
কিং নাস্তি ত্বয়ি সত্যমাত্যবৃষভে যস্মৈ করোমি স্পৃহাম্ ॥ ২১ ॥

তথাপীদমস্তু।

(ভরত-বাক্যম্)

উর্বীমুদ্দামসস্যাং জনয়তু বিসৃজন্বাসবে বৃষ্টিমিষ্টা-
মিষ্টৈস্ত্রৈপিষ্ঠপানাং বিদধতু বিধিবৎ প্রীণনং বিপ্রমুখ্যাঃ।
আকল্পান্তং চ ভূয়াত্ সমুপচিতসুখঃ সংগমঃ সজ্জনানাং
নিঃশেষং যান্তু শান্তিং পিশুনজনগিরো দুর্জয়া বজ্রলেপাঃ ॥২২॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

ইত্যৈন্দ্রজালিকো নাম চতুর্থোঽঙ্কঃ।

সমাপ্তা চেয়ং রত্নাবলী শ্রীহর্ষদেবস্য কৃতিঃ।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলায় 'রত্নাবলী' নাটক লেখেন। এই নাটকের অভিনয়ই বেলগাছিয়া-নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়। অভিনয়ের তারিখ—৩১শে জুলাই, শনিবার, ১৮৫৮।

হিন্দু পেট্রিয়ট

সংবাদ-প্রভাকর

শিবনাথ শাস্ত্রী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বেলগাছিয়া-নাট্যশালায় 'রত্নাবলী'র অভিনয়-প্রসঙ্গে

১

পাইকপাড়ার রাজারা শিক্ষা ও দেশের মঙ্গলের জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়া প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছেন। এবারে তাঁহারা নাট্যশালা ও নাটকের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়ীতে তাঁহারা একটি চমৎকার সখের নাট্যশালা স্থাপিত করিয়াছেন। গত শনিবার রত্নাবলী অভিনয়ের দ্বারা এই নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। আমাদের দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রৌঢ় পাঠকদের মধ্যে যাঁহাদের স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, মেরেডিথ পার্কার, হোরেস উইলসন ও হেনরী লরেন্সের সময়ের এবং চৌরঙ্গী ও সাঁসুসি থিয়েটারের কথা স্মরণ আছে, তাঁহাদের নিকট ভারতীয় নাটকের পুনরভ্যুদয় ও বিশুদ্ধ আমোদের প্রতি নবানুরাগের সংবাদ খুব আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে হইবে। এ-যুগের নবীন যুবকেরাও এই আমোদের নূতনত্ব ও নাট্যশালার সুব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। বিচক্ষণ দর্শকেরা সেদিনকার অভিনয় দেখিয়া খুব তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

—হিন্দু পেট্রিয়ট (১৮৫৮, ৫ই আগস্ট)

২

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।) 'রত্নাবলী' নাটক—গত শনিবার রাত্রে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগেছের উদ্যানে এতদ্দেশীয় কতিপয় যুবা ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ নাটক সমাধা হয়। রাত ৮৷৷ সাড়ে আট ঘণ্টাকালে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় শেষ হয়। তদ্দর্শনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাঙ্গালা-দেশের ছোট গবরনর শ্রীযুক্ত মান্যবর হেলিডে সাহেব, শ্রীযুত মেং হিউম সাহেব, ডাক্তার গুডইব চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকানেক ইংরাজ লোক ও বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন। নাট্যোক্ত স্ত্রী-পুরুষেরা যেপ্রকার অঙ্গভঙ্গিমা ও নৃত্যগীত দ্বারা সভা মোহিত করেন, তাহাতে তাহাদিগকে দর্শকেরা বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। নাট্যশালা অতি পরিপাটী হইয়াছিল। নাট্যোক্ত ব্যক্তি-বর্গের বেশ-বিন্যাস অতি সুদৃশ্য ও মনোহর হইয়াছিল। এই ব্যাপার এমত সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়াছে যে, দর্শকমাত্রেরই মনোরঞ্জন হইয়াছে এবং তাবৎই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা যত অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে

এ-সম্প্রদায়কে সর্বোৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। ছোট লাট বাহাদুর মহাশয় নাটক শেষ হওয়া-কালীন অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং কহিলেন যে, এতদ্দেশীয় যুবা ব্যক্তিরা লেখাপড়া শিখিয়া কত শত মহাত্মাকে সুখী করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এতাদৃশ দৃশ্য সুখ অপেক্ষা আরো কতপ্রকার গুরুতর ব্যাপারসকল সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা করা যায় তাহার পরিসীমা নাই। যাহা হউক, বাঙ্গালা দেশ সভ্য হইয়াছে ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ বিদেশীয় বিদ্যায় ব্যুৎপন্নশালী হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে ? সর্বশেষে নাট্যোক্ত পুরুষদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন। শুনা গেল, আগামী বৃহস্পতিবার ঐ নাটক ঐ স্থলে পুনরায় হইবেক। তাহার কারণ শুনা গেল যে গতবারে স্থানের সঙ্কীর্ণতাজন্য অনেক ব্যক্তিকে আহ্বান করা যায় নাই, সে জন্য দুইবার করিয়া সর্ব-লোকের নয়নরঞ্জন করিবেন।

—সংবাদ-প্রভাকর (১৮৫৮, ৪ঠা আগস্ট)

৩

এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায়স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদানীন্তন কলিকাতার পুলিস কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাঁহাকে চিনিত না। কেবল হিন্দুকালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র তাঁহাকে চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বসাক তাঁহাদের মধ্যে একজন। গৌরদাস বাবু তাঁহাকে নূতন নাট্যালয়ের উদ্যোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিলেন। মধুসূদন তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দিলেন। মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবন্ধ রীতি ত্যাগ পূর্বক নূতন প্রণালীতে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করিলেন। তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইল। মধুসূদনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্বরাগে অনুরঞ্জিত করিল। তাঁহার জীবনচরিতকার বলেন যে, এই বেলগাছিয়া-রঙ্গালয়ের সম্পর্ক হইতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-ছন্দ রচনার সূত্রপাত। বলিতে কি, ঐ রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ মধুসূদনের প্রতিভা-বিকাশের হেতুভূত হইল।

—শিবনাথ শাস্ত্রী

('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ')

মধুসূদন-কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজী অনুবাদের প্রস্তাবনা অংশটুকু এখানে তুলে দেওয়া হলো।

RATNAVALI

Michael M, S. Dutt.

DRAMA IN FOUR ACTS

PRELUDE

Scene—The Stage

Enter Actor

Act. Genius and Taste to-night
in this bright hall
Have met to grace
the Muse's Fastival
My heart misgives me
as I look around.
I tremble as a tread
the hallow'd ground,
Can I, with feeble hand,
with feebler tongue.
Strike the sweet lyre and raise
the voice of song ?
Lo ! as a dwarf I stand,
with up-lift eyes.
Longing to pluck the moon
adown the skies !
But e'en keen Ridicule
forgets to sneer.
When heavenly Genius.
graceful Taste are near.
And as a suppliant to them I fly—
If they but smile on me.
on other meed seek I,

(Pauses)

But enough ; such late repentance begets no profitable fruit. I see the audience eagerly expects the performance of Ratnavaly ; [Looks around]. Ah ! 'Its a noble, a brilliant assembly ; and here I have a golden opportunity offer'd me to win fame and fortune. Why not ? This drama is the production of Sri Harsha Deva—one of the brightest of our wits—a radiant gem set in the airy summit of the Mount of Poesy ; I see before me the truest judges of histrionic skill : and the love adventures of the King of Vatsa are sweet and romantic. What need I more ? Let me hasten the preparation.

[Looking at the Tiring-room and raising his voice.]

What ho, come hither, fair gentle-woman !

ENTER ACTRESS

Actress. Did my lord call ?

Act. Did thy lord call ? See'st rhou not this illustrious assembly ? Wilt thou sing them one of thy charming songs ?

Actress. What song, my lord ?

Act. The choice rests with thee. beloved.

Actress. I'm bound t' obey my lord. [Sings .]

SONG

"The sofr breezes of the South fan the blooming flowers of the Vacula : the bee wanders torth to sreal honey from the golden chalice of each blossom : the Kokila rrills its merry note from the groves : the Bhrimga, with its bride, roves from bow'r to bow'r. In this season of gladness, the God of the flowery bow wounds with his keen shafts the bosom of the love-lorn maiden. Alas ; who can soothe her sorrows !"

Act O. how sweet ; The melody of the voice, my beloved, ravishes my heart , How—O. how can ; sufficiently reward thee !

Actress. Reward me ? I pray you, my lord, mock me not. [Ironically]. Do I not owe my lord all possess—all ? But such ia my fate ! There are many husbands that are never weary of showering gifts on their brides—their happy brides ! But you, my lord—

Act. What say'st thou ? Have I not given thee jewel ? Thou thyself, sweet, art as a goiden creeper and adorn'st the

	earth with thy living beauty ! Why should she lack jewels, who is a precious jewels herself !
Actress.	Ah ! my lord hath a metvellous stcre of sweet words, but they are—words only.
Act.	Words only ? Tell me, have I not given thee jewels of exceading great value ?
Actress,	Nay, these that I wear, were bridal gifts from my dear parents.
Act.	Look at the beautyfull NECKLACE thou wear'st,
Actress.	Where ? I see it not, my lord !
Act.	Ha ! ha ! Tis of such wondrous, such exquisite workmanship. that thine eyes cannot see it !
Actress,	O, then, my lord means the drama, which has been named rhe NECKLACE ! A rare jewel forsooth !
Act,	Yes, a most rare jewel, the brightest the earth can show ! Look at this illustrious audience dearest ! See'st thou not how eagerly they long to behoid thy glorious NECKLACE ? Dealy not, I pray thee, beloved, to gratify rhem.
Actress.	As my lord commands,
Act	Hasten thou the preparations,
Actress.	I obey. [exeunt.]

End of the Prelude.